মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের
(১ জুলাই ২০১৯ - ৩০ জুন ২০২০)
বার্ষিক কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের
২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত
বার্ষিক প্রতিবেদন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়াবলি				পৃষ্ঠা
	মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সারসংক্ষেপ				**i-xxiii**
১.	**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**				**১-৫৩**
২.	**মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন**				
	(ক)	**অর্থনৈতিক (সামষ্টিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি)**			**৫৪-৭২**
		ক.১	মাথাপিছু আয় ও প্রবৃদ্ধি		৫৪
		ক.২	অর্থনৈতিক বিষয়		৫৪
		ক.৩	সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট)		৫৫
		ক.৪	বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান		৫৫
		ক.৫	সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ		৫৫
		ক.৬	উন্নয়ন প্রকল্প		৫৬
		ক.৬.১	অবকাঠামো উন্নয়ন		৫৬-৬৯
		ক.৭	দারিদ্র্য নিরসন		৬৯
		ক.৮	কর্মসংস্থান		৬৯
		ক.৯	প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ-লোকসান		৬৯-৭০
		ক.১০	উৎপাদন বিষয়ক		৭০-৭২
			ক.১০.১	কৃষি/শিল্পপণ্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি	৭০
			ক.১০.২	বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল ও পানি	৭১-৭২
			ক.১০.২.১	বিদ্যুৎ সরবরাহ	৭১
			ক.১০.২.২	২০১৯-২০ অর্থবছরে চুক্তি-স্বাক্ষরিত, চালুকৃত ও নির্মাণাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রের তথ্য	৭১
			ক.১০.২.৩	বিদ্যুতের গড় সিস্টেম লস	৭১
			ক.১০.২.৪	জ্বালানি তেলের সরবরাহ	৭২
			ক.১০.২.৫	মেট্রোপলিটন এলাকায় পানি সরবরাহ	৭২
		ক.১১	বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ		৭২
		ক.১২	পর্যটক (স্থল, নৌ ও আকাশ পথে বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা)		৭২
	(খ)	**প্রশাসনিক**			**৭৩-৮৩**
		খ.১	জনবল		৭৩
		খ.২	উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদ ও সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ		৭৩
		খ.৩	নিয়োগ ও পদোন্নতি		৭৩
		খ.৪	শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা		৭৩

ক্রমিক		বিষয়াবলি			পৃষ্ঠা
		খ.৫	অডিট আপত্তি		৭৪
		খ.৬	সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা		৭৪
		খ.৭	তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার		৭৪-৮২
		খ.৮	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি		৮২
		খ.৯	সেমিনার ও ওয়ার্কশপের সংখ্যা		৮২
		খ.১০.ক	সরকারি কাজে রাষ্ট্রপ্রধানের বিদেশ সফর		৮২-৮৩
		খ.১০.খ	সরকারি কাজে সরকার প্রধানের বিদেশ সফর		৮৩
		খ.১১	বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার-প্রধান ও আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধানগণের বাংলাদেশ সফর		৮৩
		খ.১২	মন্ত্রী ও সচিবগণের ভ্রমণ/পরিদর্শন		৮৩
	(গ)	**আইন-শৃঙ্খলা**			**৮৩-৮৫**
		গ.১	অপরাধ		৮৩-৮৪
		গ.২	কারাবন্দি		৮৪
		গ.৩	মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি		৮৪
		গ.৪	আইন প্রণয়ন		৮৫
		গ.৫	দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ		৮৫
		গ.৬	সীমান্ত-সংঘর্ষ		৮৫
		গ.৭	সীমান্তে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকের জীবনহানি		৮৫
		গ.৮	ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য		৮৫
	(ঘ)	**সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম**			**৮৬-১০৭**
		ঘ.১	শিক্ষা		৮৬-৮৭
			ঘ.১.১	প্রাথমিক শিক্ষা	৮৬
			ঘ.১.২	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু (৬-১০ বছর বয়স)	৮৬
			ঘ.১.৩	সাক্ষরতা	৮৭
			ঘ.১.৪	মাধ্যমিক শিক্ষা (নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ)	৮৭
			ঘ.১.৫	বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	৮৭
			ঘ.১.৬	চিকিৎসা শিক্ষা	৮৭
		ঘ.২	**স্বাস্থ্য**		**৮৮**
			ঘ.২.১	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত	৮৮
			ঘ.২.২	স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যয় ও অবকাঠামো	৮৮
		ঘ.৩	**হজ সংক্রান্ত**		**৮৮**
		ঘ.৪	**সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি**		**৮৮-১০৭**
	ঙ.	**মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি**			
	১.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ			১০৮-১১১
	২.	অর্থ বিভাগ			১১১-১১৭
	৩.	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ			১১৭-১২২

ক্রমিক		বিষয়াবলি	পৃষ্ঠা
	৪.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১২২-১৩০
	৫.	আইন ও বিচার বিভাগ	১৩১-১৩৪
	৬.	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩৫-১৩৯
	৭.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	১৩৯-১৪১
	৮.	খাদ্য মন্ত্রণালয়	১৪১-১৪৪
	৯.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৪৪-১৪৭
	১০.	জন বিভাগ	১৪৭-১৪৮
	১১.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১৪৮-১৫২
	১২.	জননিরাপত্তা বিভাগ	১৫২-১৫৫
	১৩.	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৫৬-১৬০
	১৪.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১৬০-১৬৫
	১৫.	তথ্য মন্ত্রণালয়	১৬৫-১৭৩
	১৬.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৭৩-১৮০
	১৭.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১৮০-১৮৩
	১৮.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৮৩-১৮৮
	১৯.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	১৮৮-১৯৪
	২০.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৯৪-২১৭
	২১.	পরিকল্পনা বিভাগ	২১৭-২২২
	২২.	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	২২২-২২৫
	২৩.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	২২৫-২২৮
	২৪.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২২৯-২৩২
	২৫.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২৩২-২৩৭
	২৬.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৩৭-২৪১
	২৭.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৪১-২৪৮
	২৮.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২৪৮-২৬৪
	২৯.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৬৫-২৬৭
	৩০.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬৭-২৭০
	৩১.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	২৭০-২৭৫
	৩২.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৭৫-২৯২
	৩৩.	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	২৯২-২৯৪
	৩৪.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২৯৫-২৯৯
	৩৫.	বিদ্যুৎ বিভাগ	২৯৯-৩০১
	৩৬.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৩০১-৩০৭
	৩৭.	ভূমি মন্ত্রণালয়	৩০৭-৩১৭

ক্রমিক	বিষয়াবলি		পৃষ্ঠা
	৩৮.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩১৭-৩২১
	৩৯.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩২১-৩৪১
	৪০.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৪১-৩৪৪
	৪১.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৪৫
	৪২.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৩৪৬-৩৪৯
	৪৩.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৩৪৯-৩৫২
	৪৪.	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৩৫২-৩৫৫
	৪৫.	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৩৫৫-৩৬৬
	৪৬.	শিল্প মন্ত্রণালয়	৩৬৭-৩৭৮
	৪৭.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩৭৯-৩৮০
	৪৮.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৮১-৩৮৪
	৪৯.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩৮৪-৩৮৭
	৫০.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩৮৭-৪১৩
	৫১.	সেতু বিভাগ	৪১৪-৪১৫
	৫২.	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৪১৫-৪১৯
	৫৩.	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪১৯-৪২৭
	৫৪.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৪২৭-৪৪২
	৫৫.	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৪৪২-৪৪৫
৩.	**সার্বিক পর্যালোচনা**		**৪৪৬-৪৫৪**
৪.	**সুপারিশ**		**৪৫৫-৪৫৬**

	পরিশিষ্ট	
পরিশিষ্ট-ক	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	৪৫৭-৪৬৪
পরিশিষ্ট-খ	২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন লাভজনক প্রতিষ্ঠানের নাম ও লাভের পরিমাণ	৪৬৫-৪৬৬
পরিশিষ্ট-গ	২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের নাম ও অন্যান্য তথ্য	৪৬৭-৪৬৮
পরিশিষ্ট-ঘ	অডিট রিপোর্টে সন্নিবেশিত গুরুতর অনিয়মের তথ্যাদি	৪৬৯
পরিশিষ্ট-ঙ	২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত/সংশোধিত আইনসমূহ	৪৭০
পরিশিষ্ট-চ	২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত নীতিমালা	৪৭১
পরিশিষ্ট-ছ	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রণীত/সংশোধিত বিধিমালা ও নীতিসমূহ	৪৭২-৪৭৬
পরিশিষ্ট-জ	২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সম্পাদনে সম্ভাব্য বড় চ্যালেঞ্জসমূহ	৪৭৭-৪৭৯
পরিশিষ্ট-ঝ	বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত পদক ও সম্মাননাসমূহ	৪৮০-৪৮১
পরিশিষ্ট-ঞ	২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম	৪৮২-৪৮৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনের
নির্বাহী সারসংক্ষেপ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996-এর Rule 25(3) অনুযায়ী সদ্য-অতিক্রান্ত অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। প্রতি বছরের মতো বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংকলিত করে পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৮-১৯) সঙ্গে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণসহ 'মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সরকারের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক, সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। একইসঙ্গে প্রতিবেদনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। ২০ মার্চ ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে উক্ত দুটি কমিটির যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের নিরিখে তাৎপর্যময় ও গুরুত্ববহ ২৯৮টি কর্মসূচি সংবলিত একটি বিষয়ভিত্তিক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। জাতীয় কমিটির নির্দেশনার আলোকে ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিববর্ষে (১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া সরাসরি কেন্দ্রীয় তদারকির বাইরেও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর, বিভাগ/জেলা/উপজেলা প্রশাসন, সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাসহ সকলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্ব-স্ব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে উপলক্ষ্য করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। ঢাকার জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে জনসমাগম পরিহারপূর্বক ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সীমিত আকারে সম্পন্ন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক 'কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর' শিরোনামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে সারাদেশে ১ কোটি বৃক্ষ রোপণ এবং সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণে গৃহহীন-আশ্রয়হীনদের ঘর তৈরি করে দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

৩. 'রূপকল্প-২০২১' ও 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণি থেকে উত্তরণের সকল যোগ্যতা অর্জন করেছে। সরকার উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রেখে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে কাঙ্ক্ষিত মধ্য-আয়ের পরিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সকল কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বিগত বছরসমূহের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরেও সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকসমূহ ও সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বিশ্লেষণে সার্বিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

৪. কোভিড-১৯-এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি একটি সামগ্রিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন। কর্মসৃজনকে প্রাধান্য প্রদান এবং বিলাসী ব্যয় নিরুৎসাহিত করে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প-সুদে কতিপয় ঋণ সুবিধা প্রবর্তন, হতদরিদ্র এবং

কর্মহীন নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন এবং সতর্কতার সাথে বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১ লক্ষ ২১ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকার একটি প্রণোদনা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, যা জিডিপি'র ৪.৩৪ শতাংশ। ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের অর্থনীতির কোনো কোনো সূচকে প্রবৃদ্ধি কম হলেও বাংলাদেশে কোভিড-১৯-এর অর্থনৈতিক প্রতিঘাত বেশ ভালভাবেই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে।

৫. ২০১৯-২০ অর্থবছরে করোনা ভাইরাসের মহামারি সত্ত্বেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ১৮.২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূববর্তী অর্থবছরে তুলনায় ১০.৮৭ শতাংশ বেশি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৬.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। রাজস্ব আদায় হয়েছে ২,৬২,৮০৬ কোটি টাকা, যা পূববর্তী অর্থবছরে তুলনায় ৪.৩৪ শতাংশ বেশি। বিগত অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব প্রশাসনের বিভিন্ন সময়োপযোগী সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. সরকার বিশ্বমন্দার কবল থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা এবং রপ্তানি সম্প্রসারণসহ ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় সরকার মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে প্রতি তিন বছর পর পর দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা প্রদান করে উদার ও যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে আসছে। এতে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্প বিকশিত হচ্ছে, অন্যদিকে রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পণ্য ও সেবা খাতে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪০.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৩.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বমন্দা ও কোভিড-১৯ মহামারির কারণে রপ্তানি আয়ের প্রবণতা নিম্নমুখী থাকলেও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে রপ্তানি আয়ের প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। বিভিন্ন দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এবং সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

৭. বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশের সাথে সম্পাদিত মোট ৬৬টি চুক্তির মাধ্যমে ৯,৭২৪.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি (কমিটমেন্ট) অর্জিত হয়েছে, যার মধ্যে ৫০২.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৩৪টি অনুদান চুক্তি ও ৯,২২২.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৩২টি ঋণ চুক্তি রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৭,১২১.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার অর্থছাড় (ডিসবার্সমেন্ট) হয়েছে, যার মধ্যে অনুদান ২৭৫.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ঋণ ৬,৮৪৫.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরের কমিটমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা ৬,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৯,৭২৪.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে এবং অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫,৫৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৭,১২১.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে, যার মধ্যে ১,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সাপোর্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ মহামারির স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য দ্রুততম সময়ে বাজেট সাপোর্ট হিসাবে এ সহায়তা সংগ্রহ করা হয়।

৮. ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ইপিজেড ও নন-ইপিজেড)-এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২.৩৬৪৬৪ (সাময়িক) বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থানীয় ও শতভাগ বিদেশি এবং যৌথ বিনিয়োগে মোট ৯০৫টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নিবন্ধিত শিল্পে মোট ১,৩৮,১৭৭ জন লোকের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য ২০২১ সালে Ease of Doing Business Index-এ বাংলাদেশের অবস্থান দুই ডিজিটে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বেজা কর্তৃক ১৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প উৎপাদনের কাজ এবং ১৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের নির্মাণকাজ চলমান আছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে ১৩১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে। ২৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ চলমান আছে। বেজা মোট ২০টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করেছে, যার মধ্যে ১০টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইতোমধ্যে ১৯টি শিল্প স্থাপিত হয়েছে।

৯. একটি দক্ষ ও আধুনিক বাজার ও সেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কাজ করে চলেছে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে দরিদ্র গ্রাহকদের অর্থের অভাবে অসময়ে উৎপাদিত শস্য কম মূল্যে বিক্রি রোধে ৫ শতাংশ সুদে শস্য গোলা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক জুন ২০২০ পর্যন্ত যথাক্রমে ৮,৭৫৩.৮৯ কোটি ও ২,০৫৮.৭৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সদস্যদের আর্থিক লেনদেন গ্রামে বসে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ডিজিটাল আর্থিক সেবা 'পল্লী লেনদেন'-এর শুভ উদ্বোধন করেন। 'নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ২০২০' শিরোনামে ৩,০০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের আওতাধীন সদস্যদের ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সঞ্চয়স্থিতি ৩৬৯ বিলিয়ন টাকা এবং সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১,৩৫৭.১৮ বিলিয়ন টাকা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আপামর জনগণের আর্থিক সহায়তার জন্য চালু করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা'। আর্থসামাজিক উন্নয়ন কাজের অংশ হিসাবে ৭.৬১ লক্ষ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র সদস্যকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে ২,৭৭১.০৮ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৭৯,৭৯৩ জন বেকার যুব'কে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৭৫,৬৬৬ জন বেকার যুব'র কর্মসংস্থান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ৬,৩৩৭ জন প্রবাসগামী কর্মীকে ১০৮.৯১ কোটি টাকা অভিবাসন ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

১০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২৪টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় ২১১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয় এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ৩৭টি প্রকল্প অবহিতকরণের জন্য একনেক সভায় উপস্থাপন করা হয়। একনেক কর্তৃক অনুমোদিত সর্বমোট ২১০টি প্রকল্পের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১-এর চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে এবং ৮ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,০১,১৯৯ কোটি টাকায় সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রাক্কলন করা হয়। এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত মোট প্রকল্প সংখ্যা ছিল ১,৯০৬টি। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১,৬৪৬টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৪৭টি, নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্প ১০৩টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ১০টি। এ সময় এডিপি'তে বরাদ্দ ২,০১,১৯৯ কোটি টাকার বিপরীতে মোট ব্যয় হয় ১,৬১,৮৭১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৮০.৪৫ শতাংশ। এডিপি'তে বাস্তবায়নাধীন ১,৯০৬টি প্রকল্পের মধ্যে সমাপ্তিযোগ্য প্রকল্প ছিল ৩১৭টি, এর মধ্যে ১৮২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

১১. ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫.২৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ২,০৬৪ মার্কিন ডলার নির্ধারিত হয়। ২০১৯ সালে দারিদ্র্য হার ২০.৫ শতাংশ এবং হতদারিদ্র্য হার ১০.৫ শতাংশ নির্ধারিত হয়। কৃষি শুমারি প্রকল্পের প্রকাশিত প্রিলিমিনারি রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে সাধারণ খানার সংখ্যা ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৮০টি। ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে 'National Workshop on International Indexes in Achieving SDGs' শীর্ষক কর্মশালায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন র‍্যাংকিং-এ হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত নিশ্চিত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উন্নয়ন সূচকসমূহে বাংলাদেশের অবস্থান উপস্থাপন করা হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে 'Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2019' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় 'Progotir Pathey Bangladesh'-এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এ জরিপের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ মা ও শিশুদের পুষ্টি, স্যানিটেশন ও হাইজিন, শিশু শ্রম, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখে 'মনিটরিং দ্য সিচ্যুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস্ অব বাংলাদেশ ৩য় পর্যায়' প্রকল্পের Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2019 প্রকাশিত হয়েছে। এ শুমারির মাধ্যমে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, আগমন, বহির্গমন এবং আর্থ-সামাজিক তথ্যসংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিয়মিতভাবে জনমিতি সম্পর্কিত সূচকসমূহের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে।

১২. শিল্পায়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। করোনা ভাইরাসের কারণে শিল্প খাতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪-৫ শতাংশ সুদে বৃহৎ শিল্পে (উৎপাদন ও সেবা) ৩০,০০০ কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (উৎপাদন ও সেবা) ২০,০০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। শিল্পখাতের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নসহ ৩১ দফা নির্দেশনার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রযোজ্য বাস্তবায়নযোগ্য

নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য বরাদ্দকৃত ঋণ বিতরণ একটি কমিটির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিসিআইসি ৮ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন এবং ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আমদানিপূর্বক মোট ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া বিতরণের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উৎপাদন ও আমদানির মাধ্যমে রাসায়নিক সার নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের ফলে গত এক বছরে রাসায়নিক সারের কোনো ঘাটতি হয়নি। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে পুরাতন ঘোড়াশাল ও পলাশ সার কারখানার পরিবর্তে বার্ষিক ৯,২৪,০০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন একটি ইউরিয়া সার কারখানা 'ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে লবণ মৌসুমে ১৫.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে এবং ৮.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন ভোজ্য লবণ আয়োডিনসমৃদ্ধ করা হয়েছে। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের অসুবিধা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'বিটাকের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেস্টিং সুবিধাসহ টুল এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপন' প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য বরগুনা জেলার তালতলীতে ১০৫ একর জমির ওপর জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার চরনিশানবাড়ীয়া ও মধুপাড়া মৌজায় ১০০ একর জমিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ট্যানারি শিল্প সাভারস্থ চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ২০০ একর জমিতে ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্পপার্ক স্থাপিত হয়েছে। ৭৯৯টি রপ্তানিমুখী ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প ইউনিট কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫৯,৪১৫ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১৩ শতাংশ। পণ্যের মান নিশ্চিতকরণের জন্য ১৮০টি পণ্যের মান প্রণয়ন এবং ৫,২০০টি পণ্যের সার্টিফিকেশন মার্কস প্রদান করা হয়েছে। দেশের একমাত্র মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান 'বিএসটিআই'র সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদরসহ ফরিদপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার জেলায় বিএসটিআই অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিল্প, সেবা, কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাপানভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) কর্তৃক প্রণীত দশ বছর মেয়াদি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্ল্যান ২০২১-২০৩০' প্রণয়ন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মোট ৫০টি অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় আরএডিপিতে মোট ৪,০৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ব্যয় হয়েছে ৪,০৬০.৯৭ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯৯.১৭ শতাংশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের লবিতে ১টি এবং মন্ত্রণালয় চত্বরে ১টি বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা (IAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে সকলের মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩. 'বস্ত্রখাতের বিশ্বায়ন-টেকসই উন্নয়ন'-এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে দেশে প্রথম জাতীয় বস্ত্র দিবস ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ৯-১১ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে ৩ দিনব্যাপী বস্ত্রমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ৬ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতীয় পাট দিবস উদ্‌যাপন এবং উক্ত তারিখ থেকে ৩ দিনব্যাপী বহুমুখী পাটজাত পণ্যের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বস্ত্রখাতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে যার ৮০ শতাংশই নারী। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮৪ শতাংশ পোশাকশিল্প থেকে অর্জিত হচ্ছে। পাটখাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩ কোটি লোকের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে। আমাদের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাঁতশিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশ তাঁতশিল্প জোগান দিয়ে আসছে। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। তাঁতশুমারি অনুযায়ী তাঁতশিল্পে বছরে প্রায় ৬৮.৭০ কোটি মিটার তাঁতবস্ত্র উৎপাদিত হয়। ৪১ জেলার ৯৯টি উপজেলায় 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের ৫২৮টি সমিতির ৩,৮০৩ জন সদস্যকে তুঁত চাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য নির্বাচন করা হয়। ৬৯৭ জন চাষি রেশমগুটি উৎপাদন করছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশনের আওতাধীন ১৬টি মিল পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ভিত্তিতে পরিচালনা করার জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে।

১৪. ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিদ্যমান শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, নারী কর্মীর সুরক্ষা, মুজিববর্ষের কার্যক্রমসহ নানা কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। করোনা ভাইরাসের কারণে বিভিন্ন দেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশি কর্মীদের করোনা পরবর্তী সময়ে পুনরায় কর্মে নিয়োগের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। কর্মহীন অন্তবর্তী সময়ে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে দুস্থ ও কর্মহীন হয়ে পড়া প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে বিশেষ বরাদ্দের প্রায় ১১ কোটি টাকার ঔষধ, ত্রাণ ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিদেশ ফেরত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে সরকার কর্তৃক ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে 'বিনিয়োগ ঋণ' প্রদানের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল হতে উক্ত ব্যাংকের অনুকূলে ২০০ কোটি টাকা অর্থ ছাড় করা হয়। অভিবাসী মৃত কর্মীর পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড-এর তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। লকডাউনকালীন বিদেশ প্রত্যাগত ৫,৯৭৪ জন কর্মীকে জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা হিসাবে বিমানবন্দরে তাৎক্ষণিক মোট ২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। 'দক্ষ হয়ে বিদেশ গেলে, অর্থ সম্মান দুই-ই মেলে' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থেকে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য বীমা স্কিম উদ্বোধন করেন। তিনি অভিবাসনে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি ও সিআইপিদের সম্মাননা প্রদান করেন। বিদেশগামী নারী কর্মীদের অধিক সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে 'বিদেশগামী নারী কর্মী সুরক্ষা সেল' গঠন করা হয়েছে।

১৫. কোভিড-১৯-এর অভিঘাত মোকাবিলায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় বোরো ধান কাটার শ্রমিকের চলাচল নির্বিঘ্ন করা হয় এবং কম্বাইন্ড হারভেস্টার, রিপার ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে হাওড় এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকার বোরো ধান কাটা সম্পন্ন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে এ কার্যক্রমে কৃষক ও শ্রমিকের সাথে ছাত্রলীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ, আওয়ামী লীগসহ জনপ্রতিনিধিগণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সকল ফসলসহ কৃষি খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদে সর্বমোট প্রায় ১৯,৫০০ কোটি টাকার স্কিম গঠন করা হয়। ফলে কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ ও দুর্যোগের অভিঘাত মোকাবিলা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের উৎপাদন হয় ৪৫৩.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন, আলু উৎপাদন হয় ১০৯.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন, ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন হয় ১০.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন, পিঁয়াজ উৎপাদন হয় ২৫.৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং পাট উৎপাদন হয় ৬৮.১৯ লক্ষ বেল। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর মাধ্যমে ২০১৯-২০ মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের ১,৩৮,০০০ মেট্রিক টন মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করে সাশ্রয়ী মূল্যে কৃষকের নিকট সরবরাহ করা হয়। বর্ণিত সময়ে ২৫.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৬.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন টিএসপি, ৭.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন এমওপি এবং ৯.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন ডিএপি সার কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়। কৃষি উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার সার, ডিজেল, বিদ্যুৎ, ইক্ষু ইত্যাদি খাতে ভর্তুকি/উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭,১৮৮.২৫ কোটি টাকা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ভর্তুকি বা উন্নয়ন সহায়তা চালু করার ফলে একদিকে কৃষক কর্তৃক সুষম সার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং অপরদিকে কৃষকের উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখতে আইসিটি বিভাগের সহায়তায় অনলাইন কৃষি মার্কেট 'Food for Nation' চালু করা হয়েছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অনলাইন 'হর্টেক্স বাজার' চালু করা হয়েছে।

১৬. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণার মাধ্যমে ২৩ প্রজাতির স্বাদু পানির মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করেছে। এর ফলে বাজারে মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছের প্রজনন ও চাষ কৌশল উদ্ভাবন এবং ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০২০ সালে 'একুশে পদক ২০২০' অর্জন করেছে। সামুদ্রিক মাছের প্রজননকে নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন চট্টগ্রাম মহানগরীসহ উপকূলীয় ১৪ জেলার ৪৪টি উপজেলার মোট ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৮৯ জেলে পরিবারকে মোট ২৩,৪৯৬.৯৮ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল প্রদান করা হয়। জাটকা আহরণে বিরত ৩,০১,২৮৮টি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি করে

মোট ৪৬,৫৮০.০৮ মেট্রিক টন চাল দেয়া হয়। মা-ইলিশ রক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ৩৫ জেলার ১৪৭ উপজেলার ইলিশ আহরণে বিরত ৪,০৮,৩২৯টি জেলে পরিবারকে ২০ কেজি করে ৮,১৬৬.৫৮ মেট্রিক টন চাল দেয়া হয়। সরকারি ডেইরি, ছাগল ও মহিষের খামারে ১২ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৪০ লিটার দুধ, ৫৮৭টি গাভীর বাচ্চা, ১,৫৩৪টি ছাগীর বাচ্চা, ৫১টি মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। হাঁস-মুরগি খামারে ৮৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮২৮টি ডিম এবং ৩৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৫১২টি হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে।

১৭. পল্লী এলাকায় বসবাসরত হতদরিদ্র পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে চাল বিক্রির খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিচালনা ও করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে এ ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে নিয়মিত বিতরণকাল বছরের কর্মাভাবকালীন ৫ মাস সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ও মার্চ-এপ্রিল-এর অতিরিক্ত মে ২০২০ মাসে ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে অতিরিক্ত ১.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। ফলে এ খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট চাল বিতরণের পরিমাণ ৮,৮৭,৯৪৫ মেট্রিক টন; যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১৯.৩৭ শতাংশ বেশি। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়। ওএমএস-এর আওতায় কেজি প্রতি ৩০ টাকা দরে চাল বিক্রয়ের পাশাপাশি করোনা পরিস্থিতিতে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী নিম্ন আয় ও অন্যান্য সকল কর্মহীন মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য বিশেষ ওএমএস কার্যক্রমের মাধ্যমে এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ মাসে ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি মাসিক ২০ কেজি করে চাল বিক্রয় করা হয়েছে। ওএমএস ও বিশেষ ওএমএস খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট প্রায় ৩.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে; যা পূর্ববর্তী বছরের এ খাতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের চেয়ে ২৪.২৭ শতাংশ বেশি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বোরো-২০১৯ সংগ্রহ মৌসুমে ৩,৯৯,৮৬২ মেট্রিক টন ধান; ৯,৯৯,৯৮৭ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল; ১,৪৯,৯৯০ মেট্রিক টন আতপ চাল ও ৬৪,৪২৯ মেট্রিক টন গম এবং আমন ২০১৯-২০ সংগ্রহ মৌসুমে ৬,২৬,৬৫৭ মেট্রিক টন ধান; ৩,৩৭,৪০৭ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল ও ৬৪,৪২৯ মেট্রিক টন আতপ চাল সংগ্রহ করা হয়। কৃষকদের মূল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বোরো-২০২০ সংগ্রহ মৌসুমে রেকর্ড পরিমাণ ১১,৫০,০০০ মেট্রিক টন চাল এবং ৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান ও ৭৫,০০০ মেট্রিক টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ফলে কৃষকগণ স্মরণকালের মধ্যে ধানের ন্যায্য মূল্য পেয়েছেন। এ সময় মোট ২৩,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ৩৪টি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ করে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ৭,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার আরও ১০টি খাদ্য গুদাম হস্তান্তরের জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে। ২০০৯ সালে সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় সরকারি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিল ১৪ লাখ মেট্রিক টন যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১.৫০ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। অতিদরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ৬ ধরনের অনুপুষ্টি-সমৃদ্ধ পুষ্টিচাল (ফর্টিফাইড রাইস) বিতরণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে দেশের ১০০টি উপজেলায় পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল বিতরণ করা হয়েছে।

১৮. পানি সম্পদ উন্নয়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন ১৭২.৩৬ কিলোমিটার, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন ৭৯১.২৬ কিলোমিটার, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ৭১টি, সেচ অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ/মেরামত পুনর্বাসন ১২৭টি, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ ৭১টি, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্নির্মাণ/মেরামত পুনর্বাসন ২৩টি, ড্রেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন ২০১.২৮ কিলোমিটার, এক্সক্যাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন ২৫৭.৯২ কিলোমিটার, বাঁধ নির্মাণ ৫৯.২৭ কিলোমিটার, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/পুনর্নির্মাণ/মেরামত ৭৭.৪৮ কিলোমিটার, নদী তীর সংরক্ষণ ৯৩.১৫ কিলোমিটার, ছোট নদী/খাল ও জলাশয় পুনঃখনন ১,২০০ কিলোমিটার, হাওড় এলাকায় ডুবন্ত বাঁধ মেরামত/নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ৭৭৭.২৫ কিলোমিটার, উপকূলীয় বাঁধ মেরামত ও উঁচুকরণ ১৫৫.৪৪ কিলোমিটার, উপকূলীয় বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা ৩৩.৭১ কিলোমিটার এবং নদী ও খালের উপর ১৩৫টি অস্থায়ী ক্লোজার-এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২-১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর ২৫তম পার্টি সম্মেলনে (COP-25) বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং COP-25-এ বাংলাদেশ ২০২০-২১ মেয়াদের জন্য Climate Vulnerability Forum (CVF)-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন, বিশ্ব

ব্যাংকের প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সংস্থার প্রতিনিধিবর্গের অংশগ্রহণে ৯-১০ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে ঢাকায় Global Commission on Adaptation (GCA)-এর দুই দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একটি আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকায় স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সচিবালয়ের চতুষ্পার্শ্বে 'শব্দদূষণ মুক্ত' এবং 'নীরব এলাকা' ঘোষণা করা হয়। দেশের দূষণঘন এলাকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং রাসায়নিক ও বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে 'Bangladesh Environmental Sustainability and Transformation (BEST)' শিরোনামে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়।

২০. ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৩,৫৪৮ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ও উৎপাদন ছিল ১২,৭৩৮ মেগাওয়াট। এ অর্থবছরে সর্বমোট ৪৫ হাজার কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়; ১,৭৭৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয় এবং ২,৭৮২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ছয়টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৫,২৯৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪৩টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন ছিল। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৯৭ শতাংশ এবং মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫১২ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে।

২১. দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান চালিকা শক্তি জ্বালানি তেলের চাহিদা আমদানি ও দেশজ গ্যাস ফিল্ড থেকে প্রাপ্ত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে। জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিপিসি কর্তৃক ৩৩,৯৮,৪১৫ মেট্রিক টন ডিজেল; ৩,৪২,৮৫৬ মেট্রিক টন জেট-এ-১; ১,৩১,৮৭০ মেট্রিক টন অকটেন; ১,৭৫,৬৯৪ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল এবং ১১,৫১,৯৬৩ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি করা হয়। এ ছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ গ্যাস ফিল্ড থেকে প্রাপ্ত কনডেনসেট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ফ্র্যাকশোনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণের পর মোট ৭৬,৯৭৮ মেট্রিক টন ডিজেল; ১,৫৯,০০৭ মেট্রিক টন অকটেন; ২,১২,৫৮৪ মেট্রিক টন পেট্রোল; ৫,৩২৮ মেট্রিক টন এমটিটি; ২১,৩১৩ মেট্রিক টন কেরোসিন ও ৪৯৮ মেট্রিক টন এসবিপিএস বিপিসি কর্তৃক ক্রয় করা হয়েছে। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত অপরিশোধিত/পরিশোধিত জ্বালানি তেল ও ডিজেল বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে অবস্থানরত মাদার ভেসেল থেকে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে শেষ হয়। এর ফলে দেশের জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা ১ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৩.২০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮৯২.১৭ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে গ্যাস উৎপাদন হয়েছে ৮৮৬.৮১০ বিসিএফ যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৪০ শতাংশ। কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৭,৮০,০০০.২০ মেট্রিক টনের বিপরীতে কয়লা উৎপাদন করা হয়েছে ৮,১১,১৩৭.৬৩ মেট্রিক টন যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৪ শতাংশ। কঠিন শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৮ লক্ষ মেট্রিক টনের বিপরীতে উৎপাদিত হয়েছে ৮,২৪,০০০ মেট্রিক টন, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৩ শতাংশ।

২২. সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জিওবি অর্থায়নে ১৮৯টি, বৈদেশিক সহায়তায় ১৮টি ও কারিগরি সহায়তায় ১২টিসহ মোট ২১৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। একই সময়ে ২৩টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ৫৬টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে উপ-আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ এবং নিরাপদ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রয়াসে ১,৭৫২ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন করে ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০১৯-২০ মেয়াদে মোট ৩৯৮.০৭ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৯৪ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। Last Mile Connectivity ও Missing Link স্থাপনের লক্ষ্যে আরও ৫৯০ কিলোমিটার মহাসড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষে ডিটেইল্ড ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া ১,৭১১ কিলোমিটার মহাসড়কের উভয়পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ মূল পেভমেন্ট ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

২৩. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতের আওতায় ৭৮.৬৬ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ১৯২.৬০ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ৫৮.৯৭ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ১৮৬৮.৭২ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ফেসিং, ১,৪১৫.৫৩ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ১,৫৩১.৫৪ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতিকরণ এবং ৮৫টি সেতু ও ৭৫২টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২৪. ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক ২০০৫ সালে প্রণীত Strategic Transport Plan (STP) হালনাগাদ করে সংশোধিত STP প্রণয়ন করা হয়েছে। সংশোধিত STP-তে ৫টি Mass Rapid Transit (MRT) [MRT Line-1, 2, 4, 5 & 6] লাইন, এবং ২টি Bus Rapid Transit (BRT) [BRT করিডোর-3 & 7], তিনস্তর বিশিষ্ট রিং রোড (ইনার, মিডল ও আউটার), ৮টি রেডিয়াল সড়ক, ৬টি এক্সপ্রেসওয়ে এবং ২১টি ট্রান্সপোর্টেশান হাব নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে। ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, ট্রাফিক সেফটি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস পরিবহন সেক্টর পুনর্গঠনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সংশোধিত STP-এর আলোকে ইতোমধ্যে MRT Line-1, MRT Line-5 ও বিআরটি লাইন-৩ এর সমীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে এবং বিআরটি লাইন-৭ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান আছে।

২৫. ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর আওতায় অত্যাধুনিক গণপরিবহণ হিসাবে ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬ স্টেশনবিশিষ্ট ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহণে সক্ষম দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময়-সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ চালিত ও পরিবেশবান্ধব MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৪৬.১৩ শতাংশ। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব থেকে আগারগাঁও অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৭৪.১০ শতাংশ। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৪০.৯৫ শতাংশ। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সিস্টেম এবং রোলিং স্টক (রেলকোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ কাজের সমন্বিত অগ্রগতি ৩১.১১ শতাংশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-6 বর্ধিত করার লক্ষ্যে সোশ্যাল সার্ভে চলছে। ২০২৬ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত MRT Line-1 নির্মাণের লক্ষ্যে ডিটেইল্ড স্টাডি, সার্ভে ও বেসিক ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। ডিটেইল্ড ডিজাইন-এর কাজ চলছে। ২০২৮ সালের মধ্যে উড়াল ও পাতাল মেট্রোরেলের সমন্বয়ে হেমায়েতপুর হতে ভাটারা রুটে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৪টি স্টেশন বিশিষ্ট MRT Line-5: Northern Route-এর ডিটেইল্ড ডিজাইন, টেন্ডার এ্যাসিসটেন্স এবং কন্সট্রাকশন সুপারভিশন-এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। এটি হবে ঢাকা মহানগরীর প্রথম পূর্ব-পশ্চিম MRT করিডোর। ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী থেকে দাশেরকান্দি পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ১৬টি স্টেশনবিশিষ্ট MRT Line-5: Southern Route-এর সমীক্ষার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এটি হবে ঢাকা মহানগরীর দ্বিতীয় পূর্ব-পশ্চিম MRT করিডোর।

২৬. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১,০০০ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব ব্যয় সংবলিত মেগা প্রকল্প ২২টি। এর মধ্যে ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ এবং বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট: গাজীপুর-এয়ারপোর্ট প্রকল্প, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১), ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দান রুট প্রকল্প এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট সরকারের ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্প। এছাড়া, অন্যান্য মেগা প্রকল্পসমূহ হল: উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প, উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ঢাকা-পদ্মাসেতু-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প, ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প, ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)-এর আওতায় কালনা সেতুসহ ১৭টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প, উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক

সার্ভিস লেনসহ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-এর আওতায় ৮২টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প, কুমিল্লা (টমছম ব্রিজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ফরিদপুর-বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প, পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প, শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রিজ এপ্রোচ) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহনের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ থেকে সোনাপুর অংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কে পায়রা নদীর ওপর ৪-লেন বিশিষ্ট পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়কের (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প এবং জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন (ঢাকা জোন) প্রকল্প।

২৭. আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াসে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) কাজ করে যাচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার জন্য বিআরটিএ কর্তৃক অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অষ্টম ন্যাশনাল রোড সেফটি স্ট্র্যাটেজিক এ্যাকশন প্ল্যান ২০১৭-২০২০ চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত প্ল্যান অনুযায়ী সড়ক নিরাপত্তা বিধানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও সারাদেশে ২২ অক্টোবর 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রত্যক্ষ দিক-নির্দেশনায় স্বাধীনতার পর ক্ষতিগ্রস্ত এ প্রতিষ্ঠানটি পুনর্গঠিত হয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করে। এছাড়া দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরিতে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের সীমানা পেরিয়ে আজ বিদেশের মাটিতে বিআরটিসি'র দৃপ্ত পদচারণা।

২৮. পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৮০.৫০ শতাংশ। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত ১ম ধাপের ১,৩৩৩টি ওয়ার্কিং পাইল ড্রাইভিং, ৩২৩টি পাইল ক্যাপ, ১০৯টি ক্রস বিম, ২৩০টি কলাম (সম্পূর্ণ) ও ১৬৬টি কলাম (আংশিক) এবং ১৮৬টি আই গার্ডার কাস্টিং সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায়ের ভৌত অগ্রগতি ৫৬ শতাংশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন টানেল প্রকল্পের নির্মাণকাজ জুন ২০২০ পর্যন্ত ৫৬ শতাংশ সম্পন্ন হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৯২৩.৯৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিজাইন রিভিউ এবং কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট নিয়োগে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা শহরে ২৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে।

২৯. রেলপথ উন্নয়নে ৬৯.৮২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ; ২৮.৫৪ কিলোমিটার বিদ্যমান রেলপথ পুনর্বাসন; ৮৫টি নতুন রেল সেতু নির্মাণ; ৫টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ; ২৬টি বিদ্যমান রেল সেতু পুনর্নির্মাণ; ১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থা আধুনিকায়ন; ২৫টি নতুন লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ; ১৫৮টি নতুন এমজি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ এবং ৩টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। বেনাপোল-ঢাকা-বেনাপোল রুটে ১৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে আন্তঃনগর 'বেনাপোল এক্সপ্রেস' ট্রেন চালু করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম-ঢাকা-কুড়িগ্রাম রুটে ১৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে 'কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস' ট্রেন চালু করা হয়েছে। ঢাকা-জামালপুর-ঢাকা রুটে ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে 'জামালপুর এক্সপ্রেস' ট্রেন চালু করা হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে 'ঢালারচর এক্সপ্রেস' ট্রেনের রুট ঈশ্বরদী-ঢালারচর-ঈশ্বরদী পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে রাজবাড়ী-ভাঙ্গা-রাজবাড়ী পর্যন্ত 'রাজবাড়ী এক্সপ্রেস' মেইল ট্রেন চালু করা হয়। ৫ জুন ২০২০ তারিখ থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-ঢাকা রুটে এক জোড়া ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন পরিচালিত হচ্ছে। 'বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্প'-এর মূল নির্মাণকাজের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৩০. সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর ও নৌবন্দরের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন, নৌপথের নাব্যতা রক্ষার মাধ্যমে নৌচলাচল নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নকরণ, নৌ-বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের আওতাধীন বুড়িগঙ্গা/তুরাগ/শীতলক্ষ্যা নদী সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে ৩,৩১৪টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ১০৬.২৫ একর তীরভূমি উদ্ধার; ৪৫,২৯,০০০ টাকা জরিমানা; ৮ কোটি ৯২ লক্ষ ১৩ হাজার ৬০০ টাকা নিলাম এবং ৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১,২০০ পিলার স্থাপন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দর ৩০,০৪,১৪২ TEU's কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করার সাফল্য অর্জন করেছে। মোংলা বন্দরে নির্বিঘ্নে জাহাজ চলাচলের লক্ষ্যে চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য ৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বহির্বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশের ব্যস্ততম চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের পরিপূরক হিসাবে সরকার কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এটি হবে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কর্তৃক চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার এবং ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার বিএসসি জাহাজ বহরে যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি জাহাজ ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেন। করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে যাত্রীবাহী লঞ্চের মাস্টার/ড্রাইভার/স্টাফদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। টার্মিনালের প্রবেশমুখে জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন, তাপমাত্রা পরিমাপক হ্যান্ড থার্মাল ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং প্রতিটি লঞ্চ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে চলাচলের জন্য সার্বক্ষণিক মনিটর করা হচ্ছে।

৩১. হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩য় টার্মিনাল ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়। ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্যাসেঞ্জার হ্যান্ডলিং বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সুবিধা সংবলিত নতুন একটি আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবন, প্রয়োজনীয় ক্যাপাসিটিসম্পন্ন একটি কার্গো ভবন, ট্যাক্সিওয়ে, এয়ারক্রাফ্ট পার্কিং এ্যাপ্রন, কারপার্কিংসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম চালু হয়। এ ছাড়া কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে ৬,৭৯০ ফুট থেকে উন্নীত করে ৯,৫০০ ফুট করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে কক্সবাজার রানওয়েকে ৯,৫০০ থেকে ১০,৭০০ ফুটে উন্নীত করার প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়েছে। রানওয়েতে এয়ার ফিল্ড গ্রাউন্ড লাইটিং (AGL) ও ইন্সট্রুমেন্ট লাইটিং সিস্টেম (ILS) সংস্থাপনের কাজ করা হবে। উক্ত কাজ সমাপ্ত হলে সুপরিসর, মাঝারি ও ছোট আকারের সকল বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণ করতে পারবে। আধুনিক মানের রানওয়ে নির্মাণের ফলে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। বোয়িং কোম্পানির সঙ্গে ক্রয় চুক্তির আলোকে জুলাই ও সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ ২টি ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ এবং ডিসেম্বর ২০১৯-এ ২টি ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ বিমানবহরে সংযোজন করা হয়েছে।

৩২. 'Dhaka OIC City of Tourism-2019' ঘোষিত হওয়ায় ১১-১২ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে অফিসিয়াল সেলিব্রেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর দর্শনীয় স্থানসমূহের একটি প্রামাণ্য চিত্র 'Unparallel Dhaka' নির্মাণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। পর্যটন সেবার মান উন্নয়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক সিলেট, বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, হবিগঞ্জ, বাগেরহাট ও যশোর জেলার ১০টি পর্যটন স্পটে সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে মোট ৫,৪৯,০৩,৭৭২ টাকা অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বিশ্বব্যাপী ভাইরাস-এর বিস্তারে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন পর্যটনশিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযুক্ত খাতসমূহ ও বন্ধ হওয়া পর্যটন সাবসেক্টরসমূহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুনরায় চালু করার জন্য 'Standard Operating Procedure (SOP)' প্রস্তুত করা হয়। ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে।

৩৩. সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসনকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি সংহত ও সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হচ্ছে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অভিঘাত থেকে সুরক্ষা দেবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিভিন্ন কর্মসূচিতে

সংশোধিত অর্থ বরাদ্দ ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৮ শতাংশ। এ সময়ে দারিদ্র্যের হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২১.৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০.৫ শতাংশে এবং হত দারিদ্র্যের হার ১১.৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১০.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে দারিদ্র্য-ব্যবধানও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

৩৪. সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৪ লক্ষ জনকে বয়স্কভাতা, ১৭ লক্ষ জনকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, ১৫.৪৫ লক্ষ জনকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, ৯৯,৫০০ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং বেসরকারি এতিমখানার নিবাসী ৯৩,০০০ জনকে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হয়। এ ছাড়া দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিতে অর্থ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২৬,৫১৬ জন ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা এবং ৫,৩৫৯টি প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত ৩,৩৯,০৫৫ জনকে এবং ৭,৯০,৮৬৬ জনকে থেরাপিউটিক সেবাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক সারাদেশে ১,২২০ জন অসুস্থ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১১,২৩,৯৮৩ জন ভাতাভোগীর মধ্যে ইলেকট্রনিক উপায়ে (G2P) ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে। বিশেষ ত্রাণ বিতরণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক সর্বমোট ২৬.৪৭ কোটি টাকা দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,৭৫০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে। চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ৭টি জেলার মোট ২৫টি উপজেলায় চা বাগানসমূহে ৪৯,৯০০ জন চা-শ্রমিকের মধ্যে এককালীন ৫,০০০ টাকা হিসাবে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩৫. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি Standing Orders on Disaster (SOD)-২০১৯ সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হয়। সে অনুযায়ী জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪টি জেলায় এ পর্যন্ত শিশুখাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের লক্ষ্যে ১২২ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা; ২,১১,০১৭ মেট্রিক টন জিআর চাল এবং ত্রাণকার্যের জন্য নগদ ৯৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ফলে প্রায় ৭ কোটি মানুষকে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের ৬,৩৬৩টি সেতু/কালভার্ট এবং ২,৬৯৪.৩৯ কিলোমিটার রাস্তায় হেরিংবোন বন্ড (এইচবিবি) করা হয়েছে; ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙ্গন এলাকার জন্য ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছর ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) মাঠপর্যায়ে ১৯,৬৬৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, ৪০টি গণসচেতনতামূলক মাঠ মহড়া এবং ৮,৫০০ জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে সাংকেতিক যন্ত্রপাতি ও স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার সরবরাহ করা হয়েছে।

৩৬. বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় সরকার প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা নাগরিকের খাদ্য বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ সকল মানবিক চাহিদা পূরণ করে চলেছে। তাদের জন্য ৬,৫০০ একর ভূমিতে ৩৪টি ক্যাম্পে ২ লক্ষ ১২ হাজার ৬০৭টি শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে। ৪টি ফিল্ড হাসপাতালসহ ১৪২টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বল্প স্থানে নিরাপদ বাসস্থানের জন্য ক্যাম্পসমূহে দোতলা Stilt Shelter নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত তাদের বাসগৃহ মজবুতকরণেও সহায়তা করা হয়েছে; কুতুপালং ক্যাম্পে পৃথিবীর শরণার্থী ক্যাম্পসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ Fecal Sludge Management Plant স্থাপন করা হয়েছে; আবর্জনা সংগ্রহ করার জন্য ক্যাম্পের ২,৭৩২টি ব্লকে কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে; ত্রাণ বিতরণে ই-ভাউচার ও আইরিস স্ক্যান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে; ৫২ কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে; আইরিস ও আঙুলের ছাপসহ পরিবারভিত্তিক রোহিঙ্গাদের যৌথ যাচাই কার্যক্রম শেষ হয়েছে; ক্যাম্পে সবুজায়ন ও ভূমি ক্ষয়রোধে ১০০ একর ভূমিতে ভেটিভার ঘাস ও বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে; নয়া পাড়া ক্যাম্পে জলাধারের ধারণক্ষমতা সম্প্রসারণ করে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার লিটারে উন্নীত করা হয়েছে; সম্প্রতি

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস বিস্তারের প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা ক্যাম্পেও পর্যাপ্ত প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষ্যে ২৩টি নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র, ১০টি আইসোলেশন সেন্টার, ১,০৮০ শয্যা সংবলিত ১৪টি শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাসহ উখিয়া ও টেকনাফ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কক্সবাজার সদর হাসপাতালে সক্ষমতা বাড়াতে ১২টি অ্যাম্বুলেন্স, ১০টি আইসিউ বেড, ২টি পিসিআর ল্যাব, অক্সিজেন সরবরাহ সরঞ্জাম, পর্যাপ্ত সংখ্যক টেস্টিং কিট ও সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির মাধ্যমে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকগণের ক্যাম্পসমূহে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী হতে ৩,৪০০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাদের প্রশিক্ষণ, স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার ও সাংকেতিক যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে।

৩৭. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক নারীর অগ্রযাত্রায় অবদানের জন্য ৫ জন বিশিষ্ট নারীকে 'বেগম রোকেয়া পদক ২০১৯' সম্মাননা প্রদান করা হয়। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ঢাকার লালমাটিয়ায় অবস্থিত জয়িতা ডিজাইন সেন্টারের সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ৬৩টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৩,৪৬৫ জন শিশুকে দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ ভিজিডি চক্রে সারাদেশের ৪৯২টি উপজেলায় ১০ লাখ ভিজিডি কার্ডের সাথে রোহিঙ্গাদের আগমনে ক্ষতিগ্রস্ত কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ৪০ হাজার বিশেষ ভিজিডি কার্ড প্রদান করা হয়। বর্তমানে ভিজিডি কার্ডের সংখ্যা ১০ লক্ষ ৪০ হাজার করা হয়েছে। ল্যাকটেটিং মাদার ভাতাভোগীদের প্রতিমাসে ৮০০ টাকা হারে ২,৭৫,০০০ জনকে ২৬৪ কোটি টাকা ভাতা বিতরণ করা হয়েছে। মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচির আওতায় ৭,৭০,০০০ জন দরিদ্র ও গর্ভবতী মা'কে প্রতি মাসে ৮০০ টাকা হারে ৭৩৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। 'Income Generating Activities (IGA) Training of Women at Upazila level' প্রকল্পের আওতায় ৪২৬টি উপজেলায় ৬৯,১৫০ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের দ্রুত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরিতে ৬৯৫টি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ১,৯২৫টি নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ৮ মার্চ ২০২০ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সমাজের সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল নারীর জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশব্যাপী 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ৫টি ক্যাটাগরিতে ৫ জন নারীকে জয়িতা চিহ্নিত করে নির্বাচন, পুরস্কার, সম্মাননা ও সম্মানি প্রদান করা হয়েছে।

৩৮. বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্কার/মেরামত বাবদ ২৮ কোটি ৩৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিরাজমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মসজিদসমূহের আর্থিক অসচ্ছলতা দূরীকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র রমজান মাসে দেশের সকল মসজিদে ১২২ কোটি ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণে মৃত ব্যক্তির জানাজা ও দাফন কার্য সম্পাদনের জন্য ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক জেলা, উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জোনভিত্তিক ৬ সদস্যবিশিষ্ট ৬১৪টি স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করা হয়। টিমগুলো স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে করোনাকালীন মৃত মুসলমান ব্যক্তিবর্গের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করছে।

৩৯. ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাসিক ১২,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ টাকা হারে দুইটি উৎসব ভাতাসহ মোট ১,৯১,৮৯৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানি ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ২,৫০০ শহিদ পরিবার এবং ৭ বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারসহ ৫,৩৩৮ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে সর্বনিম্ন ১৫,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৪৫,০০০ টাকা হারে মাসিক সম্মানি ভাতা ও উৎসব ভাতা বাবদ মোট ৪৫১ কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়। ৫৮৭ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে (বীরশ্রেষ্ঠ ৩০,০০০, বীর উত্তম ২৫,০০০, বীর বিক্রম ২০,০০০ এবং বীর প্রতীক ১৫,০০০ টাকা) মাসিক ভাতা বাবদ মোট ১২.২০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। 'সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ৬৩টি ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। 'উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ১২টি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ৫২টি স্মৃতিস্থাপনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ৩৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৪০. মুজিববর্ষে বাংলাদেশে কোনো যুবক বেকার থাকবে না এ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে আঞ্চলিক কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সারাদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম যুব পাইকারিসেল.কম (https://www.paikarisale.com) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৯,৫৯২ জনকে ২ বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রদান করা হয়েছে। ৩,১০,৯৮৫ জন যুব ও যুব মহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩০,১৪৩ জন যুব ও যুব মহিলাকে ১০৭.৯৯ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও যুব ঋণ সহায়তা নিয়ে ৩৯,১৩৪ জন আত্মকর্মী স্বাবলম্বী হয়েছেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৪ জন যুব সংগঠককে ১৪,৮০,০০০ টাকা অনুদান; ৪৬০টি যুব সংগঠন নিবন্ধন এবং ৩,১০,৯৮৫ জন যুব ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ বছর ওআইসিভুক্ত দেশগুলো হতে ঢাকাকে চূড়ান্তভাবে OIC Youth Capital ঘোষণা করা হয়। Dhaka OIC Youth Capital প্রোগ্রামে Bangabandhu Global Youth Leadership Award, OIC Knowledge Master, Art Exhibition, Debate Competition, Entrepreneurship, Skill & Employment Camp, Virtual Global Voluntary Forum, Holy Quran Recitation, Scout Conference for Sustainable Development এবং Film Festival-এর আয়োজন করা হচ্ছে।

৪১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭), ২০১৯ থেকে ৪৪ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড় এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭), ২০১৯ থেকে ৩৯ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হয়। ১৭ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল ভারত ক্রিকেট দলকে ৩ উইকেটে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১-১৬ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে অনুষ্ঠিত আইসিসি বিশ্বকাপ আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্রিকেট ম্যাচের প্রথম পর্বে বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২১ রানে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ-কে ৭ উইকেটে এবং আফগানিস্তানকে ৬২ রানে পরাজিত করে। ৩১ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত স্কটল্যান্ডে অনুষ্ঠিত টি-২০ মহিলা বিশ্বকাপ-এর বাছাই পর্বে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,১৫০ জন অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ ও দুস্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত মাসিক অনুদান/এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়।

৪২. ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭ ও ২০১৮ একসঙ্গে প্রদান করা হয়। মোট ৬৩ জন অভিনেতা/অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার প্রদান করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৩টি চলচ্চিত্র নির্মাণের লক্ষ্যে বিদেশে শুটিংয়ের লক্ষ্যে ১১০ জন শিল্পী ও কলাকুশলীকে বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদান করা হয়। চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে এবং ৯টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান প্রদান করে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ও সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। বিটিভি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে জঙ্গিবাদ, মানবপাচার, ভেজালবিরোধী, মাদকপাচার, ধূমপান নিরোধ/সতর্ককরণ সংক্রান্ত ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। বাংলাদেশ বেতার ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৬টি বিশেষায়িত ইউনিটের মাধ্যমে দৈনিক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ নিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন হতে ১২০টিরও অধিক স্পট/ফিলার এবং করোনাভাইরাসের ওপর সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে অনুষ্ঠান 'এই সময়' প্রতিদিন প্রচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার থেকে স্বাস্থ্যবার্তা, আলোচনা অনুষ্ঠান, কথিকা, সাক্ষাৎকার, সচেতনতামূলক গান, লাইভ ফোন-ইন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও বার্তা, জিঙ্গেল, স্পট, মীনা কার্টুন ইত্যাদি অনুষ্ঠান মোট ১২৯ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড প্রচার করা হয়েছে। তথ্য অধিদপ্তর থেকে করোনা ভাইরাস বিষয়ে এ পর্যন্ত মোট ১,১৮৫টি তথ্য বিবরণী গণমাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য নিয়ে ৮টি টিভিসি নির্মাণ করে বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক ১ লক্ষ ৪৯ হাজার পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, মাইকিং, পিভিসি ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে করোনা বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৪৩. নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে জাতীয় পর্যায়ে বিজয় ফুল প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। দেশের করোনা ভাইরাস দুর্যোগের কারণে ৬,৯৬০ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীর এককালীন বিভিন্ন হারে মোট ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। জাতীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১,২৩০টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন হারে মোট ৩ কোটি ৭২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ২২২টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন হারে মোট ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। ডিজিটাল ফরম্যাটে পহেলা বৈশাখ ১৪২৭ উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলা নববর্ষ ১৪২৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ডিজিটাল ফরম্যাটে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন ও সকল সরকারি/বেসরকারি টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১ জনকে 'একুশে পদক, ২০২০' প্রদান করা হয়। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বপুরুষদের পৈতৃক আবাসস্থল' প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও স্থাপত্য ডকুমেন্টেশন হিসাবে সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। করোনাকালীন ডিজিটাল মাধ্যমে নজরুল-রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হওয়ায় উক্ত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে সাশ্রয় করে অতিরিক্ত ১ কোটি টাকার বই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।

৪৪. 'উন্নয়নের গণতন্ত্র, শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র' এই দর্শনকে সামনে রেখে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১', 'রূপকল্প ২০৪১' ও 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' অনুযায়ী দেশের দারিদ্র্য নিরসন ও ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়নসহ সার্বিক টেকসই উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী 'আমার গ্রাম আমার শহর-প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ' সারাদেশে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচি এবং 'মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্বাচিত নারীদের অংশগ্রহণে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন, জনগণের চাহিদা অনুযায়ী ডিজিটাল সেন্টার এবং উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান, সকল নাগরিকের জন্ম নিবন্ধনসহ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম সহজীকরণ, Online Birth Registration Information System (BRIS) প্রবর্তন, জনপ্রতিনিধিসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে কমর্রত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন, ২৫৬টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, দুর্নীতি প্রতিরোধে ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম গ্রহণ, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ট্রেড লাইসেন্স ও হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ পদ্ধতি অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। Friendship City সম্পর্ক স্থাপনের জন্য জাপানের নারুতো সিটি এবং বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং সিলেট জেলার বিশ্বনাথ পৌরসভা নামে নতুন পৌরসভা গঠনসহ ৪টি পৌরসভার শ্রেণি উন্নীত করা হয়েছে।

৪৫. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য আধুনিক ভবন নির্মাণ, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর অধিকতর নিরাপত্তা ও স্বস্তির জন্য সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আশ্রয় ও উন্নত জীবনের লক্ষ্যে আশ্রয়কেন্দ্র, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ, হাটবাজার উন্নয়ন, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, শিক্ষাকেন্দ্র, স্লোপ প্রটেকশন, ঢাকা মহানগরীতে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহ বৃদ্ধি, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার ওয়াটার সাপ্লাই মাস্টার প্ল্যানের আওতায় ৫টি পানি শোধনাগার নির্মাণ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে District Meter Area (DMA) নির্ধারণ, আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং খুলনা মহানগরীতে 'বঙ্গবন্ধু সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' স্থাপনসহ সারাদেশে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ডিপিএইচই কর্তৃক জুন ২০২০ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ১,২২,৫৫৭টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়। বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

৪৬. স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের জন্য বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এলজিইডি কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ১০০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়। ৫,৫০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন; ৩০,৫০০ মিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; ১৯০টি গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার,

১৩০টি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ; ১৩,০০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মেরামত; ১৮০ কিলোমিটার বাঁধ পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন; ৫২০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন এবং ১৬০টি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্বাসন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবহুল স্থানে পর্যাপ্ত ক্ষণগণনা যন্ত্র ও বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনসহ বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে মোট ১৩৭.৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

৪৭. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পসহ ২৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৫৪.৫৭ লক্ষ পরিবারকে উপকারভোগী হিসাবে বাছাই; ১,২১,০৬৪টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন; ১,৯০২.০৩ কোটি টাকা সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা; ১,৭৪৪.৯৫ কোটি টাকা কল্যাণ অনুদান প্রদান; সমিতিসমূহকে ২,৯০৫.৬১ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান এবং ৩০৪.২৫ কোটি টাকা সেবামূল্য আদায় করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সমিতিসমূহের মোট তহবিলের পরিমাণ ৬,৭৯৫.৮২ কোটি টাকা; গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ হয়েছে ৯,৯৩০.১৮ কোটি টাকা এবং পারিবারিক বলয়ে ২৪.৩২ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়বর্ধক খামার গড়ে উঠেছে। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ১৪,৪১৫টি সমিতি নিবন্ধন এবং সমিতি অডিট হয়েছে ৫৭,১২২টি। বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) সমবায়ীদের নিকট থেকে মোট ৪২৯.৯৪ লক্ষ লিটার মানসম্মত নিরাপদ তরল দুগ্ধ সংগ্রহ এবং ৩২৫.৮৫ লক্ষ লিটার পাস্তুরিত তরল দুগ্ধ বিক্রয় করেছে। পাস্তুরিত তরল দুগ্ধ এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রয় বাবদ সর্বমোট ২৮৫.৫১ কোটি টাকা আয় করেছে।

৪৮. অনগ্রসর পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশীয় অর্থায়ন ও বৈদেশিক সহায়তায় নানা প্রকল্পের বাস্তবায়নের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো নির্মাণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, খেলাধুলা এবং সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশসহ বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। 'ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকার বেইলী রোডে শেখ হাসিনা পার্বত্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।

৪৯. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পসমূহে মোট বরাদ্দকৃত অর্থ ৫,৮৩২.৬৮ কোটি টাকার বিপরীতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪,০৮৭.১৫ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭০.০৭ শতাংশ। আবাসন সমস্যা নিরসনে ইস্কাটনে সিনিয়র সচিব/সচিব এবং গ্রেড-১ কর্মকর্তাদের জন্য ৩টি ২০তলা ভবনে ১১৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান ১৭টি প্রকল্পে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে ৯,৭৩৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে এবং আরও ৯টি প্রকল্পের আওতায় ৮,৮৩৫টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঢাকা মহানগরীর গুলশান, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরসহ বিভিন্ন এলাকার ২০টি পরিত্যক্ত বাড়িতে ৩৯৮টি ফ্ল্যাট এবং চট্টগ্রাম মহানগরীতে ৫১টি পরিত্যক্ত বাড়িতে মোট ১,৮২৪টি ফ্ল্যাট ও ৬৪টি ডরমেটরি রুম নির্মাণকাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৪টি ফ্ল্যাট প্রকল্পের আওতায় ৬,৮৩০টি ফ্ল্যাট নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে এবং ৪৬৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর বস্তিতে বসবাসকারী ভাসমান ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য ভাড়াভিত্তিক ৫৩৩টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। রাজশাহীতে প্রান্তিক আবাসিক এলাকায় ২৪৫টি প্লট নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। মিরপুর ৯ নম্বর সেকশনে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের সাশ্রয়ী মূল্যে ফ্ল্যাট বিক্রয়ের লক্ষ্যে পিপিপি পদ্ধতিতে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণের জন্য প্রাইভেট পার্টনারকে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে।

৫০. আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২০,৮৭১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২,১০১টি ব্যারাক নির্মাণের জন্য ২৫২ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে যেখানে ১০,৫০৫টি ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসন করা হবে। ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'যার জমি রয়েছে ঘর নেই, তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ'-এর আওতায় ১০,০০০টি দরিদ্র গৃহহীন পরিবারকে তাদের নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এবং তিন পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারদের

জন্য ৩৬৬টি বিশেষ ডিজাইনের ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। গ্রামীণ এলাকায় অতি দরিদ্রদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ কর্মসূচির উদ্যোগ সারা দেশের বিভিন্ন বিভাগে যে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামান্য জমি বা ভিটা আছে, কিন্তু টেকসই ঘর নেই তাদের নিজস্ব প্রায় দুই শতাংশ জমিতে সর্বমোট ১৭,০০৫টি রান্নাঘর ও টয়লেটসহ একটি আধুনিক দুইকক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা টিনশেড গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

৫১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত বিশেষ উদ্যোগ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-এর সুদক্ষ দিক-নির্দেশনায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে বর্তমানে দেশের মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৬.১৫ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০.২১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। দেশের টেলিডেনসিটি ৯৬.২৮ শতাংশ এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ৬০.৩৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দ্রুতগতির মোবাইল ইন্টারনেট সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল কোম্পানি টেলিটকসহ দেশের চারটি সেলুলার মোবাইল অপারেটরকে 4G লাইসেন্স প্রদান করা হয়। 4G লাইসেন্স সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটরসমূহ দ্রুতগতিতে নেটওয়ার্ক বিস্তারের কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের 4G গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩.৩৯ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 5G প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ সক্ষমতার পরিমাণ ২,৭৫০ জিবিপিএস এবং সাবমেরিনের ব্যান্ডউইথ ব্যবহার ১,১০২ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে।

৫২. তৃণমূল পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল অভিগমন, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইটিশিল্পের রপ্তানিমুখী বিকাশ, জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। আইটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে দক্ষ, প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ও সচেতন মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধীসহ, প্রায় সকল শ্রেণি পেশার ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৬১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 'ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির' গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংক্রান্ত 'ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি (ক্ষমতা ও কার্যাবলি) বিধিমালা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়। আইসিটিতে বাংলাদেশের অবস্থানকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার জন্য দেশে-বিদেশে ইভেন্ট আয়োজন, অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন; সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ ও সমন্বিতভাবে তথ্য আদান-প্রদানের 'Whole of the Government' পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীগণকে দ্রুত সেবা প্রদানের ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন; TIER-4 ডেটা সেন্টারকে একটি সমন্বিত ও উন্নত তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্বমানের ডেটা সেন্টারে রূপান্তরের অংশ হিসাবে 'বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড' গঠন এবং কয়েকটি ফন্টিয়ার টেকনোলজির কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়। উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড' কোম্পানি গঠন করা হয়। কোভিড-১৯ মহামারিকালীন বিভিন্ন অ্যাপস ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে করোনা মোকাবিলায় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও আইসিটি বিভাগ বিশেষ অবদান রাখে। সরকারি দপ্তরসমূহের কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ই-ফাইল সিস্টেমে প্রায় ৮ হাজার অফিসের ৯০ হাজার সরকারি কর্মকর্তা ই-নথির আওতায় এসেছে। সারাদেশে স্থাপিত ৫,৮৭৫টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রতিমাসে গড়ে ৭.৫ মিলিয়ন সেবা নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামো বিনির্মাণের আওতায় সারাদেশে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫৩৫ কিলোমিটার ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন, ১টি জেলা, ৩৮টি উপজেলা ও ৩৫৫টি ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযোগ প্রদান এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ১,৫১৩টি PAT সম্পন্ন করা হয়। মুজিববর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ওয়েবসাইট ও কনটেন্ট এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুজিব সোশ্যাল মিডিয়া, অ্যানিমেশন, হলোগ্রাম, অ্যাপস, এআর/ভিআর এবং টিজার তৈরি করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বীকৃতিস্বরূপ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের 'জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV)' প্রকল্প যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংগঠন ডেটা সেন্টার ডায়নামিকস (ডিসিডি) কর্তৃক 'ডিসিডি এপিএসি অ্যাওয়ার্ড ২০১৯' অর্জন, World Congress on Information Technology (WCIT) থেকে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-এর WITSA-২০১৯ পুরস্কার অর্জন এবং WSIS Prizes 2020

প্রতিযোগিতায় বিসিসির অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমটি ক্যাটাগরি-১১-তে (ই-এমপ্লয়মেন্ট)' WINNER পুরস্কার অর্জন এবং iDEA প্রকল্প ASOCIO-PIKOM DIGITAL SUMMIT-2019-এ অ্যাসোসিওর আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন উল্লেখযোগ্য। সফট্ওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং সেন্টারের জন্য আন্তর্জাতিক Test Maturity Model Integration Level-5 (TMMI Level-5) সার্টিফিকেশন এবং ISO 17025 ও ISO 15408 সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।

৫৩. জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনায় গৃহীত নীতি, কৌশল ও সময় উপযোগী পদক্ষেপের কারণে দেশের অবকাঠামোগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এটুআই-এর সহায়তায় ই-মিউটেশন, অনলাইনে আরএস খতিয়ান, মুসলিম আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর এবং মৌজা ম্যাপ অনলাইনে প্রকাশ অন্যতম। 'হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা' স্লোগান সামনে রেখে ভূমিসেবার সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। যার ফলে ই-মিউটেশন বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ 'Developing transparent and accountable public institutions' ক্যাটাগরিতে বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘ কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়কে 'United Nations Public Service Award-2020'-এ ভূষিত করা হয়। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৪৮৮টি উপজেলায় অনলাইনে নামজারি বাস্তবায়িত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ই-মিউটেশন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ১,৪৪৯টি ল্যাপটপ, ৪৫৩টি প্রিন্টার, ৪৫৩টি স্ক্যানার ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ ছাড় করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয় ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে ভূমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন-কানুন সংবলিত ই-বুক প্রকাশ করা হয়েছে। নাগরিকগণের সঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয়ের যোগসূত্র স্থাপন এবং মাঠ পর্যায়ে ভূমি সেবা প্রাপ্তিতে নাগরিকের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি নির্ণয় এবং দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে হটলাইন ১৬১২২ স্থাপন করা হয়েছে। হটলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয়। প্রায় ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ খতিয়ান এবং ২০,৪৯৪টি মৌজা ম্যাপ অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। সারাদেশের আরো ১,০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫৪. ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ৩৫ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৯৭ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় ২,৩০,১০৩ কপি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় ১ কোটি ৮ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিওরক্যাশের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। ১১৪টি উপজেলায় ১,৭৫০ জন সুপারভাইজার ও ৭০,০০০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট কর্তৃক ৯২ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার পরিবারকে ১,০০,৫০,৮২৭ টাকা এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়।

৫৫. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম (আমার ঘরে আমার স্কুল) সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচার শুরু করা হয়। পাশাপাশি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনলাইন ক্লাস চালু করা হয়। শিক্ষকগণ যেন অনলাইনে ক্লাস নিতে পারে এ লক্ষ্যে অনলাইনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক তৈরিকৃত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' শীর্ষক ডকুমেন্টারির কাজ চলমান রয়েছে। নির্বাচিত উপবৃত্তি প্রাপ্ত ৩০ লাখ ২ হাজার ৩৫০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে প্রায় ১ হাজার ৩৭১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে রাজস্ব খাতভুক্ত সকল ধরনের বৃত্তির অর্থ G2P পদ্ধতিতে অনলাইনে EFT-এর মাধ্যমে তফসিলভুক্ত ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে। নতুন করে বেসরকারি ১,৬৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এবং ২০,০৫৫ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। নতুন এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের ১৫৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ২২ হাজার ১১০ টাকা বেতন-ভাতাদি বাবদ প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষাধারার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জানুয়ারি ২০২০ থেকে ভোকেশনাল কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ সুবিধা প্রদানের

লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তহবিল হতে ৫০ কোটি টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থবছরে ১৯,৮৫৪ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ১,১১৯ কোটি ২৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪৪৩ টাকা অবসর সুবিধাভাতা এবং ৮,৭৮২ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীকে ৩৫৩ কোটি ৪৭ লক্ষ ১০ হাজার ১০০ টাকা কল্যাণসুবিধা প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের ৯,৯২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকগণ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ১৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৩৮টি ক্লাস গ্রহণ করেছেন। সরকারি কলেজে শিক্ষকগণের বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করে অনলাইনে বদলি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনাবাসিক ভবন খাতে ৫৭৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,৭৮২টি শ্রেণিকক্ষ এবং উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৩,১৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৭,৯৬১টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৬তলাবিশিষ্ট ১৩৪টি একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৫৬. কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট ১৭.১৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়। ২০ শতাংশ এনরোলমেন্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারিগরি শিক্ষায় আসন সংখ্যা ২৫,০০০ হতে ৫৭,৭৮০-এ উন্নীত হয়। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৫০টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করা হয়। কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও সুযোগ অবারিত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে একটি করে মোট ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বেসরকারি পর্যায়ে ৪৫৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ ৮,০০৪টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৫২টি মডেল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়। প্রতিটি সংসদীয় আসনে ৬টি করে মোট ১,৮০০টি মাদ্রাসায় ২০২১ সালের মধ্যে বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন এবং ৩১টি মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,২৩৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫৭. ৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখ ঢাকায় বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চুক্তির আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের 'Nuclear Fuel Supply Contract' স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখ ঢাকায় বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে Appendices to the Nuclear Fuel Supply Contract স্বাক্ষরিত হয়। ২৯ মে ২০২০ তারিখ ঢাকায় 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা (PPS)' নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত কোম্পানি Eleron-এর সঙ্গে Nuclear Security and Physical Protection System Cell (NSPC)-এর Engineering, Procurement and Construction Contract (EPC Contract) স্বাক্ষরিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫ মার্চ ২০২০ তারিখে ঢাকাস্থ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষকদের মধ্যে বিশেষ গবেষণা অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচির আওতায় ৫১১টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৬ কোটি টাকা এবং ৩,২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ১৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। ২৮৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগারের ব্যবহার্য কেমিক্যাল/যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজনের জন্য ২.৭৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

৫৮. ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৯তম বিসিএস-এর মাধ্যমে দুই দফায় মোট ৬,৭৯২ জন চিকিৎসককে সহকারী সার্জন/ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ৫,০৫৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, মেডিকেল টেকনিশিয়ান ও কার্ডিওগ্রাফার এই তিন পদে মোট ২,৮১৭টি পদে সরাসরি নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ১৮৩ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্টকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি গ্রহণ করে শিক্ষাগত যোগ্যতা ব্যতীত অন্যান্য যোগ্যতা ও নিয়োগ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া প্রমার্জন করে নিয়োগ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি গণমাধ্যমসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার এবং Phone-in-Program-এর মাধ্যমে জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টার এবং ডিএনসিসি মার্কেটকে কোভিড-১৯ হাসপাতালে রূপান্তরের প্রশাসনিক ও দরপত্র অনুমোদন; বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা রোগীর সেবা প্রদানের জন্য আইসোলেশন ইউনিট রূপান্তরের অনুমোদন দেওয়া হয়। ঢাকায় করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত ৬,২১৪টি শয্যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলোতে সংক্রমিত রোগীদের জন্য

৭,০৬৩টি সাধারণ বেড, ২০২টি আইসিইউ এবং ৭৩টি ডায়ালাইসিস বেড, ১৮৬টি ভেন্টিলেটর, ৩,৪৫৬টি অক্সিজেন সিলিন্ডার, ১০২টি হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা এবং ৯৮টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ৫০ শয্যার বেশি সরকারি কিংবা বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে কোভিড এবং নন-কোভিড সব ধরনের রোগীর চিকিৎসা দেয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়। স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য হটলাইনে যুক্ত রয়েছেন ৪,২১৭ জন চিকিৎসক। দেশের ৬৪টি জেলার ৫,১০০ ডাক্তার এবং ১,৭০০ নার্সকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ও ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল বিষয়ে ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে। ৩৯তম বিসিএস-এর নবনিয়োগকৃত ২,০০০ ডাক্তার ও ৫,০০০ নার্সের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। সারাদেশে মোট ৮০টি পিসিআর ল্যাবে কোভিড-১৯-এর নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলায় পিসিআর ল্যাব স্থাপন করা হবে। বর্তমানে ঢাকা শহরে কোভিড-১৯ চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স এবং স্টাফদের থাকার জন্য মোট ৫১টি হোটেল নির্ধারণ করা হয়। কোভিড-১৯ চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স এবং স্টাফদের আবাসন ও খাবার বাবদ ব্যয় মিটানোর জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে কোয়ারেন্টাইন এক্সপেন্স খাতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৮৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। দেশীয় চাহিদার শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের ১৪৮টি দেশে ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে। সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে ঔষধ রপ্তানির খাত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০১৯ সালে ৪০,৯০৯ মিলিয়ন টাকার ঔষধ রপ্তানি করা হয়েছে। ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে আধুনিক বিশ্বের আদলে উন্নত ফার্মেসি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশে মডেল ফার্মেসি স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

৫৯. চিকিৎসা শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে 'স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর' নামে একটি নতুন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং সিলেট বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা বিভাগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নামানুসারে 'শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের চিকিৎসকদেরকে বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থান, গবেষণা, চিকিৎসাশিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন বিষয়ে সৌদি আরব, হাঙ্গেরি এবং কাতার সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ৯০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে 'ব্রেস্টফিডিং কর্নার' তৈরির জন্য মাঠপর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক টিভি বিজ্ঞাপন ও কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবকালীন প্রজনন-স্বাস্থ্য বিষয়ে জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান 'কানেক্টিং বাংলাদেশ' প্রচার করা হয়। কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতামূলক ৩ লক্ষ লিফলেট দেশব্যাপী বিতরণ করা হয়েছে। মহাখালীতে কোভিড মোকাবিলায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-এর আওতাধীন কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। ২২টি সরকারি মেডিকেল কলেজের মলিকুলার ল্যাবে নিয়মিত পিসিআর পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত মেডিকেল কলেজসমূহের মলিকুলার ল্যাবে প্রায় ৩,৫০,০০০ পিসিআর পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ঢাকা সিটির বিভিন্ন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। করোনা ভাইরাস রোধে মেডিকেল কলেজের ক্লিনিক্যাল বিষয়ের ৪,৩৭৫ জন শিক্ষক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোভিড ও নন-কোভিড হাসপাতালে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষগণের তত্ত্বাবধানে স্ব-স্ব মেডিকেল কলেজের বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষকবৃন্দ হাসপাতাল ও মলিকুলার ল্যাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৬০. ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে সরকার 'রূপকল্প ২০৪১'-কে সামনে রেখে বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত স্থিতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। দুর্নীতি, মাদক ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' গঠন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' সরকারের এই সুশৃঙ্খল ও সর্বজনীন নীতি বাস্তবায়নে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর

আওতাধীন সংস্থাসমূহ সচেষ্ট রয়েছে। জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৯, নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০১৯ এবং ট্যুরিস্ট পুলিশ বিধিমালা, ২০১৯-সহ বেশকিছু আইন প্রণয়ন/ সময়োপযোগী করা হয়েছে। বিশেষ করে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলে অদ্যাবধি ১০৬টি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এতে মোবাইল কোর্ট-এর পরিধি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এর মধ্যে ভারতের সঙ্গে উপকূলীয় নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি, চীনের বেইজিং মিউনিসিপ্যাল পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো-এর সঙ্গে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বন্দি প্রত্যর্পণ ও অপরাধ বিষয়ক চুক্তি উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আত্মগোপনকারী ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড রায় কার্যকর করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ, র‍্যাব ফোর্সেস-এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিদ্যমান পুলিশ হাসপাতাল আধুনিকীকরণ, বিজিবি'র বিভিন্ন বিওপি'র পরিসীমা বরাবর কাটাতারের বেড়া নির্মাণ, কোস্ট গার্ডের উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ জলসীমায় উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, কোস্টগার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৬১. জাতীয় জরুরি সেবা '৯৯৯' চালু করা হয়েছে যার ফলে জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং স্বাস্থ্য বিভাগের অ্যাম্বুলেন্স সেবা ও সহায়তা পাচ্ছে। করোনাকালীন বাংলাদেশ পুলিশ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়সাধন করে করোনা প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সেবা সহজীকরণের অংশ হিসাবে ঘরে বসে অনলাইনে থানায় সাধারণ ডাইরি (জিডি) এন্ট্রি করার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রত্যেক থানায় মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা সেবা বুথ স্থাপন, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ হেল্পলাইন ও অ্যাপস-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের মানোন্নয়ন করা হয়েছে। গাজীপুর ও রংপুরে ২টি মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট, ৩টি নতুন থানা ও একটি তদন্ত কেন্দ্র, র‍্যাব-১৫ নামক একটি নতুন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য প্রথমবারের মতো সুনির্ধারিত পোশাক ও অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে এবং অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসারদের উৎসব ভাতা, অঙ্গীভূত আনসার-সদস্যদের দৈনিক ভাতা, ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রীদের মাসিক সম্মানিভাতা ও স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য-সদস্যাদের দৈনিক রেশন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে সময়োপযোগী করা হয়েছে। বিজিবি ও বিএসএফ-এর যৌথ প্রচেষ্টায় যশোরের ৮.৩ কিলোমিটার সীমান্ত 'ক্রাইম ফ্রি জোন' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সীমান্তেও 'ক্রাইম ফ্রি জোন' সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার জলসীমা রক্ষা ও এর সম্পদ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড'কে আধুনিক ইনশোর ও অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল কমিশনিংসহ আধুনিকায়ন করা হয়েছে। অপরাধের নতুন মাত্রা উপলব্ধি করে 'ন্যাশনাল টেলিকমিউকেশন মনিটরিং সেন্টার' (এনটিএমসি) নিজস্ব মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এনআইডি, পাসপোর্ট, জন্ম নিবন্ধন, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ভেহিকেল রেজিস্ট্রেশন সংস্থার ডাটাবেজ এনটিএমসি'র ইন্টেলিজেন্স প্লাটফর্মের সাথে সংযোগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৬২. ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উদ্বোধন করা হয়। ২২ জানুয়ারি-৩০ জুন ২০২০ মেয়াদে দেশের অভ্যন্তরে ৭,৫৯৮টি ই-পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে ১৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৪৮টি, বিদেশে ৯ লক্ষ ১২ হাজার ৭৮৯টি সর্বমোট ২৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৩৭টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এবং দেশের অভ্যন্তরে ৩৫,৮৭৬টি, বিদেশে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯৬৫টি সর্বমোট ২ লক্ষ ২২ হাজার ৮৪১টি মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইস্যু করা হয়েছে। ১৯,৬১১ জন মাদকাসক্ত রোগীকে সরকারি পর্যায়ে ও ১৮,৫৮০ জনকে বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা প্রদানসহ ৩৫টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এছাড়া ৪৫৪ জন এডিকশন প্রফেশনালদের মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদান বিষয়ে ইকো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিশেষ দিবস/উৎসব উপলক্ষ্যে কারাবন্দিদের উন্নতমানের খাবার সরবরাহের লক্ষ্যে জনপ্রতি বরাদ্দ ৩০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা ও আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে শুকনো খাবার সরবরাহের জন্য মাথাপিছু ২৬ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

৬৩. 'রূপকল্প ২০২১'-এর আলোকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' চূড়ান্তকরণ ও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর আওতায় সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো বিন্যাস ও পরিবর্তনের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘ মিশনে দাঙ্গা নিরসন, শান্তি প্রতিষ্ঠা, গরিব ও দুস্থ লোকদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, ঔষধ সরবরাহ ও রাস্তাঘাটের উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক মায়ানমার থেকে আগত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ, চিকিৎসাসেবা প্রদান, পানি বিতরণ ও অন্যান্য কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের অংশ হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে শেখ হাসিনা সেনানিবাসে ৭ পদাতিক ডিভিশনের অধীনে ২৮ পদাতিক ব্রিগেড, ৪৯ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ৪৯ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি ওয়ার্কশপ সেকশন, ৬৬ ই বেঙ্গল, ৪৩ বীর, ৪০ এসটি ব্যাটালিয়ন, ৪০ এসটি ব্যাটালিয়ন ওয়ার্কশপ সেকশন ও ১২৭ ব্রিগেড সিগন্যাল কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। কক্সবাজারের রামু সেনানিবাসে ১০ পদাতিক ডিভিশনের অধীনে ৩৯ বীর (আংশিক), ১৬ ক্যাভ্যালরি ওয়ার্কশপ সেকশন ও স্ট্যাটিক সিগন্যাল কোম্পানি গঠন করা হয়। অপারেশন কোভিড শিল্ড-এর আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার পরিচালনা এবং করোনা প্রতিরোধ কার্যক্রমে অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করে আসছে। নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় 'In Aid to Civil Power'-এর আওতায় ২৪ মার্চ ২০২০ হতে ভোলা ও বরগুনা জেলা এবং মোংলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী ও টেকনাফ উপজেলাসহ মোট ১৯টি উপজেলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বব্যাপী Flight Schedule বিপর্যয়ের সময় বাংলাদেশে আটকে পড়া বিভিন্ন দেশের বিমান বাহিনীর ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিশেষ Flight-এর মাধ্যমে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা ও দেশে এবং বিদেশে আটকে পড়া জনগণকে বিমান বাহিনীর বিশেষ Transport বিমানে করে পাঁচটি দেশে পাঠানো হয়। করোনা মহামারি মোকাবিলায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক মালদ্বীপ এবং কুয়েতে মেডিক্যাল টিম, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, আটকে পড়া মালদ্বীপ নাগরিকদের ফেরত পাঠানোসহ মোট ১২০ মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা প্রেরণ করা হয়। সমুদ্রের আবহাওয়াগত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সেন্টমার্টিন ও কুতুবদিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের সন্নিকটে Ocean Monitoring System স্থাপন করা হয়েছে। Operational Numerical Weather Prediction (NWP) মাধ্যমে ১০ দিনের আগাম আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানের জন্য High Performance PC (HPC) clustering system স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রের ১৮৩টি ম্যাপ শিটের মাঠ জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) 'রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের ভৌগোলিক তথ্যব্যবস্থা এবং সমুদ্রে মাছের বিচরণক্ষেত্র শনাক্তকরণ পদ্ধতি স্থাপন' শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬৪. বিচার বিভাগের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ১৯ জন আসামিকে শাস্তি প্রদান করা হয়। মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বিচারাধীন মামলাসমূহের মধ্যে রায় প্রদানের মাধ্যমে সর্বমোট ৬টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। গাজীপুর ও রংপুর মহানগরীতে ২টি চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালীতে ১টি সহকারী জজ আদালত সৃজন করা হয়। ১০২ জন সহকারী জজ নিয়োগ করা হয়। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ থেকে জেলা ও দায়রা জজ পদে ৩৪ জন, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ থেকে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদে ৮৩ জন, সহকারী জজকে সিনিয়র সহকারী জজ পদে ৭৭ জন বিচারককে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ১৩৮ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন ১২ তলা ভবন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবনের বর্তমান জায়গায় ১১৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫ তলা ভবন নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। সারাদেশে ৭টি চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ শেষে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করা হয়। সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রেশনের বিদ্যমান ফি ২ শতাংশ থেকে সংশোধনপূর্বক ১ শতাংশ পুনর্নির্ধারণের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৪০ জন বিচারককে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮টি আইন, ৩টি অধ্যাদেশ, ৭৫টি চুক্তি, ৩৬৫টি সংবিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬৫. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু প্রণীত 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়' এবং 'সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানই হবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র'-এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের জন্য একটি সমন্বিত, কার্যকর ও বেগবান পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা এবং সরকারের গৃহীত রূপকল্পের আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য-আয়ের দেশে উত্তরণের জন্য বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কূটনৈতিক পরিস্থিতি ও তৎপরতা দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণে দ্বি-পাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক নিবিড়করণসহ দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আন্তর্জাতিক আলোচনায় বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষা, বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ ও শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা, বিদেশে বিপদাপন্ন নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবাসন ও অন্যান্য স্পর্শকাতর সমসাময়িক বিষয়সমূহে বাংলাদেশের স্বার্থ আরও বেশি সুরক্ষার জন্য কূটনৈতিক উপস্থিতি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বিদেশে পলায়নরত বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের ফিরিয়ে আনতে সদা সচেষ্ট রয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। কোভিড-১৯ বিশ্ব জুড়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করায় আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশসহ মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আটকে পড়া ও বিপদগ্রস্ত বাংলাদেশিদেরকে বিশেষ ফ্লাইটে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে এসে সুরক্ষা দেওয়া হয়। কোভিড-১৯ পরবর্তী প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের ৭৭টি মিশনের মিশন প্রধানের সঙ্গে ধারাবাহিক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি, বিনিয়োগ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়।

৬৬. জনপ্রশাসনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫৭,৩৯৩টি পদ সৃজনে সম্মতি, ৮৮,১৩২টি পদ সংরক্ষণে সম্মতি, ১,৩৩৯ পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি এবং ৩,০১১টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্ত করা হয়। ৯ম গ্রেডের ১৫টি, ১১-১৯তম গ্রেডের ৫৮৩টি এবং ২০তম গ্রেডের ২৮১টিসহ মোট ৮৭৯টি শূন্য পদ পূরণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। সুপারনিউমারারি ৪৩০টি পদ সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা (সেনা/নৌ/বিমান বাহিনী) ১৫১ জন ও অন্যান্য ৬৫৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রেষণে নিয়োগ/বদলি করা হয়। 'মাসের সেরা কর্মচারী' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনকে বঙ্গবন্ধু চেয়ার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা অনুযায়ী ১,৮৬২টি পরিবারকে ১৪১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

৬৭. রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানসহ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়। জাতীয় সংসদ বিষয়ক দায়িত্ব পালনে এবং সরকার পরিচালনায় নীতি-নির্ধারণ ও নীতিমালা সংশোধনীর ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সহায়তা প্রদান করা হয়। সকল গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াবলি সমন্বয় ও তদারকি সম্পাদন করা হয়। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বাংলাদেশের সম্ভাব্য সংক্রমণ প্রতিরোধে জানুয়ারি ২০২০ থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়। মার্চ ২০২০-এ বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯-এর সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত সভা করে সরকারের কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেন। এক্ষেত্রে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসরণ করে সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করা হয়। পাশাপাশি করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবজনিত অর্থনৈতিক ক্ষতি ও ঝুঁকি মোকাবিলায় অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সঙ্গে সমন্বয় করে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ জনগণ, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সেক্টরে প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কাছে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে ২,৫০০ টাকা করে এককালীন প্রণোদনার বিষয়টি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সম্পাদন করা হয়। একইসঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে করোনাকালীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভুক্ত জনগণকে সহায়তা প্রদানের বিষয়টিও নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করা হয়। অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করা হয়। করোনাকালীন ও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। করোনাকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাঠ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে ৯টি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিভাগ ও জেলার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পৃথকভাবে এবং কখনো কখনো একীভূতভাবে ভিডিও কনফারেন্সিং আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে জেলাপর্যায়ে চলমান ত্রাণ কার্যক্রম সু-সমন্বয়ের লক্ষ্যে সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিববৃন্দকে জেলাওয়ারি দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

৬৮. ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামসমূহের বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট ২৭টি মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল বৈঠকে মোট ২৩৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৭৫টি বাস্তবায়িত হয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩০টি বৈঠক এবং অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ১৫৮টি প্রস্তাব এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ৩৯টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩টি সভা এবং একটি সচিব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের পাশাপাশি তাদের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়িত হয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সেবাপ্রত্যাশী জনগণের অভাব-অভিযোগ সরাসরি শুনানির মাধ্যমে সেগুলোর নিষ্পত্তি এবং নাগরিক সেবা প্রদানের মান ও গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে গণশুনানি গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

৬৯. নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শিশুদের সমন্বিত টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক সংস্থা Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) কর্তৃক 'ভ্যাকসিন হিরো' এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) কর্তৃক মর্যাদাপূর্ণ 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নিবিড় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আন্তরিক প্রয়াস এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ভারতের স্বনামধন্য সংস্থা ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক 'ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' এবং ৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ভারতের কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক 'টেগোর পিস অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দর্শন-চিন্তা, মানবিক ও উদার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হচ্ছে, ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

৭০. সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহের সুসংহতকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন, সর্বত্র তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মধ্য-আয়ের দেশের সারিতে ত্বরিৎ গতিতে উন্নীত হচ্ছে এবং উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে বাংলাদেশকে বিশ্বের অনেক উন্নয়নকামী রাষ্ট্র অনুকরণ করছে। সার্বিক বিবেচনায় ২০১৯-২০ অর্থবছর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি উজ্জ্বল মাইলফলক। একটি শান্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পরিচিতি আরও উজ্জ্বলতর হয়েছে।

১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বাঙালি জাতির মুক্তির পথ নির্মাণে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় ৭ মার্চের ভাষণ, তাঁর সমগ্র জীবন ও দর্শন বাঙালি তথা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে তাঁর জীবন, দর্শন ও কর্মের আলোকবর্তিকা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরার প্রত্যয়ে সরকার ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত মুজিববর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি' এবং 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করা হয়। ১১৯ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় কমিটির সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ কমিটিতে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা, মাননীয় স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রী, শিক্ষাবিদ, লেখক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়াবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিকসহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। ৮০ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করছে।

চিত্র: ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় গণভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত প্রস্তুতিমূলক সভায় বক্তৃতা করেন।

০২। গত ২০ মার্চ ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক ৮টি উপকমিটি গঠন করা হয়। উপকমিটিসমূহ হলো: (১) সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও আলোচনাসভা আয়োজন উপকমিটি (২) আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ও যোগাযোগ উপকমিটি (৩) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী আয়োজন উপকমিটি (৪) প্রকাশনা ও সাহিত্য অনুষ্ঠান উপকমিটি (৫) আন্তর্জাতিক প্রকাশনা ও অনুবাদ উপকমিটি (৬) ক্রীড়া ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন উপকমিটি (৭) মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটি

এবং (৮) চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তাবিষয়ক আরও একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। প্রতিটি উপকমিটি বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় তাদের সুপারিশ প্রদান করে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিকে সহায়তা করছে।

০৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গঠিত জাতীয় কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যগণ ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের নিরিখে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ তা সংশ্লিষ্ট উপকমিটিসমূহ কর্তৃক সমন্বিত করে ২৯৮টি কর্মসূচি সংবলিত একটি বিষয়ভিত্তিক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জাতীয় কমিটির নির্দেশনার আলোকে ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে উল্লিখিত সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিববর্ষে দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সরাসরি কেন্দ্রীয় তদারকির বাইরেও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর, বিভাগ/জেলা/উপজেলা প্রশাসন, সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাসহ সকলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যার যার নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রণীত সমন্বিত কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত ২৯৮টি কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ হলো:

৩.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক ওয়েবসাইট তৈরি;

৩.২. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক থিম সং নির্বাচন;

৩.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক লোগো নির্বাচন ও উন্মোচন;

৩.৪ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক উদ্বোধন অনুষ্ঠান [জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, টুঙ্গিপাড়ায় জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠান, ১৭ মার্চ (বিকাল) ঢাকার জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে উদ্বোধন অনুষ্ঠান, বিশেষ দোয়া/প্রার্থনা আয়োজন, জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন];

৩.৫. জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক জাতীয় সংসদে বিশেষ অধিবেশন আয়োজন;

৩.৬. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি পদকপ্রাপ্তি দিবস উদ্‌যাপন;

৩.৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন পালন;

৩.৮. জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক জাতির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান দিবস উদ্‌যাপন;

৩.৯. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন;

৩.১০. জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক বাংলা ও ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ;

৩.১১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কফি টেবিল বই প্রকাশ;

৩.১২. জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োগ্রাফি প্রকাশ;

৩.১৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়/জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ (প্রথম পর্ব);

৩.১৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ ইংরেজি ছাড়াও ১২টি ভাষায় (হিন্দি, উর্দু, ফরাসি, জার্মান, চাইনিজ, আরবি, ফার্সি, স্প্যানিশ, রুশ, ইটালিয়ান, কোরিয়ান, জাপানি) অনুবাদ;

৩.১৫. জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সিআরআই কর্তৃক অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ (২য় পর্ব);

৩.১৬. বাংলা একাডেমি কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক ১০০টি প্রকাশনা;

৩.১৭. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউনেস্কোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে পুরস্কার প্রবর্তন;

৩.১৮. World Economic Forum কর্তৃক World Economic Forum-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও বাংলাদেশকে Country of Focus হিসাবে উপস্থাপন;

৩.১৯. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিদেশে আরও পাঁচটি বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ; ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজে বঙ্গবন্ধু সেন্টার স্থাপন; লন্ডনে মাদাম তুসো জাদুঘর ও জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপন;

৩.২০. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন;

৩.২১. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অমর একুশে বইমেলা ২০২১ বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করা, জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলা-২০২০ আয়োজন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গকরণ;

৩.২২. ঢাকা লিট ফেস্ট কর্তৃক ঢাকা লিটারারি ফেস্টিভ্যাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গকরণ;

৩.২৩. তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪টি খন্ড ভিডিও চিত্র নির্মাণ (ব্যাপ্তিকাল ২-৩ মিনিট) সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য;

৩.২৪. তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭টি ওয়েব সিরিজ (ব্যাপ্তিকাল ৬-১০ মিনিট), ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ৬টি এনিমেটেড শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ (ব্যাপ্তিকাল ১০ মিনিট);

৩.২৫. তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিদেশে মিডিয়া কনফারেন্স আয়োজন;

৩.২৬. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবল-২০২০ আয়োজন;

৩.২৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানমন্দির স্থাপন;

৩.২৮. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিমানবন্দর ও বিমান বাংলাদেশকে জন্মশতবার্ষিকীর লোগো দিয়ে সজ্জিতকরণ;

৩.২৯. শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' প্রদান;

৩.৩০. বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) কর্তৃক পরিত্যক্ত বিওপিকে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা নিকেতন' হিসাবে রূপান্তরকরণ;

৩.৩১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে ও সারাদেশব্যাপী শোকদিবস পালন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা এবং

৩.৩২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও প্রণীত আইন, বিধিমালা বিষয়ে সংকলন প্রকাশ।

০৪। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিববর্ষে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ:

৪.১ ১০ জানুয়ারি ২০২০ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা কার্যক্রম উদ্বোধন

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে উপলক্ষ্য করে গত ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনে মোট ২৭টি ক্ষণগণনা যন্ত্র এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত দেশের ৫৩টি জেলায় মোট ৫৫টি ক্ষণগণনা যন্ত্র (মেহেরপুর উপজেলার মুজিবনগরে ১টি এবং টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ১টি) স্থাপন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের দিক্‌নির্দেশনায় উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিসমূহেও ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। দেশের সকল বিভাগীয় শহর, জেলা ও সিটি কর্পোরেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এলইডি স্ক্রিন স্থাপন করে তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ কেন্দ্রীয় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা

কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সরাসরি উপভোগ করেছে। গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখের প্রথম প্রহর, অর্থাৎ ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখ দিবাগত রাত ১২.০০টায় ক্ষণগণনা যন্ত্রসমূহ শূন্য প্রদর্শন করে। এ উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে একটি স্যুভেনির প্রকাশ করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার উদ্বোধন করেন।

৪.২ ওয়েবসাইট তৈরি, লোগো নির্বাচন

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক একটি ওয়েবসাইট (mujib100.gov.bd) তৈরি করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক একটি লোগো নির্বাচন করা হয়েছে। লোগোটি ডিজাইন করেছেন সব্যসাচী হাজরা। লোগোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি লোগো ম্যানুয়াল তৈরি করা হয় এবং সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুজিববর্ষের লোগো উন্মোচন করেন।

৪.৩ থিম সং নির্বাচন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক থিম সং নির্বাচন করা হয়েছে। থিম সং-এর কথা 'তুমি বাংলার ধ্রুবতারা/তুমি হৃদয়ের বাতিঘর/আকাশে বাতাসে বজ্রকণ্ঠ/তোমার কণ্ঠস্বর...' থিম সংটি রচনা করেছেন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ও সাবেক মুখ্যসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। গানটিতে সুরারোপ করেছেন নকীব খান।

৪.৪ ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে উদ্বোধন অনুষ্ঠান ঢাকার জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে জনসমাগম পরিহার করে রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান একযোগে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত হয়। গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের ৩৮০টি পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক 'কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে গণভবনে এই স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। মুজিববর্ষ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন ডিজাইনের পোস্টার ছাপা হয় এবং সারাদেশে বিতরণ করা হয়।

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

৪.৫ 'বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন' শীর্ষক টিভি স্পট প্রচার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের প্রতিদিনের ঘটনাপঞ্জি জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় 'বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন' শীর্ষক টিভি স্পট প্রচার করা হচ্ছে।

৪.৬ ৭ জুন ঐতিহাসিক ৬-দফা দিবস উপলক্ষ্যে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন

গত ৭ জুন ঐতিহাসিক ৬-দফা দিবস উপলক্ষ্যে ২৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাঙালির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬-দফা' বিষয়ক অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে উক্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসাবে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থাকেন। ৩৬টি জেলার বিজয়ী প্রতিযোগীগণ একইসময় স্ব-স্ব জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে একটি স্যুভেনির প্রকাশ করা হয়।

৪.৭ ৫ আগস্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে সারাদেশে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। শহিদ শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ই-পোস্টার তৈরি করে অনলাইনে ব্যাপক প্রচার করা হয়।

৪.৮ ৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে সারাদেশে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ই-পোস্টার তৈরি করে অনলাইনে ব্যাপক প্রচার করা হয়।

৪.৯ ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান

(ক) গত ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে ও সারাদেশব্যাপী শোকদিবস পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক ই-পোস্টার তৈরি করে সারাদেশে প্রচার করা হয়েছে।

(খ) জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল সভা জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভার্চুয়াল সভায় গণভবন প্রান্ত থকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংযুক্ত হন।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে দেশের প্রতি বিভাগে ৫০টি, প্রতি জেলায় ৫০টি এবং প্রতি উপজেলায় ২৫টি করে বৃক্ষরোপণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। নির্দেশনা মোতাবেক ১৫ আগস্ট ২০২০ সারাদেশে জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে ২,৭৫,০৫০টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

৪.১০ স্মারকমুদ্রা, নোট ও ডাক টিকেট অবমুক্তকরণ

১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১টি স্মারক স্বর্ণমুদ্রা ও ১টি স্মারক রৌপ্যমুদ্রা, ১টি ১০০ টাকা ও ১টি ২০০ টাকার স্মারক নোট এবং ডাক বিভাগ কর্তৃক স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত করা হয়।

৪.১১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাংলায় ভাষণ প্রদানের ৪৬তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাংলায় ভাষণ প্রদানের ৪৬তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ই-পোস্টার তৈরি করে সারাদেশে প্রচার করেছে।

৪.১২ ১৮ অক্টোবর ২০২০ শহিদ শেখ রাসেলের জন্মদিন পালন

(ক) শহিদ শেখ রাসেল-এর ৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ই-পোস্টার প্রস্তুত করে সারাদেশে ডিজিটাল মিডিয়াতে প্রচার করা হয়। শহিদ শেখ রাসেল-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি ভিডিও ক্লিপ প্রস্তুত করে প্রচার করা হয়।

(খ) শেখ রাসেল আন্তর্জাতিক অনলাইন শ্যুটিং প্রতিযোগিতা ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রোলার স্কেটিং প্রতিযোগিতা ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪.১৩ বাংলা ও ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ

স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের জন্য স্বনামধন্য লেখক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট থেকে লেখা সংগ্রহ করা হয়েছে, যা শীঘ্র প্রকাশ করা হবে।

৪.১৪ **তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক খন্ড ভিডিও চিত্র, ওয়েব সিরিজ, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, এনিমেটেড শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ**

(ক) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের জন্য ২৪টি খন্ড ভিডিও চিত্র এবং ৭টি ওয়েব সিরিজ, (ব্যাপ্তিকাল ৬-১০ মিনিট) নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ৬টি এনিমেটেড শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ (ব্যাপ্তিকাল ১০ মিনিট) কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) বাছাই কমিটি কর্তৃক ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পাণ্ডুলিপি থেকে এ পর্যন্ত ৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও ১টি প্রামাণ্যচিত্র চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়েছে। এই ৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও ১টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণাধীন রয়েছে।

০৫। 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে সারাদেশে ১ কোটি বৃক্ষরোপণ এবং সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণে গৃহহীন-আশ্রয়হীনদের ঘর তৈরি করে দেওয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

০৬। সমন্বিত কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যা মুজিববর্ষ সমাপ্তির পূর্বেই বাস্তবায়িত হবে। কর্মপরিকল্পনার বাইরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির পিতা ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৭৬ নম্বর আদেশ বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকারি অনুশাসন অনুযায়ী '১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১' সব ধরনের কর্মসূচি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা যথাযথ মর্যাদায় পালন করছে। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- দোয়া, মিলাদ মাহফিল ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে;
- সংবাদ সম্মেলন, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারের শুভ উদ্বোধন এবং ৩১টি কর অঞ্চলে করদাতাদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিটি কর অঞ্চলে ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপিত হয়েছে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব রিসোর্স ব্যবহার করে ও নিজস্ব কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ই-ফাইলিং সফট্‌ওয়্যার তৈরির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে কর অঞ্চল-৬, ঢাকা কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি ই-ফাইলিং সফট্‌ওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইন রিটার্ন দাখিল কার্যক্রম চলছে;
- উৎসে কর কর্তনের মনিটরিং কার্যক্রমকে সম্পূর্ণরূপে অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে 'etds environment' শিরোনামে একটি সফট্‌ওয়্যার উদ্ভাবন করা হয়েছে যার কার্যক্রম নভেম্বর ২০২০ শুরু হবে;
- nbr.epayment.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে কর প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। ই-পেমেন্ট সিস্টেমের সাথে বিভিন্ন ব্যাংকের পাশাপাশি mobile financial services (বিকাশ, রকেট ইত্যাদি) সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের ই-চালান সিস্টেমের মাধ্যমেও করদাতাগণ আয়কর পরিশোধ করতে পারছেন;
- অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, অনলাইন রিটার্ন সাবমিশন শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শতভাগ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে **'ই-পেমেন্ট'** পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। বর্তমানে HSBC, Prime Bank Ltd, Agrani Bank Ltd, Midland Bank Ltd, South East Bank Ltd ও Brac Bank Ltd-এর মাধ্যমে যে কোনো করদাতা ঘরে বসে তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ভ্যাট প্রদান করতে পারছে। Mobile Financial Service অর্থাৎ বিকাশ, রকেট, ইত্যাদির মাধ্যমে ই-পেমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;

- মুজিববর্ষে বড় অর্জন Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS) প্রবর্তন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১,০০০ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে EFD/SDC স্থাপন করা হয়েছে। আগামী জুন ২০২১ নাগাদ আরো ৬,০০০-সহ মোট ১০,০০০ মেশিন স্থাপন করা হবে;
- বঙ্গবন্ধু সঞ্চয় অ্যাপস ও অনলাইনে সিআইপি আবেদন সংক্রান্ত সেবা চালু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সংক্রান্ত বুক রিভিউসহ বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শ অনুযায়ী নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- মুজিবনগর দিবস সম্পর্কে আলোচনা সভা, ছয় দফার চতুর্থ দফার ওপর সেমিনার আয়োজন, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা, কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেবার মানসিকতা গড়ার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- সেরা করদাতা ও ভ্যাটদাতাদের 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' সম্মাননা প্রদান করা হবে;
- দেশব্যাপী জোরালোভাবে 'জরিপ কার্যক্রম ২০২০-২১' পরিচালনা করা হচ্ছে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটসহ সকল কর অঞ্চলের ওয়েবসাইটসমূহে আয়কর রিটার্ন ফর্ম, চালান ফর্ম, নির্দেশিকা, পরিপত্র ইত্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে যাতে করদাতাগণ উপকৃত হন;
- করদাতার কর বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য হটলাইন চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ব্যবসা সহজীকরণ ও 'Ease of Doing Business' নিশ্চিত করার জন্য সকল OFFDOCK-কে Automated System for Customs Data (ASYCUDA) World-এর সাথে সংযুক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হবে;
- 'ই-অকশন' শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে E-auction, Authorized Economic Operator এবং Advance Ruling বিষয়ে ব্যবসায়ীগণকে বছরব্যাপী ন্যূনতম ৪টি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- করদাতাগণকে পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিতের লক্ষ্যে ৫টি ইন-হাউস ট্রেনিং সম্পন্ন করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে।

অর্থ বিভাগ

(১) সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর ক্ষেত্র। বিদ্যমান ব্যবস্থায় পেনশনারদের মাসিক পেনশনের জন্য হিসাবরক্ষণ অফিস ও ব্যাংকে মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত থেকে দীর্ঘ অপেক্ষার পর পেনশনের টাকা উত্তোলন করতে হয়। হিসাবরক্ষণ অফিস বা ব্যাংকের যে-কোনো ধরনের জটিলতায় এ অপেক্ষা আরও দীর্ঘতর হয়। প্রকৃত পেনশনারের পরিবর্তে অন্যজনকে জালিয়াতির মাধ্যমে পেনশন প্রদানের কারণে অনেক পেনশনারকে দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে। পেনশনের ক্ষেত্রে এ সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ পেনশনার তথ্য ভান্ডার তৈরি করেছে। অর্থ বিভাগের তথ্য ভান্ডারের হালনাগাদকৃত তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশে পেনশনারের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫২৮ জন।

(২) জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিশেষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পেনশনারকে তাদের ব্যাংক একাউন্টে পেনশনের অর্থ ইএফটি-এর মাধ্যমে প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পেনশনের অর্থ ইএফটিতে প্রেরণের পর তা সরাসরি পেনশনারের মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে ঘরে বসেই পেনশনারগণ পেনশনের অর্থ পেয়ে যাচ্ছেন। তাকে আর হিসাবরক্ষণ অফিস ও ব্যাংকে গিয়ে পেনশন উত্তোলনে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে না। পেনশনারকে বছরে একবার হিসাবরক্ষণ অফিসে উপস্থিতির পরিবর্তে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একইসাথে পেনশনারদের জন্য ম্যানুয়্যাল জিপিও বইয়ের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক জিপিও (ইজিপিও) বই ইস্যু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে মোট পেনশনারের মধ্যে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৭৩০ জন পেনশনারকে ইএফটি-এর মাধ্যমে পেনশন প্রদানের

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং অদ্যাবধি ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৬১ জন পেনশনারকে ইএফটি-এর মাধ্যমে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে যখন একজন পেনশনারকে ইএফটি-এর আওতায় আনার কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে তখন তিনি নিম্নরূপ একটি এসএমএস পাচ্ছেন:

'আপনার প্রাপ্য পেনশন ইএফটি'র মাধ্যমে প্রদান জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর উপহার'

(৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি কর্মচারীদের প্রতি বরাবর সহানুভূতিশীল ছিলেন। বিশেষ করে পেনশনারদের দূর্ভোগ লাঘবে তাঁর প্রচেষ্টা সর্বজনবিদিত। পেনশনারদের দুর্ভোগ লাঘবে সীমিত পরিসরে চালু হওয়া পাইলট কর্মসূচির সফলতা বিবেচনায় এটি দেশব্যাপী সকল পেনশনারের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা হলে তা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে পেনশনারদের জন্য একটি উত্তম সেবা হিসাবে গণ্য হবে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(১) গত ২৯-৩০ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ঢাকায় একটি উচ্চপর্যায়ের বহু অংশীজন সম্পৃক্ত একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ২০২০' আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীকে উৎসর্গ করা হয়। এই ফোরাম মূলতঃ কার্যকর সংলাপের একটি ক্ষেত্র, যেখানে উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার, দেশি ও বিদেশি বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, ডেভেলপমেন্ট থিংক ট্যাংক, ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিশনার, ব্যবসা এবং শিল্পক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী এতে সভাপতিত্ব করেন। ফোরামের মূল অধিবেশনের প্রতিপাদ্য ছিল 'Effective Partnership for Implementing the 8th Five Year Plan Aiming towards Achieving SDGs'.

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে এবং 'Support to Sustainable Graduation Project (SSGP)'-এর সহায়তায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। দেশের ৪৯১টি উপজেলায় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে একযোগে এই জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিল্পী, কলাকুশলী, ছাত্র ও তরুণ যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দিনব্যাপী আনন্দ উৎসবের অংশ হিসাবে দেশের সকল উপজেলায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে একযোগে আনন্দ শোভাযাত্রা, বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক স্থিরচিত্র প্রদর্শনী, 'বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন' শীর্ষক আলোচনা, শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্থানীয় শিল্পী, কলাকুশলী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী দেশের সব উপজেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যায় রাজধানী ঢাকার হাতিরঝিল এম্ফিথিয়েটারে এক আনন্দঘন সান্ধ্য উৎসবের আয়োজন করা হয়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(১) 'মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি, আর্থিক খাতের অগ্রগতি' এই স্লোগান ও মুজিববর্ষের লোগো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে শোকাবহ আগস্ট মাসে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে ১৩টি জেলায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার ত্রাণ বিতরণ এবং দেশব্যাপী ৬৩ লক্ষ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে এবং মুজিববর্ষকে সামনে রেখে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল নির্মাণ, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপন, বৃত্তি প্রদান, মুজিববর্ষের স্লোগান ও লোগো ব্যবহার, ক্যালেন্ডার ও ডায়েরি বঙ্গবন্ধুর ছবি ও বাণী প্রকাশ, রক্তদান কর্মসূচি, ডিবেট, কুইজ, রচনা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বর্ণ ও রৌপ্য স্মারক মুদ্রা প্রস্তুতসহ ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের স্মারক নোট মুদ্রণ এবং ২০০ টাকা মূল্যমানের স্মারক ব্যাংক নোট বাজারে প্রচলন করা হয়েছে।

(৩) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক বিনিয়োগকারীদের জন্য পুঁজিবাজার সংক্রান্ত সকল তথ্য সমৃদ্ধ 'Bangabandhu Investor Information Platform' প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৪) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া বীমা' বিষয়ে বীমা পরিকল্প (Bangabandhu Sportsmen's Comprehensive Insurance) প্রস্তুত করে বীমা পরিকল্পটি চালুর জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশনসহ সকল নন-লাইফ বীমা কোম্পানির জন্য কর্তৃপক্ষ হতে সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

(৫) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি-এর আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর প্রাণ দরিদ্র কৃষকদের জন্য বিনা সুদে ৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৭) জনতা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু স্মারক ঋণ' কর্মসূচির আওতায় তিনটি নতুন ঋণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; (ক) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে চাকরির জন্য বিদেশে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য ঋণ, (খ) নারীবান্ধব স্কুটার ক্রয়ের জন্য ঋণ এবং (গ) আত্ম-কর্মসংস্থানের শুভ সূচনা ঋণ।

(৮) অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রদানকৃত 'অগ্রণী ব্যাংক স্বর্ণপদক' পুরস্কারটির নাম ২০২০ সাল হতে 'অগ্রণী ব্যাংক বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক' নামকরণ করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সুনামগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত হাওড় এলাকার সাল্লা ইউনিয়নের মোক্তারপুর গ্রামের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ বঙ্গবন্ধু সড়ক নামকরণে একটি রাস্তা নির্মাণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থাসহ গ্রামটির সার্বিক উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৯) রূপালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ১০০টি উপজেলায় ১০০ জন অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য গৃহ নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শূন্য সুদে কৃষকদের ঋণ বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১০) বেসিক ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু শতায়ু সঞ্চয় প্রকল্প'-এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১১) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাসহ তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে চিকিৎসাসেবায় ব্যাংকের সিএসআর খাত থেকে অনুদান প্রদানে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১২) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ঋণ প্রদান কর্মসূচির আওতায় নিজস্ব উৎস হতে হ্রাসকৃত (৭ শতাংশ) সুদ হারে ৩০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রর্দশন করে উত্তম ঋণ গ্রহীতা এবং সেরা পারফরমেন্স অর্জনকারীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক 'মুজিব জন্মশতবার্ষিকী পুরস্কার নীতিমালা, ২০২০' প্রণয়ন করেছে।

(১৩) 'রাকাব বঙ্গবন্ধু বিশেষ মাসিক সঞ্চয় স্কিম (RBSMSS)' শীর্ষক নতুন আমানত কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১৪) আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের অংশ হিসাবে এ পর্যন্ত ৪২ জনকে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(১৫) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু ফান্ড' শীর্ষক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইস্যু করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

(১৬) বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন কর্তৃক দেশের নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন সমস্যা সমাধানকল্পে 'বিএইচবিএফসি বঙ্গবন্ধু আবাসন প্রকল্প' শীর্ষক 'শূন্য' ইক্যুইটি ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। গ্রামীণ অবকাঠামোতে স্বাস্থ্যসম্মত, দূষণমুক্ত, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব উপকরণসমূহে ব্যবহার করে বিশেষত শিশু ও বয়স্ক নাগরিকের বসবাসের উপযোগী নির্ধারিত মডেলের বাড়ি তৈরিতে উক্ত ঋণ প্রদান করা হবে।

(১৭) জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু সর্বজনীন পেনশন বীমা স্কিম'-এর আওতায় নতুন বীমা গ্রাহক সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণসহ গরিব মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ১০, দিলকুশাস্থ টাওয়ার ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল তৈরিসহ এ ভবনকে 'বঙ্গবন্ধু জীবন বীমা টাওয়ার ভবন' নামকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৮) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক হতদরিদ্র, মেধাবী শিক্ষার্থীদের 'বঙ্গবন্ধু-বিএনএফ শিক্ষাবৃত্তি' প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৭.২৫ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

আইন ও বিচার বিভাগ

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপির তত্ত্বাবধানে এ মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগের উদ্যোগে পুস্তক প্রকাশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার ওপর আইন-আদালতভিত্তিক তথ্যনির্ভর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ এবং জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ড, কুখ্যাত অবৈধ দায়মুক্তি অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) ও তদন্তসহ হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রম সম্পর্কিত সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) 'মুজিববর্ষ ২০২০' উপলক্ষ্যে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে আইন ও বিচার বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সারাদেশের অধস্তন আদালতে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল পালিত হয়েছে। ঢাকার তেজগাঁওস্থ সরকারি শিশু পরিবারের অসহায় শিশুদের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের সকল কর্মসূচি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রতিটি ইউনিয়নে বঙ্গবন্ধু কৃষি উৎসব, দেশব্যাপী ফসল কর্তন উৎসব, কৃষি অলিম্পিয়াডসহ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ মহামারির পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

(১) বঙ্গবন্ধুর কৃষিবিষয়ক বাণীর সংকলন: বঙ্গবন্ধুর কৃষিবিষয়ক ৭১টি বাণী সংবলিত পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে এবং ১০০টি বাণীর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন প্রকাশের কাজ চলমান রয়েছে।

(২) বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কৃষি শীর্ষক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন: কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কৃষি' শীর্ষক ২০ মিনিটের একটি তথ্যবহুল ডকুমেন্টারি সারাদেশব্যাপী প্রদর্শন করা হয়েছে।

(৩) আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন: বিশ্ব খাদ্য দিবসে একটি আন্তর্জাতিক অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এ সেমিনারে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী, মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রীসহ সার্ক সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধি ও এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সদস্যভুক্ত দেশসমূহের প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি অনলাইনে সম্পৃক্ত ছিলেন।

(৪) বঙ্গবন্ধু কৃষি উৎসব: ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ৬৪টি জেলায় ৭৮টি ইউনিয়নে একযোগে এ উৎসব শুরু হয়ে বছরব্যাপী সকল ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় সীমিত আকারে ১৪টি কৃষি অঞ্চলের ১৪টি ইউনিয়নে কৃষি উৎসব ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৫) বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম: কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ নিজ দপ্তর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কেন্দ্র-উপকেন্দ্র, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কমপক্ষে ১০০টি করে ফলদ, ঔষধি, বনজ ও মসলা জাতীয় বৃক্ষ রোপণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন।

(৬) পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন: করোনা পরবর্তী পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ৩২টি করে মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৩৮৭টি পরিবারে পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। এ পুষ্টি বাগানের সংখ্যা ইউনিয়ন প্রতি ১০০টিতে উন্নীত করা হবে।

(৭) Agriculture Important Person (AIP) নির্বাচন: কৃষি বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রথমবারের মতো AIP নির্বাচন করে কার্ড প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে।

(৮) স্মরণিকা প্রকাশ: বঙ্গবন্ধুর কৃষিদর্শন এবং কৃষি ও কৃষকের প্রতি জাতির পিতার ভালোবাসাসহ ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তার দিক নির্দেশনা সংবলিত 'চিরঞ্জীব' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(৯) বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস-২০২০: কৃষকবান্ধব ডিজিটাল সয়েল আইডি কার্ড প্রদান কার্যক্রম এবং মুজিববর্ষে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন করা হবে।

(১০) অ্যাটলাস প্রকাশ: ১০০টি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি প্রযুক্তির সমন্বয়ে একটি অ্যাটলাস প্রকাশ করা হবে।

(১১) পোস্টার ও লিফলেট: কৃষি উন্নয়নের তথ্য সংবলিত এক লক্ষ পোস্টার মুদ্রণ করে সারাদেশে বিতরণ করা হবে। কোভিড-১৯-এর প্রকোপ হ্রাস পেলে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কর্মসূচির পরিসর আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে মানবসম্পদ তৈরির সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(১) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির যৌথ ব্যবস্থাপনায় মুজিববর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সেমিনার-এর আয়োজন করা হয়েছে।

(২) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করার কর্মসূচি সংযোজন করা হয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কর্নার ও বঙ্গমাতা কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর অবদান ও কারিগরি শিক্ষা সংবলিত ডিজিটাল/ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

(৪) যথাযোগ্য মর্যাদায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে (জাতীয় শিশু দিবস) বঙ্গবন্ধু দিবস পালন এবং এর অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবনী সম্পর্কে উপস্থিত বক্তৃতা, কবিতা আবৃত্তি, গান, কবিতা লেখা ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

(৫) কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠান অনুমোদন/স্বীকৃতি এবং বিভিন্ন স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অনুমোদনের সময় বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও অবদান সংশ্লিষ্ট সূচি অন্তর্ভুক্ত থাকাকে আবশ্যিক বিবেচনা করা হচ্ছে।

(৬) মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জুম ক্লাউড অ্যাপের মাধ্যমে জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমিতে বিনা খরচে ২০ জন প্রতিবন্ধী, ৪০০ জন শিক্ষিত বেকার নারী, ৫ জন নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৭) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সহায়তায় মুজিবর্ষের লোগো সংবলিত টি-শার্ট, ক্যাপ, মগ, ডায়েরি, কোট-পিন, কলম ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

(১) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে দেশের ১০০টি উপজেলায় পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল বিতরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

(২) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে আরও ৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(১) 'পূর্বাচল নতুন শহরের ১৫ নম্বর সেক্টরে 'বঙ্গবন্ধু স্কয়ার' নির্মাণ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজউক-এর আওতায় পূর্বাচল নতুন শহরের ১৫ নম্বর সেক্টরে 'বঙ্গবন্ধু স্কয়ার' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রতিকৃতি স্থাপন ও এর তাৎপর্য জনগণের নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫,৫০১.৬৪ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল অক্টোবর ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটি নির্মাণের জন্য সেক্টর-১৫, সড়ক-২০৩, প্লট-১৭ (Land Use Plan-

এ লেক পরিবেষ্টিত পার্ক) চিহ্নিত করা হয়, যার জমির পরিমাণ ২.৩১৯ একর। বিবেচ্য স্থানটি থেকে নতুন কূটনৈতিক পাড়া মাত্র ২ কিলোমিটার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার জন্য বরাদ্দকৃত স্থান ৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, রাজউক এবং গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধিগণ কর্তৃক ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করে প্রকল্প এলাকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে আলোচ্য প্রকল্পের ওপর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভায় উপস্থাপনপূর্বক প্রকল্পটি ২৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত 'বঙ্গবন্ধু স্কয়ার'-এর নির্মাণকাজ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করে ৭ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে।

(২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্কয়ার নির্মাণ: রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় তালাইমারী চত্বরে ১ একর জমির উপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্কয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে ৫৯.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি আগামী জুন ২০২১ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৪৩ শতাংশ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এই চত্বরে ডিজিটাল স্ক্রিন সংবলিত আর্ট গ্যালারি, এম্ফিথিয়েটার, জলধারাবেষ্টিত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য এবং মিউজিয়াম থাকবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(১) সকল সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্টেশনারিতে জন্মশতবার্ষিকীর লোগো ব্যবহার: সকল সরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্টেশনারিতে জন্মশতবার্ষিকীর লোগো ছাপানোর জন্য মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে জারিকৃত স্মারকে অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিস ও প্রেসের উপপরিচালকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্যালেন্ডারসহ অন্যান্য মুদ্রিত সামগ্রীতে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) জাতির পিতার নৈকট্য লাভকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বীকৃতি প্রদান:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের সদস্যগণের স্মৃতিকথা সংবলিত স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা ও সম্মাননা প্রদান কমিটির সর্বশেষ সভা ৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্যে অন্যতম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীরবিক্রম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন ও অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম (তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের যুগ্মসচিব), অবসরপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ মাহে আলম (বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন একান্ত সচিব), অবসরপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম (বাংলাদেশের প্রথম অর্থ সচিব)-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর পরামর্শের আলোকে জাতির পিতার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে;
- তালিকাভুক্ত কর্মকর্তাদের নিকট আধা-সরকারিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে স্মৃতিচারণমূলক লেখা আহ্বান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তালিকাভুক্ত ২২ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১৬ জন কর্মকর্তা তাঁদের স্মৃতিচারণমূলক লেখা প্রেরণ করেছেন। পাশাপাশি কয়েকজন প্রয়াত কর্মকর্তার পূর্বে প্রকাশিত লেখা সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত লেখাসমূহ কমিটির সকল সদস্য সমন্বয়ে প্রতিদিনই সম্পাদনার কাজ করা হচ্ছে। স্মারকগ্রন্থটিতে প্রকাশের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত (কোনো নথিতে বঙ্গবন্ধুর স্বহস্তে লিখিত গুরুত্বপূর্ণ নোট/নির্দেশনা ইত্যাদি), অনুশাসন, তাঁর উন্নয়ন দর্শনসহ প্রাসঙ্গিক দুর্লভ ডকুমেন্ট ও ছবি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য ও লেখাসমূহ সম্পাদনার পর স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হবে।

(৩) বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ: 'বিপিএটিসি প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন (২০তলা ভবন) নির্মাণের দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর কর্তৃক প্রণয়নকৃত নকশায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন পাওয়া গেছে।

(৪) জাতীয় পর্যায়ে ত্রৈমাসিকভাবে সেমিনার আয়োজন: জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা কর্তৃক গৃহীত জনপ্রশাসন সংস্কার সংক্রান্ত পদক্ষেপের ওপর প্রথম প্রস্তুতিমূলক সেমিনার ২২ ডিসেম্বর ২০১৯ এবং দ্বিতীয় প্রস্তুতিমূলক সেমিনার ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রথম সেমিনার ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজনের লক্ষ্যে প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলেও করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সেমিনার স্থগিত করা হয়।

(৫) সমন্বয় সভায় জাতির পিতার বাছাইকৃত উক্তি বা বাণীর ওপর আলোচনা: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মসূচি হিসাবে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি সমন্বয় সভায় আলোচনার জন্য কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১২টি উক্তি/বাণী নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৬) গল্প-প্রবন্ধ-নিবন্ধ নিয়ে স্মরণিকা প্রকাশ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীদের রচিত গল্প-প্রবন্ধ-নিবন্ধ নিয়ে স্মরণিকা প্রকাশ সংক্রান্ত গঠিত কমিটির নিকট প্রাপ্ত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধসমূহ প্রাথমিক যাচাই ও বাছাই করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৭) প্রশিক্ষণ কোর্সে বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন অন্তর্ভুক্তকরণ: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ মডিউলে বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৮) জনপ্রশাসন পদক-এর নাম পরিবর্তন করে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' নামকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৯) ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর ছবি, বাণী, উক্তি এবং ভাষণ প্রচার: সচিবালয়ের অভ্যর্থনা কক্ষ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে মোট ৫টি স্থানে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড/KIOSK স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত বোর্ড/KIOSK-এ প্রদর্শনের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

(১০) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু রিসোর্স সেন্টার স্থাপন: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগ

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কোনো থানা/ফাঁড়ি, ক্যাম্প বা কোনো পুলিশ স্থাপনা পরিদর্শনকালে স্বাক্ষর/স্মারক/ছবি/ইন্সপেকশন নোট সংগ্রহ; বঙ্গবন্ধুর সাহচর্যে ছিলেন এমন পুলিশ সদস্যদের নিকট হতে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি সংগ্রহ করে স্মৃতিচারণমূলক প্রামাণ্যচিত্র তৈরি:

- বঙ্গবন্ধু কর্তৃক কোনো থানা/ফাঁড়ি, ক্যাম্প বা কোনো পুলিশ স্থাপনা পরিদর্শনকালে স্বাক্ষর/স্মারক/ছবি/ইন্সপেকশন নোট সংগ্রহ সংক্রান্ত কিছু তথ্যাদি/ছবি পাওয়া গেছে যা সংরক্ষিত রয়েছে। ডকুমেন্টারি নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য কলাকুশলীদের ভেটিং আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। ভেটিং শেষে শুটিং কার্যক্রম শুরু করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎকার ও ভিডিও ধারণের সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার প্রাপ্তি সাপেক্ষে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

(২) প্রতিটি থানায় শিশু, বয়স্ক নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ডেস্ক চালুকরণ: বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি থানায় পৃথক 'নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক' নামে বিশেষ সেবা বুথ চালু করা হয়েছে। সার্ভিস ডেস্ক সংক্রান্ত একটি ডকুমেন্টারি তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩) ৯৯৯ ন্যাশনাল ইমারজেন্সি সার্ভিস সেবা আধুনিকীকরণ: পুলিশ বাহিনীকে আরো প্রযুক্তিনির্ভর ও জনবান্ধব হিসাবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় জরুরি সেবা '৯৯৯' চালু করা হয়েছে। যেখানে কল করে জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং স্বাস্থ্য বিভাগের এ্যাম্বুলেন্স সেবা ও সহায়তা পাচ্ছে। এ সেবাটি আরো সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্যে ফেজ-৩ এর জন্য ডিপিপি এবং নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৪) বিজিবি সীমান্তে যে সকল বিওপি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে নতুন বিওপি স্থাপন করা হয়েছে সে সকল পরিত্যক্ত বিওপিগুলির মধ্য থেকে প্রতি রিজিয়নে ২টি করে বিওপিকে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা নিকেতন' হিসাবে রূপান্তর করা (বয়স্কদের জন্য সান্ধ্যকালীন এবং শিশুদের জন্য প্রভাতী শাখা হিসাবে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা):

- 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা নিকেতন' পরিচালনার জন্য ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। শিবের বাজার বিওপি, কুমিল্লা এবং শালধর বিওপি, ফেনী বিওপি ২টির সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ এবং শিক্ষা নিকেতনের নামকরণ নিবন্ধনের জন্য 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'-এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

'মুজিববর্ষ ২০২০' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমকে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করা হয়:

(১) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের তথ্যাদি, জ্বালানি বিষয়ে জাতির পিতার পরিকল্পনা, সরকারের অর্জন, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি সংবলিত একটি প্রকাশনা: এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ প্রকাশনাটি মুদ্রণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২) বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি, বক্তব্য, ছবি সংবলিত তথ্য, অর্থনীতিতে জ্বালানি খাতের অবদান, সরকারের সাফল্য, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় একটি ডকুমেন্টারি/ভিডিও ক্লিপ তৈরি: ডকুমেন্টারি/ভিডিও ক্লিপ তৈরি ও প্রচারের জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস/অনুষ্ঠানে প্রচারের জন্য ইতোমধ্যে একটি ডকুমেন্টারি/ভিডিও ক্লিপ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টারি/ভিডিও ক্লিপস আরও তথ্যবহুল করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩) সারা বছরব্যাপী ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইল ফোন ইত্যাদিতে জ্বালানি সেক্টর সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রচারণা: বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট, মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতোমধ্যে লিফলেট প্রস্তুত করেছে। ১০টি বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে জনসচেতনতামূলক প্রচারণার পরিকল্পনা রয়েছে এর মধ্যে ৫টি বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রচারণা করা হয়েছে।

(৪) জ্বালানি খাতের বিশেষ অবদান/উদ্ভাবন ইত্যাদির জন্য ব্যক্তি/উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃতকরণ: অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে কোভিড-১৯ এর কারণে জ্বালানি খাতের বিশেষ অবদান/উদ্ভাবন-এর জন্য ব্যক্তি/উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা সম্ভব হয়নি।

(৫) আধুনিক বিশ্বমানের ৬টি পেট্রোল পাম্প স্থাপন: অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি অটোমেশনের ক্ষেত্র হিসাবে এ বিভাগের আওতাধীন বিপিসির আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক ২টি, মেঘনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক ১টি মডেল পেট্রোল পাম্প স্থাপনের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৩টি বিপণন কোম্পানিই মডেল পেট্রোল পাম্প স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

(৬) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট আইন/বিধির ম্যানুয়াল: এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল আইন/বিধি সংগ্রহপূর্বক ম্যানুয়াল প্রকাশ করা হয়েছে।

(৭) টিভিতে জ্বালানি সংক্রান্ত নির্ধারিত বিষয়ে টকশোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রচারণা: এলপিজি, বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারে সচেতনতা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টক শোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রচারণা করা হচ্ছে। আরও বেশ কয়েকটি বিষয়ে টকশোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রচারণার পরিকল্পনা রয়েছে।

(৮) স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা/বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন: অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের রচনা প্রতিযোগিতা/বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

(৯) Multiclient Survey এবং নতুন মডেল পিএসসি-এর মাধ্যমে অফশোর বিডিং রাউন্ড আহ্বান করে ব্লক ইজারার কার্যক্রম মনিটরিং: অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি মাল্টি ক্লায়েন্ট সার্ভে এবং নতুন মডেল পিএসসি-এর মাধ্যমে অফশোর বিডিং রাউন্ড আহ্বান করে ব্লক ইজারার কার্যক্রম মনিটরিং করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ সমুদ্র এলাকায় ২২টি ব্লকে মোট ৩২,০০০ লাইন কিলোমিটার 2D Non-Exclusive Multi-Clint Seismic Survey পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। TGS প্রথম ধাপে অগভীর সমুদ্র এলাকায় ১০X৪ কিলোমিটার এবং গভীর সমুদ্রের ২০X১৬ কিলোমিটার গ্রিডে সাইসমিক সার্ভে পরিচালনার জন্য ডিজাইন সম্পন্ন করেছে। TGS সমুদ্র এলাকায় Environmental Impact Assesment (EIA) করার জন্য বাংলাদেশি পরামর্শক নিয়োগ করেছে।

(১০) ২০২০ সালের মধ্যে অবৈধ সংযোগমুক্ত গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ: অবৈধ সংযোগবিহীন গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য ২ জন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ২টি মনিটরিং কমিটি কাজ করছে। কমিটি ডিসেম্বর ২০২০ সালের মধ্যে অবৈধ সংযোগমুক্ত গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য ক্র্যাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছে। অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে সকল গ্যাস বিতরণ কোম্পানি কর্তৃক সনাক্তকৃত অবৈধ মোট বার্নারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৫টি। এর মধ্যে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৩১৯টি অবৈধ বার্নার এবং ২০৯ কিলোমিটার অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১,৪৯,৭৬৬টি অবৈধ বার্নার অপসারণের জন্য কমিটি কাজ করছে।

(১১) জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২০-এ একটি আর্ন্তজাতিক মানের কনফারেন্স আয়োজন: কনফারেন্সে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ/গবেষকগণকে আমন্ত্রণ: জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২০-এ একটি আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স আয়োজনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, কোভিড-১৯-এর কারণে কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ২০২০ উপলক্ষ্যে একটি ভার্চুয়্যাল কনফারেন্স-এর আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

(১) ৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২০ মেয়াদে মোবাইল ফোনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ সম্প্রচার: মোবাইল ফোন অপারেটররা মোবাইল ফোনে ভয়েজ রেকর্ডের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'-সহ ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ সম্প্রচার করে।

(২) বছরব্যাপী বিভিন্ন দিবসে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ: ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২০, ঐতিহাসিক ছয় দফা, ১৪ জুন ১৯৭৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন, ২৩ জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০২০, ২৯ জুলাই ডাক টিকিট দিবস ২০২০, ১৪ আগস্ট ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছাত্রত্ব পুনর্বহাল, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি ও গ্রামীণ সহায়তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভ জন্মদিন, মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী, ৯ অক্টোবর ২০২০ বিশ্ব ডাক দিবস, শেখ রাসেলের ৫৭তম শুভ জন্মদিন এবং জেল হত্যা দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করা হচ্ছে।

- ৮ আগস্ট ২০২০ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য ঘোষণা এবং সংবিধান দিবস ৪ নভেম্বর ২০২০ উপলক্ষ্যে স্যুভেনির শিট প্রকাশ করা হয়েছে।
- ১৫ আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবসে ১৮টি স্মারক ডাক টিকিট-এর সমন্বয়ে ১টি শিটলেট, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সংবলিত একশত স্মারক ডাকটিকিটের ১৭টি শিটলেট, এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সংবলিত একশত স্মারক ডাক টিকিটের ১৭টি শিটলেট-এর সমন্বয়ে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করা হয়েছে।

(৩) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা বার্তা ও স্বাক্ষর সংবলিত পোস্টকার্ড ৯,৮৮৬টি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ পরিবারের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর উৎক্ষেপণ দিবসে গাজীপুরস্থ সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করে রাতব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান 'নক্ষত্রের দেশে বাংলাদেশ' করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে স্থগিত রয়েছে।

(৫) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বেতবুনিয়ায় বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন উপলক্ষ্যে রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়ায় জনপ্রতিনিধি, সাধারণ জনগণ ও স্থানীয় উপজাতিদের অংশগ্রহণে রাতব্যাপী 'মহাকাশ যাত্রা' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে স্থগিত রয়েছে।

(৬) মেহনতি ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য টেলিটক বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে মুজিববর্ষের শুরুতেই ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে 'মেহনতি মানুষের বন্ধু' শিরোনামে বিশেষ বিশেষ ভয়েজ ও ডাটা সুবিধা সংবলিত 'শতবর্ষ' প্যাকেজের সিম বিতরণের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে যা শীঘ্র বিতরণ করা হবে।

(৭) বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ওপর একটি সচিত্র ই-বুক (অ্যাপ) প্রস্তুত করে টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) কর্তৃক সরবরাহকৃত দোয়েল ল্যাপটপে বিনামূল্যে সংযোজন: টেশিস মুজিববর্ষে নিজস্ব দোয়েল ব্রান্ডের ল্যাপটপ 'BB 2020' উৎপাদন করছে। এ পর্যন্ত ৩৬৭টি 'BB 2020' মডেলের ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ওপর একটি সচিত্র ই-বুক 'BB 2020' মডেলের ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্তির লক্ষ্যে অনুমতি প্রাপ্তির জন্য বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। অনুমতি পেলে সচিত্র ই-বুকটি উক্ত মডেলের ল্যাপটপে সংযোজন করা হবে।

(৮) বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয় ছাড়াও 'টেলিযোগাযোগ উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান' শীর্ষক সেমিনার করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করায় বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

(৯) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, সেমিনার, র‍্যালি, শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা, আলোকচিত্র ও ভিডিও চিত্র প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে অনুষ্ঠানসমূহের বেশিরভাগই স্থগিত রয়েছে। করোনা সংক্রমণ কমে এলে এবং গণজমায়েত/অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রতিবন্ধকতা দূর হলে 'মুজিব জন্মশতবর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(১০) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত প্যাড ব্যবহৃত হচ্ছে এবং 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির আওতায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের শুরুতে কাউন্টডাউন ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে ১০ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত কাউন্টডাউন টাইম প্রদর্শন করা হয়।

তথ্য মন্ত্রণালয়

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদকে আহ্বায়ক করে 'মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটি' এবং বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমামকে আহ্বায়ক করে 'চলচ্চিত্র ও তথ্য চিত্র উপকমিটি' গঠন করা হয়েছে। উভয় উপকমিটিতে তথ্য সচিব সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উপকমিটি ২টির কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র: তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে বাংলাদেশ ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। তথ্য সচিব কামরুন নাহার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯, মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২০, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০, মুজিব নগর দিবস, ৭ মার্চের অনুষ্ঠান এবং মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ ইত্যাদি দিবসের আলোকে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়েছে। স্বাধীনতার মাস মার্চ, ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি এবং শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার বিশেষ দিবসে এবং মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত অডিও বেসরকারি বাণিজ্যিক বেতার ও কমিউনিটি বেতারে সরবরাহ করেছে।

(৩) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৬টি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। সেগুলো হলো: ১. মানবিক বঙ্গবন্ধু, ২.বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু, ৩. দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু, ৪. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু, ৫. কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু এবং ৬. মুজিবর্ষ সংক্রান্ত বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র।

চিত্র: তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ঢাকায় তথ্য ভবন মিলনায়তনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ধারকদলের সদস্য সৈয়দ মাইনুল আহসানের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। তথ্যসচিব কামরুন নাহার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

(৪) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে Film Co-production Agreement-টি FDC ও NFDC কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সে আলোকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' বায়োগ্রাফিক্যাল ফিচার ফিল্ম নির্মিত হবে। ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী শ্যাম বেনেগাল উক্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন। এ উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' বায়োগ্রাফিক্যাল ফিচার ফিল্ম নির্মাণের লক্ষ্যে চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী শ্যাম বেনেগাল ও তাঁর প্রতিনিধিদল এ পর্যন্ত মোট ৭ বার বাংলাদেশ সফর করেছেন। প্রতিনিধি দলটি সর্বশেষ ২-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করে। সফরকালে প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশের প্রায় ৮২০ জন শিল্পীর অডিশন গ্রহণ করেন। ফিচার ফিল্মের স্ক্রিপ্ট রচনা সম্পন্ন হয়েছে, শিল্পীদের অডিশন গ্রহণের কাজ শেষ করা হয়েছে, শ্যুটিং স্পট নির্বাচন করা হয়েছে, সম্ভাব্য শিল্পীদের তালিকা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং শীঘ্র নির্বাচিত শিল্পীদের নিয়ে এ ছবির শ্যুটিং আরম্ভ হবে।

(৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ১০টি টিভি ফিলার নির্মাণ করা হয়েছে।

(৬) 'বঙ্গবন্ধুর ভাষণ' ৪ হাজার কপি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ৭ মার্চ ১৯৭১ থেকে সর্বশেষ ভাষণের সংকলন পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(১) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 'ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুজিববর্ষ' শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

- 'ছয় দফা হতে স্বাধীনতা'-ভিত্তিক অডিও বুক, অডিও ভিজ্যুয়াল, টাইমলাইন, বঙ্গবন্ধুর উক্তি ও ডিজিটাল কার্ড প্রস্তুতকরণ, সরবরাহ ও ডিজিটাল মিডিয়ায় প্রচার;
- স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ও অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন ও প্রচার;
- বঙ্গবন্ধুর শৈশব, ফুটবলার বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক হাতেখড়ি, মুক্তির সনদ ৬ দফা, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের পটভূমি, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ বিনির্মাণ, ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন সংক্রান্ত মোট ১০টি অ্যানিমেশন ভিডিও নির্মাণ ও প্রচার;
- অডিও বুক ও অ্যাপস, অনলাইন নিজ ফিচার ও বঙ্গবন্ধু ব্লগ তৈরি;
- সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্যচিত্র ও 'আমার বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক অনলাইন ক্যাম্পেইন;
- বঙ্গবন্ধু এই দিনে, কম্পিউটার গ্রাফিক্স ভিডিও এবং ডিজিটাল কার্ড তৈরি ও প্রচার করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

(১) মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষ্যে মুজিব কর্নার নির্মাণ: মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের দশম তলায় মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মুজিব কর্নার উদ্বোধন করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থসহ তাঁর কর্ম ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বই সংগ্রহ করে মুজিব কর্নারে রাখা হয়েছে।

(২) 'বঙ্গবন্ধুর জীবন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন: মুজিবর্ষ ২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মীসমাবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও সংগ্রামী জীবনের উপর আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

(৩) জাতির পিতার জন্মস্থান গোপালগঞ্জের টুংগীপাড়া ও কোটালীপাড়ায় প্রয়োজন অনুযায়ী মাটির রাস্তা, ব্রিজ, হেরিং বোন বন্ড রাস্তা, স্ট্রিট লাইট, বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও মুজিব কিল্লা নির্মাণ: ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতির পিতার জন্মস্থান গোপালগঞ্জের টুংগীপাড়ায় ৪টি ও কোটালীপাড়ায় ১৬টি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে টুংগীপাড়ায় ২টি ও কোটালীপাড়ায় ১টি মুজিব কিল্লার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। টুংগীপাড়ায় ৩টি ও কোটালীপাড়ায় ৩টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে টুংগীপাড়ায় ১০৭টি মাটির রাস্তা সংস্কার ও ১৯৪টি স্ট্রিট লাইট স্থাপন এবং কোটালীপাড়ায় ১৯৪টি মাটির রাস্তা সংস্কার ও ২৯৫টি স্ট্রিট লাইট স্থাপন করা হয়েছে।

(৪) সারাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৫০ হাজার দুর্যোগ সহনীয় গৃহ উদ্বোধন: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনে ২০২০-২১ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগে মোট ৩২,২০০টি গৃহ নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী পরিবহণ ও মনিটরিং সংক্রান্ত জ্বালানি ব্যয় বাবদ সর্বমোট ৫৬৩ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ছাড় করা হয়েছে।

(৫) সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 'আমার গ্রাম-আমার শহর' এর আওতায় গ্রাম এলাকায় ৫,০০০টি ব্রিজ তৈরি ও ৩,০০০ কিলোমিটার এইচবিবি রাস্তা উদ্বোধন: বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 'আমার গ্রাম-আমার শহর'-এর আওতায় গ্রাম এলাকায় ৩০ নভেম্বর ২০২০-এর মধ্যে ৪,৩৫০টি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২,৬৪০ কিলোমিটার এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

(৬) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) উদ্বোধন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট জাতির পিতার বিভিন্ন ছবি ও প্রামাণ্য চিত্র সমন্বয়ে ডকুমেন্টারি ভিডিও প্রস্তুতকরণ: ডকুমেন্টারি ভিডিও প্রস্তুতের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' এ ভিডিওটি প্রকাশ ও দেশব্যাপী প্রচার করা হবে।

(৭) ৫০টি মুজিব কিল্লার নির্মাণকাজ: বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৫০টি মুজিব কিল্লার নির্মাণ কাজ জানুয়ারি ২০২১ এর মধ্যে শুরু করা হবে।

(৮) বঙ্গবন্ধুর ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক ছবি সংবলিত একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ: দেশের খ্যাতিমান ও প্রথিতযশা লেখকগণের নিকট হতে লেখা সংগ্রহের কাজ চলছে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ত্রাণ বিতরণ ও ঝুঁকিহ্রাসসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের উপর ৩০০টি ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। ৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের মধ্যে স্মারকগ্রন্থটির প্রকাশনা চূড়ান্ত করা হবে।

(৯) মুজিববর্ষ লেখা পোস্টার/কলম/গেঞ্জি/ক্যাপ/নোটপ্যাড/কোটপিন/ব্যানার/বিলবোর্ড/টিভিসি-বোর্ড/স্টিকার ইত্যাদি তৈরি এবং বিতরণ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট কমিটি এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জানুয়ারি ২০২১ এর মধ্যে সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হবে।

(১০) অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শীতবস্ত্র প্রদান: স্থানীয়ভাবে কম্বল/শীতবস্ত্র ক্রয়পূর্বক বিতরণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে প্রতি উপজেলায় ৬ লক্ষ টাকা করে ৪৯২টি উপজেলার জন্য মোট ২৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার অনুকূলে ৫ লক্ষ টাকা করে মোট ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

(১১) সারাদেশে অতিদরিদ্র ৫০,০০০ গৃহহীন পরিবারকে ২ বান্ডিল ঢেউটিন ও নগদ টাকা প্রদান: ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে এ পর্যন্ত ৩৩,৫৯৫ বান্ডিল ঢেউটিন বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং গৃহনির্মাণ বাবদ প্রতি বান্ডিল ঢেউটিনের সাথে ৩,০০০ টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ঢেউটিন ও টাকা বরাদ্দ দেয়া হবে।

(১২) অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) প্রকল্পের অধীনে সারাদেশের ৯,৬৭,০০০ শ্রমিককে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাস্তা/ড্রেন/রেভিনিউ ডাক বহির্ভূত বাজার, ঝোপ-ঝাড় ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন করার কার্যক্রম গ্রহণ: ইজিপিপি প্রকল্পের অধীনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রথম পর্যায়ের বরাদ্দ দিয়ে সারাদেশের

৯,৬৭,০০০ শ্রমিক দ্বারা 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাস্তা/ড্রেন/রেভিনিউ ডাক বহির্ভূত বাজার, ঝোপ-ঝাড় ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে এবং শ্রমিক মজুরি হিসাবে ৭৭৩ কোটি ৬২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এতে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

(১৩) বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকা থেকে জনগণ ও প্রাণিসম্পদ উদ্ধার, নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়া ও ত্রাণ বিতরণের জন্য ২০টি Multi purpose Rescue Boat নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে দায়িত্ব প্রদান: ২১ জুলাই ২০২০ তারিখে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ৬০টি Multi Purpose Rescue Boat ক্রয়ের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ৫.৪০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

(১৪) ১০ মার্চ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২১-এর মূল অনুষ্ঠানে সিপিপি সাংস্কৃতিক ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত 'বঙ্গবন্ধু ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস' শিরোনামে বিশেষ পালাগান অনুষ্ঠানের আয়োজন: সিপিপি'র নিজস্ব সাংস্কৃতিক ইউনিটের মাধ্যমে বর্ণিত পালাগানের স্ক্রিপ্ট তৈরির কার্যক্রম চলছে।

(১৫) জেলা ত্রাণ গুদাম-কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র উদ্বোধন: মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষ্যে 'জেলা ত্রাণ গুদাম-কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে নির্মাণাধীন ৪০টি ত্রাণ গুদাম-কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হবে।

(১৬) বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন: 'বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৮টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হবে।

(১৭) বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন: 'বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতঃপূর্বে ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। আরো ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষ্যে ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হবে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি' কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১ মেয়াদে মুজিববর্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য ৫টি কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক নিজস্ব ৬টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি নির্ধারিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(১) বিশেষ দোয়া/প্রার্থনা আয়োজন: ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে দেশব্যাপী মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, গুরুদুয়ারাসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মোনাজাত ও প্রার্থনার আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২) 'মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সকল ধর্মের অধিকার সুরক্ষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদান' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন: ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারির কারণে কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

(৩) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তাঁর অবদান সম্পর্কিত আলোচনা সভা: ৮টি বিভাগীয় শহরে ১৭ মার্চ ২০২০ এবং ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখের মধ্যে আলেম ওলামাদের সম্পৃক্ত করে ঢাকা এবং প্রত্যেক বিভাগীয় শহরে আলিয়া/কওমী মাদরাসায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তাঁর অবদান বিষয়ক আলোচনা সভা আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারির কারণে কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সেমিনার আয়োজনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(৪) বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা এবং প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা ও রক্তদান কর্মসূচি: ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে সকাল ৯:০০ টা থেকে বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত মাসব্যাপী বায়তুল মোকাররম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও এবং ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা এবং রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫) লিফলেট ও বুকলেট তৈরি ও বিতরণ: ইসলামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান, বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় ৭ই মার্চের ভাষণ, সকল ধর্মাবলম্বীদের অধিকার সুরক্ষা এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি বিষয়ক লিফলেট ও বুকলেট ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১ মেয়াদে তৈরি করা হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৪ জেলা কার্যালয় মসজিদ রিসোর্স সেন্টার উপজেলা, ইউনিয়ন, মডেল লাইব্রেরি, মিশন হাসপাতাল এবং মক্তবে উক্ত লিফলেট ও বুকলেট বিতরণ করা হবে।

(৬) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিশেষ প্রার্থনা ও সারাদেশের মন্দিরসমূহে 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা (পঞ্চম পর্যায়) প্রকল্প'-এর মাধ্যমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে প্রার্থনা আয়োজন করা হয়।

(৭) মুজিববর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে রোগীকে ঔষধসহ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছে।

(৮) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বায়তুল মুকাররমস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে ১টিসহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিটি জেলা কার্যালয়ে একটি করে সারাদেশে মোট ৬৪টি বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়।

(৯) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১ লক্ষ কপি বুকলেট প্রকাশ, বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ছবি ও বক্তব্য সংবলিত একটি আকর্ষণীয় ডেস্ক ক্যালেন্ডার ছাপানো, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সকল শিরোনামের পুস্তক সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে 'বঙ্গবন্ধু আর্কাইভ' স্থাপন করার কাজ চলমান রয়েছে।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে আজীবন ফেরিঘাট ও লঞ্চঘাটে টোল ফ্রি প্রবেশ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(২) মুজিববর্ষে সরকারি-বেসরকারি জাহাজগুলো লোগো/ট্যাগ লাইন দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা থেকে প্রকাশিত ডায়েরি, ক্যালেন্ডারসহ সংগ্রহকৃত সম্ভাব্য সকল ধরনের স্টেশনারি সামগ্রীতে যথাযথভাবে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(৩) নদী, নৌপথ ও নৌবাণিজ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বিষয়ে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, বক্তৃতার সংকলন এবং প্রাসঙ্গিক ছবিসহ অ্যালবাম প্রকাশের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

(৪) নৌ সেক্টর নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা, পরিকল্পনা, এ বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অর্জন এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যসহ ৫-১০ মিনিটের তথ্যচিত্র তৈরি করা হচ্ছে।

(৫) 'বঙ্গবন্ধু ও নদীমাতৃক বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি সেমিনার আয়োজন করা হবে।

(৬) 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও সুনীল অর্থনীতি' শিরোনামে অপর একটি সেমিনার ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালের মধ্যে আয়োজন করা হবে।

(৭) 'বঙ্গবন্ধু: শাশ্বত বাংলার প্রতিরূপ' শিরোনামে বরেণ্য ব্যক্তি/জাতীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি সেমিনার নৌপথে বিআইডব্লিউটিসির জাহাজে ফেব্রুয়ারি ২০২১-এর মধ্যে আয়োজন করা হবে।

(৮) মুজিববর্ষের অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে পাবনা, রংপুর, বরিশাল ও সিলেট জেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪টি নতুন মেরিন একাডেমির ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ৫০ জন করে মোট ২০০ জন ক্যাডেট নিয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উক্ত ৪টি মেরিন একাডেমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৯) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কার্যাবলি ও জাহাজসমূহ নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

(১০) মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর ও সংস্থার অফিস সজ্জিতকরণ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১১) জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সাথে সমন্বয় রেখে জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে ২৯ মে ২০২০ তারিখে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ যৌথভাবে স্মারক ডাকটিকেট উন্মোচন করে।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে 'Bangabandhu Research Center for Foreign Policy and Diplomacy' স্থাপন করা হয়েছে।

(৩) ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে তুরস্কের আঙ্কারাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত সড়কের নাম 'Bangabandhu Caddesi' নামকরণের প্রস্তাবটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে।

(৪) ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তাঁরা 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং বাংলাদেশের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেন।

(৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি আরবি, ফরাসি, হিন্দি, চাইনিজ, জাপানিজ, স্প্যানিশ, জার্মান, রাশিয়ান, উর্দু, তুর্কি, নেপালি, অহমীয়া এবং পর্তুগিজ ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্রন্থটি সুইডিশ, গ্রিক, থাই, কোরিয়ান, ফারসি ও মারাঠি ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটি হিন্দি, অহমিয়া এবং নেপালি ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৬) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এর জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক বিভিন্ন সিডি/ডিভিডি ও প্রকাশনা প্রেরণের পাশাপাশি সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পর্যটক আকর্ষণ, রপ্তানি শিল্প ইত্যাদি তুলে ধরে কফি-টেবিল প্রকাশনা, সিডি/ডিভিডি, লিফলেট, ব্রশিউর, পোস্টার প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

(৭) '১০ জানুয়ারি ২০২০ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা' এবং 'Bangabandhu The People's Hero' শিরোনামে নতুন প্রকাশনার পাশাপাশি জাতির পিতার জীবন ও কর্ম এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন পুরস্কারপ্রাপ্তির ওপর ভিত্তি করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডায়েরি ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে।

পরিকল্পনা বিভাগ

(১) 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে ইতোমধ্যে র‍্যালি, ভিডিও ডকুমেন্টেশন তৈরি এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনীর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে নির্ধারিত লোগো সংবলিত গেঞ্জি, ক্যাপ ও ব্যাজ বিতরণ করা হয়। সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের মধ্যে মগ, কলম ও কোটপিন এবং সকল দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাগণের মধ্যে মগ বিতরণ করা হয়।

(২) 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'মধ্যম আয়ের পথে বাংলাদেশ' প্রকাশ করা হয় এবং 'বঙ্গবন্ধু ও পরিকল্পনা কমিশন' শিরোনামে পুস্তক মুদ্রণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(১) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর ওয়েব পোর্টালে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। এতে জাতির পিতার দুর্লভ ছবি, ভিডিও ফুটেজ, পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত রয়েছে। পরিসংখ্যান ভবনের উন্মুক্ত ছাদে 'বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল' স্থাপন করা হয়েছে।

(২) পরিসংখ্যান ভবনের সম্মুখে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে। এতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। ২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে জনশুমারি ও গৃহগণনার রেফারেন্স হিসাবে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে।

(৩) স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের তুলনামূলক পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে 'বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা' শিরোনামে তথ্যসমৃদ্ধ এবং মানসম্মত এ প্রকাশনাটি আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট গবেষণা কাজে ব্যবহারযোগ্য হতে পারে।

(৪) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। এসব তথ্যচিত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

(৫) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে 'স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং বর্তমান সময়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের তুলনামূলক পরিসংখ্যান মুদ্রণ' এবং 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক পরিসংখ্যান বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো গঠন এবং এ দুটি প্রতিষ্ঠানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ডকুমেন্টারি তৈরি' শীর্ষক জাতীয় বিশেষ কর্মসূচি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারা দেশে জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ ও বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে সকাল ১১:০০ ঘটিকায় গণভবন হতে এ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ২০,৩২৫টি করে বনজ, ওষধি ও ফলদ বৃক্ষের চারা জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

চিত্র: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দীন এম.পি এবং সচিব জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

১৬ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ মেয়াদে সারাদেশে এক কোটি চারা বিতরণ ও রোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নির্দেশনায় বন অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন মাঠপর্যায়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যগণ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রোপিত প্রতিটি বৃক্ষের চারা স্মারক বৃক্ষ হিসাবে নিদর্শন হয়ে থাকবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে এবং এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় স্থাপিত ম্যুরাল-এ পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শত প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়েছে। ১৭ মার্চ ২০২০-এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে জাতীয় কর্মসূচি অনুসরণে যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(২) মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত কফি মগ, পেনস্ট্যান্ড, নোটবুক তৈরি করা হয়েছে। জাতির পিতার বিভিন্ন বক্তব্য/বাণী সংবলিত ফেস্টুন/ড্রপডাউন ব্যানার/পপস্ট্যান্ড স্থাপন করা হয়েছে।

(৩) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু ও সমবায়' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে এবং 'বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ' প্রতিষ্ঠার জন্য পাইলট প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।

(৪) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পল্লী ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় 'বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবন' এবং 'বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপনে জাতির পিতার ভূমিকা' শীর্ষক দুটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

(৫) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়ায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্যুভেনির গ্রন্থ, স্মরণিকা ও দেয়ালপত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

(৬) বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) গোপালগঞ্জ-এ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দরিদ্র ও দুস্থ মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ৭০টি সেলাই মেশিন এবং চাষিদের মধ্যে ১ লক্ষ মাছের পোনা ও ১০ হাজার ফলদ ও বনজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

(৭) 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রায় ৮ লক্ষ দরিদ্র জনগণকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৮) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাঘাবাড়িঘাটে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে পাস্তুরিত চকোলেট দুধ বিতরণ করা হয়েছে।

(৯) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে সমাবেশ, র‍্যালি অনুষ্ঠান এবং সেরা ৩ জন সদস্যকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(১০) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উল্লেখযোগ্য উক্তি প্রচার/প্রদর্শন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর কর্মজীবন নিয়ে ভিডিও প্রদর্শন করা হয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন প্রতিপালনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারাদেশে ১০ লক্ষ বৃক্ষরোপণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। গত ১ নভেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬১০টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতার স্মৃতি স্মরণে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গোপালগঞ্জ জেলার পাঁচুরিয়া খাল সংস্কার-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খালটি ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৌকাযোগে উক্ত পাঁচুড়িয়া খাল হয়ে গোপালগঞ্জ থেকে বর্নি বাওড় ও বাঘিয়ারকুল নদী দিয়ে টুঙ্গিপাড়া যাতায়াত করতেন। অন্যদিকে বর্ণিত পাঁচুড়িয়া খালটি গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা এবং টুঙ্গিপাড়া উপজেলাধীন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণ কর্তৃক নৌপথে পণ্য পরিবহনসহ বিভিন্ন কাজে নৌরুট হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে উক্ত খালটির তেমন কোনো উল্লেখ্যযোগ্য পুনঃখনন বা সংস্কার না হওয়ায় খালটি ভরাট হয়ে নৌচলাচল, সেচ কার্যক্রম, নিষ্কাশন ব্যাহত হওয়াসহ অন্যান্য গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির পিতার স্মৃতি স্মরণার্থে গোপালগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, গোপালগঞ্জ-এর আওতায় পাঁচুড়িয়া খালের (-)০.২০০ কিলোমিটার থেকে মোট ৭.৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত ৩৯৩.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮টি প্যাকেজে খাল জরুরিভাবে পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। করোনা পরিস্থিতির জন্য কাজটি যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। সার্বিক অগ্রগতি ৪০ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরে অবশিষ্ট কাজসহ খালের পাড়ের অধিক ভাঙ্গনপ্রবণ অংশে বল্লা-পাইলিং করে পাড় রক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। পাঁচুড়িয়া খালের দুই পাড়ে পাকা রাস্তা এবং অনেক বৃক্ষ বিদ্যমান থাকায় জায়গা স্বল্পতার জন্য স্বল্প পরিসরে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে খালের স্লোপ-সোল্ডার উন্নীতকরণ ও টার্ফিংসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(৩) সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের সর্বজনগ্রাহ্য বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংবলিত 'Glossary of water and water Related Terms' প্রকাশ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সকল কার্যক্রমসমূহের মধ্যে র‍্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, কুইজ ও সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি (৭ লক্ষ ২৫ হাজার চারা), দুস্থ ও দরিদ্রদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান, রক্তদান কর্মসূচি, বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের ওপর সেমিনার/আলোচনা সভা, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ৩টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের (চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা) ভাষায় অনুবাদ, বঙ্গবন্ধু পার্বত্য মেলার আয়োজন, 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব ২০২০' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় তরুণ-তরুণীদের অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ ও পার্বত্য এলাকার পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে মাউন্টেন বাইকিং, কায়াকিং, ক্যানিওনিং, কেইভ ডিসকভারি, হাইকিং, ট্রেইল রান, রোপ কোর্স, টিম বিল্ডিং, টি-ট্রেইল হাইকিং, বোট সেইলিং, পর্বতারোহণ, ট্র্যাকিং, ইত্যাদি ইভেন্টের আয়োজন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'মুজিববর্ষে' বেতবুনিয়াস্থ সজীব ওয়াজেদ স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উদ্বোধন, বঙ্গবন্ধুর ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি ও তিন পার্বত্য জেলায় ৬টি 'Smart Village' স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) ৯ মার্চ ২০২০ তারিখে আর্মি স্টেডিয়ামে মুজিব শতবর্ষ কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়।

(২) ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতীয় পতাকা উত্তোলন; জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শুভ উদ্বোধন; এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত ভিডিও ক্লিপিংস/ফুটেজ প্রদর্শন; জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন; জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাত; গণভবন মসজিদে আলোকসজ্জাকরণ; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা; মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে র‍্যালির আয়োজন; সেনাসদরে বঙ্গবন্ধুর সময়ে সেনাবাহিনীর সামগ্রিক উন্নয়ন তুলে ধরে বিশেষ ম্যাগাজিন এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে ক্রোড়পত্র প্রকাশ; রেডিও ও টিভিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও জাতীয় শিশু দিবসের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন; সেনাসদরে প্রত্যেক এরিয়া/ফরমেশনের ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লেজার শো/ফায়ার ক্র্যাকার শো; সেনাবাহিনীর প্রবেশদ্বারে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ তোরণ নির্মাণ; সেনাবাহিনীর সকল ইউনিটের সৈনিক মেস ও হাসপাতালে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন; সেনাবাহিনীর সার্বিক দায়িত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ণিত বিশেষ দিবসের প্রত্যুষে ঢাকায় ৩১ বার তোপধ্বনি; বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী দিবসে এ কলেজের প্রশিক্ষণ হাসপাতালে (কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল) এবং আদর্শ বিদ্যা নিকেতন, মানিকদীতে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক কেন্দ্রীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় LED স্ক্রিন/প্রজেক্টরের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়।

(৩) ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ; সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক গার্ড অব অনার প্রদান এবং জাতির পিতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

(৪) ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বিমান বাহিনী কর্তৃক জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ ফ্লাইপাস্ট; এরিয়া/ফরমেশন/জাহাজ/ঘাঁটিসমূহের প্রবেশদ্বারে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন লেখা ব্যানার সংবলিত বিশেষ তোরণ নির্মাণ এবং প্রত্যেক এরিয়া/ফরমেশন/জাহাজ/ঘাঁটির ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সন্ধ্যায় লেজার শো/ফায়ার ক্র্যাকার শো অনুষ্ঠিত হয়।

(৫) ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও আদর্শ বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

(৬) ৬ এপ্রিল ২০২০ তারিখে বিওএফ-এর ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত দরবার অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জীবনীর ওপর আলোকপাত; বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে আলোচনা সভা; বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন এবং বঙ্গবন্ধু জাদুঘর সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

(৭) ঢাকার উত্তরা ও তদ্‌সংলগ্ন এলাকায় ১৪-২৩ এপ্রিল ২০২০ মেয়াদে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, মশক নিধন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে রমনা রেজিমেন্ট কর্তৃক বিএনসিসি সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়।

(৮) সেনা সদরে মে ২০২০ মাসে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস বড় পরিসরে উদ্‌যাপন এবং বৃক্ষরোপণ/বিনামূল্যে বৃক্ষ বিতরণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

(৯) এএফএমসি গ্যালারিতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলিতে (১৫ আগস্ট ব্যতীত) বঙ্গবন্ধুর ওপর রচিত বিভিন্ন গান নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।

(১০) ঢাকা সেনানিবাস সদর দপ্তরে ষান্মাসিক ভিত্তিতে দুটি বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বিশেষ জার্নাল প্রকাশনা-দপ্তরের অভ্যন্তরীণ ও সংশ্লিষ্ট বাহিনী সদস্যগণের নিকট থেকে তাদের স্বরচিত লেখা সংবলিত প্রকাশনা প্রকাশ করা হবে।

(১১) নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে, মুজিববর্ষব্যাপী) বেতার ও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হচ্ছে।

(১২) ১৪ বিএনসিসি ব্যাটালিয়ন চট্টগ্রাম কর্তৃক ১৪ বিএনসিসি ব্যাটালিয়ন কর্ণফুলী রেজিমেন্ট বিশেষ ক্যাম্পিং পরিচালনা করা হয়।

(১৩) 'SAARC Meteorological Research Centre (SMRC)' ভবনটি বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের 'জাতীয় আবহাওয়া গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে' মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় আগারগাঁওয়ে সাবেক SMRC ভবনটিতে স্থাপিত 'বাংলাদেশ আবহাওয়া ও জলবায়ু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিউট'-এ মুজিববর্ষে বছরব্যাপী আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২০২০ সালের সুবিধাজনক সময়ে উদ্বোধন করা হবে।

(১৪) স্পারসো অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার অর্জন, বঙ্গবন্ধু উপাধি অর্জন, জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ১ম ভাষণ, জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের সংবিধান গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(১) মুজিববর্ষ ২০২০-এর গৃহীত কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন:

- দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে দূতাবাসসমূহ, সরকারি দপ্তর, সুশীল সমাজ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাবলি অবহিত করার জন্য 'Bangladesh Investment Handbook A Guide for Investors' প্রকাশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হ্যান্ডবুকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অফিস চেম্বারসমূহ, ট্রেড বডিস এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশন ও দেশে বিদেশি মিশনসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে;
- বিডা কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং ও বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য 'Bangabandhu Memorial International Investment Summit' আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদেশে ৪টি রোড শো/ভার্চুয়াল রোড শো এবং ওয়েবিনার, ১টি বিনিয়োগ মেলা এবং ৪টি সেমিনার/ভার্চুয়াল সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি দেশের বিনিয়োগকারীদের সাথে ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়েছে;

- বিডা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প হতে 'সহস্র উদ্যোক্তা সম্মেলন-২০২০' আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষ্যে প্রকল্পের অধীনে সারাদেশে প্রশিক্ষিত ১,০০০ জন উদ্যোক্তাকে নিয়ে ২০২১ সালের শুরুর দিকে একটি সম্মেলন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা দেশের স্থানীয় বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করবে;
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে এ অফিসে আলোকসজ্জা ও পরবর্তী সময়ে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনে পিপিপি কর্তৃপক্ষের গৃহীত কার্যক্রম:

- ১০০ জন কর্মকর্তাকে পিপিপি প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্দেশ্য: পিপিপি কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা করার লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাসহ উপযুক্ত ১০০ জন কর্মকর্তা নির্বাচন ও তাদের সার্টিফিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- অগ্রগতি: সার্টিফিকেশন প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকর্তা নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কাজ চলমান রয়েছে;
- কার্যক্রম-2**:** PPP Global Investors Forum-2020 আয়োজন;
- উদ্দেশ্য: International Investor Forum আয়োজনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন তুলে ধরা;
- অগ্রগতি: কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে;

(৩) চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই ও সীতাকুন্ড এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্বাধুনিক শিল্প সহায়ক এবং পরিবেশবান্ধব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর প্রতিষ্ঠায় বেজা কাজ করছে। এ শিল্পনগরে বিনিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে দেশি-বিদেশি ১২০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জমি বরাদ্দ চুক্তি হয়েছে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১২.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(৪) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে ২০২০ সালে জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে বেজা'র অধীন বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ সবুজায়নে প্রায় ২০ লক্ষ বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ৩০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য উন্নয়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণে বেজা 'Investment Promotion Roadshow:

Developing Tourism Parks and Unveiling Prospects of Tourism Parks' এবং 'International Investment Promotion Seminar: Promoting Investment and FDI in Economic Zones' শীর্ষক দুটি কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।'

(৫) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং ব্যুরোর সঙ্গে নিবন্ধিত এনজিওসমূহকে নিয়ে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৬) করোনা পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য বাজার ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নের ওপরে জোর দিয়ে মুজিববর্ষের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে–

'মুজিববর্ষের আহ্বান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান'।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মুজিববর্ষ কর্মসূচির অংশ হিসাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে গ্রিসের এথেন্সে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনটিনিয়াল' স্কুল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমাতে স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ সৌদি আরবের রিয়াদ ও দাম্মাম এবং বাহরাইনে মোট ৫টি বাংলাদেশি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রেরিত সারসংক্ষেপটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন করেছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) জাঁকজমকপূর্ণভাবে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার আয়োজন করা হয়েছে।

(২) বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে এবং বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা বিষয়ক অবদানের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় পরবর্তী সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস যথাযোগ্য মযার্দায় উদ্‌যাপন: কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে অনলাইনে সীমিত পরিসরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(৪) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বই বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন: উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে বই বিতরণ উৎসব ২০২০ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১ সালে বই বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজনের কার্যক্রম চলমান আছে।

(৫) 'মুজিববর্ষ' ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক কর্মসূচি এবং অর্জনসমূহের আলোকে উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় পরবর্তী সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(৬) 'মুজিববর্ষ' ব্যাপী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার' এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের ওপর শিশু কিশোরদের উপযোগী সিআরআইসহ অন্যান্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বই সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ: বই ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি নির্দেশনা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মাঠপর্যায়ে অচিরেই বই সরবরাহ করা হবে।

(৭) 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে ২১ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দান কার্যক্রম: মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) কর্তৃক ৬০ জেলার ১১৪টি উপজেলায় ২১ লক্ষ নিরক্ষরদের জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। নিরক্ষরদের তালিকা সংশ্লিষ্ট ১১৪ জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথ হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন করা হয়েছে। ৬০ জন জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে ২১ লক্ষ নিরক্ষরের তালিকা যাচাইয়ের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৫ জন জেলা প্রশাসকের নিকট হতে নিরক্ষরদের জরিপ সম্পর্কে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।

- মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের আওতায় ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতা প্রদান করার জন্য ১১৪টি উপজেলায় বেইজলাইন সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ১১৪টি উপজেলায় ৩৫,০০০ শিখন কেন্দ্রের (২ শিফট) স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। কর্ম-এলাকায় ১,৭৫০ জন সুপারভাইজার ও ৭০,০০০ জন শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে।
- জাতির পিতার ছবি ও বাণী সংবলিত ৪২,৭১,৩৪০ খানা প্রাইমার (আমাদের চেতনা–১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড) ও ৩৫,০০০টি ফ্লিপচার্ট মুদ্রণ করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- জাতির পিতার ছবি ও বাণী সংবলিত ৭০,১১০ খানা শিক্ষক ও সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল মুদ্রণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল শিক্ষক সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হয়েছে।
- কর্মসূচিভুক্ত ১১৪টি উপজেলাতে ১,১২০টি সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের সভা সমাবেশ করা হবে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর পরিস্থিতির উন্নতি হলে মাঠপর্যায়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের সভা সমাবেশ করা হবে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় ধাপের ১১৪টি উপজেলার ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতা প্রদানের জন্য ১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে একযোগে ৩৫,০০০ শিখনকেন্দ্র (২ শিফট) চালু করার সিদ্ধান্ত থাকলেও করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে তা সম্ভব হয়নি। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের পর পরিস্থিতির উন্নতি হলে এবং সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিলে শিখনকেন্দ্রসমূহ চালু করা হবে।

(৮) 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শহিদ মিনার স্থাপন: ১৮,২১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শহিদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহিদ মিনার স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

(৯) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণসহ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রচনা প্রতিযোগিতা: এ বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় পরবর্তী সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(১০) 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্টস কাউন্সিল'-কে সম্পৃক্ত করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। কিছু বিদ্যালয়ে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। বিদ্যমান কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রমগুলো বিদ্যালয় পর্যায়ে শুরু করা হবে।

(১১) 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ: 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(১২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শিশুদের জন্য লেখা চিঠি মুদ্রণ ও সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে।

(১৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত কোটপিন তৈরি করা হয়েছে।

(১৪) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, প্রতিষ্ঠান এবং দপ্তরসমূহে বিপন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে বিপন্ন প্রজাতিসহ বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ রোপণ করে ছাদবাগান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরসমূহে বিপন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপণের জন্য মাঠপর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক-কর্মচারী, কর্মকর্তাগণকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদানের জন্য বাস্তবায়ন কমিটি এবং মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যে একটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

(১৬) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চলমান স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামকে সারাদেশে চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চলমান স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামকে সারাদেশে চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে 'Primary School Feeding Program' শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদনের জন্য গত ২ জুলাই ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে দ্রুত প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হলে প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি ২০২১ থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।

(১৭) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে স্বতন্ত্র পেইজ তৈরি করা হয়েছে।

(১৮) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর বাংলা পঠন দক্ষতা শতভাগে উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ: এ বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(১৯) মুজিববর্ষব্যাপী উপজেলা, জেলা, বিভাগ পর্যায়ে মা-সমাবেশ আয়োজন এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় সমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অংশগ্রহণ: কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় পরবর্তী সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(২০) 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের পর প্রাথমিক শিক্ষায় অর্জনসমূহের ওপর ডকুমেন্টরি তৈরি করে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদর্শন: ডকুমেন্টারি তৈরির কাজ চলমান আছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতি হলে ডকুমেন্টারিটি দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২১) 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অর্জনসমূহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে ঢাকায় একটি আন্তজার্তিক সেমিনার আয়োজন: এ বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় পরবর্তী সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(২২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে সমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ উপস্থিতি: কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতি হলে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট খাতের গৌরবময় ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উৎপাদিত জামদানি পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, তাঁতশিল্পীদের জন্য বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান, দেশে মধ্যম পর্যায়ের বস্ত্র প্রকৌশলী তৈরি ও তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, পরিবর্তিত বাজার পরিস্থিতিতে ভোক্তার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন এবং দক্ষ নকশাবিদসহ বস্ত্র ও পাটখাতে যুগোপযোগী মানবসম্পদ তৈরি করাই 'বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর, জামদানি শিল্পের উন্নয়নে প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয়কেন্দ্র, বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট' স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ২৮২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবোতে জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(১) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনকে সামনে রেখে বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement-FTA)/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (Preferential Trade Agreement-PTA) স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই ভুটানের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি PTA স্বাক্ষরের জন্য ৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। নেপাল ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে PTA আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে যা মুজিববর্ষেই সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(২) মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার: বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত/ব্যবহৃত চিঠিপত্র, ব্যানার, ফোল্ডারে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।

(৩) বঙ্গবন্ধু রপ্তানি ট্রফি প্রদান: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারকের ট্রফি 'বঙ্গবন্ধু রপ্তানি ট্রফি' শীর্ষক নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ আয়োজন: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ৫টি সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন; বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন নিয়ে চেম্বারসমূহের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন; 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে এসএমই-এর ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন; জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত মুক্তির সংগ্রাম অগ্রায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশ গঠনে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োগ বিষয়ক ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স/সেমিনার আয়োজন; LDC থেকে টেকসই উত্তরণের মাধ্যমে SDG বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের বৃহৎ পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী এবং বিক্রেতাদের নিয়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন; তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার পণ্য ও সেবার মান উন্নয়ন এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের প্রয়োজনে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসার উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায়িক সংগঠনের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী' শীর্ষক বিষয়ের ওপর দিনব্যাপী আলোচনা সভা; মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য ও সরবরাহ পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে Price Tracker সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালা এবং 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন' শীর্ষক সেমিনার আয়োজনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে সেমিনার আয়োজন; জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বার্তা এবং ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সচেতনতার লক্ষ্যে ভোক্তা-ব্যবসায়ী বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে। আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও বাঙালি জাতি-রাষ্ট্র গঠনে তাঁর অবদানের ওপর সেমিনার/ওয়ার্কশপ: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক রপ্তানিতে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে FBCCI, Women Chamber, WEND, BUILD ও অন্যান্যকে নিয়ে কর্মশালা ও ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে ৬টি সেমিনার আয়োজন; এবং বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৬টি সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

(৫) রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন: নতুন প্রজন্মের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ধারণা প্রচার ও সমাজে ভবিষ্যতে জনমত সংগঠক তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ও বাংলাদেশ চা বোর্ড ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

(৬) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্যাভিলিয়ন স্থাপন: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে বিদেশে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্যাভিলিয়ন স্থাপন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ২০২১ সালে অনুষ্ঠেয় ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাকে 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২১' নামে অভিহিতকরণ; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্যাভিলিয়ন স্থাপন এবং প্রত্যেক স্টলে/প্যাভিলিয়নে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকীর লোগো প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(৭) যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুভিত্তিক গান, কবিতা ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

(৮) বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন, জাদুঘর ও গ্যালারি নির্মাণ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি প্যাভিলিয়ন নির্মাণ ও উদ্বোধন করা হয়। এর পাশাপাশি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত বাংলাদেশ চা বোর্ডের আওতাধীন 'টি রিসোর্ট অ্যান্ড মিউজিয়াম'-এ 'বঙ্গবন্ধু জাদুঘর' নির্মাণ এবং চট্টগ্রামে বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু গ্যালারি' স্থাপনের সিদ্ধান্ত/পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

(৯) বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন: জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫ মার্চ ২০২০ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গপূর্বক উদ্‌যাপন করে; বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ; র‍্যালি আয়োজন; প্রেস ব্রিফিং প্রদান; টক শো আয়োজন; দেশের শীর্ষ স্থানীয় ১৮টি পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ; ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রচারণামূলক রঙিন গণবিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ; এসএমএস-এর মাধ্যমে মোবাইলে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য সংবলিত খুদে বার্তা যথা 'মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার—সুরক্ষিত ভোক্তা অধিকার' প্রেরণ; ডিজিটাল ব্যানার স্থাপন; ফেস্টুন টানানো ও গ্যাস বেলুন উড়ানো; ব্যাগ, মগ, পোলো শার্ট ও ক্যাপ বিতরণ; লিফলেট বিতরণ; স্মরণিকা প্রকাশ; বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন; ট্রাক শো পরিচালনা; টিভি স্ক্রলে বিজ্ঞাপন প্রচার; কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন; সচেতনামূলক সভা ও গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখে 'ভোক্তা-বাতায়ন' শীর্ষক হটলাইন ১৬১২১ চালু করা হয়েছে।

(১০) চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক চা শ্রমিকদের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম; মুক্তিযোদ্ধা চা শ্রমিকদের তালিকা হালনাগাদকরণের কাজ শুরু করাসহ চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

(১১) বঙ্গবন্ধু নামে বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার (BCFEC)-এর নামকরণ: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার (BCFEC) বঙ্গবন্ধুর নামে উৎসর্গ করে 'বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন সেন্টার' (BIEC) নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১২) অন্যান্য কর্মসূচি: যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ছবিযুক্ত বিশেষ সিল তৈরি ও ব্যবহার এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সার্টিফাইড কপি প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সেবাদান কর্মসূচি চলমান রয়েছে; বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় দিনব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি; বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনভিত্তিক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন ও টিসিবি কর্তৃক আলোক সজ্জাকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কর্তৃক ৪টি ক্যাম্প অফিস (বগুড়া, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর ও কুমিল্লা)-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ডিলারদের অনুকূলে বিশেষ বরাদ্দ প্রদানের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে টিসিবি কর্তৃক বছরব্যাপী বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে একটি বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

(২) ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে এবং এ বিভাগের অফিস প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

(৩) 'মুজিববর্ষ ২০২০' উদ্‌যাপন সংক্রান্ত ব্যানার ও ফেস্টুন দ্বারা এ বিভাগের ভবনসমূহ সুসজ্জিত করা হয়েছে।

(৪) সকল দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারি পত্র, আধা-সরকারিপত্র, স্মারকপত্রে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের লোগোর সাথে মুজিববর্ষের লোগো যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে;

(৫) মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত মগ, টুপি, টি-শার্ট, কোটপিন, কলম ও গিফটবক্স বিতরণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(১) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে বঙ্গবন্ধুর ওপর লেখা কবিতা সংগ্রহপূর্বক প্রদর্শনীর অয়োজন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ছবি নিয়ে স্থিরচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

(২) কক্সবাজারস্থ বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান গেটে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ছবি নিয়ে ফটোগ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান গেটে একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতা ডিসপ্লে করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে বঙ্গবন্ধুর ওপর বিভিন্ন স্মারক গ্রন্থ ও সুভ্যেনির সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। কমিশনের ১৫টি Institute of Nuclear Medicine and Allied Science হতে প্রত্যেক মাসের প্রথম মঙ্গলবার রোগীদের ফ্রি নিউক্লিয়ার চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(৩) ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ শিশু দিবসে শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্যের জন্য দোয়া, মিলাদ মাহফিল এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

(৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলমান আছে। বিভিন্ন সংস্থায় কাউন্ট ডাউন ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সংস্থায় মুজিববর্ষের লোগোসহ টি-শার্ট, রাইটিং প্যাড, কলম, ক্যালেন্ডার, কোট পিন, ফাইল কভার, ডায়েরি তৈরি এবং বিতরণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ

(১) সেবা ও ইনোভেশন:

- ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ মেয়াদে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক 'সেবাবর্ষ' হিসাবে ঘোষণা প্রদান ও যথাযথভাবে প্রতিপালন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে জেনারেল ম্যানেজার পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে গ্রাহক সমাবেশ করে তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান করবেন। মুজিববর্ষকে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সেবাবর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে;
- ২০২১ সালের ১৭ মার্চের মধ্যে দেশব্যাপী শতভাগ এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে ৯৮ শতাংশ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত, ৪৬১টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়িত হয়েছে এবং মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে;

- গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন ও গ্রাহকদের ভোগান্তি লাঘবে অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করতে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেবা গ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ হটলাইন নম্বর প্রবর্তন। বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহে অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ডিপিডিসি হটলাইন নম্বর ১৬১১৬ এবং ডেসকো হটলাইন নম্বর ১৬১২০ এর মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার প্রদান করা হচ্ছে;
- এপ্রিল ২০২১-এ গ্রাহকসেবার উৎকর্ষ সাধনে বঙ্গবন্ধুর দর্শনের ভিত্তিতে সংস্থাসমূহে 'ইনোভেশন প্রতিযোগিতা'-এর আয়োজন করা হবে;
- সেবাবর্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ১ ঘণ্টা কাজ করছে;
- 'আমার গ্রাম আমার শহর' বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে মডেল গ্রাম নির্বাচন করে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা হবে;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সুফলভোগী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যুৎসেবা সহজীকরণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে
- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির এবং বৈদ্যুতিক ক্যাবলের স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২) দক্ষ জনশক্তি তৈরি:

- বিদ্যুৎ খাতে দেশে ও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণকল্পে বৈদ্যুতিক কর্ম পেশায় ৩,০০০ বেকার জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'মুজিববর্ষে' প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে ৫,১৫৫ জন বেকার জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের জন্য বৈদ্যুতিক কর্মপেশায় দক্ষতা অর্জন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত:

- অংশগ্রহণমূলক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মধ্য থেকে কার্যক্ষেত্রে সফলতার জন্য বঙ্গবন্ধু Service Excellence Award প্রদান এবং প্রতিটি উপজেলায় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একজন সেরা বিদ্যুৎ কর্মীকে বঙ্গবন্ধু পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;
- মুজিববর্ষে বিদ্যুৎ বিভাগ সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা চলমান রয়েছে।

(৪) প্রকাশনা/ভিডিও তৈরি ও জনসচেতনতার লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ:

- বিদ্যুতায়নে জাতির পিতার অবদান, বাংলাদেশের সংবিধানে পল্লী বিদ্যুতের স্বীকৃতি, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন, পল্লী বিদ্যুতের সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ খাতের অর্জন, ১৯৭৫ সালে ইঞ্জিনিয়ারদের সমাবেশে জাতির পিতার উক্তি অন্তর্ভুক্ত করে ডকুমেন্টারি প্রস্তুত; যা বছরব্যাপী বিভিন্ন সেমিনার, সভা, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হবে।
- বঙ্গবন্ধুর দর্শন, জাতীয় উন্নয়নে বিদ্যুৎ খাতের অবদান, বিদ্যুৎ খাতের অর্জন বিষয়ে জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ এবং বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়ে আলোকপাতের লক্ষ্যে ১-৭ মার্চ ২০২১ মেয়াদে বিদ্যুৎ সপ্তাহ আয়োজনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে;
- সেবা সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উদ্ধৃতি সংকলন করে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাঝে বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জনগণকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ফ্লায়ার্স/লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে বিদ্যুতের ভূমিকা এবং টেকসই উন্নয়নে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও বিদ্যুতের যৌক্তিক ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিটি স্তরের মাসিক সমন্বয় সভায় বছরব্যাপী সেবা প্রদান সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভায় সেবা প্রদান সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা নিয়মিত আলোচনা করা হচ্ছে;
- দেশের প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ কেন্দ্রের প্রবেশদ্বারে বঙ্গবন্ধুর সেবা সম্পর্কিত বক্তব্য ও উক্তিসমূহ ইলেকট্রনিক বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সরকারি/বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হবে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জরুরি বিদ্যুৎ কাজে ব্যবহৃত সকল যানবাহনে সেবাবর্ষের পৃথক লোগো ব্যবহার করা হবে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড একটি টিভিসি প্রস্তুত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম, কৈশোর, ক্রমশ বঙ্গবন্ধু ও জাতির পিতা হয়ে ওঠার গল্প ও ছবি নিয়ে তৈরি করা এ টিভিসিতে জাতির পিতা কর্তৃক একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। টিভিসিটি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের দুটি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে।

চিত্র: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল।

(২) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। ইমিগ্রেশনের পাশে ডিজিটাল বোর্ড ও সেবা বুথ স্থাপন করা হয়েছে। বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট স্থানে যাত্রী সাধারণের জন্য বঙ্গবন্ধুর ওপর রচিত বিভিন্ন বইপত্র ও ছবি সংবলিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। বিমানবন্দরের অভ্যন্তরস্থ বহির্গমন লাউঞ্জে Senior Citizens, Passenger with Special Needs & Freedom Fighters-দের জন্য আলাদা কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

(৩) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত বিদ্যালয়সমূহে বঙ্গবন্ধুর নামে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে বিভাগ ও শাখা-ভিত্তিক মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থী নির্বাচন এবং বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়েবসাইট ও অন্যান্য স্থানে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মুজিববর্ষের স্লোগান 'মুজিববর্ষে হোক শপথ, আকাশ চলাচল রাখবো নিরাপদ' প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বেসামরিক বিমান চলাচল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শুদ্ধাচার, নৈতিকতা এবং সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণে 'বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ' কোর্সের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৪) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ১২টি উড়োজাহাজের গায়ে এবং বিমানের প্রতিটি টিকিট ফোল্ডারে মুজিববর্ষের লোগো ছাপানো হয়েছে। ২০২০-এর ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ এর ১৭ মার্চ পর্যন্ত প্রতি মাসের ১৭ তারিখে ১৭টি রুটের প্রতিটিতে ১৭ জন যাত্রীকে বিশেষ ব্যবস্থায় টিকিটের ওপর ১৭ শতাংশ ছাড় দেওয়ার বিষয়টি ১ মার্চ ২০২০ হতে চালু রয়েছে। মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে ৫০ হাজার ক্যালেন্ডার এবং ৩০ হাজার ডায়েরিতে মুজিববর্ষের লোগো ছাপানো ও বণ্টন সম্পন্ন হয়েছে। বিমানের যাত্রীদের মুজিববর্ষ লোগো সংবলিত ৫,০০০ কোট পিন উপহারস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩,০০০ কোট পিন বিমান ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তক্রমে বিতরণ চলমান রয়েছে। উড়োজাহাজের অভ্যন্তরে ইন-ফ্লাইট এন্টারটেইনমেন্ট (আইএফই)-এর প্রতিটি সিটের এলইডি মনিটরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত ৩ মিনিটের ভিডিও, লোগো ও ছবি প্রদর্শনের জন্য ভিডিও তৈরি সম্পন্ন ও আইএফই-তে প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৫) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর উদ্যোগে নির্মিত আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী ও দৃষ্টিনন্দন দুটি নৌকা জাতীয় সংসদ ভবন লেকে ভাসানো হয়েছে।

(৬) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ওয়েব সাইটে 'মুজিববর্ষ' শীর্ষক স্বতন্ত্র পেজ সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে বঙ্গবন্ধুর আইকনিক ছবি এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ওপর বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড নির্মিত ভিডিও ক্লিপস আপলোড করা হয়েছে। বাগেরহাট, কুমিল্লা, বগুড়া ও নওগাঁয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকেন্দ্রিক পর্যটন এলাকায় আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার লক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ'কে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৭) ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর' এবং গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স'-এর ওপর ২টি পৃথক ব্রোশিউর বাংলা ও ইংরেজিতে মুদ্রণ করা হবে।

(৮) বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও বিআইসিসি এবং হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের এলইডি ডিসপ্লে বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও আদর্শের ওপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে।

(৯) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হতে একটি সুভ্যেনির প্রকাশ প্রক্রিয়াধীন আছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

(১) লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রাম এলাকায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আধুনিক গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখে সরকারি সফরে বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা নামক স্থান পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনে তিনি এ অঞ্চলের ভূমিহীন, নদীভাঙা ও দুস্থ মানুষের উন্নয়নে গুচ্ছগ্রাম স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন এবং নিজ হাতে মাটি কেটে কিল্লা (উঁচু মাটির ঢিবি যা বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের সময় মানুষ ও গবাদিপশু আশ্রয় নিতে পারে) স্থাপন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। ১৯৭২ সালে বর্ণিত কিল্লা স্থাপন কাজের উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন এমন একাধিক ব্যক্তির চিহ্নিতমতে কিল্লার স্থানটি চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে কিল্লার কাজ যে স্থানে উদ্বোধন করা হয়েছিল তার কাছাকাছি সোনাপুর-আলেকজান্ডার সড়কের একটি স্থান 'শেখের কিল্লা' নামে পরিচিত হয়। জাতির পিতার আগমন ও কিল্লার কাজ উদ্বোধনের বিষয়টি এলাকাবাসীর মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। ১৯৭৩ সালে তৎকালীন মিনিস্ট্রি অব ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস 'ক্লাস্টারড ভিলেজ অ্যান্ড কো-অপারেটিভ ফার্মিং' নামক তৎকালীন বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার ১,৪০০ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রতিটি গুচ্ছগ্রামে ২০০ পরিবার হিসাবে সাতটি গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উক্ত সাতটি গুচ্ছগ্রামের একটি হলো চর পোড়াগাছা

গুচ্ছগ্রাম। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একটি সভায় লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রাম এলাকায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আধুনিক গুচ্ছগ্রাম নির্মাণে মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়। উক্ত প্ল্যানে আবাসনের ৩২টি ঘর, ৪টি ঘাটবিশিষ্ট পুকুরের ব্যবস্থা, ২৫ ফিট উচ্চতাবিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ/মুর‍্যাল এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ডিজাইন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা এবং সরকারের বিশেষ অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম আমার শহর' বাস্তবায়নে শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার 'হালইসার' এবং নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলার 'দক্ষিণ বিশিউড়া' গ্রাম দুটিতে 'ফিসার ভিলেজ' (মৎস্য গ্রাম) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(২) ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রতিমাসের প্রথম রবিবার জাতীয় চিড়িয়াখানা এবং রংপুর চিড়িয়াখানা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় প্রতি ইউনিয়নে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনামূল্যে গবাদিপশু/হাঁস-মুরগির চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে। 'লাইভস্টক এ্যান্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এলডিডিপি)'-এর আওতায় স্কুল পর্যায়ে দুধ এবং ডিম খাওয়ানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাস্তবায়িত হবে।

(৩) বছরব্যাপী আলোচনা সভা ও সেমিনার, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিষয়ক ভিডিও ডকুমেন্টরি তৈরি ও প্রচারসহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক একটি লোগো নির্বাচন করা হয়েছে। লোগোটি ডিজাইন করেছেন সব্যসাচী হাজরা। লোগোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি লোগো ম্যানুয়াল তৈরি করা হয় এবং সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে জাতির পিতার নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারকে আহ্বায়ক এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সদস্য-সচিব করে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কমিটির প্রথম ভার্চুয়াল সভা ২২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩) মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদের দশম ও বিশেষ অধিবেশন আয়োজন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় করা হয়। ৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদের দশম ও বিশেষ অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভাষণ প্রদান করেন।

(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও প্রণীত আইন, বিধিমালা বিষয়ে সংকলন প্রকাশনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) টুঙ্গিপাড়ায় জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠান: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দসহ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার মাজারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে জাতীয় শিশু দিবসের অন্যান্য কর্মসূচি স্থগিত করা হয়।

(২) বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন পালন: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী সারাদেশে এবং প্রথমবারের মতো বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহে যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসাবে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ১,৩০০ জন দুস্থ মহিলাকে ২,০০০ টাকা করে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। সারাদেশে ৩,২০০ জন দুস্থ মহিলাকে সেলাই মেশিন এবং টুঙ্গিপাড়ায় ১০০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১০০টি ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' পালন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থার ওয়েবসাইটে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' নামে একটি সেবাবক্স খোলা হয়েছে। অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৪,০০০টি বীর নিবাস নির্মাণের জন্য ২,৮১৩.৯৭ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। একনেক সভায় অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

(২) জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বক্তব্য সরাসরি রেকর্ডের মাধ্যমে 'বীরের কণ্ঠে বীরগাথা' শীর্ষক কর্মসূচি, লালমুক্তি বার্তায় অন্তর্ভুক্ত স্মরণীয় ও বরণীয়দের মধ্যে জীবিত বীরদের সাক্ষাৎকার/বক্তব্য সংবলিত বিশেষ সংকলন প্রকাশ, মুক্তির উৎসব, কেন্দ্রীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশ, বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সমাবেশ, উপজেলাভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ চলচিত্র প্রদর্শনী, 'মুজিববর্ষ' বিশেষ পুরস্কার প্রদান কর্মসূচি, এবং 'মুজিব স্কলারশিপ' শীর্ষক কর্মসূচিসমূহ গ্রহণ করা হয়। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে এ সকল কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

(১) ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী দেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভাসহ অন্যান্য কার্যক্রম যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(২) 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' শীর্ষক কার্যক্রমে শিক্ষার্থী কর্তৃক তৈরিকৃত ডকুমেন্টারিসমূহ প্রত্যেক উপজেলা কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে সেরা ডকুমেন্টারি জেলা কমিটিকে প্রেরণ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা এবং বিভাগীয় কমিটি যাচাই-বাছাইপূর্বক কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। কেন্দ্রীয় কমিটি বাছাইকৃত সেরা ২০টি ডকুমেন্টারি নির্বাচন করবে। এই ডকুমেন্টারিগুলি সকল স্কুলে প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে।

(৩) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সারাদেশের শিক্ষা অফিস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করার কার্যক্রমকে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইনে অ্যাপস্-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম অ্যাপস্ এবং এর ওয়েব ইন্টারফেস প্রস্তুতপূর্বক রাজশাহী বিভাগে পাইলটিং করা হয়েছে।

(৪) মুজিববর্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায় ২৭ লক্ষ বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

(৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী ও কর্মময় জীবনের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

(৬) মুজিববর্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্যানবেইস-এর UITRCE ভবনের নাম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ডিজিটাল শিক্ষা ভবন' হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে।

(৭) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় (International Phonetic Alphabet) এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ভাষণ ইশারা ভাষায় ও ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রকাশিত হয়েছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে।

(৮) চট্টগ্রামের লাল দীঘি ময়দানে ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণার স্থল হিসাবে মুক্তমঞ্চ নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ ৩১ অক্টোবর ২০১৯-এ আরম্ভ হয়েছে, যা ৩১ জানুয়ারি ২০২১-এ সমাপ্ত হবে মর্মে নির্ধারণ করা হয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

(১) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং বিভিন্ন ফেডারেশন/এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক বছরব্যাপী ক্রীড়াক্ষেত্রে ১০০টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। উক্ত কর্মসূচির মধ্যে ৪৪টি আর্ন্তজাতিক এবং ৫৬টি জাতীয় পর্যায়ের খেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। আন্তর্জাতিক কর্মসূচির মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২০, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২০, টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্তর্জাতিক হকি টুর্নামেন্ট, বিশ্ব কাবাডি প্রতিযোগিতা-২০২০ উল্লেখযোগ্য। জাতীয় পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ গেমস-২০২০, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২০, জাতীয় ক্রিকেট কার্নিভাল (অনূর্ধ্ব-১২ বালক ও বালিকা)-২০২০, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় হকি টুর্নামেন্ট-২০২০, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় স্কুল কাবাডি-২০২০ ইত্যাদি। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে উক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। আগামী দিনগুলোতে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(২) 'মুজিববর্ষে বাংলাদেশে কোন যুবক বেকার থাকবে না' এ স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে আঞ্চলিক কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সারাদেশে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, ভোক্তার নিকট ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত পণ্য পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে করোনা পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়-এর উদ্যোগে একটি টেকসই সামাজিক উন্নয়নভিত্তিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম যুব পাইকারিসেল.কম (https://www.paikarisale.com) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কৃষিপণ্য বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসারে দেশের সকল উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে দেশব্যাপী ১,৬০০টি পাইকারি বাজারকে এই কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করে অঞ্চলভিত্তিক ব্যবসা ও কৃষিপণ্য, সংরক্ষণ এবং প্যাকেজিং প্রশিক্ষণ দিয়ে যুব উদ্যোক্তা নেটওয়ার্ক প্রস্তুতির মাধ্যমে প্রকল্পটি পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান ও যুব উদ্যোক্তা তৈরি, অঞ্চলভিত্তিক পণ্যের প্রসার, কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, যুব উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত পণ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। পাশাপাশি দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা তৈরি হবে ই-কমার্সভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম যুব পাইকারিসেল.কম-এর মাধ্যমে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

(১) 'মুজিববর্ষ ২০২০' উপলক্ষ্যে রেলভবনে একটি দৃষ্টিনন্দন মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়। রেলভবনস্থ মেইন গেইট জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

(২) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল সরকারি ভবনে ১৭ মার্চ ২০২০ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। রেল ভবনসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব/পশ্চিম অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহ এবং কমলাপুর, বিমানবন্দর ও অন্যান্য বড় রেলস্টেশন আলোকসজ্জিত করা হয়েছে।

(৩) মুজিববর্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিলবোর্ড, বড় ব্যানার তৈরি করে বড় বড় রেলস্টেশনের সম্মুখে স্থাপন করা হয়েছে।

(৪) রেলভবন এর মূল ভবনে ২টি ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে। রেল ভবনস্থ গেইট এবং ভবনের সন্মুখে ৫টি স্ট্যান্ড ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে।

(৫) সোনার বাংলা, পঞ্চগড় এক্সপ্রেস, বনলতা এক্সপ্রেস এবং বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষ্যে ট্যাগ লাইন করা হয়েছে। রাজশাহী হতে গোবরা (টুঙ্গিপাড়া) পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

(৬) ট্রেনের একটি বগিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবনের ওপর বিভিন্ন আলোকচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র এবং ভিডিও ইত্যাদি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(৭) 'শেখ হাসিনার দর্শন রেলপথের উন্নয়ন' এই স্লোগানকে রেলপথ মন্ত্রণালয় মুজিববর্ষের স্লোগান হিসাবে নির্ধারণ করেছে এবং এ মন্ত্রণালয়ের সকল নথিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

(৮) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সকল ফাইল এবং চিঠিপত্রে মুজিববর্ষের মনোগ্রাম ব্যবহার করা হচ্ছে।

(৯) 'মুজিববর্ষ ২০২০' উপলক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় রেল বাতায়ন নামে একটি প্রকাশনার কাজ চলমান রয়েছে।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

(১) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি'র সভাপতিত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকীর কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য ২০ মে ২০১৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় 'মুজিববর্ষ ২০২০' উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে উক্ত কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক জাতির পিতার সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন ও কবর জিয়ারত; রক্তদান কর্মসূচি পালন; আলোচনা সভা; সেমিনার আয়োজন; দোয়া-মাহফিল আয়োজন; এবং জাতির পিতার জীবনীভিত্তিক পুস্তক বিতরণ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মহামারিতে

(২) জাতির পিতার জীবনীভিত্তিক পুস্তকসমূহের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং আইন ও বিচার বিভাগের সিনিয়র কর্মকর্তাগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং 'কারাগারের রোজনামচা', 'আমার দেখা নয়াচীন', 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা', 'রেণু থেকে বঙ্গমাতা' এবং 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খণ্ড)' শীর্ষক পুস্তকসমূহ এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং আইন ও বিচার বিভাগের সিনিয়র কর্মকর্তাগণের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের লবিতে ১টি এবং মন্ত্রণালয় চত্বরে ১টি বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন।

(২) শিল্প উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে স্মরণ করার লক্ষ্যে শিল্পখাতে সফল উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিতকরণে পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়, যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

কর্তৃক ১ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। এর আওতায় ২০২০ সাল থেকে প্রতি অর্থবছরে ৭টি ক্যাটাগরির শিল্পের প্রতিটিতে ৩ জন করে মোট ২১ জন শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০ প্রদানের লক্ষ্যে দরখাস্ত আহ্বান করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবেদনকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এ সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে মতামত সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন পালন উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রমসহ একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শন সম্পর্কে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয় যা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচার করা হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে একটি ডকুমেন্টারি নির্মাণপূর্বক টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে। ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস ২০২০ উদ্‌যাপন করা হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তরের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। শিল্প-কারখানাসমূহে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কার্যক্রমের ওপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মে দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উল্লেখযোগ্য ভাষণ ভিডিও আকারে বিভিন্ন শ্রমঘন এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করা হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য মন্ত্রণালয়ের নাম, মুজিববর্ষের লোগো ও 'শিশুশ্রমকে না বলুন' স্লোগান সংবলিত বিভিন্ন সাইজের খাম, সারসংক্ষেপ প্যাড, কলম, কোটপিন, স্ট্যান্ড ব্যানার, ব্যাজ ফাইল কভার মুদ্রণপূর্বক দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মুজিবর্ষের লোগো সংবলিত কোটপিন, কলম, মগ, স্যুভেনির ইত্যাদি তৈরিপূর্বক বিতরণ করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকাসহ মাঠপর্যায় কার্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের জন্য বিশেষ চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী আয়োজন উপকমিটি কর্তৃক শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় থিম সং নির্বাচন করা হয়েছে।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে 'শত শিল্পীর অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত, শিশু সংগীত, থিম সং ও যন্ত্রসংগীত' এবং 'শতাব্দীর মহানায়ক' শীর্ষক প্রযোজনা পরিবেশন করা হয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ ৮৯৩টি কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

(২) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠ করে যাতে তাঁর আদর্শ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারে সেজন্য বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনীর' ব্রেইল ভার্সন প্রকাশ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনীর' ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেন।

(৩) মুজিববর্ষে দেশের সকল প্রতিবন্ধীকে ভাতার আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১০০টি হুইল চেয়ার, ১০০টি হিয়ারিং এইড এবং ১০০টি সাদাছড়ি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

(৪) 'দেশের কেউ গৃহহীন থাকবে না' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনার আলোকে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের পশ্চাৎপদ চা শ্রমিকের জন্য আট কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০টি টেকসই গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(৫) দেশের দরিদ্রতম ১০০টি উপজেলার শতভাগ বয়স্ক ও বিধবাদের ভাতার আওতায় আনা হচ্ছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১৮টি জেলার ৫১টি উপজেলার ৪৪৫টি ইউনিয়নে বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচির আওতায় ৪,৭৫,০০০ জন ভাতাভোগীকে ইলেকট্রনিক উপায়ে (জিটুপি) সরাসরি ভাতার অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

(৬) মুজিববর্ষে 'মৈত্রী শিল্প' প্রতিষ্ঠানে ৩০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মানবসম্পদে রূপান্তর করা হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০ জন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০ জন মোট ১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৭) মুজিববর্ষে সরকারি শিশু পরিবার নিবাসী ও বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীগণ কর্তৃক ১ লক্ষ বার কোরআন খতমের উদ্যোগ নেয়া হয়।

(৮) জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৫০ হাজার বার কোরআন খতমের দোয়া মাহফিল ১৪ আগস্ট ২০২০ সমাজসেবা অধিদপ্তরে আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(১) 'মুজিববর্ষ ২০২০' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির চাহিদার প্রেক্ষিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এ বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/কোম্পানির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য ১৫টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গৃহীত ১৫টি কর্মপরিকল্পনার মধ্যে সম্পূর্ণ/আংশিক বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ:

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে আলোকসজ্জা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আলোচনা সভার অয়োজন করা হয়।
- মহাসড়ক নেটওয়ার্কের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কাংশ/ফ্লাইওভার/সেতু/ইন্টারসেকশন/রেলওয়ে ওভারপাস সজ্জিতকরণ এবং সুবিধাজনক স্থানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি/চিত্রকর্ম স্থাপন/প্রদর্শন কর্মপরিকল্পনার আওতায় সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শুরুতে ধোলাইপাড়, যাত্রাবাড়ী পয়েন্টে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের ঢাকা জোন অফিস ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা সড়ক জোন অফিস ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি উন্মোচন।

চিত্র: ঢাকা সড়ক জোন অফিস ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি।

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত খাম ব্যবহার করছে।

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে রক্তদান কর্মসূচির আওতায় ১৩৯ জন আগ্রহী কর্মকর্তা-কর্মচারীর তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে কর্মসূচিটি স্থগিত করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

- মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ও বঙ্গবন্ধুর মেয়াদে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ক্ষতিগ্রস্ততা এবং পুনর্নির্মাণ প্রতিফলিত করে বিশেষ পুস্তিকা প্রকাশের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

- ঢাকা-মাওয়া-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ জেলার ঘোনাপাড়া থেকে বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিনামূল্যে বিআরটিসি বাস সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদানের বিষয়টি সংবাদপত্রে এবং ১০ হাজার লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা হয়। ১৭-২৬ মার্চ ২০২০ মেয়াদে সমাধিস্থলে দর্শনার্থী যাত্রীদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- পর্যটক ও ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য হ্রাসকৃত ভাড়ায় নভোথিয়েটার ও বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত জাদুঘর/দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন ও শিক্ষা সফরের জন্য বিআরটিসি বাস সার্ভিস চালুর বিষয় পত্রিকায় প্রচার করা হয়। ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ২টি গাড়ি চালুর মাধ্যমে এ কর্মসূচির আংশিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর ২০২০, ১০ জানুয়ারি ২০২১ এবং ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে বিশেষ এ সার্ভিস পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে।

- মেট্রোরেল এবং Dream Comes True: Metro Rail শিরোনামে বাংলা ও ইংরেজিতে মিনি পুস্তিকা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) কর্তৃক অক্টোবর ২০২০ মাসে প্রকাশ করা হয়েছে। এ পুস্তিকায় ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে ডিএমটিসিএল-এর আওতায় অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসাবে ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। পুস্তিকাটি বহুল প্রচারের জন্য ডিএমটিসিএল-এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জি ২০২০ প্রকাশ করে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি উক্ত বর্ষপঞ্জির মোড়ক উন্মোচন করেন।

চিত্র: মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিএমটিসিএল-এর খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জি ২০২০-এর মোড়ক উন্মোচন।

- ‘নিপীড়িত মানবের মুক্তির মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান’ এবং ‘বাংলাদেশকে জানতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানতে বাংলাদেশকে জানো’ স্লোগান সংবলিত দুটি পৃথক পোস্টার বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের রুট অ্যালাইনমেন্টের উভয় পার্শ্বে লাগানো হয়েছে। বিআরটিএ’র সকল সার্কেল অফিসে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের সময় উক্ত স্লোগান সংবলিত স্টিকার যানবাহনে লাগানোর কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত মোট ৩,১৫,০৩৭টি স্টিকার যানবাহনে লাগানো হয়েছে, এ কার্যক্রম অদ্যাবধি চলমান আছে। বর্ণিত স্লোগান সংবলিত স্টিকার বিআরটিসি’র সকল বাস, ট্রাক ও ট্রেনিং কার-এ প্রদর্শনের মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- বিআরটিএ’র সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর অংশ হিসাবে বিআরটিএ’র বিভিন্ন সার্কেলে মার্চ মাসে সেবা সপ্তাহ পালিত হয়েছে। ২০-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ মেয়াদে দেশব্যাপী একযোগে বিআরটিএ’র সকল সার্কেল অফিসে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পরিচালনা করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসেও সেবা সপ্তাহ পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে।
- বিভিন্ন বাস টার্মিনালে ও বিআরটিএ’র অফিসগুলোতে সড়ক নিরাপত্তা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ট্রাফিক আইন মেনে চলা ইত্যাদি বিষয়ক প্রচারণামূলক ব্যানার ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। মার্চ ২০২০ থেকে জুলাই ২০২০ মেয়াদে ৬ লক্ষ লিফলেট প্রস্তুত করে ৫,৬১,৪৫২টি বিতরণ করা হয়েছে এবং ৫০,০০০টি পোস্টার প্রস্তুত করে ২৯,৬৯৭টি বিতরণ করা হয়েছে।

(২) বাস্তবায়নাধীন পরিকল্পনাসমূহ

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১৭ মার্চ ২০২০ বা নিকটবর্তী কোনো তারিখে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারতের জন্য নির্ধারিত থাকলেও করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ১-৩ মার্চ ২০২১ মেয়াদে বা নিকটবর্তী সময়ে কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।
- এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততিদের অংশগ্রহণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী ও কীর্তি বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও স্কুল-কলেজ বন্ধ এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে জানুয়ারি ২০২১ পরবর্তী সময়ে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হবে।
- জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মসূচি কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে স্থগিত করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার পর কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হবে।

(৩) মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষ্যে বর্ণিত ১৫টি পরিকল্পনা ছাড়াও আরো কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে

- বিআরটিসি কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মকান্ডের ওপর প্রায় ১৫ মিনিটের একটি ভিডিও ক্লিপ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রায় ৬০০ বাসে ভিডিও ক্লিপটি বিআরটিসি বাসের অভ্যন্তরে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ২৩টি বিআরটিসি বাসে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি ও কর্মকান্ডের ছবিসহ ব্রান্ডিং করা হয়;
- বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বঙ্গবন্ধুর একটি আবক্ষ ভাস্কর্য এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রায় ১০০টি পুস্তক রাখা হয়েছে;
- মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার নির্দেশিকা অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক লোগো সংবলিত মগ, টি-শার্ট, ব্যাজ, কলম ও কোট পিন ইত্যাদি তৈরি করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক মার্চ ২০২০ মাসে বাংলাদেশ সচিবালয়ে ২টি ওয়াল ড্রপ ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে;

- দপ্তর/সংস্থার উদ্যোগে ওয়াকাথন, বাইসাইকেল র‍্যালি ও পথনাটক আয়োজনের পরিকল্পনা করা রয়েছে;
- ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন সড়কের ফুটওভার ব্রিজে মুজিববর্ষের স্লোগান প্রদর্শন করা হয়েছে;
- হোটেল রিজেন্সি ও লা-মেরিডিয়ান-এর সামনে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হবে। মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে প্রকাশিতব্য সকল ডকুমেন্ট এবং নির্মিতব্য স্থাপনায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার নামের সাথে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-এর নাম সন্নিবেশ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- সকল মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ভিডিও করে সংরক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- বিআরটিএ ও বিআরটিসি কর্তৃক জনগণকে প্রদত্ত সেবাসমূহ উল্লেখ করে প্রধান কার্যালয়ের সামনে একটি এলইডি স্ক্রিন স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৪) পর্যটক ও ছাত্র-ছাত্রীদের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার দর্শনের জন্যও ২টি দ্বিতল বাস হ্রাসকৃত ভাড়ায় পরিচালনা করা হয়।

সেতু বিভাগ

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মুজিববর্ষের উদ্বোধন অনুষ্ঠানসহ বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

(২) সেতু ভবনের প্রবেশপথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ক্ষণগণনার ডিজিটাল ওয়াচ স্থাপন করা হয়।

(৩) ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে সেতু ভবনের নামাজের স্থানে বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

(৪) ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে সেতু ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন; সেতু ভবনে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, উদ্ধৃতি, জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সংবলিত নান্দনিক ড্রপডাউন ব্যানার তৈরি; ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর বাড়িতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন; বঙ্গবন্ধু সেতু সংলগ্ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

চিত্র: ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর বাড়িতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে সচিব, সেতু বিভাগ ও নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর নেতৃত্বে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

(৫) ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে পদ্মা সেতু সাইট অফিসে জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর সমাবেশসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।

(৬) বঙ্গবন্ধু সেতু, মুক্তারপুর সেতু এবং সেতু ভবনের সৌন্দর্যবর্ধন, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে সাজসজ্জাসহ আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

(৭) বছরব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ।

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সচিব, সেতু বিভাগ ও নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করার লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহ কর্তৃক জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামারির মধ্যেও সরকার কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহ মুজিববর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

(১) কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে মুজিববর্ষ শুরু থেকে তিনদিন পর্যন্ত আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ২০ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধান কার্যালয় এবং সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিস ভবন বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত ব্যানার/ফেস্টুন এবং রঙিন পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

(৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক ৮০টি পুস্তক এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর, শাখা ও অধিশাখায় বিতরণ করা হয়েছে।

(৪) মুজিববর্ষ পালনের অংশ হিসাবে অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে নাগরিকদের অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদানের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মার্চ ২০২০ হতে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্স কলের আবেদনপত্র অনলাইনে পূরণের লক্ষ্যে অ্যাপস/সফট্‌ওয়্যার প্রস্তুত ও চালুকরণ করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(৫) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ২৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সকল বিভাগীয় দপ্তর ও জেলা দপ্তরে বঙ্গবন্ধুর জীবনীনির্ভর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

(৬) গত ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ২৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সকল ফায়ার স্টেশনে আগ্রহী শিশু/কিশোরসহ সকল শিক্ষার্থীর জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি প্রদর্শন করা হয়েছে।

(৭) মুজিববর্ষ পালনের অংশ হিসাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও ফায়ার স্টেশনে ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর সম্প্রচার করা হয়েছে।

(৮) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে 'বঙ্গবন্ধু ফায়ার একাডেমি' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে আধুনিক ও উন্নত বিশ্বের অনুরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'বঙ্গবন্ধু ফায়ার একাডেমি' নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প অনুমোদন, ১০২.৯২ একর জমি নির্বাচন চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে যৌথ সমীক্ষা শেষে জমি চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

(৯) কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর শৈশব, কৈশোর, রাজনৈতিক ও কারাজীবন (৩,০৫৩ দিন) নিয়ে কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তরসহ মোট ৬৮টি কারাগারে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ কারা কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে কারারক্ষীদের ৫৭তম ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

(১০) মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ ও ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত দেশের সকল সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বিনামূল্যে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলিকে ইতোমধ্যে ৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(১১) মুজিববর্ষ পালনের অংশ হিসাবে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য 'শেখ রাসেল স্মৃতি বৃত্তি' প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বৃত্তি কীভাবে, কোন পর্যায় পর্যন্ত প্রদান করা হবে তা নির্ধারণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন চলমান আছে।

(১২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রধান কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের সকল দপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে।

(১৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের সকল কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, দেশ গঠন ও মাদক নির্মূল বিষয়ক দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

(১৪) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ মডিউলে 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবন' শীর্ষক বিষয় অর্ন্তভুক্তকরণসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৫) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা এবং দোয়া মাহফিল-এর আয়োজন করা হয়।

(১৬) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে বঙ্গবন্ধুর জীবনীনির্ভর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

(১৭) ইতোমধ্যে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ইলেকট্রনিক বিলবোর্ডের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বঙ্গবন্ধুর ছবি ও বাণী প্রচার করা হয়েছে।

(১৮) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি/প্রতিকৃতিতে গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গোপালগঞ্জ জেলা দপ্তর কর্তৃক পুষ্পস্তবক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়েছে।

(১৯) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধুর 'জীবন ও কর্ম' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

(২০) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সকল বিভাগীয় কর্মচারীর মধ্যে ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে হামদ্ ও নাত প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

(২১) গত ২০ মার্চ ২০২০ তারিখে করোনাভাইরাস মহামারিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় দপ্তর, টেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও দেশের সকল ফায়ার স্টেশনে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

(২২) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২০ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রতিটি বুনিয়াদি কোর্সের কোর্স মডিউলে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে অধ্যায় সংযোজন করার অংশ হিসাবে একটি মডিউলের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

(২৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২৩ মার্চ ২০২০ তারিখে অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও ফায়ার স্টেশনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের প্রত্যেককে দুটি করে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক পুস্তক বিতরণ করা হয়।

(২৪) ২৩ মার্চ ২০২০ তারিখে করোনাভাইরাস মহামারিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় দপ্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

(২৫) কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে।

(২৬) কারা অধিদপ্তরে দুটি বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারাজীবন, মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

(২৭) কারাগারসমূহে আটক বন্দি ও মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের নিয়ে ৬৮টি কারাগারে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে সরকারি নির্দেশনা অনুসারে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা দেশব্যাপী বাস্তবায়নাধীন 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন।

(২) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও রাজনৈতিক দর্শন বিষয়ক সেমিনার, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন, দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌর ও উপজেলা সদরে জনবহুল স্থানে ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন, এলইডি ডিসপ্লের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও কর্মজীবনের চিত্র ও বক্তৃতা প্রদর্শন, সারাদেশে নির্ধারিত ডিজাইনের পোস্টার বিতরণ, ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে ঢাকার হাতিরঝিলে পানিতে রঙিন আলোর বিচ্ছুরণে 'স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ' ভিত্তিক বর্ণাঢ্য আতশবাজি ও লেজার শো প্রদর্শন, সকল উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ চত্বরে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ম্যুরাল' স্থাপন, বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(৩) স্থানীয় সরকার বিভাগের অতি গুরুত্বপূর্ণ ১২টি সেবা চিহ্নিত করে প্রতি মাসে ১টি করে সুনির্দিষ্ট সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিশেষ বৃক্ষরোপণ, সেবাসপ্তাহ পালন, বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস, বিশ্ব পানি দিবস, জাতীয় স্যানিটেশন মাস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিশেষ আয়োজন, বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন, বিনামূল্যে নলকূপের পানির আর্সেনিক পরীক্ষাকরণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে

স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণ, বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ডে-কেয়ার সেন্টার চালু, বিনামূল্যে রক্তদান কর্মসূচি, ডিজিটাল সেবা কার্যক্রম শোকেসিং ও অবহিতকরণ, ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকা সবুজায়নের লক্ষ্যে ছাদে গাছ লাগানো রয়েছে এমন বাড়ির করের ওপর ১০ শতাংশ রেয়াত প্রদান, ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সারচার্জ ব্যতীত এক মাস পানির বিল পরিশোধের সুযোগ প্রদান, এলজিইডি সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধু কেন্দ্র স্থাপনসহ বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

(১) দেশজুড়ে স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর পোর্ট্রেট ও বাণী প্রস্তুতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। মুজিববর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রেডিও টেলিভিশনে প্রচারের জন্য ১২ মাসে ১২টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) মোবাইল ভ্যান: দেশের জনগণের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে একই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শুক্র ও শনিবার ঢাকা শহরে ট্রাকে করে এবং বুড়িগঙ্গায় নৌকার মাধ্যমে প্রচার করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকাসহ বিভাগ ও জেলাপর্যায়েও এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন বাস্তবায়ন ওপির মাধ্যমে প্রত্যেক মাসে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ডিজিটাল ব্যানারের ডিজাইন তৈরি করে দেশের সকল জেলা উপজেলায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ডেঙ্গুর সঙ্গে করোনা ভাইরাসজনিত সংক্রমণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার বিষয়, ক্যান্সার/কিডনি/অ্যাজমা/ডায়াবেটিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে সচেতনতা জোরদার করা হচ্ছে। স্কুল হেল্‌থ কর্মসূচিতে বিভিন্ন প্রোগ্রাম তৈরি করে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসজনিত প্রাদুর্ভাবের কথা বিবেচনা করে এ রোগের বিষয়ে সচেতনামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি চলমান রয়েছে। খসড়া স্যুভেনির/ডকুমেন্টারি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩) প্রত্যেক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে একটি করে দীর্ঘজীবী গাছ লাগানো: দেশের সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বকুল/নিম গাছ রোপন করা হবে।

(৪) পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর উদ্যোগের অংশ হিসাবে হাসপাতাল/স্বাস্থ্য স্থাপনা পরিচ্ছন্ন রাখা: গণপূর্ত ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করে এ কাজসমূহ সঠিক ও দ্রুতসময়ে সম্পাদনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উপজেলা পর্যন্ত সকল সরকারি হাসপাতালে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি পৃথক ওয়াশরুম নির্মাণেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

(৫) প্রত্যেক হাসপাতালে Information cum Help Desk: এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সকল মহাপরিচালক, সকল হাসপাতালের পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক/সিভিল সার্জনসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৩টি পার্বত্য জেলায় ৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৩৬টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ৪০টি ২০০ শয্যা বা তদূর্দ্ধ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে হেল্প ডেস্ক এবং ৩৬টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ৬৩টি জেলা হাসপাতাল এবং ৪৩৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাবলিক টয়লেট নির্মাণের জন্য ৯,৬৬৮.৯৫ লক্ষ টাকার ব্যয় মঞ্জুরির প্রস্তাব ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদন করা হয়েছে।

(৬) Institutional Practice & Evening outdoor: ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস ও ইভনিং আউটডোরের কাজ চলমান রয়েছে।

(৭) One stop comprehensive Emergency Service চালুকরণ: টারশিয়ারি পর্যায়ের সকল হাসপাতালসহ পর্যায়ক্রমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে One stop comprehensive Emergency Service চালুর জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক)-এর দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক বিষয়টি বাস্তবায়ন করবেন। এ বিষয়টি ফলোআপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

(৮) বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কিডনি ডায়ালাইসিস সেবা চালুকরণ: সকল জেলায় ডায়ালাইসিস সেবা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ডায়ালাইসিস সেবা চালুর জন্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে জনবল, যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৯) উপজেলা পর্যায়ে জরায়ু মুখের ক্যান্সার এবং স্তন ক্যান্সার চিহ্নিতকরণ: ম্যাটারনাল, নিউনেটাল এ্যান্ড চাইল্ড হেলথ ও নন-কমিউনিকেবল ডিজিজেজ-এ বছরের মডিউল তৈরি করেছে। উপজেলা পর্যায়ে জরায়ু মুখ ক্যান্সার এবং স্তন ক্যান্সার চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জেলাভিত্তিক হাসপাতালসমূহে এই কার্যক্রমগুলি পর্যায়ক্রমে চালু করবে।

(১০) জেলা পর্যায়ে অন্তত একটি মডেল ফার্মেসি এবং উপজেলা পর্যায়ে একটি মডেল মেডিসিন শপ চালুকরণ: মডেল ফার্মেসি ও মডেল মেডিসিন শপ-চালুর কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(১১) Acute Medicine Unit চালুকরণ: Acute Medicine Unit স্থাপনের বিষয়ে ৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ জরুরি বিভাগ স্থাপনের জন্য নির্দেশনা ও গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(১২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী টাইপ-১ ডায়াবেটিক শিশুদের ইনসুলিনসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(১৩) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৩ পার্বত্য জেলায় ৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হচ্ছে।

(১৪) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লং ব্যানার স্থাপন ১০টি, এলইডি স্ক্রলিং বোর্ড স্থাপন ৪টি এবং লাইট বোর্ড ৪টি স্থাপন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

(১) ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে ২৯টি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ হলো– বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি স্থাপন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, দপ্তর/সংস্থার কার্যালয় ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত করা, একই ডিজাইনের সাইনবোর্ড/ব্যানার স্থাপন করা, ২৪/৭ প্রসূতিসেবা চালুকরণ, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক পাঠ-এর আয়োজন করা, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেলকেন্দ্র হিসাবে সেবা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা, মা ও শিশুদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরামর্শ এবং স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন, ব্রেস্টফিডিং কর্নার চালু করা, হাওর-চরাঞ্চল ও ছিটমহলে মোবাইল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা চালুকরণ, ফ্রন্ট ডেস্ক চালুর উদ্যোগ গ্রহণ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে উৎসর্গ করে দিবসসমূহ উদ্‌যাপন, আই ক্যাম্প স্থাপন, 'মুজিববর্ষ' চিহ্নিত ব্যাজ/কোটপিন ব্যবহার, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর ওপর সেশন আয়োজন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন, প্রামাণ্য চিত্র তৈরি, কিশোরীদের বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে পেপারলেস জেলা ঘোষণা, সুভ্যেনির প্রকাশ, সকল অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহকৃত মুজিববর্ষের লোগোযুক্ত একই ডিজাইনের ব্যানারে জাতীর পিতার ছবি ও বাণী স্থাপন, বৃক্ষ ও শোভাবর্ধক গাছ রোপণ, অফিস আঙিনা পরিষ্কার-পরিছন্ন ও শোভাবর্ধন করা, এ বিভাগের আওতাধীন প্রতিটি অফিসে/লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন এবং অফিসসমূহে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা এবং হেলথ বুকলেট প্রকাশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক কিংবদন্তি। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অভিন্ন সত্তা। আপসহীন নেতৃত্ব, দৃঢ় মনোবল আর ত্যাগের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রধান নেতা। প্রতিটি বাঙালির কাছে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন মুক্তির মূলমন্ত্র। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

২। মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি-সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সরকারের ৫৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের চার ধরনের কর্মকান্ড প্রতিফলিত হয়েছে:

(ক) অর্থনৈতিক (সামষ্টিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি); (খ) প্রশাসনিক; (গ) আইনশৃঙ্খলা-বিষয়ক; এবং সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী। এ সকল কার্যাবলি-সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) অর্থনৈতিক (সামষ্টিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি)

প্রতিবেদনে বর্ণিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলো অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ হতে নেওয়া হয়েছে।

ক.১ মাথাপিছু আয় ও প্রবৃদ্ধি

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫.২৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ২,০৬৪ মার্কিন ডলার নিরূপিত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.১৫ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ছিল ১,৯০৯ মার্কিন ডলার।

ক.২ অর্থনৈতিক বিষয়

খাদ্যশস্যের মজুদ-সংক্রান্ত তথ্য খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য তথ্য অর্থ বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

আইটেম	ইউনিট	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০)[১]	পূর্ববর্তী বছর (২০১৮-১৯)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-) -এর শতকরা হার
১. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (৩০ জুন ২০২০)	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৩৬.০৪সা	৩২.৭২	+১০.১৫
২. প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০)	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	১৮.২১	১৬.৪২	+১০.৮৭
৩. আমদানির পরিমাণ (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০)	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৫৪.৭৮সা	৫৯.৯১	- ৮.৫৬
৪. রপ্তানির পরিমাণ (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০)	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৩৩.৬৭সা	৪০.৫৪	- ১৬.৯৫
৫. রাজস্ব: (ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (খ) রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০)	কোটি টাকা	৩,৪৮,০৬৯	৩,১৬,৬১৩	+৯.৯৩
	করসমূহ	২,২০,৭৮৪	২,২৫,৯৬২	-২.২৯
	কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৪২,০২২	২৫,৯২২	+৬২.১১
	মোট রাজস্ব	২,৬২,৮০৬	২,৫১,৮৮৪	+৪.৩৪
৬. (ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ (খ) সরকারি খাত (নিট) (ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে) (জুন ২০২০)	কোটি টাকা	১৩,০২,৬৩৪.৭০	১১,৪৬,৮৮৪.৭০	+১৩.৫৮
		১,৭৬,১৪৮.৬০	১,১৩,২৭৩.৪০	+৫৫.৫১
৭. ঋণপত্র খোলা (LCs Opening) (ক) খাদ্যশস্য (চাল ও গম) (খ) অন্যান্য (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০)	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	১.৪৬সা	১.২৬	+১৫.৩০
		৪৯.৬৪	৫৬.৪৯	-১২.১২
৮. খাদ্যশস্যের মজুদ (৩০ জুন ২০২০)	লক্ষ মেট্রিক টন	১১.২	১৫.৯৯	- ২৯.৯৫
৯. জাতীয় ভোক্তা-মূল্যসূচক পরিবর্তনের হার (ভিত্তি ২০০৫-০৬=১০০) (ক) বারো মাসের গড়ভিত্তিক (খ) পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০)	শতাংশ	৫.৬৫	৫.৪৭	+০.১৮
		৬.০২	৫.৫২	+০.৫০

[১]সাময়িক

ক.৩ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট)

ক্ষেত্র	ইউনিট	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর	পূর্ববর্তী অর্থবছর
		২০১৯-২০ (জুলাই-জুন)*	২০১৮-১৯ (জুলাই-জুন)
নন-ইপিজেড	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	২.১৫৪৮৩	৩.৬৭২২৩
ইপিজেড	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	০.২০৯৮১	০.২১৬৭৬
মোট	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	২.৩৬৪৬৪	৩.৮৮৮৯৯

*সাময়িক

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

ক.৪ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান

বছর	চুক্তির ধরন	চুক্তির সংখ্যা	কমিটমেন্ট (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	ডিসবার্সমেন্ট (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রিপেমেন্ট/ঋণ পরিশোধ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
২০১৯-২০	অনুদান চুক্তি	৩৪	৫০২.২৮	২৭৫.৭৩	-	
	ঋণ চুক্তি	৩২	৯,২২২.১৪	৬,৮৪৫.৬১	আসল	১,২৬৯.৫৩
					সুদ	৪৫৬.৬৯
	মোট	**৬৬**	**৯,৭২৪.৪২**	**৭,১২১.৩৪**	**১,৭২৬.২২**	
২০১৮-১৯	অনুদান চুক্তি	৬৮	১,৫৪২.০৪	২৫৫.৯৯	-	
	ঋণ চুক্তি	২৯	৮,২৪৮.৮১	৬,০৩২.৮৯	আসল	১,২০২.৩১
					সুদ	৩৯১.৪৬
	মোট	**৯৭**	**৯,৭৯০.৮৫**	**৬,২৮৮.৮৮**	**১,৫৯৩.৭৭**	

উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩২টি ঋণ ও ৩৪টি অনুদান-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার আর্থিক সংশ্লেষ ৯,৭২৪.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সুদে-আসলে ১,৭২৬.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ক.৫ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

		২০১৯-২০		২০১৮-১৯		হ্রাস (-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	প্রকৃত অর্জন (কোটি টাকা)	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	প্রকৃত অর্জন (কোটি টাকা)	লক্ষ্যমাত্রা (শতাংশ)	প্রকৃত অর্জন (শতাংশ)
রাজস্ব আয়	**ট্যাক্স রেভিনিউ**	৩,১৩,০৬৭	১,৬৮,৬৭৭	২,৮৯,৬০০	২,২৫,৯৬০	+৮.১০	-২৫.৩৫
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	৩৫,০০২	৩১,৫৭১	২৭,০১৩	২৫,৯২৪	+২৯.৫৭	+২১.৭৮
উদ্বৃত্ত (ব্যাবসায়িক আয় থেকে) (বিটিআরসি)		৩,১৭১	৩,৬২৯	৩,০৪৮	৭,৯৮৫	+৪.০৩	-৫৪.৫৫
লভ্যাংশ হিসাবে		৩,৪৯০	২,৫৪৭	২,২৪১	২,৬৫৪	+৫৫.৭৩	-৪.০৩

উৎস: অর্থ বিভাগ।

ক.৬ উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,০১,১৯৯ কোটি টাকায় (জিওবি ১,৩০,৯২১ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ৬৫.০৭ শতাংশ; প্রকল্প সাহায্য ৬২,০০০ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ৩০.৮২ শতাংশ এবং নিজস্ব অর্থায়ন ৮,২৭৮ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ৪.১১ শতাংশ) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রাক্কলন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত মোট প্রকল্প সংখ্যা ১,৯০৬টি, এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১,৬৪৬টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৪৭টি, নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্প ১০৩টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ১০টি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি'তে বরাদ্দ ২,০১,১৯৯ কোটি টাকার বিপরীতে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় মোট ব্যয় ১,৬১,৮৭১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৮০.৪৫ শতাংশ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৭৬,৬২০ কোটি টাকায় (জিওবি ১,১৬,০০০ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ৬৫.৬৮ শতাংশ; প্রকল্প সাহায্য ৫১,০০০ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ২৮.৮৮ শতাংশ এবং নিজস্ব অর্থায়ন ৯,৬২০ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ৫.৪৫ শতাংশ) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রাক্কলন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত মোট প্রকল্প সংখ্যা ১,৯৮৫টি, এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১,৬৮৭টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৫৬টি, নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্প ১৩১টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ১১টি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপি'তে বরাদ্দ ১,৭৬,৬২০ কোটি টাকার বিপরীতে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় মোট ব্যয় ১,৬৭,১৮৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৪.৬৬ শতাংশ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি'তে বাস্তবায়নাধীন ১,৯০৬টি প্রকল্পের মধ্যে সমাপ্তিযোগ্য প্রকল্প ছিল ৩১৭টি, প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'**-তে সংযোজন করা হলো।

ক.৬.১ অবকাঠামো উন্নয়ন

ক.৬.১.১ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৩টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ১,৩৫৪.৭৯ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১,১৯৯.৭৯ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭৯.৭৮ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগুলোর মধ্যে '১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ৯৪টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, ৯৯টির জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১টি জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দেশের ২৩টি জেলায় '২৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ১১টির জমি পাওয়া গেছে; যার মধ্যে ৪টির জমি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। 'কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; ৩২টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে; ১২টির নকশা পরিবর্তনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৪টি বিভাগীয় সদর–সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে ; এর মধ্যে রংপুর ও ময়মনসিংহে ভবন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বরিশালে পুরাতন ভবন ভাঙার কাজ চলমান আছে। সিলেটে অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে একটি করে মোট ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প চলমান রয়েছে। ২টির জমি অধিগ্রহণের টাকা পরিশোধিত হয়েছে। অবশিষ্ট ২টির স্থান নির্বাচন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক.৬.১.২ কৃষি মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৬০৪.৬৮ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৫৮৫.৬০ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৬.৮৪ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে ধান গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে ১৫টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ১৭০টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার, ৫০টি ওয়াটার পাসিং স্ট্রাকচার, ২টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম এবং ৪টি রাবার ড্যামের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

ক.৬.১.৩ খাদ্য মন্ত্রণালয়

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে '১.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৯৫.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের ৮টি বিভাগে ৫৪টি জেলার ১৩১টি উপজেলায় নতুন ১৬২টি খাদ্য গুদাম (১,০০০ মেট্রিক টনের ৪৮টি ও ৫০০ মেট্রিক টনের ১১৪টি) নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২৩,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৩৪টি নতুন খাদ্য গুদাম (১,০০০ মেট্রিক টনের ১২টি এবং ৫০০ মেট্রিক টনের ২২টি) নির্মাণ করে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ৭,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার আরও ১০টি (১,০০০ মেট্রিক টনের ৪টি এবং ৫০০ মেট্রিক টনের ৬টি) খাদ্য গুদাম হস্তান্তরের জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৭ শতাংশ।

(২) 'Modern Food Storage Facilities Project' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১,৯১৯.৯৭ কোটি (জিওবি ৩.৩৫ কোটি +IDA Loan ১,৮৭৬.৬২ কোটি+সুবিধাভোগী কর্তৃক প্রদেয় ৪০ কোটি) টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থান (চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং মহেশ্বরপাশা)-এ মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ করা হবে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আশুগঞ্জ (১,০৫,০০০ মেট্রিক টন), ময়মনসিংহ (৪৮,০০০ মেট্রিক টন) ও মধুপুর (৪৮,০০০ মেট্রিক টন) সাইটে মোট ২,০১,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে এ ৩টি সাইটের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৬৫ শতাংশ। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় সর্বমোট ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। বিতরণকৃত সাইলোসমূহ উপকারভোগীগণ ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছেন। প্রকল্পের আওতায় 'ডিজিটাল পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থা' চালুর লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস/স্থাপনায় ১,৪৮২টি ডেক্সটপ কম্পিউটার; ১,৪৮১টি প্রিন্টার; ৬৬১টি অনলাইন ইউপিএস; ৮২১টি অফলাইন ইউপিএস এবং ৬৬১টি রাউটার সরবরাহ করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি স্থাপনায় Digital Track Weigh Bridge স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৫ শতাংশ। অবশিষ্ট ৫টি স্টিল সাইলো এবং আইসিটি কম্পোনেন্টসহ প্রকল্পটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়, যা একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৩) সরকারি পর্যায়ে নির্মিত খাদ্যশস্য মজুদের কার্যকর ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখা 'সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। প্রকল্পটি মোট ৩৫৫.৫৩ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় দেশের ৬২টি জেলায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২৩৪টি স্থাপনায় প্রায় ৪.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৩৩টি খাদ্য গুদামসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় ৮২,৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ১৫৮টি (৫০০ মেট্রিক টনের ১৫১টি ও ১,০০০ মেট্রিক টনের ৭টি) খাদ্য গুদাম, ১১১টি আবাসিক ভবন, ৮৫টি অনাবাসিক ভবন, ২৫,৭৪০ মিটার সীমানা প্রাচীর ও ৫৫,৬০০ বর্গ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪০ শতাংশ।

(৪) 'Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food' শীর্ষক প্রকল্প USAID-এর অর্থায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় ৭টি প্রবিধানমালা এবং ৩টি বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। 'নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীদের বাধ্যবাধকতা)' প্রবিধানমালার খসড়া চূড়ান্ত করে ভেটিংয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের

আওতায় সংগৃহীত একটি Food Testing মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যান ৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর উপস্থিতিতে FAO কর্তৃক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০১৯-এ সমাপ্ত হয়েছে।

(৫) দরিদ্র জনসাধারণের পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে সরকারি বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬.৭৮ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুমোদন আদেশ জারি করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হবে।

ক.৬.১.৪ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্য অর্থায়নে ৬২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পসমূহের বিপরীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থ ৫,৮৩২.৬৮ কোটি টাকা। মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪,০৮৭.১৫ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭০.০৭ শতাংশ। সংস্থাসমূহের নিজস্ব অর্থায়নে ৪৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থ ১,১৩৯.২৭ কোটি টাকা। মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৮০৯.৯৫ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭১.০৯ শতাংশ। জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এবং স্ব-অর্থায়নভুক্ত প্রকল্পসমূহ মিলিয়ে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৭২ শতাংশ। অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্যক্রমের আওতাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হচ্ছে–ঢাকার মালিবাগে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৪৫৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ, মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২৮৮টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, মাদারীপুরে সরকারি অফিসসমূহের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ, নগরাঞ্চলের ভবন সুরক্ষা প্রকল্প, ঢাকার আজিমপুরে জুডিশিয়াল কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন নির্মাণ, ঢাকা শহরে গুলশান, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরে ২০টি পরিত্যক্ত বাড়িতে ৩৯৮টি সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ২টি আবাসিক ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, চট্টগ্রাম শহরে পরিত্যক্ত বাড়িতে সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট ও ডরমিটরি ভবন নির্মাণ, গোপালগঞ্জে বহুতল বিশিষ্ট সমন্বিত সরকারি অফিস ভবন নির্মাণ, ঢাকাস্থ জিগাতলায় সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের (গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তর) জন্য ২৮৮টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, নারায়ণগঞ্জের আলীগঞ্জে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৮টি ১৫ তলা ভবনে ৬৭২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, ঢাকাস্থ মতিঝিল সরকারি কলোনিতে (হাসপাতাল জোন স্টোর কম্পাউন্ড) বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ, ঢাকার তেজগাঁওয়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল (১৩তলা) আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, আজিমপুর সরকারি কলোনির অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (২য় পর্যায়), চট্টগ্রাম আগ্রাবাদস্থ সিজিএস কলোনিতে জরাজীর্ণ ১১টি ভবনের স্থলে ৯টি বহুতল আবাসিক ভবনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৬৮৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ, ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনির অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ [জোন-এ], বাংলাদেশ সচিবালয়ে ২০-তলা বিশিষ্ট নতুন অফিস ভবন নির্মাণ, ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের 'এফ' ব্লকে ১,০২০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, ঢাকার মিরপুর ১৫ নম্বর সেকশনে সরকারি/আধাসরকারি কর্মকর্তাদের জন্যে 'জয়নগর' ৫২০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প, সিলেটের সুনামগঞ্জে সাইট এ্যান্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প, কক্সবাজার সরকারি জমিতে আবাসিক ভবন নির্মাণ, ঢাকাস্থ লালমাটিয়া নিউ কলোনিতে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্যে ১৩২টি (সংশোধিত ১৫৩) আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প, মিরপুরস্থ ৯ নম্বর সেকশনে মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য ১,০৪০টি আবাসিক ফ্ল্যাট (স্বপ্ননগর আবাসিক প্রকল্প) নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকার মিরপুরস্থ ৯ নম্বর সেকশনে ১৪তলা বিশিষ্ট ১৫টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকার

মিরপুর-১৬ সেকশনে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিকট বিক্রয়ের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় দাদাভাই উপশহর কমার্শিয়াল ও আবাসিক জোন উন্নয়ন (২য় পর্যায়), মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় দাদাভাই উপশহর কমার্শিয়াল ও আবাসিক জোন উন্নয়ন (৩য় পর্যায়), ঢাকার মিরপুর সেকশন-১১ এ বস্তিবাসীদের জন্য ভাড়াভিত্তিক ৫৩৩টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকার ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরস্থ বিভিন্ন পরিত্যক্ত বাড়িতে আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প (গৃহায়ন ধানমন্ডি), যশোর হাউজিং এস্টেটে এনএইচএ বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, চট্টগ্রামস্থ হালিশহর হাউজিং এস্টেটের জি ব্লকে আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়), গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন, উত্তরা লেক উন্নয়ন, আরবান রিজিলেন্স, পূর্বাচল নতুন শহর (ইউসুফগঞ্জ), উত্তরা আদর্শ শহর (৩য় পর্ব) নির্মাণ, ঢাকাস্থ উত্তরার ১৮ নম্বর সেক্টরে নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য অ্যাপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ, ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া ও ধানমন্ডি এলাকার ৯টি পরিত্যক্ত বাড়িতে বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্প, কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয়পার্শ্বে (কুড়িল থেকে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন, মাদানী এভিনিউ থেকে বালু নদী পর্যন্ত (মেজর রোড ৫ক) সড়ক নির্মাণ (প্রথম পর্ব), চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর বহিঃসীমানা দিয়ে লুপ রোড নির্মাণসহ ঢাকা ট্রাংক রোড থেকে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ, সিরাজউদ্দৌলা রোড থেকে শাহ আমানত ব্রিজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ, কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু থেকে চাক্তাই খাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ, চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার থেকে শাহ্ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল পুনঃখনন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন, খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন, নাটোর রোড (রুয়েট) থেকে বাইপাস রোড পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত), তালাইমারী চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্কয়ার নির্মাণ, পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ পর্যটনভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট টু আপগ্রেড স্ট্রাকচারাল ইনটিগ্রিটি অফ বিল্ডিংস ইন ডেনসলি পপুলেটেড আরবান এরিয়াস এন্ড ইটস স্ট্র্যাটেজিক ইমপ্লিমেন্টেশন টুওয়ার্ডস রেজিলিয়েন্ট সিটিজ ইন বাংলাদেশ এবং কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.৫ জননিরাপত্তা বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপিতে জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন ৪৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ৩,৯৩১.৭০ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২,৭২২.৩৭ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি ৮২.৩৫ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আবাসিক ভবন, অনাবাসিক ভবন এবং বৈদ্যুতিক ইক্যুপমেন্ট খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ১৬০.২০ কোটি টাকা দ্বারা সদর দপ্তর বিজিবি, পিলখানা, ঢাকাসহ বিভিন্ন রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়ন/প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩টি স্টেশনের প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাস নির্মাণ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.৬ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩২টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৩,৫৩৪.৯৬ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩,১৫৪.১৪ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৮৯.২৩ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন-এর লক্ষ্যে ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১১ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ, ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৩১ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৬ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ১টি সিজিএস (২০০ এমএমসিএফডি), ৫টি এইচপি/ডিআরএস (৫০ এমএমসিএফডি) এবং ৪টি আইপি/ডিআরএস (২০ এমএমসিএফডি) স্থাপন; তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের আওতাধীন এলাকায় ২,০০,০০০টি এবং কেজিডিসিএল এলাকায় ৬০ হাজার আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, ওয়েব সিস্টেম স্থাপন (ডেটা সেন্টার, টেকনিক্যাল সাপোর্ট সেন্টার, পয়েন্ট অব সেলস, সফট্ওয়্যার ও লাইসেন্সড সফট্ওয়্যার ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.৭ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ১,৫৯০.৭৩ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১,৩৭৩.১৫ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৬.৩২ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এ্যান্ড রেসপন্স প্রকল্প, দেশের সকল সরকারি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন, ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ, ডিজিটাল কানেকটিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, চট্টগ্রাম মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন, টেলিযোগাযোগ খাতে 3G প্রযুক্তি চালুকরণ এবং বিদ্যমান 2.5G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়), সৌর বেস স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক নেটওয়ার্ক কভারেজ শক্তিশালীকরণ, জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত), ঢাকা শহরে ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ, মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ, ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.৮ তথ্য মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ১৭১.২৫ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১১২.১১ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৫.৪৬ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে তথ্য ভবননির্মাণ (২য় সংশোধিত) এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র পাহাড়তলীতে ট্রান্সমিটিং টাওয়ার ভবন নির্মাণ এবং ট্রান্সমিটিং যন্ত্রপাতি স্থাপন (২য় সংশোধিত) উল্লেখযোগ্য। তথ্যভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ১টি ১৬ তলা ভবন সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ সমাপ্ত হয়।

ক.৬.১.৯ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ২,৪১৫.৭৫ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২২৮৯.৯৫ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৯৪.৭৯ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬,৩৬৩টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ; গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষে হেরিংবোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছর ২,৬৯৪.৩৯ কিলোমিটার রাস্তায় হেরিংবোন বন্ড (এইচবিবি)করণ; উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়-প্রবণ এলাকায় বহুমূখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১০০টি ভবন নির্মাণ; বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়)-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ২১৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, ২৮টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। 'প্রকিউরমেন্ট অব স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২ টন ট্রাক মাউন্টেড)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫,০৯৫.৮৭ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের মেয়াদ মে ২০১৩ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। জাপান সরকারের আর্থিক অনুদানে খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের ৭টি জেলার ৩০টি স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২ টন ট্রাক মাউন্টেড) সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২১টি Fixed Type Saline Water Treatment Plant-এর কাজ চলমান রয়েছে।

ক.৬.১.১০ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৬টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ২৬০.৪৭ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২১৯.৪৪ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৮৪.২৫। ২০১৯-২০ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় আঞ্চলিক বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে চারতলাবিশিষ্ট অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ; চট্টগ্রামে হেঁয়াকো বীজ বাগান কেন্দ্র ও চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় ডুলহাজারা বীজ বাগান কেন্দ্রের

অফিস ক্যাম্পাসের চারপাশে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ; প্রধান কার্যালয়, ডুলাহাজারা বীজ বাগান কেন্দ্রের অফিস ক্যাম্পাসে রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে ইছামতি বীজ বাগান কেন্দ্রে ও হেঁয়াকো বীজ বাগান কেন্দ্রের বাগান এলাকায় কাঁটাতারে ঘেরা বেড়া প্রদান; হেঁয়াকো বীজ বাগান কেন্দ্র, ডুলাহাজারা বীজ বাগান কেন্দ্র, উখিয়া বীজ বাগান কেন্দ্র, ইছামতি বীজ বাগান কেন্দ্র ও সালনা বীজ বাগান কেন্দ্রে আবাসিক ভবন/ব্যারাক ও অফিস ভবন মেরামত; ন্যাশনাল সিড সেন্টার, হেঁয়াকো বীজ বাগান কেন্দ্র ও সালনা বীজ বাগান কেন্দ্রে ল্যাব ভবন মেরামত; হেড কোয়ার্টার নার্সারি, হেঁয়াকো বীজ বাগান কেন্দ্র ও ইছামতি বীজ বাগান কেন্দ্রে নার্সারি শেড মেরামত; ইছামতি বীজ বাগান কেন্দ্র ও সালনা বীজ বাগান কেন্দ্রে নার্সারি ক্লোস তৈরি উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.১১ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৬টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ১,৫৪,৭২৩ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১,৫২,৫৭৩.৭৬ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৮.৬১ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে কনস্ট্রাকশন অব কোরস্ অব মিলিটারি পুলিশ সেন্টার এন্ড স্কুল অ্যাট সাভার ক্যান্টনমেন্ট (২য় সংশোধিত), রামু সেনানিবাসে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন, সিএমএইচ ঢাকা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায় সংশোধিত), ঢাকা সেনানিবাসে ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টিলিজেন্স (ডিজিএফআই)-এর জন্য আনুষঙ্গিক কাজসহ অফিসার্স মেস কমপ্লেক্স ও বাসস্থান নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.১২ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৯,০১৬.২৪ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৬,৪৮১.৫৯ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)-এর আওতায় অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ৫,৫০৬টি; ওয়াশব্লক নির্মাণ ৬৮৬টি; নলকূপ স্থাপন ১,২১৭টি এবং চাহিদাভিত্তিক জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)-এর আওতায় শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ৬,২১৫টি; ওয়াশব্লক নির্মাণ ৮৫০টি এবং নলকূপ স্থাপন ১,১৭৫টি উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.১৩ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৭টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ১,০৭৪.৩৯ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৯২২.৩১ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় ১০,২৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের রানওয়ে ওভারলে কাজের ৭টি লেয়ারের মধ্যে ৫টি লেয়ার নির্মাণ; পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য লিংক প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জমির চারিদিকে ৬,৫০০ আরএম (রানিং মিটার) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ; হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান এক্সপোর্ট কার্গো এ্যাপ্রোনের উত্তর দিকে এপ্রোন সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের সাব-বেইজ-এর ১০,২১২ ঘনমিটার নির্মাণ; হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেনারেল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার, হ্যাঙ্গার এপ্রোন এবং ফায়ার স্টেশনের উত্তর দিকে এ্যাপ্রোন নির্মাণ প্রকল্পের লিন মিক্সড কংক্রিট-এর ৬,২১১ ঘনমিটার এবং পিকিউসি-এর ৮,৯৯৩ ঘনমিটার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জেনারেল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার অংশের ১,৮৯৫টি পাইলিং কাজ উল্লেখযোগ্য। পর্যটন খাত বিকাশেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার লক্ষ্যে ঢাকার আগারগাঁও-এ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিজস্ব অর্থে ক্রয়কৃত ১ বিঘা জমিতে এডিপি অর্থায়নে ৭৯.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩ তলাবিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন পর্যটন ভবনের নির্মাণকাজ জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে। সারাদেশে বিদ্যমান পর্যটন করপোরেশনের ১০টি মোটেল সংস্কার কাজ, পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে (৪টি স্থানে) আবাসনসহ পর্যটন সুবিধা উন্নয়ন এবং আরও ৫টি স্থানে ন্যূনতম পর্যটন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫৩.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক.৬.১.১৪ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৪টি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৫৯৫.৬৪ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩৪০.২৫ কোটি টাকা এবং ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৫৭.১২ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপণি কেন্দ্র, সুনামগঞ্জে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, নীলক্ষেতে কর্মজীবী নতুন মহিলা হোস্টেল নির্মাণ ও দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলসমূহের অধিদপ্তর উন্নয়ন, নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিভিত্তিক ব্যতিক্রমী ব্যবসায়ী উদ্যোগ (জয়িতা-বান্দরবান)-এর মাধ্যমে মহিলা বিপণিকেন্দ্র নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.১৫ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৩টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১,০২৮.৪৭ কোটি টাকার বিপরীতে ৮৩২.৪০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৮০.৯৪ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩টি মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র নির্মাণ; রাজশাহী বিভাগে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, বড়াইগ্রাম, নাটোর-এর অফিস ভবন ও গার্ডশেড নির্মাণ; বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প-এর আওতায় মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ; দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খুলনায় বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর স্থাপন; সাভারে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ; সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে ডেইরি উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের আওতায় একটি ডেইরি ল্যাবরেটরি স্থাপন; দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার আলীপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের আবাসিক ভবন ও আইসপ্ল্যান্ট ভবন নির্মাণ ও মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অকশন শেড, প্যাকিং শেড, আবাসিক ভবন, অফিস ভবন ও আইসপ্ল্যান্ট ভবন নির্মাণ, পিরোজপুর জেলার পাড়ের হাট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অকশন শেড, প্যাকিং শেড, আইসপ্ল্যান্ট নির্মাণ এবং লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অকশন শেড, প্যাকিং শেড, আইসপ্লান্ট ভবন নির্মাণ; হাওড় অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের আইপ্ল্যান্ট, কোল্ড স্টোরেজ ভবন, অফিস-কাম-ডরমেটরি ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাব নির্মাণ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ওয়েজখালী ঘাট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অকশন শেড নির্মাণ; ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (আইএলএসটি) স্থাপন প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা, নাসিরনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), নেত্রকোণা, গোপালগঞ্জ ও ডুমুরিয়া (খুলনা) আইএলএসটি'র অফিস ভবন, হোস্টেল, আবাসিক ভবন, পানির পাম্প স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.১৬ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ২১৪.৭৮ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৮২.৩৬ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৮৪.৯১ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্থাপনসমূহ সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.১৭ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

পরিচালন বাজেটের আওতায় অনাবাসিক ভবন খাতে ৫৭৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,৭৮২টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৩,১৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৭,৯৬১টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এ বছর খুলনায় ৩টি, বরিশালে ২টি, সিলেটে ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অর্থাৎ সর্বমোট ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এতে এ মহানগরীগুলোতে প্রায় ১৯,৭৫৮ জন অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হল, ছাত্রী হল, উপাচার্য বাংলো, শিক্ষক/কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন, স্টাফ ডরমেটরি, গেস্ট হাউজ, ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্স

ফ্যাকাল্টি, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ভেটেরিনারি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫তলা ২টি ছাত্র-ছাত্রী হল, শিক্ষক/কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন (১০তলা), প্রভোস্ট/হাউজ টিউটরদের জন্য ৫ তলা আবাসিক ভবন ও ২য় কলা অনুষদ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন অনুষদ ভবন নির্মাণ, অডিটোরিয়াম, হল ও ওয়ার্কশপ ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ল্যাব ও অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ও সংখ্যালঘুদের জন্য প্রতিটিতে ৩১২ আসনের ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য ২টি হল নির্মাণ করা হয়েছে। মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হল, একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের হল, শিক্ষক/কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মিত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। মোট ৭৫৭ জন শিক্ষক/কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ৮৫,৪৬৪ জন শিক্ষককে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের ৯,৯২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

ক.৬.১.১৮ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২৫টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৫০.৪১ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১১১.১৭ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৭৩.৯১ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ; গাজীপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ; নাটোর ও গাইবান্ধা জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ; জামালপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট আব্দুল হাকিম স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স-এর উন্নয়ন; শেরপুরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ; মুন্সীগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম এবং বিদ্যমান সুইমিংপুলের অধিকতর উন্নয়নসহ ইনডোর স্টেডিয়াম ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ; সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট কমপ্লেক্সের আউটার স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং মাগুরা জেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আছাদুজ্জামান আউটার স্টেডিয়াম উন্নয়নসহ জাতির পিতার মুর‍্যাল স্থাপন; নেত্রকোণা জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম, খেলোয়াড়দের জন্য ডরমিটরি ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান টেনিস কমপ্লেক্সের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.১৯ রেলপথ মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪১টি প্রকল্পের আওতায় সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১০,২৪৯ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৫,৮৮২.০৯ টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫৭.৩৯ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন/চলমান/বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু থেকে মায়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ অংশের ৪০ শতাংশ ভৌত কাজ; পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ২৪.৬৩ শতাংশ ভৌত কাজ; আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর প্রকল্পের আওতায় ৩৫.৮২ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপন; পাঁচুরিয়া-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ১৫ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ; রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সিগন্যালিংসহ রেললাইন সংস্কার ও নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৭ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণসহ রাজস্ব খাত থেকে পূর্বাঞ্চলে ১২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ; বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব খাত থেকে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বিদ্যমান ২৮.৫৪ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্নির্মাণ; ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ৪টি স্টেশনের এবং রাজস্ব খাত থেকে ৭টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকায়ন; পাবনা থেকে ঢালারচর পর্যন্ত নবনির্মিত ৫৩ কিলোমিটার রেলপথ; ফরিদপুর থেকে পুকুরিয়া পর্যন্ত ২৫.১১ কিলোমিটার বিদ্যমান রেলপথের পুনর্বাসন এবং পুকুরিয়া থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ৫.৯৬ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণের পর ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। এ অর্থবছরে যথাক্রমে বেনাপোল এক্সপ্রেস, কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস, জামালপুর এক্সপ্রেস ও রাজবাড়ি এক্সপ্রেস নামে ৪টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়।

ক.৬.১.২০ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত ২৩,৯৮২.০১ কোটি টাকার বিপরীতে ২০৫৭০.৬৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৫.৭৮ শতাংশ।

(২) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সমাপ্ত ২৩টি প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভূলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ, জামালপুর-মাদারগঞ্জ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ, ফরিদপুর (বদরপুর) সালথা-সোনাপুর-মুকসুদপুর মহাসড়ক উন্নয়ন, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ৯২তম কিলোমিটারে ২১৯.৪৫৬ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু (সাহাবাজপুর সেতু) নির্মাণ, মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহ স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন (১ম পর্যায়), বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪৬তম কিলোমিটারে পোনানদীর ওপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের রামরাইল ব্রিজ এপ্রোচ থেকে পুনিয়ট মোড় পর্যন্ত মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন), গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (কুমিল্লা জোন), চরফ্যাশন থেকে বেতুয়া (লঞ্চঘাট) মহাসড়ক উন্নয়ন, কুমিল্লা সেনানিবাসের অভ্যন্তরস্থ বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল এমপি গেট থেকে বাংলাবাজার পর্যন্ত ৪-লেন মহাসড়ক উন্নয়ন, মিরপুর ডিওএইচএস গেট-২ থেকে মিরপুর-১২ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, নকলা বাইপাস জেলা মহাসড়ককে যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, সুলতানপুর-চিনাইর-আখাউড়া মহাসড়ক উন্নয়ন, এলেঙ্গা-ভূঞাপুর-চরগাবসারা আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন এবং মহাসড়কের ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও ১টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ, দাগনভূঁইয়া-তালতলী বাজার-চৌধুরীহাট-বসুরহাট জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, দোয়াভাঙ্গা-শাহরাস্তি-পানিওয়ালা (রামগঞ্জ) জেলা মহাসড়ককে যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কসমূহ জরুরি পুনর্বাসন প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন), Design review, Updating the resettlement action plan and other preparatory works for improvement of Sylhet-Tamabil road to a 4-lane highway and construction of slow-moving vehicular traffic (SMVT) lane on both sides, বিআরটিসি'র জন্য একতলা এসি ও নন-এসি বাস এবং দ্বিতল বাস সংগ্রহ প্রকল্প, দি ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অন ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (এমআরটি লাইন-১ ও এমআরটি লাইন-৫) প্রকল্প।

(৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ২১৯টি প্রকল্পের মধ্যে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ১৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ১২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬), টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্স ফর ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১) [ই/এস], ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১), ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দার্ন রুট এবং টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্স ফর ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): সাউদার্ন রুট [পিআরএফ], সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় মহাসড়ক, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর আওতায় এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর পর্যন্ত ১৯০.৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক, ৫০.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়কসমূহ উভয় পার্শ্বে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট ৩টি সেতু যথাক্রমে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ শীতলক্ষ্যা (দ্বিতীয় কাঁচপুর) সেতু, মেঘনা নদীর ওপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও গোমতী নদীর ওপর ১,৪১০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত ও সরু ৮২টি সেতু পুনর্নির্মাণ, ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)-এর আওতায় ভাংগা-ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়কে ৬৯০ মিটার দীর্ঘ কালনা সেতুসহ ১৭টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট নির্মাণ/প্রতিস্থাপন। গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ২০.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) করিডোর নির্মাণ, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের লেবুখালী নামক স্থানে পায়রা নদীর ওপর ১,৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতু নির্মাণ, রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে বেকুটিয়ায় কচা নদীর ওপর ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ,

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় সৈয়দপুর-মদনগঞ্জ পয়েন্টে ১২৯০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ, মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এর আওতায় মহাসড়ক অংশ নির্মাণ, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের একতা বাজার পয়েন্ট হতে মাতারবাড়ি কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট পর্যন্ত ৪৩.৬৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ, এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৯০ কিলোমিটার গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণয়ন। ডিটিসিএ কর্তৃক ৫টি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল।

(৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি অর্থে বাস্তবায়নাধীন ১৮৯টি প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হলো: ঢাকা-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ, সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ, ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ি-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ, ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ, শরীয়তপুর (মনোহর বাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরিঘাট পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন, ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের ২-লেন অংশ (মহিপাল থেকে চৌমুহনী পূর্ব বাজার পর্যন্ত) ৪-লেনে উন্নীতকরণ, নেত্রকোণা-কেন্দুয়া-আঠারবাড়ি-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন, বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ, আন্তঃজেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা), চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারী থেকে রাউজান পর্যন্ত সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, আলীকদম-জালানীপাড়া-করুকপাতা-পোয়ামুহুরী মহাসড়ক নির্মাণ, বামনডাংগা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ি-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, নবীনগর-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন, হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন (চট্টগ্রাম অংশ), যাত্রাবাড়ি (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-ডেমরা (সুলতানা কামাল সেতু) আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, যশোর-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যশোর অংশ (পালবাড়ি হতে রাজঘাট অংশ) যথাযথ মানে উন্নীতকরণ, জামালপুর-ধানুয়া কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) জেলা মহাসড়ক (কামালপুর স্থলবন্দর লিংকসহ) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ, জামালপুর-ধানুয়া-কামালপুর-রৌমারী-দাঁতভাঙ্গা জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (কুড়িগ্রাম অংশ), বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল (চর কাউয়া) থেকে ভোলা (ইলিশা ফেরিঘাট) হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, যশোর বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, নেত্রকোণা জেলার চল্লিশা (বাগড়া)-কুনিয়া-মেদনী-রাজুরবাজার সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ, মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট মহাসড়ক উন্নয়ন, সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা-সংযোগ মহাসড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দী)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়কের উন্নয়ন, সাপোর্ট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভূলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা বাইপাস) পিপিপি প্রকল্প, ভূরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমার নদীর ওপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ, খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন সড়কে পিসি গার্ডার ও আরসিসি সেতু এবং আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ, ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, বগাছড়ি-ননিয়ারচর-লংগদু মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে চেংগী নদীর ওপর ৫০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ, সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)-জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) মহাসড়ক উন্নয়ন, বড়তাকিয়া (আবুতোরাব) থেকে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ, সোনাপুর থেকে চেয়ারম্যানঘাট মহাসড়ক উন্নয়ন, সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন, গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার মহাসড়কে সুরমা নদীর ওপর ছাতক সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ, পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার জেলা মহাসড়কে বিদ্যমান ৯টি সরু ও জরাজীর্ণ সেতুর স্থলে ৯টি সেতু নির্মাণ, দক্ষ চালক তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরটিসি'র ৩টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি।

(৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়কের নবীনগর থেকে নয়ারহাট ও পাটুরিয়াঘাট এলাকা প্রশস্তকরণসহ আমিনবাজার থেকে পাটুরিয়া ঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটেড লেনসহ সার্ভিস লেন ও বাস-বে নির্মাণ, সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরিগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের শাল্লা-জলসুখা সড়কাংশ নির্মাণ, রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগের অধীন পাহাড়/ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত মহাসড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ড্রেনসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ি চালকদের জন্য পার্কিং সুবিধাসংবলিত বিশ্রামাগার স্থাপন, খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা মহাসড়কের খুলনা শহরাংশ (৪ কিলোমিটার) ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহনের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন, ৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক (দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশ)-এর ৪ বছরের জন্য পারফরম্যান্স বেইজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ, ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন, রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া মহাসড়কের বিন্দুর মোড় থেকে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত পেভমেন্ট ৪-লেনে উন্নীতকরণ, নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন, সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজ ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণ, কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আমিন বাজার, সালেহপুর ও নয়ারহাট নামক স্থানে ৩টি সেতু নির্মাণ, যশোর (রাজারহাট)-মনিরামপুর-কেশবপুর-চুকনগর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন, কক্সবাজার জেলার একতাবাজার হতে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন, দর্শনা-মুজিবনগর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন, টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির অ্যাসফল্ট প্লান্ট, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়কের কুষ্টিয়া শহরাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ, নাগেশ্বরী-কাশিপুর-ফুলবাড়ি-কুলাঘাট-লালমনিরহাট জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন, জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন (ঢাকা জোন), ভোলা (পরান তালুকদার হাট)-চরফ্যাশন (চরমানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ভিত্তিতে হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখেরজায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাংরোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য সহায়ক প্রকল্প, নারায়ণগঞ্জ লিংক মহাসড়ক (সাইনবোর্ড-চাষাড়া) ৬-লেনে উন্নীতকরণ, বানেশ্বর (রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর-(নাটোর) ঈশ্বরদী (পাবনা) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কের মানে উন্নীতকরণ, আনোয়ারা উপজেলা সংযোগ মহাসড়কসহ কর্ণফুলী টানেল সংযোগ মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ (শিকলবাহা-আনোয়ারা মহাসড়ক), শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রিজ এপ্রোচ) মহাসড়ক উন্নয়ন, মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এর সড়ক সংযোগ প্রকল্প, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১), ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দার্ন রুট এবং টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্স ফর ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): সাউদার্ন রুট [পিআরএফ] ইত্যাদি।

(৬) পরিকল্পনাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হলো: ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়ক, সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক, যশোর-ঝিনাইদহ মহাসড়ক, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়ক, ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়ক, ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-কালনা সেতু-লোহাগড়া-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল মহাসড়কসমূহ উভয় পার্শ্বে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ। নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় বগা নদীর ওপর ১,০২০ মিটার দীর্ঘ ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (বগা সেতু), বাগেরহাট জেলায় মংলা চ্যানেলের ওপর ১,০৫০ মিটার দীর্ঘ ১০ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মংলা সেতু), খুলনা জেলায় ঝপঝপিয়া নদীর ওপর ১,০৪০ মিটার দীর্ঘ ১১তম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (ঝপঝপিয়া সেতু), পটুয়াখালী জেলার দুমকী ও বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলায় পান্ডব পায়রা নদীর ওপর নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্স ফর ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-২), টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্স ফর ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৪), টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্স ফর ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬): ২য় পর্যায়, টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্স ফর প্রিপারেশন অব টাইম বাউন্ড অ্যাকশন প্ল্যান ফর চট্টগ্রাম ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইনস প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে।

(৭) এ সময়কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮টি স্থাপনা/কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এগুলো হলো: ঢাকা-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু (শাহ্ আমানত সেতু) নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬-লেনবিশিষ্ট এপ্রোচ মহাসড়ক, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভূলতায় ৪-লেনবিশিষ্ট ফ্লাইওভার, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২৫টি সেতু, মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহ স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় সমাপ্তকৃত ১৩টি সেতু, ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক মহাসড়কের ৭২তম কিলোমিটারে বানার নদীর ওপর ২৮২.৫৬ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু, ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের ইন্দ্রপুল থেকে চক্রশালা পর্যন্ত বাঁক সরলীকরণ (পটিয়া বাইপাস সড়ক)।

(৮) প্রতিবেদনাধীন সময়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নবনির্মিত কক্সবাজার সড়ক ভবন, কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন, খুরুস্কুল-চৌফলদণ্ডী-ঈদগাঁও জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ, জনতাবাজার-গোরকঘাটা জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ, ইয়াংচা-মানিকপুর-শান্তিবাজার জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ কাজ, কক্সবাজার জেলার লিংক রোড-লাবনী মোড় সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, কুতুবদিয়া-আজম জেলা মহাসড়ক, পেকুয়াবাজার-মগনামাঘাট জেলা মহাসড়ক, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার সেনানিবাসস্থ শ্যুটিং ক্লাব পয়েন্টে ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক নির্মিত আন্ডারপাস, চরফ্যাশন উপজেলা সদর থেকে বেতুয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত নবনির্মিত মহাসড়ক, পিপিপি'র মাধ্যমে নির্মিতব্য ঢাকা বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ, রাংগুনিয়ার তেলিরপুল সেতু নির্মাণ, গহিরা-ফটিকছড়ি মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের লাইসেন্স আনুষ্ঠানিকভাবে ডিএমটিসিএল-এর নিকট হস্তান্তর, স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ডিএমটিসিএল-এর খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জি ২০২০-এর মোড়ক উন্মোচন এবং বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের ওভার হেড ক্যাটেনারি সিস্টেম ও রেললাইন স্থাপন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

(৯) প্রতিবেদনাধীন সময়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট জোন-এর অফিস ভবন-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ক.৬.১.২১ সেতু বিভাগ

(১) সেতু বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত ৬৬৮১.৫৩ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয় হয় ৬,৬৬৬.৫৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ এডিপির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৭৭ শতাংশ।

(২) গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবকাঠামো মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৮০.৫০ শতাংশ। মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৯ শতাংশ এবং ৭৩ শতাংশ।

(৩) ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানকল্পে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত প্রায় ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের পাইল ড্রাইভিং কাজ চলমান রয়েছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত ১ম ধাপের ১,৩৩৩টি ওয়ার্কিং পাইল ড্রাইভিং, ৩২৩টি Pile cap, ১০৯টি Cross beam, ২৩০টি কলাম (সম্পূর্ণ) ও ১৬৬টি কলাম (আংশিক) এবং ১৮৬টি আই গার্ডার কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের ভৌত অগ্রগতি ৫৬ শতাংশ।

(৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন টানেল-এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ৫৬ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ টানেল নির্মিত হলে চট্টগ্রাম জেলার মূল শহরের সাথে অপর প্রান্তের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং চট্টগ্রাম শহরের যানজট কমবে।

(৫) গাজীপুর থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত প্রস্তাবিত ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit বা BRT লেনের মধ্যে সেতু বিভাগ ৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশ বাস্তবায়ন করছে। কাজের ভৌত অগ্রগতি ৩০ শতাংশ।

(৬) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ১৬,৯০১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। জিটুজি ভিত্তিতে চীন সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠান China National Import and Export Corporation-এর সাথে ২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯২৩.৯৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের Design review and construction supervision consultant নিয়োগে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৭) ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (হেমায়েতপুর-কদমতলী-নিমতলী-সিরাজদিখান-মদনগঞ্জ-মদনপুর হয়ে চট্টগ্রাম মহাসড়ক পর্যন্ত) নির্মাণে পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

(৮) দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে আরও নতুন নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসাবে বরিশাল জেলায় রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলাদি-হিজলা-মেহেদীগঞ্জ সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর এবং পটুয়াখালী জেলায় লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর সেতু নির্মাণে পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। বর্ণিত সেতুগুলো নির্মাণে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়েছে। ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর, বরিশাল বিভাগের বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া নদীর উপর, পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বিষখালী নদীর উপর ও বাকেরগঞ্জ-বাউফল উপজেলা সড়কে কারখানা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

(৯) পটুয়াখালী জেলায় কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর জিওবি অর্থায়নে ১,০৪২.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণে একনেক কর্তৃক ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

(১০) চাঁদপুর-শরীয়তপুর এবং লক্ষ্মীপুর-চাঁদপুর সড়কে মেঘনা নদীর ওপর সেতু, ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের দীর্ঘমেয়াদি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নে ২৬৩ কোটি টাকার নিজস্ব অর্থায়নে ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

(১১) ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে সাবওয়ে বা Underground Metro নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান আছে।

ক.৬.১.২২ সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ১৯টি প্রকল্পের আওতায় আরডিপিতে বরাদ্দকৃত ১,১৬৮.৮৮ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৭৪০.৭২ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৬৩.৩৭ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য সমাপ্তকৃত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হলো '১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, বরগুনা, সাতক্ষীরা, রাজবাড়ি, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নওগাঁ, লক্ষ্মীপুর, মাদারীপুর ও ভোলা আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নির্মাণ। 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, বন্দি ব্যারাক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, পেরিমিটার ওয়াল, কেস টেবিল ও ২০ বেডের কারা হাসপাতালের নির্মাণ। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় ২১টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ভবনাদি নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.২৩ স্থানীয় সরকার বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে উন্নয়ন সহায়তাসহ ২৫৬টি প্রকল্পের আওতায় এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩২,৬১১.৩৪ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৬,৫৭৫.০২ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮১.৪৯ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হলো ৬৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ১০০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৫,৫০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, ১৩,০০০ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, ৩০,৫০০ মিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ, ৩,৭০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ, ১৯০টি গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার, ১৩০টি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ১৮০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ, ৫২০ কিলোমিটার খাল খনন। পৌর/নগর এলাকায় ৮১৫ কিলোমিটার সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ, ২৪০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ, ৭টি বাস/ট্রাক টার্মিনাল, ২৭০টি স্ট্রিট লাইট স্থাপন, ১৪৫টি টিউবওয়েল স্থাপন উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.২৪ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০টি প্রকল্পের আওতায় এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭,৭৬১.৮৭ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৫,৭৪০.৭৬ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৭৩.৯৬ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হলো সিরাজগঞ্জে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন, ছাত্র হোস্টেল, ছাত্রী হোস্টেল, ইন্টার্ন ডক্টরস ডরমেটরি (মেল), ইন্টার্ন ডক্টরস ডরমেটরি (ফিমেল) এবং নার্সিং ডরমেটরি নির্মাণ; ৪র্থ এইচপিএনএসপি-ভুক্ত 'ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ; চুয়াডাঙ্গা, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও, হবিগঞ্জ ও মাদারীপুরের জেলা হাসপাতালকে ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ উল্লেখযোগ্য।

ক.৭ দারিদ্র্য নিরসন

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসনকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি সংহত ও সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হচ্ছে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অভিঘাত থেকে সুরক্ষা দেবে। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে, যার উদ্দেশ্য দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে দারিদ্র্যের সংখ্যা ৩,৫৯,৯৮,৩৪০ জন এবং দারিদ্র্যের হার ছিল ২১.৮ শতাংশ, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩,৪৩,৩১,১৪৫ জন এবং শতকরা হার ২০.৫ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে চরম দারিদ্র্যের সংখ্যা ২,১৩,০১,৭৭০ জন, যার শতকরা হার ১২.৯ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে চরম দারিদ্র্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৭৫,৮৪,২৪৫ জন এবং শতকরা হার ১০.৫ শতাংশ। এ সময়ে দারিদ্র্য-ব্যবধানও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

ক.৮ কর্মসংস্থান

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪,৯৯,০৩৭ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। এর মধ্যে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা ৪,৩৮,৭৭ জন ও মহিলা কর্মীর সংখ্যা ৬০,৯৬০ জন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ইন্ডাস্ট্রি এ্যান্ড লেবার উইং কর্তৃক সর্বশেষ প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সংখ্যা ৯০,৯৪,০০০টি, অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সংখ্যা ৫,১৭,৩৪,০০০টি, মোট ৬,০৮,২৮,০০০টি এবং বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশ।

ক.৯ প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ-লোকসান

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৬৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত মোট লাভের পরিমাণ ১৪,৯৯৬.৮৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ লাভজনক প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংক লিমিটেড যার লাভের পরিমাণ ২,২০৫.৯৩ (সাময়িক) কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লাভজনক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন যার লাভের পরিমাণ ২,০০০ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৩৭টি প্রতিষ্ঠানে মোট লোকসানের পরিমাণ ৪,০৭৬.২৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক যার

লোকসানের পরিমাণ ১,৩১৩.৬২ (সাময়িক) কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বেসিক ব্যাংক যার লোকসানের পরিমাণ ৩১৯.০৭ (সাময়িক) কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাধীন লাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও লাভের পরিমাণ **পরিশিষ্ট-'খ'**-তে এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও লোকসানের পরিমাণ **পরিশিষ্ট-'গ'**-তে দেখানো হলো।

ক.১০ উৎপাদন বিষয়ক

উৎপাদনবিষয়ক তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি বিষয়ক পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো:

ক.১০.১ কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি

পণ্য[২]	একক	২০১৯-২০ অর্থবছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থবছরে (২০১৮-১৯) প্রকৃত উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
চাল	লক্ষ মেট্রিক টন	৩৮৭.২৪	৩৮৬.৯৫	৯৯.৯২	-	৩৭৩.৬৪
গম	লক্ষ মেট্রিক টন	১২.৪৫	১২.৪৬	১০০.০৮	-	১১.৪৮
ভুট্টা	লক্ষ মেট্রিক টন	৫২.০৮	৫৪.০২	১০৩.৭২	-	৪৬.৯৯
আলু	লক্ষ মেট্রিক টন	১০৮	১০৯.১৮	১০১.০৯	-	১০৯.৪৯
পেঁয়াজ	লক্ষ মেট্রিক টন	২৩.৮১	২৫.৫৭	১০৭.৩৯	-	২৩.৩১
পাট	লক্ষ বেল	৮০.০৮	৬৮.১৯	৮৫.১৫	-	৭৪.৪০
শাকসবজি	লক্ষ মেট্রিক টন	১৭৪.৭৪	১৮৪.৪৭	১০৫.৫৬	-	১৭২.৪৭
সুতা	লক্ষ কেজি	০.২২৮৮	০.৬৬৫১	২৯০.২৫	-	০.৬২৪৫
পাটজাত দ্রব্য	লক্ষ মেট্রিক টন	১১.৫০	৩.৮৯	-	-	৯.৩৮
সার (ইউরিয়া)	লক্ষ মেট্রিক টন	৯	৭.৯৬	৮৮.৫১%	৩১.৮৬%	৭.৮৩
লবণ	লক্ষ মেট্রিক টন	১৮.৫০	১৫.৭০	৮৪.৮৬	১০০	১৮.২৪
চিনি	লক্ষ মেট্রিক টন	১.২৫	০.৮২১৪	৬৫.৭১	৫	০.৬৮৯৫
মৎস্য	লক্ষ মেট্রিক টন	৪৪.৮৫	৪৪.৮৮	১০০.০৭	-	৪৩.৮৪
মাংস	লক্ষ মেট্রিক টন	৭৬	৭৬.৭৪	১০০.৯৭	১০৩.১৮	৭৫.১৪
দুধ	কোটি লিটার	১০৬.৫০	১০৬.৮০	১০০.২৮	৬৮.৯২	৯৯.২১
ডিম	কোটি	১,৭৩৫	১,৭৩৬.৪৩	১০০.০৮	৯৮.৩৩	১,৭১০.৯৭
গ্যাস	বিসিএফ	৮৯২.১৬৭	৮৮৬.৮১০	৯৯.৪০	৬৬.৪২	৯৬৫.৬১৯
কয়লা	লক্ষ মেট্রিক টন	৭.৮০	৮.১১	১০৪	-	৮.০৪
কঠিন শিলা	লক্ষ মেট্রিক টন	৮	৮.২৪	১০৩	১৫	১০.৬৮
চা	মিলিয়ন কেজি	৮০	৮৯.৯৩	১১৬.৩৪	৯০.৪১	৯০.৬৮

২০১৯-২০ অর্থবছরে গম, ভুট্টা, আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজি, সুতা, মৎস্য, মাংস, দুধ, ডিম, কয়লা, কঠিন শিলা এবং চায়ের প্রকৃত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে চাল, গম, ভুট্টা, শাকসবজি, পেঁয়াজ, সুতা, সার (ইউরিয়া), চিনি, মৎস্য, মাংস, দুধ, ডিম এবং কয়লার প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও আলু, লবণ, পাট, পাটজাত দ্রব্য, গ্যাস, কঠিন শিলা এবং চায়ের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

ক.১০.২ বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল ও পানি

বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল এবং পানি উৎপাদন ও সরবরাহ-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্য বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি তেল সংক্রান্ত তথ্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পানি উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

ক.১০.২.১ বিদ্যুৎ সরবরাহ

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৮-১৯)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধির শতকরা হার
সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট)	১২,৭৩৮	১২,৮৯৩	(-) ১.২০
সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)	১২,৭৩৮	১২,৮৯৩	(-) ১.২০
মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎ (গিগাওয়াট-ঘণ্টা)	**৭১,৪১৯**	**৭০,৫৩৩**	**+১.২৬**

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ।

ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৩,৫৪৮ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায় উভয় ক্ষেত্রে ১৫৫ মেগাওয়াট হ্রাস পেয়েছে। এ অর্থবছরে সর্বমোট ৪৫ হাজার কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়; ১,৭৭৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয় এবং ২,৭৮২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ছয়টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৫,২৯৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪৩টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন ছিল। বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৯৭ শতাংশ এবং মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫১২ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) কিলোওয়াট ঘণ্টা।

ক.১০.২.২ ২০১৯-২০ অর্থবছরে চুক্তি-স্বাক্ষরিত, চালুকৃত ও নির্মাণাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রের তথ্য

পর্যায়	বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
চুক্তি-স্বাক্ষরিত	৬টি	২,৭৮২
চালুকৃত	১১টি	১,৭৭৩
নির্মাণাধীন (জুন ২০২০)	৪৩টি	১৫,২৯৪

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ।

ক.১০.২.৩ বিদ্যুতের গড় সিস্টেম লস

সংস্থার নাম	সিস্টেম লসের শতকরা হার		পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সিস্টেম লসের হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)	মন্তব্য
	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৮-১৯)		
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৮.৯৯	৯.১২	(-) ০.১৩	
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো)	৯.৯০	১০.৮৭	(-) ০.৯৭	
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	৬.৬৭	৭.৩৭	(-) ০.৭০	
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	৬.৩২	৭.১১	(-) ০.৭৯	
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)	৮.২৭	৮.৮৩	(-) ০.৫৬	
নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো)	১০.৬২	১০.৫২	(+) ০.১০	
মোট বিতরণ লস	৮.৭৩	৯.৩৫	(-) ০.৬২	
সঞ্চালন	২.৯১	৩.১০	(-) ০.১৯	
মোট: বিতরণ ও সঞ্চালন	১১.২৩	১১.৯৬	(-) ০.৭৩	

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে নেসকো ব্যতীত অন্যান্য বিতরণ সংস্থার বিদ্যুতের গড় সিস্টেম লস পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

ক.১০.২.৪ জ্বালানি তেলের সরবরাহ

	মেট্রিক টন		পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) পরিমাণ এবং শতকরা হার (মেট্রিক টন)
	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৮-১৯)	
চাহিদা	৬৫,১৫,০০০	৭১,০০,০০০	-৫,৮৫,০০০ (৮.২৪)
সরবরাহ	৫১,০৮,২৮২	৬৫,৪৯,৫৯৭	-১৪,৪১,৩১৫ (২২.০১)

সূত্র: জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

ক.১০.২.৫ মেট্রোপলিটন এলাকায় পানি সরবরাহ

(লক্ষ গ্যালন)

		প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৮-১৯)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) পরিমাণ
ঢাকা	চাহিদা সরবরাহ	২৪,১০,৮৩২ ২৪,৫৯,০৪৯	২৩,৬২,৬১৬ ২৪,১০,৮৩২	(+) ৪৮,২১৬ (+) ৪৮,২১৭
চট্টগ্রাম	চাহিদা সরবরাহ	৪,২৫,১৫২ ২,৬৩,৭০৬.০৯	৪,১৪,৪১৭ ২,৫৯,৯৪১.২	(+) ১০,৭৩৫ (+) ৩,৭৬৪.৮৯
রাজশাহী	চাহিদা সরবরাহ	১,১৮,০০০ ৬০,৮০০	১,১৭,০০০ ৫৯,৮০০	(+) ১,০০০ (+) ১,০০০
খুলনা	চাহিদা সরবরাহ	২,১৯,০০০ ১,৩৩,২২৫	২,১৯,০০০ ১,০৬,৩০৬.২৫	(+) ২৬,৯১৮.৭৫

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী মেট্রো এলাকায় পানির চাহিদা ও সরবরাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় খুলনা মেট্রো এলাকায় পানির চাহিদা সমান থাকলেও সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক.১১ বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ

বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-) এর হার
	৪,৯৯,০৩৭ জন	৬,৫৯,১২৯ জন	(-) ২৪.২৯

সূত্র: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ বিগত অর্থবছরের চেয়ে ২৪.২৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

ক.১২ পর্যটক (স্থল, নৌ ও আকাশপথে বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা)

	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) পরিমাণ
মোট যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৯,১০,৫৮১ জন	১২,৩৮,৯৪৩ জন	(-) ৩,২৮,৩৬২ জন
পর্যটকের সংখ্যা (জন)	২,৪৯,২২৪ জন	২,৯২,৮৮২ জন	(-) ৪৩,৬৫৮ জন

সূত্র: জননিরাপত্তা বিভাগ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে পর্যটকের সংখ্যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

(খ) প্রশাসনিক

খ.১ জনবল

পদের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৮-১৯)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) শতকরা হার
অনুমোদিত পদ	১৫,৮৮,৬৭০	১৫,৫৩,৩৩২	+২.২৭
শূন্যপদ	৩,৪৩,৬০৩	৩,০৯,৯৫৯	+১০.৮৫

সূত্র: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সংকলিত।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় অনুমোদিত পদের সংখ্যা ও শূন্যপদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০ হাজারের বেশি পদ শূন্য ছিল এরূপ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা ৮টি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৭৩,২১২টি; স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে ৩৮,১৭০টি; জননিরাপত্তা বিভাগে ২০,০৩০টি; কৃষি মন্ত্রণালয়ে ১৪,৪৫৪টি; রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ১৪,৭০৭টি; মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ১৩,১৬১টি; স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে ১৪,২২৭টি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১৩,৫৭৭টি পদ শূন্য রয়েছে।

খ.২ উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদ ও সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ

পদের ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)
উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদ	৭২৩	১,০২৭
উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদ	১৮১১	১,৬০১
রিটেনশনকৃত অস্থায়ী পদ	৪,৪৬,০২৮	৪,০৫,৭১২

সূত্র: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সংকলিত।

খ.৩ নিয়োগ ও পদোন্নতি

		প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)
নিয়োগ	কর্মকর্তা	২২,৯২০	১৬,৪৮৮
	কর্মচারী	২৫,৯৬৭	২৩,৭৭০
	মোট	**৪৮,৮৮৭**	**৪০,২৫৮**
পদোন্নতি	কর্মকর্তা	৭,৯৫০	১১,০৫৩
	কর্মচারী	১০,৬৩৩	১১,৩০৯
	মোট	**১৮,৫৮৩**	**২২,৩৬২**

সূত্র: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সংকলিত।

খ.৪ শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা

অর্থবছর	পুঞ্জীভূত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দণ্ড	অব্যাহতি	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা	অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
২০১৯-২০	১১,৪৯৯	৫২৬	৩,৩৪৮	১,৬২৫	৫,৪৯৯	৬,০০০
২০১৮-১৯	১১,৭২৫	৬১৯	৩,৭০৫	১,৬৭৪	৫,৯৯৮	৫,৭২৭

সূত্র: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সংকলিত।

২০১৯-২০ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় অনিষ্পন্ন ২৭৩টি শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ.৫ অডিট আপত্তি

অর্থবছর	পুঞ্জীভূত অডিট আপত্তি		নিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকা)	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকা)	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকা)
২০১৯-২০	৫,৭০,৮০০	১৪,২৭,৮২৪.০৭৪	৫৯,৯৩২	৭৪,৭৬৬.০৮২	৫,১০,৮৬৮	১৩,৩৭,৬৪০.৯৬
২০১৮-১৯	৮,০০,৪৮১	২০,৫৭,৭৭২.০৮	১৭,৭১০	৪৭,২৯০.২৭৮৯	৭,৮২,৭৭১	২০,১০,৪৮১.৮০

সূত্র: কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় অডিট আপত্তির সংখ্যা এবং আর্থিক সংশ্লেষ হ্রাস পেয়েছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অডিট রিপোর্টে প্রদত্ত গুরুতর অনিয়মের তথ্যাদি **পরিশিষ্ট-'ঘ'**-তে দেখানো হলো।

খ.৬ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

অর্থবছর	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা
২০১৯-২০	৪৬,৯০৪	২২,৮২১	৯৪৭	২২,০৫৪
২০১৮-১৯	৬৫,৮৬৭	১১,৭৫৯	১,০৫৭	২৬,২৪৮

সূত্র: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সংকলিত।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা সর্বোচ্চ ৩১,১৩৮টি; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১২,৯০৩টি এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা তৃতীয় সর্বোচ্চ ১,৭০৩টি।

খ.৭ তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার

খ.৭.১ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে। ৫৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন কোনো কোনো দপ্তর/সংস্থায় Local Area Network (LAN) ও ৪১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে Wide Area Network (WAN) সুবিধা আছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা ১,৬৭,০৬৭ জন।

খ.৭.২ ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক লেনদেনের ডিজিটাল সুবিধায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ডাক অধিদপ্তরের ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' এর প্রবর্তন করা হয়েছে। এ সেবা ব্যবহার করে গ্রাহকগণ দেশের যে কোনো স্থানে বসে অ্যাপসযুক্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের সুবিধা গ্রহণ করছেন। বর্তমানে ৩ কোটি ২০ লক্ষ 'নগদ' গ্রাহক রয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিং, ই-এডুকেশন, Direct To Home (DTH), Very Small Aperture Terminal (VSAT) প্রভৃতি সেবা প্রদান, স্যাটেলাইটের বিভিন্ন সেবার লাইসেন্স ফি ও স্পেকট্রাম চার্জ বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, স্যাটেলাইট টেকনোলজি ও সেবার প্রসারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে বর্তমানে দেশের মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৬.১৫ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০.২১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেশের টেলিডেনসিটি

৯৬.২৮ শতাংশ এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ৬০.৩৪ শতাংশ। দ্রুতগতির মোবাইল ইন্টারনেট সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল কোম্পানি টেলিটকসহ দেশের চারটি সেলুলার মোবাইল অপারেটরকে 4G লাইসেন্স প্রদান করা হয়। 4G লাইসেন্স-এর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটরসমূহ দ্রুতগতিতে নেটওয়ার্ক বিস্তারের কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের 4G গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩.৩৯ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী 5G প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ.৭.৩ ডাক অধিদপ্তরকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ৮,৫০০টি ডাকঘরকে ডিজিটাল ডাকঘরে রূপান্তর করা হয়েছে। ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরে আধুনিক স্থাপত্যশৈলী সমৃদ্ধ ও দৃষ্টিনন্দন ১৪ তলা বিশিষ্ট ডাক অধিদপ্তরের প্রশাসনিক সদর দপ্তর ডাক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ১৪টি মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব সেন্টারে চিলার রুম থাকবে যাতে কাঁচা শাকসবজি ও ফলমূল সংরক্ষণ করা যাবে। পাশাপাশি থাকবে আধুনিক যন্ত্রপাতি যা দিয়ে সারাদেশে মেইল প্রসেসিং আরও গতিশীল হবে। এ সব সেন্টারগুলো বিভাগীয় পর্যায়ে ই-কমার্স হাব হিসাবেও ব্যবহৃত হবে। একইসাথে এসব সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায় থেকে শহরে কৃষিজ ও প্রাকৃতিক বিভিন্ন পণ্য প্রেরণ সহজ হবে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। টেলিটকের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি-আবেদন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ সেবার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরাসরি অনলাইনে আবেদন দাখিল, ফি প্রদান, এডমিট কার্ড, এ্যাটেনডেন্স শিট ও রেজাল্ট প্রাপ্তি ইত্যাদি সুবিধা পাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৬ লক্ষের অধিক। টেলিটকের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রায় ৫০ লক্ষ পল্লী বিদ্যুৎ গ্রাহক এ সেবা গ্রহণ করেছেন।

খ.৭.৪ জনগণকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রাথমিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে ডিজিটাল সিকিউরিটি হেল্প-ডেস্ক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১০৪ শর্ট কোডের মাধ্যমে নাগরিকগণ অথবা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের (Voice Call/IVR/SMS/Live Chat) মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা, ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত আইনগত পরামর্শ ও সেবা গ্রহণ করতে পারবে। হেল্প-ডেস্ক স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং শীঘ্র উদ্বোধন করা হবে। টায়ার ফোর ডাটা সেন্টারের আইটি অডিট সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিয়মিত সতর্কীকরণ এবং PCI DSS, ISO 27000 ইত্যাদি সনদ অর্জনে পরামর্শ/সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে করণীয় নির্ধারণে কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

খ.৭.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'মোবাইল গেইম ও অ্যাপ্লিকেশনের দক্ষতা উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প-এর দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য ৭৮০ জনসহ এ পর্যন্ত ১৭,৪০৫ জনের Advanced Professional Coaching প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মাধ্যমে ১০৪টি অ্যাপস ও ৫২টি গেইম উন্নয়ন করা হয়েছে। সারাদেশে ৮টি সেন্টার ও ৩২টি টেস্টিং ল্যাব স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ল্যাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট কাজ চলমান রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের নাগরিক সেবা সম্পর্কিত এ্যাপস উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং এটুআই প্রোগ্রাম-এর যৌথ উদ্যোগে সাইবার নিরাপত্তায় দক্ষতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'ডিজিটাল নিরাপত্তা অনলাইন কোর্স' নামক প্রশিক্ষণ কোর্স 'মুক্তপাঠ' প্ল্যাটফর্মে চালু করা হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্মে ১৭,৯৩৩ জন প্রশিক্ষার্থী কোর্স সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট অর্জন করেছে।

খ.৭.৬ ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ-৩ (ইনফো-সরকার) প্রকল্পের আওতায় ৫৩৫ কিলোমিটার ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। ১টি জেলা, ৩৮টি উপজেলা এবং ৩৫৫টি ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযোগ প্রদান এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে PAT সম্পন্ন ১,৫১৩টি। 'আমার গ্রাম, আমার শহর' শীর্ষক সেমিনার মোট ১৩টি জেলায় (২টি অনলাইনের মাধ্যমে) অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিটি সেমিনারে গড়ে ৯০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অনলাইনের মাধ্যমে সকলের নিকট স্বাস্থ্যসেবা সহজে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইডিয়া প্রকল্প কর্তৃক 'হেলথ ফর ন্যাশন' প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'হেলথ ফর ন্যাশন' প্ল্যাটফর্মের জন্য পৃথক একটি ওয়েবসাইট তৈরির কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্টার্টআপসমূহকে এর সাথে সমন্বয়ের কাজ চলছে।

খ.৭.৭ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,২০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সফট্ওয়্যার উন্নয়ন কাজের অংশ হিসাবে ডেলিভেরিবেলসসমূহ ডেলিভারি শিডিউল অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়। দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার ও প্রচারণার জন্য ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ৩৫০ জন কমিউনিটি ডিজ্যাবিলিটি এক্সপার্টকে ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২১০ হেলথ অ্যালাইড প্রফেশনালকে ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

খ.৭.৮ বিসিসি-সিএ ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করার জন্য বিশেষায়িত একটি Jetty Signing Server প্রস্তুত করা হয়েছে। এর সাহায্যে pdf ফাইলেও ডিজিটাল স্বাক্ষর করা যাবে। CA Client-এর সাহায্যে যে কোনো browser থেকেই ব্যবহারকারী থেকে issue হওয়া certificate নিজেদের hardware dongle/windows keystore-এ ইন্সটল করতে পারবে। বিসিসির কর্মকর্তাদের মাঝে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রদান করা হয়েছে। বিদেশগামী বাংলাদেশি নাগরিকদের অনলাইনে নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সিস্টেমে ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে ঘরে বসে নাগরিকরা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ৩০ দিনের পরিবর্তে ৩ দিনে পাবে। এ বিষয়ে ৭৩০ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৯০০টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, ৯০০টি Cryptography Token/Dongle প্রদান এবং ১টি Signing Server (API) ও ১টি Local Signing Service প্রস্তুত করা হয়।

খ.৭.৯ বিজিডি ই-গভ সার্ট কর্তৃক এ পর্যন্ত ১৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ২০টি ডিজিটাল ফরেনসিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৯১টি সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং প্রতিবেদন প্রদান করে হয়। বিজিডি ই-গভ সার্ট কর্তৃক এ পর্যন্ত ২৬১টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৩ হাজার ৬৬৮টি সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান এবং ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশনসমূহের Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

খ.৭.১০ ২০২১ সালের মধ্যে আইসিটি খাতে ২ মিলিয়ন কর্মসংস্থান এবং ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আইসিটি বিভাগ কাজ করে চলেছে। এ লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থানও অনলাইন আউটসোর্সিং বৃদ্ধিকল্পে 'লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৬৫০টি ব্যাচে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৮,৪১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল শিক্ষার্থীগণ Web Design & Development, Graphic Design ও Digital Marketing বিষয়ক সর্বমোট ২০০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ (৫০ দিনব্যাপী) কোর্স সম্পাদন করার পর এ পর্যন্ত ৩১ লক্ষ ১৯ হাজার ৭১৪ মার্কিন ডলার আয় করেছে। তারা নিজেরা যেমন স্বাবলম্বী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি আরও অনেক মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে, তাদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘরে বসে ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে এদেশের তরুণদের ফরেন রেমিট্যান্স উপার্জনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যে ঘোষণা দিয়েছেন, এই প্রশিক্ষণ সেই সম্ভাবনাকেই উজ্জ্বল করে তুলেছে।

খ.৭.১১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের আত্মকর্মসংস্থান ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল ক্যারাভ্যান ট্রেনিং বাসের মাধ্যমে কম্পিউটার/বেসিক আইটি বিষয়ে ট্রেনিং কার্যক্রম চলমান আছে। এ কার্যক্রমে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩২০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে ৫৭,৬৮৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৬৪ জেলায় ২,০০০টি ব্যাচে এইচএসসি/স্নাতক পাশ মোট ৪০,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০ দিনব্যাপী প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ গুগল বা জুম বা অন্য কোনো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করছেন এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রশিক্ষণে অনলাইনে যুক্ত হয়ে ডিজিটাল মনিটরিং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ মনিটর করতে পারছেন। এই প্রশিক্ষণের ফলে দেশের ৬৪ জেলায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণ-তরুণীরা ঘরে বসেই উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ হয়ে উঠবেন এবং এই দক্ষতা কাজে লাগিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে ফরেন রেমিট্যান্স আয় করতে পারবেন। অনলাইন প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে একজন প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতে নিজেদের যোগ্যতায় বিভিন্ন দেশের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট সম্পন্ন করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা নিশ্চিত করতে পারে। ফলে প্রশিক্ষণ শেষ হতেই শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে অন্তত ১০০ মার্কিন ডলার করে উপার্জন করে। এর ব্যত্যয় হলে

প্রফেশনাল আউটসোর্সিং ট্রেনিং-এর শেষার্ধের ১০০ ঘণ্টা ট্রেনিং শেষ করেও বিশেষায়িত ক্লাস বা মেনটরিং-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীকে বিশ্ববাজারের উপযুক্ত করে তোলা হয়। তৎকালীন সময় যখন গ্লোবাল আউটসোর্সিং মার্কেটের আকার ছিল ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশ তখন ০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে বিশ্বব্যাপী অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটে দ্বিতীয় বৃহত্তম অনলাইন শ্রম সরবরাহকারী হিসাবে স্থান করে নেয়। এ ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ৪০,০০০ শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণ শেষে ফরেন রেমিট্যান্স আনুমানিক ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশ অর্জন করবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত থেকে যে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, এই প্রশিক্ষণার্থীরা সেটি অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

খ.৭.১২ কোভিড-১৯ মহামারিতে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল হাইজিন বিষয়ে সহায়িকা প্রস্তুত করা হয়। গুজব, ফ্যাক্ট চেকিং, স্প্যাম, ম্যাল-ইনফরমেশন, সোশ্যাল মিডিয়া যাচাইকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদকর্মী, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ৩৫০ জনকে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

খ.৭.১৩ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডাটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮৭টি ডোমেইনে সর্বমোট ১০,০২২টি ই-মেইল অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬০৭টি ডোমেইনে সর্বমোট ৮৭,০২১টি ই-মেইল অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ডাটা সংরক্ষণ ক্ষমতা ১২ পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

খ.৭.১৪ বিসিসি কর্তৃক স্থাপিত জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (এনওসি)-এর কেন্দ্রীয় মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় এ পর্যন্ত ১৭,৩৫৮টি দপ্তর এবং তৈরিকৃত ১৭,৩৫৮টি ফ্রি ওয়াইফাই জোনকে আনা হয়েছে। এ নেটওয়ার্কে ৯০২টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে। মনিটরিং সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত সরকারি দপ্তর ব্যতীত বাংলাদেশ সচিবালয়ে ৫০৬টি এক্সেস পয়েন্টের মাধ্যমে ফ্রি ওয়াইফাই সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহের মোট ২,২০০টি ভিডিও কনফারেন্সিং-এ নেটওয়ার্ক সংযোগসহ সকল প্রকার কারিগরি সহযোগিতা বিসিসি হতে সফলভাবে প্রদান করা হয়েছে। বিসিসি'তে ৫জি টেকনোলজির ওয়াইফাই-৬ রাউটার স্থাপন করা হয়েছে।

খ.৭.১৫ ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইন্টার-অপারেবিলিটি সমস্যা দূরীকরণ ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য Bangladesh National Digital Architecture (BNDA) প্রস্তুত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ ট্র্যাকার: করোনা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত তথ্য সংগ্রহকারী সিস্টেম যা সংগৃহীত তথ্য ম্যাপ/সারণি আকারে দেখায়। ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয় এ পর্যন্ত ট্র্যাকারটি ৮,২০,০০০+ বার ভিজিট করা হয়েছে এবং সামাজিক মাধ্যমে ১৪,০০০+ বার শেয়ার করা হয়েছে। ডিজিটাল খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম: ২৪টি জেলার ২৪টি উপজেলায় বোরো ২০২০ মৌসুমের কার্যক্রম চলমান আছে, ২,৫০,০০০+ নিবন্ধিত কৃষক, কৃষকের এ্যাপ ৫০,০০০+ বার ডাউনলোড ও ব্যবহৃত হয়েছে, ৮২.২১ কোটি টাকা সমমূল্যের ৩৩,০০০ মেট্রিক টন ধান সংগৃহীত হয়েছে, মোট ৮৫,০০০ মেট্রিক টন (প্রায়) ধান সংগ্রহ করা হবে।

খ.৭.১৬ দেশের সকল স্থানে অনলাইনে বেতন বিল দাখিল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে দেড় লক্ষেরও বেশি কর্মকর্তা অনলাইনে বেতন বিল দাখিল করছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে কাগুজে বেতন বিল দাখিল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে। নন গেজেটেড কর্মচারীদের অনলাইনে বেতন বিল দাখিল এবং ইএফটিতে বেতন প্রদান সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবালয়সহ অধিকাংশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে চালু করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ কার্যক্রম দেশের সকল দপ্তরে বিস্তৃত করা হবে। সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন ডাটাবেজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রায় ৮ লক্ষ ১৫ হাজার পেনশনভোগীর তথ্য ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এসব পেনশনভোগীদের মাসিক পেনশন অনলাইনভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে। ২,৪০,০০০ পেনশনার ইএফটির মাধ্যমে পেনশন পাচ্ছেন। একটি কেন্দ্রীয় পেনশন প্রদান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সকল পেনশনারকে ই-পিপিও প্রদান করা হবে এবং ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান করা হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সকল পেনশনারকে ইএফটির আওতায় আনা হবে। প্রায় ১১ লক্ষ ৫০ হাজার সরকারি কর্মচারী অনলাইন ডাটাবেজ সম্পন্ন হওয়ায় তাদের বেতন ভাতা বাবদ বাজেট প্রণয়ন, অবসর গ্রহণের তথ্য এবং নতুন পদ্ধতি ইএফটির মাধ্যমে বেতন পরিশোধের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়াধীন ৭টি SAE (Self Accounting Entity) (গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, রেলওয়ে এবং ডাক বিভাগ, সিজিডিএফ)-এ iBAS++-এর হিসাবরক্ষণ মডিউল চালু করা হয়েছে, এগুলো থেকে ইলেকট্রনিক অ্যাডভাইসের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অর্থ পরিশোধ করছে, যার ফলে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। দেশের সকল স্থানে গেজেটেড কর্মকর্তাগণের বেতন-ভাতাদি ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে।

খ.৭.১৭ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের বেতন-ভাতাদি আইবাস++এর মাধ্যমে প্রদান করার কাজ চলমান রয়েছে। সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তাগণ এবং সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা সকলেই নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে আইবাস++ এর ইএফটির মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি পাচ্ছেন। জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীয় ইন্টারনেট ভিত্তিক সফট্ওয়্যার, যার মাধ্যমে সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র বিক্রয়, লভ্যাংশ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় হিসাবায়ন সম্পন্ন হচ্ছে। সঞ্চয়পত্রের কিস্তির সুদ এবং আসল নগদায়নের অর্থ ইএফটি'র মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সঞ্চয়পত্রকে পেপারলেস করা হয়েছে। এর ফলে যেমন সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের সীমা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে, ফলে সঞ্চয়পত্রের সুদ বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে, গ্রাহকসেবার মান উন্নয়ন হচ্ছে। এই সেবা বর্তমানে সারাদেশে সঞ্চয়পত্র বিক্রয়কারী সকল আউটলেটে চালু করা হয়েছে। ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমকেও অনলাইন করা হয়েছে।

খ.৭.১৮ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ যেন ট্রেজারির বাইরে পড়ে না থাকে, সে উদ্দেশ্যে নগদ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য আইবাস++ এ নতুন মডিউল সংযোজন করা হয়েছে। এই মডিউলটি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, জাতীয় গৃহায়ন কতৃপক্ষ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল-এ সফলভাবে পাইলটিং-এর পর বিদ্যুৎ বিভাগের সকল প্রকল্প, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়াতে চালু করা হয়েছে। বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ইত্যাদিসহ নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির ওপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। iBAS++ ব্যবহার করে G2P-এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কার্যক্রমসমূহের সুবিধাভোগীদেরকে ভাতা প্রদানের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৫০ লক্ষের বেশি উপকারভোগীকে ইএফটির মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ঘরে বসে চালান জমাদানের উদ্দেশ্যে অটোমেটেড চালান ও ই-চালান বাতায়ন চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন নাগরিকগণ সহজেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা দিতে পারবেন, ফলে সরকারের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে, তেমনি স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পাবে।

খ.৭.১৯ বিনিয়োগকারীদের E-service-এর অংশ হিসাবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ One Stop Service-এর পাশাপাশি Automation এবং দ্রুততর গ্রাহক সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে পূর্বে চালুকৃত BOST সিস্টেমটিও চলমান রয়েছে যার মাধ্যমেও বিনিয়োগকারীগণ তাদের আবেদন জমা দিতে পারছেন। সর্বোপরি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বিডায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কর্তৃক সবধরনের গ্রাহকসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

খ.৭.২০ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসাবে সরকার ই-কমার্সকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। 'ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদি ১,৭৯৯.৯৩ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে ৫,০০০ জন উদ্যোক্তাকে ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৬৫টি ব্যাচে ১,৬২৫ জন উদ্যোক্তাকে ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে তরুণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিসহ নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা, ২০১৮ সংশোধন করা হয়েছে।

খ.৭.২১ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা Digitalized করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের আওতায় প্রণীত Project Management Information System (PMIS) সফট্ওয়্যার ব্যবহারের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ২,৯৭৩ জন প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

খ.৭.২২ দেশে e-Tendering-এর আওতায় ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ মোট ১,৩৪০টি ক্রয়কারী সংস্থা ই-জিপি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একইসঙ্গে ১২,৪৯৫ জন দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা ই-জিপি-তে নিবন্ধিত হয়। ই-জিপি সিস্টেমে ৯১,৩৬৩টি দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং ৫৬,৯৩৭টি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

খ.৭.২৩ বাংলাদেশের একটি ডিজিটাল পর্যটন ম্যাপ/ডিজিটাল গাইড প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। এই ডিজিটাল পর্যটন ম্যাপে থাকবে বাংলাদেশের পর্যটন স্পটসমূহের চিহ্ন, যেখানে ক্লিক করলে উক্ত পর্যটন স্পটের টেক্স, অডিও এবং ভিজ্যুয়াল বিবরণ পাওয়া যাবে। এই ডিজিটাল পর্যটন ম্যাপ বিদেশে বাংলাদেশের সকল মিশনেও দেওয়া যাবে।

খ.৭.২৪ ১৬-২১ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আয়োজনে এবং আইসিটি ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ল্যাবে ৩৬টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৮৬ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে ১০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত ল্যাবের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল সার্ভিস প্রচলনে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

খ.৭.২৫ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিভাগের সমৃদ্ধ ইন্টার-এ্যাক্টিভ ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd)-এর মাধ্যমে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা, বিধিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে খসড়া প্রকাশ করে স্টেকহোল্ডার ও জনসাধারণের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। ওয়েবসাইটের বিভিন্ন সেবাবক্সের পাশাপাশি নিজস্ব Grievence Redress System এবং ফেসবুক পেজের মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত, পরামর্শ বা অভিযোগ গ্রহণ করে গৃহীত পদক্ষেপ দ্রুততম সময়ে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এ বিভাগের নিজস্ব তত্ত্বাবধানের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে এ বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ও স্থাপনা সম্পর্কিত অনলাইনভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার; এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মামলা ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার, এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অডিট ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও হালনাগাদ করার জন্য অডিট ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার, এ বিভাগের আওতাধীন বিআরটিসি'র যানবাহনের চলাচল আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার, ভূমি ও স্থাপনা সম্পর্কিত অনলাইনভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার ইত্যাদি। চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রক্রিয়াকৃত দরপত্রসমূহের অগ্রগতি জানানোর জন্য প্রকল্প অগ্রগতি মনিটরিং সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বিদেশ ভ্রমণসংক্রান্ত ডাটাবেজ সফট্ওয়্যার করা হয়েছে। বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ই-নথি ব্যবহার করে নথি নিষ্পত্তিতে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসির বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যাতায়াতের সুবিধার্থে র‍্যাপিড পাস প্রবর্তন করা হয়েছে। র‍্যাপিড পাস-এর মাধ্যমে ভাড়া হিসাবে আদায়কৃত অর্থ ব্যবহার অনুযায়ী পরিবহণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে কার্যকর e-clearing House করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা শহরের কয়েকটি রুটে বিআরটিসি ও বেসরকারি বাসে র‍্যাপিড পাস-এর মাধ্যমে ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মেট্রোরেল-এ র‍্যাপিড পাস-এর মাধ্যমে ভাড়া আদায় করা হবে।

খ.৭.২৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-এর সেবার মান ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, মোটরযানের কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আদায়, মোটরযানে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ ও রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ইত্যাদি। বিভিন্ন সেবা গ্রহণের জন্য এসএমএস-এর মাধ্যমে গ্রহীতাকে অবহিত করা হয়। ডিজিটাল কার্যক্রমসমূহ বিআরটিএ'র সার্ভিস পোর্টাল-এ রয়েছে। উল্লেখ্য, অপেশাদার চালকদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১ এ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ড চালু করা হয়েছে।

খ. ৭.২৭ ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র জোয়ারসাহারা, বগুড়া ও রংপুর বাস ডিপোর উদ্যোগে বিভিন্ন রুটে এসি বাসে ওয়াইফাই ইন্টারনেট সুবিধা চালু আছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ওয়াইফাই ইন্টারনেট সুবিধা চালু করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আমদানিকৃত বিআরটিসি'র নতুন বাসে ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে বিআরটিসি ও সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এবং জনসচেতনতামূলক উদ্ধৃতি যাত্রীসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে। বিআরটিসি'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অনিয়ম দূর করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে জোয়ারসাহারা, কল্যাণপুর ও গাবতলী ডিপোতে পরীক্ষামূলকভাবে ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিআরটিসি'র সকল ডিপোতে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে। ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LoC-2)-এর আওতায় আমদানিকৃত ৫০০টি বাসে ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম (ভিটিএস) সংযোজন করা হয়েছে। নতুন ৫০০টি ট্রাকে ভিটিএস সংযোজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে র‍্যাপিড পাস নামের স্মার্ট কার্ড চালু করা হয়েছে।

খ.৭.২৮ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের দরপত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ই-জিপি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪,৬৭০টি দরপত্র ই-জিপি পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি সরকারি বরাদ্দকৃত প্রকল্প, উপ-প্রকল্প এবং প্রকল্পের উপাদান-এর তথ্য প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম (পিএমএস)-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও মনিটরিং করা হয়। মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ Axle Load Control Station-এর কর্মকান্ড ওয়েববেজড রিমোট মনিটরিং সিস্টেম-এর আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় মেঘনা, গোমতী, বাথুলী ও সীতাকুন্ডে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের বিভিন্ন দপ্তর, মাঠপর্যায়ের কার্যালয়, বিভিন্ন প্রকল্প, সেতুর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ Available নথিসমূহ ডিজিটালাইজ করার জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ সিস্টেম-এ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ডিজিটাল আর্কাইভ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নষ্ট হওয়া ব্যবহারের অনুপযোগী ডকুমেন্টসমূহ ব্যবহারের উপযোগী করে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ অধিদপ্তরের ক্রয় কাজে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারগণের কর্মদক্ষতা সহজ, সঠিক, দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে ঠিকাদারগণের একটি পরিপূর্ণ ডাটাবেজ, Tenderer Database Management System (TDMS) তৈরি করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ই-নথি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

খ.৭.২৯ ডিটিসিএ'র www.dtca.gov.bd ওয়েবসাইট রয়েছে যাতে নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড শেয়ার করা করা হয়। ডিটিসিএ'র কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভাইবার ও ফেসবুক গ্রুপ খোলা হয়েছে, সেখানে দেশের ট্রান্সপোর্ট সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, লেখা, খবর ও মতামত শেয়ার করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিটিসিএ কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মশালা, গণশুনানি, পরিবহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি অফিসিয়াল ফেজবুক পেজ-এ নিয়মিত শেয়ার করা হয়েছে। ঢাকা শহরে গণপরিবহণে যাত্রীদের আধুনিক ও নিরাপদ ডিজিটাল টিকেটিং সিস্টেম র‍্যাপিড পাস কার্ড প্রসারের জন্য ডিটিসিএ কাজ করছে। এর অংশ হিসাবে অনলাইনে কার্ড রিচার্জ ও ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সফট্ওয়্যার আপডেটের কাজ চলমান রয়েছে।

খ.৭.৩০ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.dmtcl.gov.bd) রয়েছে। ওয়েবসাইট-এর সেবা বক্সসমূহ, Frequently Asked Question (FAQ) এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। এতে ডিএমটিসিএল-এর কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। যে কোনো স্থান হতে যে কোনো সময় ডিএমটিসিএল'র কার্যক্রম সম্পর্কে সকলে জানতে পারেন এবং মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। এ Website-এ Facebook Page, Image Gallery ও Video Gallery সংযুক্ত আছে, যেখানে ডিএমটিসিএল সম্পর্কিত কার্যক্রম, ছবি ও ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে। Video Gallery-তে YouTube Channel-এর লিংক সংযুক্ত আছে। ডিএমটিসিএল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি তাৎক্ষণিক গ্রুপভিত্তিক কর্মকর্তাদের অবহিত করার লক্ষ্যে DMTCL-SMC, DMTCL এবং DMTCL-Grade 10 শিরোনামে তিনটি Messenger Group রয়েছে। ডিএমটিসিএল সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, গাইডলাইন, বিভিন্ন প্রকাশনা ইত্যাদিও ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা আছে। দ্রুত জনসেবা প্রদান ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে টোল ফ্রি নাম্বারসমূহ সংযোজন করা হয়েছে। সরকারি webmail-এ ডিএমটিসিএল-এর কর্মকর্তাগণের অনুকূলে @dmtcl.gov.bd বরাদ্দ আছে। ডিএমটিসিএল এবং এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের রাজস্ব খাত সংশ্লিষ্ট ক্রয়

প্রক্রিয়া ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডকে ৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ই-জিপি পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নভেল করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল সভার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ ভিডিও কনফারেন্স এর পাশাপাশি জুম ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন সভার আয়োজন করা হয়েছে। ডিএমটিসিএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যালয়সমূহে নিয়মিত ই-নথি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কম্পিউটার ভাইরাস সংক্রমণ রোধ ও কাগজের ব্যবহার হ্রাসে ডিএমটিসিএল ও এর আওতাধীন প্রকল্প কার্যালয়সমূহকে LAN ও WAN-এর আওতায় আনা হয়েছে।

খ.৭.৩১ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) কর্তৃক প্রণীত e-Service Roadmap Plan-2021-এর আওতায় Enterprise Resource Management System (ERMS) সংগ্রহের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের ডিপিপিতে নতুন প্যাকেজ সংযোজনে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ সম্মতি প্রদান করেছে। Management Information System (MIS) ও Metro Rail Citizen Apps (MRCA) প্রবর্তনের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের রুট অ্যালাইনমেন্ট, ডিপো, কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থাপনা ও নির্মাণসামগ্রীতে এডিস মশার বংশবৃদ্ধি রোধ সম্পর্কিত একটি উদ্ভাবনী ধারণা (আইডিয়া আইডি নম্বর-১৪০৩৬) পাইলটিং করে সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দ্রুত Project Documents আদানপ্রদানের লক্ষ্যে Cloud Based ACONEX সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে ডিএমটিসিএলকে Electronic Document Management System (EDMS)-এর আওতায় আনা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনার জন্য Communication Based Train Control System (CBTC) চালুর লক্ষ্যে Automatic Train Operation (ATO), Automatic Train Protection (ATP), Automatic Train Supervision (ATS) ও Moving Block System (MBS) সংগ্রহের কাজ চলমান আছে। এর অংশ হিসাবে Public Information System (PIS)-এর আওতায় Automatic Next Station Display and Announcement Inside Coach এবং Automatic Display and Announcement of Train Arrival Time in Station সংগ্রহের কাজও এগিয়ে চলছে। মেট্রোরেলে যাতায়াতকারী যাত্রীদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে Synchronized Platform Screen Door (PSD) and Train Door এবং Internet Protocol (IP) Camera System সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। যাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের সুবিধার্থে Smart Card Based MRT Pass এবং Automatic Fare Collection (AFC) System সংগ্রহের কাজ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে।

খ.৭.৩২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ই-পাসপোর্ট ভবন, ই-গেইট ও ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

খ.৭.৩৩ স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে ২৪/৭ একটি হেলথ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে, যার নম্বর ১৬২৬৩।

খ.৭.৩৪ অনলাইন ডাটাবেজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সকল উপজেলা ও জেলা হাসপাতাল, সকল সিভিল সার্জন ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিস, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালে এবং সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইন্টারনেট সংযোগের কাজ চলমান রয়েছে।

খ.৭.৩৫ জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য-কর্মী পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও টেবলেট কম্পিউটার প্রদান এবং ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৩ হাজারের অধিক সকল চালু কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে কম্পিউটার এবং প্রায় ২৪ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীদের ট্যাবলেটসহ ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এসব সুবিধার ফলে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ফিল্ড লেভেল থেকে অনলাইন ডাটাবেজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন তৈরি, টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান ও ই-লার্নিংসহ তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

খ.৭.৩৬ নাগরিক সেবা সহজীকরণের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও ই-সেবা চালু করা; রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রথাগত সেবা পদ্ধতিকে ই-সেবা সার্ভিসে রূপান্তরের জন্য সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক 'ই-সার্ভিস রোডম্যাপ ২০২১' প্রণয়ন করা হয়।

খ.৭.৩৭ নাবিকদের সিডিসি'র ডাটাবেজ তৈরিকরতঃ অনলাইন যাচাই ব্যবস্থা চালু, নাবিকদের অনুকূলে জারিকৃত Certificate of Proficiency (CoP)-এর ডাটাবেজ তৈরি, অভ্যন্তরীণ নৌযানের মাস্টার-ড্রাইভারদের যোগ্যতা সনদ অন লাইন যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন, নাবিকদের সাইন অন-সাইন অফ কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের পদ্ধতি প্রবর্তন এবং বেসরকারি মেরিটাইম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অনলাইনে প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়। সমুদ্রগামী ও অভ্যন্তরীণ জাহাজের নাবিকদের পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের আবেদন, নৌপরিবহণ অধিদপ্তরে সেবাগ্রহীতা কর্তৃক সেইফ ম্যানিং সনদ, শিপ সার্ভেয়ার সনদ, শিপ বিল্ডার্স ছাড়পত্র, ডিজাইন তৈরি ও অন্যান্য বিষয়ে এনওসি'র জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিল করার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

খ.৭.৩৮ ৩২টি জেলা e-MIS কার্যক্রমের আওতায় এসেছে। ৭৪.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সারাদেশে এ অর্থবছরে ৪৯৫ জনসহ এ যাবৎ ১,২৫০ জন কর্মকর্তাকে মোবাইল সেটসহ সিম এবং বিল পরিশোধ করে অনলাইন মোবাইল বেজড ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম কার্যক্রম চালু করা হয়।

খ.৭.৩৯ কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে এবং ধান ক্রয়ে মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতি রোধে 'কৃষকের অ্যাপস' পাইলট হিসাবে ১৬টি উপজেলায় সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। বোরো-২০২০ সংগ্রহ মৌসুমে তা ৬৪টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে ২৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে তা সারাদেশে সম্প্রসারিত করা হবে। ফলে মোবাইলের মাধ্যমে অ্যাপস ব্যবহার করে কৃষক ঘরে বসেই সরকারি গুদামে ধান বিক্রয়ের আবেদন করতে পারেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধান বিক্রয়ের জন্য নির্বাচিত হলে মোবাইলে ধান বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও পরিমাণ সংবলিত মেসেজ পাচ্ছেন এবং ধান বিক্রয়ের টাকা তার ব্যাংক এ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের বিষয় মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে জানতে পারছেন। খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি স্থাপনায় Digital Track Weigh Bridge স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং 'ডিজিটাল পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থা' চালুর লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস/স্থাপনায় ১,৪৮২টি ডেস্কটপ কম্পিউটার; ১,৪৮১টি প্রিন্টার; ৬৬১টি অনলাইন ইউপিএস, ৮২১টি অফলাইন ইউপিএস এবং ৬৬১টি রাউটার সরবরাহ সম্পন্ন করা হয়েছে।

খ.৮ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা ৪৪,২৫৬টি এবং অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি ও উপকারভোগীর সংখ্যা ১৩,৭৪,২৩২ জন। বিদেশে প্রশিক্ষণে গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ১৩,০৯০ জন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ৩৬,০১২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছিল এবং বিদেশে প্রশিক্ষণে গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ১৭,৩৮৭ জন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে ৮,২৪৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণে গমনকারীর সংখ্যা ৪,২৯৭ জন হ্রাস পেয়েছে।

খ.৯ সেমিনার ও ওয়ার্কশপের সংখ্যা

২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ৪৮,৫৬১টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ২০,৫৮,৪৬৮ জন অংশগ্রহণ করেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ৪৫,০৭৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ১৯,৯১,২৯৯ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩,৪৮৮টি।

খ.১০.ক. সরকারি কাজে রাষ্ট্রপ্রধানের বিদেশ সফর

(১) ৩১ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে লন্ডন, যুক্তরাজ্যে সরকারি সফর।

(২) ২১ থেকে ২৪ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য টোকিও, জাপান সফর।

(৩) ২৫ থেকে ২৭ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে সিঙ্গাপুরে সরকারি সফর।

(৪) ১২ থেকে ১৫ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে কাঠমুন্ডু, নেপালে সরকারি সফর।

(৫) ২৬ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এবং ৫ থেকে ৬ মার্চ ২০২০ মেয়াদে লন্ডন, যুক্তরাজ্যে সরকারি সফর।

(৬) ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ ২০২০ মেয়াদে মন্টিভিডিও, উরুগুয়েতে সরকারি সফর।

(৭) ৩ থেকে ৪ মার্চ ২০২০ মেয়াদে সাওপাওলো, ব্রাজিলে সরকারি সফর।

খ.১০.খ. সরকারি কাজে সরকার প্রধানের বিদেশ সফর

(১) ১ থেকে ৫ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে World Economic Forum-এ যোগদানের জন্য চীন সফর।

(২) ১৯ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট ২০১৯ মেয়াদে লন্ডন, যুক্তরাজ্যে সরকারি সফর।

(৩) ২০ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত-এ যাত্রা বিরতি।

(৪) ২২ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র সফর।

(৫) ৩ থেকে ৬ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে নয়াদিল্লি, ভারতে সরকারি সফর।

(৬) ২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে ১৮তম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানে বাকু, আজারবাইজান সফর।

(৭) ১৬ থেকে ১৯ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে দুবাই এয়ারশো পরিদর্শনে দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর

(৮) ২২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে কলকাতা, ভারতে সরকারি সফর।

(৯) ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে COP–25 জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানে মাদ্রিদ, স্পেন সফর।

(১০) ১২ থেকে ১৪ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে জায়েদ সাসটেইনাবিলিটি পদক প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদানে আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর।

(১১) ৪ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে রোম, ইতালিতে সরকারি সফর।

খ.১১ বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধানগণের বাংলাদেশ সফর

(১) ৮ থেকে ১১ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে মার্শাল আইল্যান্ড-এর মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশে সরকারি সফর।

(২) ৯ থেকে ১২ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে নেদারল্যান্ড-এর রানির বাংলাদেশে সরকারি সফর।

(৩) ১৩ থেকে ১৫ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশে সরকারি সফর।

(৪) ৯ থেকে ১১ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিবের বাংলাদেশ সফর।

খ.১২ মন্ত্রী ও সচিবগণের ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে/বিদেশে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রেরিত তথ্য মতে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীগণ সামষ্টিক হিসাবে ১,০৮৩ দিন দেশে ও ৬৪৮ দিন বিদেশে এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রীগণ ১,১৮৫ দিন দেশে ও ৫০৭ দিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। সচিবগণ ১,০২১ দিন দেশে ও ১,৪৯৮ দিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। কোনো কোনো মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিবের কাজের প্রকৃতির কারণে বিদেশ সফরের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে।

(গ) আইনশৃঙ্খলা

গ.১ অপরাধ

অপরাধের ধরন	অপরাধের সংখ্যা			
	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	অপরাধের হ্রাস (-)/ বৃদ্ধি (+) এর সংখ্যা	অপরাধের হ্রাস (-)/ বৃদ্ধির (+) শতকরা হার
খুন	৩,৪৮৫	৩,৮১৩	(-) ৩২৮	(-) ৮.৬০
ধর্ষণ	৫,৮৪২	৪,৭১৭	(+) ১১২৫	(+) ২৩.৮৫
অগ্নিসংযোগ	১৪১	১১৮	(+) ২৩	(+) ১৯.৪৯

অপরাধের ধরন	অপরাধের সংখ্যা			
	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	অপরাধের হ্রাস (-)/ বৃদ্ধি (+) এর সংখ্যা	অপরাধের হ্রাস (-)/ বৃদ্ধির (+) শতকরা হার
এসিড নিক্ষেপ	৮	১৬	(-) ৮	(-) ৫০
নারী নির্যাতন	১২,৬৬০	১১,৫৬৯	(+) ১,০৯১	(+) ৯.৪৩
ডাকাতি	৩৩৬	২৭৪	(+) ৬২	(+) ২২.৬৩
রাহাজানি	৯১৯	৬৪৫	(+) ২৭৪	(+) ৪২.৪৮
গবাদিপশু চুরি	১,০২৯	৭২৭	(+) ৩০২	(+) ৪১.৫৪
অস্ত্র আইন	২,১৬৬	২,৫৮৯	(-) ৪২৩	(-) ১৬.৩৪
বিস্ফোরক দ্রব্য	১৫৪	১,১৭৫	(-) ১,০২১	(-) ৮৬.৮৯
মোট	২৬,৭৪০	২৫,৬৪৩	(+) ১,০৯৭	(+) ৪.২৭

সূত্র: জননিরাপত্তা বিভাগ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় খুন, এসিড নিক্ষেপ, অস্ত্র আইনসংক্রান্ত ও বিস্ফোরক দ্রব্য-সংক্রান্ত অপরাধ হ্রাস পেলেও ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন, ডাকাতি, রাহাজানি ও গবাদিপশু চুরি অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ.২ কারাবন্দি

বন্দির ধরন	বন্দির সংখ্যা		
	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	বন্দির সংখ্যার হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)
পুরুষ হাজতি	৫৫,৭০৩	৬৪,৫১৮	(-) ৮,৮১৫
পুরুষ কয়েদি	১২,৯৭০	১৫,১৫৭	(-) ২,১৮৭
মহিলা হাজতি	২,৩৬৮	২,৮৬৫	(-) ৪৯৭
মহিলা কয়েদি	৫৪৮	৬২৭	(-)৭৯
শিশু হাজতি	০০	০০	০০
শিশু কয়েদি	০০	০০	০০
ডিটেইনি	০০	০০	০০
রিলিজড প্রিজনার (আরপি)[২]	৯৩	৮২	(+) ১১
মোট	৭১,৬৮২	৮৩,২৪৯	(-) ১১,৫৬৭

সূত্র: সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

[২]যে সকল বিদেশি বন্দি মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় কারাগারে আটক আছেন তাদের সংখ্যা 'আরপি' নামে আলাদা সারিতে দেখানো হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হাজতি এবং কয়েদি হ্রাস পেয়েছে এবং আরপি কারাবন্দির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ.৩ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি

	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) সংখ্যা
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	১,৮৯৫	১,৭১৩	(+) ১৮২
মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে এমন আসামির সংখ্যা	২	১	(+) ১

সূত্র: সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

গ.৪. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)
১৮টি আইন	৬৩টি আইন

সূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রণীত/সংশোধিত আইনসমূহের তালিকা **পরিশিষ্ট ঙ**-এ দেখানো হলো। প্রণীত/সংশোধিত বিধি ও নীতিসমূহের তালিকা **পরিশিষ্ট চ ও ছ**-তে দেখানো হলো।

গ.৫ দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ (৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জীভূত মামলা ও আসামির সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জীভূত গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত ক্রমপুঞ্জীভূত মামলার সংখ্যা	শাস্তি হয়েছে এমন মামলা ও শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির ক্রমপুঞ্জীভূত সংখ্যা
মামলা-২৮,২৮০ আসামি-১,৫৪,৯৬৪ জন	১,১৮৮ জন	৪৯,৩১৯ জন	২০,৭৪৬টি	মামলা-৮,৭৪৮টি আসামি-২১,৫৭৩ জন

সূত্র: জননিরাপত্তা বিভাগ।

গ.৬ সীমান্ত-সংঘর্ষ

	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) সংখ্যা
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত	৩৭	২৮	(+) ৯
বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত	১	--	(+) ১

সূত্র: জননিরাপত্তা বিভাগ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় দেশের সীমান্ত এলাকায় সংঘর্ষ বেশি ছিল।

গ.৭ সীমান্তে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকের জীবনহানি

	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) সংখ্যা
বিএসএফ কর্তৃক	২৬ জন	২২ জন	(+) ০৪
মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কর্তৃক	-	-	-

সূত্র: জননিরাপত্তা বিভাগ।

গ.৮ ফৌজদারি মামলা-সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমপুঞ্জীভূত অনিষ্পন্ন ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৯-২০) শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	পূর্ববর্তী অর্থবছরে (২০১৮-১৯) শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১৯-২০) নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পূর্ববর্তী বছরে (২০১৮-১৯) নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
১২,৪৩,৭২১	৫৬,৪০৮	৫০,৪০১	৬,৬১,৪৭৪	৯,৫৫,১৭৫

সূত্র: আইন ও বিচার বিভাগ।

(ঘ) সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম

ঘ.১ শিক্ষা

ঘ.১.১ প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (জন) (গ্রস এনরোলমেন্ট ৫-১৫ বছর বয়স)			ঝরে পড়ার হার (শতাংশ)	শিক্ষকের সংখ্যা	
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট		মোট (জন)	মহিলা (শতাংশ)
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৫,৬২০	৬৮,৩৯,০০৭	৭২,৬১,৪৩৮	১,৪১,০০,৪৪৫	১৭.৯ শতাংশ	৩,৫৬,৩৬৬	৬৪.৫২
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	৬,৮০৮	৭,০৪৭	১৩,৮৫৫		৫৮৬	৭৪.৭৪
অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৬৫,৭৬২	২৯,৯৭,৬৭৮	৩০,১০,৩৫৯	৬০,০৮,০৩৭		৩,৬৪,৮৪৯	৫৬.৪১৮
শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৫	১৫,৫৭৪	১৬,৫৭৬	৩২,১৫০	১৯.২ শতাংশ	৯০৫	৬০
মোট	১,৩১,৭২৯	৯৮,৫৯,০৬৭	১,০২,৯৫,৪২০	২,০১,৫৪,৪৮৭	১৮.৫৫ শতাংশ	৭,২২,৭০৬	-

সূত্র: বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি ২০১৯।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ঝরে পড়ার হার ১৮.৫৫ শতাংশ; যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ১৮.৬ শতাংশ।

ঘ.১.২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী (৬-১০ বছর বয়স)

বিদ্যালয়ের শ্রেণি	শিক্ষার্থী	গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সি)	গমনোপযোগী মোট কতজন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না, তার সংখ্যা এবং (শতকরা হার)	গমনোপযোগী শিশু (৬-১০ বছর বয়সি)-এর মধ্যে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা [২]	গমনোপযোগী প্রতিবন্ধী শিশু (৬-১০ বছর বয়সি)-এর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় না এমন শিশুর সংখ্যা এবং (শতকরা হার) [৩]
১	২	৩	৪	৫	৬
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বালক	৭৬,০৮,০০০	১,৭৮,৭৮৮ (২.৩৫ শতাংশ)	৭৩,২৩০	১৮,৭৮৮ (২৫.৬৬ শতাংশ)
	বালিকা	৭২,৯৭,০০০	১,৪৫,২১০ (১.৯৯ শতাংশ)	৪৮,৮২৯	৫,৯৬০ (১০.১৬ শতাংশ)
	মোট	১,৪৯,০৫,০০০	৩,২৩,৯৯৮ (২.১৭ শতাংশ)	১,২২,০৫৯	২৩,৭৪৮ (১৯.৪৬ শতাংশ)
শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়	বালক	১৩,৩৯৫	২২১ (১.৬৫ শতাংশ)	৭৫	৫২ (৭০ শতাংশ)
	বালিকা	১৩,১৭০	১৬৬ (১.২৬ শতাংশ)	৪৭	২২ (৪৭ শতাংশ)
	মোট	২৬,৫৬৫	৩৮৭ (১.৪৬ শতাংশ)	১২২	৭৪ (৬১ শতাংশ)

সূত্র: [১] Annual Primary School Census-2019.

[২] The number of special need children/Disable children (6-10 Year) is collected from Disable Detection program under the Department of Social Services. The transgender or third gender is not included in the calculation. It is only 67.

[৩] Special need children are enrolled in DPE. The total number of enrolled children is 98311 (Male: 54442 and Female: 43869) in Annual Primary School Census-2019.

ঘ.১.৩ সাক্ষরতা

বয়স	সাক্ষরতার শতকরা হার		গড় (শতকরা হার)
	পুরুষ	মহিলা	
৭+বছর	৭৬.৫	৭২.৩	৭৪.৪
১৫+বছর	৭৭.৪	৭১.৯	৭৪.৭

সূত্র: Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2019

দেশে গড় সাক্ষরতার শতকরা হার ৭৪.৭ (১৫+ বছর)।

ঘ.১.৪ মাধ্যমিক শিক্ষা (নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			শিক্ষকের সংখ্যা			পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩৮০	১৯৪২১০	২৫৭২৩৯	৪৫১৪৪৯	১৫২৯১	৫১২৭	২০৪১৮	১৬৯৪৬৫২	১১২৬১২৬	২১৭১২৪
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬৩৮৫	৪০৪৩৯৫১	৪৭০৮০২৭	৮৭৫১৯৭৮	১৫২৩৮৩	৫০৪৭২	২০২৮৫৫			
স্কুল এ্যান্ড কলেজ	১২৬৫	৬৮৩৬২০	৭৪৫৫৪৬	১৪২৯১৬৬	৩১৩৯৮	১২৬০৫	৪৪০০৩			
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	১৩৮৪	২০১৫২২	২০১৮০৯	৪০৩৩৩১	১৯৪৯৭	৫,৫৭২	২৫০৬৯			

সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

ঘ.১.৫ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা			ছাত্র/ছাত্রীর শতকরা হার		শিক্ষক/শিক্ষিকার শতকরা হার	
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	পুরুষ	মহিলা
সরকারি	৪৫	৫,০৫,২৬৯	৩,১২,৭৭১	৮,১৮,০৪০	১০,৯৭৭	৩,৬৭৯	১৪,৬৫৬	৬১.৭৭	৩৮.২৩	৭৪.৯০	২৫.১০
বেসরকারি	১০৩	২,৪৭,১০৫	১১৪৬৫১	৩,৬১,৭৫৬	১১,৩৮৬	৪,৬৮৮	১৬,০৭৪	৬৮.৩১	৩১.৬৯	৭০.৮৩	২৯.১৭

সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

ঘ.১.৬ চিকিৎসা শিক্ষা

২০১৯-২০ অর্থবছরে মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি-সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	মোট ছাত্র	মোট ছাত্রী
মেডিকেল কলেজ	৩৭	৭৫	১১২	৪,০৬৮	৬,২৮১	১০,৩৪৯		
নার্সিং ইনস্টিটিউট	৪৬	-	৪৬	২৭,৩০০ (নার্সিং)	-	২৭,৩০০	২৭৩	২৭,০২৭
				১০৫০ (মিড ওয়াই:)	-	১০৫০		
নার্সিং কলেজ	১৩টি (বেসিক)	-	১৮	১,৩০০ (বেসিক)	-	১,৩০০	১৩০	১,১৭০
	৫টি (পোস্ট বেসিক)	-	-	৬৭৫ (পোস্ট বেসিক)	-	৬৭৫	৬৫	৬১০
মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল	১০	২০০	২১০	১৮৩৯	১২০১	৩০৪০	৬২৫	৯৩৬
ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি	১৩	৯৮	১১১	৬৯১	৪৯২৩	৫৬১৪	৬৭১	৮১৯

সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

ঘ.২ স্বাস্থ্য

ঘ.২.১ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত

অর্থবছর	জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা)	নবজাতক (infant) মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	মাতৃ মৃত্যুর হার (হাজারে)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)	গড় আয়ু (বছর)		
								পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২০১৮-১৯	১৮.৫	৫.১	১.৩৭	২৪	৩১	১.৭২	৬২.৫	৭০.৬	৭৩.৫	৭২.০
২০১৯-২০	১৮.৩	৫.০	১.৩৭	২২	২৯	১.৬৯	৬৩.১	৭০.৮	৭৩.৪	৭২.৩

সূত্র: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

ঘ.২.২ স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো-সংক্রান্ত

অর্থবছর	মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় (টাকায়)	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা			সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স[৩] -এর সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স-এর বিপরীতে জনসংখ্যা		
		সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিক্স	ডাক্তার	নার্স	প্যারা:
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২০১৮-১৯	৩,১০৮	৬১২	৫,০৫৪	৫,৬৬৬	৫২,৮০৭	৯০,৫৮৭	১,৪৩,৩৯৪	১,০২,৯২৭	৫৬,৭৩৪	৩৩,৯৬৫	১:১৫৮১	১:২৮৬৮	১:৪৭৯০
২০১৯-২০	২,৮৮২	৬১৪	৫,৩২১	৫,৯৩৫	৫৪,১০৭	৯১,৫৩৭	১,৪৫,৬৪৪	১,১১,৪১৩	৭১,৩৫৪	৩৬,৪৫৫	১:১৫০০	১:২৩৪২	১:৪৫৮৪

সূত্র: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ। Source: WHO 2017.1 US$ = 84 taka

[৩]রেজিস্টার্ড প্যারামেডিক্স ফার্মাসিস্ট ১৪,৪৫৪ জন, রেজিস্টার্ড করা হয় না এমন প্যারামেডিক্স (মেডিকেল টেকনোলজিস্ট: ল্যাব/রেডিওগ্রাফি/রেডিওথেরাপি/ফিজিওথেরাপি/ডেন্টাল)-এর সংখ্যা ২২,০০১ জন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি মোট হাসপাতালের সংখ্যা ছিল ৫,৬৬৬টি এবং বেডের সংখ্যা ছিল ১,৪৩,৩৯৪টি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা ২৬৯টি ও বেড সংখ্যা ২,২৫০টি বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হারে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ.৩ হজ-সংক্রান্ত

হজে গমনকারীর সংখ্যা	২০১৯-২০			২০১৮-১৯			পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় (-) হ্রাস (+) বৃদ্ধির শতকরা হার
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
	৮৮,৪৪১	৩৭,৮৫৬	১,২৬,২৯৭	৮৯,০৩৮	৩৮,১৬০	১,২৭,১৯৮	৯০১ (-০.৭১)

সূত্র: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে হজে গমনকারীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

ঘ.৪ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং দারিদ্র্য নিরসনের একটি কার্যকর মাধ্যম। সরকার টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৬৪,৪০৪ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতের অর্থ সংশোধিত বরাদ্দ ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৮ শতাংশ। ২০১৯-২০ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিচে দেওয়া হলো:

ঘ.৪.১ অর্থ বিভাগ

সামাজিক নিরাপত্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ২৩,০১,০০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৮,৫১,১০৫ জন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২২,৬৩,৯৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং এর ফলে ৭,৩২,৪৬৫ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে সারণিতে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর ও পারিবারিক অবসর ভাতা	৮,৫১,১০৫ লক্ষ জন	২৩,০১,০০০	৭,৩২,৪৬৫ লক্ষ জন	২২,৬৩,৯৪৬
মোট ১টি কর্মসূচি		**৮,৫১,১০৫ লক্ষ জন**	**২৩,০১,০০০ লক্ষ টাকা**	**৭,৩২,৪৬৫ লক্ষ জন**	**২২,৬৩,৯৪৬ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬টি কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ৫,৯২,৬৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৯২,৯৩,৬৪০ জন উপকৃত হন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫,৪২,৪০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৭১,৭৬,৯৮৪ জন উপকৃত হন। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের বিশেষ ঋণ সহায়তা তহবিল।	৪,০৭,২২৩ জন	২০,৩৩২	৪,৬৬,৪৮৪ জন	২৪,৯৬০
২.	পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা তহবিল।	১৫,০০,১৫০জন	৭৩,৩৫৩	১৪,০১,৩৪০ জন	৯১,৮৭৭
৩.	পিকেএসএফ-এর দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের জন্য সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি।	৬০,০০,০০০জন	২৭,৬০২	৫৯,৯৩,০০০ জন	৩০,৯০১
৪.	পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি।	১,০২,৭৩,৪০৬জন	২,৬৯,৩২৫	৮২,১৯,০১৮ জন	২,০২,৮৫৩
৫.	দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি।	১০,৮৯,২২৭ জন	২,০১,৯১৭	১০,৭৭,০৯৫ জন	১,৯১,৭০৫
৬.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও জনসংখ্যা, সামাজিক কল্যাণ (ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কম্বল বিতরণ)।	২৩,৬৩৪ জন	১১৩.৭০	২০,০৪৭ জন	১১৩.১৭
মোট ৬টি কর্মসূচি		১,৯২,৯৩,৬৪০ জন	৫,৯২,৬৪৩	১,৭১,৭৬,৯৮৪জন	৫,৪২,৪০৯

ঘ.৪.৩ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ৪টি সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে ৭,৯৫৫.৪৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫,৩৫,৮৬৮ জন ও ১০,৭৩২টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২১,২৫৭.৬৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬,৫৭,৬৯৭ জন ও ১০,৬৭১টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে সারণিতে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	কারিগরি শিক্ষায় বৃত্তি	৮৩,৭৫৯ জন প্রতিষ্ঠান-১৮২টি	৩,৩৬৭.৫৭৫	১,২৫,১৯৪ জন প্রতিষ্ঠান -১৭৮টি	৩,৪৪০.৬৩৯
২.	সরকারি উপবৃত্তি	১,১৪,৬৯৭ জন প্রতিষ্ঠান- ১৫৭টি	৪,৫৮৭.৮৮	১,৯৪,৯০৮ জন প্রতিষ্ঠান-১৬২ টি	১৭,৮১৭.০২৪
৩.	কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তি কোটা ২০ শতাংশে উন্নীত	৩,৩৬,৯৯৮ জন প্রতিষ্ঠান-১০,২৮৮টি	-	৩,৩৭,১৮২ জন প্রতিষ্ঠান-১০,২২৬টি	-
৪.	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ভর্তি কোটা ৫ শতাংশ নির্ধারণ	৪১৯জন প্রতিষ্ঠান-১০৫ টি	-	শিক্ষার্থী-৪১৩জন প্রতিষ্ঠান-১০৫টি	-
মোট ৪টি কর্মসূচি		**৫,৩৫,৮৬৮ জন ১০,৭৩২টি প্রতিষ্ঠান**	**৭,৯৫৫.৪৫৫ লক্ষ টাকা**	**৬,৫৭,৬৯৭ জন ১০,৬৭১টি প্রতিষ্ঠান**	**২১,২৫৭.৬৬৩ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৪ কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষি উন্নয়ন ও সহায়তা পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচির মোট ১২টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি উন্নয়ন ও সহায়তা পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচির বিপরীতে মোট ৭,৩১৯ কোটি ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে সারাদেশ ও ১২,২০,৪৫৫ জন উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭,৮১৩ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট সারাদেশ ও ৪,৩৫,২৮৩ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	উন্নয়ন সহায়তা (এর মধ্যে সার, বিদ্যুৎ বিলে রিবেট, ইক্ষু ভর্তুকি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	সারাদেশ	৭,১৮,৮২৫	সারাদেশ	৭,৬৯,৩৪৭.৮৪
২.	রোপা আমন/২০১৮-১৯ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা তৈরি, নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজ বিতরণ এবং নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজতলা তৈরি, চারা উত্তোলন ও বিতরণের লক্ষ্যে কৃষি পুনর্বাসন।	-	-	৬,১০৫	১০৭.২১

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
৩.	খরিপ-২/২০১৮-১৯ মৌসুমে মাষকলাই, রবি/২০১৮-১৯ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, চিনাবাদাম, ফেলন, খেসারি, বিটি বেগুন, বোরো, শীতকালীন মুগ ও পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন মুগ ও গ্রীষ্মকালীন তিল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার (ডিএপি ও এমওপি) সরবরাহ করার জন্য কৃষি প্রণোদনা।	-	-	৭,২২,৪৭০	৭৯৯৯.৮২
৪.	২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক সরবরাহকৃত মাষকলাই ও গম বীজের বকেয়া মূল্য বাবদ ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের মঞ্জুরি।	-	-	১,৭৬,২০২	১৩৭.৬৫
৫.	উফশী আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলন সংক্রান্ত।	-	-	৪,২৯,১৭৮	৩৭৫৫.৩০৭৫০
৬.	চলতি খরিপ-২/২০১৯-২০ মৌসুমে মাষকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার সরবরাহ করার জন্য প্রণোদনা।	৪০,০০০	৩৩৮	-	-
৭.	চলতি রোপা আমন/২০১৯-২০ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ভাসমান বীজতলা তৈরি, নাবী জাতের রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন ও বিতরণ এবং গাইঞ্জা বীজ বিতরণের লক্ষ্যে প্রণোদনা।	৬২০০	৮৮.৪২		
৮.	চলতি রোপা আমন/২০১৯-২০ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন ও বিতরণের জন্য সরকারি কৃষি পুনর্বাসন।	৩২,১২১	২১২.২৭		
৯.	২০১৯-২০ অর্থবছরে রবি/২০১৯-২০ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, শীতকালীন মুগ, পেঁয়াজ ও পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন মুগ ও গ্রীষ্মকালীন তিল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১ বিঘা জমির জন্য বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহের জন্য প্রণোদনা।	৬৮,৬৭০০	৮০৭৩.৯২		-
১০.	২০১৯-২০ অর্থবছরে রবি/২০১৯-২০ মৌসুমে ভুট্টা, শীতকালীন/গ্রীষ্মকালীন মুগ ও বসতবাড়ি বা তার আশে পাশে শাক-সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার (ডিএপি ও এমওপি) সরবরাহ করার জন্য কৃষি পুনর্বাসন।	৭০,৫০০	১,১৪০.৪৫		-

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১১.	২০১৯-২০ অর্থবছরে খরিপ-১/২০২০-২১ উফশী আউশ ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণের জন্য কৃষি প্রণোদনা।	২,৭৫,৬৬৯	২,৩৪৬.৯৪		-
১২.	২০১৯-২০ অর্থবছরের খরিপ-১/২০২০-২১ আউশ (২য় পর্যায়) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ জন্য কৃষি প্রণোদনা।	১,০৯,২৬৫	৯২৮.৭৫		-
মোট: ১২টি কর্মসূচি		**সারাদেশ ও ১২,২০৪৫৫**	**৭,৩১,৯৫৩.৭৫**	**সারাদেশ ও ৪,৩৫,২৮৩**	**৭,৮১,৩৪৭.৮২**

ঘ.৪.৫ খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ওএমএস (চাল ও গম), খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি এবং এলইআই (চাল ও গম) কর্মসূচি মোট ৩টি সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ৩টি কর্মসূচির বিপরীতে মোট ১,২১,৭৯৩.০৮ লক্ষ টাকায় ১২,৪১,৬৫০.৯২৭ মেট্রিক টন চাল ও গম ব্যয়ের মাধ্যমে মোট ১৪,২৯,১৪৫ জন ব্যক্তি ও ৭১,৪২,৩৪৬টি পরিবারকে খাদ্যনিরাপত্তা বলয়ে আনয়ন করা হয়। পক্ষান্তরে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তিনটি কর্মসূচির বিপরীতে মোট ১,০৫,১৫৩.৩১ লক্ষ টাকায় ১০,৩০,৮৫৬ মেট্রিক টন চাল ও গম ব্যয়ের মাধ্যমে মোট ১৩,৬৫,২৮২ জন ব্যক্তি ও ৫০,৭০,৫১৮টি পরিবারকে খাদ্য নিরাপত্তা বলয়ে আনয়ন করা হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ৩টির তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খাদ্যশস্যের পরিমাণ	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
		খাদ্যশস্যের পরিমাণ		খাদ্যশস্যের পরিমাণ	
১.	ওএমএস (চাল)	৮২,৬৫০ জন	৪৯৮.১২	৪৫,১৫৫ জন	২,৫২৮.৬৭
		১,৬৫৩ মেট্রিক টন		৯,০৩১ মেট্রিক টন	
	বিশেষ ওএমএস (চাল)	২১ লাখ পরিবার	৫,৪৪২.১৬	-	-
		৬৮,৩৮২ মেট্রিক টন		-	
	ওএমএস (গম)	১৩,৪৬,৪৯৫ জন	৩৭,৭০১.৪০	১৩,২০,১২৭ জন	৩৬,৯৬৩.৫৬
		২,৬৯,২৯৯ মেট্রিক টন		২,৬৪,০২৫ মেট্রিক টন	
২.	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি (চাল)	৪৯,৭০,০০০ পরিবার	৭৫,৩৮৬.৪৪	৫০,০০,০০০ পরিবার	৬৩,১৩৭.৯০
		৮,৮৭,৯৪৫ মেট্রিক টন		৭,৪৩,৮৩৮ মেট্রিক টন	

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খাদ্যশস্যের পরিমাণ	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
		খাদ্যশস্যের পরিমাণ		খাদ্যশস্যের পরিমাণ	
৩.	এলইআই (চাল)	২২,৭১৫ পরিবার	১,৩৮৮.৯১	২০,৫০৬ পরিবার	১,১৩৬.৮৫
		৪,৫৪৩ মেট্রিক টন		৪,০৬০ মেট্রিক টন	
	এলইআই (গম)	৪৯,৬৩১ পরিবার	১,৩৭৬.০৫	৫০,০১২ পরিবার	১,৩৮৬.৩৩
		৯,৮২৮.৯২৭ মেট্রিক টন		৯,৯০২ মেট্রিক টন	
মোট ৩টি কর্মসূচি		**১৪,২৯,১৪৫ জন ৭১,৪২,৩৪৬টি পরিবার ১২,৪১,৬৫০.৯২৭ মেট্রিক টন**	**১,২১,৭৯৩.০৮ লক্ষ টাকা**	**১৩,৬৫,২৮২ জন ৫০,৭০,৫১৮টি পরিবার ১০,৩০,৮৫৬ মেট্রিক টন**	**১,০৫,১৫৩.৩১ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৬ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৯টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ৫,৫৬,৩৩৩.৫৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,২৩,৯৬,১৮৫টি পরিবার এবং ২৯,১৮,০২০ জন উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৪টি কর্মসূচির আওতায় ৪,১৮,৮৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২,৬২,৬৯,৯৮৬ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিচে দেখানো হলো:

ক্রম	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০)		প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	ভিজিএফ	১,১৩,৮২,৩৪৭ পরিবার	৭৪,২৪৭	২,১১,৬১,৬৬৯ জন	১,৮১,৬১৪
২.	ত্রাণ কার্য (চাল)	১,৬১,৬৬,০০০ পরিবার	১,০৫,৪৫১	২৬,৪২,০০০ জন	৩৪,৩৫৬
৩.	কম্বল	৮,২৬,১০০ পরিবার	২,৯৭৯	৬,৯৯,১০০ জন	২,৫২১
৪.	ঢেউটিন	৭১,২৫৭ পরিবার	৩,৮৩৫	৬৮,১৬৬ জন	৩,৬৬৫
৫.	তাঁবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম	-	-	-	৪,০০০
৬.	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	৯,৬৭,০৩২ পরিবার	৮২,৯০০	৯,৬৭,০৫১ জন	১,৬৫,০০০
৭.	বিশেষ অনুদান কর্মসূচি	-	-	-	২১,০০০
৮.	শিশু খাদ্য	৫,৫৯,০০০ পরিবার	২,৭৯৫	-	-
৯.	গো-খাদ্য	১২,২০০ পরিবার	৬১	-	-
১০.	বন্যা	৯৮,৬০০ পরিবার	৪৯৪	-	৫০০
১১.	খরা	-	-	-	১০০
১২.	ঘূর্ণিঝড়	২৪,৪০০ পরিবার	১২২	-	৫০০
১৩.	অন্যান্য ত্রাণ কার্য (নগদ)	২০,৯৩,১০০ পরিবার	১০,৪৬৬	৬,৯৭,০০০ জন	৩,৪৮৬
১৪.	খাদ্যদ্রব্য	১,৬০,৫০০ পরিবার	১,৮০০	-	-
১৫.	গৃহ মঞ্জুরি	৩৫,৬২৯ পরিবার	২,১৩৭	৩৫,০০০ জন	২,১০০

ক্রম	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০)		প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১৬.	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা ও কাবিটা)	১৩,৭৫,০০০ জন	(ক) কাবিখা ৬৪,৩১২.০২৪৯৫ (খ) কাবিটা ৫১,৯০১.৫৯৩৪৬	-	-
১৭.	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর)	১৪,৭৫,০০০ জন	১০,৬১৩.৪৮৪১৭৭	-	-
১৮.	দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ	৬৮,০২০ জন	৫০,৯৯১.১৯৩০০	-	-
১৯.	সোলার হোম, সোলার স্ট্রিট লাইট, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন	২,৯৯,৫২৬টি	৯৭,৫৬৪.২৫০০	-	-
মোট ১৯টি কর্মসূচি		**৩,২৩,৯৬,১৮৫টি পরিবার ২৯,১৮,০২০ জন ২,৯৯,৫২৬টি প্লান্ট**	**৫,৫৬,৩৩৩.৫৪৬ লক্ষ টাকা**	**২,৬২,৬৯,৯৮৬ জন**	**৪,১৮,৮৪২ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৭ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ৯টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ১৬,০২৭.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২,৫২,৭৫২টি প্রতিষ্ঠান এবং ১৮,৬৪৩ জন উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে একই কর্মসূচির আওতায় ৩,৩১৫.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮,৪৭৫টি প্রতিষ্ঠান ১৫,১৯৪ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিচে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান	৭,৫৬৬টি	২,৩৭৮.২০	৭,২৩৪টি	২,১১৭.১৫
২.	ব্যক্তি অনুদান	১,৮১৮ জন	৩৯২.৮১	১,৯৫৫ জন	৪০৩.৫০
৩.	যাকাত ফান্ড কর্তৃক যাকাত বিতরণ কার্যক্রম	৮,৬৭৪ জন	৫০৮.১৬	৯,২৫৯ জন	৪৬০.২৬
৪.	ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক ইমাম মুয়াজ্জিনদের কল্যাণ অনুদান (আর্থিক সাহায্য)	৭,৭৪৩ জন	৩৮৭.১৫	৩,৫০০ জন	১৭৫
৫.	করোনা ভাইরাসের কারণে মসজিদে/ইমাম-মুয়াজ্জিনদের আর্থিক অনুদান	২,৪৪,০৪৩টি	১২,২০২.১৫	-	-
৬.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদান	৯৯২টি	১০৯	১,১২৫টি	১১০
৭.	হিন্দু দুস্থ ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান	৩৬৭ জন	২০	৪৩৭ জন	২০
৮.	বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামতের জন্য অনুদান	১৫১টি	২৫	১১৬টি	২৫
৯.	অসচ্ছল বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহী	৪১ জন	৫	৪৩ জন	৫
মোট ৯টি কর্মসূচি		**২,৫২,৭৫২টি প্রতিষ্ঠান ১৮,৬৪৩ জন**	**১৬,০২৭.৪৭ লক্ষ টাকা**	**৮,৪৭৫টি প্রতিষ্ঠান ১৫,১৯৪ জন**	**৩,৩১৫.৯১ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৮ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮টি চলমান প্রকল্প ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ৩,৩৭৫.১৫৫৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬,৭০,৭৯২ জন উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,১৮২.১৪১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪,৩৮,৭৯৬ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ইকো-রিস্টোরেশন প্রকল্প এর আওতায় বাগান সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদার খাতে উপকারভোগী সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।	৪২৩ জন	১২৬.৭৫	৩,৮২৫ জন	২২.৯৫
২.	বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন প্রকল্প এর আওতায় বাগান সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদার খাতে উপকারভোগী সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।	৩,৮০২ জন	৬৪.৬৮	২,২৩৭ জন	২৪০.৭২
৩.	বৃহত্তর রংপুর জেলায় টেকসই সামাজিক বনায়ন উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাগান সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদার খাতে উপকারভোগী সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।	৯,৬১২ জন	৪৩২.৬৪	১০,৭০০ জন	২০৭.৩০
৪.	বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাগান সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদার খাতে উপকারভোগী সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।	শ্রমিক ৫,৪৮,৪৫৫ জন ওয়াচার ১২,৯২৪ জন	১,৬৪৫.৩৬৫ ৭০৩.৬৬৭৩৪	৩,৪৯,৫১৪ জন	১,৪৪৩.৪১১৩০
৫.	ইন্টিগ্রেটিং কমিউনিটি বেজড অ্যাডাপটেশন ইন টু অ্যাফোরেস্টেশন এন্ড রিফোরেস্টেশন প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাগান সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদার খাতে উপকারভোগী সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।	শ্রমিক ৭,৬৮১ জন	২৩.০৪৩	৭১,৮২০ জন	২১৫.৪৬০
৬.	স্থানীয় নৃগোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় বাগান সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদার খাতে উপকারভোগী সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।	১,৯০০ জন	৯.৫০	৭০০ জন	৫২.৩০

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
৭.	মহামায়া ইকো-পার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইকো-ট্যুরিজম বনায়ন, পশুখাদ্য ও পশুপাখির আবাসস্থল এবং প্রকল্প এলাকার দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।	৩,১৭০ জন	৯.৫১	-	-
৮.	প্রতিবেশ উন্নয়ন ও পাল্পউড উৎপাদনের লক্ষ্যে কাপ্তাই পাল্পউড বাগান বিভাগের অধিক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি দেশীয় প্রজাতির বাগান সৃজন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাগান সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদার খাতে উপকারভোগী সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।	৮২,৮২৫ জন	৩৬০	-	-
মোট ৮টি কর্মসূচি		**৬,৭০,৭৯২ জন**	**৩,৩৭৫.১৫৫৩৪ লক্ষ টাকা**	**৪,৩৮,৭৯৬ জন**	**২,১৮২.১৪১৩ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৯ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প কর্মসূচির আওতায় মোট ৪,৯৬,৪২৮.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯,১৭,৫০২ জন উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লিখিত প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ৪,৫৩,৭৯৬.০১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৯,০৯,৭২১ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিচে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	সমিতি গঠন, প্রশিক্ষণ, সম্পদ সহায়তা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান	৪৪,২০৭	৬১,৩৮৫	১০,৩৮,৫৩৭	৮৩৮৬৬.১০
২.	ঋণ প্রদান	১৭,৩০,৯৯৮	৪৩২১৯৪.১৩	১৬,১৯,৮৭৯	৩৬৪১৮১.১৯
৩.	প্রশিক্ষণ	১,৪২,৪৯৭	২৮৪৯.১৫	২,৫১,৩০৫	৫৭৪৮.৭২
মোট ৩টি কর্মসূচি		**১৯,১৭,৫০২ জন**	**৪,৯৬,৪২৮.২৮ লক্ষ টাকা**	**২৯,০৯,৭২১ জন**	**৪,৫৩,৭৯৬.০১ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি, আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা কর্মসূচি, 'সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্প' অ-উপজাতীয় গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসন কর্মসূচি ও ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় প্রত্যাবাসন কর্মসূচি-সংক্রান্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির

মাধ্যমে মোট ৩২,১১২.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩,৭২,৭৭৪ জন এবং ৫২,৬৭৭টি পরিবার ২,৪২১টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির আওতায় ৩১,৪৭৫.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০,৬৩,০৯৫ জন, ৩৮,২৪০টি পরিবার ৪৪৮টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	অ-উপজাতীয় পরিবারের গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি	২৫,৯৯৭টি পরিবার	১০,৪০১.৯৩	২৫,৯৯৭ পরিবার	১০,১২০.৭৬
২.	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচি	১২,২২৩টি পরিবার	৬,৭৯১.৫৪	১২,২২৩টি পরিবার	৬,৭২৩.৭৯
৩.	জনসংহতি সমিতির পুনর্বাসন কর্মসূচি	১,৯৬৬ জন	১,০৩৩.০৩	১,৯৬৬ জন	১,০২২.৭২
৪.	সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্প	৯,৪৬,৪৪২ জন	৩,৮২৬.৫৭	৭,৪২,৫৮১ জন	৩,২৬৮.৪০
৫.	বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি	৩,৫০,৭৫৯ জন ২৮টি প্রতিষ্ঠান	৯,২৫৯.৮০	২,৪১,৭৩৪ জন ১৪৩টি প্রতিষ্ঠান	৯,৫৪০.০৯
৬.	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স	২৫০ পরিবার ২৫টি প্রতিষ্ঠান	৩৫	৭০ জন ১৭টি প্রতিষ্ঠান	২৫
৭.	আপদকালীন পরিস্থিতি	৭৩,৬০৭ জন ১৪,২০৭টি পরিবার ২,৩৬৮টি প্রতিষ্ঠান	৭৬৫	৭৬,৭৪৪ জন ২০টি পরিবার ২৮৮টি প্রতিষ্ঠান	৭৭৫
মোট ৭টি কর্মসূচি		**১৩,৭২,৭৭৪ জন ৫২,৬৭৭টি পরিবার ২,৪২১টি প্রতিষ্ঠান**	**৩২,১১২.৮৭**	**১০,৬৩,০৯৫ জন ৩৮,২৪০ পরিবার ৪৪৮টি প্রতিষ্ঠান**	**৩১,৪৭৫.৭৬**

ঘ.৪.১১ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫টি কর্মসূচির মাধ্যমে ১৬,৭৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪,০১১ জন উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৯,৯৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১,৮৯৪ জন উপকৃত হয়।

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের বৃত্তি প্রদান	৬,৮৮১	১,১১৩	২,৮০২	৩৭৬
২.	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান	২,৯১৯	১,০২২	৩,৬৯১	১,২৯২

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
৩.	প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান	৩,২০৯	৯,৪৫০	৪,১০৬	১২,০৭৯
৪.	প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্সুরেন্স/সার্ভিস বেনিফিট বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিতরণ	৬৯৪	৪,৮৪৪	১,১১১	৬,০৪৯
৫.	আহত/পঙ্গু/অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান	৩০৮	৩০৪	১৮৪	১৭৫
	মোট ৫টি কর্মসূচি	**১৪,০১১ জন**	**১৬,৭৩৩ লক্ষ টাকা**	**১১,৮৯৪ জন**	**১৯,৯৭১ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এ সকল মানুষকে জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০১০ সালে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প শুরু হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে ৪৪,৩১৫.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০,৮৭১টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪৩,৮২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৩,৪২৪টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন	২০,৮৭১টি পরিবার	৪৪,৩১৫.৭৩	৩৩,৪২৪টি পরিবার	৪৩,৮২৯
মোট ১টি কর্মসূচি		**২০,৮৭১টি পরিবার**	**৪৪,৩১৫.৭৩ লক্ষ টাকা**	**৩৩,৪২৪টি পরিবার**	**৪৩,৮২৯ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ মোট চারটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির আওতায় ১,৬৪,৮৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,৭১,৭৭,২৯৪ জন উপকৃত হন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির আওতায় ২,৬৯,৫৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,৬৬,৩৭,৯২৬ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১,০৮,০০,০০০ জন	১,০৩,৪০৬	১,৩০,০০,০০০ জন	১,৫৫,০০০
২.	রিচিং আউট অব চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প	৬৪,৫০০ জন	১১,৯৫৬	১,৯২,৭০০ জন	২২,৭৭০
৩.	দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প (বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এবং জিওবি'র সহায়তা)	২৭,৫৭,১৬৫ জন	৩১,৮১৭	২৯,০৮,০৮৫ জন	৫১,৮১০
৪.	বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচি	২,৩৫,৫৫,৬২৯ জন	১৭,৭০৪	২,০৫,৩৭,১৪১ জন	৪০,০০০
মোট ৪টি কর্মসূচি		**৩,৭১,৭৭,২৯৪ জন**	**১,৬৪,৮৮৩ লক্ষ টাকা**	**৩,৬৬,৩৭,৯২৬জন**	**২,৬৯,৫৮০ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৪ ভূমি মন্ত্রণালয়

বিত্তহীন ও গৃহহীন হতদরিদ্রদের আবাসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দুটি কর্মসূচির আওতায় ১,৯৪৫.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,১৫৯টি পরিবারকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে পুনর্বাসন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির আওতায় ১৩,২১২.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯,৬৩৯টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প	১,১৫৯টি পরিবার	১,৯৪৫.০৪	৮,১০০টি পরিবার	১৩,১৬৯.১৪
২.	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪)	সমাপ্ত	সমাপ্ত	১,৫৩৯টি পরিবার	৪৩.৩৫
মোট ২টি কর্মসূচি		**১,১৫৯টি পরিবার**	**১,৯৪৫.০৪ লক্ষ টাকা**	**৯,৬৩৯টি পরিবার**	**১৩,২১২.৪৯ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৫ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি, দুস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি, শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচি, মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কর্মসূচি, স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের মধ্যে অনুদান বিতরণ, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, দুস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল, পথশিশু পুনর্বাসন কাযক্রম প্রকল্পসহ মোট দশটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির

বিপরীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,৭৫,৯৬৩.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০,৯৯,২৪৩ জন উপকৃত হয়। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,৬১,৩৫৪.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০,০৮,১৬৭ জন এবং ৪,৮৩১টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছর ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	৭,৭০,০০০ জন	৭৩,৯২০	৭,০০,০০০ জন	৬৭,২০০
২.	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি	২,৭৫,০০০ জন	২,৬৪,০০	২,৫০,০০০ জন	২,৪০,০০
৩.	দুস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি	১০,৪০,০০০ জন	১,৭১,৯৮৪.১৭	১০,৪০,০০০ জন	১,৬৫,৬৪৫.৩১
৪.	শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচি	২৯১৭ জন	১,৮৫৯.৪৩	২,৪৪০ জন	১,২১৭.২৫
৫.	মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	৭,৪৭০ জন	৬৭৭.০৮	১০,০৫২জন	১,৫৮৬.১৮
৬.	কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কর্মসূচি	১,৪৫৩ জন	১৩২	১,৭৫৯ জন	২০২.৭১
৭.	স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের মধ্যে অনুদান বিতরণ	কোভিড-১৯ সংক্রমণ জনিত কারণে বামকপ সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ২০১৯-২০ বছরে সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা নির্ধারিত হয়নি।	১,০৬৯ টাকা নিবন্ধনকৃত সমিতিসমূহের মধ্যে অনুদান বিতরণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।	৪,৮৩১টি প্রতিষ্ঠান	৯৪৬.৬৫
৮.	শিশু বিকাশ কেন্দ্র	৭৫০ জন	৬৩০	৭৫০ জন	৫২৫
৯.	দুস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল	পর্যাপ্ত ফান্ড না থাকায় ও কোভিড-১৯ সংক্রমণ জনিত কারণে বিতরণ সম্ভব হয়নি।	-	৩৩৭ জন	২৭.৭৭
১০.	পথশিশু পুনর্বাসন কাযক্রম	১,৬৫৩ জন	৩৬০.৪০	২,৮২৯ জন	৩.৭০
মোট ১০টি কর্মসূচি		**২০,৯৯,২৪৩ জন**	**২,৭৫,৯৬৩.০৮ লক্ষ টাকা**	**২০,০৮,১৬৭ জন ৪,৮৩১টি প্রতিষ্ঠান**	**২,৬১,৩৫৪.৫৭ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৬ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৫,৭৭২.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭,৫২৫ জন ও ১১,৫১,৩৬৫টি জেলে পরিবার উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৭,৫৫৪.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭,৭৮০

জন ও ১০,৫৯,১৬৭টি জেলে পরিবার উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প -এর আওতায় নিবন্ধিত জেলেদের বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে উপকরণ সহায়তা	১৭,০০০	২,৫৫২.৮৬	৭,৭৮০	৯৩৫.৫৭
২.	রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-এর আওতায় জেলেদের বিকল্প আয়বর্ধকমূলক কার্যক্রমে সহায়তা	৫২৫	১০৫	-	-
৩.	মা ইলিশ আহরণে বিরত মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ-এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	৪,০৮,৩২৯	৩,৫৭৫.০১	৩,৯৫,৭০৯	৩,৪৬৪.৫২
৪.	জাটকা আহরণে বিরত থাকা মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ-এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	৩,০১,২৮৮	২০,৩৯০.৯৩	২,৪৮,৬৭৪	১৭,৪১৭.৫৫
৫.	৬৫ দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন উপকূলীয় এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ-এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	৪, ১৯, ৫৮৯	১৮,৭৫৯.৪৯	৪,১৪,৭৮৪	১৫,৭৩৬.৬০
৬.	প্রজনন মৌসুমে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন কাপ্তাই লেক তীরবর্তী মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ-এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	২২,১৫৯	৩৮৯.৫৯	-	-
মোট ৬টি কর্মসূচি		**১১,৬৮,৮৯০**	**৪৫,৭৭২.৮৮**	**১০,৫৯,১৬৭**	**৩৭,৫৫৪.২৪**

ঘ.৪.১৭ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে আটটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পসমূহের জন্য ৩,৮০,৭৬৫.৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরাদ্দকৃত অর্থে ৭,১৩,৩৬৬ জন ও ১৯,৮৩৬টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আটটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,৭৭,৬৬১.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯,৮৩৬টি পরিবার ও ৭,২৩,৫০০ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা	২,০০,০০০ জন	২,৮২,২৪০	২,০০,০০০ জন	২,৮০,০০০
২.	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা	১১,৯৯৮টি পরিবার	৪৫,০৯৯.৮৭	১১,৯৯৮টি পরিবার	৩৯,৪৫৫.৫৪

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
৩.	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির অধীনে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান	২,৩৫০ জন	চলতি বরাদ্দ ৭৫ (ঘূর্ণায়মাণ তহবিল-৩,৯০০)	২,৩০০ জন	৩,৮২৫ (ঘূর্ণায়মাণ তহবিল)
৪.	রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাভোগী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার ও তারামন বিবি বীরপ্রতীকের পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা	৭,৮৩৮টি পরিবার	৩,১০৫.৭৯	৭,৮৩৮টি পরিবার	৩,৩৫০
৫.	খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা (বীরশ্রেষ্ঠ-৩০,০০০, বীর উত্তম-২৫,০০০, বীর বিক্রম-২০,০০০ এবং বীর প্রতীক-১৫,০০০ টাকা মাসিক)	৫৮৭ জন	১,২২০.৪০	৬৭৬ জন	১,৪১৬
৬.	মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাংলা নববর্ষ ভাতা (মাসিক জনপ্রতি ১০,০০০ টাকা)	১,৮৯,৯০৫ জন	৩,৭৯৮.১০	২,০০,০০০ জন	৪,০০০
৭.	মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উৎসব ভাতা (জনপ্রতি ১০,০০০ টাকা হারে বছরে ২টি উৎসব ভাতা)	২,০০,০০০ জন	৩৯,২০০	২,০০,০০০ জন	৩৯,১১৫.১০
৮.	জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিজয় দিবসভাতা (জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা)	১,২০,৫২৪ জন	৬,০২৬.২০	১,২০,৫২৪ জন	৬,৫০০
মোট ৮টি কর্মসূচি		**৭,১৩,৩৬৬ জন ১৯,৮৩৬টি পরিবার**	**৩,৮০,৭৬৫.৩৬ লক্ষ টাকা**	**৭,২৩,৫০০ জন ১৯,৮৩৬টি পরিবার**	**৩,৭৭,৬৬১.৬৪ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৮ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

২০১৯-২০ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দুটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। কর্মসূচির আওতায় ৭৫,৬৮৮.৬৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৯,৭৩৫ জন উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উক্ত কর্মসূচির আওতায় ৮০,০৬৩.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৪,৯১৯ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি	৩০,১৪৩	১০,৭১৯.৩৯	৪৫,৬৬৯	১৪,২৯৪.৩৩
২.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি (২৪-৩৫ বয়সের বেকার শিক্ষিত যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ২ বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি)	৫৯,৫৯২	৬৪,৯৪৯.২৪৬	৩৯,২৫০	৬৫,৭৬৯
মোট ২টি কর্মসূচি		**৮৯,৭৩৫ জন**	**৭৫,৬৮৮.৬৩৬ লক্ষ টাকা**	**৮৪,৯১৯ জন**	**৮০,০৬৩.৩৩ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৯ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে তিনটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। কর্মসূচির আওতায় ১,৩৭,০৯৮.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০,০১,৯৮৭ জন উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৯,৫৭৯.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫,৬৮,৯৪৬ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রম	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)		মন্তব্য
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদান)	২৪,৯৪,৪০৫ জন	১,২২,৮৬৪.৪১	-	-	সমন্বিত উপবৃত্তি প্রকল্প ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরম্ভ হয়।
২.	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদান) (SESIP)	২,৯৭,৯০৮ জন	৩,০৯৪.১০	৩,০৮,৮৭৬ জন	৫,৮১৯	
৩.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড (স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের)	২,০৯,৬৭৪ জন	১১,১৪০.৪৩	২,৬০,০৭০ জন	১৩,৭৬০.৮৪	
মোট ৩টি কর্মসূচি		**৩০,০১,৯৮৭ জন**	**১,৩৭,০৯৮.৯৪ লক্ষ টাকা**	**৫,৬৮,৯৪৬ জন**	**১৯,৫৭৯.৮৪ লক্ষ টাকা**	

ঘ.৪.২০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ৫,৬০,০৭৩.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৮২,২০,৫৭৭ জন ও ৪,১১৮টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ৪,৫০,৭৬৭.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৬৭,৯৯,৮৭২ জন ও ৪,০৩১টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিচে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	বয়স্কভাতা	৪৪,০০,০০০ জন	২,৬৪,০০০	৪০,০০,০০০ জন	২,৪০,০০০
২.	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা	১৭,০০,০০০ জন	১,০২,০০০	১৪,০০,০০০	৮৪,০০০
৩.	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	১৫,৪৫,০০০ জন	১,৩৯,০৫০	১০,০০,০০০ জন	৮৪,০০০

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
৪.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	১,০০,০০০ জন	৯,৫৬৪	৯০,০০০ জন	৮,০৩৭
৫.	সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	১৭,৬৭৫ জন ১৯৪টি প্রতিষ্ঠান	৭,৪২৩.৫০	১৭,৬০৫ জন ১৯৩টি প্রতিষ্ঠান	৫,৩৮০.৪৪
৬.	বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	৯৭,০৮৩ জন ৩,৯২৪টি প্রতিষ্ঠান	২৩,২০২.২৪	৮৭,৫০০ জন ৩,৮৩৮টি প্রতিষ্ঠান	১০,৫০০
৭.	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	১,১৯৭ জন	১৬৫	২,৫০০ জন	১৫০
৮.	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	২,৭৫০ জন	৩০৭	২,৭১০ জন	৩০০
৯.	চাইল্ড সেনসেটিভ স্যোশাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প (সিএসপিবি)	১,৯১,৯২৮ জন	১,২০৯.৩৬	৯৫,৪৭৪ জন	৯৭০.৮৯
১০.	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৩,৩০১ জন	১,৮৮৬	৩,৫০১ জন	১,৭৮০
১১.	হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম	৫,৭৪৫ জন	৫৫৬	৭,৬৫০ জন	১,১৪০
১২.	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম	৬৬,৯০০ জন	৫,৭৮৭	৩৭,৯৩২ জন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে একটি কর্মসূচির আওতায় ছিল	৫,০০৩
১৩.	বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম	৮,৯৯৮ জন	৯২৩		
১৪.	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৫০,০০০ জন	২,৫০০	৪০,০০০ জন	২,০০০
১৫.	ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি	৩০,০০০ জন	১,৫০০	১৫,০০০ জন	৭,৫০০
মোট ১৫টি কর্মসূচি		**৮২,২০,৫৭৭ জন ৪,১১৮টি প্রতিষ্ঠান**	**৫,৬০,০৭৩.১০ লক্ষ টাকা**	**৬৭,৯৯,৮৭২ জন ৪,০৩১টি প্রতিষ্ঠান**	**৪,৫০,৭৬৭.৩৩ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.২১ স্থানীয় সরকার বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১২টি সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২টি কর্মসূচির আওতায় ৫১,৬০১.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪,৩২,৪৯৫ জন উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১০টি কর্মসূচি/প্রকল্পের বিপরীতে মোট ২০,৬২৮.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৫৫,৪৮৯ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-৩	১২,১৪০ জন	১,৮২০.৩৪	-	-
২.	গ্রামীণ সড়ক মেরামত ও সংরক্ষণ	৬,৫৪০ জন	৬,২৩০	৫,৪১২ জন	৪,২৮৬.৮৮
৩.	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	-	-	১৭৫ জন	১.৪০
৪.	হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	১০,০৯০ জন	৯৭৮	১০,৯৯০ জন	৯৯৮.১৫
৫.	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প	৬,৫০০ জন	২,৮৯৯.৫৪	৩,০০০ জন	২,৮৯৯.৫৪
৬.	টেকসই ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট	১৮,৩৯৫ জন	১,৬২১	৭,৬০০ জন	১,২৩০
৭.	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট	-	-	২০০ জন	৯৬৩
৮.	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৮,৩৯৫ জন	১,৬২১	৭,৬০০ জন	১,২৩০
৯.	অবকাঠামো দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প	২৩৯ জন	৫৬৬	-	-
১০.	Income Support Program for the Poorest (২য় সংশোধিত)	৩,৪৭,৫৬০	৩২,০৯৩.৪৩	১,০৮,১২০	৫,৩৮৩.৬১
১১.	Local Government Initiation on Climate Change (LoGIC)	৯,০৭২	২,৬২১.৯০	৭,৯২৮	১,৩৩১.৯০
১২.	উৎপাদনশীল সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন) শীর্ষক প্রকল্প	৩,৫৬৪	১,১৫০	৪,৪৬৪	২,৩০৪.৩৯
মোট ১২টি কর্মসূচি		**৪,৩২,৪৯৫ জন**	**৫১,৬০১.২১ লক্ষ টাকা**	**১,৫৫,৪৮৯ জন**	**২০,৬২৮.৮৭ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.২২ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৩,৫৩৮ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীর মধ্যে ১,৯৯৬.২৩৮ লক্ষ টাকা ভাতা বিতরণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩,৫০৬ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীর মধ্যে ৫৫৫.২৪ লক্ষ টাকা ভাতা বিতরণ করা হয়েছিল। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের আর্থিক খাতা প্রদান।	৩,৭৫৬ জন	৫৮১.৬৮৮	৩,৬৫০ জন	৬,৯৯,০৪০০০
২.	অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের চিকিৎসার জন্য এককালীন আর্থিক অনুদান।	৩৮ জন	৬৪.১৫	-	-

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
৩.	দেশের করোনা ভাইরাস দুর্যোগ মোকাবেলায় অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের এককালীন সহায়তা প্রদান।	৬,৯৬০ জন	৩৩৩.৫৩	-	-
৪.	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।	১,৪৫২টি	৭০৬.৮৭	১,২২৯	৪,৬০,১৫,৯০০
৫.	বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট-এর তহবিল হতে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান।	৬০০ জন	৩০	-	-
৬.	দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা প্রদান।	৭৩২টি	২৮০	-	-
মোট ৬টি কর্মসূচি		**১৩,৫৩৮ জন সংস্কৃতিসেবী**	**১,৯৯৬.২৩৮ লক্ষ টাকা**	**৩,৫০৬ জন সংস্কৃতিসেবী**	**৫৫৫.২৪ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.২৩ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭টি সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৫,৬৮৯.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮২,১৭২ জন, ৮১,৬১৯টি পরিবার ৫১৪টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয় এবং উপকারভোগীদের মধ্যে ৩৯,২৫,৮৭৪টি ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭টি কর্মসূচি/প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৫,৭৬০.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪,২৯,৭৩,১১৬ জন, ৮১,৬১৫টি পরিবার, ১,২৪২টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয় এবং উপকারভোগীদের মধ্যে ৯৪,২২,০৯৭টি ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (ডিএসএফ) মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম	৮১,৬২১ জন	২,৩৫৬.৬১	৮০,০৪৩ জন	১,৭৪২
২.	ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (DSF) (হতদ্ররিদ্র সুবিধাবঞ্চিত ছানি রোগী অপারেশন কার্যক্রম)	৫৫১ জন	১৬.৫৩	১,৬৫২ জন	৪৯.৫৬
৩.	ভিটামিন 'এ' ঘাটতিজনিত সমস্যাসমূহ নিয়ন্ত্রণ	-	১,৪২৫.২১	৪,২৮,৯১,৪২১ জন	২,৮২০.১৯
৪.	আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ	৩৯,২৫,৮৭৪টি ফলিক এসিড ট্যাবলেট	৭০০	৯৪,২২,০৯৭টি ফলিক এসিড বড়ি	১৮১.২০
৫.	মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি এবং মাঝারি তীব্র অপুষ্টির কমিউনিটি ও হাসপাতালভিত্তিক ব্যবস্থাপনা	১৬০টি	১৭০	৩৩৫টি	২১১.৫০

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
৬.	শিশুবান্ধব হাসপাতাল স্থাপন	৩৫৪টি	১৯০	৯০৭টি	১৮৩.৭০
৭.	স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি	৮১,৬১৯টি পরিবার	৮৩০.৮৪	৮১,৬১৫টি পরিবার	৫৭২.৩৯
মোট ৭টি কর্মসূচি		**৮২,১৭২ জন ৮১,৬১৯টি পরিবার ৫১৪টি প্রতিষ্ঠান ৩৯,২৫,৮৭৪টি ফলিক এসিড ট্যাবলেট**	**৫,৬৮৯.১৯ লক্ষ টাকা**	**৪,২৯,৭৩,১১৬ জন ৮১,৬১৫টি পরিবার ১,২৪২টি প্রতিষ্ঠান ৯৪,২২,০৯৭টি ফলিক এসিড বড়ি**	**৫৭৬০.৫৪ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.২৪ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩টি সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ১৮,৩৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৬,৩০,২৮৫ জন, ১,৬৫,০০০টি পরিবার এবং ৬,৩৫৮টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩টি কর্মসূচি/প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৯,৪৭৯.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৭, ১৩,২১৬ জন, ১,২৫,০০০টি পরিবার এবং ৩,২২৭টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়।

২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	ম্যাটারনাল চাইল্ড রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ	২০,২৫,০০০ জন ৬,৩৫৮টি প্রতিষ্ঠান ১,৬৫,০০০টি পরিবার	১০,৫৮৩.১৭	২০,২৫,০০০ জন ৩,২২৭টি প্রতিষ্ঠান ১,২৫,০০০টি পরিবার	১০,১৬৯.৪৫
২.	Family Planning Field Services Delivery (FPFSD)	১৫০ জন	২০২	১৫০ জন	১৭৫.২০
৩.	ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপসন সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (CCSDP)	৬,০৫,১৩৫ জন	৭,৬০৪.৫১	৬,৮৮,০৬৬ জন	৯,১৩৪.৬২
মোট ৩টি কর্মসূচি		**২৬,৩০,২৮৫ জন ৬,৩৫৮টি প্রতিষ্ঠান ১,৬৫,০০০টি পরিবার**	**১৮,৩৮৯ লক্ষ টাকা**	**২৭,১৩,২১৬ জন ৩,২২৭টি প্রতিষ্ঠান ১,২৫,০০০টি পরিবার**	**১৯,৪৭৯.২৭ লক্ষ টাকা**

মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

ঙ.১ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি) ক্যাডারে ১০৪ জন বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৭৫ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি ও কর ক্যাডারের ১১ জন কর্মকর্তাকে চাকরিতে স্থায়ীকরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২ জনসহ এর আওতাধীন দপ্তরসমূহে ১৫৫ জন কর্মকর্তা ও ১৮৯ জন কর্মচারীসহ সর্বমোট ৩৪৪ জনকে নতুন নিয়োগ এবং ২২ জন কর্মকর্তা ও ৪১৪ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

(২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণে অফিস ব্যবস্থাপনা, আচরণবিধি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ই-ফাইলিং-এ ৫২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের কাজের গুণগত মান মূল্যায়ন এবং উত্তম চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। শুদ্ধাচার কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ও একজন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(৩) 'বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪' অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের রাজস্ব খাতভুক্ত গ্রেড-৯ পদে ২ জনকে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়।

(৪) বিসিএস (কর) ক্যাডারে ৩৬তম বিসিএস এবং বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি) ক্যাডারে ৩১তম ব্যাচসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের ডোসিয়ার ব্যবস্থাপনা অধিক উন্নত করার লক্ষ্যে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজড করার জন্য এসিআর অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে। এ সেবা অনলাইন করার ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ এসিআর সংক্রান্ত তথ্য দেখতে পারেন। একইসঙ্গে এসিআর-এর রিপোর্ট সরাসরি অনলাইন থেকে প্রিন্ট করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা তৈরি হয়েছে।

(৫) নাগরিক সেবার আওতায় অনলাইন-এ CIP-এর আবেদন করার প্রক্রিয়া চালু করা হয়। সঞ্চয় স্কিমসমূহের তথ্য সংবলিত 'সঞ্চয় অ্যাপস' চালু করা হয়েছে।

(৬) Stamp Act, 1899 & The Stamp Duties (Additional Modes of Payment) Act, 1974-এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,৮৭৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আহরণ করা হয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড:

(৭) ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, অর্জন ও প্রবৃদ্ধি:

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
২০১৭-১৮	২,২৫,০০০	২,০২,৩১২.৯৪	১৭.৮৬ শতাংশ
২০১৮-১৯	২,৮০,০৬৩	২,২৩,৮৯২.৪২	১০.৬৭ শতাংশ
২০১৯-২০	৩,০০,৫০০	২,১৮,৪০৮.৯৪	(-) ২.২৬ শতাংশ

(৮) রাজস্ব বিভাগে বিদ্যমান অবকাঠামোগত দূর্বলতা নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ শেরে বাংলা নগরে ১২ তলাবিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য 'জাতীয় রাজস্ব ভবন নির্মাণ' শীর্ষক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে ২০০৯ সালে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ঢাকার আগারগাঁও-এ একটি ১২তলা ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চিত্র: নির্মাণাধীন জাতীয় রাজস্ব ভবন।

(৯) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নিম্নরূপ সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

- মূসক প্রশাসনকে অনলাইনভিত্তিক করার জন্য VAT Online Project গ্রহণ ও এর আওতায় অনলাইন মূসক ব্যবস্থা চালুকরণ, এবং Integrated VAT Accounting System (IVAS) পদ্ধতি বাস্তবায়ন;
- VAT Online Project-এর আওতায়, অনলাইন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন ফাইলিং;
- আন্তর্জাতিক কাস্টমস রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত নতুন কাস্টমস আইন, ২০১৬ বাস্তবায়ন;
- সকল স্থল শুল্ক স্টেশনে এসাইকুডা (ASYCUDA) ওয়ার্ল্ড সিস্টেম সম্প্রসারণ;
- কাস্টমস-এর ক্ষেত্রে শুল্ক ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে Online National Single Window (NSW), Post Clearance Audit এবং Advance Ruling, Authorized Economic Operator বাস্তবায়ন-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধি;
- বিদ্যমান আয়কর আইনকে আধুনিক যুগোপযোগী ও সহজ করার লক্ষ্যে নতুন 'Direct Tax Code' প্রণয়ন;
- 'Strengthening Governance Management Project (SGMP)' প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন;
- আয়করের উৎসে কর্তন মনিটরিং জোরদার করার লক্ষ্যে 'স্বতন্ত্র উৎসে কর কর্তন পরিবীক্ষণ অঞ্চল' বাস্তবায়ন;
- আয়কর প্রদানে e-Payment পদ্ধতির সম্প্রসারণ;
- ট্রান্সফার প্রাইসিং ও এন্টি মানি লন্ডারিং কার্যক্রম সক্রিয়করণ;
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) সক্রিয় করার মাধ্যমে মামলায় আটককৃত রাজস্ব আহরণ জোরদার করা;
- তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো বিনির্মাণ ও অটোমেশন কার্যক্রমসহ জোরদারকরণ;
- ট্যাক্সনেট সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধ এবং আইন ও কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ;
- করশিক্ষা, বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রচারণা এবং ট্যাক্সপেয়ার্স সার্ভিস বৃদ্ধি;

- উচ্চ আদালতের পেন্ডিং মামলাসমূহ নিষ্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আহরণ;
- উৎসে কর ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর করার জন্য একটি নতুন উৎস কর ইউনিট স্থাপন;
- ইলেকট্রনিক উৎস কর ব্যবস্থা প্রচলন;
- তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিমুখী কর-তথ্য ইউনিট গঠন, যা দেশের অন্যান্য সিস্টেমের সঙ্গে আন্তঃসংযুক্ত থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য লাভ করবে এবং কর ফাঁকি উদ্‌ঘাটন ও করদাতা চিহ্নিতকরণে কাজ করবে; এবং
- আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি রোধ এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ও এর উপর প্রযোজ্য কর পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক করের উপযুক্ত ও কার্যকর একটি প্রশাসনিক কাঠামো সৃজন।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

(১০) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র বিধিমালা, ১৯৭৭-এর বাংলা অনুবাদ; এবং সঞ্চয়পত্রের জন্য একটি সমন্বিত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১১) ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সঞ্চয়পত্রের বিভিন্ন স্কিমে নিট বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ ছিল মাত্র ২,৫১৮ কোটি টাকা যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১,৯৯৬ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে সঞ্চয় আহরণের মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৪,৩৬৪.৯০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট অর্জন ৫৭,৮০৪.৯৫ কোটি টাকা। অনুরূপভাবে উক্ত অর্থবছরে সঞ্চয় আহরণে নিট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১,৯৯৬ কোটি টাকা, যার বিপরীতে নিট অর্জন ১১,০১১.০৯ কোটি টাকা। সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে আহরিত অর্থ দেশের ঘাটতি বাজেটে অর্থায়নসহ জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(১২) জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরকে 'জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর'-এ উন্নীত করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ৮৪টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহে ৪টি নতুন বিভাগীয় কার্যালয় চালু করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের জনসাধারণ খুব সহজেই জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন নতুন ৪টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো চালু করা হয়েছে।

(১৩) ২০৪ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, ১৯৫ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি, প্রথম শ্রেণির ৪৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ২৩ জনকে সিলেকশন গ্রেড, নবম গ্রেডের ২৮ জনকে উচ্চতর গ্রেড, ১২-২০ গ্রেডের ২৩ জনকে টাইম স্কেল প্রদান এবং জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ৮১টি 'সঞ্চয় অফিসার'-এর পদকে দশম গ্রেডের গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান করা হয়।

(১৪) জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে সিটিজেন চার্টার, সঞ্চয় স্কিমের মুনাফা হার, সঞ্চয় স্কিমের ক্রয় ফরম, প্রাইজবন্ডের ফলাফল, নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলির হালনাগাদ তথ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে।

(১৫) মহিলাদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য সর্বাধিক মুনাফার হারে 'পরিবার সঞ্চয়পত্র' পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। পরিবার সঞ্চয়পত্র পুনঃপ্রবর্তনে মহিলারা আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে।

(১৬) কম্পিউটারবান্ধব সঞ্চয়পত্র লেনদেন ও গ্রাহকসেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরোগুলোতে ই-সেভিংস সফট্‌ওয়্যার চালু করা হয়েছে। এতে স্বল্প সময়ে অধিক গ্রাহকসেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

(১৭) ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক (পুরুষ ও মহিলা) এবং যে কোনো বয়সের শারীরিক প্রতিবন্ধী (পুরুষ ও মহিলা)-কে পরিবার সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এতে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দুটি জনগোষ্ঠীর লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন হচ্ছে।

(১৮) সারাদেশব্যাপী স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে কাঙ্ক্ষিত গ্রাহকসেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় সঞ্চয়পত্র স্কিমের অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

ট্যাক্সেস আপিলাত ট্রাইব্যুনাল

(১৯) আয়কর সংক্রান্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় ট্যাক্সেস আপিলাত ট্রাইব্যুনাল সর্বোচ্চ আপিল ফোরাম। এ ট্রাইব্যুনাল সামগ্রিক আয়কর ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে করদাতা ও আয়কর বিভাগের মধ্যে আয়কর সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিপূর্বক আয়কর আহরণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত ও গতিশীল করে সরকারের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কর আপিল অঞ্চল কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত কর আদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ পক্ষগণ (করদাতা ও কর বিভাগ) এ ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করে থাকেন। যে মাসে কর মামলা দায়ের করা হয়, সে মাসের শেষ তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা এবং কর আদেশের তারিখ থেকে রায়ের কপি ১ মাসের মধ্যে পক্ষগণের নিকট জারি করার ক্ষেত্রে আইনের মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ট্রাইব্যুনালে দাখিলকৃত কর সংক্রান্ত মামলাগুলো শুনানি ও নিষ্পত্তিকরণসহ প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড সম্পন্ন করা হচ্ছে।

(২০) করমামলা দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবশিষ্ট কর মামলা ১,৯৩৫টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে দায়েরকৃত কর মামলা ৬,৪৯৬টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত কর মামলা ৬,৬৮৬টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিআর কর্তৃক অমীমাংসিত পুনরুজ্জীবিত মামলা ৪৪টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিআর-এ অনুমোদনকৃত মামলা ১১৫টি এবং ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে অবশিষ্ট কর মামলা ১,৬৭৪টি।

(২১) প্রশাসনিক কাজের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটি ও ফোকাল পয়েন্টের সভা, স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সভা, গণশুনানি সংক্রান্ত সভা, পোস্টার এবং কর মামলা শুনানি ও নিষ্পত্তির বিষয়ে সদস্যদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মতামত-বক্স দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনপূর্বক নির্দিষ্ট মতামত সংবলিত ফরম-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২২) আইবাস++ বাজেট ও ই-জিপিতে টেন্ডার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চে হেল্প ডেক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেইসবুক পেইজ খোলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনসহ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(২৩) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল-এ ২০১৯-২০ অর্থবছরে গৃহীত মোট মামলা ৬১৯টি, শুনানি গ্রহণ ২,০৪৬টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলা ৮২১টি এবং আদেশ জারি করা হয়েছে ৮২১টি।

২. অর্থ বিভাগ

(১) ২০২০-২১ অর্থবছরের মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বাজেট বইতে মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো, বিস্তারিত সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি, পরিচালন ও উন্নয়ন মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ, বিস্তারিত পরিচালন বরাদ্দ, উন্নয়ন মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ একত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

(২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের সংশোধিত কর্তৃত্ব ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখে জারি করা হয়।

(৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নপূর্বক নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে Budget Speech, Budget in Brief, Annual Financial Statement, Medium Term Macroeconomic Policy Statement বাজেট প্রকাশনাসমূহের ইংরেজি ভার্সন প্রকাশ করা হয়।

(৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিচালন বাজেট থেকে অর্থায়নযোগ্য উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ১৮টি উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চিত্র: ১১ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি, জাতীয় সংসদ ভবনে 'নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০২০' শীর্ষক বিল জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের সানুগ্রহ সম্মতি প্রদান করেন।

(৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেট বক্তৃতা, বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি, সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি, মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি বাজেট প্রকাশনাসমূহ প্রকাশ করা হয়েছে।

চিত্র: মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট বিলে স্বাক্ষর করছেন।

(৭) ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন প্রোগ্রামের অধীনে মোট ১২টি স্কিম অনুমোদন ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৮) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মৃত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ ও সুদ মওকুফের মোট ২৭টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয় এবং সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত মোট ৩২০টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

(৯) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (fiscal forecasting), বাজেট উন্নয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে 'Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS)' শীর্ষক বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

(১০) SPFMS কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে:

- মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আইবাস++ সিস্টেমে একটি পৃথক মডিউল সংযোজন করা হয়েছে এবং ১৯ জুলাই ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ২৩,৭৪,৬৪৫ জন উপকারভোগীকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। অর্থ প্রদানের পূর্বে উপকারভোগীর তথ্য সরকারের বিভিন্ন তথ্য ভান্ডারের সঙ্গে যাচাই করা হয়েছে;
- Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এর উন্নত ভার্সন iBAS^{++} সিস্টেম উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। iBAS^{++}-এর বাজেট প্রণয়ন মডিউল-এর আওতায় ২০১৫-১৬ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে বাজেট প্রণয়নের কাজ iBAS++ -এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। বর্তমানে বাজেট প্রণয়নের এই মডিউল জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রবর্তনের কাজ চলমান রয়েছে;
- অধিক দক্ষতার সঙ্গে বাজেট বাস্তবায়নের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে দেশের সকল জেলা-উপজেলায় বাজেট বাস্তবায়ন মডিউল চালু করা হয়েছে। সেইসাথে 'বাজেট কন্ট্রোল অপশন' চালু করে ব্যয়নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। iBAS^{++}-এর হিসাবরক্ষণ মডিউল ও জেনারেল লেজার মডিউলের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল হিসাবরক্ষণ অফিসে iBAS^{++}-এর হিসাবরক্ষণ মডিউল চালু রয়েছে। এর ফলে ২০১৯-২০-এর জুন ক্লোজিং সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১১) ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের ন্যায় ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটও পূর্ববর্তী ১৩ ডিজিট হিসাব কোডের পরিবর্তে ৫৬ ডিজিটে নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯-এর মতো ২০১৯-২০ অর্থবছরের হিসাবায়ন নতুন শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এতে স্থানভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

(১২) দেশের সকল স্থানে অনলাইনে বেতন বিল দাখিল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে দেড় লক্ষেরও বেশি কর্মকর্তা অনলাইনে বেতন বিল দাখিল করছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে কাগুজে বেতন বিল দাখিল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

(১৩) নন গেজেটেড কর্মচারীদের অনলাইনে বেতন বিল দাখিল এবং ইএফটি-তে বেতন প্রদান সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবালয়সহ অধিকাংশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে চালু করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ কার্যক্রম দেশের সকল দপ্তরে বিস্তৃত করা হবে।

(১৪) সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন ডাটাবেইজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রায় ৮ লক্ষ ১৫ হাজার পেনশনভোগীর তথ্য ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এসব পেনশনভোগীদের মাসিক পেনশন অনলাইনভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম ইএফটি'র মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে। ২,৪০,০০০ পেনশনার ইএফটি'র মাধ্যমে পেনশন পাচ্ছেন। একটি কেন্দ্রীয় পেনশন প্রদান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এর মাধ্যমে সকল পেনশনারকে ই-পিপিও প্রদান করা হবে এবং ইএফটি'র মাধ্যমে পেনশন প্রদান করা হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সকল পেনশনারকে ইএফটি'র আওতায় আনা হবে।

(১৫) প্রায় ১১ লক্ষ ৫০ হাজার সরকারি কর্মচারীর অনলাইন ডাটাবেইজ সম্পন্ন হওয়ায় তাদের বেতন ভাতা বাবদ বাজেট প্রণয়ন, অবসর গ্রহণের তথ্য এবং নতুন পদ্ধতি ইএফটি'র মাধ্যমে বেতন পরিশোধের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের সকল স্থানে গেজেটেড কর্মকর্তাগণের বেতন-ভাতাদি ইএফটি'র মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে।

(১৬) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়াধীন ৭টি Self Accounting Entity (SAE) (গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, রেলওয়ে এবং ডাক বিভাগ, সিজিডিএফ)-এ iBAS^{++}-এর হিসাবরক্ষণ মডিউল চালু করা হয়েছে, এগুলো থেকে ইলেকট্রনিক অ্যাডভাইসের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অর্থ পরিশোধ করছে, যার ফলে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(১৭) প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের বেতন-ভাতাদি আইবাস$^{++}$-এর মাধ্যমে প্রদান করার কাজ চলমান রয়েছে। সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তাগণ এবং সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা সকলেই নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে আইবাস$^{++}$-এর ইএফটির মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি পাচ্ছেন।

(১৮) জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীয় ইন্টারনেটভিত্তিক সফট্ওয়্যার, যার মাধ্যমে সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র বিক্রয়, লভ্যাংশ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় হিসাবায়ন সম্পন্ন হচ্ছে। সঞ্চয়পত্রের কিস্তির সুদ এবং আসল নগদায়নের অর্থ ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সঞ্চয়পত্রকে পেপারলেস করা হয়েছে। এই সেবা বর্তমানে সারাদেশে সঞ্চয়পত্র বিক্রয়কারী সকল আউটলেটে চালু করা হয়েছে। ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমকেও অনলাইন করা হয়েছে।

(১৯) স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ যেন ট্রেজারির বাইরে পড়ে না থাকে, সে উদ্দেশ্যে নগদ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য আইবাস$^{++}$-এ নতুন মডিউল সংযোজন করা হয়েছে। এ মডিউল কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল-এ সফলভাবে পাইলটিং-এর পর বিদ্যুৎ বিভাগের সকল প্রকল্প, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়াতে চালু করা হয়েছে।

(২০) বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ইত্যাদিসহ নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির ওপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

(২১) iBAS^{++} ব্যবহার করে G2P-এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কার্যক্রমসমূহের সুবিধাভোগীদেরকে ভাতা প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ৫০ লক্ষের বেশি উপকারভোগীকে ইএফটি-এর মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

(২২) ঘরে বসে চালান জমাদানের উদ্দেশ্যে অটোমেটেড চালান ও ই-চালান বাতায়ন চালু করা হয়েছে। এর ফলে নাগরিকগণ সহজেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা দিতে পারবেন, সরকারের রাজস্ব আহরণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

(২৩) দূতাবাসসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দূতাবাসসমূহের জন্য আইবাস$^{++}$-এ পৃথক সাব-মডিউল সংযোজন করা হয়েছে এবং সফলভাবে চারটি দূতাবাসে চালু করা হয়েছে।

(২৪) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়িত 'Financial Sector Project for the Development of Small and Medium Sized Enterprises (FSPDSME)' শীর্ষক প্রকল্পের স্বাক্ষরিতব্য খসড়া SLA-এবং ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Dhaka Environmentally Sustainable Water Supply Project (DESWSP)' শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত খসড়া SLA-এর ওপর মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(২৫) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত ঋণ পরিশোধ চুক্তি স্বাক্ষর বিষয়ে এবং চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Chittagong Water Supply Improvement and Sanitation Project (CWSISP)' শীর্ষক প্রকল্পটির SLA সংশোধনের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(২৬) ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ অনুযায়ী ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলে নির্বাহী পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(২৭) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মুদ্রণ ও প্রচলনের জন্য ২০০ টাকা মূল্যমানের স্মারক ব্যাংক নোটের একটি ডিজাইন অনুমোদন করা হয়েছে, যা বর্তমানে বাজারে প্রচলিত রয়েছে।

(২৮) জামালপুর, রংপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ট্রেজারিতে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে অচল ঘোষিত, ব্যবহার অনুপযোগী ও চাহিদাবিহীন স্ট্যাম্পসমূহ বিনষ্টকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

(২৯) সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-এর পায়রা বন্দর শাখা, পটুয়াখালীকে ট্রেজারি কার্যক্রম (শুধুমাত্র আদান) পরিচালনার বিষয়ে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হয়েছে। '১০৯০২ ট্রেজারি প্রতিষ্ঠান' খাতের বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দ প্রদান এবং ১২০০০০৫০২ (পূর্বের ০৯০৪) মুদ্রা ব্যবস্থাপনা খাতে অর্থ ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩০) বিদ্যমান পেনশন পদ্ধতি অধিক সহজীকরণ ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে 'সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০' পুস্তিকা আকারে প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নতুন আদেশটি সরকারি প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে:

- পেনশন পদ্ধতি আধুনিকীকরণ ও আরও সহজীকরণের ফলে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অধিক গতিশীলতা আসবে ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে;
- সরকারি কর্মচারীগণের চাকরি সংক্রান্ত তথ্যাদির যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে পূর্বে অবসরকালীন সুবিধাদি প্রদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হতো। নতুন আদেশে সরকারি কর্মচারীর ই-চাকরি বৃত্তান্ত সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা থাকায় চাকরিকালীন তথ্যের ঘাটতি পূরণপূর্বক অবসরকালীন সুবিধাদি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবে;
- পূর্বে সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের সহজলভ্যতার অভাবে তার উত্তরাধিকার নির্ণয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সমস্যার সম্মুখীন হতেন। নতুন আদেশে উত্তরাধিকার নির্ণয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান সংযোজন করায় সহজে মৃত সরকারি কর্মচারীর উত্তরাধিকারী নির্ণয় সম্ভব হবে;
- কোনো অবসরগমনকারী সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি থাকলে উক্ত অডিট আপত্তি যথাসময়ে নিষ্পত্তির অভাবে তার পেনশন প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটতো এবং তিনি হয়রানির শিকার হয়ে অবসরকালে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হতেন। নতুন পেনশন আদেশে অবসরগামী কর্মচারীগণের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি (যদি থাকে) দ্রুত নিষ্পত্তির বিধান করায় অডিট আপত্তিতে জড়িত কর্মচারীগণের সহজে পেনশন প্রাপ্তির সুযোগ ঘটায় তাদের দুর্দশা লাঘব হবে;
- পূর্বের পেনশন সহজীকরণ আদেশে পেনশন প্রক্রিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো সুযোগ ছিল না। নতুন আদেশে ই-চাকরি বৃত্তান্ত iBAS^{++} software-এ অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এলপিসি, আনুতোষিক ও মাসিক পেনশন অনলাইনে প্রেরণের ব্যবস্থা থাকায় এটি তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে এবং সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার নীতি বাস্তবায়নে অবদান রাখবে।

(৩১) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং সংস্থার ৬৭,৪৭৫ জনকে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে নবসৃষ্ট/সৃজিত পদসমূহের বেতনগ্রেড নির্ধারণ, ৬৯ জনকে উন্নয়ন প্রকল্প থেকে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ, ১৬৯ জনকে সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল বিষয়ে মতামত প্রদান, ১,৬৭৯ জনের বেতনস্কেল উন্নীতকরণ/পুনঃনির্ধারণ, ১২৩টি রিট পিটিশন/এটি মামলার দফাওয়ারি জবাব প্রদান, ৭টি রিট মামলার রায় বাস্তবায়ন এবং ১১৮টি বিবিধ বিষয়ে মতামত/ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

(৩২) বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডার কর্মকর্তাদের গ্রেড-১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬-এ পদোন্নতি প্রদান; বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পদ স্বল্পতার কারণে নন-ক্যাডার (গ্রেড-১০) হিসাবে ৮০ জনকে নিয়োগ প্রদান; বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর; সিএজি, সিজিএ ও সিজিডিএফ কার্যালয়ের ১০৩টি পদের বেতনস্কেল উন্নীতকরণ; সিএজি, সিজিএ ও সিজিডিএফ কার্যালয়ের জন্য ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার মিলে মোট ৮৩৮টি

পদ সৃজন; সিএজি, সিজিএ ও সিজিডিএফ কার্যালয়ের ১০টি পদের পদনাম পরিবর্তন; সিএজি, সিজিএ ও সিজিডিএফ কার্যালয়ের ৩৪টি পদ বিলুপ্তিকরণ; সিএজি, সিজিএ ও সিজিডিএফ কার্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদ স্থায়ীকরণ; সিএজি এবং সিজিএ কার্যালয়ের নিয়োগের লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রদান; সিএজি কার্যালয়ের ৮টি অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন; সিএজি কার্যালয়ের জন্য ৭টি নতুন অধিদপ্তর গঠন; মহামান্য আদালতের রায়ের আলোকে ৬১ জন অডিটর পদের বেতনস্কেল উন্নীতকরণ; মহামান্য আদালতের রায়ের আলোকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান; বিভাগীয় মামলার আলোকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও শাস্তি মওকুফ এবং রিট মামলার রায়ের আলোকে বেতন-ভাতা প্রাপ্তি সংক্রান্ত মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯-এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কার্যক্রম

(৩৩) দেশে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে উক্ত সংকট মোকাবিলা ও অর্থনীতির ওপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব উত্তরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বল্প ,মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি একটি সামগ্রিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন। এ কর্মপন্থার চারটি প্রধান কৌশলগত দিক রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

- প্রথম কৌশলটি হলো সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা। এ ক্ষেত্রে কর্মসৃজনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং বিলাসী ব্যয় নিরুৎসাহিত করা;
- দ্বিতীয় কৌশলটি হল ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে কতিপয় ঋণ সুবিধা প্রবর্তন করা যাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত হয় এবং দেশে-বিদেশে উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়;
- তৃতীয় কৌশলটি হলো হতদরিদ্র ও কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনগণকে সুরক্ষা দিতে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা;
- চতুর্থ ও সর্বশেষ কৌশলটি হল বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা। তবে, এ কৌশলটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যাতে মূল্যস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(৩৪) এসব কৌশল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনার ভিত্তিতে সরকার সামগ্রিক একটি প্রণোদনা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, যা নিম্নরূপ:

সারণি: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনার প্যাকেজসমূহ

ক্রমিক	প্যাকেজ	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১.	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল	৫ হাজার কোটি
২.	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৪০ হাজার কোটি
৩.	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	২০ হাজার কোটি
৪.	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো	১২ হাজার ৭৫০ কোটি
৫.	Pre-shipment Credit Refinance Scheme	৫ হাজার কোটি
৬.	চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি	১০০ কোটি
৭.	স্বাস্থ্য বীমা এবং জীবন বিমা	৭৫০ কোটি
৮.	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	২ হাজার ৫০০ কোটি
৯.	১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয়	৭৭০ কোটি
১০.	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	১ হাজার ২৫৮ কোটি
১১.	ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি	৮১৫ কোটি

ক্রমিক	প্যাকেজ	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১২.	গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ	২ হাজার ১৩০ কোটি
১৩.	বোরো ধান/চাল ক্রয় কার্যক্রম (অতিরিক্ত ২ লক্ষ মেট্রিক টন)	৮৬০ কোটি
১৪.	কৃষিকাজ যান্ত্রিকীকরণ	৩ হাজার ২২০ কোটি
১৫.	কৃষি ভর্তুকি	৯ হাজার ৫০০ কোটি
১৬.	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৫ হাজার কোটি
১৭.	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৩ হাজার কোটি
১৮.	সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ৫০০ কোটি, কর্মসংস্থান ব্যাংক ১ হাজার ২০০ কোটি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ৫০০ কোটি, আনসার ভিডিপি ৫০০ কোটি এবং পিকেএসএফ ৫০০ কোটি টাকা)	৩ হাজার ২০০ কোটি
১৯.	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে ২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারি ভর্তুকি	২ হাজার কোটি
২০.	Credit Risk Sharing Scheme for SME Sector	২ হাজার কোটি
২১.	রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম	১ হাজার ৫০০ কোটি
	মোট (টাকা)	১ লক্ষ ২১ হাজার ৩৫৩ কোটি
	মোট (মার্কিন ডলার)	১৪ হাজার ২৭৭ মিলিয়ন
	জিডিপি'র শতকরা হার	৪.৩৪

(৩৫) দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী যেন উপকৃত হয় সে লক্ষ্য নিয়েই উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজ অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং সুসমন্বিতভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে কোভিড-১৯-এর অর্থনৈতিক প্রতিঘাত বেশ ভালোভাবেই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন, জুলাই মাস থেকে রপ্তানির উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং বর্তমান অর্থবছরের বিগত তিন মাসে এ খাতে ২.৫৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রেও বিগত তিন মাসে ৪৮.৫৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড মার্কিন ডলার ৩৯ বিলিয়ন ছাড়িয়েছে এবং চলতি হিসাব ভারসাম্যে মার্কিন ডলার ৩.২৯ বিলিয়ন উদ্বৃত্ত রয়েছে। বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহে ৯.৩৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৮.৬১ শতাংশ। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের অর্থনীতির এই চিত্র হতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত সময়োপযোগী ও আকর্ষণীয় এই প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার কর্মসৃজন ও কর্মসুরক্ষা, অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং ফলে দেশের অর্থনীতির প্রবাহ ঘুরে দাঁড়িয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরতে শুরু করেছে।

৩. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(১) বৈদেশিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশের সঙ্গে সম্পাদিত মোট ৬৬টি চুক্তির মাধ্যমে ৯,৭২৪.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি অর্জিত হয়েছে, যার মধ্যে ৫০২.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৩৪টি অনুদান চুক্তি ও ৯,২২২.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৩২টি ঋণ চুক্তি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৭,১২১.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার অর্থছাড় হয়েছে, যার মধ্যে অনুদান ২৭৫.৭৩

মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ঋণ ৬৮৪৫.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরের কমিটমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা ৬,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৯,৭২৪.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে এবং অর্থছাড়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫,৫৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৭,১২১.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে। যার মধ্যে ১,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সাপোর্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছে।

(২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জিত প্রতিশ্রুতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থাভিত্তিক বিভাজন নিম্নরূপ:

- এডিবি-এর সাথে ১,৭৮৬.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১০টি ঋণ চুক্তি এবং ১,২৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১০টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- জাপানের সাথে ৩,১১৩.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৭টি ঋণ চুক্তি এবং ৪.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংক-এর মধ্যে ৬৩৫.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৪টি ঋণ চুক্তি এবং ১৭০.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ২টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- চীন-এর সাথে ২,৩৬৯.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ২টি ঋণ চুক্তি এবং ৭২.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং
- অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান/দেশসমূহের সাথে ১,১৪৮.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৯টি ঋণ চুক্তি এবং ২৪২.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ২০টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৭,২৭১.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার অর্থছাড় করা হয়েছে, এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান/দেশ থেকে ৩,৬২৪.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রভিশনাল) এবং বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান থেকে ৩,৬৪৭.৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রভিশনাল)। আলোচ্য অর্থবছরে দ্বি-পাক্ষিক উৎসের মধ্যে জাপান সর্বোচ্চ ১,৬৮৫.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এডিবি সর্বোচ্চ ১,৬৫৬.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করেছে।

(৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১,৭৬২.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। এর মধ্যে আসল বাবদ ১,২৬৯.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সুদ বাবদ ৪৫৬.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রভিশনাল) পরিশোধ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১,৫৯৩.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। এর মধ্যে আসল বাবদ ১,২০২.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সুদ বাবদ ৩৯১.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রভিশনাল) পরিশোধ করা হয়েছে।

(৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৩২০টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প (১১৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ও ২০৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬২,০০০ কোটি টাকা প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ করা হয়।

(৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটারিং কমিটি কর্তৃক জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতিশীল করার লক্ষ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, ২×৬৬০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার (রামপাল প্রকল্প), রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (মেট্রোরেল) প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প, মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিকাল কোল্ড ফায়ারড পাওয়ার প্রকল্প, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প ও দোহাজারি থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু থেকে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ এই ৯টি প্রকল্পসমূহকে ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটরিং টাস্কফোর্স কর্তৃক নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়।

(৭) বৈদেশিক সহায়তায় পাইপলাইন ও চলমান প্রকল্পসমূহ নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং বৈদেশিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা গতিশীল করার জন্য ওয়েববেইজড অ্যাপ্লিকেশন ফরেন এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্ওয়্যার চালু করা হয়। এ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সিসমূহ অনলাইনে সংযুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে বৈদেশিক সহায়তার আহরণ, ছাড় ও ব্যবহার পর্যবেক্ষণ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নসহ বৈদেশিক সহায়তার সার্বিক ব্যবস্থাপনা সহজতর হয়েছে।

(৮) ২৯-৩০ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ঢাকায় একটি উচ্চপর্যায়ের বহুঅংশীজন সম্পৃক্ত একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ২০২০ (বিডিএফ-২০২০)' আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীকে উৎসর্গ করা হয়। এই ফোরাম মূলতঃ কার্যকর সংলাপের একটি ক্ষেত্র যেখানে উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার, দেশি ও বিদেশি বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, ডেভেলপমেন্ট থিংক ট্যাংক, ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিশনার, ব্যবসা এবং শিল্পক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী এতে সভাপতিত্ব করেন। ফোরামের মূল অধিবেশনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'Effective Partnership for Implementing the 8th Five Year Plan Aiming towards Achieving SDGs'.

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২১ মে ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এসকাপের ৭৬তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন।

(৯) ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এসকাপের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি মিজ আরমিদা সালসিয়া আলিসজাহবানা-এর মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকালে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের বিষয় উল্লেখ করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং এর যথাযথ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি এসকাপের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সমর্থনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এসকাপের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে পরামর্শ আহ্বান করেন; এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নসহ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশকে সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

(১০) ২১ মে ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এসকাপের ৭৬তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করেন। অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য 'Promoting Economic, Social and Environmental Cooperation on Oceans for Sustainable Development'-এর ওপর প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ মহামারির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একযোগে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে এসকাপের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার জন্য তিনটি মৌলিক সমুদ্র ইস্যুর প্রস্তাব করেন। প্রথমতঃ ব্লু-

ইকোনমিতে উন্নত দেশগুলো থেকে জ্ঞান, দক্ষতা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সমর্থন বাড়ানো; দ্বিতীয়তঃ অবৈধ, অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য শিকার প্রতিরোধ ও আঞ্চলিকভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রচলিত প্ল্যাটফর্ম নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্য উন্নয়নে যৌথ গবেষণা পরিচালনা এবং তৃতীয়তঃ গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় আবাস এবং জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা করা এবং ম্যাপিং ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিচিতি শুরু করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। জাতিসংঘের আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল ও এসকাপের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি মিজ আরমিদা সালসিয়া আলিসজাহবানা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে একটি ধন্যবাদ পত্র প্রেরণ করেছেন।

চিত্র: ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এডিবি'র বোর্ড অব ডিরেক্টরসদের সৌজন্য সাক্ষাৎ।

(১১) ১৪-২০ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি.সি-তে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ ও ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (IMF)-এর Board of Governors-দের ২০১৯ সালের বার্ষিক সভা এবং এ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানাদি এবং ২১-২২ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে IDA-19-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। Board of Governors-এর উক্ত বার্ষিক সভার মূল বিষয়বস্তু হলো শক্তিশালী সমন্বিত অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন দেশে এক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা। বিভিন্ন সেশনে ঋণ, ভঙ্গুরতা, দারিদ্র্য, জলবায়ু, জেন্ডার এবং কর্মসংস্থান-এর সমন্বিত উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলায় উদ্ভাবন এবং গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। IDA-19-এর সভায় IDA-19 Replenishment Cycle নিয়ে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল যোগদান করেন।

(১২) তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও কারিগরি সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে ভ্রাতৃপ্রতিম দু'দেশের মধ্যে গঠিত যৌথ কমিশনের পঞ্চম সভা ১৯-২০ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ-তুরস্ক যৌথ কমিশনের পঞ্চম সভায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আহম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি, ১৯ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তুরস্ক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন সংস্কৃতি ও পর্যটন বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী Mr. Mehmet Nuri Ersoy. মাননীয় অর্থমন্ত্রী তুরস্কের জাতীয় পরিষদের মাননীয় স্পিকার,

তুরস্কের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং তুরস্কের সংস্কৃতি ও পর্যটন বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এ সকল বৈঠকে সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভা শেষে দু'পক্ষের মধ্যে একটি সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হয়। আলোচ্য সভায় দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, বিজ্ঞান, আইসিটি, মাননিয়ন্ত্রণ, এসএমই, নৌ-পরিবহন, বেসামরিক বিমান পরিবহন, খনিজ ও জ্বালানি, সংস্কৃতি ও পর্যটন, শিক্ষা, উন্নয়ন সহায়তা, নগরায়ণ, কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং যৌথ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১৩) বাংলাদেশ-সৌদি আরব যৌথ কমিশন-এর ১৩তম সভা ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে ঢাকাস্থ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব জনাব মনোয়ার আহমেদ এবং সৌদি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন শ্রম মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী Mr. Mahir Abdul Rahman Gassim। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে উভয় দেশের দলনেতা নিজ নিজ দেশের পক্ষে সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করেন।

(১৪) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের নেতৃত্বে অর্থ সচিবসহ উচ্চপর্যায়ের একটি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ২৭ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ১ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে সৌদি আরব সফর করে। সফরকালে প্রতিনিধিদল এনআরবি বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সফরকালে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে চলমান বিভিন্ন সহযোগিতার বিষয়ে মতবিনিময় হয়। আলোচ্য সফরকালে সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত এনআরবি বিষয়ক সম্মেলনে সৌদি প্রবাসীগণের নানাবিধ সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে চিহ্নিত সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় নিয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে বিশদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সৌদি প্রবাসীগণের সমস্যাবলি নিরসনে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কতিপয় সুপারিশ চূড়ান্ত করে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেছে।

(১৫) ১৩-১৯ এপ্রিল ২০২০ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ ও ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (IMF)-এর ২০২০ সালের Spring Meetings অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির কারণে উক্ত সম্মেলন ভার্চুয়াল ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অন্যান্য নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন সেশনে বিশ্ব অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজার, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন, আঞ্চলিক সংঘাত ও শরণার্থী সংকট, পরিবেশ চ্যালেঞ্জ, অবকাঠামো এবং নিম্ন-আয়ের দেশসমূহের বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা হয়। বিশ্বব্যাংকের সহায়তা/ঋণ ভবিষ্যতে কীভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।

(১৬) International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)-এর ৩টি মিশন ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক জ্বালানি তেল আমদানির বিষয়ে আলোচনার জন্য বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে ITFC মিশন আইএসডিবি রিজিওনাল হাব অব ঢাকা, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করেন।

(১৭) ১০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে 'COVID-19 Emergency Response And Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্পের বিশ্বব্যাংক থেকে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণচুক্তি সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের মধ্যে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(১৮) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের Committee for Development Policy (CDP)-এর ত্রি-বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সকল মানদণ্ড পূরণের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের উন্নয়নে এটি ছিল একটি বড় অর্জন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেক্ষিত

পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ এর সফল রূপায়ণ। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় দিক্‌নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্স-এর সভা নিয়মিতভাবে আয়োজন, সভায় প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং সভার সিদ্ধান্তসমূহ ফলো-আপ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ Support to Sustainable Graduation (SSGP) প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে আসছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সম্ভাব্য প্রভাব কী হতে পারে সে ব্যাপারে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) কর্তৃক প্রণীতব্য প্রভাব পর্যালোচনা বা Impact Assessment প্রস্তুতের ক্ষেত্রে UNDESA-এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন করা হয়।

(১৯) স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে TRIPS সুবিধা না থাকলে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের উপর কী প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে SSGP প্রকল্প থেকে জেনেভাস্থ South Centre-এর সহায়তায় একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উক্ত গবেষণার প্রাথমিক খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন নিয়ে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে SSGP প্রকল্প ও South Centre-এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গবেষণা প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। যুগান্তকারী এই অর্জন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং উত্তরণ প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী ও অনুবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের যে ব্যাপক প্রস্তুতি প্রয়োজন হবে তাতে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রকল্পের সহায়তায় তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে।

(২০) ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিতব্য Committee for Development Policy (CDP)-এর ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনার প্রস্তুতির অংশ হিসাবে ইআরডি SSGP প্রকল্পের সহায়তায় বাংলাদেশের ওপর কোভিড-১৯ সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারির প্রভাব ও তা থেকে উত্তরণের উপায় এবং বাংলাদেশের Graduation প্রক্রিয়ায় এর সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ যাচাই করার জন্য বেশকিছু গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(১) ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা, পুঁজিবাজার, ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতিমালা প্রণয়নসহ সচিবালয় প্রশাসন, ব্যাংক, বিমা, পুঁজিবাজার সংক্রান্ত সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি ও লিয়াজোঁ রক্ষাসহ সমন্বয়পূর্বক কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ বিভাগ বিভিন্ন আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি-এর সাথে সমন্বয়মূলক কার্যাবলি সম্পাদন করে। পুঁজিবাজারে নতুন প্রোডাক্ট প্রচলনের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ ও উত্তম মৌলভিত্তিসম্পন্ন সিকিউরিটিজ সরবরাহ, বঙ্গবন্ধু যুবঋণ, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বিমা, বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বিমা, প্রবাসী কর্মী বীমা বাস্তবায়ন, বীমা দাবি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি এবং বীমা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(২) কোভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র মালিকানাধীন সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংককে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

(৩) চলতি অর্থবছরে ২৪,১২৪ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২০ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২২,৭৪৯.০৩ কোটি টাকা। বিতরণের হার ৯৪.৩০ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অনুকূলে ১,০০০ কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন ঋণের বিপরীতে চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি, কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচি'-এর আওতায় ৩০০ কোটি টাকা ঋণ সুবিধার বিপরীতে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে।

(৪) সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ১,২২৪টি শাখার মধ্যে Authorised Dealer (AD) শাখার সংখ্যা ৪৮টি। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ব্যাংকের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ১,২১,৩৭৫.৪০ কোটি টাকা ও ৫৩,৬৯৮.৭২ কোটি টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৯,০২৯.৩৭ কোটি ও ৩,০৪৩.৩২ কোটি টাকা। ব্যাংক ৫১টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে সহায়তা করছে যেগুলোর সঙ্গে সরকারের কিছু বিশেষায়িত প্রকল্পের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বৃহত্তর জনস্বার্থে সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী গ্রাহকদের ৩৭টি সার্ভিস বিনামূল্যে এবং ১৪টি সার্ভিস নামমাত্র মূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে। ২০১৯ সালে ব্যাংকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির আওতায় মোট হিসাব সংখ্যা ৫৪,৬৮,৬২৮টি। বাংলাদেশে সোনালী ব্যাংকই প্রথম নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল অ্যাপস (Sonali eSheba) উদ্ভাবন করেছে; যার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনে সংরক্ষিত ডাটাবেইজ থেকে রিয়েলটাইম-ভিত্তিক জাতীয় পরিচয়পত্র ও ছবি যাচাইপূর্বক ঘরে বসে একজন গ্রাহক ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে হিসাব খুলতে পারেন।

(৫) জনতা ব্যাংক লিমিটেডের জুন ২০২০ পর্যন্ত বিদেশস্থ ৪টি শাখাসহ মোট শাখার সংখ্যা ৯১৫টি। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত এ ব্যাংকের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ৭০,৮০০.৯৮ কোটি টাকা ও ৫৭,৮৭৭.৬২ কোটি টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১,৫১৫.৬২ কোটি ও ৬৫২.৭৯ কোটি টাকা। এসএমই/সিএমএসএমই খাতে ব্যাংকের ঋণ স্থিতি ১০,৪৭২ কোটি টাকা যা ব্যাংকের মোট ঋণের ২০ শতাংশ। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নকল্পে সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, পোল্ট্রি ও ডেইরি, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন, মৎস্য খাতে এসএমই/সিএমএসএমই ঋণ বিতরণের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ২,১২৮ জন মহিলা উদ্যোক্তাকে ১১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে CEFT Software (Speedy Foreign Remittance Payment System) ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে ফরেন রেমিট্যান্স পরিশোধ করছে। ২০১৯ সালে ব্যাংকের ফরেন রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৭,৫৫৩ কোটি টাকা। করোনাকালীনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিট্যান্স অর্জনের ধারা আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে।

(৬) অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট শাখার সংখ্যা ৯৫৮টি। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত এ ব্যাংকের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ৭৩,৫৫২.৩৯ কোটি টাকা ও ৪৮,৩৬৯.৫৪ কোটি টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩,৬২২.৮১ কোটি ও ২৫৪.১৩ কোটি টাকা। নারীর ক্ষমতায়নে 'নারী অগ্রণী ঋণ' শিরোনামে ৩৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপক ভূমিকা ত্বরান্বিত করতে ব্যাংকটি 'অগ্রণী বিদেশ যাওয়ার ঋণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প চালু করেছে।

(৭) রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের মোট শাখার সংখ্যা ৫৭৮টি। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ৪৭,২৭৭.৩৪ কোটি টাকা ও ৩১,৯৯৭.৭৮ কোটি টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫,১২৪.০৯ কোটি ও ৯৪৮.৭০ কোটি টাকা। 'দুধ না ফেলে ঘি বানান, দুগ্ধ খাতে জাগুক প্রাণ' স্লোগানকে কেন্দ্র করে ডেইরি ফার্ম, দেশের দুগ্ধশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে ও করোনা মহামারিতে প্রান্তিক গোয়ালাদের স্বার্থ রক্ষার্থে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড ইতোমধ্যে মিল্কভিটা, প্রাণ ডেইরি ও আড়ং-এর মতো দেশের স্বনামধন্য দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাত ও বিপননকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টমেটো উৎপাদন ও বিপণন খাতে জিরো কুপন লেন্ডিং নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নে বিশেষ প্রণোদনার আওতায় ৪ শতাংশ হারে গৃহিণীদের বাড়ির আঙিনায়/ছাদে সবজি চাষের জন্য 'বিশেষ কৃষি ঋণ প্রকল্প ২০২০' গ্রহণ করা হয়েছে।

(৮) বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট শাখার সংখ্যা ৭২টি। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ১৩,৩১০.৯২ কোটি টাকা ও ১৫,১৩৩.৯১ কোটি টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৯৭৫.৮৫ কোটি ও ৯৪৬.২৫ কোটি টাকা।

(৯) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের (বিডিবিএল) জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট শাখার সংখ্যা ৪৬টি। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত বিডিবিএল-এর আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ২,৬১৭.৩২ কোটি টাকা ও ২,০৩২.৪৭ কোটি টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২১৮.৪৭ কোটি ও ১৮৯.৯৩ কোটি টাকা।

(১০) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট শাখার সংখ্যা ১,০৩৮টি। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ২৭,৫৮০.২৯ কোটি টাকা ও ২৩,৭৮৫.৭৫ কোটি টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৮,৭৫৩.৮৯ কোটি ও ৬৭৬৭.৬৮ কোটি টাকা। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষয়ক্ষতি ও সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ বিশেষ করে কৃষিখাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, শস্য ও ফসল খাতে ৪ শতাংশ সুদ হারে কৃষিঋণ প্রদান, সিএমএসএমই খাতে চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতের প্রণোদনা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

(১১) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব)-এর জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট শাখার সংখ্যা ৩৮৩টি। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত রাকাব-এর আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ৫,৪০৯.৫৮ কোটি টাকা ও ৬০৯৩.০৭ কোটি টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২০৫৮.৭৮ কোটি ও ২১৪২.৪০ কোটি টাকা। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় কৃষকদের অনুকূলে প্রণোদনা সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে ৪ শতাংশ সুদ হারে কৃষিঋণ প্রদান; কৃষিখাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৫,০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদান; সিএমএসএমই খাতের জন্য বিশেষ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রদান এবং করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(১২) ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত কর্মসংস্থান ব্যাংকের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ৭৫৭.০৭ কোটি টাকা ও ১৮৯২.৩১ কোটি টাকা। জুন, ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১০৭৮.২০ কোটি ও ৯৫৭.৭৪ কোটি টাকা। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে ৬,৫২,৭১৪ জন ঋণগ্রহীতাকে ঋণ প্রদান করে যার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মোট ২৩,৫৬,২৯৭ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক এ দেশের বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' নামে একটি নতুন ঋণ নীতিমালার আওতায় ২ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের মধ্যে ২০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করছে। 'মুজিববর্ষে' বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৪,৩১৫ জন প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে ৫৯.৫৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ঋণকে Start up হিসাবে বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ইতোমধ্যে ৭,৪৪,০০০ জন প্রশিক্ষিত বেকার যুবদের ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে।

(১৩) ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ৯২.৩৩ কোটি টাকা ও ২৪২.৮৭ কোটি টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে পরিমাণ ১০৮.৯৬ কোটি ও ৭৫.২০ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের তফশিলি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ব্যাংকের ১০০টি শাখা খোলাসহ জনবল কাঠামো সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। দেশে ফেরত আসা অভিবাসীদের কর্মসৃজনের লক্ষ্যে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বরাদ্দকৃত ২৫০ কোটি টাকা বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(১৪) ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ৪৬৬.৩৫ কোটি টাকা ও ১২৫৮.৯১ কোটি টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৭৬.৩৮ কোটি ও ৬১০.৭৩ কোটি টাকা। ব্যাংকের শেয়ার বিক্রয় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যাংকটি ৩১টি ঋণ প্রোডাক্ট চালু করে সদস্যদের মধ্যে জামানতবিহীন/জামানতসহ ঋণ সুবিধা প্রদান করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে।

(১৫) ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ১,৮৪৫.১১ কোটি টাকা ও ৪,৬৪৭.১৩ কোটি টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৩৭৭.৮৯ কোটি ও ৯৭৫.৪৭ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক দরিদ্র গ্রাহকদের উৎপাদিত শস্য কমমূল্যে বিক্রয় রোধে 'শস্যগোলা ঋণ নীতিমালা'র আওতায় ৫ শতাংশ সুদে ৬ মাসের জন্য ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সদস্যদের আর্থিক লেনদেন গ্রামে বসে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ডিজিটাল আর্থিক সেবা 'পল্লী লেনদেন'-এর শুভ উদ্বোধন করেন। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সদস্যদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে 'মাসিক ডিপোজিট স্কিম নীতিমালা' এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সদস্যদের সন্তানদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে 'স্কুল ব্যাংকিং নীতিমালা' জারি করা হয়েছে। 'বদান্য তহবিল নীতিমালা' প্রস্তুত করা হয়েছে ও 'মৃত্যুঝুঁকি আচ্ছাদন নীতিমালা' জারি করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এর অর্থনৈতিক অভিঘাত মোকাবিলায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংককে ৫০০ কোটি টাকা তহবিল প্রদান করা হয়েছে।

(১৬) বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকায় পল্লি আবাসন ঋণ, প্রবাসবন্ধু ঋণ, আবাসন উন্নয়ন ঋণ, আবাসন মেরামত ঋণ এবং কৃষক আবাসন ঋণের সুদহার ৮.৫০ শতাংশ ও ৮ শতাংশ থেকে হ্রাস করে যথাক্রমে ৮ শতাংশ ও ৭ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। গৃহঋণ বাজার-এর চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্প্রতি ১১টি প্রোডাক্ট প্রবর্তন করেছে। বিশেষতঃ প্রবাসী বাংলাদেশিদের এবং দেশের কৃষকদের জন্য পরিকল্পিত আবাসন নির্মাণে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রবাসবন্ধু' এবং 'কৃষক আবাসন ঋণ' চালু করেছে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের জন্য ৫ শতাংশ সুদে গৃহ নির্মাণ ঋণ সুবিধার অন্যতম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিএইচবিএফসি দেশের শহরাঞ্চল থেকে অন্যান্য অঞ্চলে ঋণের সম্প্রসারণ হচ্ছে, যার ফলে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ঋণ সুবিধায় প্রবেশ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে ফলে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(১৭) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ দেশের দ্রুত শিল্পায়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সরবরাহ ও মূলধন স্বল্পতা পূরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজিবাজার, বিশেষ করে সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নে অপরিহার্য ও নির্ভরযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এ লক্ষ্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি ও জাতীয় নীতিমালার আলোকে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়াসে আইসিবি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চিত্র: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রথম জাতীয় বীমা দিবস ২০২০-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইডিআরএ'র নির্দেশাবলি ও বীমা ম্যানুয়ালের মোড়ক উন্মোচন করেন।

(১৮) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশে প্রথমবারের মতো ১ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতীয় বীমা দিবস পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম 'জাতীয় বীমা দিবস' ও বীমা মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪-এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুনভাবে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত

রয়েছে। বীমা শিল্পের উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও গ্রাহকের আস্থা আনয়নের লক্ষ্যে Unified Messaging Platform বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে পেন্ডিং বীমা দাবি সংক্রান্ত ডাটা আপলোডকরণ, বীমা শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও আপলোডকরণ, বীমা গ্রাহকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে লাইফ এবং নন-লাইফের বীমা দাবি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয় সংশ্লিষ্ট CAMLCO সম্মেলন ২০১৯ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিদেশগামী কর্মীদের বিমার আওতায় আনয়নের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মী বীমা বাস্তবায়নের জন্য বাধ্যতামূলক প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালা জারি করে। এ নীতিমালা অনুযায়ী ন্যূনতম প্রিমিয়ামে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রবাসী কর্মী বীমা বাস্তবায়নের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং জীবন বীমা কর্পোরেশন-এর মধ্যে ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত প্রবাসী কর্মী বিমার নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী প্রবাসী কর্মী বীমা বাস্তবায়ন করার জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশন নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে 'প্রবাসী কর্মী বীমা' শিরোনামে অনলাইন বেইজড সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করে। এ সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে জীবন বীমা কর্পোরেশন দ্রুত প্রবাসী কর্মীদের বীমাসেবা প্রদান করছে। প্রবাসী কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা চালুর ফলে তাদের বীমার আওতায় নিয়ে আসার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ১,৯৫,৯৬১ জন প্রবাসী কর্মী বীমার আওতায় এসেছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসী কর্মীকে বীমার সনদ প্রদান করছেন।

(২০) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের কর্মকাণ্ডের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার 'বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯' সংশোধনের মাধ্যমে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ২০ কোটি টাকা থেকে ১,০০০ কোটি টাকায় এবং পরিশোধিত মূলধন ১০ কোটি টাকা থেকে ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করে। উন্নত দেশ হওয়ার পথে সরকারের গৃহীত মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন সফল করতে সব ধরনের বীমা ঝুঁকি গ্রহণ করে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিবেচনায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশন নিম্নরূপ বীমা চালু করেছে:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশাসহ আপামর জনগণ কোনো দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হলে যেন কিছুটা হলেও আর্থিক সহায়তা পেতে পারে সেজন্য ২০২০ থেকে চালু করেছে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বিমা'। এই বীমার আওতায় যে কেউ বার্ষিক ১০০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেতে পারে। দেশের নিম্ন আয়ের জনগণের সুবিধার্থে বার্ষিক ৬০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বীমা ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে চালু করেছে 'জনতা দুর্ঘটনা বীমা'। হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, ক্যান্সারসহ ৬টি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্তদের ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রেখে চালু করা হয়েছে 'দুরারোগ্য ব্যাধি বীমা'। বয়স বিবেচনায় উক্ত বীমা প্রিমিয়ামের হার ০.১৫ শতাংশ থেকে ২.৩৫ শতাংশ।

(২১) বীমাশিল্পে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ২৯ নভেম্বর একটি স্বায়ত্তশাসিত বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি দেশের একমাত্র জাতীয় বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি দক্ষ জনসম্পদ তৈরির জন্য ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৭,২২০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বীমার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

(২২) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ২০১৯ সালে বাজার মধ্যস্থতাকারীদের জন্য অনলাইন রিপোর্ট সাবমিশন সিস্টেম; বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Customer Complaint Address Module (CCAM); সরকারি বিভিন্ন এজেন্সি কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি দ্রুত সরবরাহের লক্ষ্যে External Data Request Processing (EDRP) চালু করেছে। বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ইনস্টিটিউট পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জ্ঞান বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরসনে নিয়মিতভাবে বিনামূল্যে 'ইনভেস্টর এডুকেশন প্রোগ্রাম' আয়োজন করছে, যা সরকারের 'আর্থিক সাক্ষরতা' কর্মসূচিতে অবদান রাখছে। বাজার মধ্যস্থতাকারী, বিনিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন মেয়াদে সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। পুঁজিবাজারে কর্মরত বা এ বাজারে পেশাজীবী হিসাবে কাজ করতে আগ্রহীদের জন্য ইনস্টিটিউট এক বছর মেয়াদি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট পরিচালনা করছে।

(২৩) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ৭৫৬টি (সনদ ইস্যু ৮৭৭টি এবং সনদ বাতিল ১২১টি) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদ প্রদানের মাধ্যমে দেশের প্রায় ২৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনা হয়েছে যার ৯১ শতাংশই নারী। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত উল্লিখিত সদস্যদের সঞ্চয়স্থিতি ৩৬৯ বিলিয়ন টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে ১,৩৫৭.১৮ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এমআরএ'র মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণের সর্বোচ্চ চার্জ ২৭ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২৪ শতাংশে নির্ধারণ করা হয় যা দেশব্যাপী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় ও মূলধন বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

(২৪) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৮৭টি ছোট-বড় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১.১৩ কোটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (যাদের শতকরা ৯২ ভাগ মহিলা) মধ্যে ৩,৮৬৩.৬২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। পিকেএসএফ বর্ণিত সময়ে বাস্তবায়নাধীন Promoting Agricultural Commercialization Enterprises Project, Low Income Community Housing Support Project, Sustainable Enterprise Project, Microenterprise Development Project এবং Rural Microenterprise Transformation Project-এর আওতায় ৭০৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় পিকেএসএফ দেশের ২০২টি ইউনিয়নের সমৃদ্ধি নামক একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এবং এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৬০ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছেন। এই কর্মসূচিতে সরকার ডিসেম্বর ২০১৯ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৫৯৪.১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।

(২৫) সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)-এর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কাজের অংশ হিসাবে ৭.৬১ লক্ষ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র সদস্যকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ২,৭৭১.০৮ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৭৯,৭৯৩ জন বেকার যুবদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৭৫,৬৬৬ জন বেকার যুব'র কর্মসংস্থান করেছে। ৩,২৮,২৩৯ জন দরিদ্র, অতিদরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত সদস্যকে গর্ভকালীন এবং সন্তান জন্মদান পরবর্তী যত্ন, পুষ্টিকর খাবার, সুস্বাস্থ্য, শিশুর পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা প্রদান এবং প্রতি খানায় ১টি করে মোট ৪,২৩,৮৬১টি হাতধোয়া স্টেশন (টিপি ট্যাপ) স্থাপন করেছে। গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বৃত্তির' আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(২৬) বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় এপ্রিল ২০১৪ থেকে ৬ বছর মেয়াদে মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) বাস্তবায়ন করছে, যেখানে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই এমজিএসপি'র আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ৫৩টি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে ৬৮৪.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮১টি প্যাকেজের আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৬১.৯৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৪৯৯.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১টি পৌরসভা ও ৩টি সিটি কর্পোরেশনে ৪১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(২৭) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ:

- বাংলাদেশের আর্থিক বাজার কাঠামোর বিকাশ, আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং এর পাশাপাশি রপ্তানিকারক ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা আইডিএ-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জুলাই ২০১৫ হতে মার্চ ২০২১ মেয়াদে 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট-এফএসএসপি' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের এডিপি বহির্ভূত কম্পোনেন্টের আওতায় উৎপাদনশীল খাতে নতুন ব্যবসা স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়নের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২৮০.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার-এর ৫৩টি ঋণ আবেদন মঞ্জুর এবং ৫১টি প্রকল্পে প্রায় ২৪৬.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে ৪৩,৮৪৭.৯২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩২,৭৮৪.৯৩ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে অবস্থিত কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অবস্থার উন্নয়নে এসএমইডিপি-২ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে এডিবি ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ হিসাবে প্রদান করবে এবং অবশিষ্ট ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সরকার কর্তৃক প্রদান করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৭ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় সারা বাংলাদেশে মোট ৯২২.৮০ কোটি টাকা, প্রায় ২,৫০০ মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।
- তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ এ খাতের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিবেশবান্ধব করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'Program to Support Safety Retrofits and Environmental Upgrades in the Bangladeshi Readymade Garment (RMG) Sector' শীর্ষক প্রকল্পটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা European Union, KFW Development Bank এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর অর্থায়নে সর্বমোট ১১.২৯ মিলিয়ন ইউরোর তহবিলে প্রকল্পটির এডিপিভুক্ত অংশ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে German Technical Cooperation (GIZ) কর্তৃক প্রদেয় ৩ মিলিয়ন ইউরো কারিগরি সহায়তা হিসাবে তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ব্যয়িত হবে।

- বীমা খাতকে নিবিড় নজরদারির আওতায় আনা এবং কর্মপদ্ধতিতে গতিশীলতা ও গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই খাতের সব কার্যক্রমকে অটোমেটেড করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যোগে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'Bangladesh Insurance Sector Development Project' শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫টি বিভাগীয় শহরে বীমা বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর ৬০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল ও চট্টগ্রামে আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জীবন বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে জার্মানির Goethe University-তে Insurance Supervision & Regulation Training বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় 'Capital Market Development Program-III (CMDP-III)' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিএসইসি-এর কর্ম সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কমিশনের রেগুলেটরি কার্যক্রম অধিকতর দক্ষতা ও সুক্ষ্মভাবে পরিচালনা করা হবে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ২৭ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা।
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বল্প সুদে এবং জামানতবিহীন ঋণ সহায়তার পাশাপাশি কার্যকর কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনমান পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাইকা'র অর্থায়নে 'Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project (SMAP)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে ১১টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩,৪৮,৪৯১ জন কৃষকের অনুকূলে ১,৯৭৫.০২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- বেসরকারি বাণিজ্যিক ভবন বিশেষ করে আরএমজি সেক্টরের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে জাইকা'র অর্থায়নে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প ভবনসমূহ সংস্কার, পুনর্নির্মাণ, প্রতিস্থাপন ও অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধানের উদ্দেশ্যে Urban 'Building Safety Project (UBSP, BD-P84)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৫টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রেমিডিয়েশন কাজের জন্য ৯৯.৫৬ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদিত হয়েছে, এর মধ্যে ৫৪.৫২ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে জাপানি উদ্যোক্তা, জাপান-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোক্তা কিংবা বাংলাদেশি উদ্যোক্তা যাদের সঙ্গে জাপানের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে তাদেরকে জাপান সরকারের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে জাইকা'র অর্থায়নে Foreign Direct Investment Promotion Project (FDIPP) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মোট ৩টি কম্পোনেন্টের মধ্যে Component-1: Two Step Loan (TSL) বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ১১৬ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে।
- 'শেপিং ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স ট্রান্সফরমেশন (SHIFT)' শীর্ষক প্রকল্পটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে UNCDF কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন সহজলভ্য Digital Financial Services-এর পূর্ণবয়স্ক সক্রিয় ব্যবহারকারীর শতকরা হার ২০১৯ সালের মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগের বেশি উন্নীত করা। প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের মোট চারটি কম্পোনেন্ট -১. Data and Evidence ২. Self-Assessment based Capacity Enhancement, ৩. Policy and Advocacy এবং ৪. Innovation and Communication.বিভিন্ন সহজলভ্য Digital Financial Services-এর পূর্ণবয়স্ক সক্রিয় ব্যবহারকারীর শতকরা হার ২০১৫ সালে ৯ শতাংশ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯-এ ৩৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

(২৮) কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব উত্তরণে সরকার মোট ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকার ২১টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে যা জিডিপির ৪.০৩ শতাংশ। উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের মধ্যে ৮৫,৭৫০ কোটি টাকার ৮টি প্যাকেজ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আওতাধীন বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়নকল্পে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

- ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ঋণের শ্রেণিমান যা ছিল, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত উক্ত ঋণ তদপেক্ষা বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না এবং বিদ্যমান মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগসমূহের বিপরীতে ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে প্রদেয় কিস্তিসমূহ deferred হিসাবে বিবেচিত হবে।
- সচল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাজেট বরাদ্দ থেকে ৫,০০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা তহবিল গঠন করা হয়েছে যা থেকে বিনা সুদে ঋণ নিতে পারবে।
- বাজারে শিশু খাদ্যের মূল্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং সরবরাহে সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলায় শিশুখাদ্য আমদানির লক্ষ্যে ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে মার্জিনের হার সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা যাবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাবে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেন; ১৫ হাজার কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে তাদের কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের ৫০ শতাংশ অর্থ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে; ৫,০০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনযোগ্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ এবং তফশিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার ওপর ৩ শতাংশ হারে সুদ আরোপ করা হবে।
- ২০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তারল্য প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে ১০ হাজার কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করেছে।
- আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে বিতরণকৃত চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতির সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ অর্থ এ স্কিম থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে; 'স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম', 'কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' এবং 'নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' নামক তহবিল তিনটির আকার ৮৫০ কোটি, ৭০০ কোটি ও ৫০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ১,৫০০ কোটি, ১,৪০০ কোটি, এবং ১০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। একইসঙ্গে তহবিল ৩টির সুদের হার হ্রাস করে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৩ শতাংশ এবং গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৫,০০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। কৃষকের অনুকূলে প্রণোদনা সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদ হারে কৃষিঋণ প্রদানের নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

৫. আইন ও বিচার বিভাগ

(১) দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার জন-প্রশংসিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের অন্যতম প্রধান সাফল্য হলো যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করা। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ মোট ৭৭টি মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে ৪২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩৫টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সর্বমোট ৬টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এ সময়ে সর্বমোট ১৯ জন আসামিকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার মানবতাবিরোধী অপরাধের মতো জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় এনে সারাবিশ্বে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

(২) করোনা মহামারিকালে দেশের মানুষ যেন ন্যূনতম বিচারিক সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেলক্ষ্যে দেশের সকল আদালতে বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে বিচারপ্রার্থী সকল পক্ষ এবং তাদের আইনজীবীগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিতক্রমে মামলার বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে মহামান্য রাষ্ট্রপতি 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০' জারি করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর ধারাবাহিকতায় ৮ জুলাই ২০২০ তারিখে 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০' জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। ফলে বিচারাধীন জরুরি বিষয়গুলো ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে। বিচারপ্রার্থী জনগণ এর সুফল পেয়েছেন। ভার্চুয়াল আদালত স্থাপনের মাধ্যমে বিচার বিভাগে এক নতুন দিগন্ত সূচিত হয়েছে। ১১ মে ২০২০ তারিখ হতে ৪ আগস্ট ২০২০ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫৮ কার্যদিবসে সারাদেশে অধস্তন আদালতে ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে মোট ১,৪৭,৩৩৯টি জামিনের দরখাস্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ৭২,২২৯ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। এর ফলে করোনাকালে জেলখানায় বন্দি আসামিদের অতিরিক্ত চাপ কিছুটা এড়ানো গেছে।

(৩) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে ডিজিটাইজেশন করার লক্ষ্যে ২,৮৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ বছর মেয়াদি 'ই-জুডিসিয়ারি' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প শীঘ্র অনুমোদনের জন্য একনেক সভায় উত্থাপিত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে একইসাথে নিশ্চিত হবে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বিচার ব্যবস্থা।

(৪) মাননীয় আইনমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো উন্নত দেশের ভূমি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা পরিদর্শনপূর্বক বাংলাদেশের ভূমি রেজিস্ট্রেশন কাঠামোকে আরোও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব রেজিস্ট্রারদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২০ জন কর্মকর্তা অস্ট্রেলিয়ায় এবং ৬০ জন কর্মকর্তা যুক্তরাজ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমির রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াবলি সম্পর্কে জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব রেজিস্ট্রারগণ সম্যক অবহিত হয়েছেন। বাংলাদেশের ভূমি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার আধুনিকায়নে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

(৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পের অংশ হিসাবে 'স্থানীয় সরকার কর' অনলাইনের মাধ্যমে আদায় করা হচ্ছে এবং রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত অন্যান্য ফি ও করাদি অনলাইনে আদায়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকার ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে স্ট্যাম্প-শুল্ক ৩ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১.৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। স্ট্যাম্প শুল্ক হ্রাস করার কারণে জনসাধারণের আর্থিক সাশ্রয় হবে এবং জনগণ প্রয়োজন-অনুযায়ী অধিক হারে দলিল সম্পাদনে উৎসাহিত হবেন।

(৬) মামলার দ্রুত ও কার্যকর নিষ্পত্তি এবং সুনির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত বিচারিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৭টি সাইবার ট্রাইব্যুনাল; চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নড়াইল, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, ঝালকাঠি ও পঞ্চগড় জেলায় ৬টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল; ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগে ৭টি মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। গাজীপুর ও রংপুর

মহানগরীতে ২টি চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালীতে ১টি সহকারী জজ আদালত সৃজন করা হয়েছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার কল সেন্টারের ৬টি আইন পরামর্শ কর্মকর্তার পদসহ ৮টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

(৭) দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ন্যায় বাংলাদেশের বিচারকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাননীয় আইনমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল একাডেমি স্থাপনের একটি প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। মাদারীপুর জেলার শিবচরে উক্ত একাডেমি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিকভাবে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।

(৮) অধস্তন আদালতের বিচারকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ৪৫.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৪০ জন বিচারককে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৫১ জন অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ভারত সরকারের সঙ্গে 'Bilateral Judicial Sector Cooperation' সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে যার আওতায় ইতোমধ্যে ভারতে ৩৯৬ জন বিচারক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০১৯ সালে চীনে ২০ জন ও জাপানে ১৫ জন বিচারক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিচারকদের বিচার কাজে দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

(৯) 'বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২৯টি জেলায় চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন উদ্বোধন শেষে বিচারিক কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় গত অর্থবছরে সারাদেশে নোয়াখালী, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও বরিশালের ৭টি চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ১৩৮.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ১২তলা ভবন নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ১১৭.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ১৫তলা ভবনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(১০) আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪টি লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, ২টি শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টারের মাধ্যমে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সারাদেশে আইনি সেবা প্রদান করছে। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে গঠিত হয়েছে বিশেষ কমিটি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট ৯২,৫৮৫ জন সুবিধাভোগী সরকারি আইনগত সহায়তা সেবা গ্রহণ করেছেন। গত অর্থবছরে কলসেন্টার থেকে টোল ফ্রি নম্বর ১৬৪৩০-এ টেলিফোনের মাধ্যমে ২৪,২৭১ জন ব্যক্তি আইনগত পরামর্শ ও তথ্যসেবা গ্রহণ করেছেন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের মাধ্যমে উক্ত অর্থবছরে ১,৫১০ জন অসহায় শ্রমিককে আইনগত পরামর্শ প্রদান করা হয়। ৩১৬টি শ্রম মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদানসহ শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে ৩৩৯টি মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ করে অসহায় শ্রমিকদের পক্ষে ৫৮,৪৭,১৯৯ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে।

(১১) নিবন্ধন অধিদপ্তরের আওতাধীন সাব-রেজিস্ট্রার ও জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৭,৮৪৮ কোটি ১২ লক্ষ ৩ হাজার ৫৯১ টাকা সরকারি রাজস্ব আদায় হয়েছে। জনগণের সুবিধার্থে সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রেশনের বিদ্যমান ফি ২ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১ শতাংশ নির্ধারণ করে ইতোমধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(১২) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণার্থী বিচারকগণের জন্য নতুন আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের দশম তলায় ডরমিটরি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উক্ত ইনস্টিটিউটে Online/Distance Learning প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে লাইব্রেরিকে ই-ক্যাটালগিং কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। লাইব্রেরিতে পৃথক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পর্যাপ্ত গবেষণা ও পুস্তক ক্রয় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চিত্র: সরকারি আইন সহায়তা এবং সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও দায়রা জজগণের অংশগ্রহণে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলন।

(১৩) মাননীয় আইনমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিবন্ধন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণের পরে নিবন্ধন অধিদপ্তরের জন্য অস্থায়ী রাজস্ব খাতে ৪৯১টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। সাব-রেজিস্ট্রার থেকে জেলা রেজিস্ট্রার পদে ৯ জন, জেলা রেজিস্ট্রার থেকে আইআরও পদে ২ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ৪৪ জন সাব-রেজিস্ট্রারের চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন অফিসসমূহের ১৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের (মুজিবনগর কর্মচারী) চাকরির বয়স ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(১৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ আওতাধীন সকল অফিসের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহায়তায় অফিসিয়াল ই-মেইল ডোমেইন তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি দপ্তর অফিসিয়াল ই-মেইল ই-যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছে।

(১৫) গত অর্থবছরে ১০২ জন সহকারী জজ নিয়োগ করা হয়েছে। ৮৬ জন সহকারী জজের চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হতে জেলা ও দায়রা জজ পদে ৩৪ জন, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ হতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদে ৮৩ জন, সহকারী জজ হতে সিনিয়র সহকারী জজ পদে ৭৭ জন বিচারককে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। সিনিয়র সহকারী জজ হতে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ পদে ২০৯ জন বিচারকের পদোন্নতি প্রদানের প্যানেলে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমগ্র বাংলাদেশে ৫১ জন মুসলিম নিকাহ্ রেজিস্ট্রার, ১ জন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক এবং ১ জন স্পেশাল ম্যারেজ রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হয়েছে। নিকাহ্ রেজিস্ট্রারদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ১০ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী নিকাহ্ রেজিস্ট্রারগণের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

(১৭) আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগের সিভিল শাখা থেকে ৫২৬টি, ফৌজদারি শাখা থেকে ১,৪৮৩টি, জিপি/পিপি শাখা থেকে ১,৫৫২টি, এটি/এএটি শাখা থেকে ৮০৪টি দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

(১৮) বিভিন্ন নির্বাচনে (জাতীয় সংসদ/সিটি/পৌরসভা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ) দায়িত্ব পালনের জন্য ২৬৮ জন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) বিজ্ঞ বিচারকরা হত্যা মামলাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মামলা বিচার নিষ্পত্তি করেন বিধায় তাঁদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং যাতায়াতের সুবিধার্থে গত অর্থবছরে ৯৭টি গাড়ি ও ১০টি মাইক্রোবাস প্রদান করা হয়েছে।

(২০) সরকার কর্তৃক ২০১৯ সালে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে ৭১ জন, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে ১০৫ জন আইনজীবীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে ৭৬২ জন আইনজীবীকে ইতোমধ্যে আইন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(২১) আইন ও বিচার বিভাগের ১৬৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগের ৪১ জন ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাকে জেলা মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি এবং ৫৭ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীকে কক্সবাজার বিয়াম ফাউন্ডেশনে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২২) আইন ও বিচার বিভাগে ২৪১টি পদ সৃজনের লক্ষ্যে পদ সৃজনের যৌক্তিকতা, বেতন বিবরণী, কাজের বর্ণনাসহ চেকলিস্ট-অনুযায়ী তথ্যসহ পদ সৃজনের প্রস্তাব অনুমোদনপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগের জন্য একটি রিসার্চ ইউনিট গঠনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে একটি প্রশিক্ষণ ইউনিট গঠনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদনের পর সচিব কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২৩) ৩৭তম বিসিএস এবং সরকারি কর্ম-কমিশনের মাধ্যমে সাব-রেজিস্ট্রার পদে মোট ৩৪ জন কর্মকর্তাকে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৮তম বিসিএস থেকে আরও ৩৯টি শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ৩৯ জন প্রার্থীর নাম সুপারিশ করার জন্য সরকারি কর্ম কমিশনে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে

(২৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৪৫ জন নোটারি পাবলিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, ১২৫টি নোটারি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে এবং ১০ জনের নোটারি লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। প্রায় ১ লক্ষ নোটারাইজড ডকুমেন্ট সত্যায়ন করা হয়েছে।

(২৫) আইন ও বিচার বিভাগে সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার-মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়কের শূন্য পদে ২৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(২৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরে একাদশ জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আনীত প্রশ্নের উত্তর প্রেরণ করা হয়েছে।

(২৭) ৩৯৭ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ৩০৭ জন কর্মকর্তার অর্জিত ছুটি, ৪৩ জন কর্মকর্তার মাতৃত্বকালীন ছুটি, ৩০৯ জন কর্মকর্তার শ্রান্তিবিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর, ২০ জন কর্মকর্তার শিক্ষা ছুটি/প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়েছে। ৫৬৫ জন কর্মকর্তার অবকাশকালীন ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত ১০৭ জন আইন কর্মকর্তার বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।

(২৮) ২০১৯-২০ অর্থবছরে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে পরিচালিত কার্যক্রম গতিশীল করতে এবং তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি আইন সহায়তা আরো কার্যকরভাবে গণমুখী করার লক্ষ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা কর্তৃক প্রায় ১৫টি জেলার জেলা লিগ্যাল এইড অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এর মাধ্যমে সারাদেশে লিগ্যাল এইড অফিস-এর কার্যক্রম আরো গতিশীল ও কার্যকর হয়, যা উক্ত অফিসকে অধিকতর জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে।

(২৯) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি এবং সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির অনুকূলে ৫,০৮,৮১,৭৯৮ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৩০) ২০১৯-২০ অর্থবছরে আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধির আওতায় পরিচালিত মীমাংসা/মধ্যস্থতার পরিসংখ্যান: প্রাপ্ত বিরোধের সংখ্যা (প্রি-কেইস) ১২,১৪৭টি, প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা (পোস্ট-কেইস) ১,৮১৬টি, এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিরোধের সংখ্যা (প্রি-কেইস) ১১,১৪১টি এবং এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা (পোস্ট-কেইস) ১,২৬৬টি। এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধে উপকারভোগীর সংখ্যা প্রি-কেইস ২১,৫৮০টি, পোস্ট-কেইস ২,৪৮৪টি মোট ২৪০৬৪টি। এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা ও বিরোধে আদায়কৃত অর্থের মোট পরিমাণ প্রি-কেইস ১৪,১১,৬২,৫৪১ টাকা এবং পোস্ট-কেইস ২,৮০,১২,৯৭০ টাকা।

৬. কৃষি মন্ত্রণালয়

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪৫৩.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৩৮৬.৯৫+গম ১২.৪৬+ভুট্টা ৫৪.০২), ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছে ১০.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ১০৯.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন, পিঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে ২৫.৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং পাট উৎপাদন হয়েছে ৬৮.১৯ লক্ষ বেল।

(২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল এবং প্রতিকূলতা সহনশীল ৪৬টি জাত এবং ৮৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে উচ্চফলনশীল ধানের ৭টি জাত ব্রি হাইব্রিড ধান-৭, ব্রি ধান-৯৩, ব্রি ধান-৯৪, ব্রি ধান-৯৫, ব্রি ধান-৯৬, বিনা ধান-২৩, বিনা ধান-২৪ রয়েছে।

(৩) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর মাধ্যমে ২০১৯-২০ মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের ১.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করে সাশ্রয়ীমূল্যে কৃষকের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে।

(৪) কৃষি উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার সার, ডিজেল, বিদ্যুৎ, ইক্ষু ইত্যাদি খাতে ভর্তুকি/উন্নয়ন সহায়তার প্রদান করে আসছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭,১৮৮.২৫ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। ভর্তুকি বা উন্নয়ন সহায়তা চালু করার ফলে একদিকে কৃষক কর্তৃক সুষম সার ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে এবং অপরদিকে কৃষকের উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পাচ্ছে।

(৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৬.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন টিএসপি, ৭.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন এমওপি এবং ৯.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন ডিএপি সার কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়।

(৬) ডিএপি সারের দাম ৯ টাকা হ্রাস করে ২৫ টাকা থেকে ১৬ টাকায় নির্ধারণ করে। এর ফলে কৃষকের উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় তারা অধিক ফসল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন এবং মাঠপর্যায়ে সুষম সার ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

(৭) কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে সুলভমূল্যে কৃষক পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চল এবং হাওড় এলাকায় ৭০ শতাংশ এবং অন্যান্য এলাকায় ৫০ শতাংশ ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। কার্যকর কৌশল সংবলিত 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৮) পরিচালন বাজেটের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬৮.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষকদের মধ্যে ভর্তুকি মূল্যে ১,২৪০টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার, ৪৯৯টি রিপার এবং ১৩টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টার বিতরণ করা হয়েছে।

(৯) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেচ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিএডিসির মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ, ৬৭৮ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ৫৭৫ কিলোমিটার ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ, ১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ, ১টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ চলমান রয়েছে, ৭৪টি সোলার প্যানেল স্থাপন, ৩৮৪টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। বিভিন্ন জেলায় আরও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়।

(১০) কৃষকের নিকট জনপ্রিয় ও নতুন জাতের উৎপাদন কৌশল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২,৫০,০০০টি জনপ্রিয় জাত প্রদর্শনী এবং ৮৮,৫০০টি নতুন উদ্ভাবিত জাত দ্বারা প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

(১১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার ও জাতের শাকসবজির পরিচিতিকরণ, নিরাপদ সবজি উৎপাদনে প্রেরণা প্রদান, উৎপাদন প্রযুক্তি ও জাত এবং জাত প্রদর্শনের লক্ষ্যে জাতীয় সবজি মেলা, ২০২০ আয়োজন করা হয়। বাণিজ্যিক মৌ-চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে মধু উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য হিসাবে মধুর ব্যবহার, মধু রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জাতীয় মৌ মেলা, ২০২০ আয়োজন করা হয়।

চিত্র: জাতীয় সবজি মেলা, ২০২০।

(১২) ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৭৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১,৭৬৩.৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে মোট ১,৬৪৫.৮৪ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৩.৩০ শতাংশ।

(১৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ১৫,৯২,৭৫৮টি ফলের চারা, ৫,৯২,১৬৪টি ফলের কলম, ২,৬২,২৪৯টি মসলার চারা, ২৮,৯৩,৬৭৩টি গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজির চারা, ৭৩,৬৬৯টি ঔষধি চারা, ৫০,০৫৬টি নারিকেল চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

(১৪) জৈবসার, সবুজসার ও জীবাণুসারের ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ৬,৬০০টি সবুজ সারের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ৫.৫ লক্ষ কম্পোস্ট স্তূপ স্থাপন ও ২.১৫ লক্ষ ভার্মি কম্পোস্ট স্তূপ স্থাপন করে মোট ১৩.২ লক্ষ মেট্রিক টন কম্পোস্ট উৎপাদিত হয়েছে।

(১৫) রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ৫২টি কর্মসূচি ও ৭টি সাব কার্যক্রমে মোট ২২৫.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৯২.৬৫ কোটি টাকা।

(১৬) কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে কৃষক পর্যায়ে ৩৫ হাজার মেট্রিক টন ধান বীজ, ২,৮০০ মেট্রিক টন গম বীজ এবং ২,০০০ মেট্রিক টন ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।

(১৭) মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক মাশরুম স্পন উৎপাদিত হয়েছে ৮,৮৪০ কেজি। উৎপাদিত চারা/কলম/অন্যান্য বীজ বিক্রি করে ৪.৬৮ কোটি টাকা রাজস্ব আয় সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

(১৮) পাটের ২২টি জার্মপ্লাজমের Molecular Characterization করা হয়েছে।

(১৯) বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ও বিশেষ বিশেষ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রণোদনা/পুর্নবাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়:

- রোপা আমন/২০১৯-২০ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আপদকালীন পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে ভাসমান বীজতলা তৈরি, নাবী জাতের রোপা আমন চারা উৎপাদন ও বিতরণ এবং গাইঞ্জা ধান বীজ বিতরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৩৭টি জেলার ৬,২০০ জন উপকারভোগী কৃষকের মধ্যে সর্বমোট ৮৮ লক্ষ ৪২ হাজার ২৫০ টাকার কৃষি প্রণোদনা;

- রোপা আমন/২০১৯-২০ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আপদকালীন পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে কৃষকের জমিতে কমিউনিটিভিত্তিক রোপা আমন চারা উৎপাদন ও বিতরণের লক্ষ্যে ১০টি জেলায় ৩২,১২১ জন কৃষকের মধ্যে সর্বমোট ২ কোটি ১২ লক্ষ ২৬ হাজার ৫০০ টাকার কৃষি প্রণোদনা;
- খরিপ-১/২০১৯-২০ মৌসুমে মাসকলাই বাবদ বাংলাদেশের ৩১টি জেলায় ৪০,০০০ জন কৃষকের মধ্যে ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার কৃষি প্রণোদনা;
- ঘূর্ণিঝড় বুলবুল-এ ক্ষতিগ্রস্ত ৭০,৫০০ জন কৃষকের মধ্যে বীজ ও সার বাবদ ১৬টি জেলায় ১,১৪০.৪৫ লক্ষ টাকা কৃষি পুনর্বাসন;
- রবি/২০১৯-২০ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, পেঁয়াজ ও পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন মুগ ও গ্রীষ্মকালীন তিল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ, সার সরবরাহ ও নগদ অনুদান সহায়তা প্রদানের জন্য ৫৬ জেলার ৬,৮৬,৭০০ জন কৃষকের মধ্যে ৮০ কোটি ৭৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৮০০ টাকা কৃষি প্রণোদনা;
- খরিপ-১ মৌসুমে/২০২০-২১ উফশী আউশ ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ, সার বিতরণের জন্য ৬৪টি জেলার ২,৭৫,৬৬৯ জন কৃষকের মধ্যে ২৩ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬৫০ টাকার কৃষি প্রণোদনা;
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের খরিপ-১/২০২০-২১ মৌসুমে উফশী আউশ (২য় পর্যায়) আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা বিনামূল্যে ৯ কোটি ২৮ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৫০ টাকার বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ;
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে খরিপ-১/২০২০-২১ মৌসুমে উফশি আউশ (বীজ সহায়তা) আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনার আওতায় (বিনামূল্যে বীজ বিতরণ) ৫৩ জেলায় ৮২,৪০০ জন কৃষককে ২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা প্রণোদনা;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে খরিপ-১/২০২০-২১ মৌসুমে পারিবারিক কৃষির আওতায় সবজি-পুষ্টি বাগান স্থাপনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ/চারা ও সার সরবরাহ সহায়তা বাবদ ৬৪টি জেলার ১,৪১,৭৯২ জন কৃষকের মধ্যে ৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার কৃষি প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

(২০) কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা কর্তৃক সহনীয় মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এনসিডিপি প্রকল্প ও পাইকারি বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে রাজশাহী বিভাগ ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলা ও দেশের অন্যান্য জেলায় নির্মিত ৮২টি বাজারের মাধ্যমে একটি টেকসই মার্কেট লিংকেজ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২১) দেশি ফলের উন্নত জাত সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশে চাষ উপযোগী বিভিন্ন বিদেশি ফল উৎপাদন সম্প্রসারণ হচ্ছে যেমন ড্রাগন, স্ট্রবেরি, কাজুবাদাম, মাল্টা, কমলা, কফি, থাই পেয়ারা, রামবুটান, কিউই, ম্যাঙ্গোস্টিন, পার্সিমন, আরবী খেজুর, এ্যাভোকাডোর চাষাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(২২) ডিজিটাল কৃষি তথা 'ই-কৃষি'র প্রবর্তন করা হয়েছে। ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এইআইসিপি)-এর মাধ্যমে কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। সে সঙ্গে কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষি তথ্য বাতায়ন, কৃষক বন্ধু ফোন ৩৩৩১, ই-বুক, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষি প্রযুক্তি ভান্ডার, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ইত্যাদি মোবাইল ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ও সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে ডিজিটাল কৃষিসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

চিত্র: ড্রাগন ফলের চাষ সম্প্রসারণ।

(২৩) করোনা অভিঘাত মোকাবিলা করে খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলি হচ্ছে:

- দেশব্যাপী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে জনসাধারণের গৃহে অবস্থান ও সীমিত চলাচলকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাওড়সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বোরো ধান কাটার শ্রমিকদের গমনাগমন নিশ্চিত করা হয়। দ্রুততার সাথে ১,২৪০টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার ও ৪৯৯টি রিপারসহ বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। হাওড় এলাকায় আগাম বোরো ধান কর্তনের জন্য দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে কম্বাইন্ড হারভেস্টার ও রিপার প্রেরণ করা হয়। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ছাত্র, যুব ও জনপ্রতিনিধিগণ এ ধান কাটার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। ফলে সামাজিক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং সফলভাবে বোরো ধান কাটা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়;
- কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে যাতে ন্যায্যমূল্য পেতে পারে সেজন্য ত্রাণসামগ্রীতে সবজি, পিঁয়াজ আলুসহ, নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে কৃষিপণ্য পরিবহণে ২৫ শতাংশ ভাড়া হ্রাস করে;
- আম পরিবহণের সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ম্যাংগো এক্সপ্রেস চালু করে;
- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) আওতায় সেচের মূল্য ৫০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে;
- বিএডিসি উৎপাদিত বীজের কেজি প্রতি ১০ টাকা মূল্য হ্রাস করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯-এর প্রতিঘাত মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ফুল ও ফল চাষ মৎস্য চাষ, ডেইরি ও পোল্ট্রি খাতে ৪ শতাংশ সুদে ৫,০০০ কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনার স্কিম গঠন করা হয়। সকল ফসলে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদে প্রায় ১৪,৫০০ কোটি টাকা কৃষিঋণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে, কৃষি খাতে ৪ শতাংশ সুদে প্রায় ১৯,৫০০ কোটি টাকা ঋণ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এতে কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ ও দুর্যোগের অভিঘাত মোকাবিলা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়;

- আইসিটি বিভাগের সহায়তায় অনলাইন কৃষি মার্কেট 'Food for Nation' চালু করা হয়েছে। এ ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে যে কোনো কৃষক তার উৎপাদিত কৃষিপণ্য অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রয় করতে পারবে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অনলাইন 'হর্টেক্স বাজার' চালু করা হয়েছে।

৭. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

(১) কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট ১৭.১৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়। পর্যায়ক্রমে ২০২০ সালে ২০ শতাংশ এনরোলমেন্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারিগরি শিক্ষায় আসন সংখ্যা ২৫,০০০ থেকে ৫৭,৭৮০-এ উন্নীত করা হয়।

(২) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১৯ সালে ১৭,৫৪,৫২৬ জন এবং ২০২০ সালে ২০,০০,১৫৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

চিত্র: ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সাভারের অধর চন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বই উৎসবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ।

(৩) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৫০টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করা হয়। বেসরকারি পর্যায়ে ৪৫৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ ৮,০০৪টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়।

(৪) কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও সুযোগ অবারিত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে একটি করে মোট ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ১০০টি উপজেলায় ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের প্রথম পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ৩২৯টি উপজেলায় ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(৫) দেশের ২৩টি জেলায় '২৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(৬) 'কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে একটি করে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। '৮টি বিভাগীয় শহরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন রয়েছে।

(৭) 'অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(৮) ‘Skills and Training Enhancement Project (STEP)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিপ্লোমা পর্যায়ে ২,৮০,৯৫১ জন শিক্ষার্থীকে (সকল মহিলা শিক্ষার্থীসহ) মাসিক ৮০০ টাকা হারে এবং কর্মমুখী প্রশিক্ষণ বাবদ ৭৭,৬৬৪ জনকে মাসিক ৭০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি (৪৭টি সরকারি এবং ১৭টি বেসরকারি) সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৮৫,৮৮৬ জন শিক্ষার্থীকে ৩২টি ট্রেডে ৬ মাস/৩৬০ ঘণ্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৯) ‘Skill and Employment Program in Bangladesh (SEPB)’ শীর্ষক প্রকল্প এবং ‘Skill-21: Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth’ শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১০) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য নারীবান্ধব ইমার্জিং টেকনোলজি প্রবর্তন করা হয়েছে। ডিপ্লোমা পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে নারীদের জন্য ২০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। মহিলা শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা পরিচালনাকারী সকল প্রতিষ্ঠানে পৃথক ওয়াশরুম, হোস্টেল, কমনরুম তৈরিসহ নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

(১১) প্রতিটি সংসদীয় আসনে ৬টি করে মোট ১,৮০০টি মাদ্রাসায় ২০২১ সালের মধ্যে বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ‘নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

চিত্র: ৩১ ডিসেম্বর গণভবনে ২০২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য বিনামূল্যে বই উৎসবের উদ্বোধন ও প্রাথমিক, জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠান।

(১২) কারিগরি স্তরের ৯০,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ২০১৯ সালের মধ্যে শর্ট কোর্সের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে এ্যাপ্রেনটিসশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এসএসসি ভোকেশনাল পর্যায়ের ৮,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৩) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে পাইলটিং আকারে কম্পিটেন্সি বেইজড ট্রেনিং এন্ড এসেসমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করা হয়। 'বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৪) দেশের ৩০০ জন শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে Professional Freelancing (Search Engine Optimization, Social Media Marketing) Course'-এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৫) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়, যা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের লক্ষ্যে শীর্ষ পরিষদ হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(১৬) মাদ্রাসা শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করার লক্ষ্যে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ৫২টি মডেল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়।

(১৭) '৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩২২টি মাদ্রাসায় ল্যাপটপ, স্পিকার ও স্মার্ট মাল্টিমিডিয়া ইন্টার-অ্যাকটিভ প্রজেক্টর সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৩১টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১৮) মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে online MPO নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'মাদ্রাসা এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (MEMIS)' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন এবং ৩১টি মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

(১৯) ভারতের চেন্নাই-এ 'IT, Web Designing, English Communication Skills Training and Pedagogy' বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সে মাদ্রাসার ৭ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের লাইফ স্কিল বৃদ্ধির জন্য 'Skill Based Education in Madrasah' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা চালু করা হয়েছে।

(২০) মাদ্রাসা শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,২৩৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১,৮৩৯ জন মাদ্রাসার শিক্ষক ও বিএমএড কোর্সের ১১১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২১) সাধারণ শিক্ষাধারার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায়ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ইবতেদায়ি, জেডিসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১১,২৫০ জন শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং ২২,৩৫০ জন শিক্ষার্থীকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৮. খাদ্য মন্ত্রণালয়

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বোরো-২০১৯ সংগ্রহ মৌসুমে ৩,৯৯,৮৬২ মেট্রিক টন ধান, ৯,৯৯,৯৮৭ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল, ১,৪৯,৯৯০ মেট্রিক টন আতপ চাল ও ৬৪,৪২৯ মেট্রিক টন গম এবং আমন ২০১৯-২০ সংগ্রহ মৌসুমে ৬,২৬,৬৫৭ মেট্রিক টন ধান, ৩,৩৭,৪০৭ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল ও ৪৩,৪০১ মেট্রিক টন আতপ চাল সংগ্রহ করা হয়, যা সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার প্রায় শতভাগ। কৃষকদের মূল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অর্থবছরের সর্বশেষ এফপিএমইউ সভায় বোরো-২০২০ সংগ্রহ মৌসুমে রেকর্ড পরিমাণ ১১ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল এবং ৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান ও ৭৫ হাজার মেট্রিক টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ফলে কৃষকগণ স্মরণকালের মধ্যে ধানের ন্যায্য মূল্য পেয়েছে।

(২) ধান ক্রয়ে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতি লোপ করার লক্ষ্যে কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত প্রকৃত কৃষকদের তালিকা থেকে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতি তথা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে মহিলা ও প্রান্তিক চাষিদের অগ্রাধিকার দিয়ে লটারির মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন করে ১০ টাকা দিয়ে খোলা কৃষকের একাউন্টের মাধ্যমে বিক্রয়কৃত ধানের টাকা পরিশোধ নিশ্চিত করা হয়েছে। অ্যাপসের মাধ্যমে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায়

'কৃষকের অ্যাপস' উদ্ভাবন করে পাইলট হিসাবে ১৬টি উপজেলায় সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। বোরো-২০২০ সংগ্রহ মৌসুমে তা ৬৪টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে ২৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২০০টি Paddy Silo নির্মাণের একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।

(৩) দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ছুটিতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অফিসসহ সকল স্থাপনা খোলা রেখে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিস্থিতিতে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত হতদরিদ্র পরিবার যথা– ভূমিহীন, কৃষিশ্রমিক, দিনমজুর, উপার্জন অক্ষম বিধবা/তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যক্তা/অসচ্ছল বয়স্ক নারী প্রধান পরিবার এবং যে সব দুস্থ পরিবারে শিশু বা প্রতিবন্ধী রয়েছে সেসব পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে চাল বিক্রির খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি চালু রাখা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিবেচনায় বছরের কর্মাভাবকালীন নিয়মিত বিতরণকাল ৫ মাস (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ও মার্চ-এপ্রিল)-এর অতিরিক্ত মে ২০২০ মাসে ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে অতিরিক্ত ১.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। ফলে এ খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট চাল বিতরণের পরিমাণ ৮,৮৭,৯৪৫ মেট্রিক টন; যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১৯.৩৭ শতাংশ বেশি। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

(৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় করোনা পরিস্থিতিতে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ শ্রমিক, হোটেল শ্রমিক, দিনমজুর, পরিবহণ শ্রমিক, রিকশা চালক, ফেরিওয়ালা ও অন্য সকল কর্মহীন মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর ও পৌরসভায় বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম চালু করা হয়। যার মাধ্যমে ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি মাসিক ২০ কেজি হারে চাল এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ মাসে বিতরণ করা হয়। এ খাতে প্রায় ২১ লক্ষ কার্ডের মাধ্যমে ৬৮,৩২৮ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। ওএমএস ও বিশেষ ওএমএস খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট প্রায় ৩.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের ওএমএস খাতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের চেয়ে ২৪.২৭ শতাংশ বেশি।

(৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ করোনা পরিস্থিতিতে সাধারণ ছুটির সময় নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে জরুরি খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাদ্যশস্য চলাচল, গ্রহণ ও বিতরণ নিশ্চিত করেছেন।

(৬) অতি দরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ৬ ধরনের অনুপুষ্টি (ভিটামিন-এ, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-১২, আয়রন, ফলিক এসিড ও জিঙ্ক) সমৃদ্ধ করে পুষ্টিচাল (ফর্টিফাইড রাইস) বিতরণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

(৭) সরকারি খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট ২৭,৭৬,৮১২ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে প্রায় ৭ শতাংশ বেশি।

(৮) ২০০৯ সালে সরকারি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিল ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ধারণক্ষমতা ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে বর্তমানে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ চলমান রয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৩টি সাইলোর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এ সকল সাইলো নির্মিত হলে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য ধারণক্ষমতা ৫.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পাবে। একইসাথে খাদ্যশস্যের গুণগতমান এবং পুষ্টিমান বজায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯ জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্র: টাঙ্গাইল মধুপুরে নির্মাণাধীন আধুনিক স্টিল সাইলো।

(৯) '১.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ২৩,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৩৪টি নতুন খাদ্যগুদাম (১,০০০ মেট্রিক টনের ১২টি এবং ৫০০ মেট্রিক টনের ২২টি) নির্মাণ করে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ৭,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার আরও ১০টি (১,০০০ মেট্রিক টনের ৪টি এবং ৫০০ মেট্রিক টনের ৬টি) খাদ্যগুদাম হস্তান্তরের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।

(১০) 'সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ৮২,৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ১৫৮টি (১,০০০ মেট্রিক টনের ৭টি এবং ৫০০ মেট্রিক টনের ১৫১টি) খাদ্য গুদামের মেরামত কাজ সম্পন্ন করে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উপযোগী করা হয়েছে। ১১১টি আবাসিক ভবন, ৮৫টি অনাবাসিক ভবন, ২৫,৭৪০ মিটার সীমানা প্রাচীর এবং ৫৫,৬০০ বর্গমিটার রাস্তার মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(১১) নবগঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৩৬৬ জন জনবলবিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনপূর্বক প্রধান কার্যালয়, মেট্রোপলিটন ও জেলা পর্যায়ে পদায়নের জন্য ১৩-১৬ গ্রেডের ১১৪ জন কর্মচারী ও ৯ম গ্রেডের ১০২ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়।

(১২) ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে তৃতীয় বারের মতো জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস আড়ম্বরপূর্ণভাবে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে (ক) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের 'নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য স্পর্শক) প্রবিধানমালা, ২০১৯' এবং 'খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বদলি/পদায়ন নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১৩) খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অনস্পট স্ক্রিনিং মাধ্যমে ভেজাল খাদ্য শনাক্তকরণে FAO-এর সহযোগিতায় ১টি মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগতমান পরীক্ষণের জন্য ৬টি বিভাগে ৬টি ল্যাবরেটরি নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(১৪) ভেজাল খাদ্য রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিকল্পে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে কর্মশালা ও পাবলিক মিটিং আয়োজন, ভিডিও প্রদর্শন, মাইকিং, লিফলেট, প্যাম্পলেট, পোস্টার ও স্টিকার বিতরণসহ বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং টিভি স্পট তৈরিপূর্বক বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।

(১৫) হলুদের গুঁড়ায় মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে লেড (সীসা) শনাক্ত হওয়ায় এর উৎস সন্ধান করে হলুদে রাসায়নিক লেড ক্রোমেট পাউডার ব্যবহার শনাক্ত করা হয়। এই লেড ক্রোমেট পাউডার পেইন্ট টেক্সটাইল শিল্পের ব্যবহারের জন্য অবাধে আমদানি করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে লেড ক্রোমেট পাউডারের আমদানি নিয়ন্ত্রণ

করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। নিরাপদ পোল্ট্রি উৎপাদনের লক্ষ্যে পোল্ট্রি খাদ্যের মারাত্মক ক্ষতিকর উপাদান ট্যানারি বর্জ্যের ব্যবহার বন্ধে সাভার ট্যানারি পল্লী বা চামড়া শিল্প নগরী থেকে এই ক্ষতিকর বর্জ্য যাতে এলাকার বাইরে পাচার হয়ে যেতে না পারে, তার জন্য ট্যানারি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়নের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

(১৬) কার্বনেট বেভারেজের নামে উচ্চমাত্রার ক্যাফেইনযুক্ত ক্ষতিকর এনার্জি ড্রিংক আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নকল ডিম এবং ফলমূল ও শাকসবজিতে ফরমালিন প্রয়োগ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্যে মিট এন্ড বোন মিল (এমবিএম) উপাদান আমদানি, মজুদ, পরিবহণ ও বিক্রয় বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে ভোজ্যতেলের ক্ষতিকর উপাদান ট্রান্সফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পণ্যের লেবেলে এবং পণ্য সম্পর্কে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন ও তথ্য প্রচারের জন্য ১টি কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য বাজার থেকে প্রত্যাহারপূর্বক জব্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের হটলাইন সেবা ৩৩৩ চালু করা হয়েছে।

(১৭) খাদ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে রাজধানীর ৮৭টি হোটেল-রেস্তোঁরা, মিষ্টি দোকান ও বেকারিকে ABCD ক্যাটাগরিতে গ্রেডিং করে কঠোর মনিটরিং করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম সারাদেশে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৮) খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির বিবেচনায় বাংলাদেশ বিগত তিন দশকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। বিশেষ করে প্রধান খাদ্যশস্য চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তবে এখনো অপুষ্টির নানা চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এ চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা ও আয় বৈষম্য বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদনশীলতায় শ্লথ গতি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ফলে কৃষি শ্রমিকের সংকট বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদনশীলতায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, নগরায়ণ বৃদ্ধির ফলে নগরবাসীর খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে বাজার শৃঙ্খলের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি। এই প্রেক্ষাপটে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে মিল রেখে 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

(১৯) দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২)-এর মনিটরিং রিপোর্ট, ২০২০ এবং জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা, ২০১৫-এর হালনাগাদ করার জন্য খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(২০) ত্রৈমাসিক Bangladesh Food Situation Report, Fortnightly Food Grain Outlook এবং দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতির প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২১) ২৭-২৯ আগস্ট ২০১৯ মেয়াদে সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত OIC-এর সহায়ক সংগঠন Islamic Organization Of Food Security (IOFS)-এর দ্বিতীয় Assembly-তে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী OIC-ভুক্ত দেশগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য IOFS-কে কার্যকর সংস্থা হিসাবে সঠিক রোডম্যাপের প্রস্তাব দেওয়ায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রশংসিত হন এবং বাংলাদেশ তিন বছরের জন্য IOFS-এর Executive Board সদস্য রাষ্ট্র নির্বাচিত হয়।

৯. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

আবাসন সমস্যা সমাধানে প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণ

(১) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় সরকারি আবাসন সংক্রান্ত চলমান ১৭টি প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে ৯,৭৩৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়া/পরিকল্পনাধীন আরও ৯টি প্রকল্পের আওতায় ৮,৮৩৫টি ফ্ল্যাট নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

(২) সরকারি আবাসন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত ও অবৈধ দখলে থাকা সরকারি পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরীর গুলশান, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরসহ বিভিন্ন এলাকার ২০টি পরিত্যক্ত বাড়িতে ১টি প্রকল্পের আওতায় ৩৯৮টি ফ্ল্যাট এবং চট্রগ্রাম মহানগরীতে ২টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৫১টি পরিত্যক্ত বাড়িতে মোট ১,৮২৪টি ফ্ল্যাট ও ৬৪টি ডরমেটরি রুম নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

চিত্র: ইস্কাটনে সিনিয়র সচিব/সচিব/গ্রেড-১ কর্মকর্তাদের জন্য ৩টি ২০ তলা ভবনে ১১৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ।

(৩) ঢাকা মহানগরীর পরিত্যক্ত বাড়িতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা রাজউক ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৫টি পরিত্যক্ত বাড়ি অধিগ্রহণপূর্বক ৩১৭টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, এর মধ্যে ৪টি পরিত্যক্ত বাড়িতে ৬৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(৪) জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৪টি ফ্ল্যাট প্রকল্পের আওতায় ৬,৮৩০টি ফ্ল্যাট নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে এবং ৪৬৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৩টি প্লট প্রকল্পের আওতায় ১,৯৩৫টি প্লট উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ঢাকার লালমাটিয়া, চট্টগ্রামের হালিশহর ও যশোরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭৯১টি বাণিজ্যিক স্পেস নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

(৫) ঢাকা মহানগরীতে বস্তিতে বসবাসকারী ভাসমান ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর আবাসনের লক্ষ্যে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ভাড়াভিত্তিক 'মিরপুরস্থ সেকশন-১১-এ বস্তিবাসীদের জন্য ৫৩৩টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

(৬) রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৪৫টি প্লট নির্মাণের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে।

যানজট নিরসনে অবকাঠামো উন্নয়ন

(৭) চট্টগ্রাম মহানগরীতে ১৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড ও ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ লুপ রোড নির্মাণকাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।

(৮) চট্টগ্রাম মহানগরীর যানজট সমস্যা নিরসনে লালখান বাজার থেকে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৬.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণকাজ দ্রুতগতিতে চলমান রয়েছে।

(৯) 'খুলনা শিপইয়ার্ড রাস্তা প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন কাজ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রাজশাহীতে নাটোর রোড (রুয়েট) থেকে বাইপাস রোড পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় রেলওয়ে ওভারপাসসহ ৪ লেন বিশিষ্ট ৫ কিলোমিটার রাস্তার প্রশস্তকরণ কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।

সৌন্দর্যবর্ধন, জলাবদ্ধতা নিরসন ও পয়ঃনিষ্কাশন

(১০) কুড়িল-পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পার্শ্বে কুড়িল থেকে বালুনদী পর্যন্ত ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নিকুঞ্জ, বারিধারা, জোয়ারসাহারা, ডিওএইচএস, সেনানিবাস, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কালাচাঁদপুর ও সংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনসহ ঢাকা মহানগরীর Water body and Land Ratio ঠিক রেখে পানি সংরক্ষণ ও গ্রাউন্ডওয়াটার রিচার্জিং ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'কুড়িল-পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পার্শ্বে (কুড়িল থেকে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০.৭৫ কিলোমিটার নিকুঞ্জ লেক খননের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে ও লেকের পার্শ্বে ১.৫ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে নিকুঞ্জ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে। কুড়িল থেকে এডি-৮ খাল পর্যন্ত ২ কিলোমিটার দীর্ঘ ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪.১০ কিলোমিটার এডি-৮ খাল এবং ৫.০২ কিলোমিটার বোয়ালিয়া খাল খনন কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৬টি ব্রিজ প্রশস্তকরণ, ১২টি আর্চ ব্রিজ, ৫টি অ্যাটগ্রেড ইন্টারসেকশন এবং ২টি আন্ডারপাসের নির্মাণকাজ আরম্ভ হয়েছে।

(১১) 'উত্তরা লেক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পে ০.৭২ কিলোমিটার লেক খনন ও ১.৫০ কিলোমিটার স্লোপ প্রটেকশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১২) চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য 'চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল পুনঃখনন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ৩৬টি খাল পুনঃখনন করা হয়েছে, ১৬টি ব্রিজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ৫টি রেগুলেটরের কাজ আরম্ভ হয়েছে, ৩৫ কিলোমিটার রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৯০ কিলোমিটার সেকেন্ডারি ড্রেন সংস্কার করা হয়েছে।

নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন

(১৩) চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। 'সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পৃক্তকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ পর্যটনভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

(১৪) ঢাকার বিদ্যমান ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) রিভিউ করে আরও বাস্তবসম্মত, সময়োপযোগী করে ২০১৬-২০৩৫ মেয়াদি ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করে গণশুনানি আরম্ভের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পিপিপি'র আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প

(১৫) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ফকিরাপুল থেকে ঢাকা মাওয়া রোড (চুনকুটিয়া) পর্যন্ত ৮.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(১৬) জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মিরপুর ৯ নম্বর সেকশনে ৫ একর জমিতে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের সাশ্রয়ী মূল্যে ফ্ল্যাট বিক্রয়ের লক্ষ্যে পিপিপি পদ্ধতিতে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাইভেট পার্টনার The Tropical Homes Ltd-কে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে।

(১৭) রাজউক কর্তৃক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

(১৮) স্বল্প আয়ের মানুষের বসতির উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন 'স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ শহরে ৩২৯টি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ৭.৯২ একর জমি বিনামূল্যে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'তালাইমারি চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্কয়ার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

(২০) পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ইমারত নির্মাণের লক্ষ্যে Bangladesh National Building Code হালনাগাদ করে গেজেট প্রকাশ করা হচ্ছে।

(২১) গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নগর অঞ্চলের ভবন সুরক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরে ৪টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

(২২) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তাপুষ্ট 'আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (রাজউক অংশ)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কনসালটেন্ট কর্তৃক DMDP-ভুক্ত এলাকাতে সয়েল টেস্টিংসহ বিদ্যমান ভবনসমূহের ভূমিকম্পের ঝুঁকি নিরূপণের কাজ চলমান রয়েছে।

(২৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৮টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এর মধ্যে ৬টি জিওবি অর্থায়নে ও ২টি স্ব-অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। এর মধ্যে আবাসন এবং মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প রয়েছে।

১০. জন বিভাগ

(১) ১৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণের শপথ অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যোগদান করেন।

(২) ১৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে বঙ্গভবনে জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৯ উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভাষণ প্রদান করেন।

(৩) ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে ঢাকা সেনানিবাসে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

(৪) ১৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি 'শিল্পকলা পদক-২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

(৫) ২৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি 'জনপ্রশাসন পদক-২০১৯' প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

(৬) ১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বঙ্গভবনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে প্রামাণ্যচিত্র ও বিশেষ মিলাদ মাহফিলে যোগদান করেন।

(৭) ৩০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

(৮) ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, ঢাকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি 'The Asia-Pacific Conference on Financing Inclusive and Sustainable Development' শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

(৯) ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সাভারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদ গ্রহণ করেন।

(১০) ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট জাজেস কমপ্লেক্সে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

(১১) ৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা, ২০১৯ এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

(১২) ৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন।

(১৩) ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মৌচাক, গাজীপুরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি '৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরি', বাংলাদেশ স্কাউটসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

(১৪) ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ও পরিকল্পনা ল্যাবের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

(১৫) ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, ঢাকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি 'International Conference on Earth and Environmental Science & Technology for Sustainable Development, 2020' শীর্ষক সম্মেলনে যোগদান করেন।

(১৬) ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি 'বেসিক সফট্ এক্সপো ২০২০'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

(১৭) ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ঢাকা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

১১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন্স চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে। 'মাসের সেরা কর্মচারী' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫৭,৩৯৩টি পদ সৃজনে সম্মতি, ৮৮,১৩২টি পদ সংরক্ষণে সম্মতি, ১,৩৩৯ পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি এবং ৩,০১১টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরণ হয়েছে। ৯ম গ্রেডের ১৫টি, ১১-১৯তম গ্রেডের ৫৮৩টি এবং ২০তম গ্রেডের ২৮১টি সহ মোট ৮৭৯টি শূন্য পদ পূরণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

(৩) মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদে নিয়োগ ১ জন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পদে নিয়োগ ১ জন, সিনিয়র সচিব পদে নিয়োগ/বদলি ২ জন, সচিব পদে নিয়োগ/বদলি ৩৫ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে নিয়োগ/বদলি ১৯৩ জন, যুগ্মসচিব নিয়োগ/বদলি ২২৮ জন, এবং উপসচিব পদে ৩১৩ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ/বদলি করা হয়েছে। সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পদের কর্মকর্তাদের ২৫৪ জন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে বদলি/পদায়ন করা হয়েছে।

(৪) সিনিয়র সচিব/সচিব পদ মর্যাদাসম্পন্ন ৩৯ জন, অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদাসম্পন্ন ১৩৯ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব পদ মর্যাদাসম্পন্ন ৪ জন এবং সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) ১৫ জন কর্মকর্তার পিআরএল মঞ্জুর করা হয়েছে।

চিত্র: ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ১১৬তম, ১১৭তম ও ১১৮তম আইন ও প্রশাসন কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

(৫) ১-৩ ও ৫ গ্রেডে ৭৪৩ জন কর্মকর্তাকে কর্মকর্তাকে পদোন্নতি/নিয়োগ প্রদান এবং ২১১ জন বদলি/পদায়ন করা হয়েছে।

(৬) বিভাগীয় কমিশনার পদে ১০ জন, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার পদে ১৫ জন, জেলা প্রশাসক পদে ৫৪ জন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে ২৪৯ জন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে ২৬৮ জন কর্মকর্তাকে পদায়ন/বদলি করা হয়েছে।

(৭) সুপারনিউমারারি ৪৩০টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা (সেনা,নৌ এবং বিমান বাহিনী) ১৫১ জন ও অন্যান্য ৬৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রেষণে নিয়োগ/বদলি করা হয়েছে।

(৮) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪২ জন কর্মকর্তার অনুকূলে লিয়েন মঞ্জুর এবং ৭২ জন কর্মকর্তাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(৯) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পিএসিস'র জন্য ৫টি পদ, পরিচালক ১টি, উপপরিচালক ১টি, সিনিয়র সহকারী সচিব ১টি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ১টি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর ১টিসহ মোট ১০টি পদ স্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে। ৯ গ্রেডের ২টি এবং ১০ গ্রেডের ৩টি, ১২-২০ গ্রেডের পদে ৪টি এবং ১৯ ও ১৮ গ্রেডের ৪ জনের গ্রেড পরিবর্তন করা হয়।

(১০) বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেরিয়াল ক্ষমতা প্রদান ৬৮৪টি; জেলা পরিষদে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব/উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার)/জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার/ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা/পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সংস্থায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ২০১ জন কর্মকর্তাকে বদলি/পদায়ন করা হয়েছে।

(১১) ৩৪ এবং ৩৫তম ব্যাচের ১৫৯ জন কর্মকর্তাকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

(১২) সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদে ১৮ জন কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে।

(১৩) সম্মিলিত গ্রেডেশন তালিকা থেকে জ্যেষ্ঠতার ক্রমিক অনুযায়ী ২ জন কর্মকর্তাকে সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) হিসাবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(১৪) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা বিধিবদ্ধ সংস্থা/কর্পোরেশনের প্রধানের ১২টি পদকে গ্রেড-১-এ উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

(১৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৯তম (বিশেষ) বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে ৪,৭২১ জন চিকিৎসক নিয়োগ প্রদান করা হয়।

(১৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৯তম (বিশেষ) বিসিএস-এর মাধ্যমে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য রাষ্ট্রের জরুরি প্রয়োজনে নবসৃষ্ট সহকারী সার্জন-এর স্থায়ী ক্যাডার পদে ২,০০০ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

(১৭) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে সুদমুক্ত ঋণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে 'প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা' অনুযায়ী ৮৭ জন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুকূলে জনপ্রতি ৩০ লক্ষ টাকা হারে গাড়ি সেবা নগদায়নের বিপরীতে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৮) বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী কল্যাণ সমিতির অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটের বরাদ্দকৃত ৯ কোটি টাকা অর্থ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

(১৯) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট-এর অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটের বরাদ্দকৃত অনুদান খাতে ১০ কোটি টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

(২০) সরকারি কর্মচারী হাসপাতালটিকে নতুনভাবে পঞ্চম থেকে ষোড়শ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

চিত্র: ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিসিএস প্রশাসন একাডেমির পরিদর্শন বই স্বাক্ষর করছেন।

(২১) বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৩ অনুযায়ী ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে মৃত্যুবরণ করলে ৫ লক্ষ টাকা, দুর্ঘটনায় আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২ লক্ষ টাকা এবং ১ জুলাই ২০১৬-এর পর মৃত্যুবরণ করলে ৮ লক্ষ টাকা, দুর্ঘটনায় আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ৪ লক্ষ টাকা করে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,৮৬২টি পরিবারকে ১৪১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(২২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৯টি আইন/বিধি/প্রবিধান প্রমিতকরণ করা হয়েছে। সরকারের মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/স্ব-শাসিত সংস্থা ইত্যাদির বাংলা নাম, ২০১৯ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। Stastistics of Civil Officers and Staff, 2019 প্রকাশিত হয়েছে।

(২৩) 'UN Public Service Award 2020' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাছাই করা হয় এবং ৬টি উদ্যোগকে মনোনয়ন প্রদান করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করা হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশের e-Mutation উদ্যোগটি মর্যাদাপূর্ণ UN Public Service Awards 2020-তে ভূষিত হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ ২০১৮ সাল থেকে UNPSA প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে।

(২৪) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড-এর বিভিন্ন প্রকার অনুদান যথা- মাসিক কল্যাণ ভাতা ১,০০০ টাকা থেকে ২,০০০ টাকা, সাধারণ চিকিৎসা অনুদান সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা, দাফন অনুদান ১০,০০০ টাকা, জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা অনুদান সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। কল্যাণ তহবিলের মাসিক সর্বোচ্চ চাঁদা মূল বেতনের ১ শতাংশ কিন্তু সর্বোচ্চ ১৫০ টাকা, যৌথবীমার মাসিক সর্বোচ্চ প্রিমিয়াম মূল বেতনের ০.৭০ শতাংশ কিন্তু সর্বোচ্চ ১০০ টাকা নির্ধারণ করে ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সরকারি গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

(২৫) জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৯ এর স্বল্পমেয়াদি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঠপ্রশাসন (জেলা ও উপজেলা প্রশাসন) পর্যায়ে জাতীয় বেতনস্কেলের ১১তম গ্রেডে কর্মরত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বেতনস্কেল ১০ম গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে। ক্যাটাগরিভিত্তিক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহে প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদ বৃদ্ধির জন্য 'সরকারি দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভায়' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(২৬) ৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জারিকৃত পরিপত্রের মাধ্যমে সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকরিতে ৯ গ্রেড (পূর্বতন ১ম শ্রেণি) এবং ১০-১৩ গ্রেডের (পূর্বতন ২য় শ্রেণি) পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদানের পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

চিত্র: জনপ্রশাসন পদক প্রদান অনুষ্ঠান ২০১৯-এ মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

(২৭) বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার এবং সরকারের উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য কর্মজীবন পরিকল্পনা নীতিমালা, ২০১৮ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে বিবেচনাধীন রয়েছে।

(২৮) ৯ গ্রেডের ১৫টি, ১১-১৯ গ্রেডের ৫৮৩টি এবং ২০ গ্রেডের ২৮১টিসহ মোট ৮৭৯টি শূন্য পদ পূরণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ২১ জন আত্তীকরণ করা হয়েছে।

(২৯) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আইন, ২০১৮ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়েছে।

(৩০) বিপিএটিসিতে ৫ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি 7th International Conference on Public Administration and Development (ICPAD) অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে ৩৫ জন বিদেশিসহ ২৪০ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। এদের মধ্যে ১১০টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে।

(৩১) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনকে বঙ্গবন্ধু চেয়ার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা করেছে।

(৩২) মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের যাবতীয় মুদ্রণ কাজসহ সকল পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ, পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার গোপনীয় প্রশ্নপত্র, জেএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রসহ এসএসসি, দাখিল ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি, ভোকেশনাল, দাখিল, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও সরবরাহ করে। বিসিএস পরীক্ষাসহ ক্যাডার এবং নন ক্যাডার পরীক্ষার গোপনীয় মুদ্রণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডসমূহের প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করা হয়েছে। ক্যালেন্ডার, ডায়েরি ও গেজেট মুদ্রণ করা হয়।

(৩৩) বিয়াম ফাউন্ডেশন জুলাই ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিসিএস বিভিন্ন ক্যাডারে ৮১ জন (কর্মকর্তা), বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ১৬০ জন (কর্মকর্তা) এবং বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ৭৯১ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ১,০৩২ জন কর্মকর্তা, কর্মচারীকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

(৩৪) সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের ব্যবহারের জন্য প্রতিস্থাপক হিসাবে ৫০টি মিৎসুবিশি পাজেরো স্পোর্টস কিউএক্স জিপ, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের জন্য ২টি লাশবাহী ফ্রিজিং ভ্যান, জেলা ও উপজেলায় ব্যবহারের জন্য ৯টি কেবিন ক্রুজার ও ১২টি স্পিড বোট এবং ৩০টি ইঞ্জিন ক্রয় করা হয়েছে। অকেজো ঘোষিত ৩৪টি গাড়ি নিলামে বিক্রি করা হয়েছে এবং বিক্রয়লব্ধ ৯৩,৫১,১১২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানায় ১,১৩৮টি গাড়ির মেজর এবং ৮,২৯৩টি গাড়ির মাইনর কাজ করা হয়।

(৩৫) করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের চিকিৎসার্থে বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তারদের আনা-নেওয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৯টি এবং সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে ৪টি গাড়ি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ৫০টি সরকারি গাড়িতে ভেহিক্যাল ট্রাকিং সিস্টেম সংযোজন করা হয়েছে।

(৩৬) সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী ১,৯৮,৮৬৬ জন, অন্তবিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী (শয্যা ব্যবহারের হার) ৫৪.৯২ শতাংশ, জরুরি বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী ৬,৫০০ জন, অপারেশন সংখ্যা ১,৫৭৪ জন, ল্যাবরেটরি পরীক্ষা ৯৮,৭৩৯ জন, ইসিজি পরীক্ষা ৭,৬৭৪ জন, ইকো পরীক্ষা ১,১০৯ জন, এক্সরে পরীক্ষা ১৫,২৪৫ জন, সিটি স্ক্যান পরীক্ষা ৪৮ জন, আলট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষা ৮,৫৫২ জন, এন্ডোসকপি পরীক্ষা ১৪২ জন, কলোনস্কোপি পরীক্ষা ১০২ জন, নরমাল ডেলিভারি ১৫ জন।

(৩৭) কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার জন্য রিয়েল টাইম পিসিআর মেশিন ক্রয়পূর্বক স্থাপন করে নমুনা পরীক্ষা শুরু করা হয়। করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য ১০টি হাইফ্লো অক্সিজেন ন্যাজাল ক্যানোলা ক্রয় করা হয়। রোগীদের জন্য সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন সম্প্রসারণ করা হয়। ১টি ভিভিআইপি ও ১টি ভিআইপি কেবিনের জন্য আধুনিক বেডসহ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। বিভিন্ন কেবিন ও ওয়ার্ডের জন্য ২৮টি 'থ্রি ফাংশন ইলেকট্রিক হসপিটাল বেড' ক্রয় করা হয়; করোনা আক্রান্ত সরকারি কর্মচারীদের নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ফুলবাড়িয়া, ঢাকাকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার জন্য রিয়েল টাইম পিসিআর সিস্টেম মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। ১২ জুলাই ২০২০ তারিখ থেকে নিজস্ব মেশিনে নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা উপযোগী ২ স্তরবিশিষ্ট মেনিফোল্ড সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ৭২টি শয্যার ৭২টি পয়েন্ট থেকে অক্সিজেন সরবরাহ করা সম্ভব।

১২. জননিরাপত্তা বিভাগ

(১) ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে সরকার 'রূপকল্প ২০৪১'-কে সামনে রেখে বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। দুর্নীতি, মাদক ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' গঠন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' সরকারের এই সুশৃঙ্খল ও সর্বজনীন নীতিকে বাস্তবায়নে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ সর্বতোভাবে সচেষ্ট রয়েছে।

(২) আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসীদের অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম মোকাবিলায় জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। সরকার নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমন বিষয়ে প্রতিবেশী দেশসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে ভারতের সঙ্গে উপকূলীয় নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি, চীনের বেইজিং মিউনিসিপ্যাল পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোর সঙ্গে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বন্দি প্রত্যর্পণ ও অপরাধ বিষয়ক চুক্তি উল্লেখযোগ্য।

(৩) জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৯, নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০১৯ এবং ট্যুরিস্ট পুলিশ বিধিমালা, ২০১৯-সহ বেশকিছু আইন প্রণয়ন/সময়োপযোগী করা হয়েছে। বিশেষ করে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর এখতিয়ারাধীন তফশিলে অদ্যাবধি ১০৭টি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এতে মোবাইল কোর্টের পরিধি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আত্মগোপনকারী ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদন্ড রায় কার্যকর করা হয়েছে।

চিত্র: ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

(৪) ইন্টারপোলের মাধ্যমে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা মামলা এবং ২১ আগস্ট গ্রেনেড বোমা হামলা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামিদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, দ্রুত ও কার্যকর ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমন, সর্বোপরি, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে জননিরাপত্তা বিভাগের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪টি মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যালে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ১৩৬টি সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় সরকারের পূর্বানুমোদন দেওয়া হয়েছে।

(৫) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিচালন ব্যয় ২২,২১৭ কোটি ২৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকা (জাতীয় বাজেটের প্রায় ৪.২৫ শতাংশ) এবং এ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়ন খাতে ২,০৮০ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(৬) আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন ইউনিট। গাজীপুর ও রংপুরে ২টি মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট, ৩টি নতুন থানা ও একটি তদন্ত কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধির জন্য গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, তরুণদের উদ্বুদ্ধকরণ, সন্ত্রাসবাদের শিকার পরিবারসমূহ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের সাথে মত বিনিময় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ, কাউন্টার টেরোরিজম ইনভেস্টিগেশন, সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম–এই চারটি ডিভিশনের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, অপরাধীদের গ্রেফতারপূর্বক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সন্ত্রাসী হামলার মাস্টারমাইন্ড, অস্ত্রদাতা ও অর্থদাতা, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতাদের চিহ্নিত করে সারাদেশে সন্ত্রাসবাদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে বিধ্বস্ত করেছে।

(৭) হোলি আর্টিজানে ভয়াবহ হামলার রহস্য উদ্‌ঘাটন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যমে তদন্ত নিষ্পন্ন করে এ ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের করা হয়েছে। সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম বিভাগ ই-মেইল হ্যাকিং, ফেইসবুক ক্লোনিং, সাইবার হ্যারাসমেন্ট, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জালিয়াতি এবং ফেনীর নুসরাত হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ নানাবিধ অপরাধের বিচার নিশ্চিত করা হয়েছে।

(৮) বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা অর্জনে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট/প্রকল্প এবং বাংলাদেশ পুলিশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য ১,৩১১টি বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে। ক্যাডার, নন-ক্যাডার, সিভিল-আউট সোর্সিং-এর ১,০০৪টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। ৬৭৭টি পদ সৃজন করে র‍্যাব-১৫ নামক একটি নতুন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে।

চিত্র: ৯৯৯ জাতীয় জরুরি সেবা সংক্রান্ত সমন্বয় সভা।

(৯) পুলিশ অধিদপ্তরে জাতীয় জরুরি সেবা '৯৯৯' চালু করা হয়েছে যেখানে ফোন করে জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং স্বাস্থ্য বিভাগের অ্যাম্বুলেন্স সেবা ও সহায়তা পেতে পারেন। এ সেবাটি আরো সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ফেজ-৩ এর জন্য ডিপিপি এবং নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। সেবা সহজীকরণের অংশ হিসাবে ঘরে বসে অনলাইনে থানায় সাধারণ ডাইরি (জিডি) করার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রত্যেক থানায় মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা সেবা বুথ স্থাপন, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ বাংলাদেশ পুলিশ হেল্পলাইন, হ্যালো সিটি অ্যাপস, আইজিপি কমপ্লেইন্ট সেল ইত্যাদিসহ পুলিশ কর্তৃক প্রদেয় সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন করা হয়েছে। সাইবার অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরি এবং ইন্টারনেট ইনভেস্টিগেশন ল্যাবরেটরি-এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগর পুলিশকে প্রযুক্তিগত ও ফরেনসিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বোম্ব ডিসপোজাল টিম, প্রশিক্ষিত ক্যানাইন স্কোয়াড, ক্রাইমসিন ইনভেস্টিগেশন টিম এবং এন্টি ড্রাগস ও এন্টি ইল্লিগ্যাল আর্মস রিকভারি টিম নিয়ে গঠিত 'স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ' সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। SWAT ও বোম্ব ডিসপোজাল টিমের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংযোজিত হয়েছে SWAT VAN এবং দুটি রিমোটলি অপারেটেড ভেহিক্যাল।

(১০) বিজিবিকে একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে এয়ার উইং সৃজন করা হয়েছে। এয়ার উইং-এর জন্য ২টি হেলিকপ্টার সংগ্রহের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ডগ স্কোয়াড গঠনের ফলে বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। বিজিবি'র ডগ স্কোয়াড ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমান বন্দরসহ আইসিপিসমূহের নিরাপত্তা ও অবৈধ দ্রব্য উদ্ধারে ভূমিকা রাখছে।

(১১) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর আধুনিকায়ন এবং এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম' স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে। মায়ানমার সংলগ্ন সীমান্তসহ মোট ৩২৮ কিলোমিটার স্পর্শকাতর সীমান্তে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। বিজিবি ও বিএসএফ-এর যৌথ প্রচেষ্টায় যশোরের ৮.৩ কিলোমিটার সীমান্ত 'ক্রাইম ফ্রি জোন' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সীমান্তেও 'ক্রাইম ফ্রি জোন' সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া ও কক্সবাজার সীমান্তবর্তী এলাকায় অধিক নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিসি ক্যামেরা ও শক্তিশালী সার্চ লাইট স্থাপন করা হয়েছে। 'বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ, চুয়াডাঙ্গা' শিরোনামে একটি নতুন ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ সৃজনের প্রশাসনিক অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, বিজিবি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে ৫০০ সিসি'র অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ১২০টি All Terrain Vehicle (ATV) ও ২টি Mi-171E হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে এবং ১৫,০০০ জনবলের মধ্যে প্রথম

পর্বের ৪,২৮২টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান আছে এবং ইতোমধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,০৬৫টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনে সরকারি মঞ্জুরিপত্র জারি করা হয়েছে। বিওপি-এর যোগাযোগ উন্নতিকল্পে চলতি বছরে বিভিন্ন ইউনিটে ৫টি ২০০ ফুট লেটিস মাস্ট এবং ১৪টি ৮০ ফুট লেটিস মাস্ট স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ইউনিটে ৫টি লেটিস মাস্ট এবং ১৪টি ৮০ ফুট লেটিস মাস্ট স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিজিবি সদস্যদের পরিবারের অনূর্ধ্ব ৩ বছরের শিশুদের জন্য রেশন চালু করা হয়েছে।

(১৩) আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন, কেপিআই সুরক্ষা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, রেলওয়ে নিরাপত্তাসহ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দেশের অভ্যন্তরে জননিরাপত্তায় নিয়োজিত অন্যান্য বাহিনীর সাথে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আনসার ব্যাটালিয়ন আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ৪১১টি ক্যাডার পদ, স্থায়ী পদ ও নন ক্যাডার অস্থায়ীভাবে সৃজন করে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করে ১টি আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। বিসিএস (আনসার) ক্যাডারের উপ মহাপরিচালকের ১৩টি পদ রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে।

(১৪) ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের চাকরিকে নিয়মতান্ত্রিক ধারায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা ৯ বছর থেকে ৬ বছরে নামিয়ে আনা হয়েছে, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য প্রথমবারের মতো সুনির্ধারিত পোশাক ও অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে এবং অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসারদের উৎসব ভাতা, অঙ্গীভূত আনসার-সদস্যদের দৈনিক ভাতা, ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রীদের মাসিক সম্মানিভাতা ও স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য-সদস্যাদের দৈনিক রেশন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে সময়োপযোগী করা হয়েছে।

(১৫) জলসীমায় শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান, জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান, জলদস্যু বিরোধী অভিযান, মানবপাচার বিরোধী অভিযান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ ও বহিঃনোঙ্গর জলদস্যুতা দমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(১৬) মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের আশ্রয়কেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করে রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহে মাদক, মানবপাচার ও চোরাচালানসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতা রোধ এবং এলাকায় দুর্বৃত্তায়ন মোকাবিলা করা হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া রোধকল্পে ক্যাম্প এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মোট ৩৮,৭৮৮টি অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ১৮২৫.৭১ কোটি টাকার বিভিন্ন মালামাল, পণ্যদ্রব্য, মাদক, আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ প্রাণী জব্দ করা হয়েছে।

(১৭) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বর্তমানে ৩৬টি মামলায় ২২৬ জনের বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম এবং তদন্ত সংস্থায় ২৬টি মামলায় ৩৮ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভিন্ন কোর্ট, থানা ও জনগণের নিকট থেকে ৬৮৯টি মামলা/অভিযোগে ৩,৮২৫ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান তদন্তাধীন আছে।

(১৮) ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) সার্বক্ষণিক সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে আইনসম্মত নজরদারি সুবিধা সংবলিত প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অপারেশনাল কাজে সহায়তা করে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সাইবার অপরাধ রোধকল্পে ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে মনিটরিং করার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক 'Open Source Intelligence Technology' প্রযুক্তি এনটিএমসি'তে স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে অপরাধী শনাক্তকরণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে সহায়তা প্রদান করা হয়। সংস্থাটির জন্য একটি ভেহিক্যাল মাউন্টেড ডাটা ইন্টারসেপ্টর ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে অপরাধী শনাক্তকরণ, অপরাধীর অবস্থান এবং অপরাধ পরিকল্পনা নস্যাৎ করা সম্ভব হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এনআইডি, পাসপোর্ট, জন্ম নিবন্ধন, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ভেহিকেল রেজিস্ট্রেশন সংস্থার ডাটাবেইজ এনটিএমসি'র ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সংযোগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১৩. জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

(১) দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সঙ্গে জ্বালানি তেলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদার অর্ধেক বিভিন্ন দেশের ৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান থেকে জিটুজি ভিত্তিতে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে আমদানি করে চাহিদা পূরণ করে আসছে। সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সৌদি আরামকো থেকে এরাবিয়ান লাইট ক্রুড অয়েল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এডনক, আবুধাবী থেকে মারবান ক্রুড অয়েল আমদানি করা হয়। আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড-এ প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনপূর্বক বিপিসি'র আওতাধীন তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে সারাদেশে বাজারজাত করা হয়।

(২) দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিপিসি কর্তৃক ৩৩,৯৮,৪১৫ মেট্রিক টন ডিজেল; ৩,৪২,৮৫৬ মেট্রিক টন জেট-এ-১; ১,৩১,৮৭০ মেট্রিক টন অকটেন; ১,৭৫,৬৯৪ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল এবং ১১,৫১,৯৬৩ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি করা হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ গ্যাস ফিল্ড থেকে প্রাপ্ত কনডেনসেট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ফ্র্যাকশোনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণের পর মোট ৭৬,৯৭৮ মেট্রিক টন ডিজেল; ১,৫৯,০০৭ মেট্রিক টন অকটেন; ২,১২,৫৮৪ মেট্রিক টন পেট্রোল; ৫,৩২৮ মেট্রিক টন এমটিটি; ২১,৩১৩ মেট্রিক টন কেরোসিন এবং ৪৯৮ মেট্রিক টন এসবিপিএস বিপিসি কর্তৃক ক্রয় করা হয়েছে।

(৩) সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) প্রকল্প: বিদেশ থেকে আমদানিকৃত অপরিশোধিত/পরিশোধিত জ্বালানি তেল ও ডিজেল বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে অবস্থানরত মাদার ভেসেল থেকে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। 'ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন' প্রকল্পের ঠিকাদার China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd. (CPPEC) কর্তৃক প্রকল্পের ডিটেইল্ড ডিজাইন কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। ১৪টি Horizontal Directional Drilling (HDD)-এর মাধ্যমে প্রায় ১৭.৫ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়। প্রকল্পের Pump Station and Tank Farm (PSTF) এলাকায় ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়। স্টোরেজ ট্যাংকের ফাউন্ডেশন কাজ প্রায় ৫৮ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রামস্থ গহিরা, কোরিয়ান ইপিজেড এবং কক্সবাজারের মহেশখালীতে ২০ কিলোমিটার অনশোর পাইপলাইন স্থাপন করা হয় এবং প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার অফশোর পাইপলাইন স্থাপন করা হয়।

(৪) ভারতের নুমালীগড় থেকে পাইপলাইন/জাহাজের মাধ্যমে জ্বালানি তেল সরবরাহ: ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড-এ উৎপাদিত ডিজেল ভারতের শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহের লক্ষ্যে 'India-Bangladesh Friendship pipeline (IBFPL)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বতীপুর ডিপোতে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন-এর মাধ্যমে ভারত থেকে আমদানিকৃত ডিজেল গ্রহণের জন্য নতুন ট্যাংক ফার্ম নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপোর পশ্চিম পাশে রেলওয়ের ৫.৩১ একর জমি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অনুকূলে স্থায়ী বন্দোবস্ত বা দীর্ঘমেয়াদি লিজ অধিগ্রহণের বিষয়ে চুক্তি সম্পাদনের জন্য শর্ত মোতাবেক ২৫ জুন ২০২০ তারিখে বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী বরাবর লিজকৃত অর্থ প্রদান করা হয়। লিজ চুক্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৫) জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (কাঞ্চন ব্রিজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ' প্রকল্প: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল জেট এ-১ সরবরাহ করার লক্ষ্যে পিতলগঞ্জ (কাঞ্চন ব্রিজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বালু নদী থেকে কুড়িল পর্যন্ত ৫.৫ কিলোমিটার এবং কেএডি থেকে লা-মেরিডিয়ান পর্যন্ত ৪০০ মিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। বালু থেকে কাঞ্চনব্রিজ অভিমুখে ২.৬ কিলোমিটার এবং কুড়িল থেকে লা-মেরিডিয়ান পর্যন্ত ১.৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পাইপলাইন ওয়েল্ডিং-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। লা-মেরিডিয়ানের বিপরীতে থার্স্ট বোরিং পদ্ধতিতে রেললাইন ক্রসিংয়ের জন্য পিট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

(৬) ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল) ইউনিট-২ প্রকল্প: জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আরও ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল) ইউনিট-২ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 'ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২' বাস্তবায়নের জন্য Front End Engineering Design (FEED)-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৭) চট্টগ্রাম-ঢাকা জ্বালানি তেল পাইপলাইন প্রকল্প: প্রকল্পের অধীনে তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের মূল স্থাপনা চট্টগ্রাম থেকে নারায়ণগঞ্জ জেলার গোদনাইল পর্যন্ত ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ২৩৭.৭১৩ কিলোমিটার এবং গোদনাইল থেকে ফতুল্লা পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৮.২৯ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Engineers India Limited (EIL) Front End Engineering Design (FEED) সম্পন্ন করেছে। কুমিল্লায় একটি আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ডিপো নির্মাণ করা হবে। ১৯ মে ২০২০ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। আরডিপিপি অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে।

(৮) কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে শেষ হয়েছে। এর ফলে দেশের জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা ১ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৩.২০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

(৯) রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এর পরিচালনায় Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক কক্সবাজারের মহেশখালীতে স্থাপিত ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU)-এর মাধ্যমে ১৯ আগস্ট ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ মেয়াদে সর্বমোট ৫,৯১৫,২২৯,৭২৪.৭৩ ঘনমিটার (২০৮,৮৯৪.২৯ এমএমসিএফডি) RLNG জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে Summit LNG Terminal Company (Pvt.) Limited কর্তৃক কক্সবাজারের মহেশখালীতে ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন FSRU স্থাপনের পর ৩০ এপ্রিল ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ মেয়াদে সর্বমোট ৩,১১১,১৭০,৮৭০.৭৬ ঘনমিটার (১০৯,৮৬৯.২৪ এমএমসিএফডি) RLNG জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়েছে। দেশের বিদ্যমান গ্যাসের ঘাটতি এবং ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২০২১-এর শেষ নাগাদ Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) কর্তৃক ক্রস-বর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে RLNG সরবরাহের বিষয়ে IOCL-এর সঙ্গে Gas Supply Agreement (GSA) চূড়ান্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৪ সাল নাগাদ কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে একটি ১,০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন Land Based LNG Terminal নির্মাণের লক্ষ্যে টার্মিনাল ডেভেলপার নির্বাচনের জন্য EoI আহ্বান করা হলে ১২টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব দাখিল করে। দাখিলকৃত দর প্রস্তাব মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১০) স্পট মার্কেট থেকে Liquefied Natural Gas (LNG) আমদানির লক্ষ্যে Expression of Interest (EoI) আহ্বান করে ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়। তালিকাভুক্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠান Master Sales and Purchase Agreement (MSPA)-এর ওপর সম্মতি প্রদানের পর MSPA-টি অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (ইএসি)-এর নিকট থেকে নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মোট ১৪টি প্রতিষ্ঠান MSPA চূড়ান্ত স্বাক্ষর করেছে। স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহ গঠিত হয়েছে।

(১১) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) কর্তৃক কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৪৯,৭৯৮.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রশিদপুরে পেট্রোলকে অকটেন-এ রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩,০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (CRU) স্থাপন প্রকল্পের (২য় সংশোধিত) কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কোভিড-১৯ প্রভাবজনিত কারণে যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় এবং ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সংবলিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি'র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে স্থাপিত প্লান্টের মাধ্যমে পেট্রোলকে ক্যাটালাইটিক রিফর্ম করে দৈনিক প্রায় ২,৭১০ ব্যারেল অকটেন এবং ২৫.৬৮ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন সম্ভব হবে। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬,৭৪৬.৯০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৮২.৩২ শতাংশ।

(১২) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর সিলেট-৯ নম্বর কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়নাধীন ছিল। কোভিড-১৯ প্রভাব জনিত কারণে যথাসময়ে প্রকল্পটির কাজ সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় 'নিজস্ব তহবিলে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার জন্য কমিটি' কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক ৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং পরবর্তী সময়ে দৈনিক ১৮৮ ব্যারেল হারে অপরিশোধিত তেল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪,৭০২.৯১ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৪৪.১২ শতাংশ।

(১৩) বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) কর্তৃক 'ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'সি' এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন)' শীর্ষক প্রকল্পের কম্প্রেসর সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইতোমধ্যে কম্প্রেসর স্থাপনের বাস্তব কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং 'তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কম্প্রেসর সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

(১৪) বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) কর্তৃক 'তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নরসিংদী ১ ও তিতাস ৯ নম্বর কূপের ওয়ার্কওভার সফলভাবে সম্পন্ন শেষে কূপদ্বয় থেকে দৈনিক প্রায় ৩২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

(১৫) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)-এর 3D SEISMIC PROJECT-এর ভৌত অগ্রগতি ২০০ বর্গ কিলোমিটার (শতভাগ) এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৯২.০৫ লক্ষ টাকা (৯৮.৮৬ শতাংশ)।

(১৬) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)-এর রূপকল্প-১ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নতব্য শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং রিগ ও মেশিনারি ফাউন্ডেশন কাজ শেষে প্রকল্প এলাকায় রিগ (বিজয়-১০) স্থানান্তর করে রিগ বিল্ডিং সম্পন্ন শেষে ২৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে Spud in হয়। ৩১ জানুয়ারি ড্রিলিং সফলভাবে সম্পন্নপূর্বক DST কার্যক্রমের মাধ্যমে ৫০ বিসিএফ গ্যাসের মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ১২-১৫ এমএমসিএফডি গ্যাস দৈনিক সরবরাহ করা যাবে। ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রকল্পের বাস্তব কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

(১৭) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)-এর 'রূপকল্প ১' শীর্ষক প্রকল্পের আরএডিপি ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩,০০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে এবং এডিপি বরাদ্দের ১,৭৯২ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১,৫৪৯.৭৭ লক্ষ টাকা।

(১৮) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)-এর 'রূপকল্প-২' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৯টি পূর্ত কাজের মধ্যে ৭টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ২টি কাজের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২২ লটে ১৩টি বৈদেশিক পণ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৪টি লটের এলসি খোলা হয়েছে, ১টি লটের ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়েছে, ৪টি লটের NoA প্রদান করা হয়েছে, ১টি লটের NoA দরদাতা গ্রহণ করেনি, ৯টি লটের দরপত্র মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে এবং ৩টি লটের পুনঃদরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্থানীয় মালামাল ক্রয়ের দরপত্র পর্যায়ক্রমে আহ্বান করা হচ্ছে। ৭টি লটে ৩য় পক্ষীয় বৈদেশিক সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১টির NoA প্রদান করা হয়েছে, ৩টি লটের দরপত্র মূল্যায়ন কাজ শেষ হয়েছে, ২টি লটের দরপত্র মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে এবং ১টি লটের পুনঃ দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্থানীয় সেবা সংগ্রহের জন্য পর্যায়ক্রমে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

(১৯) চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প (৩৬ ইঞ্চি ১৮১ কিলোমিটার): প্রকল্পটি জাইকা ও জিওবির অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ১৮১ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কমিশনিং সম্পন্নপূর্বক ৫ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে গ্যাস সঞ্চালন করা হচ্ছে। স্ক্যাডা সিস্টেম স্থাপনের জন্য NARI Tecnology Co.Ltd. China-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে সিপি সিস্টেম স্থাপনের জন্য ঠিকাদারের সাথে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(২০) মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন প্রকল্প (৪২ ইঞ্চি ব্যাস ৭৯ কিলোমিটার): প্রকল্পটি জিটিসিএল ও পেট্রোবাংলার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৫টি লটে বিভক্ত করে ৭৯ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণের জন্য ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ৫টি সেকশনের ঠিকাদারদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের ৭৯ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। নবনির্মিত পাইপলাইনের কমিশনিং-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে গ্যাস সঞ্চালন করা হচ্ছে।

(২১) মহেশখালী-জিরো পয়েন্ট গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন প্রকল্প (৪২ ইঞ্চি ব্যাস ৭ কিলোমিটার): প্রকল্পটি বর্তমানে চলমান রয়েছে। জিরো পয়েন্টে ২টি প্ল্যাটফর্ম, ২টি পিগ লঞ্চার ও ১টি ভাল্ব স্টেশন এবং মহেশখালীতে ২টি পিগরিসিভারসহ ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের ৬.৭ কিলোমিটার ওয়েল্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে নির্মিত পাইপলাইনের কমিশনিং করার পর ৫ মার্চ ২০২০ তারিখে থেকে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে গ্যাস সঞ্চালন করা হচ্ছে।

(২২) বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচির আওতায় রাজস্ব খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২টি বহিরঙ্গন কর্মসূচির মাধ্যমে ভূতাত্ত্বিক, ভূপ্রাকৃতিক ও প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন, ভূপদার্থিক অনুসন্ধান এবং চৌম্বকীয় ধাতব খনিজের মজুদ, বিস্তৃতি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ১টি কূপ খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(২৩) 'জিও-ইনফরমেশন ফর আরবান প্ল্যানিং এন্ড এডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিইওইউপিএসি)' শীর্ষক কারিগরি সহায়তামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে এসপিটিসহ মোট ৫৫টি ভূপ্রকৌশল কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে। বহিরঙ্গনে কূপ খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত ২১৫টি ভূপ্রকৌশল কূপসহ মোট ২৯০টি কূপের নমুনা মাটির বিভিন্ন রকমের ভূপ্রকৌশল গুণাগুণ নির্ণয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(২৪) বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহারের সতর্কতা গণসচেতনতা তৈরির জন্য পিভিসি বিজ্ঞাপন তৈরি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে, এলপিজি সিলিন্ডার নিরাপদ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের স্ক্রলিং-এ স্লোগান প্রচার করা হয়েছে, ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসহ বিভিন্ন নিম্ন আয়ের এলাকায় লিফলেট, পোস্টার, হ্যান্ডবিল বিতরণ করা হয়েছে এবং সেবাগ্রহীতাদের সুবিধার্থে আমদানি সংক্রান্ত জরুরি সেবা অনলাইনে শুরু করা হয়েছে।

(২৫) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২২টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ১২টি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ১,০৪৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের একাংশ।

(২৬) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর যৌথ উদ্যোগে ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে 'এনার্জি সম্মেলন, ২০১৯' ঢাকায় আয়োজন করা হয়েছে।

(২৭) South Asia Forum for Infrastructure Regulation-এর 18th Executive Committee Meeting ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকায় আয়োজন করা হয়।

(২৮) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০২০-এর ওপর আপত্তি বা পরামর্শ প্রাপ্তির লক্ষ্যে ৩০ দিন সময় নির্ধারণ করে ৩ জুন ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রবিধানমালা প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

(২৯) পাইকারি পর্যায়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-কে সরকার কর্তৃক ভর্তুকি প্রদান এবং দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩-এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের পাইকারি, সঞ্চালন এবং খুচরা মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে আদেশ জারি করা হয়েছে।

(৩০) করোনা সংক্রমণ এড়াতে বিদ্যুৎ বিভাগের অনুরোধ এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবাসিক গ্রাহকের ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০২০ মাসের বিলম্ব পরিশোধ মাশুল (৫ শতাংশ) মওকুফ করা হয়েছে।

(৩১) হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক গ্যাস এবং কয়লা মজুদ ও উৎপাদনের মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০১৯-মার্চ ২০২০), 'গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ ও কনজাম্পশন' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮-১৯), 'Energy Scenario of Bangladesh' শীর্ষক প্রতিবেদন (২০১৮-১৯), 'Energy Sector Master Plan 2020-2041' এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত বিশেষ উদ্যোগ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-এর সুদক্ষ দিক-নির্দেশনায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এ লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

(১) সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে বর্তমানে দেশের মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৬.১৫ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০.২১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেশের টেলিডেনসিটি ৯৬.২৮ শতাংশ এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ৬০.৩৪ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের রাজস্ব আদায় ৫,১৫৬.৭০ কোটি টাকা। দ্রুতগতির মোবাইল ইন্টারনেট সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল কোম্পানি টেলিটকসহ দেশের চারটি সেলুলার মোবাইল অপারেটরকে 4G লাইসেন্স প্রদান করা হয়। 4G লাইসেন্স-এর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটরসমূহ দ্রুতগতিতে নেটওয়ার্ক বিস্তারের কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের 4G গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩.৩৯ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী 5G প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২) মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় বিপুল ব্যয়ের পাশাপাশি টাওয়ারের অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যা, ভূমি ও বিদ্যুতের সঙ্কট ছাড়াও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাবসহ বিভিন্ন দিক বিবেচনায় ৪টি টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে National Telecommunication Transmission Network (NTTN), National Internet Exchange (NIX), Vehicle Tracking Services, Telecommunication Value Added Services (TVAS) এবং Internet Service Provider-এর মোট ৪০৭টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

(৩) বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম রেজিস্ট্রেশনের ফলে মোবাইল ফোন দ্বারা সংগঠিত অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ভিওআইপি প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবৈধ ব্যবসা পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

(৪) মোবাইল ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস-এর মাধ্যমে ই-ব্যাংকিং চালুসহ আন্তর্জাতিক রিচার্জ, ই-টিকেটিং, ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, মোবাইল-ব্যাংকিং ইত্যাদি নাগরিক সেবা চালু করা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ সেবা খাতে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ, টেলিযোগাযোগ সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় রাখা এবং প্রান্তিক পর্যায়ের গ্রাহকদের জন্য যৌক্তিক ও সাশ্রয়ী মূল্যে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিটিআরসি'র তত্ত্বাবধানে প্রণীত Cost Model-এর মাধ্যমে মোবাইল অপারেটর, Public Switched Telephone Network এবং Internet Protocol Telephony Service Providers-এর বিভিন্ন সেবার ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৫) বিদেশ থেকে আমদানিকৃত এবং দেশে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রতিটি মোবাইল হ্যান্ডসেটের বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অবৈধভাবে মোবাইল হ্যান্ডসেটের অনুপ্রবেশ রোধ, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, জাতীয় নিরাপত্তা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়াবলি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে জাতীয় পর্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় National Equipment Identity Register (NEIR) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিদেশ থেকে বৈধ পন্থায় আমদানিকৃত এবং দেশে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রতিটি মোবাইল হ্যান্ডসেটের International Mobile Equipment Identity (IMEI)-সমূহ একটি ডাটাবেইজ সিস্টেমে NOC Automation & IMEI Database (NAID) সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের ২য় পর্যায়ে মোবাইল অপারেটরসমূহ কর্তৃক স্ব-স্ব নেটওয়ার্কে Equipment Identity Register (EIR) স্থাপন করা হবে যা বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্দেশিকা ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে জারি করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটরসমূহ উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিজ নিজ EIR স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উক্ত সিস্টেমটি সম্পূর্ণরূপে চালু হলে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সকল মোবাইল হ্যান্ডসেটের রেজিস্ট্রেশন এবং আবশ্যিকভাবে মোবাইল হ্যান্ডসেটসমূহের নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত থাকবে। সিস্টেমে সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মোবাইল হ্যান্ডসেটসমূহের মালিকানা কিংবা প্রকৃত ব্যবহারকারী চিহ্নিতকরণ সম্ভবপর হবে যার ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যক্রম অনেকাংশে কমে যাবে। বৈধপথ ছাড়া বিকল্প উপায়ে হ্যান্ডসেট আমদানি হ্রাস পাবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

(৬) টেলিযোগাযোগ সেবায় গতি আনতে এবং অপারেটরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে গ্রাহকের ব্যবহৃত যেকোনো অপারেটরের মোবাইল নাম্বার অপরিবর্তিত রেখে অন্য কোন অপারেটরে সংযোগ নেওয়ার সুবিধা সংবলিত Mobile Number Portability লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

(৭) সাইবার এবং ইন্টারনেটভিত্তিক অপরাধ প্রতিহত করা অর্থাৎ তথ্য-উপাত্তে অনধিকার প্রবেশ (Data Intrusion), পরিচয় চুরি (Identity Theft), Malware Infection, ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষকে উত্ত্যক্তকরণ এবং সাইবার অপরাধ রোধে বিটিআরসি'তে Bangladesh Computer Security Incident Resource Team (BD-CSIRT) গঠন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ইন্টারনেটভিত্তিক অপরাধ দমন করা সম্ভব হচ্ছে।

(৮) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিং, ই-এডুকেশন, Direct To Home (DTH), Very Small Aperture Terminal (VSAT) প্রভৃতি সেবা প্রদান, স্যাটেলাইটের বিভিন্ন সেবার লাইসেন্স ফি ও স্পেকট্রাম চার্জ বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, স্যাটেলাইট টেকনোলজি ও সেবা প্রসারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে।

(৯) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর সুবিধা ব্যবহার করে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিংসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপদকালে সার্বক্ষণিক আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধার আওতায় আনার জন্য 'স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৬০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে দুর্গম ও প্রত্যন্ত দ্বীপ অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

(১০) সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী দেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত স্যাটেলাইটের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক কনসালটেন্ট নিয়োগের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(১১) এক বছরে টেলিটকের গ্রাহক সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫০ হাজার বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪৮.৬৭ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩,১০৪টি টাওয়ার (2G-৫২২টি, 3G-১,০৭১টি, 4G-১,৫১১টি) স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে টেলিটকের টাওয়ার সংখ্যা ১১,৯৯০টি (2G-৫০৮২টি, 3G-৪,১৯২টি, 4G-২,৭১৬টি)। দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ টেলিটকের কভারেজভুক্ত।

(১২) এসএসসি ও এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের ডাটাবেজ আর্কাইভিং-এর জন্য টেলিটকের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডসমূহের স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় এসএসসি/দাখিল/টেকনিক্যাল ও এইচএসসি/আলিম পরীক্ষার ফলাফল টেলিটক সার্ভারে সংরক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে টেলিটকের এ সেবার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বৈদেশিক মিশনসমূহ ও বিভিন্ন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান অনলাইনেই ফলাফল যাচাই করতে পারছে। টেলিটকের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি-আবেদন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ সেবার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরাসরি অনলাইনে আবেদন দাখিল, ফি প্রদান, এডমিট কার্ড, এটেনডেন্স সিট ও রেজাল্ট প্রাপ্তি ইত্যাদি সুবিধা পাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৬ লক্ষের অধিক।

(১৩) টেলিটকের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রায় ৫০ লক্ষ পল্লী বিদ্যুৎ গ্রাহক এ সেবা গ্রহণ করেছেন।

(১৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেলিটকের ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে টোল ফ্রি ১০৯০ নাম্বারের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন আবহাওয়া বার্তা প্রদান করা হচ্ছে। এ সেবার মাধ্যমে উপকূলবর্তী এলাকার জনগণসহ সমগ্র দেশের জনগণ দুর্যোগের আগাম বার্তা জানতে পারছে এবং নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করতে পারছে, ফলে ক্ষয়ক্ষতি কমে আসছে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান-এর দুর্যোগকালীন প্রায় ৫৭ লক্ষাধিক কলের মাধ্যমে দুর্যোগ সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'-এ প্রায় ৮৫ লক্ষ গ্রাহক এই সেবা গ্রহণ করেছেন। শুধু টেলিটক নয়, অন্যান্য অপারেটরের গ্রাহকরাও টোল ফ্রি নাম্বার ১০৯০-এ ডায়াল করে যে কোনো সময় সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা, নদী বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেত, ঘূর্ণিঝড়ের বিশেষ বার্তা এবং বন্যার বার্তাসহ দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জানতে পারছেন।

(১৫) বর্তমানে সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ সক্ষমতার পরিমাণ ২,৭৫০ জিবিপিএস এবং সাবমেরিনের ব্যান্ডউইথ ব্যবহার ১১০২ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে। দেশের ব্যান্ডউইথ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে South East Asia-Middle East-Western Europe-4 (SEA-ME-WE-4)-এর পাশাপাশি SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামে বাংলাদেশ যুক্ত হয়েছে। তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে SEA-ME-WE-6 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের লক্ষ্যে কনসোর্টিয়াম কর্তৃক দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়নের কাজ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে একটি প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৬) Cyber Space এবং ইন্টারনেটভিত্তিক Cyber ক্রাইম পর্যবেক্ষণ ও অপরাধ প্রতিহতসহ সকল প্রকার তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'Cyber Threat Detection and Response' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে সরকারি নীতি অনুসারে আইন প্রয়োগকারী ও অন্যান্য আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোনো বিষয়বস্তু ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর জন্য পাওয়ার অযোগ্য রাখা বা আড়াল করা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়েছে এমন যে কোনো ওয়েবসাইট বা তাতে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুতে বাংলাদেশের সকল ব্যবহারকারীর প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। এ কাজের অংশ হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৩ হাজারের অধিক পর্ন-সাইট ও ২ হাজারের অধিক গ্যাম্বলিং সাইট ব্লক করা হয়েছে।

(১৭) বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলা, ৪৭৮টি উপজেলা এবং ১,২১৬টি ইউনিয়নে বিটিসিএল-এর ২৮,০০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক রয়েছে। যার মাধ্যমে দেশের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। উচ্চমানের ব্রডব্যান্ড এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য 'Modernisation of Telecommunication Network for Digital Connectivity', 'Switching and Transmission Network Development for Strengthening Digital Connectivity' এবং 'Installation of Telecommunications Network at Mirsharai Economic Zone in Chittagong' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে।

(১৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন এবং গুরুত্বগুর্ণ সরকারি কার্যাবলি/মিটিং ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বদা বিটিসিএল-এর বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হচ্ছে।

(১৯) দেশের ৫৮৭টি সরকারি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইন্সটিটিউট-এ উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও ওয়াইফাই সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যে দেশের সরকারি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইন্সটিটিউট-এ অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের আওতায় হাওড়, বাওড় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (ব্রডব্যান্ড, ওয়াইফাই) সম্প্রসারণ' প্রকল্পও বিটিএল কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১,২১৬টি ইউনিয়নসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য প্রায় ১৩,০০০ ব্রডব্যান্ড হটস্পট স্থাপন করা হবে। উক্ত হটস্পটের মাধ্যমে জনগণকে ফ্রি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হবে।

(২০) তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ডট বিডি ও ডট বাংলা ডোমেইন প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাভাষায় বাংলাদেশি ডোমেইন ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে ২৭,৪০৯টি ডট বিডি ও ডট বাংলা ডোমেইন সচল রয়েছে।

(২১) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিটিসিএল-এর পক্ষ থেকে দেশব্যাপী জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিনামূল্যে টেলিফোন সংযোগ (জিপন/এডিএসএল ইন্টারনেটসহ)/পুনঃসংযোগ, লাইনরেন্টবিহীন টেলিফোন সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। বিটিসিএল টেলিফোন কলচার্জ বর্তমানে অত্যন্ত সাশ্রয়ী এবং সাধারণ গ্রাহক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সকল অপারেটর (মোবাইল/গেটওয়ে) পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট-এর চার্জও অত্যন্ত সুলভ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে বিটিসিএল-এর সংযোগ সংখ্যা ৫.১০ লক্ষ এবং ২০ এমবিপিএস পর্যন্ত গতির এডিএসএল ইন্টারনেট সংযোগ ১৫ হাজার ও ২ থেকে ২০ এমবিপিএস পর্যন্ত জিপনভিত্তিক ইন্টারনেট সংযোগ প্রায় ৮ হাজার।

(২২) ডিজিটাল প্রযুক্তিতে উন্নত গ্রাহকসেবার প্রত্যয়ে 'টেলিসেবা' মোবাইল টেলিফোন অ্যাপ-এর মাধ্যমে সহজে অভিযোগ গ্রহণ এবং টেলিফোন ও ইন্টারনেট নতুন সংযোগের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে প্রায় ২,০০০ আবেদন গ্রহণ ও সংযোগের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ওয়েবসাইট, ই-মেইল, কলসেন্টার ১৬৪০২ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক)-এ গ্রাহকগণ যেকোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ, সার্ভিস গ্রহণ, স্বল্পতম সময়ে সংযোগ/ত্রুটি প্রতিকার করতে পারছেন। বিটিসিএল-এর বিল অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২৩) ডাক অধিদপ্তরকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ৮,৫০০টি ডাকঘরকে ডিজিটাল ডাকঘরে রূপান্তর করা হয়েছে। ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরে আধুনিক স্থাপত্যশৈলী সমৃদ্ধ ও দৃষ্টিনন্দন ১৪ তলাবিশিষ্ট ডাক অধিদপ্তরের প্রশাসনিক সদর দপ্তর ডাক ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ১৪টি মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব সেন্টারে Chiller Room থাকবে যাতে কাঁচা শাকসবজি ও ফলমূল সংরক্ষণ করা যাবে। পাশাপাশি থাকবে আধুনিক যন্ত্রপাতি যা দিয়ে সারাদেশে মেইল প্রসেসিং আরও গতিশীল হবে। এ সব সেন্টারগুলো বিভাগীয় পর্যায়ে ই-কমার্স হ্যাব হিসাবেও ব্যবহৃত হবে। একইসঙ্গে এসব সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায় থেকে শহরে কৃষিজ ও প্রাকৃতিক বিভিন্ন পণ্য প্রেরণ সহজ হবে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।

(২৪) ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, জাতীয় শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস, ভাষা শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবসসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও ইভেন্টে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮টি স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র: ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ।

(২৫) ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক লেনদেনের ডিজিটাল সুবিধায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ডাক অধিদপ্তরের ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ'-এর প্রবর্তন করা হয়েছে। এ সেবা ব্যবহার করে গ্রাহকগণ দেশের যেকোন স্থানে বসে এ্যাপসযুক্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের সুবিধা গ্রহণ করছেন। বর্তমানে ৩ কোটি ২০ লক্ষ 'নগদ' গ্রাহক রয়েছে।

(২৬) 'জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রথম সংশোধিত' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৬৭টি ডাকঘর সংস্কার/পুনর্বাসন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩২টি ডাকঘরের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৩৫টি ডাকঘরের কাজ চলমান রয়েছে।

(২৭) 'কৃষক বন্ধু ডাক সেবা'-এর মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত সবজি ঢাকার ৫টি নির্ধারিত বাজার/স্থানে বিনামূল্যে পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে মৌসুমী ফল বিনামূল্যে ডাক পরিবহণের মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরবরাহ করা হচ্ছে।

(২৮) করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ বিষয়ে লিফলেট বিতরণ, এসএমএস প্রেরণ, টেলিটকের মোবাইল ফোনে কল প্রেরণকারী সকল ফোন গ্রাহককে রিং ব্যাক টোনে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক বার্তা প্রেরণ করা হয়। করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে IEDCR-কে ১৫টি, BITID চট্টগ্রামকে ৫টি, ডাক অধিদপ্তরকে ১০০টি টেলিটক কর্পোরেট ফ্রি সিম সরবরাহ করা হয়েছে। করোনাকালে ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জরুরি ঔষধ ও সুরক্ষা সামগ্রী ৬৪টি জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে দ্রুততার সাথে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক বিদেশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে সুরক্ষা সামগ্রী সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় ঔষধাগারে প্রদান করা হয়েছে। করোনার সাধারণ ছুটির সময়ও জরুরি ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়।

(২৯) রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড-এর মাধ্যমে ল্যাপটপসহ বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন এবং বাজারজাত করা হচ্ছে। টেলিফোন শিল্প সংস্থা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন করে বাজারজাত করছে। টেলিফোন শিল্প সংস্থা বর্তমানে কলার আইডি টেলিফোন সেট উৎপাদন ও পিএবিএক্স স্থাপনের পাশাপাশি ডিজিটাল বৈদ্যুতিক মিটার, মোবাইল সেটের ব্যাটারি ও চার্জার সংযোজন ও বিপণন করছে।

(৩০) খুলনায় অবস্থিত বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড অপটিক্যাল ফাইবার, কপার ক্যাবল, এইচডিপিই ডাক্ট এবং বৈদ্যুতিক ওভারহেড যন্ত্রাদি উৎপাদন করার মাধ্যমে দেশের চাহিদা পূরণ করার সক্ষমতা অর্জন করেছে।

(৩১) ২৩-২৫ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে বাংলা ওয়ার্ল্ডওয়াইডের উদ্যোগে কলকাতায় তিনদিনব্যাপী প্রথম আন্তর্জাতিক বাঙালি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোস্তাফা জব্বার, মাননীয় মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এ সম্মেলনের বিভিন্ন সেমিনারে প্রদত্ত বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অর্জিত অভূতপূর্ব সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেন।

১৫. তথ্য মন্ত্রণালয়

(১) 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' বায়োগ্রাফিক্যাল ফিচার ফিল্মের স্ক্রিপ্ট রচনা সম্পন্ন হয়েছে, শিল্পীদের অডিশন গ্রহণের কাজ শেষ করা হয়েছে, শ্যুটিং স্পট নির্বাচন করা হয়েছে, সম্ভাব্য শিল্পীদের নামীয় তালিকা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং শীঘ্র নির্বাচিত শিল্পীদের নিয়ে এ ছবির শ্যুটিং আরম্ভ হবে।

(২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসাবে ১০,০০০ টাকা করে ৩ কোটি ৩৫ লাখ টাকা সারাদেশের ৩,৩৫০ জন সাংবাদিকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

(৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে অন্যান্য সকল সেক্টরের প্রচার কার্যক্রমের সাথে কোভিড-১৯ নিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। যেমন:

- বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে ১২০টিরও অধিক স্পট/ফিলার এবং করোনা ভাইরাসের ওপর সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে অনুষ্ঠান 'এই সময়' প্রতিদিন প্রচার করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ বেতার থেকে স্বাস্থ্যবার্তা, আলোচনা অনুষ্ঠান, কথিকা, সাক্ষাৎকার, সচেতনতামূলক গান, লাইভ ফোন-ইন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও বার্তা, জিঙ্গেল, স্পট, মীনা কার্টুন ইত্যাদি অনুষ্ঠান মোট ১২৯ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড প্রচার করা হয়েছে।
- তথ্য অধিদপ্তর থেকে করোনা বিষয়ক মোট ১,১৮৫টি তথ্য বিবরণী গণমাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে ৮ জন বিশিষ্টজনের বক্তব্য নিয়ে ৮টি টিভিসি নির্মাণ করে বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।
- গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক ১ লক্ষ ৪৯ হাজার পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, মাইকিং, পিভিসি ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে করোনা বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র বিষয়ক তথ্য:

(৪) ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭ ও ২০১৮ একসঙ্গে প্রদান করা হয়। মোট ৬৩ জন অভিনেতা/অভিনেত্রী ও কলাকুশলীর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার প্রদান করেন।

(৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৩টি চলচ্চিত্র নির্মাণের লক্ষ্যে বিদেশে শ্যুটিংয়ের লক্ষ্যে ১১০ জন শিল্পী ও কলাকুশলীকে বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

(৬) চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে এবং ৯টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান প্রদান করে।

প্রেস বিষয়ক তথ্য:

(৭) ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অ্যাপিলেট বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(৮) নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সরকার সাংবাদিক-শ্রমিক-কর্মচারী ও সংবাদপত্র মালিক পক্ষের প্রতিনিধি সমন্বয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ত্রি-পক্ষীয় মনিটরিং টিম এবং প্রতি জেলায় অনুরূপভাবে মনিটরিং টিম গঠন করবে। উক্ত টিমের সময়সীমা গঠনের তারিখ থেকে দু'বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে সরকার ইচ্ছা করলে এ সময়সীমা হ্রাস-বৃদ্ধি এবং মনিটিরিং টিম পুনর্গঠন করতে পারবে। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে জারি করা হয়।

সম্প্রচার বিষয়ক তথ্য:

(৯) বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় চ্যানেল সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি টিভি চ্যানেল কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

(১০) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ও সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(১১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর '১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং করার উদ্দেশ্যে বিটিভিতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলিতেও প্রচারণা চালানো হয়েছে।

(১২) বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য 'Supply, Installation, Testing and Commissioning of Analog TV Transmitter (Dual cast) For Dhaka, Chattogram, Khulna, Rajshahi and Sylhet Station with all ancillary equipment of Turn-key basis' শিরোনামে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য দরপত্র আহ্বানের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত দরপত্রগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত সফল দরদাতা প্রতিষ্ঠান ৫,৪৫,০৩,৫৭৮.১০ টাকার ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনসহ ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

(১৩) বিভিন্ন জাতীয় দিবসসহ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠান সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সম্প্রচার করা হয়েছে।

(১৪) বিটিভি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে জঙ্গিবাদ, মানবপাচার, ভেজালবিরোধী, মাদকপাচার, ধূমপান নীরোধ/সতর্কীকরণ দিক সংক্রান্ত ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে।

(১৫) বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিপিএসসি'র সুপারিশে ৯ গ্রেডে ৩ জন এবং ১০ গ্রেডে ১৮ জনকে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(১৬) বাংলাদেশ টেলিভিশনের ১-৯ গ্রেডের বিভিন্ন পদে ৪১ জন কর্মকর্তাকে এবং ১০ গ্রেডের ৫ জন কর্মকর্তাকে (নন-ক্যাডারভুক্ত) বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(১৭) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৮টি বেসরকারি এফএম রেডিও'র লাইসেন্স এবং ২২টি কমিউনিটি রেডিও'র লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।

(১৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশ বেতারের ২৬৩ জন নিজস্ব শিল্পীর চাকুরি পেনশনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

(১৯) এনএইচকে, জাপান এবং বাংলাদেশ বেতারের মধ্যকার এফ এম ট্রান্সমিটারের টাইম-শ্লট ভাড়া সম্পর্কিত চুক্তির মেয়াদ ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(২০) চায়না রেডিও ইন্টারন্যাশনাল-এর সঙ্গে বাংলাদেশ বেতারের বিদ্যমান চুক্তির সকল শর্ত অপরিবর্তিত রেখে সংশোধনী-৭-এর মাধ্যমে চলমান চুক্তির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

(২১) ৯-৩১ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে ঢাকায় 'Radio Asia Conference 2019 & ABU Radio Song Festival' শিরোনামে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বিশ্বের ২৪টি দেশের ৬৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

(২২) বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল বিভাগের ৮ জন কর্মকর্তাকে পঞ্চম থেকে চতুর্থ গ্রেড, ১৫ জনকে ষষ্ঠ থেকে পঞ্চম গ্রেডে এবং ৯ জনকে নবম থেকে ষষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

(২৩) বাংলাদেশ বেতারের ৫ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে ৫টি বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। এর মধ্যে ৩ জনকে অব্যাহতি এবং ১ জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য:

(২৪) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে 'তথ্য ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প এবং 'বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র পাহাড়তলীতে ট্রান্সমিটিং টাওয়ার ভবন নির্মাণ এবং ট্রান্সমিটিং যন্ত্রপাতি স্থাপন (২য় সংশোধিত)' ২টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২৬,৯০১.০৯ কোটি টাকার বিপরীতে ১৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০৪.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত 'তথ্য ভবন' উদ্বোধন করেছেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তর তাদের কার্যালয় তথ্য ভবনে স্থানান্তর করেছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) স্থানান্তর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- 'গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ৫৯.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের প্রচারণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটি ৮২.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন'- প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে।
- চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের জন্য একটি আধুনিক ফিল্ম সিটি (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি) কবিরপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে স্থাপন করার প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ ১৯.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুন ২০১৮ সালে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- এফডিসি'র আধুনিকায়নের জন্য ৩২২.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে।
- বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৬.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'অডিও ভিজ্যুয়াল সংবাদ প্রবর্তন এবং অডিও ভিজ্যুয়াল সংবাদ তৈরিতে বাসস'র সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- ৭৫.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- চীনের আর্থিক সহায়তায় খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ মোট ৬টি বিভাগীয় শহরে বিটিভি'র পূর্ণাঙ্গ স্টেশন নির্মাণের জন্য ১,৩৯১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম শীঘ্র শুরু হবে।
- 'বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র পাহাড়তলীতে ট্রান্সমিটিং টাওয়ার ভবন নির্মাণ এবং ট্রান্সমিটিং যন্ত্রপাতি স্থাপন (দ্বিতীয় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ট্রান্সমিটার, টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে।
- 'শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)' প্রকল্পটি ১৩৯.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ইউনিসেফের সহায়তায় জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বহিরাঙ্গন, নারী ও শিশুদের বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক প্রচারণার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন:

(২৫) বাংলাদেশ টেলিভিশন বাঙালির ইতিহাস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদিকে উপজীব্য করে অনুষ্ঠান প্রচার করে যাচ্ছে। অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন এখন জনমুখী, দর্শক নন্দিত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে যাচ্ছে। বিষয় বৈচিত্র্যও চলমান অনুষ্ঠান সূচির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন সংগীতানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান, শিশুতোষ অনুষ্ঠান, আলোচনামূলক অনুষ্ঠান, কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান, বিতর্ক অনুষ্ঠান, নারী বিষয়ক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান, প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান, প্রতিবন্ধীদের অনুষ্ঠান, পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক অনুষ্ঠান, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক

অনুষ্ঠান, খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান, শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান এবং জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। পুরাতন অনেক অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে সময়োপযোগী অনেক অনুষ্ঠান প্রচারসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২৬) বৈশ্বিক মহামারি করোনা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে ১২০টিরও অধিক স্পট/ফিলার এবং করোনা ভাইরাসের ওপর সমসাময়িক অনুষ্ঠান 'এই সময়' প্রতিদিন প্রচার বিটিভির একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উক্ত বিষয়ের ওপর প্রতিদিন স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা প্রচারে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিটিভি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

(২৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ', 'একটি বাড়ি একটি খামার', নারীর ক্ষমতায়ন, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ, আশ্রয়ণ প্রকল্প, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বিনিয়োগের বিকাশ এবং চলমান বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সুরক্ষা সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনের ব্রান্ডিং অনুষ্ঠান হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে।

(২৮) দেশের আপামর জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সুরক্ষা, আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া, যৌতুকবিরোধী জাতীয় কার্যক্রম, অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা সংক্রান্ত, এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্য সেবন প্রতিরোধ, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকার, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, যানজটমুক্ত নিরাপদ সড়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণমূলক ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতন করে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে সব সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্পট/ফিলারসহ বিভিন্ন ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয়ে থাকে।

(২৯) দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, নিম্নচাপ, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, টর্নেডো ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম বার্তা প্রেরণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রের সম্ভাব্য ক্ষতি লাঘব করার উদ্দেশ্যে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন স্পট/ফিলার এবং ডকুমেন্টারি বিটিভিতে প্রচার করা হয়।

(৩০) রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিটিভি সরাসরি সম্প্রচার করে থাকে ফলে জনগণের সঙ্গে সরকারের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি সরকারের স্বচ্ছতা স্পষ্টতর হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রের সম্প্রচার প্রতিদিন সকাল ৭.০০টা থেকে রাত ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে বর্তমানে পৃথকভাবে দুপুর ১২:০০ টা থেকে রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

(৩১) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, বাংলা নববর্ষ ইত্যাদি বিশেষ দিবসগুলোতে অধিবেশন সম্প্রচার সময়সূচির পরিবর্তন/পরিবর্ধন হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা, অলিম্পিক গেমস-এর সরাসরি সম্প্রচার এবং পবিত্র রমজান মাসে বিশেষ অধিবেশন সম্প্রচার করা হয়।

(৩২) যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতে এবং প্রযুক্তির পরম উৎকর্ষে মানুষের জীবনাচার পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত মানুষ টেলিভিশন মিডিয়া থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। দর্শকের এই প্রবণতাকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে সোশ্যাল মিডিয়া উইং খোলা হয়। বর্তমানে প্রচারিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনের আর্কাইভ থেকে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো বিটিভির সোশ্যাল মিডিয়া উইং-এর ইউটিউব চ্যানেল btv smw1-এ প্রচার করা হচ্ছে।

(৩৩) বাংলাদেশ টেলিভিশনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, বার্তা, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, প্যাকেজ অনুষ্ঠান, দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্র, জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক স্পট ও স্লোগান এবং বিজ্ঞাপনসহ নিজস্ব প্রযোজিত অনুষ্ঠান এবং প্যাকেজের আওতায় ১৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ৬,৪২১ ঘণ্টা ৭ মিনিট প্রচারিত হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতার:

(৩৪) বাংলাদেশ বেতার ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৬টি বিশেষায়িত ইউনিটের মাধ্যমে দৈনিক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক অনুষ্ঠান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ, এসডিজি, সরকারের উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, দিন বদলের পালা, ডিজিটাল বাংলাদেশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক, নারী ও শিশু উন্নয়ন, শিক্ষা স্বাস্থ্য, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মানবপাচার প্রতিরোধ বিষয়ক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

(৩৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ বেতার মহামান্য রাষ্ট্রপতি অলংকৃত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অলংকৃত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অলংকৃত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, অন্যান্য অনুষ্ঠান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স, সংবাদ সম্মেলন, ভাষণ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির অলংকৃত জাতীয় সংসদ অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার করেছে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে কার্যক্রম, ফোন-ইন অনুষ্ঠান, ইনফোটেইনমেন্ট সরাসরি সম্প্রচার করেছে। জাতীয় পর্যায়ে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।

(৩৬) বাংলাদেশ বেতার ও এটুআই প্রোগ্রামের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় জানুয়ারি-জুন ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক এটুআই প্রোগ্রাম সরবরাহকৃত অনুষ্ঠান প্রচার, ফোন-ইন অনুষ্ঠান, ইনফোটেইনমেন্ট অনুষ্ঠান লাইভ প্রচার, থিমসং, জিঙ্গেল নির্মাণ ও প্রচার এবং ও সেলিব্রেটিকল এবং রেডিও ডকুমেন্টরি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে এটুআই প্রোগ্রাম সরবরাহকৃত অনুষ্ঠান প্রচার, বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রযোজক কর্মকর্তাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন, জিঙ্গেল নির্মাণ ও প্রচার এবং ফোন-ইন ও ইনফোটেইনমেন্ট অনুষ্ঠান লাইভ প্রচারের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৩৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে বাংলাদেশ বেতারের ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রাজস্ব বাজেটে গান, স্পট, জিঙ্গেল, কথিকা, প্রামাণ্য নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।

(৩৮) তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রচার ও বিজ্ঞাপন শাখার অর্থায়ন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে ফোন-ইন অনুষ্ঠান আসরভিত্তিক বৈঠক, স্পট ড্রামা, জিঙ্গেল, প্রামাণ্য এবং অংশীজন/সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। বাংলাদেশ বেতারে নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিভিন্ন কেন্দ্র/ইউনিট থেকে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে গান, স্পট, জিঙ্গেল, স্লোগান, ভক্সপপ, কম্পোজিট অনুষ্ঠানে আলোচনা, মতামত, কুইজ ইত্যাদি প্রচার করেছে।

(৩৯) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯, মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২০, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০, মুজিব নগর দিবস, ৭ মার্চের অনুষ্ঠান এবং মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ ইত্যাদি দিবসের আলোকে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়েছে। স্বাধীনতার মাস মার্চ, ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি এবং শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বেতার বিশেষ দিবসে এবং মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত অডিও বেসরকারি বাণিজ্যিক বেতার ও কমিউনিটি বেতারে সরবরাহ করেছে।

তথ্য অধিদপ্তর:

(৪০) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫,৪২৬টি তথ্যবিবরণী, ৪৪৯টি অনুষ্ঠানের ফটোকভারেজ, ৬৮টি প্রেস ব্রিফ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয় এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ২৮৫টি ফিচার/নিবন্ধ ও ৫টি ক্রোড়পত্র বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।

(৪১) সাংবাদিকদের জন্য ২২৭টি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু ও ১,৮১৪টি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নবায়ন করা হয়েছে। ৬৮টি প্রেস ব্রিফিং/কনফারেন্স, ২২৩টি নিউজ ব্রিফ, বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় ১৬,৩৩৩টি ক্লিপিংসের প্যাকেট/বাঞ্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ মোট ৫৫টি অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। নিউজ পোর্টাল/টিভি/রেডিও-এর ডাটাবেজ সম্পাদন এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ: অনলাইন নিউজ পোর্টাল ৫৯৮টি, অনলাইন আইপি টিভি ২৭০টি, অনলাইন রেডিও ২৯টি। প্রশাসনিক কার্যক্রম/যোগাযোগ হিসাবে ১৬,১৮৮টি পত্র যোগাযোগ করা হয়েছে।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর:

(৪২) সরকারের দিন বদলের সনদ: রূপকল্প ২০২১-এর লক্ষ্য নিয়ে দেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের মর্যাদা লাভ করেছে। সেই সঙ্গে রূপকল্প ২০৪১ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর সারাদেশে বিশেষ প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ অধিদপ্তর ৬৮টি তথ্য

অফিসের মাধ্যমে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে ৩৩০টি প্যাকেজ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রেস ব্রিফিং, সড়ক প্রচার, আলোচনা সভা, সংগীতানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

(৪৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের ব্রান্ডিং বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা সভা, উঠান বৈঠক, সড়ক প্রচার ও প্রেস বিফিং ইত্যাদি ৬৮টি তথ্য অফিসের মাধ্যমে সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী বিশেষ প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে প্রতিটি তথ্য অফিস চলচ্চিত্র প্রদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। সরকার সূচিত উন্নয়ন ধারায় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে অধিক সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে স্কুল-কলেজসমূহে দেশাত্মবোধক সংগীতানুষ্ঠান এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

(৪৪) তথ্য অফিসসমূহ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ঢাকাসহ সারাদেশে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরি বার্তা সংবলিত ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন/প্রদর্শন করছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে করণীয় সংক্রান্ত বার্তা/ছবি/ভিডিও নিয়মিত প্রচার করছে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে জেলা তথ্য অফিস এলইডি বোর্ডের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে করণীয় সংক্রান্ত বার্তা প্রচার করছে।

(৪৫) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলাসমূহ কর্তৃক আয়োজিত উন্মুক্ত বৈঠকে সদর দপ্তরের কর্মকর্তাগণ যুক্ত হয়ে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করেছে। বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক, ইউটিউব) ব্যবহার করেও প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ ও জনস্বাস্থ্যের হুমকি প্রতিরোধকল্পে বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সংগীতানুষ্ঠান ও সড়ক প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি, বন্যা উপদ্রুত জেলাগুলোতে তথ্য অফিসসমূহ বন্যা সতর্কীকরণ বার্তা নিয়মিত মাইকিং/সড়ক প্রচার করেছে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর:

(৪৬) ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস, ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ৫০ লক্ষ কপি, পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

(৪৭) The Historic 7th March Speech of The Father of The Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ৫ হাজার কপি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের বাংলা ও ইংরেজি সংকলন পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে।

(৪৮) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট ২,৭৫১টি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে। সরকারের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষায় ১,২০০ কপি এবং ইংরেজি ভাষায় ১,০০০ কপি প্রকাশ করা হয়েছে। মাসিক নবারুণ ১ লক্ষ ৩৫ হাজার, মাসিক সচিত্র বাংলাদেশ ১ লক্ষ ২০ হাজার ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ১২ হাজার কপি মুদ্রণ করা হয়েছে।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট:

(৪৯) জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের নিউজ লেটার (৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১টি প্রশিক্ষণের অনুকূলে ৩০৪ জন পুরুষ ও ১২৩ জন মহিলাসহ মোট ৪২৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ২৭টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের অনুকূলে ৬৩০ জন পুরুষ ও ১০৩ জন মহিলাসহ মোট ৭৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ৪২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের অনুকূলে ৫৯১ জন পুরুষ ও ৩৩১ জন মহিলাসহ মোট ৯২২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল:

(৫০) ১৪-১৮ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার আমন্ত্রণে ভারতের 'ন্যাশনাল প্রেস ডে, ২০১৯' (১৬ নভেম্বর) উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সদস্য জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী-এর নেতৃত্বে ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল যোগদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া আয়োজিত

ন্যাশনাল প্রেস ডে উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ভারতের মাননীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী প্রকাশ জাভেদকার। উক্ত অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত দেশের প্রেস কাউন্সিলসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা প্রেস কাউন্সিল, প্রেস কাউন্সিল নেপাল, মালদ্বীপ প্রেস কাউন্সিল-এর প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সফরে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল ও প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার মধ্যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা ও মান উন্নয়ন ও মান সংরক্ষণে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়।

(৫১) ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে একটি শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যসচিব কামরুন নাহার, কাউন্সিলের সদস্য জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, জনাব নঈম নিজাম, খন্দকার মুনিরুজ্জামান, প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম, সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, জনাব আব্দুল মজিদ, জনাব নূরে জান্নাত আখতার সীমা। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ।

(৫২) প্রতিবেদনাধীন বছরে ৭টি পূর্ণ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এসব অধিবেশনে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, সাংবাদিকদের অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরির নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিভিন্ন কমিটিসমূহের মধ্যে জুডিশিয়াল কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ৩টি জুডিশিয়াল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। পাশাপাশি প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডের ৪টি সভায় ১টি আপিল মামলা শুনানি করা হয়। অন্যান্য কমিটির মধ্যে ১টি নিয়োগ কমিটির সভা ও ১৫টি দরপত্র কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫৩) প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে খুলনার ডুমুরিয়া, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, যশোর, নড়াইল, কিশোরগঞ্জ, কক্সবাজার ও ঢাকা জেলায় সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে ১০টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ৬টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৪১৩ জন ও মতবিনিময় সভায় ২৯১ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড:

(৫৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৯ জুন পর্যন্ত ৩১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৪টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৩৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র এবং ৩৬টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার সেন্সর করা হয়েছে। SAPTA (SAARC Preferential Trading Arrangement) চুক্তির আওতায় আমদানিকৃত ৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র সেন্সর করা হয়েছে। সেন্সরকৃত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে ২৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৪টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৩৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি এবং ৩৬টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেলারের অনুকূলে সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে। SAPTA (SAARC Preferential Trading Arrangement) চুক্তির আওতায় আমদানিকৃত ৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্রের সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে।

(৫৫) একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী নয় মর্মে সেন্সর আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মোট ৩১৪টি চলচ্চিত্র পরীক্ষণপূর্বক বিশেষ সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে। ২১৩টি পোস্টার/স্থিরচিত্রের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২১৩টি পোস্টার/স্থিরচিত্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ:

(৫৬) প্রতিবেদনাধীন বছরে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ১০৬টি গবেষণাকর্ম সম্পাদন, ১টি জার্নাল ও ৭টি বই প্রকাশ, ৮টি সেমিনার, ৫৫টি চলচ্চিত্র (ফিল্ম ফরম্যাট); ২০০টি ডিজিটাল ফরম্যাটের চলচ্চিত্র; ২১৪টি বই; ১১টি পোস্টার; ১০০টি চিত্রনাট্য, স্থিরচিত্র ও ফটোসেট। ৮৮টি সাময়িকী, ৯৯০টি পেপারকাটিং সংগ্রহ, ১০৫টি সংরক্ষিত চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তর, সাপ্তাহিক এবং বিভিন্ন দিবস ও উৎসবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর অংশ হিসাবে মোট ১০৯টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং ৮২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ৭৯৬টি তথ্যচিত্র/সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র চেকিং ও ক্লিনিং করা হয়েছে।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ:

(৫৭) প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এ ৫টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (I) সংবাদপত্রে নামফলক ছাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু; (II) সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা: প্রথম খণ্ড; (III) সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা: দ্বিতীয় খণ্ড; (IV) রাজনীতিতে দৈনিক ইত্তেফাকের ভূমিকা: ১৯৫৩-১৯৭০; এবং (V) 'অতিথি' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থ। ৩টি ঘটনাপঞ্জি প্রকাশের কাজ চলমান রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১০,২২০টি নিউজ ক্লিপিং করা হয়।

(৫৮) শিশু ও নারী বিষয়ক ফিচার প্রকাশ করা হয়েছে ২৬টি। নিরীক্ষা ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৯তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এবং ২৩০তম সংখ্যা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, ৪টি গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। পিআইবির প্রকাশনা বিষয়ক বুকলেট প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা:

(৫৯) বাসস মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সংবাদসহ সকল ধরনের সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে গণমাধ্যমের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে।

(৬০) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাসস ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে ৪০টি এবং বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম থেকে সাপ্তাহিক একুশে পত্রিকায় ১০টি প্রতিবেদনসহ মোট ৫০টি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

(৬১) বিশেষ উদ্যোগ কার্যক্রমের সাফল্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে বাসসসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি সাংবাদিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

(৬২) 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের সহায়তায় প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য এবং সাফল্য ও সম্ভাবনার তথ্যাদি জনগণের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে সংস্থার জেলা সংবাদদাতাদের নিয়ে ঢাকায় দুই দিনব্যাপী তিনটি সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এসব কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রশিক্ষকগণ রিসোর্স পারসন হিসাবে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেন। কর্মশালা শেষে সংবাদদাতাগণ বিভিন্ন জেলার হালনাগাদ তথ্য ও সাফল্যগাথা নিয়ে ৮০টি প্রতিবেদন তৈরি করেন। এসব প্রতিবেদন বাসস এবং জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

(৬৩) বাসস থেকে ১,১২,০২০টি সংবাদ সংগ্রহ করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক) সরবরাহ করা হয়েছে।

তথ্য কমিশন:

(৬৪) তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বিভিন্ন প্রচারণা ও জন-অবহিতকরণ নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

- ১০,১৮৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ
- ৪২,১৭৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ
- ৬,২৪৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ
- ১২০টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জন-অবহিতকরণ সভা আয়োজন
- প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে শুনানির মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ ৬১৬টি এবং নিষ্পত্তিকৃত ৫৭২টি
- ১টি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- ১টি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন
- ৮টি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন:

(৬৫) ভূমির মালিকানার বিষয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে দায়েরকৃত সিভিল রিভিউ মামলা নম্বর-২৬২/১৭-তে বিএফডিসির পক্ষে রায় হয়েছে।

(৬৬) পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে দায়েরকৃত মামলায় 'কালা মানুষ' ছবির প্রযোজককে বিজ্ঞ আদালত জেল হাজতে প্রেরণ করেন। বর্তমানে তিনি জামিনে রয়েছেন।

(৬৭) পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে দায়েরকৃত মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে 'মহিলা হোস্টেল' ছবির প্রযোজক আদালতে বিএফডিসির পাওনা বাবদ ৫ লক্ষ টাকা জমা প্রদান করেন।

(৬৮) মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে ও জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এ কর্পোরেশনের বিচারাধীন ৪৫টি মামলায় নিয়মিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট:

(৬৯) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণ চলচ্চিত্র কর্মী ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে ২২ জন এবং স্বল্পমেয়াদি কোর্সে ৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৬৪টি ডিপ্লোমা প্রোডাকশন নির্মাণ করেছে। ৭টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ কর্মসম্পাদনা করেছে।

(৭০) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর অনুকূলে ৪,৬৭,০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ অর্থবছরে ২,৫৬,২২,২৬৮ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে গঠিত 'ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির' গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংক্রান্ত 'ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি (ক্ষমতা ও কার্যাবলি) বিধিমালা-২০২০', মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বিতভাবে তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদানের মাধ্যমে 'Whole of the Government' পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) নির্দেশিকা, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীগণকে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯-সহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং বিপুল পরিমাণ ডেটার উৎপাদন, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের 'ডেটা সেন্টার নির্দেশিকা ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। National Internet of Things Strategy Bangladesh, National Strategy for Artificial Intelligence Bangladesh, National Blockchain Strategy: Bangladesh এবং Microprocessor Design কৌশলপত্রসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২) জাতীয় TIER-4 ডেটা সেন্টারকে একটি সমন্বিত ও উন্নত তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্বমানের ডেটা সেন্টারে রূপান্তরের অংশ হিসাবে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে 'বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড' গঠন, এবং উদ্ভাবনী কাজকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, প্রসার, এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৬ মার্চ ২০২০ সালে 'স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড' কোম্পানি গঠন করা হয়।

(৩) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের আত্মকর্মসংস্থান ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল ক্যারাভ্যান ট্রেনিং বাসের মাধ্যমে কম্পিউটার/বেসিক আইটি বিষয়ে ট্রেনিং কার্যক্রম চলমান আছে। এ কার্যক্রমে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩২০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে ৫৭,৬৮৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। সারাদেশের ৬৪ জেলায় ২ হাজার ব্যাচে এইচএসসি/স্নাতক পাশ মোট ৪০,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০ দিনব্যাপী প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

(৪) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের 'মোবাইল গেইম ও অ্যাপ্লিকেশন-এর দক্ষতা উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য ৭৮০ জনসহ এ পর্যন্ত ১৭,৪০৫ জনের Advanced Professional Coaching প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মাধ্যমে ১০৪টি অ্যাপস ও ৫২টি গেইম উন্নয়ন করা হয়েছে। সারাদেশে ৮টি সেন্টার ও ৩২টি টেস্টিং ল্যাব স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৫) 'লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৬৫০টি ব্যাচে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৮,৪১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল শিক্ষার্থীগণ Web Design & Development, Graphic Design ও Digital Marketing বিষয়ক সর্বমোট ২০০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ (৫০ দিনব্যাপী) কোর্স সম্পাদন করার পর এ পর্যন্ত ৩১ লক্ষ ১৯ হাজার ৭১৪ মার্কিন ডলার আয় করেছে।

(৬) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে আইসিটি খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে গবেষণা ও বৃত্তির আওতায় উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য ৫৭ জন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৪ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা, উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি/ফেলোশিপ হিসাবে ৫১ জনের অনুকূলে ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, এবং বিশেষ অনুদান হিসাবে ৭০ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

এসপায়ার টু ইনোভেইট (এটুআই) প্রোগ্রাম

(৭) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এসপায়ার টু ইনোভেইট (a2i) প্রোগ্রামের আওতায় ডিজিটাল সেন্টার হতে নাগরিকদের প্রতি মাসে গড়ে ৭.৫ মিলিয়ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(৮) এ পর্যন্ত ৮ হাজার অফিসের ৯০ হাজার সরকারি কর্মকর্তা ই-নথির আওতায় এসেছে।

(৯) জিটুপি সিস্টেম উদ্যোগের ডিজিটাল সেবা প্রদান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ১৫৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ডিজিটাল উপায়ে সমাজের ১৫ লক্ষাধিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

(১০) এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় অর্থ বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ই-চালান নামক একটি ইলেক্ট্রনিক চালান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে ই-চালানে ২৮টি সেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে ১,০৮৯ কোটি টাকা লেনদেন করা হয়েছে।

(১১) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পারসন টু বিজনেস (পিটুবি) পদ্ধতির কেন্দ্রীয়করণের উদ্দেশ্যে সেবা বিল ও ফি প্রদানের পদ্ধতি সহজীকরণের লক্ষ্যে 'একপে' ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। 'একপে'-এর মাধ্যমে দেশের সকল পরিষেবা বিল, শিক্ষা সংক্রান্ত ফি ও অন্য সকল ধরনের ফি প্রদানের পদ্ধতি সহজ ও সমন্বিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৪টি আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে একপে-এর পার্টনারশিপ সম্পন্ন হয়েছে। এই সিস্টেম হতে ১১ হাজার নাগরিক উপকৃত হয়েছেন।

(১২) এটুআই ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় অদ্যাবধি ২৫৯টি উদ্ভাবনী প্রকল্পকে প্রায় ৩০৫ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(১৩) এটুআই-এর দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগ অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ২.৭৮ লক্ষাধিক প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে এবং প্রায় ২.৪১ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।

(১৪) এটুআই-এর সহযোগিতায় মুক্তপাঠ ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৮০টি অনলাইন কোর্সে ১৬.৫২ লক্ষ জন নিবন্ধিত হয়েছে। শিক্ষক বাতায়নে প্রায় ৪.৫ লক্ষ নিবন্ধিত শিক্ষক তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩ লক্ষ ৩১ হাজার কন্টেন্ট ব্যবহার করছেন।

(১৫) সাউথ-সাউথ কো-অপারেশনের আওতায় এটুআই প্রোগ্রাম বর্তমানে মালদ্বীপ, ভুটান, ফিজি, সোমালিয়া, ফিলিপাইনসহ কয়েকটি দেশকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এসডিজি ট্র্যাকারে বর্তমানে ১০৫টি সূচকের ডেটা সন্নিবেশিত ও উন্মুক্ত করা হয়েছে। মোট ৩২১ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ট্র্যাকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

(১৬) এটুআইয়ের উদ্যোগে বাস্তবায়িত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম 'একশপ'-এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় ৭ লক্ষ গ্রাহক ই-কমার্স সেবা গ্রহণ করেছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

(১৭) ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র মূল কার্যালয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কার্যালয় চালু করার লক্ষ্যে ১,০২১ জনের একটি জনবল কাঠামো এবং একইসাথে জনবল নিয়োগ বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১৮) সাইবার নিরাপত্তায় দক্ষতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'ডিজিটাল নিরাপত্তা অনলাইন কোর্স' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স 'মুক্তপাঠ' প্ল্যাটফর্মে চালু করা হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্মে ১৭,৯৩৩ জন প্রশিক্ষার্থী কোর্স সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট অর্জন করেছে।

(১৯) জনগণকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রাথমিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে ডিজিটাল সিকিউরিটি হেল্প-ডেস্ক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১০৪ শর্ট কোডের মাধ্যমে নাগরিকগণ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের (Voice Call/IVR/SMS/Live Chat) মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা, ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত আইনগত পরামর্শ ও সেবা গ্রহণ করতে পারবে।

(২০) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিয়মিত সতর্কীকরণ এবং PCI DSS, ISO 27000 ইত্যাদি সনদ অর্জনে পরামর্শ/সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

(২১) সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে করণীয় নির্ধারণে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

(২২) জাতীয় সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য Cambodia Computer Emergency Response Team (CamCERT), General Department of ICT, Cambodia-এর সঙ্গে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(২৩) কোভিড-১৯ মহামারিতে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল হাইজিন বিষয়ে সহায়িকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

(২৪) গুজব, ফ্যাক্ট চেকিং, স্প্যাম, ম্যাল-ইনফরমেশন, সোশ্যাল মিডিয়া যাচাইকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদকর্মী, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ৩৫০ জনকে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

(২৫) 'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন (প্রথম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান' প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় ১টি সিটি কর্পোরেশন ও ৯টি পৌরসভায় 'ডিজিটাল মিউনিসিপ্যালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম' পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বর্তমানে সার্টিফিকেট, ট্রেড লাইসেন্স, হোল্ডিং ট্যাক্স, পানির বিল ও প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট-এ ৫টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ ২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে 'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান' প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেন।

(২৬) 'সফট্ওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সরকারি বিভিন্ন সংস্থার ৩৬টি সফট্ওয়্যারের এবং ১০টি হার্ডওয়্যারের গুণগতমান পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। সফট্ওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং সেন্টারের জন্য আন্তর্জাতিক Test Maurity Model Integration Level-5 (TMMI Level-5) সার্টিফিকেশন এবং ISO 17025 ও ISO 15408 সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।

(২৭) 'ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী বিটিসিএল কম্পাউন্ডে একটি ৫০ মিটার উচ্চতার Self-Supported নতুন টাওয়ার নির্মাণ করে GiGA মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন চালু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে 'Creating and Usages of Digital Content' বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্য, ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত ও অন্যান্য পণ্যের যথাযথ মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ই-কমার্স সেবা প্রদান এবং স্থানীয় ট্যুরিস্টদের লক্ষ্য করে বাণিজ্যিকভাবে ই-বিজনেস সেন্টার চালু করা হয়। মহেশখালীতে বর্তমানে ৩টি কৃষি-তথ্য কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।

(২৮) 'ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় গাজীপুরের কালিয়াকৈর-এ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV) ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনের মাধ্যমে চালু করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে উদ্বোধন করেন।

(২৯) 'ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ-৩ (ইনফো-সরকার)' প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে সারাদেশে ৫৩৫ কিলোমিটার ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন; ১টি জেলা, ৩৮টি উপজেলা এবং ৩৫৫টি ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযোগ প্রদান; এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ১,৫১৩টি PAT সম্পন্ন করা হয়েছে। সারাদেশে ১৯ হাজার ৫০০ কিলোমিটার ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন; ৬৩টি জেলা; ৩৯৭টি উপজেলা এবং ২,৩৯৭টি ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

(৩০) 'Leveraging ICT for Employment and Growth of the IT-ITES Industry Project'-এর আওতায় Emerging Technology [Artificial Intelligence (AI), Blockchain, Data Analytics, Medical Scribe, Cyber Security, Internet of Things (IoT)] ইত্যাদি বিষয়ে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যম স্তরের ১,০৭০ জন কর্মকর্তার মিডিল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ চলমান আছে। এ প্রকল্প হতে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের জন্য লন্ডনে একটি নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। National Block chain Strategy প্রস্তুত করা হয়েছে এবং Robotics Strategy, Mission 5 Billion-এর কর্মকৌশল প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করা হয়েছে। National University of Singapore –এর মাধ্যমে Artificial Intelligence (AI) ওপর দেশীয় ১০টি কোম্পানির সক্ষমতা উন্নয়ন কাজ শুরু করা হয়েছে।

(৩১) 'বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি' প্রকল্পের আওতায় ৯টি মডিউলের মধ্যে ইনভেন্টরি মডিউল, মিটিং ম্যানেজমেন্ট মডিউল এবং প্রকিউরমেন্ট মডিউল তিনটি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং মিটিং ম্যানেজমেন্ট মডিউলের ওপর ১১৭ জনকে এবং ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের ওপর ১০০ জনকে Users Training প্রদান করা হয়েছে। ৩টি মডিউল বর্তমানে ১০টি সংস্থা/দপ্তরে ব্যবহার করা হচ্ছে।

(৩২) 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ' প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৩৫টি স্টার্টআপকে বাছাই করে মোট ১২ কেটি ৪২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১,১৫৯ জন স্টার্টআপকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় 'ফুড ফর ন্যাশন' প্ল্যাটফর্মটি চালু করা হয় যার বাস্তবায়নে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ডাক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, ই-ক্যাব এবং প্রকল্পের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সংশ্লিষ্ট প্রায় ১২টি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান। কোভিড-১৯ কালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে জুন ২০২০-এ 'এডুকেশন ফর ন্যাশন' প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে এ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সহায়তায় নিয়মিতভাবে ক্লাসের আয়োজন করা হচ্ছে।

(৩৩) 'BGD e-GOV CIRT-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি' প্রকল্পের আওতায় বিজিডি ই-গভ সার্ট কর্তৃক ১৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ২০টি ডিজিটাল ফরেনসিক সহায়তা প্রদানসহ সর্বমোট ১৯১টি সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। ২৬১টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ৩ হাজার ৬৬৮টি সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান এবং ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশনসমূহের Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। বিজিডি ই-গভ সার্ট ওয়েবসাইটে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২০৮টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্কবার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা ছাড়াও ১১টি নির্দিষ্ট সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure)-তে ৮৯টি সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। আইটি পলিসি এবং রিস্ক এসেসমেন্ট ইউনিট ঝুঁকিপুর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর জন্য রিস্ক এসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং সেলফ এসেসমেন্ট সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর ঝুঁকি মূল্যায়ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। National Cyber Security Index ডকুমেন্ট তৈরি এবং আপডেট-এর মাধ্যমে দুই ধাপে বাংলাদেশের ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্স (সাইবার র‍্যাংকিং) ৯২ থেকে ৭৪-এ উন্নীত করা হয়েছে। 'Cyber Range' সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টার স্থাপিত হয়েছে এবং ২৪০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সর্বমোট ৫টি আইটি অডিট কার্যক্রম সম্পাদন এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।

(৩৪) 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ' প্রকল্পের আওতায় ২টি কম্পোনেন্টের সফট্ওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কাজ শেষ পর্যায়ে এবং ৫টি কম্পোনেন্টের সফট্ওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩৫) 'তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন' প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,২০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ এবং ৩৫০ জন কমিউনিটি ডিজ্যাবিলিটি এক্সপার্ট ও ২১০ হেলথ অ্যালাইড প্রফেশনালকে ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩৬) 'ডিজিটাল সিলেট সিটি' প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলায় IP Camera based surveillance Facility স্থাপন এবং সিলেট ও কক্সবাজার জেলায় Public Wi-Fi zone চালু করা হয়েছে।

(৩৭) 'বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ ই-মেইল সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ইতোমধ্যেই সংগ্রহ করে জাতীয় ডেটা সেন্টারে deploy করা হয়েছে এবং সরকারি সেবা, পলিসি ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের মতামত, উপকার, গ্রহণযোগ্যতা, ক্ষোভ বোঝার জন্য Open Data Analytics Solution: Amar Sarker বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩৮) 'দুর্গম এলাকায় তথ্য-প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ)' প্রকল্পের আওতায় ৭৭৭টি ইউনিয়ন সাইট সার্ভে সম্পন্ন, ৮,১০৬ কিলোমিটার ফাইবার অপটিক ক্যাবল ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড-এর সাথে ক্রয়চুক্তি, ৫,০০০ কিলোমিটার ডাক্ট পাইপ ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প কিলোমিটার-এর সঙ্গে ক্রয়চুক্তি, এবং এ প্রকল্পে ৫৬ জন জনবল নিয়োগ প্রদানের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৩৯) জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮০ জনকে জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি'র ওপর ৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ৬০ জনের কর্মসংস্থান জাপানে এবং ২০ জনের কর্মসংস্থান জাপান-বেইজড বাংলাদেশি কোম্পানিতে করা হয়েছে। ITEE পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮০ জন ছাত্রকে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ITEE পরীক্ষায় কারিকুলাম কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি/প্রো-ভিসি/ডিন/বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ITEE পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের ৩ দিনব্যাপী Question Formulation Meeting আয়োজন এবং ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে ITEE বিষয়ক মোটিভেশনাল সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

(৪০) বিসিসি'র বিকেআইআইসিটি ইনস্টিটিউট ও ৬টি বিভাগীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি পর্যায়ে ৭টি কোর্সে ৩,৬৩২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইটি ও নন-আইটি গ্রাজুয়েটদের IT Skill Standard নির্ধারণের জন্য IT Engineers Examination (ITEE) চালু করা হয়েছে। এ পরীক্ষার জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯১০ জন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে। এর মধ্যে ৪৭০ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৭৫ জন উত্তীর্ণ হয়।

(৪১) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৬১০টি ডোমেইনে সর্বমোট ৮৯ হাজার ৭৯৯টি ইমেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা ১২ পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(৪২) ১৭ হাজার ৩৫৮টি দপ্তর এবং ১৭ হাজার ৩৫৮টি ফ্রি ওয়াইফাই জোনকে বিসিসি কর্তৃক স্থাপিত জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (এনওসি)-এর কেন্দ্রীয় মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। এ নেটওয়ার্কে ৯০২টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে। মনিটরিং সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত সরকারি দপ্তর ব্যতীত বাংলাদেশ সচিবালয়ে ৫০৬টি এক্সেস পয়েন্টের মাধ্যমে ফ্রি ওয়াইফাই সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহের মোট ২,২০০টি ভিডিও কনফারেন্সিং-এ নেটওয়ার্ক সংযোগসহ সকল প্রকার কারিগরি সহযোগিতা বিসিসি হতে সফলভাবে প্রদান করা হয়েছে। বিসিসি'তে ৫জি টেকনোলজির ওয়াইফাই-৬ রাউটার স্থাপন করা হয়েছে।

(৪৩) ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইন্টার-অপারেবিলিটি সমস্যা দূরীকরণ ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য Bangladesh National Digital Architecture (BNDA) প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৪৪) করোনা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত তথ্য সংগ্রহকারী সিস্টেম কোভিড-১৯ ট্র্যাকার চালু করা হয়েছে।

(৪৫) ডিজিটাল খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে ২৪টি জেলার ২৪টি উপজেলায় বোরো ২০২০ মৌসুমের কার্যক্রম চলমান আছে।

(৪৬) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজ্যাবিলিটি (সিএসআইডি)-এর সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের 'চাকুরি মেলা ২০২০' ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলায় চাকুরি প্রদানকারী ২৫টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে এবং ৫০০ জন নিবন্ধনকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে ৫০ জনকে চাকুরি প্রদান করা হয়।

(৪৭) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ১৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৯ (আইসিপিসি) সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করে। সারাদেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ থেকে ১৯০টি দল এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

(৪৮) 'মুজিববর্ষ ২০২০' উপলক্ষ্যে ওয়েবসাইট ও কনটেন্ট www.mujib100.gov.bd প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৪৯) WSIS Prizes 2020 প্রতিযোগিতায় বিসিসির অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমটি ক্যাটেগরি-১১ (ই-এমপ্লয়মেন্ট)'-এ WINNER পুরস্কার অর্জন করে।

(৫০) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের 'জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV)' প্রকল্পটিকে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংগঠন ডেটা সেন্টার ডায়নামিকস (ডিসিডি) কর্তৃক ডেটা সেন্টার কন্সট্রাকশন ক্যাটাগরিতে 'ডিসিডি এপিএসি অ্যাওয়ার্ড ২০১৯' পুরস্কার অর্জন করে। iDEA প্রকল্প ASOCIO-PIKOM DIGITAL SUMMIT-2019-এ অ্যাসোসিওর আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

(৫১) ২৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি এবং মান্যবর ভারতীয় হাইকমিশনার-এর উপস্থিতিতে শেখ হাসিনা সফট্‌ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর-এ তথ্যপ্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন বিষয়ে 'বাংলাদেশ-ভারত সহযোগিতা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫২) World Congress on Information Technology (WCIT) থেকে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ WITSA-২০১৯ পুরস্কার অর্জন করে।

(৫৩) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি, এটুআই এবং আইডিয়া প্রজেক্ট-এর যৌথ উদ্যোগে ১৪-১৬ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি)-তে ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০১৯ আয়োজন করা হয়।

(৫৪) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, রাজশাহী-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ)-এর কার্যালয়

(৫৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০,০০০ শিক্ষার্থীকে ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৫৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭০৩ জন কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৫৭) সাইবার সিকিউরিটির ৪টি বিষয়ে মোট ১২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৫৮) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর (সিসিএ) কার্যালয়ের 'সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ওয়েব ট্রাস্ট সিল অর্জনের লক্ষ্যে মালয়েশিয়া প্রতিষ্ঠান BDO Malaysia-এর সাথে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

(৫৯) দুর্যোগকালীন মানবিক সহায়তা (ত্রাণ) বিতরণে Central Aid Management System (CAMS) সফট্ওয়্যার প্রস্তুতকরণ এবং বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় করা হয়েছে।

(৬০) A2i-এর সহায়তায় CAMS (Central Aid Management System) সফট্ওয়্যার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠপর্যায় হতে উপকারভোগীর Database প্রস্তুতকরণ ও বিতরণে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৬১) ৫,৫০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৬২) অনলাইনের মাধ্যমে অফিস পরিচালনা, পণ্য ক্রয় ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনকে সার্বিকভাবে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৬৩) ২৮-৩০ জুলাই ২০২০ মেয়াদে ৬৪ জেলায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাল মেলা ২০২০ আয়োজন করা হয়েছে।

(৬৪) ছিটমহল এলাকায় ২টি D-SET (Digital Service Employment & Training Center) নির্মাণ এবং ৭,৭২৮টি (সৌদি আরবে ১৫টিসহ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' স্থাপন করা হয়েছে।

(৬৫) ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে দেশব্যাপী বর্ণাঢ্যভাবে তৃতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস আয়োজন করা হয়েছে।

(৬৬) প্রায় ১,৫০০ জনের অংশগ্রহণে বিআইসিসিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহার' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

১৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

(১) দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি Standing Orders on Disaster (SOD) ২০১৯ সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। নভেম্বর ২০১৯ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মন্ত্রিসভায় SOD-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এ প্রকাশনায় SDG, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারসমূহ প্রতিপালন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনা হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আধুনিক ধারণা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রতিফলন ঘটেছে। এ আদেশাবলিতে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ের অংশীজনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এ নীতির আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সকল পর্যায়ে অন্যদের পাশাপাশি নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে এ আদেশাবলি অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালিত হচ্ছে।

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি-এর সভাপতিত্বে 'Disability Inclusive Disaster Risk Management' সংক্রান্ত জাতীয় টাস্ক ফোর্সের পঞ্চম সভা ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহে Multipurpose Accessible Rescue Boat সরবরাহের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনপূর্বক প্রতি বছর ২০টি করে ৩ বছরে মোট ৬০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহে সরবরাহ করা হবে।

(৩) 'Disability Inclusive Disaster Risk Management' সংক্রান্ত জাতীয় টাস্ক ফোর্সের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'প্রতিবন্ধিতাবান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল' এবং 'দুর্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন এবং নিরাপদ উদ্ধার ও অপসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল' প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে 'Disability Inclusive Disaster Risk Management' সংক্রান্ত জাতীয় টাস্ক ফোর্সের পঞ্চম সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রশিক্ষণ মডিউল দুটির আলোকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি চলমান রয়েছে।

চিত্র: আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৯-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্টল পরিদর্শন।

(৪) দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ মোতাবেক জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ গঠন করে রেসপন্ডিং টিম তথা জরুরি সাড়াদান গ্রুপ হিসাবে সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখার সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ২২ মার্চ ২০২০ তারিখে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। কোভিড-১৯ থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে সময়ে সময়ে জারিকৃত করণীয়সমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য বর্ণিত পত্রে জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়।

চিত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব একেএম এনামুল হক শামীম, এমপি-এর টাঙ্গাইল জেলায় যমুনা নদীর বাঁধ পরিদর্শন।

(৫) নবগঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জন্য পদ সৃজন, খসড়া নিয়োগবিধি এবং সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে (অধিদপ্তরে বর্তমানে মঞ্জুরিকৃত পদ ২,৭১২টি, নতুন প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা ৬,৯৭৪টি)।

চিত্র: দুর্যোগ প্রতিবন্ধীতা-একীভূত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কমিটির সভায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, মিজ সায়মা হোসেন ওয়াজেদ।

(৬) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৭৪ জন ২য় শ্রেণির উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণির প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। ৮ জন ১ম শ্রেণির উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। ১ জন সহকারী পরিচালক এবং ৮ জন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাকে উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

(৭) অধিদপ্তরের ২৩ জন কর্মকর্তার পেনশন/পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে। ২১ জন কর্মকর্তার ল্যাম্পগ্র্যান্ট মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ১৫ জন কর্মকর্তার অবসরোত্তর ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ১৬ জন কর্মকর্তার জিপিএফ-এর অর্থ অগ্রিম/চূড়ান্ত উত্তোলনের মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

(৮) ইজিপিপি প্রকল্পের ৪০ জন উপসহকারী প্রকৌশলীকে অধিদপ্তরের ২য় শ্রেণির প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা পদে আত্মীকরণ করা হয়েছে।

(৯) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ৫৫ জন কর্মকর্তা কে বিভাগ/জেলা ওয়ারি ত্রাণ কার্যক্রম মনিটরিং-এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছুটিকালীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি দাপ্তরিক কার্যাদেশ সম্পাদনের জন্য এবং এনডিআরসিসি'র কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য প্রতিদিন মন্ত্রণালয়ের ১০ জন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে নির্ধারিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করেছেন যা যথারীতি অব্রাহত রয়েছে। এনডিআরসিসি থেকে দিনে ৩ ঘণ্টা পরপর করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করাসহ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪টি জেলায় এ পর্যন্ত শিশুখাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের লক্ষ্যে ১২২ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা; ২,১১,০১৭ মেট্রিক টন জিআর চাল এবং ত্রাণ কার্যের জন্য নগদ ৯৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রায় ৭ কোটি মানুষকে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(১০) সরকার কর্তৃক মালদ্বীপে অবস্থানরত অভিবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের কোভিড-১৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত মানবেতর পরিস্থিতি লাঘবে চাল ৪০ মেট্রিক টন, আলু ১০ মেট্রিক টন, মিষ্টি আলু ১০ মেট্রিক টন, মশুর ডাল ৫ মেট্রিক টন, পেঁয়াজ ৫ মেট্রিক টন, ডিম ৫ মেট্রিক টন এবং সবজি ৫ মেট্রিক টন প্রেরণ করা হয়েছে।

গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ কর্মসূচি

(১১) ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশকে ঘূর্ণিঝড়, খরা, ভূমিধস, বজ্রপাত, কালবৈশাখী, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের মাত্রা প্রতি বছর আরো

তীব্রতর হচ্ছে। পাশাপাশি অগ্নিকান্ডসহ মানবসৃষ্ট দুর্যোগও বেড়ে যাচ্ছে। এ সকল দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে 'গৃহহীনদের গৃহদান' কর্মসূচির অগ্রাধিকার প্রদান, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী 'আমার গ্রাম, আমার শহর' বাস্তবায়নে গ্রামীণ এলাকায় অতি দরিদ্রদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামান্য জমি বা ভিটা আছে, কিন্তু টেকসই ঘর নেই তাদের নিজস্ব ৮০০ বর্গফুট জায়গায় (প্রায় দুই শতাংশ জমি) রান্নাঘর ও টয়লেটসহ একটি আধুনিক সেমিপাকা টিনশেড গৃহ (দুই কক্ষবিশিষ্ট) নির্মাণের জন্য নকশা ও প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক ২০১৯-২০ অর্থবছরে উক্ত বাসগৃহের নকশা ও প্রাক্কলনে কিছুটা সংশোধন করে প্রতিটি গৃহের মূল্য বৃদ্ধি করে ২,৯৯,৮৬০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। সরকারের অতিরিক্ত কোনো বরাদ্দ ছাড়াই গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাবিটা ও টিআর-এর অর্থে আধুনিক দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভাগওয়ারি বরাদ্দকৃত গৃহের সংখ্যা ঢাকা বিভাগ ৩,৬১৬টি, চট্টগ্রাম বিভাগ ২,৭৯৫টি, রাজশাহী বিভাগ ১,৮৮০টি, খুলনা বিভাগ ২,০৯২টি, সিলেট বিভাগ ৮৯৩টি, বরিশাল বিভাগ ১,৩৩৮টি রংপুর বিভাগ ২,৯৬৮টি, ময়মনসিংহ বিভাগ ১,৪২৩টি সর্বমোট গৃহের সংখ্যা ১৭,০০৫টি।

(১২) বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম: ২০১৭ সালের আগস্টের পর হতে সরকার প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা নাগরিকের নিত্যদিনের খাদ্য বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ সকল মানবিক চাহিদা পূরণ করে চলেছে। তাদের জন্য ৬,৫০০ একর ভূমিতে ৩৪টি ক্যাম্পে ২ লক্ষ ১২ হাজার ৬০৭টি শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে। ৪টি ফিল্ড হাসপাতালসহ ১৪২টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, টিকাদান কর্মসূচিসহ ক্যাম্পসমূহে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। নিয়মিত চলমান এ কর্মসূচির পাশাপাশি ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- স্বল্পস্থানে নিরাপদ বাসস্থানের জন্য ক্যাম্পসমূহে দোতলা Stilt Shelter নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত তাদের বাসগৃহ মজবুতকরণেও সহায়তা করা হয়েছে;
- কুতুপালং ক্যাম্পে পৃথিবীর শরণার্থী ক্যাম্পসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ Fecal Sludge Management Plant স্থাপন করা হয়েছে;
- আবর্জনা সংগ্রহ করার জন্য ক্যাম্পের ২,৭৩২টি ব্লকে কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
- ত্রাণ বিতরণে ই-ভাউচার ও আইরিস স্ক্যান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে;
- ৫২ কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে;
- আইরিস ও আঙ্গুলের ছাপসহ পরিবারভিত্তিক রোহিঙ্গাদের যৌথ যাচাই কার্যক্রম শেষ হয়েছে;
- ক্যাম্পে সবুজায়ন ও ভূমি ক্ষয়রোধে ১০০ একর ভূমিতে ভেটিভার ঘাস ও বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে;
- নয়া পাড়া ক্যাম্পে জলাধারের ধারণক্ষমতা সম্প্রসারণ করে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার লিটারে উন্নীত করা হয়েছে;
- সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী কোভিড বিস্তারের প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পর্যাপ্ত প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২৩টি নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র, ১০টি আইসোলেশন সেন্টার, ১,০৮০ শয্যা সংবলিত ১৪টি শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ চিকিৎসাকেন্দ্র (SARI) প্রতিষ্ঠাসহ কক্সবাজার সদর হাসপাতালে সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে।

১৮. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মসজিদ সংস্কার/মেরামত বাবদ ১৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা; ইসলাম ধর্মীয় সংগঠন (মাদ্রাসা) বাবদ ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা; ঈদগাহ/কবরস্থান সংস্কার/মেরামত বাবদ ২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা; দুস্থ মুসলিম পুনর্বাসন বাবদ ৩ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা; দুস্থ হিন্দু পুনর্বাসন বাবদ ৬৩ লক্ষ টাকা; মন্দির সংস্কার/মেরামত বাবদ ১ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা; হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার বাবদ ৪৫ লক্ষ টাকা; বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত বাবদ ৪৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা; বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার বাবদ ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা) সংস্কার বাবদ ১৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং খ্রিষ্টান ধর্মীয় সেমিট্রি বাবদ ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

(২) ‘প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল সার্ভে: ৫২৯টি; মৃত্তিকা পরীক্ষা: ৫২৭টি; দরপত্র আহ্বান: ৫১৪টি; কার্যাদেশ প্রদান: ৪৯৪টি; ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই: ৪টি; ৩য় তলার ছাদ ঢালাই: ২৩টি; ২য় তলার ছাদ ঢালাই: ২১টি; ১ম তলার ছাদ ঢালাই: ৪৯টি; নীচতলার কলাম ঢালাই; ফুটিং ঢালাই, গ্রেডবিম ঢালাই, নিচতলার ছাদের সাটারিং: ১৫১টি; লে-আউট প্রদান, টেস্ট পাইল ঢালাই/ড্রাইভ/সম্পন্ন, সার্ভিস পাইল ঢালাই/ড্রাইভ/সম্পন্ন, মাটি কাটা: ১৬৩টি সম্পন্ন হয়।

(৩) মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প বাস্তবায়ন: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বর্তমানে বাস্তবায়িত ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়) (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩২ হাজার প্রাক-প্রাথমিক, ৪১ হাজার সহজ কুরআন শিক্ষা, ৭৬৮টি বয়স্ক কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র এবং ১,০১০টি এবতেদায়ি দারুল আরকাম মাদ্রাসার মাধ্যমে ২৭.০৭ লক্ষ শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়নে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২০-২৪ মেয়াদে ৩,১২৮.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ৭ম পর্যায় অনুমোদন করেছেন।

(৪) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন ‘মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের ২য় পর্যায়’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১ হাজার ৮০০টি মসজিদে নতুন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও ১,৪৪০টি নতুন মসজিদ পাঠাগারের পুস্তক সংরক্ষণের জন্য ১,৪৪০টি আলমারি প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত ৯০০টি পুরাতন মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়েছে।

(৫) ‘গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

(৬) ‘সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ’ এবং ‘বায়তুল মোকাররম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(৭) ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রম:

- সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, চরমপন্থি ও প্রতিহিংসা নিরসনে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে জুম্মার খুতবায় নিয়মিত সন্ত্রাস বিরোধী বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- বায়তুল মোকাররম মসজিদে প্রদত্ত জুম্মার খুতবার বয়ান সরাসরি নিউজ-24-এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

চিত্র: ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ কর্তৃক ঢাকায় বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের বই উৎসব ২০২০’ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিতরণ।

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের নিয়মিত সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণার জন্য ইমাম, খতিব, আলেম ওলামাদের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ও মসজিদে প্রাক-খুতবা আলোচনাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামি দাওয়াতি কার্যক্রমসহ ৫৬০টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়;
- সারাদেশে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি-এর অধীনে ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ইমামগণকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

(৮) ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৩,৭০০ জন ইমামকে ৪৫ দিনব্যাপী নিয়মিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২,১০০ জন ইমামকে রিফ্রেশার্স কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩২৬ জন ইমাম, মাদ্রাসার ছাত্র ও বেকার যুবককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ১৫০ জন কর্মকর্তা ও ২০০ জন কর্মচারীকে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুদান হিসাবে ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের ফান্ডে ১০ কোটি টাকা প্রদান করেছেন। প্রাপ্ত টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা করা হয়েছে। ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় ৭ হাজার ৭৪৩ জন গরিব দুস্থ ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

(১০) ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ৮টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয় যাকাত বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দুস্থ ও অসহায়কে যাকাতের অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা এবং যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল টঙ্গী, গাজীপুর-এর মাধ্যমে গরিব রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধসহ চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২৪টি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দুস্থ মহিলাদের কর্মক্ষম করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে যাকাত ভাতা প্রদান করা হয়। পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী দুস্থ-অসহায় মহিলাদের সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে পুনর্বাসন, দুস্থ পুরুষদের কর্মসংস্থানের জন্য রিকসা/ভ্যানগাড়ি/ক্ষুদ্র ব্যবসায় পুঁজি প্রদানের লক্ষ্যে সহায়তা করা; বিধবাসহ দুস্থদের সমাজ জীবনে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সহায়তা করা; দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করা; দুস্থ নওমুসলিমদের আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা দানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সহায়তা করা, দুস্থ অসহায় গরিব রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সেবা প্রদান করা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান করা হয়।

(১১) ৪৯টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র, ঝালকাঠি ইসলামিক মিশন হাসপাতাল, টঙ্গী শিশু হাসপাতাল, বায়তুল মোকাররম ডায়াগনোস্টিক সেন্টার ও আগারগাঁও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৮ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৮ জন রোগীকে অ্যালোপ্যাথিক; ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৮৭ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে। ৪৯০টি মক্তবের মাধ্যমে ২০ হাজার ৫৪৯ জন অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় ও ধর্মীয় দিবস উদ্‌যাপন, তাফসির মাহফিল ও অন্যান্য ৭১৫টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৪৯৭, মক্তবভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৪৩১টি, উদ্বুদ্ধকরণ মাহফিল ১৪৯টি এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী ৫১টি দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনার (২০১৬-২০২৫) ৬৫টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

(১২) বিশ্বব্যাপী বিরাজমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব অনুসরণসহ নানাবিধ কারণে দেশের মসজিদগুলোতে মুসল্লিগণ স্বাভাবিকভাবে ইবাদত করতে পারছে না। এতে দানসহ অন্যান্য সাহায্য কমে যাওয়ায় মসজিদের আয় হ্রাস পেয়েছে। ফলে মসজিদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে মসজিদসমূহের আর্থিক অসচ্ছলতা দূরীকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র রমজানে দেশের সকল মসজিদে ১২২ কোটি ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক/উপ-পরিচালকগণের সমন্বয়ে উক্ত অনুদানের অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

(১৩) কোভিড-১৯ সংক্রমণে মৃত ব্যক্তির কাফন, জানাজা ও দাফন কার্য সম্পাদনের জন্য ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক জেলা, উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জোনভিত্তিক ৬ সদস্যবিশিষ্ট ৬১৪টি স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করা হয়। টিমগুলো দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে করোনাকালীন মৃত মুসলমান ব্যক্তিবর্গের কাফন, জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করার কাজ করছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ১,২১১টি লাশ দাফন করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

(১৪) কোভিড-১৯ সংক্রমণে মরদেহের দাফন-কাফন একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বিধায় আলেম-ওলামার সমন্বয়ে গঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবক টিম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। মানবতার কল্যাণে এ ধরনের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন তথা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১৫) করোনাভাইরাস সংক্রমণ বিস্তার রোধে সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আলেম-ওলামা ও খতিব-ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে দেশের সকল মসজিদ থেকে সরকারের সচেতনতামূলক কর্মসূচি ব্যাপকভাবে প্রচার করছে। জনসচেতনতা ও মসজিদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২০২০ সালের ২৪ মার্চ ও ২৯ মার্চ দু'দফায় বিশিষ্ট আলেমগণের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন নির্দেশনা ও বিধি-নিষেধ মসজিদের খতিব ও ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মাইকে প্রচার করা হয়েছে।

(১৬) ১৪৪১ হিজরি সনের পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৮টি বিভাগীয় ও ৫৬টি জেলা কার্যালয়ের প্রত্যেকটিতে ১টি করে সেমিনার ও ১টি করে ওয়াজ মাহফিল সর্বমোট ১২৮টি সেমিনার/ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা প্রচার ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন

(১৭) জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সময়ে সময়ে সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা যেমন দুর্নীতি, মাদক, পরিবেশ সংরক্ষণ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, কোরবানির বর্জ্য অপসারণ ও চামড়া সংরক্ষণ, ডেঙ্গু, নারী ও শিশুর অধিকার বিষয়ে দেশের সকল মসজিদের খতিব ও ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়।

(১৮) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে ১১৯ কপি দেশি-বিদেশি পুস্তক; ৩০ কপি পুস্তিকা, ৭,৬২০টি দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল সংগ্রহ করা হয়েছে। ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮১১ জনকে পাঠকসেবা প্রদান, ২১৯ জন গবেষককে গবেষণার বিষয়ে সেবা প্রদানসহ ৯৬০ জনকে ফটোকপি সরবরাহের সেবা প্রদানসহ ৮৫টি আইএসবিএন নম্বর প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের মাধ্যমে সরকারিভাবে হাজি সংগ্রহ, জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ফিতরা হার নির্ধারণসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

(২০) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগের মাধ্যমে ৬৬টি শিরোনামের পুস্তক প্রকাশ, শিশু-কিশোর বিষয়ক মাসিক 'সবুজ পাতা' ১২টি সংখ্যা প্রকাশ, কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা, বাংলা একাডেমি (ঢাকা) বইমেলায় অংশগ্রহণ, ঈদে মিলাদুন্নবি (সাঃ) ১৪৪২ হিজরি এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে পৃথকভাবে বায়তুল মোকাররমে ইসলামি বইমেলার আয়োজন, জেলা ও উপজেলায় উন্নয়ন মেলায় পুস্তক প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য অংশগ্রহণ করা হয়। গবেষণা বিভাগ কর্তৃক ত্রৈমাসিক গবেষণাধর্মী জার্নাল 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' ২টি সংখ্যা প্রকাশ, বিভিন্ন বিষয়ে ৫০টি ফতোয়া প্রদান, প্রকাশিত/প্রক্রিয়াধীন পাণ্ডুলিপি ৫১টি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত পাণ্ডুলিপি যাচাই ও মতামত প্রদান ৯০টি ও আরবি ডকুমেন্ট যাচাই ও সত্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে ১,৬০০টি। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে ৪টি শিরোনামে ১৩ হাজার অনূদিত কপি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। অনূদিত পুস্তকগুলো প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী আলেম-ওলামা ও সাধারণ পাঠকদের ধর্মীয় জ্ঞান, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২১) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার এবং বিশ্ব বাজারে হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন-সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালস এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বহুজাতিক কোম্পানিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর হালাল বিভাগের মাধ্যমে ২৬টি প্রতিষ্ঠানকে নতুন এবং ৩২টি প্রতিষ্ঠানকে পুনঃহালাল সনদ প্রদান করা হয়েছে।

(২২) মোবাইল ফোনে কল সেন্টার/এস.এম.এস/ওয়াপ/আইভি-এর মাধ্যমে ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত সম্পর্কিত তথ্য, চাঁদ দেখার তথ্য, নামাযের সময়সূচি, সম-সাময়িক সমস্যাদির ইসলাম নির্দেশিত সমাধান দেওয়া হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। ডিজিটাল আর্কাইভস ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ডিজিটাল স্টুডিওর মাধ্যমে ১৫৭টি অনুষ্ঠান ধারণ/রেকর্ডিং ও ১৫৭টি অনুষ্ঠান সম্পাদনা করা হয়েছে।

(২৩) ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস বিভাগে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পসহ অন্যান্য বিভাগের মোট ১৫১ আইটেমের পুস্তক মুদ্রণ করাসহ অন্যান্য মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২৪) ঈদে মিলাদুন্নবি অনুষ্ঠান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে নিয়মিত অনুষ্ঠান, জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা আহ্বান ও বাস্তবায়ন, জাতীয় ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস এবং আন্তর্জাতিক দিবস ও বিশেষ পর্ব পালন, করোনা সম্পর্কে মুসল্লিদের সচেতন করা, জীবাণুনাশক বুথ স্থাপন, রমজান মাসব্যাপী তারাবির নামাজ ব্যবস্থাপনা, পবিত্র শবে বরাত পালন, পবিত্র শবেক্বদর উপলক্ষ্যে রাতব্যাপী ওয়াজ মাহফিল বাস্তবায়ন, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, কুরআনখানি, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, কুরআনখানি, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, কুরআনখানি, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, কুরআনখানি, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, কুরআনখানি, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, ঈদুলফিতর ও ঈদুল-আজহার নামাজ আয়োজন, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি, বিদেশি মেহমানদের আগমন ও পরিদর্শন, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র উন্নয়ন, মসজিদের দক্ষিণ অংশ ও মিনার রংকরণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, মহিলা নামাজ কক্ষ রংকরণ, মহিলা মসজিদের বাইরের অংশে এলইডি লাইট স্থাপন, দোকান হস্তান্তর ও পুস্তক মার্কেট চালু করা হয়েছে।

(২৫) প্রধান কার্যালয় ও জেলা পর্যায় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে চাহিদা মোতাবেক ২৮১টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

(২৬) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ১০১ থেকে ১০৩তম বোর্ড সভা চেয়ারম্যান আলহাজ এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আলহাজ এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভা।

(২৭) শুভ জন্মাষ্টমী বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা পঞ্চম পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে সারাদেশে মন্দিরে মন্দিরে উদ্‌যাপন করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শুভ জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা প্রদান।

(২৮) খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছে। বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদের স্মরণে ও জাতির সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ১ কোটি টাকা বড়দিন উপলক্ষ্যে বিতরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২৯) ২২৮.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৮১২টি হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারে 'সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার' শীর্ষক প্রকল্প ২৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখ থেকে চলমান রয়েছে।

(৩০) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিশেষ প্রার্থনা ও সারাদেশে মন্দিরে মন্দিরে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা পঞ্চম পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে প্রার্থনা আয়োজন করা হয়।

১৯. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় বিভিন্ন গ্রেডে মোট ৭২৪ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

(২) বাংলাদেশ ও ভারত-এর মধ্যে সম্পাদিত Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWT & T)-এর 2nd Addendum ২০ মে ২০২০ তারিখে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূতের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

(৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিআইডব্লিউটিএ-এর মাধ্যমে ৪০৫টি ঘাট/পয়েন্ট/টোল স্টেশন ইজারা প্রদানের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ-এর ৯২ কোটি ৭১ লক্ষ ২৪ হাজার ৫১৮ টাকা রাজস্ব খাতে অর্জিত হয়।

(৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন বুড়িগঙ্গা/তুরাগ/শীতলক্ষ্যা নদী সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে ৩,৩১৪টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ১০৬.২৫ একর তীরভূমি উদ্ধার, ৪৫,২৯,০০০ টাকা জরিমানা; ৮,৯২,১৩,৬০০ টাকা নিলাম এবং ৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

(৫) অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রী সাধারণ নিরাপদে চলাচলের লক্ষ্যে প্রায় ২২৮টি নৌপথে ৮০০ শতাধিক যাত্রিবাহী নৌযানের অনুকূলে রুট পারমিট/সময়সূচি অনুমোদন করা হয়।

(৬) কালবৈশাখী মৌসুমে লঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে সনদধারী মাস্টার/ড্রাইভার, জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করা এবং অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণ রোধে স্পেশাল ডিউটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রী সাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে নৌ-হুঁশিয়ারি সংবলিত বিভিন্ন স্লোগান, লিফলেট, বিলবোর্ড প্রকাশ ও প্রচার করা হয়।

(৭) নদী দূষণ রোধের লক্ষ্যে নৌপথে চলাচলকারী যাত্রী কর্তৃক ময়লা-আবর্জনা নদীতে না ফেলে ডাস্টবিনে ফেলার জন্য প্রতিটি লঞ্চে ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়েছে। বিনোদনের জন্য যাত্রীবাহী বড় লঞ্চে পাঠাগার স্থাপন, পত্রিকা সরবরাহ ও ইন্টারনেট সুবিধা প্রবর্তন করা হয়েছে।

(৮) করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে যাত্রীবাহী লঞ্চের মাস্টার/ড্রাইভার/স্টাফদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। টার্মিনালের প্রবেশমুখে জীবানুনাশক টানেল স্থাপন, তাপমাত্রা পরিমাপক হ্যান্ড থার্মাল ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং প্রতিটি লঞ্চ যাতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে চলাচল করে সে লক্ষ্যে স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় মনিটরিং করা হচ্ছে।

(৯) বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (PIWT&T) ২০২০ সালের জন্য তালিকাভুক্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। PIWT&T-এর আওতায় বর্তমানে তালিকাভুক্তি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৩টি।

চিত্র: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি ২৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে চট্টগ্রামে সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী-এর উপস্থিতিতে করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ কর্মপ্রস্তুতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

(১০) অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচলের স্বার্থে সকল নদী বন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ লঞ্চঘাটগুলোতে পরিবহণ পরিদর্শক, বার্দিং সারেং, ট্রাফিক সুপারভাইজার পদায়নের মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। প্রতিটি নদীবন্দরে স্থানীয় প্রশাসন ও নৌপুলিশের সহায়তায় কঠোর মনিটরিং করায় বর্তমানে দুর্ঘটনা প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে।

(১১) ২০ মে ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত PIWT&T 2nd Addendum to the Protocol-এ নতুন ২টি রুট সোনামুড়া (ভারত)-দাউদকান্দি (বাংলাদেশ) সংযুক্ত করা হয়েছে। উভয় দেশের ৫টি করে মোট ১০টি নতুন Ports of Call সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি দেশের বর্তমান Ports of Call-এর সংখ্যা ১১টি করে সর্বমোট ২২টি। বর্ণিত 2nd Addendum-এর আলোকে PIWT&T আওতাধীন স্থগিত হয়ে যাওয়া প্রটোকল রুট নম্বর ৫-৬ আরিচা পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে পুনরায় চালু করা হয়েছে এবং উক্ত নৌপথে পণ্য পরিবহন অনুমতি প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১২) PIWT&T-এর আওতায় আশুগঞ্জ Trans-shipment পয়েন্টে নিয়মিতভাবে Trans-shipment কার্যক্রম চালুর পর ২০১৯-২০ অর্থবছরে আশুগঞ্জ বন্দরে Trans-shipment-এর মাধ্যমে নৌ-যান দ্বারা প্রায় ৬টি ট্রিপের মাধ্যমে প্রায় ৫,৫০০ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে।

(১৩) ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত নৌসচিব পর্যায়ের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে চিলমারী (বাংলাদেশ)-ধুবরী (ভারত) নৌপথে স্বল্প নাব্যতা সম্পন্ন নৌযান চলাচল শুরু হওয়ার পর থেকে চিলমারী-ধুবরী নৌপথে ভারতের ৫টি নৌযান চলাচলের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

(১৪) বিদ্যমান প্রটোকলের আওতায় আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য পণ্য পরিবহণে বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌযানের বর্তমান অনুপাত ৯৫.২১:৪.৭৯। PIWT&T-এর আওতায় বাংলাদেশি নৌযান দ্বারা ২০১৯-২০ অর্থবছরে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ২,৫৯১টি ট্রিপের মাধ্যমে বাংলাদেশি নৌ-যান দ্বারা ২২,২৩,৪৬১ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় ৫৪টি নৌ-যান দ্বারা ৮৩,২৫৪ মেট্রিক টনসহ মোট ২৩,০৬,৭১৫ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে।

(১৫) PIWT&T-এর আওতায় ৫-৬ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০তম স্ট্যান্ডিং কমিটি সভা এবং নৌসচিব পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(১৬) চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপের যোগাযোগের সুবিধার্থে সন্দ্বীপ চ্যানেলে ১,০৬৭ মিটার দীর্ঘ আরসিসি জেটি নির্মাণ; বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের সিরাজগঞ্জ ডিভিশনে একটি পাইলট হাউজ নির্মাণ; শিমুলিয়া ফেরিঘাটে মোট ৩৭টি দোকান নির্মাণ; পাটুরিয়া লঞ্চঘাট যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে সংযোগ সড়কের ওপর শেড নির্মাণ; বিআইডব্লিউটিএ-এর প্রধান কার্যালয়ের মেইন গেটের সম্মুখের দেওয়ালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মনুমেন্ট নির্মাণ; বালাশী ও বাহাদুরাবাদ ফেরিঘাট নির্মাণ করা হয়েছে।

(১৭) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রধান কার্যালয়ে অগ্নি নির্বাপক ইকুইপমেন্ট (পানির স্প্রিংকলার, বিপদ সংকেত যন্ত্রাদি ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি) স্থাপন কাজ; বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বেতুয়া লঞ্চঘাটে ৫টি ৩০ ইঞ্চি ডায়া এম.এস স্পাড স্থাপন ও ৪টি আরসিসি বোলার্ড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ; বাঅনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন বাঁশবাড়িয়া লঞ্চঘাটে জেটি নির্মাণ ও ৩০ ইঞ্চি ডায়া স্পাড স্থাপন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ; কক্সবাজার জেলার আওতাধীন টেকনাফ উপজেলার টেকনাফ নদী বন্দরের দমদমিয়া ঘাটের জন্য ২টি ৩০ ইঞ্চি ডায়া এম.এস স্পাড নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(১৮) বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন মুলাদী (নাজিরপুর) লঞ্চঘাটে অতিরিক্ত ২টি স্পাড স্থাপন ও হেলে যাওয়া ১টি স্পাড উত্তোলনপূর্বক পুনঃস্থাপনসহ এবং জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ; বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন চরমোনাই লঞ্চঘাটে ২টি ৩০ ইঞ্চি ডায়া এম.এস স্পাড স্থাপন এবং স্টিল স্ট্রাকচার জেটি নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন ভিকাখালী লঞ্চঘাটের জেটি নির্মাণ ও স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(১৯) বিআইডব্লিউটিএ নদী বন্দরের সিটি মার্কেট সংলগ্ন কাঁচা বাজারের রাস্তা আরসিসিকরণ ও কাউয়ারচর খেয়াঘাট থেকে কর্তৃপক্ষের পাইলট বিশ্রামাগার পর্যন্ত রাস্তার কার্পেটিংসহ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন দোহাজারি ডিজিপিএস স্টেশনে আনসার এবং কর্মচারীদের জন্য সেমিপাকা ব্যারাক নির্মাণকাজ; চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন বাঁশখালীস্থ শেখেরখিল ঘাটে ২টি এম.এস স্পাড স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২০) নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন চাতলপাড় লঞ্চঘাটের ১৫০ ফুট দীর্ঘ স্টিল জেটির মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ; ঘোড়াশাল নদী বন্দরের রূপগঞ্জ শিমুলিয়া এলাকার ১টি স্টিল জেটি, ২টি স্টিল স্পাড ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(২১) মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সদরঘাট টার্মিনাল-১ এর গেইট সংলগ্ন ভিআইপি এলাকায় বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল পেন্টিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২২) টেকনাফে নাফ নদীর পর্যটক ঘাটে আরসিসি পিলার দিয়ে ২২৫ ফুট জেটি নির্মাণকাজ ও কক্সবাজার জেলার আওতাধীন টেকনাফ উপজেলার টেকনাফ নদী বন্দরের জন্য এম.এস স্পাড নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(২৩) সোয়ারিঘাটস্থ ট্রলারঘাটের জন্য ১টি জেটি ও ২টি ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ; সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-১-এর রিভার সাইট থেকে উচ্ছেদকৃত দোকানের স্থান নান্দনিককরণ কাজ (১ম পর্যায়); আগানগর শুল্ক আদায় কেন্দ্রের ও জিনজিরা টিন পট্টি এলাকায় যাত্রী উঠানামার জন্য ২টি আরসিসি সিঁড়ি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(২৪) ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন কেরানীগঞ্জ বাঁশপট্টিতে ১টি আরসিসি সিঁড়ি স্থাপন কাজ; নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন আজমেরীগঞ্জ লঞ্চঘাটে জেটি, স্পাড, সংযোগ সড়ক এবং আংশিক তীররক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(২৫) 'বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১,২০০ পিলার স্থাপন করা হয়েছে।

(২৬) ২,৪৯৫.২৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নিজস্ব অর্থায়নে 'বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ২টি মিডিয়াম ফেরি নির্মাণ' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন এবং হাইস্পিড শিপবিল্ডিং লিমিটেড-এর সঙ্গে ফেরি নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ফেরি নির্মাণ কাজের ৪০ শতাংশ বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

(২৭) বিআইডব্লিউটিসির সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ২,০৯৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন 'বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযানে জ্বালানি সরবরাহের জন্য ২টি শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় এবং থ্রি-এঞ্জেল মেরিন প্রাইভেট লিমিটেড-এর সঙ্গে ট্যাংকার নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১৮.৪২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

(২৮) 'অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথে যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত ও সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ ও মেরামতের সুবিধাদি স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক Hover Craft সংগ্রহ'-এর বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য IIFC প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২৯) নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনার জন্য শিপ-টু-শোর গ্যান্ট্রি ক্রেনসহ ৫১টি ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ, চবক চ্যানেলে টহল ও পাইলটিং কাজের জন্য ১টি হাইস্পিড পেট্রোল বোট সংগ্রহ, ৩,২০০ বিএইচপি ক্ষমতাসম্পন্ন টাগবোট সংগ্রহ, ৮,০০০ টিইউএস কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ এবং ২০,০০০ টিইউএস কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন নিউমুরিং এলাকায় ওভারফ্লো ইয়ার্ড নির্মাণ করা হচ্ছে।

(৩০) চট্টগ্রাম বন্দরে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০,০৪,১৪২ TEUs কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করার সাফল্য অর্জন করেছে।

(৩১) মোংলা বন্দরে নির্বিঘ্নে জাহাজ চলাচলের লক্ষ্যে চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য ৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৩২) মোংলা বন্দরে নিরাপদে জাহাজ আগমন ও নির্গমন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম প্রবর্তনের ২০ শতাংশ ভৌত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৩৩) মোংলা বন্দরের চাহিদা পূরণ এবং মোংলা বন্দরের আশপাশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ও সমুদ্রগামী জাহাজে সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন প্রকল্পের ৮ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৩৪) মোংলা বন্দরের জন্য ৪টি পন্টুন সংগ্রহ করা হয়েছে, ৪টি জলযান মেরামত ও ইঞ্জিন প্রতিস্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, ৮টি ভি.এইচ.এফ (কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট) সংগ্রহ করা হয়েছে। মোংলা বন্দরে পিপিপি-এর আওতায় ২টি জেটি নির্মাণের ১৮.৫০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি রাফট্রেন মোবাইল ক্রেন সংগ্রহ, লাইটিং ও কন্ট্রোল সিস্টেমসহ ২৫ বয়া সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৩৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে পায়রা বন্দরের মাধ্যমে রাজস্ব আয় আদায় হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে হেভি ডিউটি স্প্রিড বোট ১টি, পাইলট ভ্যাসেল ২টি, সার্ভেবোট ১টি এবং বয়ালেয়িং ভ্যাসেল ১টি সংগ্রহ করা হয়।

(৩৬) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প ও 'ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪৬.৯৪ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৩৭) বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বেনাপোল স্থলবন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সিসিটিভি ও গেট পাস কাজের ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৩৮) বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রমের ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৩৯) ২৮,৯৬৮.১৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে 'বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে।

(৪০) 'পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণের কাজটি ১৮ জুন ২০২০ তারিখে সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ২৯ জুন ২০২০ তারিখে কাজের ঠিকাদার CSIC International Engineering Co, Ltd. China-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চিত্র: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি ২৬ জুলাই ২০২০ পটুয়াখালী কলাপাড়ায় পায়রা বন্দর পরিদর্শন করেন।

(৪১) পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং চুক্তি ১৪ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে বেলজিয়ামভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Jan-De-Nul-এর সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

(৪২) বেনাপোল স্থলবন্দরে ১০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি ওয়েব্রিজ স্কেল এবং ভোমরা স্থলবন্দরে ১টি ও বুড়িমারী স্থলবন্দরে ১টি ১০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি ওয়েব্রিজ স্কেল সংস্থাপন করা হয়েছে।

(৪৩) নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নাগরিক সনদ হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং নাগরিক সেবা প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ২য় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে।

(৪৪) নৌ নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নৌযানের সংখ্যা, ধরন, যন্ত্রপাতি, নাবিকদের যোগ্যতা ইত্যাদি জানার লক্ষ্যে ৬টি জেলায় ইতোমধ্যে একটি পাইলট প্রজেক্ট সম্পন্ন হয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে সমগ্র বাংলাদেশের নৌযানের একটি ডাটাবেজ তৈরির জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪৫) বিদেশি জাহাজ মালিকদের চাহিদা অনুযায়ী অন-লাইনে বাংলাদেশি যোগ্যতা সনদধারী নাবিকদের যোগ্যতা সনদ ও সিডিসি যাচাই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। নাবিকদের যোগ্যতা সনদ জালিয়াতি রোধকল্পে উন্নতমানের নিরাপত্তা কাগজে সনদ তৈরি করে তা জারি করা হচ্ছে।

(৪৬) Independent Evaluation Team Report অনুসারে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন পদ্ধতি সংশোধন সম্পর্কে রিপোর্ট আইএমও-তে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪৭) নৌপরিবহন অধিদপ্তরের আওতায় ৩৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'Establishment of Global Maritime Distress & Safety System (GMDSS) এবং ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম স্থাপন (EGIMNS)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার ও কুতুবদিয়ার বাতিঘরসমূহ নতুন কোস্টাল রেডিও স্টেশনসহ পুনর্নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নিঝুমদ্বীপ ও কুয়াকাটায় কোস্টাল রেডিও স্টেশনসহ নতুন বাতিঘর স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ঢাকায় আগারগাঁও অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ৮ তলা ভবন নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।

(৪৮) নাবিকদের সিডিসি'র ডাটাবেজ তৈরি করে অনলাইন যাচাই ব্যবস্থা চালু; নাবিকদের অনুকূলে জারিকৃত Certificate of Proficiency (CoP)-এর ডাটাবেইজ তৈরি; অভ্যন্তরীণ নৌযানের মাস্টার-ড্রাইভারদের যোগ্যতা সনদ অনলাইন যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন; নাবিকদের সাইন অনসাইন অফ কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের পদ্ধতি প্রবর্তন এবং বেসরকারি মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউটসমূহে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অনলাইনে প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

(৪৯) সমুদ্রগামী ও অভ্যন্তরীণ জাহাজের নাবিকদের পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের আবেদন, নৌপরিবহন অধিদপ্তরে সেবাগ্রহীতা কর্তৃক সেইফ ম্যানিং সনদ, শিপ সার্ভেয়ার সনদ, শিপ বিল্ডার্স ছাড়পত্র, ডিজাইন তৈরি ও অন্যান্য বিষয়ে এনওসি'র জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিল করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

(৫০) সিডিসি জাল রোধকল্পে বিশেষ নিরাপত্তা (Ultra Violet, Micro Security Line, Anti Photocopy, Quick Response Code) বৈশিষ্ট্যযুক্ত কাগজে এবং সময়ের চাহিদানুযায়ী পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের সিডিসি/সীম্যান বুকের ন্যায় হাতে লেখার পরিবর্তে মেশিন প্রিন্টেড সিডিসি প্রবর্তন এবং জাল যোগ্যতা সনদ ব্যবহার রোধকল্পে নিরাপত্তা ছাপ যুক্ত করে যুগোপযোগী যোগ্যতা সনদ প্রবর্তন করা হয়েছে।

(৫১) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কর্তৃক চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় ৬টি নতুন জাহাজ ক্রয় (প্রতিটি প্রায় ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার এবং ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০১৯-এ বাস্তবায়ন করা হয়। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার এবং ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার ইতোমধ্যে বিএসসি জাহাজ বহরে যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি জাহাজ ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন করেন।

(৫২) বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি এমএনটিবি (মার্চেন্ট নেভি ট্রেনিং বোর্ড), লন্ডন, Nautical Institute, London এবং Institute of Marine Engineering, Science and Technology, London কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ এবং ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি শাখা থেকে ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি'র পার্টনার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

(৫৩) বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে ফুল মিশন পিসি বেইজড সিমুলেটর স্থাপন, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এ অপটিক্যাল ফাইবার মাল্টিফ্লেকচার স্থাপন, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে একটি ট্রেনিং বোট পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।

(৫৪) বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ৩টি বোট মার্কেনটাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনকরণ, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে ওয়াস্ট রিসাইক্লিং এন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

(৫৫) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম থেকে ২০তম ব্যাচের শিক্ষাসমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২১তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী রেটিংদের প্রশিক্ষণ ক্লাশ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

(৫৬) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক দেশের ৬৪ জেলায় পরিদর্শন করে নদ-নদীর বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে গুরুত্বপূর্ণ ১২৪টি পরামর্শ/নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে যা সরকারের নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ জেলা-উপজেলা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(৫৭) জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জেলাভিত্তিক নদ-নদীর অবৈধ ৪৯,৫৫৮টি দখলদারদের তালিকা প্রস্তুত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত তালিকার ওপর ভিত্তি করে সকল জেলায় ১ বছরের ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে উচ্ছেদ ও উদ্ধার অভিযান/কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(৫৮) নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের মাধ্যমে সিম্যান্স হোস্টেলে ১১,৮৩৩ জন নাবিককে আবাসিক সুবিধা, ৩,৫৪৭ জন নাবিককে চিকিৎসা সুবিধা; ৯,৩৪২ জন নাবিককে বিনোদন সুবিধা প্রদান; সীম্যান্স হোস্টেলে কম্পিউটার ল্যাবে ১,২৮৩ জন নাবিককে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান এবং ৭৮৪ জন বাংলাদেশি নাবিক/ক্যাডেট ও নৌ-কর্মকর্তাদের ফ্রি ট্রান্সপোর্ট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল সি ফ্যারার্স ড্রপ ইন সেন্টারের মাধ্যমে ২৯৮ জন বিদেশি নাবিকদের ফ্রি ট্রান্সপোর্ট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(৫৯) নাবিক কল্যাণ তহবিল থেকে ২০ জন দুস্থ ও অসুস্থ নাবিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক অনুদান বাবদ ১৫,৬০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২০. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১) ১-৩ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে চীনের দালিয়ান শহরে '13th World Economic Forum Annual Meeting of the New Champions' শীর্ষক একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে।

(২) চীন সরকারের আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১-৬ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে চীন সফর করেন। সফরকালে তিনি চীনের লিয়াওনিং প্রদেশের দালিয়ানে অনুষ্ঠিত World Economic Forum-এর গ্রীষ্মকালীন সভা অর্থাৎ 'Summer Davos'-এ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সফরকালে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ৯টি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সফরের মাধ্যমে চীন বাংলাদেশের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করে, যাতে ২০২১ সালে বাংলাদেশ একটি মধ্যম-আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত হয়। চীন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে রাখাইন রাজ্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে বলে আশ্বাস দেয়।

(৩) ৮-১১ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে মার্শাল আইল্যান্ড-এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সফর করেন।

(৪) ৯-১০ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে ঢাকায় 'Dhaka Meeting of the Global Commission on Adaptation' অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সভার উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের মহামান্য রাষ্ট্রপতি H. E. Hilda Heine, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব Mr. Ban Ki-moon, Global Commission on Adaptation-এর কমিশনারবৃন্দ এবং দেশি ও বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় জাতিসংঘের মহাসচিবের উদ্যোগে সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ অনুষ্ঠিতব্য 'UN Climate Action Summit'-এর জন্য একটি Flagship Report প্রস্তুত করা হয় এবং ঢাকায় Global Commission on Adaptation-এর আঞ্চলিক শাখা 'GCA Bangladesh' স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৫) ৯-১২ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে নেদারল্যান্ডের রানি বাংলাদেশ সফর করেন।

(৬) ১৩-১৫ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Lee-Nak-Yon সরকারি সফরে বাংলাদেশে আসেন। সফরকালে কোরিয়ার ব্যবসায়িক প্রতিনিধিসহ উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হন। সফরকালে বাংলাদেশের এফবিসিসিআই এবং কোরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে আয়োজিত কোরিয়া বিজনেস ফোরামে কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী একটি Key Note বক্তব্য পেশ করেন। দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে তাদের উপস্থিতিতে ৩টি MoU স্বাক্ষরিত হয়।

(৭) ১৬-১৮ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও-এর আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত 2nd Ministerial meeting on advancing religious freedom-এ অংশগ্রহণ করেন।

(৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ জুলাই ২০১৯ তারিখে লন্ডনে ইউরোপের দেশগুলিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার ও রাষ্ট্রদূতগণের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন।

(৯) জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী Taro KONO ২৯-৩১ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠককালে দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। জাপান রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশকে সকল প্রকার সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্পও পরিদর্শন করেন।

(১০) আগস্ট ২০১৯ মাসে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২৬তম আসিয়ান রিজিওনাল ফোরামের সাইডলাইনে থাইল্যান্ডের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী Don Pramudwinai-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী Asian Institute of Thailand এ বঙ্গবন্ধু চেয়ার পিএইচডি ফেলোশিপ চালুতে সহযোগিতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি রোহিঙ্গা বিষয়ে থাইল্যান্ডের কাছে বাংলাদেশের প্রত্যাশার বিষয়ে পুনরায় আলোকপাত করেন।

(১১) আগস্ট ২০১৯ মাসে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২৬তম আসিয়ান রিজিয়নাল ফোরামে অংশগ্রহণ করেন এবং ফোরামের অংশিজনের কাছে রোহিঙ্গাদের দ্রুত ও নিরাপদ প্রত্যাবাসনের বিষয়ে সমর্থন ও সহযোগিতা চান।

(১২) ৩-৬ আগস্ট ২০১৯ মেয়াদে ফরেন সার্ভিস একাডেমির অধ্যক্ষের আমন্ত্রণে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস ইন্সটিটিউটের ডিন রাষ্ট্রদূত জনাব জে এস মুকুল পারস্পরিক সফর বিনিময়ের আওতায় বাংলাদেশ সফর করেন। এসময় তিনি ফরেন সার্ভিস একাডেমী পরিদর্শন করেন এবং একাডেমির রেক্টর-এর সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা ছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মত বিনিময় করেন। তিনি ৪ আগস্ট ২০১৯ তারিখে একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত 'India's economic diplomacy with special reference to G-20' বিষয়ে এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। জনাব জে এস মুকুল পররাষ্ট্র সচিব-এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রদূত জনাব জে এস মুকুল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর ও জাতীয় শহিদ মিনার পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

(১৩) ১৯ জুলাই-৭ আগস্ট ২০১৯ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লন্ডন, যুক্তরাজ্য সফর করেন।

(১৪) ৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৭ম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সফরে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

(১৫) ১৩ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে পোল্যান্ডের ক্র্যাকাও শহরে অবস্থিত 'Jagiellonian University'-তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রস্তাবিত 'Bangabandhu Centre for the Studies on Bangladesh'-এর জন্য 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' হিসাবে চূড়ান্ত প্রার্থীর সানুগ্রহ অনুমোদন পাওয়া যায়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে পোল্যান্ডের ক্র্যাকাউতে অবস্থিত জাগিলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ শিক্ষার ওপর স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে মনোনীত বঙ্গবন্ধু চেয়ার জনাব মো. মাহবুবর রহমান পোল্যান্ড গমন করেন।

(১৬) ১৯-২১ আগস্ট ২০১৯ মেয়াদে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর ঢাকা সফর করেন। সফরে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে ভারত সফরের আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তর করেন। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরকালে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দু'দেশের মধ্যকার যাবতীয় দ্বিপাক্ষিক বিষয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন ভারত সফর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

(১৭) ২০-২২ আগস্ট ২০১৯ মেয়াদে রাশিয়ার মস্কোয় বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে 'Joint Working Group on Military Technical Cooperation'-এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে সামরিক সহযোগিতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

(১৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের 'Refreshers Course for the Mid-Level/Senior Officer of Ministry of Foreign Affairs, Dhaka' নামে একটি কোর্স ২৪ আগস্ট-১২ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে পরিচালিত হয়েছে। এই কোর্সে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১২ জন পরিচালক অংশগ্রহণ করেন।

(১৯) ৩১ আগস্ট-৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি লন্ডন, যুক্তরাজ্যে সফর করেন।

(২০) ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে কানাডার টরন্টোতে 'বাংলাদেশ-কানাডা বিজনেস ফোরাম-২০১৯' আয়োজন করা হয় যেখানে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ফোরামে কানাডা কিভাবে বাংলাদেশে বিনিয়োগ-বাণিজ্যে সার্বিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করতে পারে তা তুলে ধরা হয়।

(২১) ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পাকিস্তানের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিফোনে আলোচনা হয়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাশ্মীর পরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

(২২) অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী Senator the Hon Marise Payne ৩-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ভারত মহাসাগর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে উপকূলীয় ২১টি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সংগঠন Indian Ocean Rim Association (IORA)-এর মন্ত্রী দুই দিনব্যাপী তৃতীয় সম্মেলনে বাংলাদেশ সফরে আসেন। সফরকালে তিনি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আবদুল মোমেন-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। সাক্ষাৎকালে দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। অস্ট্রেলিয়া রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।

(২৩) ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত IORA Blue Economy Ministerial Conference-এর সাইডলাইনে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে শ্রীলঙ্কার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এসময় দুই পক্ষই উভয় দেশের ব্যবসায়িক যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

(২৪) ৪-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক জোট Indian Ocean Rim Association (IORA)-এর ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক তৃতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য IORA-এর সেক্রেটারি জেনারেল Dr Nomvuyo N. Nokwe ঢাকা সফর করেন।

(২৫) ৭-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে উজবেকিস্তানে বাংলাদেশ-উজবেকিস্তানের মধ্যে অনুষ্ঠিত Joint Working Commission-এর তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(২৬) ইটালির রোমে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বেলগ্রেড-এ একটি বাণিজ্য বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করে যেখানে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা, সম্ভাবনাসমূহ তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশি পণ্যের জন্য বাজার তৈরি, জনবলের জন্য বাজার খোঁজা ইত্যাদি বিষয়ও প্রাধান্য পায় উক্ত কর্মশালায়।

(২৭) ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ অনুবিভাগ এবং United Nations Resident Coordinators Office (UNRCO) যৌথভাবে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'Sustainable Development Goals (SDG) and Bangladesh' শীর্ষক একটি দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করে। এই সেমিনারে SDG বাস্তবায়নে জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোর সাথে বাংলাদেশ সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর আলোকপাত করা হয় যা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম সম্মেলনের SDG Summit-এ আলোচিত হয়।

(২৮) বাংলাদেশ দূতাবাস নাইজেরিয়া ২১ সেপ্টেম্বর-২ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশি পণ্যের সম্ভাবনা এবং অন্যান্য বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরে।

(২৯) ২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। এ অধিবেশনে সাধারণ বিতর্ক পর্বের পাশাপাশি বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Climate Action Summit 2019, Meeting on Universal Health Coverage, SDG Summit, High Level Dialogue on 'Financing for Development', Side Event on 'Platform on Disaster Displacement'। Wall Street Journal, The Washington Post ও ভয়েস অব আমেরিকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মিয়ানমারকে অধিকতর আন্তরিকতা প্রদর্শন, রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে এবং মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নির্যাতনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহবান জানান।

(৩০) ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI) সংস্থাটি সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 'Vaccine Hero' সম্মাননা প্রদান করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে স্বাস্থ্যখাত সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে এই সম্মাননা উৎসর্গ করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে ২০১৯ দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে যুবসমাজের অগ্রযাত্রা নিশ্চিতকরণের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে UNICEF কর্তৃক 'Champion of the skill development for the Youth' সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তাদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ এবং যুব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের ধারাবাহিক উন্নয়ন সাধন করার স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

(৩১) জাতিসংঘের ৭৪তম সাধারণ অধিবেশন চলাকালে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে নিউইয়র্কে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্যোগে বাংলাদেশ, চীন ও মিয়ানমারের মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতৈক্য হয় এবং প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত বিস্তারিত কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ে একটি ত্রিপক্ষীয় যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

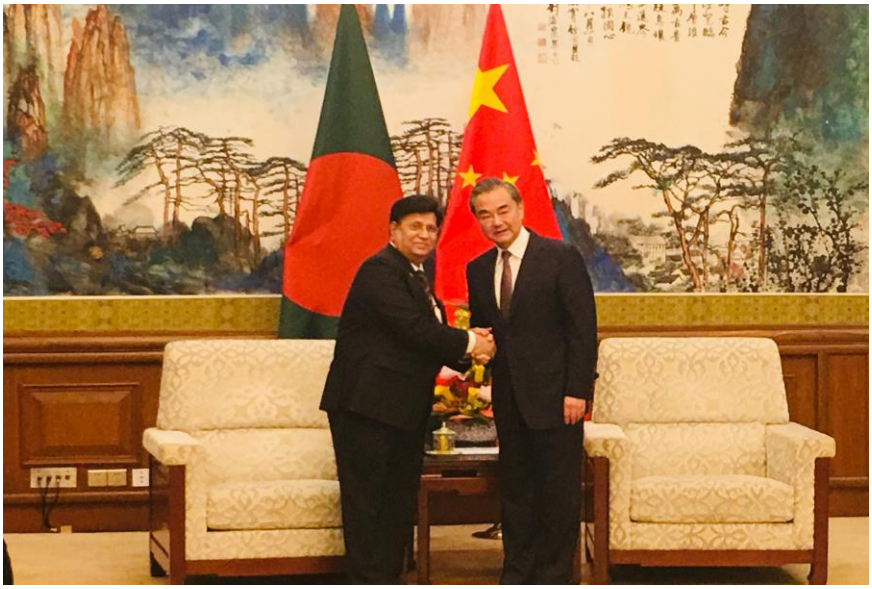

চিত্র: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুর মোমেন ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই বেইজিং-এর Diaoyutai State Guest house-এ সাক্ষাৎ করেন। (৫ জুলাই ২০১৯)

(৩২) ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশনস (সিএফআর) আয়োজিত 'এ কনভারসেশন উইথ অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা' শীর্ষক অংশগ্রহণমূলক সংলাপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অংশগ্রহণ করেন।

(৩৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ইউএস চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত Business Roundtable-এ অংশ নেন।

(৩৪) ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘের ৭৪তম সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে Treaty on the prohibition of nuclear weapons-এ বাংলাদেশের অনুসমর্থন জ্ঞাপন করেন। বাংলাদেশ এ চুক্তিতে প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর অন্যতম।

(৩৫) মানবপাচার দমনে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের নিদর্শনস্বরূপ বাংলাদেশ এ বছর মানব, বিশেষত নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, দমন ও তৎসংক্রান্ত দণ্ডবিধান বিষয়ক জাতিসংঘ প্রটোকল 'The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children'-এ যোগদান করে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত Instrument of Accession ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জাতিসংঘের Treaty Section-এ জমা দেওয়া হয়। বিধি অনুযায়ী ১২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ থেকে উক্ত চুক্তি বাংলাদেশের জন্য কার্যকর হয়। বাংলাদেশ ইতঃপূর্বে ২০১২ সালে আলোচ্য প্রটোকল সংক্রান্ত মূল চুক্তি United Nations Convention agianst Transnational Organized Crimes (UNTOC)-এ যোগদান করে।

(৩৬) জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)-এর ২০২০-২২ মেয়াদে ১৪ জুন ২০১৯ তারিখে নির্বাচনে বাংলাদেশ ১৯১ ভোটের মধ্যে ১৮১ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে। বিপুল ভোটে এই নির্বাচনে জয়লাভ মূলত বাংলাদেশের বিগত কয়েক বছরে অসাধারণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

(৩৭) কাস্টমস কর্মকর্তাদের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুরোধে ফরেন সার্ভিস একাডেমি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে Negotiation-এর ওপর বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। 'Negotiations Skills Development' বিষয়ে প্রথম ব্যাচের এ প্রশিক্ষণ কোর্স ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ শুরু হয়ে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে শেষ হয়। দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে শুরু হয়ে ৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে শেষ হয়। উক্ত দুটি কোর্সে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার থেকে শুরু করে দ্বিতীয় সচিব পর্যায়ের মোট ২৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

(৩৮) ১-৩ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় অভিবাসন সেবার প্রধান Mr. Maksym Sokoliuk-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে। সফরকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় রাষ্ট্রদূত জনাব কামরুল আহসান, তদানীন্তন সচিব (দ্বিপাক্ষিক ও কনস্যুলার)-এর সভাপতিত্বে ইউক্রেনের প্রতিনিধি দলের সাথে উভয় দেশের অনিয়মিত অভিবাসী প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউজে ৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক শুরুর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

(৩৯) ৩-৬ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফর করেন। ৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একান্ত আলাপচারিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর পরপরই উভয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও ভারতের স্ব স্ব প্রতিনিধিদল আনুষ্ঠানিক দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে নিম্নলিখিত তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন:

- বাংলাদেশ হতে ভারতের ত্রিপুরায় বাল্ক এলপিজি রপ্তানি;
- রামকৃষ্ণ মিশন ঢাকায় 'বিবেকানন্দ ভবন' ছাত্রাবাস উদ্বোধন;
- খুলনায় অবস্থিত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন-এ স্থাপিত বাংলাদেশ-ভারত পেশাজীবী দক্ষতা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর উদ্বোধন।

(৪০) দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যুব ও ক্রীড়া, সংস্কৃতি, নৌপরিবহন, অর্থনীতি, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নিম্নবর্ণিত পূর্ব-স্বাক্ষরিত ৭টি সমঝোতা স্মারক বিনিময় করা হয়:

- Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Youth and Sports of the People's Republic of Bangladesh and the Ministry of Youth Affairs and Sports of the Republic of India on Cooperation in Youth Matters;
- The Cultural Exchange Programme (CEP) between Bangladesh and India;
- The SoP of agreement on the use of Chattogram and Mongla ports for movement of Goods to and from India;
- MoU between the Government of Bangladesh and the Government of India for providing Coastal Surveillance System (CSS);
- MoU for establishment of permanent office of EXIM Bank of India;

- MoU between the Ministry of Water Resources, Government of the People's Republic of Bangladesh and Ministry of Jal Shakti, Government of the Republic of India on withdrawal of 1.82 cusec of water from Feni river by India for drinking water supply scheme for Sabroom town, Tripura; and
- MoU between the University of Hyderabad, Hyderabad, Telengana, India and the University of Dhaka, Dhaka, Bangladesh.

(৪১) বর্তমান মেয়াদে নির্বাচিত হবার পরে এটিই ছিল ভারতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর। সামগ্রিকভাবে এ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতা-বিশ্বস্ততা-বন্ধুত্বের বহুমুখী সম্পর্ক এ সফরের মাধ্যমে আরো সুসংহত হয়েছে। এ সফরের মাধ্যমে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সমঝোতা ও আস্থার গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে। দুই নেতার এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো গভীরতর করবে এবং অমীমাংসিত বিষয়গুলির দ্রুততর সমাধান হবে। এ সফরে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, মাননীয় ভূমি মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক এবং বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টাবৃন্দ, মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দসহ উচ্চ পর্যায়ের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩-৪ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে World Economic Forum (WEF)-এর আয়োজনে নয়াদিল্লিতে 'Innovating for India: Strengthening South Asia, Impacting the World' শীর্ষক সম্মেলনে Co-Chair হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের আর্থ-সামাজিক সাফল্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বাংলাদেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যাবলির ওপর আলোকপাত করেন।

(৪২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আঞ্চলিক ও বিশ্ব শান্তিতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি 'Tagore Peace Award 2018'-এ ভূষিত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণকে এই পুরস্কার উৎসর্গ করেন।

(৪৩) ৬-১০ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে বেলারুশে বাংলাদেশ-বেলারুশের মধ্যকার Joint Commission on Military Technical Cooperation-এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুই দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

(৪৪) জাপানের নতুন সম্রাট নারুহিতো-এর অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ সস্ত্রীক ২১-২৪ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে জাপান সফর করেন। উক্ত সফরকালে তিনি জাপানের সম্রাটকে দু'দেশের সম্পর্কের ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ২০২২ সালে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

(৪৫) ২২-২৩ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে ভারতের গোয়াহাটিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে Indo-Bangladesh Stakeholders Meet-2019 অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন আজারবাইজানে ১৮তম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

(৪৬) ২৫-২৬ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত '১৮তম ন্যাম সম্মেলন'-এ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনের পার্শ্বসভায় বাংলাদেশ ও আজারবাইজানের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৪৭) ২৫-২৭ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সিঙ্গাপুর সফর করেন।

(৪৮) বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ ও সম্ভাবনা যাচাই করতে সুইজারল্যান্ডের ক্রেডিট সুইস নামক প্রতিষ্ঠান থেকে ২২ জনের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল ২৮-৩১ অক্টোবর মেয়াদে বাংলাদেশ ভ্রমণ করে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এ একটি বিজনেস সেমিনার আয়োজন করে।

(৪৯) ২৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে গ্রিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী Nikolaos Dendias বাংলাদেশ সফর করেন। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ দ্বিপাক্ষিক সফরকালে গ্রিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণের জন্য একটি এমওইউ স্বাক্ষর করেন। এ সময় তিনি একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সহযোগে পুনরায় বাংলাদেশে আসার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

(৫০) ২৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইতালি সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইতালির পররাষ্ট্রবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জনাব Manlio De Stefano-কে রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ে অবহিত করেন।

(৫১) ১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ভারতের কলকাতায় 'বাংলাদেশ বইমেলা ২০১৯'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসাবে বইমেলার উদ্বোধন করেন।

(৫২) যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলিস ওয়েলস ৫-৭ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় তিনি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান বহুমাত্রিক দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক এবং সাম্প্রতিক আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

(৫৩) ৫-৮ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ভারতের মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তিনি মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, সিলেট চেম্বার অব কমার্স এবং India-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (IBCCI)-এর সাথে বৈঠক করেন।

(৫৪) ১১-১৩ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে অনুষ্ঠিত 'Dhaka Global Dialogue'-এর প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় ফরেন সার্ভিস একাডেমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষে Focal Point হিসাবে কাজ করেছে। 'Dhaka Global Dialogue'-এ প্রায় ৫০টি দেশের ১৫০ জন প্রতিনিধিসহ ৭০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত এ ডায়ালগে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নতি এবং ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে 'Dhaka Global Dialogue'-এর উদ্বোধন করেন।

(৫৫) ১১-১৪ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ঢাকায় বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation-এর দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫৬) ১২-১৫ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি শুভেচ্ছা সফরে নেপাল সফর করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের এটিই ছিল প্রথম নেপাল সফর। এ সফরের মাধ্যমে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও দৃঢ়তর হয়েছে।

(৫৭) বাংলাদেশ হাই কমিশন অস্ট্রেলিয়া ১৩-১৫ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ক্যানবেরাতে প্রথম 'অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ ট্রেড কনফারেন্স' আয়োজন করে এবং দুই দেশের বিভিন্ন সেক্টরে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই ট্রেড কনফারেন্সে সরকারে অন্যান্য সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত তুলে ধরে।

(৫৮) ১৬-১৯ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুবাই এয়ার শো পরিদর্শনে দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন।

(৫৯) ইতালির রোমে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে পিসা শহরে একটি বাণিজ্য বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করে যেখানে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা, সম্ভাবনাসমূহ বিশেষত বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সার্বিক সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়।

(৬০) ২২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি, ভারতীয় বোর্ড অব ক্রিকেট কন্ট্রোল এর সভাপতি শ্রী সৌরভ গাঙ্গুলী এবং পশ্চিমবঙ্গ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ-ভারত টেস্ট ম্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কলকাতা সফর করেন। বর্তমান মেয়াদে নির্বাচিত হবার পর এক দিনের সফরটি ছিল কলকাতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর। এ সফরে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হন।

চিত্র: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পেনের মাদ্রিদে Feria de Madrid হলে COP25-এ অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের সাথে ২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

(৬১) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর ৮ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ১৭-২১ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে 'Orientation Programme for Officers, newly posted in different Bangladesh Missions' ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে পরিচালিত হয়েছে। এই কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের বিদেশস্থ মিশনের কার্যাবলি, কূটনীতিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, অর্থনৈতিক কূটনীতি, কনস্যুলার কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এসব কর্মকর্তাগণ বিদেশস্থ বিভিন্ন বাংলাদেশ মিশনসমূহে পদায়িত হয়েছেন।

(৬২) ২-১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে স্পেনের মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত COP25 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত 'Heads of State and Government Summit'-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল অংশ গ্রহণ করেছেন। উক্ত সম্মেলনে মার্শাল আইল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি Ms. Hilda Heine ও CVF-এর দায়িত্ব নেবার জন্য জোরালো অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী CVF এর সভাপতির দায়িত্ব নিতে সম্মত হন। উচ্চ পর্যায়ের সভায় যোগদান করা ছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পেনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Mr. Pedro Sánchez, নেদারল্যান্ডস-এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Mr. Mark Rutte এবং ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের মাননীয় প্রেসিডেন্ট Mr. Charles Michel –এর সঙ্গে পৃথকভাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

(৬৩) ৩-৫ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে Mr. Mark Lambert, Special Envoy for North Korea, US Department of State বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সাথে বৈঠকে মিলিত হন।

(৬৪) ৪-৫ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে Randall G. Schriver, Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs বাংলাদেশ সফর করেন এবং সফরকালীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টাসহ সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সাথে বৈঠক করেন।

(৬৫) ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৪৫তম ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে (CFM) রোহিঙ্গা ইস্যুতে জবাবদিহিতার প্রশ্নে একটি রেজ্যুলেশন গৃহীত হয় এবং গাম্বিয়াকে চেয়ার ও বাংলাদেশকে কো-চেয়ার করে একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ওআইসি-এর পক্ষ হতে গাম্বিয়া ১৯৪৮ সালের জেনোসাইড কনভেনশনের আওতায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ)-এ মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে উক্ত মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের পক্ষ হতে সংহতি প্রকাশ এবং গাম্বিয়ার লিগ্যাল টিমকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ হতে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। উক্ত মামলার অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনার ওপর রায় প্রদানের তারিখে ২৩ জানুয়ারি ২০২০-এ নির্ধারণ করা হয়।

(৬৬) ৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে দ্বিতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উভয় পক্ষ দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও শক্তিশালী করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি চট্টগ্রাম ও চেবু চেম্বার অব কমার্স-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি হস্তান্তর, কৃষি, নার্সিং দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিবাসী শ্রমিক এবং Cooperation between the Presidential Communication Operations Office সংক্রান্ত চুক্তিসমূহের খসড়া হস্তান্তর করা হয়।

(৬৭) রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি এবং জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের ভ্রমণ ২০১৯ সালেও অব্যাহত থাকে। এর অংশ হিসাবে UNHCR-এর বিশেষ দূত অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, জাতিসংঘের তিনজন উচ্চপদস্থ সংস্থা প্রধান (Mark Lowcock, Filippo Grandi, Antonio Vitorrino)-এর যৌথ ভ্রমণ এবং মিয়ানমার বিষয়ক জাতিসংঘের Special Rapporteur Professor Yanghee Lee-এর বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন।

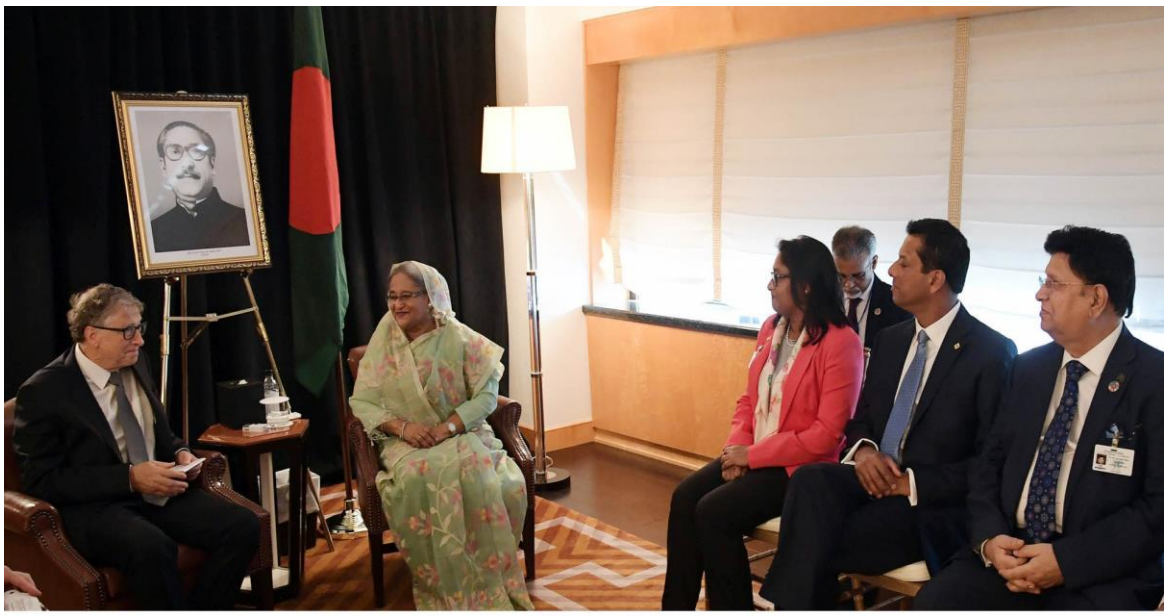

চিত্র: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে নিউইয়র্কে Bill and Melinda Gates ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ার Bill Gates সাক্ষাৎ করেন।

(৬৮) ১০-১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশ ও চেক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে দ্বৈত করারোপণ রহিতকরণ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৬৯) ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে চতুর্থ ফরেন অফিস কন্সাল্টেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব মোঃ কামরুল আহসান এবং বেলারুশের প্রতিনিধিদলের পক্ষে বেলারুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি মিনিস্টার Mr. Andrei Dapkiunas নেতৃত্ব দেন। সভায় উভয়

দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সফরকারী বেলারুশের উপমন্ত্রী মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

(৭০) ১৩-১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে তুরস্কের Grand National Assembly এবং Asian Parliamentary Session-এর যৌথ আয়োজনে '2nd Executive Council Meeting' এবং '12th APA Plenary Session' তুরস্কের বেলেক ও আন্টালিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল উক্ত সভাসমূহে অংশগ্রহণ করেন।

(৭১) ১৫-১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে ১৪তম আসেম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক (14th ASEM Foreign Ministers' Meeting) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি'র নেতৃত্বে ৫ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় তিনি নিরস্ত্রীকরণ, জঙ্গিবাদ দমন, সাইবার নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন।

(৭২) ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ওআইসি ঢাকাকে 'ওআইসি ইউথ ক্যাপিটাল ২০২০' হিসাবে ঘোষণা করে। পরবর্তী সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০' ভার্চুয়ালি ঢাকায় উদ্বোধন করেন। এই সূত্রে ২৭-২৮ জুলাই ২০২০ মেয়াদে 'Resilient Youth Leadership Summit'-টি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

(৭৩) ২৭-২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে হ্যানয়ে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিতীয় Joint Trade Commission (JTC) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত JTC দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোতে ১১-দফা সুপারিশ করে।

(৭৪) ৬-৯ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে Ms. Joyashree Roy, Banganbandhu Chair Professor, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand বাংলাদেশ সফর করেন। এ সফরকালে তিনি বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

(৭৫) ৭-৮ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে ব্যাংককে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে পঞ্চম Joint Trade Commission (JTC) অনুষ্ঠিত হয়। JTC বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। সভায় উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করার ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হয়। বাংলাদেশ ৩০টি পণ্যের ওপর Duty Free Quota সুবিধা প্রণয়নের জন্য থাইল্যান্ড সরকারকে অনুরোধ জানায়।

(৭৬) ১২-১৪ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জায়েদ সাসটেইনাবিলিটি পদক প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন।

(৭৭) ১৪-১৫ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে 'Future Sustainability Summit' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শীর্ষ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

(৭৮) ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আলোকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরুর বিষয়ে ঢাকায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশে চীনের রাষ্ট্রদূত এবং মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত অংশগ্রহণ করেন। এ বৈঠকে একটি 'পাইলট প্রকল্প'-এর আওতায় রাখাইনে তুলনামূলক কম ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি গ্রাম নির্বাচন করে সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরাপত্তা ও মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করত সংশ্লিষ্ট রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই 'পাইলট প্রকল্প'-এর আওতায় রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মিয়ানমার প্রত্যাগতদের জন্য প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা ও আনুষঙ্গিক তথ্যসংবলিত একটি পুস্তিকা প্রস্তুত করতে সম্মত হয়। কোভিড-১৯ মহামারিতে এ বিষয়ে আর কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

(৭৯) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সহায়তায় এ পর্যন্ত বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। বিগত অর্থবছরে ৯৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। সম্প্রতি ডোনার কনফারেন্সে যুক্তরাষ্ট্র আরো অতিরিক্ত ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে। আগস্ট ২০১৭ থেকে যুক্তরাষ্ট্র এ যাবৎ মোট ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। রোহিঙ্গাদের সহায়তাকল্পে বিগত বছরে কানাডা ৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

(৮০) ১৭-২৩ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে জাতিসংঘের Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, Professor Yanghee Lee বাংলাদেশ সফর করেন। আইসিসিতে রোহিঙ্গা বিষয়ক চলমান তদন্তের সংশ্লিষ্ট কাজে ৩১ জানুয়ারি-৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (ICC)-এর প্রসিকিউটর অফিসের Director Mr. Phakiso Mochochoko-এর নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেন। ২-৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে জাতিসংঘের মহাসচিবের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত Ms. Christine Schraner Burgener বাংলাদেশ সফর করেন।

(৮১) বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক প্রথম Joint Working Group (JWG) ২০-২১ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। JWG-তে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন মাননীয় তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। বৈঠকে উভয় দেশ তথ্য ও প্রযুক্তি সেক্টরে পরস্পরকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে এবং তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশে ২টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। JWG-এর পরবর্তী মিটিং সেপ্টেম্বর ২০২০ এ নমপেনে অনুষ্ঠিত হবে মর্মে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৮২) ২০-২৪ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে ইকুয়েডরের রাজধানী Quito-তে অনুষ্ঠিত 12th Global Forum on Migration and Development (GFMD)-এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

(৮৩) ২১-২৪ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে সুইজারল্যান্ডের Davos-এ World Economic Forum-এর বার্ষিক সম্মেলনে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

(৮৪) ভিয়েতনামের নব নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত H.E. Mr. Pham Viet Chien ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে পররাষ্ট্র সচিব-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় উভয় পক্ষ বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। পররাষ্ট্র সচিব পর্যটন ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে তাদের মাঝে আলোচনা হয় এবং বাংলাদেশকে ASEAN-এর 'Sectoral Partner' করার জন্য অনুরোধ করেন। ভিয়েতনামের সাবেক প্রেসিডেন্ট Ho Chi Minh-এর ১৩০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিয়েতনামের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভিয়েতনামের নব নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত H.E. Mr. Pham Viet Chien সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

(৮৫) কাতারে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ২৮-৩০ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে 'মেড ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করে যেখানে বাংলাদেশি পণ্য ও সেবাসমূহ উপস্থাপন করা হয়। এই বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান এবং সমাপনীতে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি বিভাগ উক্ত সকল কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করেছে।

(৮৬) জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় Universal Periodic Review (UPR)-এ প্রাপ্ত সুপারিশসমূহের সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০২০ সালে ধারাবাহিকভাবে চারটি আয়োজিত ওয়ার্কশপের মধ্যে প্রথম ওয়ার্কশপ ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে এবং দ্বিতীয় ওয়ার্কশপ ২০ আগস্ট ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। Universal Periodic Review (UPR)-এ প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ নিয়ে গৃহীত কার্যক্রম সরকারের মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম ও সাফল্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মানবাধিকার বিষয়ে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করবে।

(৮৭) ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত অমর একুশে গ্রন্থমেলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন স্থাপনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক বিশেষত বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ও জাতি গঠনে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ নেতার অবদান সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

(৮৮) ৪-৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতালিতে দ্বিপাক্ষিক সফর করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ সকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভ্যাটিক্যান সিটিতে পোপ ফ্রান্সিস-এর সাথে ব্যক্তিগত বৈঠকে মিলিত হন।

(৮৯) ১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে পোল্যান্ডের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী Marcin Przydacz বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালীন বাংলাদেশ ও পোল্যান্ডের মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক ফরেন অফিস কনসাল্টেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং দু'পক্ষের মধ্যে 'Memorandum of Understanding (MoU) on the Bilateral Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of Bangladesh And the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland' স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত কনসাল্টেশনে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সামরিক ও সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপরে জোর দেওয়া হয়।

(৯০) মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনের আমন্ত্রণে ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে নেপালের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব প্রদীপ কুমার গাওয়ালী বাংলাদেশ সফর করেন। এসময় দু'দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বাংলাদেশ-নেপাল দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সকল বিষয়, যথা বাণিজ্য, যোগাযোগ, জ্বালানি, শিক্ষা, অন এরাইভাল ভিসা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। নেপালের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং BIISS-এ আয়োজিত Inter-active Talk শিরোনামে একটি সভায় অংশগ্রহণ করেন।

(৯১) ২৪-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে জার্মানির Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Dr. Gerd Muller ঢাকা সফর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে একটি বৈঠকে মিলিত হন। তিনি কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। সফরকালে জার্মান মন্ত্রী রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত না করা পর্যন্ত মিয়ানমারের সঙ্গে জার্মানির উন্নয়ন সহযোগিতা সম্পর্ক স্থগিত করার ঘোষণা দেন।

(৯২) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও কসোভোর মধ্যে নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক ফরেন অফিস কনসাল্টেশন আয়োজনের নিমিত্তে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব জনাব মাসুদ বিন মোমেন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রদূত Mr. Guner Ureya স্বাক্ষর করেন।

(৯৩) বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে অভিবাসন সংক্রান্ত Joint Working Group (JWG)-এর চতুর্থ সভা ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল যা মালয়েশিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয়। উক্ত সময়ে মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেন এবং তিনি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে মালয়েশিয়ায় বৈধ উপায়ে বাংলাদেশি শ্রমিক পাঠানো এবং মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার জন্য দু'দেশের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

(৯৪) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১১তম সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের সার্বিক রপ্তানির পরিমাণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের ভূমিকার ওপর প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। এই প্রেজেন্টেশনে বাংলাদেশের সার্বিক রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হয় যা উক্ত স্থায়ী কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়। কোভিড-১৯-এর ফলে উদ্ভূত বৈশ্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য আহূত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বে বাংলাদেশের বৈদেশিক রপ্তানি ও বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করা হয়।

(৯৫) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে 'Memorandum of Understanding between The Foreign Service Academy (FSA) and Internatioanal Centre for Climate Change and Development (ICCCAD), Independent University, Bangladesh' স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে।

(৯৬) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকাস্থ 'বারিধারা পার্ক রোড'টি কম্বোডিয়ার প্রয়াত রাজা নরোদম সিহানুক-এর নামে নামকরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং কম্বোডিয়ার Secretary of State, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MFA.IC), H.E. Mrs. EAT Sophea উক্ত রাস্তাটির নামফলক উন্মোচন করেন। উক্ত রাস্তা নামকরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিব এবং কম্বোডিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

(৯৭) বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে প্রথম জয়েন্ট কমিশন ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জয়েন্ট কমিশনে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে ফরেন অফিস কনসালটেশন বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত জয়েন্ট কমিশন মিটিংয়ে কৃষি, বাণিজ্য-বিনিয়োগ, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ ও কার্যকর করার ব্যাপারে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

(৯৮) ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এবং ৫-৬ মার্চ ২০২০ মেয়াদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি লন্ডন, যুক্তরাজ্য সফর করেন।

(৯৯) ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত GCA Board Meeting-এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

(১০০) ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে চীনের উহান প্রদেশে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের বেইজিংস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় ফিরিয়ে আনে। চীনসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনতে ও বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশিদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবার জন্য সব ধরনের সমন্বয় সাধন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

(১০১) মার্চ ২০২০ মাসে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোভিড মোকাবিলা এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ 'করোনা সেল' স্থাপন করা হয়।

(১০২) ১-২ মার্চ ২০২০ মেয়াদে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে বিমসটেকের 'স্থায়ী ওয়ার্কিং কমিটির' তৃতীয় এবং ৩ মার্চ ২০তম 'উর্ধ্বতন দাপ্তরিক সভা' অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি সভায় বিমসটেকের সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা শেষে বিমসটেকের 'খসড়া' সনদ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আগামীতে কলম্বোতে অনুষ্ঠিতব্য বিমসটেকের সদস্য দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের ১৭তম বৈঠক ও পঞ্চম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে এ সনদ চূড়ান্ত অনুমোদিত হবে।

(১০৩) ২৮ ফেব্রুয়ারি-৩ মার্চ ২০২০ মেয়াদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মন্টিভিডিও, উরুগুয়ে সফর করেন।

(১০৪) ২-৩ মার্চ ২০২০ মেয়াদে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের সাথে বৈঠক করেন।

(১০৫) ৩-৪ মার্চ ২০২০ মেয়াদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সাওপাওলো, ব্রাজিল সফর করেন।

(১০৬) ৩ মার্চ ২০২০ তারিখে জেনেভাস্থ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রিত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক তথা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও তাদের আগমনে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় নাগরিকদের জন্য জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (UNHCR) এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) কর্তৃক '2020 Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis'-এর আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনায় মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে বিশ্বের প্রায় সকল দেশ, বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তাদানকারী দাতা দেশসমূহ, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ ইত্যাদি) প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(১০৭) ৫ মার্চ ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঢাকায় পঞ্চম টিকফা (Trade and Investement Cooperation Forum Agreement) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুই দেশের ব্যবসা ও বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা হয়।

(১০৮) ১৬-১৭ মার্চ ২০২০ মেয়াদে রাশিয়ার ROSATOM-এর মহাপরিচালক জনাব Alexy Likhachev ৬ জনের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালীন তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তিনি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে তিনি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। উক্ত সফরে ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(১০৯) ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে (সুগন্ধা) ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে 'জেনোসাইড কর্নার' প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের একাত্তরের গণহত্যায় নিহতদের স্মরণে এটি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করা হয়।

(১১০) 'কোভিড-১৯' মোকাবিলায় সহায়তার অংশ হিসাবে ঢাকাস্থ ভারতের হাইকমিশন ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখে ৩০ হাজার সার্জিক্যাল মাস্ক এবং ১৫ হাজার হেডকভার; ২৬ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ১ লক্ষ হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ট্যাবলেট এবং ৫০ হাজার জীবাণুমুক্ত সার্জিকাল ল্যাটেক্স গ্লাভস; এবং ৬ মে ২০২০ তারিখে ৩০,০০০ টেস্টের জন্য আরটি-পিসিআর কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ কিট সমন্বিত জরুরি চিকিৎসা সরবরাহ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে সরকারের কাছে হস্তান্তর করে।

(১১১) ২৮ মার্চ-৪ এপ্রিল ২০২০ মেয়াদে মাননীয় রাষ্ট্রপতি উরুগুয়ে ভ্রমণ করেন।

(১১২) সার্ক কোভিড তহবিল গঠনে বাংলাদেশ মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং উক্ত তহবিলে ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'OIC COVID-19 Response and Recovery Fund' নামে একটি তহবিল গঠনের প্রস্তাব করেন।

(১১৩) বিশ্বব্যাপী 'কোভিড-১৯' সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মহামারি মোকাবিলা সহায়তায় বন্ধুপ্রতিম বাংলাদেশের শুভেচ্ছাবার্তা হিসাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ 'বিএনএস সমুদ্র অভিযান'-এর মাধ্যমে ২১ এপ্রিল ২০২০ তারিখে প্রায় ১০০ টন ত্রাণসামগ্রী ও ঔষধ এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর C-130 ফ্লাইটের মাধ্যমে ২১ এপ্রিল ও ১৭ মে ২০২০ তারিখে মোট ১৮ টন খাদ্যসামগ্রী ও ঔষধ মালদ্বীপে প্রেরণ করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মালদ্বীপ সরকারের সঙ্গে বিষয়টির সার্বিক সমন্বয়মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এতদ্ব্যতীত, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক দশ-সদস্যবিশিষ্ট চিকিৎসক দলকে মালদ্বীপ পাঠানো এবং সেখানে তাদের দু'মাস অবস্থান (২০ এপ্রিল- ২৩ জুন ২০২০)-এর সার্বিক সমন্বয় করা হয়। বাংলাদেশের এ সকল উদ্যোগ মালদ্বীপে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি টেলিফোনে মালদ্বীপ সরকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

(১১৪) ২৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভুটানের জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের সুরক্ষায় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে জরুরি ওষুধ সহায়তা হিসাবে পাঠানো ১০ লক্ষ ইউনিট মাল্টি-ভিটামিন এবং ৫ লাখ ইউনিটের ভিটামিন সি ট্যাবলেট ভুটানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ভুটানের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

(১১৫) ২৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনের সাথে টেলিফোন আলাপে যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ এশিয়া ও কমনওয়েলথ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী লর্ড তারিক মাহমুদ আহমদ সমুদ্রে নৌকায় ভাসমান রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দিতে অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং সীমিত সম্পদ থাকা স্বত্বেও মানবিকতার পরিচয় দিয়ে ইতোমধ্যে ১১ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও নতুন করে ৫০০ জন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিতে অনুরোধ করা হয় যদিও এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশকে এমন কোনো অনুরোধ জানানো হয়নি। এ প্রেক্ষিতে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে সব দেশকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানান মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

(১১৬) ২৯ এপ্রিল ২০২০ তারিখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে কোভিড-১৯-এর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে নিযুক্ত বাংলাদেশের মিশন প্রধানদের সংযুক্ত করে পররাষ্ট্র সচিব মহোদয়-এর নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় পররাষ্ট্র সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী মিশন প্রধানগণ কোভিড-১৯ পরবর্তী কূটনীতি, করণীয় প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। উক্ত প্রতিবেদনসমূহ সমন্বিত করে মন্ত্রণালয়ের করোনা সেলের প্রধান, অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব মহোদয়কে অবহিত করা হয়েছে।

(১১৭) ব্রুনেই-এর সুলতান এপ্রিল ২০২০-এর দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশ সফরের কর্মসূচি থাকলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্থগিত করা হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এবং উক্ত সফরকালে ব্রুনেই-এর সাথে ৬টি বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তুতি নেয়া হয়। সমঝোতা স্মারকসমূহ:

- MoU between the governments of Bangladesh and Brunei on the Employment of workers;
- MoU on Avoidance of Double Taxation between Bangladesh and Brunei;
- MoU on Investment Protection between Bangladesh and Brunei;
- MoU on Defence cooperation between Bangladesh and Brunei;
- MoU on Collaboration in Education Sector between Bangladesh and Brunei;
- MoU on Air Service Agreement between Bangladesh and Brunei.

(১১৮) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এপ্রিল-জুন ২০২০ মাসে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনগুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারত থেকে প্রায় ৫,০০০ জন, মালদ্বীপ থেকে প্রায় ৩,৫০০ জন, শ্রীলংকা থেকে ৬৮ জন, নেপাল থেকে ৫৩ জন এবং পাকিস্তান থেকে ১১ জন আটকেপড়া বাংলাদেশি নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

(১১৯) কোভিড-১৯ সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী সংকটাপন্ন অবস্থায় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)-ভুক্ত দেশসমূহে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং এ সমস্যা হতে উত্তরণে NAM-ভুক্ত দেশসমূহের প্রয়োজন ও চাহিদা নিরুপণে ৪ মে ২০২০ তারিখে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (Non-Aligned Movement-NAM)-এর একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভার্চুয়াল সভায় প্রায় ৪০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধান/পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন। জাতিসংঘের মহাসচিব, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক, আফ্রিকান ইউনিয়ন কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং ইউরোপিয়ান কমিশনের সহ-সভাপতি এই ভার্চুয়াল অধিবেশনে বক্তব্য প্রদান করেন। এই সভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোভিড-১৯ সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ৩১ দফা নির্দেশনার উল্লেখপূর্বক সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, এই অধিবেশনের মাধ্যমে ন্যামভুক্ত দেশসমূহে কোভিড-১৯ মোকাবিলা এবং এর ফলে সৃষ্ট নানাবিধ সংকট নিরসনে ন্যাম-এর একটি কন্ট্যাক্ট গ্রুপ গঠন করা হয় এবং একটি টাস্কফোর্স গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই টাস্কফোর্সের মাধ্যমে এই সংকট মোকাবিলায় ন্যামভুক্ত দেশসমূহের প্রয়োজন ও চাহিদা সংবলিত একটি ডাটাবেজ গড়ে তোলা হবে যার ভিত্তিতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা দেশসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে চাহিদা পূরণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(১২০) ১০ মে ২০২০ তারিখে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইটে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে যুক্তরাজ্যে উপহার হিসাবে চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (পিপিই এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার) এবং খাদ্যসামগ্রী প্রেরণ করা হয়। ফিরতি ফ্লাইটে ১১৩ জন বাংলাদেশি নাগরিককে লন্ডন হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

(১২১) ৮ মে ২০২০ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, মাননীয় বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টার সাথে উজবেকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী, বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিষয়ক প্রথম উপ-মন্ত্রী এবং উজবেকিস্তান টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যানের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে আলোচনার

আয়োজন করা হয়। এ সময় দুদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, বিশেষত বাংলাদেশ থেকে উজবেকিস্তানে বস্ত্রখাতে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় ঔষধখাতে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়ে এবং এ মহামারির ফলে উদ্ভূত আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে দু'দেশের যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর আলোচনায় বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়।

(১২২) ১১ মে ২০২০ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিসংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংলাপ চলাকালে দু'দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে রোহিঙ্গা সংকট, কোভিড-১৯ মোকাবিলাসহ চলমান বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

(১২৩) বাংলাদেশের জনতা ব্যাংক লিমিটেডের বিরুদ্ধে ১১৪.২৪ কোটি টাকার সমপরিমাণ ১৩.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাবি করে জনৈক মার্কিন নাগরিক কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিস্থ ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে দায়েরকৃত একটি মামলা ১৪ মে ২০২০ তারিখে আদালত কর্তৃক খারিজ ও বাতিলের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(১২৪) ২০ মে ২০২০ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চীনের মহামান্য প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সাথে একটি টেলিফোনিক আলোচনা করেন। এ সময় চীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামেও সমর্থন দিয়ে যাবে মর্মে আশ্বাস প্রদান করে।

(১২৫) ২০ মে ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে 2nd Addendum to the Protocol on Inland Water Transit and Trade স্বাক্ষরিত হয়। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং ভারত সরকারের পক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার উক্ত Addendum স্বাক্ষর করেন।

(১২৬) জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA)-তে পরিবহণের জন্য জাতিসংঘ প্রথমবারের মতো বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ভাড়া করে।

(১২৭) ২৯ মে ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস-এর সাথে টেলিফোনে আলাপ করেন।

(১২৮) ৩০ মে ২০২০ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে CVF Presidency ও GCA Dhaka Office উদ্বোধনের বিষয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। GCA-এর Distinguished Fellow ও সাবেক এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব আবুল কালাম আজাদ, GCA-এর CEO Prof. Dr. Patrick V. Verkooijen ও CVF ও V-20-এর Adviser Mr. Matthew McKinnon উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে, বাংলাদেশ কর্তৃক CVF-এর Presidency গ্রহণ ও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলির বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। GCA-এর ঢাকা অফিস উদ্বোধনের বিষয়েও এ বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

(১২৯) ২০২০ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র সরকার করোনা মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ থেকে পারসোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) এবং চিকিৎসাসামগ্রী আমদানির আগ্রহ প্রকাশ করলে বাংলাদেশের ওষুধ কোম্পানি বেক্সিমকো ফার্মা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা হয়। ফলস্বরূপ বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে ৬৫ লাখ পারসোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) বা সুরক্ষা পোশাক রপ্তানি করে যা বাংলাদেশের ওষুধসামগ্রী রপ্তানির এক নতুন বাজারের সম্ভাবনা সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে।

(১৩০) Friends of Ocean Action এবং World Economic Forum কর্তৃক ১-৫ জুন ২০২০ মেয়াদে প্রথমবারের মতো আয়োজিত Virtual Ocean Conference-এর Virtual Ocean Dialogues-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা keynote speaker হিসাবে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

(১৩১) ৪ জুন ২০২০ তারিখে লন্ডনে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত Global Vaccine Summit-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বে ধারণকৃত ভিডিও বক্তব্যের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

(১৩২) করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসায় বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার জন্য চীনের ১০ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদল ৮-২২ জুন ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আবদুল মোমেন চীনের চিকিৎসক দলকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। এ সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহপিরিচালক এফ এম বোরহান উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। করোনা মহামারি মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের অংশ হিসাবে চীনের এ চিকিৎসক দল বাংলাদেশ সফর করে। সফরকালে এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল আমাদের চিকিৎসকদের সাথে বৈঠক করেন ও বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসাব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। তারা এ দেশের করোনা চিকিৎসার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করেন। চিকিৎসক দল পাঠানোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং আশ্বস্ত করেছিলেন।

(১৩৩) নাইজেরিয়ান সরকার তাদের একজন করোনা আক্রান্ত গভর্নরের চিকিৎসার উদ্দ্যশ্যে ৮ জুন ২০২০ তারিখে ঢাকায় জরুরিভিত্তিতে একটি বিশেষ বিমান পাঠিয়ে বাংলাদেশের স্থানীয় ঔষধ কোম্পানি দ্বারা উৎপাদিত করোনার ঔষধ রেমডিসিভির ও রেমিভির সংগ্রহ করে। ৬ জুন গভীর রাতে ফোন করে নাইজেরিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী Geoffrey Onyeama বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি-কে তাঁদের বিশেষ বিমানটি ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণের অনুমতিসহ এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করেন। ঔষধগুলি ছাড়াও স্বল্প পরিমাণে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) এবং অন্যান্য কিছু চিকিৎসাসামগ্রী স্যাম্পল হিসাবে নাইজেরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং কার্যকারিতা সাপেক্ষে নাইজেরিয়ার সরকার পরবর্তী সময়ে এসব ঔষধ, পিপিই ও চিকিৎসাসামগ্রী বাংলাদেশ থেকে আমদানি করতে আগ্রহী হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নাইজেরিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন ও নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন হয়।

(১৩৪) ৯ জুন ২০২০ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে একটি টেলিফোনিক আলোচনা করেন। এ সময় অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে আশ্বাস প্রদান করে। মহামারি করোনা ভাইরাসের মোকাবিলাসহ দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

(১৩৫) ৯ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে Climate Vulnerable Forum (CVF) Troika সদস্যদের ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় Marshall Islands-এর পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী H.E. Mr. Casten N. Nemra, Ethiopia-এর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কমিশনার H.E. Prof. Dr. FekaduBeyene, GCA-এর বিশিষ্ট ফেলো জনাব আবুল কালাম আজাদ, পররাষ্ট্রসচিব জনাব মাসুদ বিন মোমেন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব, CVF Expert Advisory Group-এর সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য, CVF ও V20-এর উপদেষ্টা Mr. Matthew Mckinnon-সহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় বাংলাদেশ কর্তৃক CVF ও V20-এর সভাপতিত্ব গ্রহণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, CVF ও V20-এর সভাপতি হিসাবে বাংলাদেশের সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা বিশেষতঃ CVF এর Thematic Envoy নিয়োগ, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘের Special Rapporteur নিয়োগ, Climate Vulnerability Monitor 3 এর প্রকাশনা বিষয়ে আলোচনা হয়। সভার শুরুতে CVF Expert Advisory Group এর সভাপতি ড. সালিমুল হক Expert Advisory Group-এর রিপোর্ট সভায় উপস্থাপন করেন। সভাশেষে CVF Troika Meeting-এর বিষয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, Marshall Islands এর পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী H.E. Mr. Casten N. Nemra, Ethiopia-এর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কমিশনার H.E. Prof. Dr. FekaduBeyene CVF ও V20-এ বাংলাদেশের সভাপতিত্ব গ্রহণ ও পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন। এ সময় Marshall Islands ও Ethiopia CVF-এর সভাপতিত্বকালে বাংলাদেশের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

(১৩৬) ২৩ জুন ২০২০ তারিখে 'কোভিড-১৯ মহামারি থেকে টেকসই পুনরুদ্ধারের জন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় করতে গঠিত জাতিসংঘের দারিদ্র্য নির্মূল জোটে যোগদান করে বাংলাদেশ।

(১৩৭) মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২৭ জুন ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'Global Pledging Summit' শীর্ষক ভার্চুয়াল সামিট-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে পূর্বধারণকৃত ভিডিও বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'Coronavirus Global Response' তহবিলে ৫০ হাজার মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করা হয়।

(১৩৮) করোনা সংকট থেকে উত্তরণের জন্য ও আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবাদানের লক্ষ্যে হাসপাতালসমূহে বাংলাদেশ চীন থেকে নিবিড় পরিচর্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২৯ জুন ২০২০ তারিখে চীন থেকে চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (৯টি High-flow heated respiratory humidifier, ১৮টি High-flow heated respiratory humidifiers Solution-A, ১৮টি High-flow heated respiratory humidifiers Solution-B, ৯টি High-flow heated respiratory humidifiers Shelf) বাংলাদেশে এসে পৌঁছায়।

(১৩৯) জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০ মেয়াদে একাদশ জাতীয় সংসদে পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মোট ৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১৪০) জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০ মেয়াদে বিদেশস্থ বাংলাদেশের অর্ধশতাধিক দূতাবাসে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' খোলা হয়েছে।

চিত্র: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে আব্দুল মোমেন থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ২৬তম আসিয়ান (ASEAN) আঞ্চলিক ফোরামে অংশগ্রহণ।

(১৪১) থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত 26th ASEAN Regional Forum চলাকালীন বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও যোগাযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা হয়।

(১৪২) CICA (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia) সচিবালয়ের Deputy Executive Director পদে চীনের প্রার্থী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা Ms. Chi Fang-কে বাংলাদেশ সরকার সমর্থন জানায়।

(১৪৩) কোভিড-১৯ পরবর্তী প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের ৭৭টি মিশনের মিশন প্রধানের সাথে ধারাবাহিক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি, বিনিয়োগ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও মতামত গ্রহণ

করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের দ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সম্ভাব্য রপ্তানি যোগ্য বাংলাদেশি পণ্যের ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

(১৪৪) কোভিড-১৯ মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে (বিশেষত সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ব্রুনেই) কর্মরত বিপুলসংখ্যক শ্রমিক হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়লে সে সকল দেশ থেকে শ্রমিকদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য স্বাগতিক দেশসমূহ বাংলাদেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনসমূহের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের জন্য জরুরি ত্রাণ ও ঔষধ সরবরাহের সমন্বয় কাজ সম্পন্ন করে। এ সকল দেশের রাষ্ট্র/সরকার প্রধান এবং পররাষ্ট্র/শ্রমমন্ত্রীর নিকট বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক কল্যাণ মন্ত্রীর নিকট থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৪৫) করোনা ভাইরাসের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে চীনে বিনিয়োগকৃত বিভিন্ন দেশের কোম্পানিগুলো চীন থেকে তাদের কারখানা তৃতীয় দেশে সরিয়ে নেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছে। বাংলাদেশে উক্ত কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি বিভাগ চায়না ও জাপানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হতে যাওয়া কোম্পানিসমূহের তালিকা প্রস্তুত করেছে এবং উক্ত তালিকা বাংলাদেশের সরকারি ও বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহ যথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, BIDA, BEZA, PPPA, FBCCI ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৪৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে ৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

(১৪৭) কোভিড-১৯-এর ফলে বিশ্বব্যাপী Personal Protective Equipment (PPE), Medical Equipments and Generic Drugs রপ্তানির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশনসমূহ হতে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে। মিশনসমূহ হতে প্রাপ্ত চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়ী সংগঠন ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৪৮) বিদেশি বিনিয়োগকারী ও প্রবাসী বাংলাদেশি যারা বাংলাদেশে বিনিয়োগে ইচ্ছুক তাদের বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরার জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহকে বাণিজ্য মেলা, বিনিয়োগ বিষয়ক সেমিনার, বিজনেস ডায়ালগ, রোডশো ইত্যাদি আয়োজন করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং এ সকল কার্যক্রম আয়োজনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কাঠমান্ডু, সিউল, মুম্বাই, করাচি, রোম, মালয়েশিয়া, ম্যানিলা, অটোয়া, মালে, নাইজেরিয়া এই ১০টি মিশন সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে বাণিজ্য মেলা, বিনিয়োগ বিষয়ক সেমিনার এবং রোড শো আয়োজন ও অংশগ্রহণ করে এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট মিশনগুলোর অনুকূলে প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

(১৪৯) বাংলাদেশের ৭৭টি মিশনের মিশনপ্রধানের সাথে ধারাবাহিক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যে সমস্ত তথ্য ও মতামত গ্রহণ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে বাংলাদেশে Domestic Stakeholder-দের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের Stakeholder-সহ বাংলাদেশের মিশনসমূহের সাথে দেশভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করা হবে।

(১৫০) বাংলাদেশি পণ্য ও মানবসম্পদ রপ্তানির সম্ভাবনামূলক দেশসমূহের ডাটাবেইজ তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে।

(১৫১) বাংলাদেশের বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানে বিদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য যথাযথ আবেদনের প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাজনৈতিক ছাড়পত্র প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

(১৫২) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সাথে সমন্বয় পূর্বক সহযোগী হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, গণচীনসহ প্রবাসী শ্রমিকনির্ভর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৬৪ জন

প্রবাসীর মৃতদেহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ফিরিয়ে এনে তাদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রেখেছে। ইউরোপে মানবপাচার ঠেকাতে শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিতকল্পে লিবিয়াগামী শ্রমিকদের সুবিধার্থে সপ্তাহে দুদিন (সোম ও বুধবার) 'Public Hour' চালু রয়েছে যার অনুকূলে উক্ত অর্থ বছরে অনুসন্ধানপূর্বক ৩০৬টি অনাপত্তিপত্র (NOC) ইস্যু করেছে।

(১৫৩) সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় Standard Operating Procedure (SOP) চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তির আওতায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। উক্ত সময়ে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও নরওয়েসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ৩২৭ জন বাংলাদেশি নাগরিককে সফলভাবে দেশে প্রত্যাবাসন সম্পন্ন করা হয়েছে। International Organization of Migration (IOM)-এর সহায়তায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় লিবিয়া ও তিউনিসিয়াসহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে উক্ত সময়ে ৬৯৫ জনের অধিক অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এ সময়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করতে গিয়ে লিবিয়া ও তিউনিসিয়াসহ আফ্রিকার বিভিন্ন উপকূলে বারংবার নৌকাডুবিতে যে সকল বাংলাদেশির মৃতদেহ (প্রায় ৯৬ জন) উদ্ধার হয়েছে তাদেরসহ জীবিত (প্রায় ১২৭ জন)-কে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ সম্পূর্ণ সরকারি খরচে দেশে এনে তাদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করেছে।

(১৫৪) সম্প্রতি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারসহ দক্ষিণের কয়েকটি জেলা থেকে সমুদ্র পথে অবৈধভাবে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া হয়ে অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি ও পাপুয়া নিউগিনিসহ ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশ গুলিতে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এমন শতাধিক বাংলাদেশি নাগরিককে মাঝ-সমুদ্রসহ এ সকল দেশের জলসীমায় আটক করা হয়। পরবর্তী সময়ে এ সকল দেশের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সফল কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ২০১৯ সালে ভানুয়াতু থেকে ৩০ জন অবৈধ বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

(১৫৫) সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ কোভিড-১৯ মহামারি আকার ধারণ করায় সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চীনের উহান প্রদেশে আটকে পড়া ৩১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইটে দেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। পরে আরো ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নয়াদিল্লিতে হোম কোয়ারিন্টাইন হয়ে বাংলাদেশ বিমানের অন্য একটি বিশেষ ফ্লাইটে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। পরবর্তী সময়ে কোভিড-১৯ বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করায় বিশ্বব্যাপী যখন একে একে বাণিজ্যিক ফ্লাইটগুলি বন্ধ হয়ে যায় তখন আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশসহ মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন দেশ হতে আটকেপড়া ও বিপদগ্রস্ত বাংলাদেশিদের নিজ মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকার তাদেরকে বিশেষ ফ্লাইটে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে এসে সুরক্ষা দিতে সক্ষম হয়।

(১৫৬) কোভিড-১৯ সংকট মোকাবিলায় দক্ষিণ কোরিয়া সরকার বাংলাদেশকে ৩ লক্ষ মার্কিন ডলার সমপরিমাণের সহায়তা প্রদান করছে। সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, ঢাকাস্থ কোরিয়ান দূতাবাস ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে এ সহায়তা গ্রহণের মোডালিটি নির্ধারণসহ সব ধরনের সমন্বয় সাধনের কাজ করছে।

(১৫৭) কোভিড-১৯ সংকট মোকাবিলায় পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করছে। সংশ্লিষ্ট দূতাবাস, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থার সাথে এসব সহায়তা গ্রহণের ধরনের সমন্বয় সাধনের কাজ করছে।

(১৫৮) জাপান থেকে কোভিড-১৯-এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ অ্যাভিগান আনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকাস্থ জাপানিজ দূতাবাস, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে সমন্বয় করছে।

(১৫৯) চীন কোভিড-১৯ প্রতিষেধকের পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু করেছে। এ প্রতিষেধক উৎপাদন ও বিতরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে ও চীনের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে।

(১৬০) কোভিড-১৯-এর কারণে পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য দূতাবাসসমূহ, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও সরকারের অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করা হয়েছে। একইভাবে বাংলাদেশে আটকে পড়া বিদেশি নাগরিকদেরও বিশেষ ফ্লাইটে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

(১৬১) কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে বিদ্যমান সমঝোতা স্মারকের আওতায় কর্মরত ইপিএস শ্রমিক এবং সেখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা অবকাশ কাটাতে এসে কোভিড-১৯-এর কারণে বাংলাদেশে আটকে পড়ে। আটকে পড়াদের কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে বিশেষ ফ্লাইটে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকাস্থ দক্ষিণ কোরিয়ান দূতাবাস, সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদান করছে।

(১৬২) বাংলাদেশে অবস্থিত থাইল্যান্ড দূতাবাস হতে প্রাপ্ত অনুদান হিসাবে খাদ্য এবং সুরক্ষাসামগ্রী গ্রহণ করা হয়েছে এবং সাভার ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

(১৬৩) বাংলাদেশে কর্মরত/অবস্থানরত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের বাংলাদেশ থেকে সে সব দেশে ফিরিয়ে নেওয়া এবং সেসব দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু 'Evacuation Flight'-এর আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশে অবস্থানরত উক্ত দেশসমূহের মিশনসমূহ, উক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের মিশনসমূহ, বাংলাদেশ পাসপোর্ট অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ইমিগ্রেশন পুলিশ প্রভৃতি দপ্তর সমূহের সাথে সার্বক্ষিণিক যোগাযোগের মাধ্যমে উক্ত 'Evacuation Flight' গুলো সমন্বয় ও সফল করা হয়েছে।

(১৬৪) বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিকদের জরুরি Air Ambulance-এর মাধ্যমে থাইল্যান্ড, সিংগাপুরে চিকিৎসার জন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(১৬৫) বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্নশিপ-এর জন্য আগমনেচ্ছু মালদ্বীপের ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিনের ভিসা সমস্যা সমাধানকল্পে বহুভ্রমণ সুবিধায় ১ বছরের S-শ্রেণির ভিসা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যা ঢাকাস্থ মালদ্বীপ দূতাবাস এবং মালে-তে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস-এর মাধ্যমে মালদ্বীপ সরকারকে অবহিত করা হয়েছে।

(১৬৬) কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবাসমূহ ডিজিটাল মাধ্যমে প্রদান করার নিমিত্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আলোচ্য মেয়াদে 'দূতাবাস' নামক একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে। বিভিন্ন ধরনের সনদ সত্যায়ন, সনদের বৈধতা প্রদান, প্রবাসীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সহযোগিতা করা ইত্যাদি এই অ্যাপের মাধ্যমে সহজেই করা যায়। বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সকল মিশনে একযোগে এই অ্যাপের মাধ্যমে ২৯ ধরনের কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। 'দূতাবাস' অ্যাপ্লিকেশনটি এনড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মেই ব্যাবহারযোগ্য। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে অনলাইন কনস্যুলার সেবা জনগণের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা এই অ্যাপের মূল উদ্দেশ্য। 'দূতাবাস'এ্যাপ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি অনন্য প্রচেষ্টা যা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

(১৬৭) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে প্রবাসীদেরকে নির্বিঘ্নে কনস্যুলার সেবা প্রদান করার জন্য 'হটলাইন' সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

(১৬৮) জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০ মেয়াদে বিদেশস্থ ৫টি মিশনে বাসভবন ক্রয়/নির্মাণ/মেরামত করা হয়েছে। যথাঃ লিসবন, লস এঞ্জেলস, দ্য হেগ, ওয়াশিংটন ডিসি ও নিউ ইয়র্ক স্থায়ী মিশন।

(১৬৯) জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০ মেয়াদে বিদেশস্থ ৯টি মিশনে চ্যান্সারি ভবন ক্রয়/নির্মাণ/মেরামত করা হয়েছে। যথা- লস এঞ্জেলস, লন্ডন, লিসবন, ভিয়েনা, দ্য হেগ, আংকারা, নিউ ইয়র্ক স্থায়ী মিশন, রোম ও রিয়াদ।

(১৭০) আলোচ্য মেয়াদে রোমানিয়ার বুখারেস্টে বাংলাদেশের দূতাবাস পুনঃস্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়। রাষ্ট্রদূতের যোগদানের মাধ্যমে দূতাবাসটি বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে চালু হয়ে জনশক্তি রপ্তানিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

(১৭১) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের কোয়ারেন্টাইন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

(১৭২) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ 'ডক্টরস পুল' গঠন করে প্রবাসীদের করোনা সম্পর্কিত অনলাইন চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে। প্রবাসী শ্রমিক অধ্যুষিত কিছু মিশনে 'মেডিক্যাল হটলাইন' নম্বর চালু করা হয়েছে।

(১৭৩) প্রত্যাগত প্রবাসীদের ভবিষ্যৎ এবং বাংলাদেশের ওপর কোভিড পরবর্তী আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিবেচনায় রেখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি খসড়া কার্যপত্র প্রণয়ন করেছে।

২১. পরিকল্পনা বিভাগ

রূপকল্প ২০৪১

(১) রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১-এর চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদন করা হয়। 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন'-এর চূড়ান্ত খসড়া ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন'-এর পরিকল্পনা দলিলের বাংলা সংস্করণ প্রণয়ন করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় শেরে বাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক)-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন।

'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)-এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)-এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(২) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৪টি ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার প্রণয়ন করা হয়। Development Results Framework (DRF) of 8th Five year Plan এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগে আগামী পাঁচ অর্থবছরে অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা, কৌশল, নীতি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ শনাক্তকরণ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি কাঠামো প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের Pannel of Economist-এর প্রথম সভার আয়োজন করা হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক রেজাল্ট ইন্ডিকেটর প্রস্তাবনা বিষয়ক প্রতিবেদনের ওপর মতামত প্রদান করা হয়।

Sustainable Development Goal (SDG's)

(৩) Revised SDGs Monitoring & Evaluation Framework ও 'Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2020' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়েছে। Private Sector Engagement in attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh: Bonding & Beyond' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। 'Situation Analysis of Children in Bangladesh' বিষয়ক একটি ইনসেপশন মিটিং-এর আয়োজন করা হয়েছে। 'Situation Analysis of Childrean in Bangladesh' বিষয়ক স্টাডির ওপর বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় কর্মশালাসমূহে জিইডি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রদানের ইনপুট হিসাবে 'SDG and Bangladesh' বিষয়ে টকিং পয়েন্টস প্রণয়নপূর্বক প্রেরণ করা হয়। ১-২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে মালদ্বীপের মালেতে অনুষ্ঠিত South Asian Speakers' Summit on Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)-এ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের স্পিকারের জন্য ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রণয়ন করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়। ৯-১৮ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত High Level Political Forum ইভেন্টে প্রতিনিধিদলের আলোচনার সুবিধার্থে SDGs Booklet 'Empowering people: ensuring inclusiveness and equality' প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়। জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের আলোচনার সুবিধার্থে 'SDGs and Bangladesh' বিষয়ে ব্রিফ প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪-২২ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে অনুষ্ঠেয় বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর বার্ষিক সভায় 'Sustainable Development Goals (SDGs)' বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের সুবিধার্থে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর জন্য একটি ব্রিফ (ইংরেজিতে) প্রস্তুতপূর্বক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

এডিপি ও আরএডিপি:

(৪) পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ সরকারের এডিপি/আরএডিপি প্রণয়নের কাজ করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন করা হয়েছে। এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার কাজকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে ADP/RADP Management System (AMS) নামে একটি সফট্ওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে আইএমইডি, ইআরডি, অর্থ বিভাগের ডাটাবেজের সাথে ডিজিটাল লিংকেজ স্থাপন করা হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ইংরেজি পুস্তিকার ৩৫০ চূড়ান্ত কপি জরুরিভিত্তিতে মুদ্রণের জন্য ১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়-এ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

একনেক সভা ও প্রকল্প অনুমোদন:

(৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২৪টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভায় ২১১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ৩৭টি প্রকল্প সদয় অবগতির জন্য একনেক সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সকল সভার জন্য প্রকল্পের তালিকা চূড়ান্তকরণ, নোটিশ জারি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য সারসংক্ষেপ ও ব্রিফ তৈরি এবং একনেক সভার কার্যবিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে। সভা আয়োজনের জন্য সকল প্রকার সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থবছরে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত সর্বমোট ২১০টি প্রকল্পের অনুমোদন সংক্রান্ত পত্র জারি করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে এনইসি সভার পূর্বে এনইসি সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণের জন্য ১০ মার্চ ২০২০ ও ১২ মে ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে ২টি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কোভিড-১৯ বিষয়ক:

(৬) 'Coping With COVID-19 The case of Bangladesh' শীর্ষক স্টাডি চূড়ান্ত করা হয়। জাপান সরকারের Crisis Response Emergency Support Loan সংক্রান্ত বিনিময় নোট এবং ঋণচুক্তির ওপর মতামত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। 'Aid Memoire of 'Bangladesh: COVID 19 Active Response and Expenditure' বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদ:

(৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশনে উত্তর দানের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেছে। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের বিপরীতে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে (১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মৌখিক উত্তরদানের জন্য তারকাচিহ্নিত এবং তারকাচিহ্নবিহীন মোট ৮৫টি প্রশ্নের জবাব প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়। একাদশ জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানের জন্য সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ থেকে প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়। একাদশ জাতীয় সংসদের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকে সাংসারিক কর্মকাণ্ডে নারীদের কার্যক্রম জিডিপিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জিইডির মতামত প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে। প্যারাগুয়ের Asuncion-এ অনুষ্ঠিত Sixth IPU Global Conference of Young Parliamentarians শীর্ষক সম্মেলন, সার্বিয়ার বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ)-এর ১৪১তম এসেম্বলিতে, Ouagadougou, Burkina Faso-এ 5th Session of the parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Conference এবং মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটরে অনুষ্ঠিত 19th Asia Pacific Parliaments' Conference On Environment and Development (APPCED)-এ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিদলের আলোচনার সুবিধার্থে বিভিন্ন বিষয়ে টকিং পয়েন্ট/ব্রিফ প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ:

(৮) পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 'উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ' কর্মসূচির ৭টি ব্যাচে মোট ১৪০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণা:

(৯) সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল প্রতিবছর মে-জুন মাসে গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করে থাকে। গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের পূর্বে চাহিদা যাচাই সমীক্ষা, প্রচলিত নীতির গ্যাপ নির্ধারণ, এসডিজি তথ্য গ্যাপ গুরুত্বারোপ করে গবেষণা ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। গবেষণা প্রস্তাবনা সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০১৭-এর নিয়ম নীতি অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৩৮টি গবেষণা প্রস্তাবনার মধ্যে ৮৬টি গবেষণা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে মোট ১৭৭টি গবেষণা প্রস্তাবনার মধ্যে ৮৮টি গবেষণা প্রস্তাবনা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রেজেন্টেশনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

Perspective Plan (2010-2021):

(১০) 'Implementation Review of the Perspective Plan (2010-2021)' শীর্ষক প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন ও অবহিত করার লক্ষ্যে একটি সভা ২৭ নভেম্বর ১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১):

(১১) 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)'-এর ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডিসমূহের ৩য়, ৪র্থ, পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ ভলিউম আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

Delta Plan (SIBDP-2100):

(১২) 'Support to Implementation of Bangladesh Delta Plan (SIBDP-2100)' প্রকল্পের আওতায় Inter-Governmental Committee (IGC)-এর ৪র্থ সভা আয়োজন করা হয় এবং 'Support to Implementation of Bangladesh Delta Plan (SIBDP-2100)' প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুমোদিত 'ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল'-এর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। Global Commission on Adaptation (GCA) কর্তৃক ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনার-এ বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-এর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। 'Support to Implementation of Bangladesh

Delta Plan (SIBDP-2100)' প্রকল্প বাস্তবায়নে উচ্চপর্যায়ের নীতি নির্ধারণী 'ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল'-এর গঠন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 'Support to Implementation of Bangladesh Delta Plan (SIBDP-2100)' প্রকল্প বাস্তবায়নে Technical Advisory Committee (TAC)-এর গঠন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 'Support to Implementation of Bangladesh Delta Plan (SIBDP-2100)' প্রকল্পের আওতায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে workshop Zoom Platform-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'Support to Implementation of Bangladesh Delta Plan (SIBDP-2100)' প্রকল্পের ডেল্টা বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। Bangladesh Delta Plan-2100 বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য 'ডেল্টা উইং' এবং 'ডেল্টা ফান্ড'-এর খসড়া গঠন/কাঠামো প্রস্তাব সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০'-এর অ্যাপ্রোচ কৌশল ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উন্নয়ন সহযোগীদেরকে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

EU-Bangladesh Joint Commission-এর সভা:

(১৩) EU-Bangladesh Joint Commission-এর ৯ম সভা এবং এর আওতাধীন সাব-গ্রুপসমূহের সভার আলোচ্যসূচির ওপর প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ করা হয়েছে এবং EU-Bangladesh 9th Joint Commission-আয়োজনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। EU-Bangladesh Joint Commission Sub-group on Development Co-operation-এর ৭ম সভার কার্যবিবরণী চূড়ান্ত করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়:

(১৪) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় DFID-এর সরাসরি অর্থায়ন ও তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Business Finance for the Poor in Bangladesh (BFP-B)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় National Financial Inclusion Strategy (NFIS)-এর কর্মপরিকল্পনা ও আর্থিক পরিকল্পনার ওপর মতামত প্রণয়নপূর্বক উক্ত বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। 'Bangladesh: Managing Fiscal Risks from Public-Private Partnerships and Public Corporations' শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের ওপর মতামত প্রণয়নপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। 'National Financial Inclusion Strategy' শীর্ষক Strategy-এর ওপর মতামত প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়। 'National Financial Inclusion Strategy' বাস্তবায়নের রিসোর্স বাজেটিং বিষয়ে মতামত প্রণয়নপূর্বক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট পরিপত্র অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করে চূড়ান্ত করার পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালন এবং এর আওতাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট পরিপত্র-২ অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরের বিস্তারিত বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০২১-২২ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিস্তারিত প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করে চূড়ান্ত করার পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) প্রকৃত ব্যয়, উদ্বৃত্ত সমর্পণের হিসাব প্রণয়ন করে অনুমোদনের পর অর্থ বিভাগ ও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরসমূহের বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)'-এর পেনশন ফান্ডের জন্য ৩০ কোটি টাকা এককালীন অনুদান মঞ্জুরি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ কর্তৃক 'Bangladesh Marches On' বিষয়ক প্রকাশনার জন্য ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ প্রণয়নের জন্য সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের তথ্যাদি/উপাত্ত বাংলা ও ইংরেজিতে প্রণয়নপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত মুদ্রানীতি জুলাই ২০১৯-এর ওপর পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়:

(১৫) 'Statistics of Civil Officers and Staff-2019' শীর্ষক পরিসংখ্যান পুস্তিকা প্রকাশের লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থার জনবল সম্পর্কিত তথ্যাদি ৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এস্টাব্লিসমেন্ট ম্যানুয়্যাল (ভলিয়ম-৩) ও এস্টাব্লিসমেন্ট ম্যানুয়্যাল (ভলিয়ম-৪) প্রণয়নের লক্ষ্যে জারিকৃত/সংশোধিত অধ্যাদেশ আইন/বিধিমালা/প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র/অফিস স্মারক/সার্কুলার ৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে।

'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন:

(১৬) 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে র‍্যালি, ভিডিও ডকুমেন্টেশন তৈরি এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনীর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'মধ্যম আয়ের পথে বাংলাদেশ' প্রকাশিত হয়েছে এবং 'বঙ্গবন্ধু ও পরিকল্পনা কমিশন' বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়ে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

বিবিধ কার্যাবলি:

(১৭) 'জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)' প্রকল্প এলাকায় ভবনের বেজমেন্ট-২-এর কাজ সম্পন্ন এবং বেজমেন্ট-১-এর কাজ চলমান রয়েছে। 'Impact Assessment and Coping up Strategies of Graduation from LDC Status for Bangladesh' প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত 'Impact Assessment and Coping up Strategies of Graduation from LDC Status for Bangladesh' শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। 'উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক মাস্টার্স, পিএইচডি ও স্থানীয় পিএইচডি ডিগ্রি কোর্সের মনোনয়ন পত্র, খসড়া নীতিমালা ও মানদণ্ড চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কমিটির মতামত/সুপারিশ/সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চূড়ান্ত করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনপূর্বক বৈদেশিক মাস্টার্সের জন্য ২ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান এবং ১ জন প্রার্থীকে অভ্যন্তরীণ পিএইচডি কোর্সের লক্ষ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের জন্য মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(১৮) 'Strengthening Capacity of the General Economics Division (GED) to Integrate Population and Development Issues into Plans and Policies' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২টি Knowledge Sharing Workshop, ২টি Population Expert Committee-এর সভা এবং ১টি পলিসি ব্রিফ ও ১টি পলিসি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সকল খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটিতে 'Sector Strategy on Economic Governance: Accelerating Economic Growth' শীর্ষক কার্যপরিকল্পনার ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'Governance of Social Services for Women and Children in Urban Areas' বিষয়ক স্টাডির ওপর সভার আয়োজন করা হয়। Bangladesh Child Focused Multidimensional Poverty Index এবং National Multidimensional Poverty Index পরিমাপ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। VNR-2020-এর Main Massage জাতিসংঘে প্রেরণের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(১৯) 'Adaptation of Climate Change into the National and Local Development Planning (ACCNLDP)' শীর্ষক প্রকল্পের সহায়তায় প্রণীত 'Integration of National and Local Development' প্রতিবেদনের ওপর অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। World Bank team visit to Bangladesh for the work on Agriculture Strategies Development (ASD) for Diversification, Value Chains Development, and Inclusive Jobs-বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে। 'Adaptation of Climate Change into the National and Local Development Planning (ACCNLDP)' প্রকল্পের আওতায় 'Sector Action Plan on

Environment and Climate Change' দ্রুত চূড়ান্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ICCCAD-এর সঙ্গে যৌথভাবে Learning Hub Event (LHE) on 'Nature-based Solutions for Development Planning in Bangladesh' আয়োজন করা হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক প্রেরিত খসড়া 'Country Programme Framework (2019-2020)'-এর ওপর মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(২০) 'Leveraging the Circular Economy to Reduce Industrial and Marine Pollution in Bangladesh Technical Assistance Mission'-এর ওপর মতামত প্রদান করা হয়েছে। নতুন জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০-এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদান করা হয়েছে। Position of Bangladesh in various global index ranking and comparison with other countries শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-১৯-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগর প্রান্তে এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন।

(২১) জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮-এর কর্মপরিকল্পনাভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমে ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২২. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫.২৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ২,০৬৪ মার্কিন ডলার নির্ধারিত হয়। ২০১৯ সালে দারিদ্র্য হার ২০.৫ শতাংশ এবং হতদারিদ্র্য হার ১০.৫ শতাংশ নির্ধারিত হয়।

(২) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে এ বিভাগ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে থাকে। এ বিভাগ এসডিজি'র তথ্য-উপাত্ত প্রদানের পাশাপাশি ৫টি সূচক বাস্তবায়নের জন্য 'লিড' হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। সূচকসমূহ হলো-

- ১৭.১৮.১ (সরকারি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত মূলনীতি অনুযায়ী লক্ষ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে পূর্ণ বিভাজনসহ জাতীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন সূচক প্রস্তুতের অনুপাত)। আন্তর্জাতিকভাবে এ সূচকটি এখনও Tier III-তে রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে এটির সংজ্ঞা ও ধারণা নির্দিষ্ট হয়নি, তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

হতে বিভিন্ন সূচকের তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ন্যূনতম Disaggregation নিশ্চিত করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ন্যূনতম Disaggregation আছে এরকম সূচকের অনুপাত ৩৬.৬ শতাংশ (বিবিএস, ২০১৯)।

- ১৭.১৮.২ (সরকারি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত মূলনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ জাতীয় পরিসংখ্যান আইন রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা)। এটি বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে Fundamental Principles of Official Statistics-কে 'পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩'-এ যথাযথ বিন্যাসের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসাবে 'বিবিএস'-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ সংশোধনের প্রস্তাব প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ কমিটির বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সংশোধনের বিষয়টি চলমান রয়েছে।
- ১৭.১৮.৩ (তহবিলের উৎস অনুযায়ী, সম্পূর্ণভাবে তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন জাতীয় পরিকল্পনা বিদ্যমান এমন দেশের সংখ্যা)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক National Strategy for the Development of Statistics (NSDS)-এ ২০১৪-২০২৩ মেয়াদে উইংভিত্তিক সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যাবলি, কর্মপরিকল্পনা, সম্ভাব্য প্রাক্কলিত বরাদ্দ এবং অর্থায়নের উৎসের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তার জন্য ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় NSDS Implementation Support Project গ্রহণ করা হয়েছে; যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর আওতায় অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব বরাদ্দ, উন্নয়ন বরাদ্দ ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বা পরিকল্পনা রয়েছে।
- ১৭.১৯.২ (উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিসংখ্যানগত সক্ষমতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত সকল সম্পদের ডলার মূল্য)। এটি বাস্তবায়নের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ১৭.১৯.২-ক (গত ১০ বছরে অন্তত একটি আদমশুমারি ও গৃহগণনা পরিচালিত হয়েছে)। ২০২১ সালের ২-৮ জানুয়ারি মেয়াদে ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হবে। ৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে এ বিভাগ কর্তৃক এ বিষয়ক একটি প্রারম্ভিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৩) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি, ২০১৮ প্রকল্পের প্রিলিমিনারি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে সাধারণ খানার সংখ্যা ৩,৫৫,৩৩,১৮০টি। এর মধ্যে কৃষি খানার সংখ্যা ১,৬৫,৬২,৯৭৪ এবং মৎসজীবী খানা ৯,৯৫,১৩৫।

(৪) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে পরিসংখ্যান ভবনে 'National Workshop on International Indexes in Achieving SDGs' শীর্ষক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন র‍্যাংকিং-এ হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত নিশ্চিত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উন্নয়ন সূচকসমূহে বাংলাদেশের অবস্থান উপস্থাপন করা হয়।

(৫) ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং এর আওতাধীন বিবিএস এবং এটুআই (a2i) কর্তৃক যৌথভাবে 'SDG Tracker and SDG Localization' শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সকল তথ্য-উপাত্ত প্রদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে ডাটা বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে বেশ কয়েকটি সেমিনার/কর্মশালা এবং বিবিএস এবং এটুআই কর্তৃক যৌথভাবে ১০টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

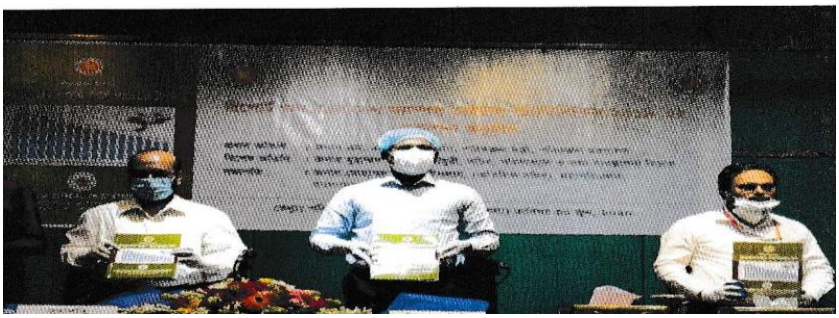

চিত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস্ বাংলাদেশ (এমএসভিএসবি) ৩য় পর্যায়' প্রকল্পের 'Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2019' প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৩০ জুন ২০২০ তারিখে পরিসংখ্যান ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি।

(৬) ১৫-১৮ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে ৮টি বিভাগের ৩২টি নমুনা এলাকায় 'জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোবাইল অ্যাপস্-এর মাধ্যমে পাইলট লিস্টিং-এর তথ্য বিবিএস-এর সার্ভারে প্রেরণ/জমা করা হয় এবং এটি সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র বাংলাদেশে যাতে মোবাইল অ্যাপস্-এর মাধ্যমে জনশুমারি ও গৃহগণনার তথ্য সহজে সংগ্রহ করা যায়।

(৭) ৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে 'জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১' শীর্ষক প্রকল্পের Inception Workshop অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১-এর সাথে প্রশাসনের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্তকরণ এবং তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা চাওয়া হয়। একই উদ্দেশ্যে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ এবং ২৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে যথাক্রমে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস এবং সিলেট সার্কিট হাউসে দুটি বিভাগীয় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৮) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র 'Multiple Indicator Clsuster Survey (MICS) 2019' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় 'Progotir Pathey Bangladesh'-এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠান পরিসংখ্যান ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। দেশে ৬৪,৪০০টি খানায় MICS ২০১৯ জরিপ পরিচালিত হয়। এ জরিপের মাধ্যমে ১৪৪টি ইন্ডিকেটর প্রস্তুত করা হয়েছে যার মধ্যে ২৯টি ইন্ডিকেটর সরাসরি SDG মনিটরিং-এর সাথে সম্পৃক্ত। মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ মা ও শিশুদের পুষ্টি, স্যানিটেশন ও হাইজিন, শিশুশ্রম, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইন্ডিকেটর শৈশবকালীন খর্বাকৃত শিশু। MICS ২০১২-১৩ রিপোর্টে খর্বাকৃতি শিশু ছিল ৪২ শতাংশ। বর্তমানে MICS ২০১৯ রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে ৫ বছরের নিচের শিশুদের মধ্যে খর্বাকৃতি শিশুর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ২৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে দেশের ৭৫.২ শতাংশ মা (যারা

গত ২ বছরে গর্ভদান করেছেন) একবার তার শেষ গর্ভের সময় দক্ষ চিকিৎসকের আওতায় গর্ভকালীন সেবা নিয়েছেন, যা পূর্বে ছিল ৫৮.৭ শতাংশ। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি উল্লেখ্যযোগ্য হারে বেড়েছে। পূর্বে ৩১ শতাংশ মা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির আওতায় থাকলেও বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

(৯) ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং a2i-এর যৌথ উদ্যোগে SDG Tracker বিষয়ক একটি Consultation Workshop পরিসংখ্যান ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের এসডিজি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ নির্বাচিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ চূড়ান্তকরণে স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অংশগ্রহণকারীগণের সমন্বয়ে অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রাগুলো পর্যালোচনাপূর্বক নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

(১০) ৩০ জুন ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র 'মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস্ অব বাংলাদেশ (এমএসভিএসবি) ৩য় পর্যায়' প্রকল্পের Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2019-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান পরিসংখ্যান ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই শুমারির মাধ্যমে আন্তঃশুমারি বছরসমূহের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপাদনসমূহ যথা– জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, আগমন, বহির্গমন এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিয়মিতভাবে জনমিতি সম্পর্কিত সূচকসমূহের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। এ জরিপে দেখা যায় যে, ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার-এর ক্ষেত্রে ২০১৩ সালে প্রতি হাজার জীবিত শিশু জন্মের ক্ষেত্রে ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার ছিল ৪১ যা ২০১৯ সালে কমে হয় ২৮, মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত ২০১৩ সালে ছিল ১.৯৭ যা কমে ২০১৯ হয় ১.৬৫, মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ২০১৩ সালের ৭০.৪ বছর থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে ৭২.৬ বছর।

(১১) ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে পরিসংখ্যান ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়।

(১২) ৮ জুন ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে প্রতি বছর ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখকে 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস' হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

২৩. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

(১) স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে এবং পরে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস অনুরূপ কর্মসূচি পালন করে।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং আওতাভুক্ত সকল দপ্তর/সংস্থা বঙ্গবন্ধু'র বাণী/উক্তি দিয়ে বিভিন্ন সাইজের ব্যানার, ড্রপডাউন তৈরি করে প্রর্দশন করে। পাশাপাশি অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে আলোকসজ্জা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

(৩) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২-১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর ২৫তম পার্টি সম্মেলনে (COP-25) বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং COP-25-এ বাংলাদেশ ২০২০-২১ মেয়াদে Climate Vulnerability Forum (CVF)-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ১২০ বর্গমিটার আয়তনের একটি প্যাভিলিয়ন স্থাপন করে সরকারের বিগত বছরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত অর্জন, পরিবেশ রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন এবং মাদ্রিদ জলবায়ু সম্মেলন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

(৪) পরিবেশ অধিদপ্তর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে 'প্লাস্টিক বর্জ্য মুক্ত ভালবাসার ক্যাম্পাস ২০২০' শীর্ষক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে প্লাস্টিক বর্জ্য মুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

চিত্র: বাংলাদেশ অভিযোজন সম্পর্কিত 'গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশন' শীর্ষক সভা ঢাকায় ১০ জুলাই ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত হয়।

(৫) ৯-১০ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে ঢাকায় Global Commission on Adaptation (GCA)-এর দুই দিনব্যাপী একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন, বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় GCA-এর একটি আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকাতে স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে GCA-এর স্থায়ী কার্যালয় স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের ১২ তলায় অস্থায়ীভাবে GCA-এ আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

(৬) ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ের চতুষ্পার্শ্ব 'শব্দদূষণ মুক্ত' এবং 'নীরব এলাকা' ঘোষণা করা হয়েছে এবং গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে সচিবালয়ের চতুর্দিকে লিফলেট বিতরণ ও স্টিকার লাগানো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৭) কুরবানিকৃত পশুর উচ্ছিষ্টাংশ পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণে করণীয় বিষয়ক ৪ লক্ষ কপি লিফলেট মুদ্রণপূর্বক সকল জেলা প্রশাসক, সিটি কর্পোরেশন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় কার্যালয়, সকল মহানগর কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে বিতরণ এবং ১৬টি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

(৮) জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ মেয়াদে সমগ্র বাংলাদেশে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করে ৫৭০টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/প্রকল্প/শিল্প-কারখানাকে ৩১.০৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য এবং ৭.৪৫ কোটি টাকা আদায় এবং ইটিপি ও ছাড়পত্রবিহীন ৩৬টি প্রতিষ্ঠানকে তাৎক্ষণিক ১০.৩৬ কোটি টাকা জরিমানা ধার্য ও ১০১টি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ৪৯৮টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১.২৫ কোটি টাকা আদায় এবং ২৫.৪২ টন পলিথিন ও দানা জব্দ করা হয়েছে। ঢাকা ও তার আশেপাশে ৫টি জেলায় ১৮৯টি ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ৮.৫৪ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে এবং একইসঙ্গে আংশিক ও সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ফেলা হয়েছে।

(৯) বাংলাদেশ এবং জাপান সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Joint Crediting Mechanism (JCM)-এর আওতায় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে 'Writing Proposals for Joint Crediting Mechanism' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। JCM-এর আওতায় জাপান থেকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, শিল্প ও অন্যান্য খাতে স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্বল্পকার্বন নিঃসরণযোগ্য ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাপানের সহায়তায় ইতোমধ্যে ৫টি প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(১০) ইট প্রস্তুত ও ইটভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ), ২০১৩ (সংশোধন) ২০১৯' বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী তরল বর্জ্য নির্গমন ও গ্যাসীয় নিঃসরণ মানমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(১১) দেশের দূষণ ঘন এলাকার পরিবেশ দূষণ তথা পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং রাসায়নিক ও বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে 'Bangladesh Environmental Sustainability and Transformation (BEST)' শিরোনামে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এর আওতায় একটি Sub-component হিসাবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে (সুন্দরবন অঞ্চল) 'Strategic Environment Assessment (SEA)' করার বিষয় প্রস্তাব করা হয়েছে।

(১২) উপকূলীয় ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার মধ্যে কক্সবাজার-টেকনাফ পেনিনসুলা, সোনাদিয়া দ্বীপ ও হাকালুকি হাওরের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় 'Community Based Adaptation in the Ecologically Critical Areas through Biodiversity Conservation and Social Protection' শীর্ষক প্রকল্পের প্রথম পর্যায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(১৩) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২৭টি নদীর ৬৬টি পয়েন্ট থেকে নদীর পানির নমুনা সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়। দেশের জনসংখ্যা, উন্নয়ন কার্যক্রম, দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ পয়েন্টসমূহ পুনর্নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে লক্ষ্যে 'Geospatial Technology Based Water Quality Monitoring System for Bangladesh' শীর্ষক একটি সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০টি নদীর মনিটরিং পয়েন্টের সংখ্যা পুনর্নির্ধারণ করে ৯৯টি নির্ধারণ করা হয়েছে।

(১৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে 'জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা 'National Oil and Chemical Spill Contingency Plan (NOSCOP)' প্রণয়ন এবং মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়।

(১৫) Global Environment Facility (GEF)-এর Least Developed Countries Fund (LDCF)-এর অর্থায়নে এবং জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা UNEP-এর কারিগরি সহায়তায় বরেন্দ্র ও হাওড় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক 'Ecosystem based Approaches to Adaptation (EbA) in the drought prone Barind Tract and Haor wetland area' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৬) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি জমির উপরিভাগের মাটি সুরক্ষায় সরকার 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)' জারি ও কার্যকর করেছে এবং ইটের বিকল্প নির্মাণসামগ্রী হিসাবে ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ আইনের ধারা ৫-এর ৩ক ধারা অনুযায়ী সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে, ভবনের দেওয়াল ও সীমানা প্রাচীর, হেরিং বোন বন্ড রাস্তা এবং এবং গ্রাম সড়ক টাইপ-বি এর ক্ষেত্রে ২০২৫ সালের মধ্যে শতভাগ ব্লক ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা প্রদান করে গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(১৭) পাহাড় ধস রোধে বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনাক্রমে পাহাড় ধস রোধে করণীয় বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনে পরিবেশ অধিদপ্তরের মতামত অন্তর্ভুক্ত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা চিহ্নিত করে পাহাড় ধস

রোধে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে। পাহাড় কাটার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ৩০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে চট্টগ্রামে অবৈধভাবে নির্ধারিত সীমার বাইরে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরির জন্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়।

(১৮) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংকটাপন্ন ও বিরল দেশীয় প্রজাতির চারা উত্তোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বনায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বননির্ভর জনগোষ্ঠীকে গ্রামপর্যায়ে সংগঠিত করে বন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের বন বিটসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিদ্যমান ৪৭টি বিভাগের মধ্যে ১৭টি বন বিভাগের ৩৩০টি বন বিটের আওতাধীন প্রায় ৬০০টি গ্রামের প্রায় ৪০,০০০ বননির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরি ও কার্যকর করার কাজে সম্পৃক্ত করার কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

(১৯) সৃজিত বনায়ন এবং বিদ্যমান বনাঞ্চল রক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বন অধিদপ্তর উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে ১৪,১০০ হেক্টর জমিতে ব্লক বাগান সৃজন, ১,৪০০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজন এবং ৯,৫০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হয়েছে।

(২০) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪১৩টি নার্সারিতে বিভিন্ন বনজ, ফলদ, ঔষধি ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের ৭ কোটি ৩০ লক্ষ চারা তৈরি এবং উত্তোলন করা হয়েছে। এর মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রোপণের লক্ষ্যে ১ কোটি চারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(২১) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় ২৩৬.৩৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২৫টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

(২২) দেশব্যাপী উদ্ভিদ জরিপ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন তথ্য (স্থানীয় নাম, ব্যবহার, সংগ্রহের তারিখ, বাসস্থান, স্বভাব, প্রাপ্তিস্থান, বিস্তৃতি, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও দুষ্প্রাপ্যতা), ছবি ও ফুল-ফল সমেত ১,০১৪টি উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ করেছেন।

(২৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত গবেষণার মাধ্যমে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম-এর বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক ১,৩৪৩টি উদ্ভিদ নমুনা শনাক্ত করা হয়েছে।

(২৪) ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণ দেশের তিনটি উদ্ভিদ পরিবারের (Melastomataceae, Borraginaceae ও Aristolochiaceae) উপর ফ্লোরিস্টিক গবেষণা সম্পন্ন করেন। তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল দিয়ে Flora of Bangladesh শীর্ষক সিরিজের ৭৬, ৭৭ ও ৭৮ নম্বর সংখ্যা রচনার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে হারবেরিয়ামের গবেষকদের গবেষণা কার্যের সমন্বয়ে 'Bulletin of the Bangladesh National Herbarium' ভলিউম-৭ শিরোনামে একটি বুলেটিন রচিত হয়েছে।

(২৫) বিএফআরআই-এ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫৮টি গবেষণা স্টাডির আওতায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে ভুদুম বাঁশের seed থেকে direct regeneration-এর মাধ্যমে চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে ঔষধি উদ্ভিদ অ্যালোভেরা-এর চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ১২টি ঔষধি উদ্ভিদের প্রোপাগিউল সংগ্রহ করে নার্সারিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চন্দন গাছের চারা উত্তোলন করা সম্ভব হয়েছে। Karanga প্রজাতির নার্সারি টেকনিক উদ্ভাবন করা হয়েছে।

(২৬) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,০৮৫টি উদ্ভিদ নমুনার বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় নাম, পরিবার, এক্সেশন নাম্বার, সংগ্রহের তারিখ, বাসস্থান, স্বরূপ, প্রাপ্তিস্থান, প্রাচুর্য, ব্যবহার ইত্যাদি তথ্যাবলি সংবলিত ই-ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে।

২৪. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(১) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পসহ ২৭টি অনুমোদিত (জিওবি অর্থায়নে বিনিয়োগ প্রকল্প ২৬টি এবং বৈদেশিক অর্থায়নে টিএ প্রকল্প ১টি) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১,৬৩,৭১৬ লক্ষ (জিওবি ১,৬৩,৩৬৬ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৫০ লক্ষ) টাকা। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ১,৩৮,৭৭৫.৯৪ লক্ষ (জিওবি ১,৩৮,৪৭৫.৯৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০০ লক্ষ) টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং মোট ১,২৮,৭২৮.১১ লক্ষ (জিওবি ১,২৮,৪২৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০০ লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৭৮.৬৩ শতাংশ। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩টি নতুন প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প

(২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে 'আমার বাড়ি আমার খামার (৩য় সংশোধিত)' প্রকল্পের আওতায় ৯ লক্ষ পরিবারকে উপকারভোগী হিসাবে বাছাই, ১৭,০০০টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন, ৩০০ কোটি টাকা সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা, ২৮৫ কোটি টাকা কল্যাণ অনুদান (উৎসাহ বোনাস) প্রদান এবং সমিতিসমূহকে ৩৩০ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৮.৯৮ লক্ষ পরিবারকে উপকারভোগী হিসাবে বাছাই, ১৭,২৪৪টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন, ২৩৮.৯৬ কোটি টাকা সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা, ২৮৪.০৮ কোটি টাকা কল্যাণ অনুদান (উৎসাহ বোনাস) প্রদান এবং সমিতিসমূহকে ৩২৯.৭৬ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০,৬৫,৩৫৮ জন উপকারভোগীকে ১,৪৩৬.১৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ, বিতরণকৃত ঋণের সার্ভিস চার্জ (সেবা মূল্য) হিসাবে ৫৩.২৯ কোটি টাকা আদায়, ২২,৮৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ১০,২০০ জন উপকারভোগী সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১০,৬৫,৩৫৮টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার সৃজন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১,০৭,৬৩৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১,০০,৭৪৯.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৯৩.৭৩ শতাংশ।

(৩) আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৫৪.৫৭ লক্ষ পরিবারকে উপকারভোগী হিসাবে বাছাই, ১,২১,০৬৪টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন, ১,৯০২.০৩ কোটি টাকা সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা, ১,৭৪৪.৯৫ কোটি টাকা কল্যাণ অনুদান (উৎসাহ বোনাস) প্রদান এবং সমিতিসমূহকে ২,৯০৫.৬১ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান এবং ৩০৪.২৫ কোটি টাকা সেবামূল্য আদায় করা হয়েছে। বর্তমানে সমিতিসমূহের মোট তহবিলের পরিমাণ ৬,৭৯৫.৮২ কোটি টাকা; গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ হয়েছে ৯,৯৩০.১৮ কোটি টাকা এবং পারিবারিক বলয়ে ২৪.৩২ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়বর্ধক খামার গড়ে উঠেছে। প্রকল্পভুক্ত ২,৬১,৭১০ জন উপকারভোগী সদস্যকে বিভিন্ন কৃষিজ ট্রেডে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৪৯,০০০ জনকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসাবে বাছাই করা হয়েছে। ৩৯টি যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট ৫৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তর

(৪) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪,৪১৫টি সমিতি নিবন্ধন এবং সমিতি অডিট হয়েছে ৫৭,১২২টি। সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ সংশোধনের জন্য আইন প্রণয়ন; নাগরিক সেবা সহজীকরণের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও ই-সেবা চালু করা; রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রথাগত সেবা পদ্ধতিকে ই-সেবা সার্ভিসে রূপান্তরের জন্য সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক 'ই-সার্ভিস রোডম্যাপ ২০২১' প্রণয়ন করা হয়। সমবায় অধিদপ্তর বর্তমানে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বর্ণিত ২টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৫,২৭২ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪,৯৪৩.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৯৩.৭৭ শতাংশ।

চিত্র: জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৯ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সমবায় স্টল পরিদর্শন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

(৫) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ৮টি বিভাগীয় অফিস স্থাপন, সদর দপ্তর, জেলা দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫৯টি ক্যাটাগরির ১৩,২২৫টি নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর সাংগঠনিক কাঠামোর আওতাধীন তারাকান্দা-ময়মনসিংহ, নলডাঙ্গা-নাটোর, ওসমানীনগর-সিলেট ও গুইমারা-খাগড়াছড়ি উপজেলায় ৩ ক্যাটাগরির ১২টি পদ সৃজনের প্রস্তাব সম্পন্ন হয়েছে। নবসৃষ্ট শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় ৩ ক্যাটাগরির ৩টি পদ সৃজনের প্রস্তাব ১১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিআরডিবি কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬,৪৫৬টি অনানুষ্ঠানিক সমিতি/দল গঠন, ১,৭১,১০৩ জন সদস্যভুক্তি, ৬৫.০৭ লক্ষ টাকা শেয়ার জমা, ২৯,৮৩৬.৬০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা, ১,৭১,১০৩ জন সুফলভোগীকে বিভিন্ন ধরনের আয়-উৎসারী কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫৯১.৭৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বর্তমানে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বর্ণিত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১০,৭৮৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৮,০১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৭৪.২৪ শতাংশ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কোটবাড়ি, কুমিল্লা

(৬) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনালগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ড, কুমিল্লা ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১৪টি গবেষণা সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে ২১টি গবেষণা চলমান রয়েছে। একই সময়ে বার্ড ১টি আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সসহ (৯ জন বিদেশি প্রশিক্ষণার্থী) মোট ২২৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে সেখানে ৯,১৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। বার্ড-এ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে ৯৫ জন দেশি-বিদেশি অতিথি অংশগ্রহণ করেন। বার্ড বর্তমানে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বর্ণিত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২২.০৭ কোটি টাকার বিপরীতে ১০.৪০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৪৭.১৩ শতাংশ।

চিত্র: গ্রামে শহরের নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার 'আমার গ্রাম আমার শহর' বাস্তবায়নকল্পে আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় মন্ত্রিপরিষদ সচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ অংশগ্রহণ করেন।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

(৭) আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক একাডেমির বিধিবদ্ধ কার্যক্রমের আওতায় নিজস্ব, বিভিন্ন প্রকল্প ও যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন মেয়াদে ১০৬টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে মোট ৮,৮২৩ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; ৭৩টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের একাডেমির মোট ১৭ জন কর্মকর্তা দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমন করেছেন এবং দেশের অভ্যন্তরে মোট ১৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে মোট ৪৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। প্রায়োগিক গবেষণার আওতায় ৮টি এডিপিভুক্ত প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ১৪৫.৮৭ কোটি টাকার বিপরীতে ৭৫.৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা বরাদ্দের ৫১.৬৯ শতাংশ। একাডেমির ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ২ দিনব্যাপী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং একাডেমির পরিচালনা বোর্ডের ৪৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একাডেমির মোট জনবল ৩০৪ জনের বিপরীতে বর্তমানে পূরণকৃত পদের সংখ্যা ২৩২ এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৭২।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ

(৮) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাপার্ড কর্তৃক ১,৮৬৪ জন সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং ৫৯৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাপার্ড কর্তৃক ১,৮৬৪ জন সুফলভোগী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১২০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। নব প্রতিষ্ঠিত এ একাডেমি জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ৩,৪৪৭৩.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৭০ কোটি টাকার বিপরীতে ৫,০৫০.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। যার অগ্রগতি মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৭২.১৪ শতাংশ এবং ছাড়কৃত

অর্থের ৯৪ শতাংশ। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৩০.২৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ, ভৌত নির্মাণকাজের মধ্যে ১০ তলা একাডেমিক ভবনের শতভাগ, ১০তলা হোস্টেল ভবনের ৯৯ শতাংশ, ৬ তলা অফিসার্স কোয়ার্টার ৭৬ শতাংশ এবং ৬ তলা স্টাফ কোয়ার্টার ৭৬ শতাংশ, পোল্ট্রিশেড-এর শতভাগ নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। কৃষি শেড, হ্যাচারি শেড ও বাউন্ডারি ওয়ালসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

(৯) বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমবায়ীদের নিকট থেকে মোট ৪২৯.৯৪ লক্ষ লিটার মানসম্মত নিরাপদ তরল দুগ্ধ সংগ্রহ, ৩২৫.৮৫ লক্ষ লিটার পাস্তুরিত তরল দুগ্ধ বিক্রয়, পাস্তুরিত তরল দুগ্ধ বিক্রয় বাবদ ২৭৩.৬৩ কোটি টাকা এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত (ঘি, আইসক্রিম, রসমালাই, দধি, লাবাং, মাঠা ইত্যাদি) পণ্য বিক্রয় বাবদ ১১.৮৮ কোটি টাকা সর্বমোট ২৮৫.৫১ কোটি টাকা (অনিরীক্ষিত) আয় করেছে। মিল্কভিটা কর্তৃক সমবায়ীদের গবাদিপশুর জন্য মোট ১,৩৭৫.৭০ মেট্রিক টন দানাদার গো-খাদ্য উৎপাদন ও ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বাস্তবায়নাধীন ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৫৯.৫০ কোটি টাকার বিপরীতে ১৬.২২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ২৭.২৬ শতাংশ। গুড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিদিন অতিরিক্ত ২ লক্ষ লিটার তরল দুধ থেকে প্রায় ২২-২৫ মেট্রিক টন বিশ্বমানের গুড়ো দুধ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

(১০) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৭১২টি অনানুষ্ঠানিক সমিতি/দল গঠন, ১,২৯,০৪৬ লক্ষ জন সদস্যভুক্তি, ১৫,৩৪০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা, ২১,১৯৬ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১,৭৩৮.৫৫ কোটি (ক্ষুদ্র ঋণ ১,০১৩.০৬, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ ৫১৮.৬৭, নারী উদ্যোক্তা ঋণ ২০৬.৮২) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিডিবিএফ বর্তমানে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বর্ণিত ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৫৫.৯০ কোটি টাকার বিপরীতে ২৬.০৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৪৬.৬০ শতাংশ।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

(১১) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১৮১টি অনানুষ্ঠানিক সমিতি/দল গঠন, ১৪,৪৯৯ জন সদস্যভুক্তি, ১,১৮১ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা, ৯,০৪০ জন সুফলভোগী এবং ৭৪২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১৪,৫৩৪ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বর্তমানে ১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৭.৮৪ কোটি টাকার বিপরীতে ৭.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৯৬.১৬ শতাংশ।

২৫. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা, আইন, বিধিবিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনঃখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার বিষয়ে সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

(১) জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০, উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ এবং ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে উভয় দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক ৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৩) আগস্ট ২০১৯ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যৌথ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য যৌথ কারিগরি দলের গঠন ও এর কার্যপরিধি নির্ধারণের জন্য উভয় দেশের দুই জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত যৌথ দলের সভা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৪) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার আরও উজানের ৮টি স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহের জন্য 'Proposal for Enhanced Cooperation in Hydro-Meteorological & Morphological Data Sharing from India within the Ganges-Brahmaputra-Meghna (GBM) Basins for better Flood Forecasting and Management in Bangladesh' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন অক্টোবর ২০১৯ মাসে ভারতের সঙ্গে বিনিময় করা হয়েছে।

(৫) ব্রহ্মপুত্র নদের চীনে অবস্থিত ৩টি স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ সংক্রান্ত 'Provision of Hydrological Information of the Yaluzangbu/Brahmaputra River in Flood Season by China to Bangladesh' শীর্ষক একটি সমঝোতা স্মারক ও এর Implementation Plan ৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে চীনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুপক্ষ কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়।

(৬) ২০১৯ সালে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বার্ষিক প্রতিবেদন ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৭৩তম বৈঠকে চূড়ান্ত করে সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের নেতৃত্বে দ্বিপক্ষীয় সভা, ৫ অক্টোবর ২০১৯, দিল্লি।

(৭) ২০২০ সালের শুকনো মৌসুমে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ফারাক্কায় যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন শেষে ৭৪তম সভা ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৮) গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আলোকে ২০২০ সালের শুকনো মৌসুমে (১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে) ভারতের ফারাক্কায় যৌথ প্রবাহ পরিমাপ ও বণ্টন এবং বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট প্রবাহ পরিমাপ করা হয়েছে।

(৯) ২০১৯ সালের বন্যায় সারাদেশে (হাওড় অঞ্চল ব্যতীত) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) বাঁধের ১,৩৭৬টি স্থানে মোট ৪৭৩.৭৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ভাঙন কবলিত হয়। এর মধ্যে ৮২৬টি স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত ১৩৮.৪৮ কিলোমিটার ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ আপদকালীন জরুরি কাজ গ্রহণের মাধ্যমে মেরামত করা হয়েছে। বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত ১,২২৯ কিলোমিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ২১০টি স্থানে মোট ৩২.৫২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে ১১৫টি স্থানে মোট ৯.৬৮ কিলোমিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ভাঙন কবলিত স্থান আপদকালীন জরুরি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মেরামত করে ভাঙন মোকাবিলা করা হয়েছে।

(১০) ২০ মে ২০২০ তারিখে উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় 'আম্ফান'-এর আঘাতের ফলে দেশব্যাপী মোট ১,১১১টি স্থানে বাঁধ, নদীতীর সংরক্ষণ কাজ ও অন্যান্য কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও নদীতীরের দৈর্ঘ্য ২৯৩.৮৫ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৪৭৭টি স্থানে মোট ৭৬.৪৭ কিলোমিটার বাঁধ ও নদীতীর মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ চলমান আছে।

(১১) ১০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' বাংলাদেশে আঘাত হানে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' আঘাত হানার ১ সপ্তাহ পূর্ব থেকেই প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও জনবলসহ নদীতীর বা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবস্থান নিয়ে প্রয়োজনীয় আগাম প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পাদন করে। উপকূলীয় পোল্ডারভুক্ত এলাকার অনেকটাই বাপাউবোর বাঁধ ও আগাম প্রস্তুতির কারণে বন্যা ও নদী ভাঙনজনিত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা পায়।

চিত্র: জাপানে অনুষ্ঠিত ৪র্থ ডেল্টা কোয়ালিশন ২০১৯-এর অংশগ্রহণকারীদের সাথে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল।

(১২) জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের বিবেচনায় সার্বিকভাবে কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি, মৎস্য, বনায়ন, জনস্বাস্থ্য, পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত করে দেশের উন্নতির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে দেশের প্রথম শতবর্ষ মহাপরিকল্পনা 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বা 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' অনুমোদন করেছেন। এই মহাপরিকল্পনায় বিনিয়োগ অগ্রাধিকার হিসাবে ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানে ৮০টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে; যার মধ্যে বাপাউবো ৫৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০'-এর চিহ্নিত ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে ১৭টি কার্যক্রম বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২৮টি এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(১৩) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বাপাউবো '৬৪টি জেলায় অভ্যন্তরস্থ ছোটো নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)' বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় প্রায় ৪,০৮৭ কিলোমিটার নদী, খাল এবং জলাশয় খনন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষে ২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩৭৫টি উপজেলার ৮৮টি ছোটো নদী, ৩৫২টি খাল ও ৮টি জলাশয় পুনরুজ্জীবিত হবে এবং জলাশয়, খাল ও নদীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপিত হবে। এই প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ের ডিপিপি প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ে ২১২টি ছোটো নদী, ২,০০৪টি খাল ও ৯৯টি জলাশয় সামগ্রিকভাবে ১৩,৮৪৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে খননের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

(১৪) ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকা এবং নোয়াখালী জেলায় জলাবদ্ধতা স্থায়ীভাবে নিরসনকল্পে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(১৫) শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলা এবং রাজবাড়ি শহরকে পদ্মা নদীর ভাঙন থেকে রক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(১৬) দেশের সীমান্তবর্তী ১২টি জেলার (সিলেট, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, ফেনী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড়) ২২টি উপজেলার ৭৮টি স্থানে ১৫টি সীমান্ত নদীর ৩৪.৬১ কিলোমিটার তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশের মূল ভূ-খণ্ড রক্ষা করা হচ্ছে।

(১৭) মুজিববর্ষে গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক নৌপথ পুনরুদ্ধারের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

(১৮) সারাদেশে সর্বমোট ১,১২,৭৬৫টি বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

(১৯) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন ১৭২.৩৬ কিলোমিটার, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন ৭৯১.২৬ কিলোমিটার, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ৭১টি, সেচ অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ/মেরামত পুনর্বাসন ১২৭টি, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ ৭১টি, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্নির্মাণ/মেরামত পুনর্বাসন ২৩টি, বাঁধ নির্মাণ ৫৯.২৭ কিলোমিটার, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/পুনর্নির্মাণ/মেরামত ৭৭.৪৮ কিলোমিটার, নদী তীর সংরক্ষণ ৯৩.১৫ কিলোমিটার, নদী ও খালের উপর অস্থায়ী ক্লোজার ১৩৫টি নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২০) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ড্রেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন ২০১.২৮ কিলোমিটার, এক্সক্যাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন ২৫৭.৯২ কিলোমিটার, ছোটো নদী/খাল ও জলাশয় পুনঃখনন ১,২০০ কিলোমিটার, হাওড় এলাকায় ডুবন্ত বাঁধ মেরামত/নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ৭৭৭.২৫ কিলোমিটার, উপকূলীয় বাঁধ মেরামত ও উঁচুকরণ ১৫৫.৪৪ কিলোমিটার এবং উপকূলীয় বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা ৩৩.৭১ কিলোমিটার নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২১) বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো, ঢাকা বর্তমানে ১০ দিন পূর্বেই সতর্কীকরণ পূর্বাভাস প্রদান করছে।

(২২) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ভুক্ত ২য় প্রকল্প হিসাবে গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলায় বিস্তৃত বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(২৩) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় তিতাস, কুষ্টিয়া জেলায় গড়াই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মহানন্দা, কক্সবাজার জেলায় বাঁকখালী, যশোর জেলায় ভৈরব, ফরিদপুর জেলায় কুমার, নরসিংদী জেলায় আড়িয়াল খাঁ, হাড়িদোয়া, ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়িয়া, পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের শাখা ও মেঘনা শাখা নদী প্রভৃতির ড্রেজিং/পুনঃখনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(২৪) কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় সেনা স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে নির্ধারিত এলাকার ভূমি উন্নয়ন, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা করা হচ্ছে।

(২৫) লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকূলীয় সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলার ১০টি পোল্ডারের বাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্থতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাঁধ শক্তিশালীকরণ এবং অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় 'Costal Embankment Improvement Project (CEIP)' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(২৬) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্পসমূহ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় 'Irrigation Management Improvement Programme for Muhuri Irrigation Project (IMIP-MIP)'-এর আওতায় বর্তমানে ফেনী জেলায় অবস্থিত মুহুরী সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

(২৭) নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর আওতাধীন জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক ২,৪৪৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ বাবদ টাকার পরিমাণ ১৬.০৭ লক্ষ টাকা এবং আদায় করা হয়েছে ১৩.৪৮ লক্ষ টাকা।

(২৮) 'Investigation of geotechnical reasons for bank failure on Daulatdia and Paturia side of Padma River, Bangladesh' শীর্ষক গবেষণার রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছে।

(২৯) 'Development of Suitable Technologies for Removal of Manganese from Ground Water in Household, Community and Municipal Levels' শীর্ষক গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে।

(৩০) 'Characterization of soils around the Arial Khan River of Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে।

(৩১) 'Eco-hydrological status and impact assessment of Someshwari River in Netrokona and Shitalakhya River in Dhaka, Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে।

(৩২) 'ESIA of the Sheikh Hasina Jute Textile Mill Project' শীর্ষক স্টাডির Interim Report জুন ২০২০ মাসে দাখিল করা হয়েছে।

(৩৩) 'Coastal Processes in Bangladesh and its Socio-economic Impacts' শীর্ষক গবেষণা কাজ শুরু হয়েছে।

(৩৪) পানি সম্পদ খাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত ৩৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

(৩৫) জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডারে ২টি সংস্থা হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৬টি সংস্থাকে উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে।

(৩৬) 'Study on Developing Operational Shadow Prices for Water to Support Informed Policy and Investment Decision making Process' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

(৩৭) 'পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ' শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

(৩৮) 'Research on River bank erosion dynamics using Numerical Modeling and Deep Learning Techniques' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

(৩৯) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ও আইডব্লিউএফএম-এর যৌথ গবেষণা প্রকল্প 'বাংলাদেশের 'দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পলি ব্যবস্থাপনা'র কাজ চলমান রয়েছে।

(৪০) 'Operationalizing Integrated Water Resources Management (IWRM) in compliance with the Bangladesh Water Rules, 2018' প্রকল্পটির কাজ চলমান রয়েছে।

(৪১) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'Glossary of Water and Water-Related Terms' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক ২৫ জুন ২০২০ তারিখে উন্মোচন করা হয়।

(৪২) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান (IDM), খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'Research on Water Security Assessment in South-West Coastal Region of Bangladesh' শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

(৪৩) মনু, মুহুরি, খোয়াই, ধরলা (জলঢাকা), দুধকুমার (তোরসা), গোমতী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির খসড়া প্রস্তুতের জন্য পানির লভ্যতা সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাসে ভারতের সঙ্গে বিনিময় করা হয়।

(৪৪) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ সম্পাদন করেছে:

- পদ্মা নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনসমূহ পর্যবেক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক পূর্বাভাস প্রদান করেছে, যা পদ্মা সেতু বিনির্মাণে সহায়ক হয়েছে;
- কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় সোনাদিয়া-ঘটিভাঙ্গা দ্বীপপুঞ্জে বেজা অর্থনৈতিক অঞ্চল-৪ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাঁধসহ সড়ক ও পানি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে;
- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধিসহ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদির জন্য সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন করেছে;
- কুমার নদীর নৌপথ ও নাব্যতা পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।
- সুরমা, কুশিয়ারা এবং মেঘনা নদীর উজান ও ভাটিস্থ অববাহিকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বিশ্লেষণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ গবেষণার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ২০১৯ সালে মেঘনা অববাহিকার ল্যান্ড কভার ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে যেখানে ল্যান্ড কভার লিজেন্ড হিসাবে এলসিসিএস সমন্বিত করা হয়েছে। অববাহিকা এলাকায় অধিক পরিবর্তনশীল ৬টি হট স্পট নির্ধারণের লক্ষ্যে ২০০৫ সাল থেকে বর্তমান মেয়াদে বিভিন্ন সময়ের ভূমি ব্যবহার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

(৪৫) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় Institute of Water Modelling (IWM) নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করেছে:

- বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলাভূমিসমূহের টেকসই সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধারে সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ক সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করেছে;
- বরিশাল বিভাগে নদী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও ঘাট ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ক সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করেছে;
- বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীসমূহের জন্য সেডিমেন্ট প্রেডিক্টরের উপযোগিতা নিরূপন (প্রথম ধাপ) কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইড্রো-জিওলজিক্যাল প্যারামিটার নির্ধারণ বিষয়ক গবেষণা (তৃতীয় ধাপ) কার্যক্রম সম্পাদন করেছে;
- বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব হাওড় অঞ্চলের উপর দ্বি-পর্যায়ের হাইড্রো-মিটিওরোলজিক্যাল প্রাক-মৌসুমে আগাম বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

২৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন-২য় পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্প (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ অংশ)' প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় তিন পার্বত্য জেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথোপযুক্ত শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৫টি কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের আওতায় বান্দরবান জেলার ৩৩.৯২ একর জমির ২১২ পরিবারকে আংশিক ৩৭২.২৯ লক্ষ

টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন-২য় পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পের (এলজিইআরডি অংশ) আওতায় প্রকল্প এলাকায় সড়ক উন্নয়ন ৮.৪০ কিলোমিটার, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ৩০০ মিটার, এবং নদীর পাড় প্রটেকশন কাজ করা হয়েছে।

(২) 'ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ' প্রকল্পটির বর্তমান ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা অবশিষ্ট কাজ পরিমাপ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩) 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ' প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ তিন পার্বত্য জেলায় সৃজিত ৫,০০০ বাগান নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে।

(৪) 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হচ্ছে।

(৫) 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় উপজেলা হেডকোয়ার্টারের সাথে ১৭টি দুর্গম গ্রামের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৬) 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ৫,২৮০ পরিবারের জীবন-জীবিকা উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৭) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান' প্রকল্পের আওতায় (ক) পাড়াকেন্দ্র সম্প্রসারণ ও সংস্কার, (খ) প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন, (গ) শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, (ঘ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা, (ঙ) পুষ্টি সেবা, (চ) পানি ও পয়ঃব্যবস্থা উন্নয়ন, (ছ) শিশু সুরক্ষা, (জ) উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ, (ঝ) পাড়াকেন্দ্রে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন এবং (ঞ) কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(৮) 'খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ 'প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১.৫ কিলোমিটার রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৯) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন' প্রকল্পের আওতায় সৃজিত ১৩,০০০ বাঁশ বাগান পরিচর্যার কাজ চলমান রয়েছে।

(১০) 'স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন সিএইচটি' প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১,০০৫টি কৃষক মাঠ স্কুল প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, কৃষক মাঠ স্কুলসমূহ থেকে মোট ২৬,০০৭ জন কৃষককে (৫৫ শতাংশ নারী) উদ্ভাবনী কৃষিকৌশল সংক্রান্ত উন্নত ব্যাবহারিক শিক্ষায় অধিগত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান; কমিউনিটি পর্যায়ে সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য ৩৭৪ জন (৩০ শতাংশ নারী) কমিউনিটি সদস্যকে কৃষক মাঠ স্কুল সহায়তাকারী হিসাবে প্রস্তুত করা; সরকারি বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টসমূহের ১০৩ জন কর্মকর্তাদের (৩০ শতাংশ নারী) কৃষক মাঠ স্কুল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত জ্ঞান উন্নতকরণ, ১,৫০০টি পাড়া উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প এবং ক্রেডিট স্কিম প্রদানের মাধ্যমে ৪,৯৬৭ পরিবারকে সহায়তা প্রদান, কমিউনিটির তত্ত্বাবধায়নে ২০টি মাইক্রো ওয়াটারশেড তৈরি; ভিলেজ কমন ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটিকে কৌশল নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; টেকসই উন্নয়নের জন্য ৬টি আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের ইন্টারেস্ট গ্রুপ প্রতিষ্ঠা; স্থানীয়ভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়নে অনুদান প্রদান; খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা; ইয়ুথ ক্যাম্প, সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রোগ্রাম প্রভৃতির মাধ্যমে ৭,৮৮৬ জন যুবক/যুবতিদের সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্তকরণ; বিভিন্ন কমিউনিটির অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ৩৪টি আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক

ও ফোরাম গঠন; নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও ঐতিহ্যবাহী লিডারদের মধ্য থেকে ২৫০ জন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক সহায়তাকারী/মধ্যস্থতাকারী হিসাবে প্রস্তুত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান; তিন পার্বত্য জেলায় ৪৮টি নতুন ভিলেজ কমন ফরেস্ট চিহ্নিতকরণ; ১৮টি পার্টনার এনজিও কর্মীদের জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিযোজন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১১) 'রাঙ্গামাটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় নিরাপত্তা দেওয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ ২টি, বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন ১৮ কিলোমিটার, গৃহসংযোগ ১,৩৭৫টি, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ২৮টি, পরীক্ষামূলক নলকূপ ৪টি, ওভারহেড পিভিসি ট্যাংকসহ উৎপাদক নলকূপ ৪টি, ডিপসেট পাম্পযুক্ত নলকূপ ৩৯৪টি এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ ৩৪টি সম্পন্ন হয়।

(১২) 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে ৬৩০টি গাভী বিতরণ; ৬৩০টি গাভির শেড স্থাপন; ৬৩০টি Fodder Plot তৈরি এবং ৬৩০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৩) 'বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর থেকে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় মাটির কাজ ৪৯,৭০০ ঘনমিটার, ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট-৯ কিলোমিটার, ড্রেইন-৬০৪০ মিটার, আরসিসি ওয়াল ৭০.৬৪ মিটার, ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল ৭০.৬৪ মিটার এবং ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল ১৬১.৮৮ মিটার সম্পন্ন হয়।

(১৪) 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ' প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১,০০০টি বাগান সৃজন করা হয়েছে।

(১৫) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ভবন নির্মাণ' প্রকল্পটির ২টি স্থানের জমি অধিগ্রহণ এর কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসককে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

(১৬) 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় পিসি গার্ডার ব্রিজ, থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় ২টি এবাটমেন্টের পাইলিং-এর কাজ সমাপ্ত হয়। আরসিসি গার্ডার ব্রিজ, থানচি উপজেলার জ্ঞানলাল পাড়া সোনাখালী খালে (১টি এবাটমেন্ট, ৩টি পিয়ার বেইসের পাইলিং, ৩টি পিয়ার বেইস, ১টি এবাটমেন্ট বেইস এবং এবাটমেন্টের ওয়ালের ২ মিটার ও পিয়ারের ৩ মিটার সমাপ্ত হয়।

(১৭) পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ১৪টি স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পালি শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ/সম্প্রসারণ/সংস্কার/মেরামত/নির্মাণ করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৫টি ব্রিজ, ১৪টি রাস্তা এবং সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মীয় ব্যবস্থা উন্নয়নে ১৮টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষি ও মৎস্য ব্যবস্থার উন্নয়নে ১টি বাঁধ ও সেচনালা এবং প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আর্থসামাজিক ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাঘাইছড়ি উপজেলায় সাজেক ইউনিয়নে নিরাপদ সুপেয় পানি ব্যবস্থার জন্য ১টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়।

(১৮) পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তার আওতায় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ২৩টি স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পালি শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ/সম্প্রসারণ/সংস্কার/মেরামত/নির্মাণ করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্রিজ ১৫টি, রাস্তা নির্মাণ/সংস্কার এবং ৮টি সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। ধর্মীয় ব্যবস্থা উন্নয়নে ৭২টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার করা হয়েছে। কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে ৫টি সেচনালা এবং মৎস্য ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে ১০টি কৃষি ও মৎস্য বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার করা হয়েছে। আর্থসামাজিক ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত বেকার যুবমহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণের জন্য ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নিরাপদ সুপেয় পানি ব্যবস্থার লক্ষ্যে টিউবওয়েল স্থাপন ও জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহের মাধ্যমে ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী বিতরণের লক্ষ্যে ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(১৯) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বান্দরবান শহরের প্রাণকেন্দ্রে ও ৭টি উপজেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন/সমিতি ঘর, লাইব্রেরি, যাত্রী ছাউনি, কমিউনিটি সেন্টার, গেইট নির্মাণসহ সর্বমোট ১৪টি প্রকল্প এই খাতে গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হয়। বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলে পিছিয়ে থাকা জনগণের শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে সদর উপজেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ মোট ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন করা হয়। উক্ত শিক্ষা খাতে ছাত্রাবাস, প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ, সম্প্রসারণ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়। মেধাবী গরিব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করাও হচ্ছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় দুর্গম এলাকা তথা জেলা সদর থেকে উপজেলা সদর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ৩৬টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১০.০৭ কিলোমিটারের রাস্তা উন্নয়ন এবং ৬৬.৫৩ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। এই খাতে মোট ৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৭টি উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কৃষি উপকরণ ২১টি পাওয়ার টিলার, ৪০টি পাওয়ার পাম্প, ৫০টি ফুট পাম্প সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ফলদ চারা বিতরণ, হাঁস-মুরগি পালন ও গরু-ছাগল পালনের জন্য বিতরণ করা হয়। সেচ ব্যবস্থা ও মৎস্য চাষের সুবিধার্থে ২টি বাঁধ নির্মাণ করা হয়।

(২০) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আয়বর্ধক প্রকল্পে মোট ২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বেকার যুবক-যুবতিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে ২০৫ জন যুবক ও ১৩২ জন যুবতিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বান্দরবান সদরে মারমা বাজার শেড নির্মাণসহ থানচি উপজেলা সদর বাজারে একটি ৩ তলা বিশিষ্ট বহুতল মার্কেট নির্মাণ করা হয়। পরিষদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা পরিষদ এলাকায় ১টি দৃষ্টিনন্দন কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণকাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় পানীয় ও জল সরবরাহের লক্ষ্য জি এফ এস পাইপ-এর মাধ্যমে পানির লাইন সংযোগ করে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে মোট ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করে। সম্প্রীতির বান্দরবানে সকল মানুষের ধর্মীয় আচরণ-অনুষ্ঠানাদি কাজ সুচারুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মসজিদ, মন্দির, বিহার, গির্জা নির্মাণসহ মোট ৩৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এই খাতে মোট ২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। থানচি উপজেলায় তিন্দু ইউনিয়নে বড়ো পাথর ও নাফাখুম এলাকায় পর্যটকদের আবাসনের সুবিধার্থে ২টি পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বান্দরবান জেলার ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্য এই খাতে মোট ৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

(২১) পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বান্দরবান শহরের প্রাণকেন্দ্রে ও ৭টি উপজেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন/সমিতি ঘর, লাইব্রেরি, যাত্রী ছাউনি, কমিউনিটি সেন্টার, গেইট নির্মাণসহ সর্বমোট ১০টি প্রকল্প এই খাতে গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হয়। বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলে পিছিয়ে থাকা জনগণের শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে সদর উপজেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ মোট ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন করা হয়। উক্ত শিক্ষা খাতে ছাত্রাবাস, প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ, সম্প্রসারণ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়। মেধাবী গরিব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রদান করাও হচ্ছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় দুর্গম এলাকা তথা জেলা সদর থেকে উপজেলা সদর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ৬টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ৫.৮৭ কিলোমিটারের রাস্তা নির্মাণ করা হয়। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে ১টি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আয়বর্ধক প্রকল্পে মোট ৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় পানীয় ও জল সরবরাহের লক্ষ্যে জিএফএস পাইপ-এর মাধ্যমে পানির লাইন সংযোগ ও ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাংক করে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে মোট ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করে। সম্প্রীতির বান্দরবানে সকল মানুষের ধর্মীয় আচরণ-অনুষ্ঠানাদি কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে মসজিদ, মন্দির, বিহার, গির্জা নির্মাণসহ মোট ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

(২২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা এবং নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- কৃষি (বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ): মোট প্রকল্প সংখ্যা ৩০টি এর মধ্যে মৎস্য চাষের জন্য বাঁধ নির্মাণ ২৭০মি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলদ বাগান সৃজন ১.৫০ হেক্টর, সেচ ড্রেন ৫০০ মিটার, পুকুর খনন প্রায় ৮,৫০০ বর্গমিটার।

- শিক্ষা: মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৯০টি। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে লাইব্রেরি ২টি, ছাত্রাবাস ৬টি, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা সম্প্রসারণ/সংস্কার/মেরামত ৮৫টি (৪,৫০০ বর্গমিটার)।
- যোগাযোগ: মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১৭৭টি এর মধ্যে ৪০.৫০ কিলোমিটার রাস্তা, ৮৭.৫০ কিলোমিটার ড্রেন, ২৫টি বক্স কালভার্ট, ইউ ড্রেন ১,৮০৫ মিটার, ব্রিজ ৪টি (৩৫০ মিটার), ১২৫ মিটার ধারক ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।
- সমাজকল্যাণ (ভৌত অবকাঠামো): মোট ১০১টি প্রকল্পের মধ্যে শিশু সদনের অনাথালয় ভবন নির্মাণ (১২০ বর্গমিটার), মহিলা সমিতি উন্নয়ন (১,০৫০ বর্গমিটার), ক্লাব/সংঘ, মা ও শিশু কল্যাণ সমিতি (১,৭০৫ বর্গমিটার) বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ধর্ম: মোট প্রকল্প ১৫৯টি এর মধ্যে মসজিদ উন্নয়ন ৪৪টি (১,৭০৫ বর্গমিটার), মন্দির উন্নয়ন ৫২টি (৮৫০ বর্গমিটার), বৌদ্ধ মন্দির/বিহার উন্নয়ন ৬৩টি (৩,৯৫০ বর্গমিটার) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- পানি ও পয়ঃপ্রণালি: বিভিন্ন উপজেলায় শুষ্ক মৌসুমে পানি ধারণ করে রাখার জন্য ৪টি পুকুর খনন করে নিত্য ব্যবহার্য পানির সমস্যা নিরসন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এ এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, আত্ম-কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে মা ও শিশু মৃত্যুর হার ও অপুষ্টি হ্রাস পেয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

(২৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় (ক) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় রাস্তা ৫ কিলোমিটার, স্কুল ভবন ৪৫৭.৫৭ বর্গমিটার, কলেজ ভবন ৪০০ বর্গমিটার, ছাত্রাবাস ৪৫০ বর্গমিটার, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ৫০০ বর্গমিটার, সেতু ৩৪৪ মিটার সম্পন্ন হয়; (খ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়: রাস্তা ৫ কিলোমিটার, ব্রিজ/সেতু ১০.৭৭ মিটার, কালভার্ট ২৪.৯৮ মিটার এবং (গ) বান্দরবান পার্বত্য জেলায় রাস্তা ১৫.৪০ কিলোমিটার, স্কুল ভবন ২৭৫ বর্গমিটার, কলেজ ভবন ৩৫০ বর্গমিটার ছাত্রাবাস ৯৮০ বর্গমিটার সম্পন্ন হয়।

(২৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তার আওতায় (ক) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় রাস্তা-৩.৬৫ কিলোমিটার, স্কুল ভবন ৪০০ বর্গমিটার, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ১,২৫৮ বর্গমিটার। (খ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা: রাস্তা ১১.০১ কিলোমিটার, সেতু/ব্রিজ ২০ মিটার, কালভার্ট ১০.৩৭ মিটার, স্কুল ৯৬০.৪০ বর্গমিটার, ছাত্রাবাস ২৭৭.৩০ বর্গমিটার, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ২,৬০৩.৪৩ বর্গমিটার; এবং (গ) বান্দরবান পার্বত্য জেলায় রাস্তা ২.৭৫ কিলোমিটার, স্কুল ভবন ৪৩০ বর্গমিটার, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ১,২৫০ বর্গমিটার ছাত্রাবাস ৭৫ বর্গমিটার সম্পন্ন হয়।

(২৫) বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণের জন্য পাইলট প্রকল্প-৩য় ফেজ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ে পাদদেশে পতিত জমি সদ্ব্যবহার ও তামাক চাষের জমিতে বিকল্প অর্থকরী ফসল হিসাবে চিবিয়ে খাওয়া ও গুড় উপযোগী ইক্ষু জাতের ৬৭টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ২৪ মেট্রিক টন উন্নতমানের পাহাড়ি আখের গুড় উৎপাদন, গুড় সংরক্ষণ এবং বিপণনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থানীয় কৃষক ও জনসাধারণকে বাজারজাতকরণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব হয়েছে। আখের সাথে মুলা, ফরাশ শিম, গোলআলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, মরিচ, পিঁয়াজ, মিষ্টি আলু ও গাজর ইত্যাদি সাথি ফসলের ৫২টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আখ, সাথি ফসল ও পাহাড়ি আখের গুড় উৎপাদনের উপর ১২টি ব্যাচে (৪৮০ জন) কৃষক-কৃষাণীকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আখ চাষ উন্নয়নের ১২টি কৃষক মাঠ দিবসে ৭২০ জন কৃষক-কৃষানিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৭. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ইনোভেশন ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কমিটি নিয়মিত মতামত ও পরামর্শসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের কর্মকৃতিত্ব মূল্যায়নপূর্বক সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তরের

মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোঃ ফসিউর রহমান, এসপিপি, এনডিসি, পিএইচডি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সফিকুল আহম্মদ এবং সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বেগম আরফাতুন্নেছাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২) আইসিটি সেল কর্তৃক সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

(৩) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮; সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৮ এবং নবনিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীদেরকে Need Based প্রশিক্ষণ ছাড়াও শুদ্ধাচারের উপর কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ।

চিত্র: ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি)-এর আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন।

(৪) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংযুক্তির ভিত্তিতে একজন সহকারী সার্জন এ মন্ত্রণালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে কর্মরত আছেন।

(৫) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের অংশ হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে শেখ হাসিনা সেনানিবাসে ৭ পদাতিক ডিভিশনের অধীনে ২৮ পদাতিক ব্রিগেড, ৪৯ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ৪৯ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি ওয়ার্কশপ সেকশন, ৬৬ই বেংগল, ৪৩ বীর, ৪০ এসটি ব্যাটালিয়ন, ৪০ এসটি ব্যাটালিয়ন ওয়ার্কশপ সেকশন ও ১২৭ ব্রিগেড সিগন্যাল কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। কক্সবাজার সেনানিবাসে ১০ পদাতিক ডিভিশনের অধীনে ৩৯

বীর (আংশিক), ১৬ ক্যাভ্যালরি ওয়ার্কশপ সেকশন ও স্ট্যাটিক সিগন্যাল কোম্পানি রামু গঠন করা হয়েছে। সিলেট সেনানিবাসে ১৭ পদাতিক ডিভিশনের অধীনে ৫০ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ৫০ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি ওয়ার্কশপ সেকশন, অর্ডন্যান্স ডেপো সিলেট, সিএমএইচ সিলেট (৫০ থেকে ৩০০ শয্যা উন্নীতকরণ) ও ৭৫ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স গঠন করা হয়েছে। প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড ও ২ প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ান নতুন গঠন করা হয়েছে। শহিদ বীর উত্তম মাহবুব সেনানিবাসে স্টেশন সদর দপ্তর (ছোটো) নতুন গঠন করা হয়েছে।

(৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আর্মড কোরের জন্য ট্যাংক এমবিটি-২০০০; টি-৫৯জি (দুর্জয়)-এর জন্য ১২৫ মিলিমিটার গানের গোলা এবং ট্যাংক টি-৬৯ জি-এর জন্য ১০৫ মিলিমিটার গানের গোলা, আর্টিলারি কোরের জন্য যুগোপযোগী অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি, ইঞ্জিনিয়ার কোরের জন্য বোম্ব ডিসপোসাল সরঞ্জামাদি ও আইইডি/মাইন নিষ্ক্রিয়কারী যন্ত্র এবং পদাতিক বাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার'-এর আওতায় পঞ্চম পর্যায়ের উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ৪টি উপজেলায় ইভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে ইভিএম এর কারিগরি সহায়তা প্রদান করার জন্য মোট ৫৪৮ জন সেনাসদস্য মোতায়েন ছিল। 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার'-এর আওতায় ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএম-এর কারিগরি সহায়তা প্রদান করার জন্য মোট ৪,৩১৫ জন সেনাসদস্য মোতায়েন ছিল।

(৭) ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবিলা এবং ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় মোতায়েন হয়। ২১ মে ২০২০ তারিখে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট জেলার উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বেসামরিক প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছে। চলমান সৃষ্ট বন্যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অসামরিক প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

চিত্র: ঘূর্ণিঝড় বুলবুল-এ ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ ও উদ্ধার অভিযান।

(৮) অপারেশন কোভিড শিল্ড-এর আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার পরিচালনা এবং করোনা প্রতিরোধ কার্যক্রমে অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করে আসছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপসহ লকডাউন, রেড জোন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিভিন্ন মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে দায়িত্ব পালন করছে।

(৯) রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফুট মহাসড়ক থেকে মাদানী এভিনিউ-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, ইসিবি চত্বর হতে মিরপুর ডিওএইচএএস পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন এবং কালশীর মোড়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প, কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পার্শ্বে (কুড়িল হতে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, মাদানী এভিনিউ থেকে বালু নদী পর্যন্ত (মেজর রোড ৫) প্রশস্তকরণ এবং বালু নদী থেকে শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত (মেজর রোড ৫এ) সড়ক নির্মাণ (প্রথম পর্ব) প্রকল্প, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে রুট অ্যালাইনমেন্টের মধ্যে অবস্থিত ইউটিলিটি প্রতিস্থাপন/অপসারণ প্রকল্প, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত পাইপ লাইনে জ্বালানি তেল পরিবহণ প্রকল্প এবং এন-৮ (ঢাকা-পটুয়াখালী) প্রকল্প বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়।

চিত্র: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়িত এন-৮ প্রকল্প।

(১০) 'সিএমএইচ ঢাকা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্প, 'রামু সেনানিবাসে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প, 'সাভার সেনানিবাসে মিলিটারি পুলিশ সেন্টার ও স্কুল নির্মাণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প এবং 'ঢাকা সেনানিবাসে ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই)-এর জন্য আনুষঙ্গিক কাজসহ অফিসার্স মেস কমপ্লেক্স ও বাসস্থান নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত হয়েছে।

চিত্র: ট্রমা সেন্টার অ্যান্ড বার্ন ইউনিট, সিএমএইচ, ঢাকা।

চিত্র: রামু ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক অ্যান্ড কলেজ।

(১১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মোট ১৫টি উচ্চপর্যায়ের ডেলিগেশন বাংলাদেশ সফর করেছেন এবং সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন। যার ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা দেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সুসম্পর্ক বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১২) সাবমেরিনের অপারেশনাল কর্মকান্ড, রক্ষণাবেক্ষণ, জাহাজ থেকে মালপত্র উঠানো-নামানো (জেটি) সুবিধা এবং ভবিষ্যৎ সাবমেরিন ফ্লিট সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কুতুবদিয়াস্থ পেকুয়া এলাকায় 'বানৌজা শেখ হাসিনা' ঘাঁটি নির্মাণের লক্ষ্যে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং চীনের Poly Technology Inc. (PTI)-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এভিয়েশন সুবিধাসংবলিত পূর্ণাঙ্গ নৌঘাঁটি 'বানৌজা শের-ই-বাংলা' ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ঘাঁটি দুটির নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(১৩) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিযুক্ত বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার কন্টিনজেন্ট-১৯ কর্তৃক দক্ষিণ সুদানের সবচেয়ে দীর্ঘতম মুন্দ্রি-মারিদি-ইয়ামিবয় (২৫৬ কিলোমিটার) রাস্তার সংস্কার এবং ২টি সংযোগ সড়কের নির্মাণকাজ এপ্রিল ২০২০ সমাপ্ত করা হয়েছে। উক্ত সড়ক নির্মাণের ফলে ৩,০০০ জনবলের আবাসস্থল 'হাই তিরিরি' গ্রামের সঙ্গে মুন্দ্রি কাউন্টির সরাসরি

যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের এই মহতী এবং পেশাদারি কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ স্থানীয় প্রশাসন বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট কর্তৃক নির্মিত সড়কটির নাম 'Bangladesh Road' নামকরণ করা হয়। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের এ অবদান দক্ষিণ সুদান এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

চিত্র: সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে সরকারের পক্ষ থেকে সৌদি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানকে 'বাংলাদেশ আর্মি ফ্রেন্ডশিপ মেডেল' প্রদান করেন।

চিত্র: নেপাল সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল পূর্ণা চন্দ্র থাপা মঙ্গলবার ১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ঢাকা সেনানিবাসস্থ সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

(১৪) কূটনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মিশন এলাকার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক সেনাবাহিনীর ৬ জন অফিসার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক সেনাবাহিনীর ৪ জন এবং দক্ষিণ সুদানের ৩ জন অফিসার প্রশিক্ষণরত রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে উক্ত দেশসমূহের সেনাবাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামরিক, কূটনৈতিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে। জাতিসংঘ মিশনের জন্য অত্যাধুনিক যোগাযোগ সরঞ্জাম, ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জাম ও যানবাহন ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৫) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য জি-টু-জি প্রক্রিয়ায় চীনের PLA (Navy) থেকে ক্রয়কৃত ২টি Off the Shelf (Type 053H3) ফ্রিগেট ৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে। শীঘ্র ফ্রিগেট দুটির কমিশনিং করা হবে।

(১৬) চীনের সঙ্গে চুক্তিকৃত দুটি করভেট (বানৌজা সংগ্রাম ও বানৌজা প্রত্যাশা)-এর নির্মাণকাজ শেষে ২৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে। ১৮ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে বানৌজা সংগ্রাম-এর কমিশনিং করা হয়। অপর করভেটটি শীঘ্র কমিশনিং করা হবে।

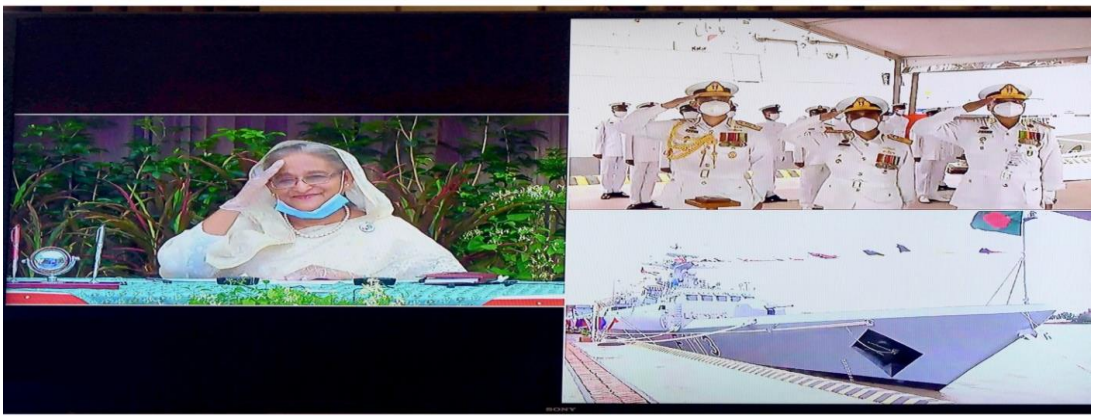

চিত্র: ১৮ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে বানৌজা সংগ্রাম-এর কমিশনিং করা হয়।

(১৭) দেশীয় শিপইয়ার্ডে জাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ১৯ মে ২০১৯ তারিখে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের সঙ্গে ৫টি প্যাট্রোল ক্রাফট (পিসি) নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বর্তমানে প্যাট্রোল ক্রাফটগুলি নির্মাণাধীন রয়েছে।

(১৮) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জরিপ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড থেকে ২টি অত্যাধুনিক হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ভেসেল নির্মাণ করা হয়েছে। ভেসেল দুটি আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেড থেকে ১টি টার্গেট ভেসেল (ক্যাটামারান টাইপ), ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (ডিইডব্লিউ) লিমিটেড নারায়ণগঞ্জ থেকে ৮টি হাই স্পিড প্যাট্রোল বোট এবং ৯টি পন্টুন নির্মাণ করা হয়েছে।

(১৯) ২০১৯-২০ অর্থবছরে নৌবাহিনী কর্তৃক এন্টি স্মাগলিং অপারেশন্স এবং ইলিশ রক্ষা ও জাটকা অভিযানে প্রচুর জাটকা, জাল ও ডিজেল জব্দ করা হয়েছে। ধৃত বোটসমূহ এবং ডাকাত/জলদস্যুদেরকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

(২০) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বর্তমানে একটি নৌ যুদ্ধজাহাজ (বানৌজা বিজয়) ১১০ জন জনবলসহ United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)-এ এবং ২০০ জন জনবল ও ১২টি হাইস্পিড বোটসহ একটি ফোর্স মেরিন ইউনিট United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)-এ নিয়োজিত রয়েছে।

(২১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে বিভিন্ন উপজেলায় ৫ ইউনিটবিশিষ্ট ১০টি প্রকল্পে ৫৭৭টি পাকা ব্যারাক হাউজ নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অবশিষ্ট ৩টি এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১০টিসহ সর্বমোট ১৩টি প্রকল্পের ৬৮৭টি ব্যারাক হাউজের নির্মাণকাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সর্বমোট ৭৪৯টি ব্যারাক হাউজের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে ৩,৭৪৫টি গরিব, দুস্থ, অসহায় ও ভূমিহীন পরিবার বসবাস করতে পারবে।

(২২) করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় 'In Aid to Civil Power'-এর আওতায় ২৪ মার্চ ২০২০ থেকে ভোলা ও বরগুনা জেলা এবং মোংলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী ও টেকনাফ উপজেলাসহ মোট ১৯টি উপজেলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। মোতায়েনকৃত নৌ সদস্য জনগেণের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, ত্রাণ বিতরণে সহায়তা ও স্থানীয় প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে অসামরিক প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা করে আসছে। আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কার্যক্রম মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে আর্থিক সাহায্য প্রদান, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ উপকূলীয় জেলাসমূহের দায়িত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে প্রায় ১ লক্ষের অধিক দুস্থ, অসহায় পরিবারকে খাদ্য সহায়তা ও ৯ হাজারের অধিক পরিবারকে প্রস্তুতকৃত খাদ্য ও ইফতার/সেহরি বিতরণ করা হয়েছে।

(২৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে Government to Government (G2G) প্রক্রিয়ায় ফ্রান্স সরকারের মনোনীত সংস্থা Thales LAS France SAS থেকে ২টি Air Defence Radar ক্রয়ের লক্ষ্যে ২২ জুন ২০২০ তারিখে ভিডিও টেলি কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বিমান সদরে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রাথমিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ সেট VSAT (Hub and Terminal Station) ক্রয়ের জন্য চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করে বিভিন্ন ঘাঁটি ও ইউনিটের সঙ্গে পরিচালন ও প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করা সম্ভব হবে। কোনো বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হলে তার অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয়ের লক্ষ্যে Search and Rescue হেলিকপ্টারে VHF Hommer স্থাপন করা হয়েছে।

(২৫) 'বিএএফএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, যশোর' শীর্ষক প্রকল্পটি ২৯ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন।

(২৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরে অস্ট্রেলিয়া, চীন, ভারত, ইতালি, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১১০ জন কর্মকর্তা ও ৪২ জন বিমানসেনাকে বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত বিশেষ যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২৭) করোনা ভাইরাসের মহামারির কারণে বিশ্বব্যাপী Flight Schedule বিপর্যয়ের সময় বাংলাদেশে আটকে পড়া বিভিন্ন দেশের বিমান বাহিনীর ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিশেষ Flight-এর মাধ্যমে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা ও দেশে এবং বিদেশে আটকে পড়া জনগণকে বিমান বাহিনীর বিশেষ Transport বিমানে করে পাঁচটি দেশে পাঠানো হয়।

(২৮) সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে ২৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বিমান বাহিনী রাডার ইউনিট বগুড়ায় বি এ এফ শাহীন স্কুল ও কলেজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে বিমান বাহিনীতে কর্মরত সদস্যদের সন্তান ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসাধারণের সন্তানরাও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

(২৯) ২১-২৩ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক উড্ডয়ন নিরাপত্তা সেমিনার-২০১৯ ঢাকাস্থ, প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং ICAO-সহ বিভিন্ন দেশের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিরাপদ উড্ডয়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, তদন্ত, দুর্ঘটনা উড্ডয়ন ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং সর্বোপরি নিরাপদ উড্ডয়নের ভূমিকা নিয়ে মতবিনিময় এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করা। উক্ত সেমিনারের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

(৩০) করোনা মহামারি মোকাবিলায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অংশ হিসাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ এবং বিমান বাহিনীর বিমানযোগে ১০ সদস্যের মেডিক্যাল টিম মোট ১২০ মেট্রিক টন খাদ্যসামগ্রী, স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসাসামগ্রী প্রেরণসহ আটকে পড়া মালদ্বীপের নাগরিকদের সে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। করোনা মহামারীকালীন সহযোগিতা হিসাবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামসহ ১৩৫ সদস্যবিশিষ্ট মেডিক্যাল টিম কুয়েতে প্রেরণ করা হয়।

(৩১) আবহাওয়া উপাত্ত আদানপ্রদানের জন্য GTS Up-gradation করা হয়েছে। কৃষকদের প্রয়োজনে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জসহ দেশের দশটি পর্যবেক্ষণাগারে স্বয়ংক্রিয় মাটির আর্দ্রতা পর্যবেক্ষণ নেটওর্য়াক স্থাপন করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি, সিলেট, শ্রীমঙ্গল ও নেত্রকোণা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে অপটিক্যাল বৃষ্টিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। সমুদ্রের আবহাওয়াগত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সেন্টমার্টিন ও কুতুবদিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের সন্নিকটে Ocean Monitoring System স্থাপন করা হয়েছে। Operational Numerical Weather Prediction (NWP) মাধ্যমে ১০ দিনের আগাম আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানের জন্য High Performance PC (HPC) clustering system স্থাপন করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক আবহাওয়া ও জলবায়ু সেবা প্রকল্পের আওতায় আবহাওয়া তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কবাণী পদ্ধতি জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প, জাইকার সহায়তায় 'ঢাকা ও রংপুর আবহাওয়া রাডারের উন্নয়ন প্রকল্প' এবং জিওবি অর্থায়নে 'বাংলাদেশের ১৪টি নদীবন্দরে প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার শক্তিশালীকরণ প্রকল্প' বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(৩২) বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) 'রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের ভৌগোলিক তথ্যব্যবস্থা এবং সমুদ্রে মাছের বিচরণক্ষেত্র শনাক্তকরণ পদ্ধতি স্থাপন' শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। গবেষণামূলক এ প্রকল্পের কাজ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে শেষ হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হলে উপকূলীয় এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি ভৌগোলিক পরিবর্তনের উপর নিয়মিত নজরদারি করা সম্ভব হবে এবং বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মাছের বিচরণক্ষেত্র সংক্রান্ত তথ্য প্রান্তিক পর্যায়ের মৎস্যজীবীদের নিয়মিত সরবরাহ করা হবে—যা মৎস্য আহরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

(৩৩) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১:২৫,০০০ স্কেলের টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রের ১৮৩টি ম্যাপ শিটের মাঠ জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১:৫,০০০ স্কেলের ২৫০টি মানচিত্রের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১:৫০০০ স্কেলের ২৭টি ঢাকা সিটি মানচিত্রের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। রাজস্ব খাতে ময়মনসিংহ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ২৫০ কিলোমিটার (একক দূরত্ব) সেকেন্ড অর্ডার লেভেলিং কাজ সম্পাদনপূর্বক ১৮টি নতুন পিলারের গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা এবং ২০টি পুরাতন পিলারের গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা পুনর্নির্ণয় করা হয়েছে।

২৮. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(১) রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানসহ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে যথাযথভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। জাতীয় সংসদ বিষয়ক দায়িত্ব পালনে এবং সরকার পরিচালনায় নীতি-নির্ধারণ ও নীতিমালা সংশোধনীর ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সহায়তা প্রদান করা হয়। সকল গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয়সাধন এ কার্যালয় থেকে করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়াবলি সমন্বয় ও তদারকি এ কার্যালয় থেকে সম্পাদন করা হয়। বাংলাদেশ সফরকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় করে থাকে।

(২) সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় 'আম্ফান' মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক সানুগ্রহ নির্দেশনা ও দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন করে। দুর্যোগকালে সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় খোলা রাখা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সার্বক্ষণিক মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদন করেন।

(৩) 'আম্ফান' পরবর্তী পুনর্বাসন: দুর্যোগকালীন কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে দুর্যোগ উত্তর এক পর্যালোচনা সভা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী, ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী এবং পানি সম্পদ উপমন্ত্রী সভায় উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। সংশ্লিষ্ট সচিবগণ দুর্যোগকালীন কার্যক্রম মূল্যায়ন করেন ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিকল্পনা সভায় তুলে ধরেন।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবকালীন বিভিন্ন কার্যক্রম:

(৪) বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সম্ভাব্য সংক্রমণ প্রতিরোধে জানুয়ারি ২০২০ থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়। মার্চ ২০২০ মাসে বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সচিব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত সভা করে সরকারের কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসরণ করে সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষ থেকে নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করা হয়। পাশাপাশি করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবজনিত অর্থনৈতিক ক্ষতি ও ঝুঁকি মোকাবিলায় অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সঙ্গে কাজ সমন্বয় করে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ জনগণ, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সেক্টরে প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কাছে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে ২,৫০০ টাকা করে এককালীন প্রণোদনার বিষয়টি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সম্পাদন করা হয়। একইসঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে করোনাকালীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভুক্ত জনগণকে সহায়তা প্রদানের বিষয়টিও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করা হয়।

অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবং সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় করোনা ও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

(৫) করোনাকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাঠ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষ থেকে ৯টি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিভাগ ও জেলার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পৃথকভাবে এবং কখনো কখনো একীভূতভাবে ভিডিও কনফারেন্সিং আয়োজন করা হয়।

(৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে জেলাপর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিবগণকে জেলাওয়ারি দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

(৭) আবাসন সংক্রান্ত: এ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসনের লক্ষ্যে পৃথক দুটি ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। দুটি ভবনে ১৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৪ জন কর্মচারীর আবাসনের ব্যবস্থা করা যাবে। ভবন নির্মাণ কাজের শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে, যা বর্তমানে হস্তান্তরের অপেক্ষায় রয়েছে।

(৮) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় পর্যায়ে উদ্‌যাপন করার বিষয়ে এ কার্যালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে পৃথক পৃথক সীমিত কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৯) রূপকল্প ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ এবং ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পসমূহের ত্বরিত বাস্তবায়ন কাজ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে নিবিড়ভাবে তদারকি অব্যাহত রয়েছে।

(১০) সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এডিপি বাস্তবায়ন, এমটিবিএফ বাজেট এবং সরকারের মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা হয়।

(১১) সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

- ২১০টি উপজেলায় ৫.৭৪ কোটি টাকার শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত ২ হাজার জন শিক্ষার্থীকে এককালীন ৫ কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;
- ১৬০টি উপজেলায় আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প যেমন: কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রিক্সা-ভ্যান, সিএনজি/অটোরিক্সা ইত্যাদি বাস্তবায়নে ২.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
- ১১১টি উপজেলায় ১,২০৭টি বসতঘর নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে ২৬.৩৫ কোটি এবং সংস্কার কার্যে ৬৭.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের স্বাস্থ্য খাতে ২.১৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের শিক্ষা উপকরণ খাতে ২.১৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ২.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দপূর্বক ৪,১৩৭টি বাইসাইকেল বরাদ্দ প্রদান করা হয়;
- ২০০ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে ১৪ লক্ষ টাকার চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- ধর্মীয় খাতে ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)

(১২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অভিযাত্রা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বির্নিমাণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- ১৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প উৎপাদনের কাজ চলমান রয়েছে;
- ১৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে;
- অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে ১৩১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
- অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে ২০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে;
- অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে ২৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(১৩) অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও বেজার নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকার অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। বেজার নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৩২০ কোটি টাকার মাটি ভরাট কাজ, রাস্তা নির্মাণকাজ এবং পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

(১৪) চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই ও সীতাকুন্ড এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্বাধুনিক শিল্প সহায়ক এবং পরিবেশবান্ধব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর প্রতিষ্ঠায় বেজা কাজ করছে। এ শিল্পনগরে বিনিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে দেশি-বিদেশি ১২০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জমি বরাদ্দ চুক্তি হয়েছে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১২.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(১৫) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরস্থ মীরসরাই ও ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চলের 2A ও 2B অংশে মোট ১,৩০০ একর জমিতে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ভূমি উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, সংযোগ সড়ক প্রশস্তকরণ ও ব্রিজ নির্মাণ, ৩৩/১১ কেভিএ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ও স্লুইসগেট নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এসব কাজের মোট গড় ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৮৫ শতাংশ।

(১৬) শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল মৌলভীবাজার সদর উপজেলার শেরপুরে ৩৫২ একর জমির ওপর অবস্থিত। শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ২৩১ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ৬টি প্রতিষ্ঠান প্রায় ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং শিল্প স্থাপনে উন্নয়ন কাজ শুরু করেছে।

(১৭) জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল জামালপুর সদর উপজেলার প্রায় ৪৩৬.৯২ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভূমি উন্নয়ন, গ্যাস সংযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ, পানি সরবরাহ, অবকাঠামো (অফিস ভবন, ডরমিটরি হাউজ ও সীমানা প্রাচীর) নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে এবং শিল্প স্থাপনে জমি বরাদ্দ চলমান রয়েছে।

(১৮) মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে (ধলঘাটা) সুপার পেট্রোকেমিক্যাল কর্তৃক শিল্প স্থাপনে ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। থাইল্যান্ডের একটি খ্যাতনামা গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে [Pacific Gas (BD) Ltd.] ৬০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

(১৯) বেজার অর্থায়নে ৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নাফ ট্যুরিজম পার্কে বাউন্ডারি ওয়াল ও মাটি ভরাট এবং বাঁধ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

(২০) বেজার অর্থায়নে ১৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের বাঁধ নির্মাণ ও ভূমি উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থানীয় সরকার সড়ক সম্প্রসারণ ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের প্রকল্পের কাজ করছে।

(২১) সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক মহেশখালি উপজেলার সোনাদিয়া, বিজয় একাত্তর ও সমুদ্র বিলাস মৌজায় অবস্থিত। মোট জমির পরিমাণ ৯,৪৬৭ একর। সোনাদিয়ায় ইকো-ট্যুরিজম পার্ক প্রতিষ্ঠা করতে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ শেষ করা হয়েছে।

(২২) পিপিপি অর্থনৈতিক অঞ্চল: মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল বাগেরহাট জেলা'র মোংলা উপজেলাধীন মোংলা সমুদ্র বন্দর ও মোংলা ইপিজেড-এরপাশে ২০৫ একর জমির ওপর দেশের সর্বপ্রথম পিপিপি জোন প্রতিষ্ঠার জন্য সিকদার গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান পাওয়ার প্যাক ইকোনমিক জোন প্রাইভেট লিমিটেডকে ডেভেলপার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ অঞ্চলে জমি বরাদ্দে Prospectus আহ্বান করা হয়েছে এবং ২৮ জুন ২০২০ তারিখে এ ইকোনমিক জোনে শিল্প স্থাপনে বসুন্ধরা ও পাওয়ারপ্যাক ইকোনমিক জোনের মধ্যে জমি বরাদ্দে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

(২৩) মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রথম পর্যায়ে ৫০০ একর জমির ওপর পিপিপি অঞ্চল স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে এসবিজি কনসোর্টিয়ামকে ডেভেলপার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(২৪) জিটুজি অর্থনৈতিক অঞ্চল: জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে বেজা ও সুমিটোমো করপোরেশন-এর মধ্যে যৌথ উদ্যোগে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সরকার প্রায় ৩,২০০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ৫০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ শেষ হয়েছে। অতিরিক্ত ৫০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। ফিজিবিলিটি, পরিবেশগত সমীক্ষা ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা সম্পন্ন হয়েছে। ভূমি উন্নয়নে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে।

(২৫) চাইনিজ ইকোনমিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন বাস্তবায়নে প্রকল্পের সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ সড়ক, ভূমি শিল্পে ব্যবহারের কাজ চলমান রয়েছে। জোনটি স্থাপনে ডেভেলপার (চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড) কর্তৃক একটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ ও ২টি সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

(২৬) বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল: বেজা মোট ২০টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করেছে, যার মধ্যে ১০টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইতোমধ্যে ১৯টি শিল্প স্থাপন হয়েছে।

(২৭) বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান: শিল্প স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে প্রায় ৩.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ইতোমধ্যে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জাপানের হোন্ডা মটরস, সুমিটোমো, নিপ্পন ও সাকাতা ইনক্স, ভারতের এশিয়ান পেইন্ট, সান ফার্মা ও আদানি, যুক্তরাজ্যের বার্জার পেইন্টস, সিংগাপুরের উইলমার, চায়নার ইয়াবাং, জিনদুন ও ট্র্যানসন, অস্ট্রেলিয়ার টিআইসি গ্রুপ, জার্মানির সিগওয়াক, নরওয়ের জটুন পেইন্টস অন্যতম। প্রস্তাবিত বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৪.৮১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন (০.৫৫ বিলিয়ন) ডলার ইতোমধ্যে বিনিয়োগ হয়েছে। বিনিয়োগকারী দেশের মধ্যে জাপান, চীন, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নেদারল্যান্ড উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের ফলে ইতোমধ্যে প্রায় ৩০ হাজার লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে এবং প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যেমে কমপক্ষে ৮ লক্ষ লোকের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে উৎপাদিত পণ্য জাপান, চায়না, ভারত, ভুটান, নেপাল, শ্রীলংকা, মায়ানমার, আরব-আমিরাত, কাতার, দক্ষিণ আফ্রিকা, নেদারল্যান্ড ও মরিশাসসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি শুরু হয়েছে।

(২৮) ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস): বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের স্বার্থে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নকল্পে বিনিয়োগকারীগণের প্রস্তাবিত কোনো প্রকল্প বা উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো সেবা একটি ছাতার নিচে আনার লক্ষ্যে প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান নিশ্চিতকরণে বেজা কর্তৃক 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ওএসএস সেবা প্রদানে বেজার একক প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮-এ জাতীয় সংসদ থেকে ওএসএস আইন পাশ হয়। ওএসএস আইনের আলোকে, ওএসএস বিধিমালা ২০১৮ সালের নভেম্বরে জারি করা হয়। বিনিয়োগকারীদের কোন সেবা কত দিনের মধ্যে দিতে হবে, তা বিধি দিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৫টি সেবা অনলাইনে প্রদানসহ সকল ধরনের সেবা ওএসএস সেন্টার থেকে প্রদান করা হচ্ছে।

(২৯) বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অঞ্চলে অনন্য অবদানের জন্য (Best Practices in Free and Special Economic Zones Award) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে FEMOZA–World Free and Special Economic Zones Federation পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

(৩০) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে ২০২০ সালে জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে বেজা'র অধীন বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ সবুজায়নে প্রায় ২০ লক্ষ বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ৩০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য উন্নয়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণে বেজা 'Investment Promotion Roadshow: Developing Tourism Parks and Unveiling Prospects of Tourism Parks' এবং 'International Investment Promotion Seminar: Promoting Investment and FDI in Economic Zones' শীর্ষক দুটি কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

(৩১) আগামী ৫০ বছরে যাতে ভূমি অপ্রতুলতার কারণে শিল্প বিকাশ বাধাগ্রস্ত না হয় সে লক্ষ্যে বেজা ভূমি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(৩২) করোনাকালীন সময়েও অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য বাজার ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

(৩৩) বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য দেশে ব্যবসা/বিনিয়োগের পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে থাকে। বিনিয়োগের পরিবেশ কোন দেশে কেমন সেটি পরিমাপ করার জন্য Globally Accepted benchmark হলো Ease of Doing Business Index যা, বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রতিবছর প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আগামী ২০২১ সালে Ease of Doing Business Index-এ বাংলাদেশের অবস্থান দুই ডিজিটে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ এবং বিনিয়োগকারীদের বিজনেস experience উন্নত করার জন্য সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সূচকের উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- সূচকের উন্নয়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়সাধনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে আহ্বায়ক করে National Committee for Monitoring & Implementation of Doing Business (NCMID) গঠন করা হয়েছে এবং এর পঞ্চম সভা ৭ জুলাই ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়;
- রিফর্ম প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয় থেকে একজন ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণসহ উচ্চ পর্যায়ে পলিসি অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- রিফর্ম প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত সভাসমূহে রিফর্ম সুপারিশ এবং ডিটেইল্ড এ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়; কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সূচক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে; সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান অব্যাহত রয়েছে;

(৩৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা Ease of Doing Business Reform Initiative সমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করছেন। Reform Initiative সমূহ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি, আইনগত এবং Cost Benefit Analysis সংক্রান্ত সহায়তা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩৫) Doing Business-এর বিভিন্ন সূচকের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ Reforms বাস্তবায়িত হয়েছে:

(i) Starting A Business:

- কোম্পানি সিলের প্রয়োজনীয়তা রহিতকরণ;
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের ২ দিনের মধ্যে উক্ত কোম্পানির অনুকূলে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করার পরিপত্র স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারি করা হয়েছে;
- অনলাইনে মূসক নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে নিবন্ধন প্রদানপূর্বক পরবর্তী সময়ে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও অস্তিত্ব যাচাই-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের জন্য বাধ্যতামূলক Pre-Inspection বাদ দিয়ে Random Post Inspection চালু করা হয়েছে।

(ii) Dealing with Construction Permit:

রাজউক এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এ Risk based construction permitting system চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে Low risk residential buildings এবং wear house-এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ বাদ দেওয়া হয়েছে:

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র, পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ওয়াসার ছাড়পত্র;
- ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ম্যাপ;
- বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র;
- সয়েল টেস্ট প্রতিবেদন;
- সর্বোচ্চ ৭ কর্মদিবসের মধ্যে কম ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান;
- পরিদর্শন প্রতিবেদন ছাড়া সর্বোচ্চ ৭ কর্মদিবসের মধ্যে কম ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের নির্মাণ অনুমোদন;
- ৫ কর্মদিবসের মধ্যে Occupancy Certificate প্রদান।

(iii) Getting Eletricity:

- Submission of application to DESCO/BPDB Chattogram and await estimate প্রসিডিউর-এর সময় কমিয়ে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে ১৭ কর্মদিবস করা হয়েছে।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক Excavation permissions for installation of underground cables-এর সময় ৩ কর্মদিবস করা হয়েছে।

(iv) Registering Property:

- স্ট্যাম্প ভ্যালু ৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১.৫ শতাংশ করা হয়েছে;
- কোম্পানি টু কোম্পানি ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আলাদা বালাম বই চালু করা হয়েছে। ফলে দলিলের মূলকপি ৭ কর্মদিবসের মধ্যে প্রদান করা হবে;

- Non-encumbrance certificate প্রদানের সময়সীমা কমিয়ে ২ কর্মদিবস করা হয়েছে;
- কোম্পানি টু কোম্পানি ভূমি হস্তান্তরের নামজারি করার ক্ষেত্রে সময় কমিয়ে ৭ কর্মদিবস করা হয়েছে;
- কোম্পানি টু কোম্পানি ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ১টি মাত্র নামজারির প্রয়োজন হয় ২টি নয়, এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

(v) Getting Credit:

- ৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখ থেকে সিআইবি রিপোর্টে ঋণ গ্রহীতার ক্রেডিট হিস্ট্রি ১২ মাস থেকে ২৪ মাসে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(vi) Protecting Minority Investors:

- Securities and Exchange Ordinance, 1969-এর ধারা 2CC-তে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জারিকৃত Corporate Governance Code এবং অন্যান্য আদেশ ও নোটিফিকেশনের বিধানসমূহ প্রতিপালনপূর্বক Minority investors-দের স্বার্থসুরক্ষার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অন্যথায় কোনো তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে, স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে তালিকাচ্যুতি বা Trade Suspension-এর মতো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান রাখা হয়েছে।

(vii) Trading Across Border:

In Export:

- Cost to export border compliance : US$ 200
- Cost to export documentary compliance : US$ 100
- Time to export border compliance : 36 Hours
- Time to export documentary compliance : 2 Hours

In Import:

- Cost to Import border compliance : US$ 180
- Cost to Import documentary compliance : US$ 50
- Time to Import border compliance : 72 Hours
- Time to Import documentary compliance : 24 Hours

উল্লিখিত ৭টি সূচকে বিভিন্ন রিফর্ম বাস্তবায়িত হওয়ায় এ বছর বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিতব্য প্রতিবদনে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক ভালো হবে। আগামী বছরে দুই ডিজিটে পৌঁছার লক্ষ্য নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৩৬) ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রমের হালনাগাদ অবস্থা: ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮-এর অধীনে ২৬ এপ্রিল ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসআরও নং- ১০৭ আইন, ২০২০ অনুযায়ী 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০২০' অনুমোদিত হয়েছে এবং ১০ মে ২০২০ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

(৩৭) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক E-Service-এর অংশ হিসাবে অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৬টি সংস্থা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও সঙ্গে ৬টিসহ সর্বমোট ১২টি সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

(৩৮) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বিডা অনলাইনভিত্তিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের কার্যক্রম চালু করেছে যার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগকারীদের বর্তমানে ১৮টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(৩৯) নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও Entreprenuership and Skill Development Project (ESDP)-এর কার্যক্রম ও অর্জন: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোক্তা সৃজন কর্মসূচি প্রতিটি বিভাগে প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদারের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় শিল্পায়নের জন্য প্রাপ্ত সুবিধাদি বেসরকারি খাতের মাধ্যমে তার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নকরতঃ ব্যক্তি উদ্যোগে কর্মপরিকল্পনা এবং জাতীয় ও স্থানীয় দক্ষতার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪৯.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে Entreprenuership and Skill Development Project-এর কাজ জুন ২০১৯-এ শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ইতোমধ্যে ১,৫৫৮ জন উদ্যোক্তা হিসাবে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক সমীক্ষা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরবর্তী উদ্যোক্তা হওয়ার হার যেখানে ১-২ শতাংশ সেখানে এ প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হওয়ার হার ১৪-১৫ শতাংশ। প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫১২ কোটি টাকা। উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে এ পর্যন্ত সারাদেশে ১৫,৬০৮ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

(৪০) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইনভেস্টরস লাউঞ্জ স্থাপন: বিডা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদেশে যাতায়াতকারী বিনিয়োগকারী, বিনিয়োগ প্রতিনিধি দল, ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দের ফার্স্ট ট্র্যাক সেবা প্রদানের জন্য ২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে চামেলী-বিডা লাউঞ্জ নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের ইনভেস্টরস লাউঞ্জ স্থাপনপূর্বক তার মাধ্যমে সেবা প্রদান করছে।

(৪১) বিডা-কে দেশব্যাপী পরিচিত করার লক্ষ্যে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম গ্রহণ: বিডা এবং তার কার্যক্রমকে দেশব্যাপী পরিচিত করা, বিনিয়োগ সুবিধার প্রচার ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২১-৩১ আগস্ট ২০১৯ মেয়াদে বিডা কর্তৃক ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

(৪২) কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) প্রাদুর্ভাব পরবর্তী সময়ে বিডা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ: কোভিড-১৯ সময়ে ব্যবসা সুরক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে লকডাউনজনিত ছুটিসহ অফিস খোলার সময়ে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এর ব্যবসায়িক প্রভাব মূল্যায়ন করতে বিডায় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করছে যা বর্তমানে চলমান রয়েছে।

(৪৩) বিনিয়োগ সম্পর্কিত সেবা, নিবন্ধনের পরিসংখ্যান, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আন্তঃপ্রবাহ: ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অফিস থেকে মোট ৪১,০৯৮ জনকে প্রাক-বিনিয়োগ পরামর্শ (Pre-investment Counseling) এবং ৭০ জনকে বিমানবন্দরে সৌজন্য সেবা (Courtesy Service) প্রদান করা হয়েছে। হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ওয়েলকাম সার্ভিস ডেস্ক থেকে ৭৩ জনকে Visa on Arrival/Landing permit-এর সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে (বিভাগীয় অফিসসমূহসহ) স্থানীয় ও শতভাগ বিদেশি এবং যৌথ বিনিয়োগে মোট ৯০৫টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। ফলে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ (অতিরিক্ত বিনিয়োগসহ) টাকা ১০,০৫,৮৭৯.২৬ মিলিয়ন (আনুমানিক মার্কিন ডলার ১৩,২৪৮.৮৩ মিলিয়ন)। উক্ত নিবন্ধিত শিল্পে মোট ১,৩৮,১৭৭ জন লোকের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়। এর মধ্যে স্থানীয় বিনিয়োগে মোট ৭৩৯টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয় যার মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ (অতিরিক্ত বিনিয়োগসহ) টাকা ৫,৯৪,০৯৪.২৩ মিলিয়ন (আনুমানিক মার্কিন ডলার ৮,২৬৩.৯৮ মিলিয়ন)। উক্ত শিল্প প্রকল্পগুলিতে মোট ৮২,৯৩১ জন লোকের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং যৌথ ও শতভাগ বিদেশি বিনিয়োগে মোট ১৬৬টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয় যার মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ (অতিরিক্ত বিনিয়োগসহ) টাকা ৪,১১,৭৮৫.০২ মিলিয়ন (আনুমানিক মার্কিন ডলার ৪,৯৮৪.৮৫ মিলিয়ন)। শিল্প প্রকল্পগুলিতে মোট ৫৫,২৪৬ জন লোকের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(৪৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯) দেশে মোট ১,১৮২.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আন্তঃপ্রবাহ (Foreign Direct Investment Inflow) হয়েছে। উক্ত মোট FDI Inflow-এর মধ্যে Export Processing Zone (EPZ) এলাকায় Inflow হয়েছে ৮৮.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৭.৪৮ শতাংশ) এবং Non-EPZ এলাকায় Inflow হয়েছে ১,০৯৩.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৯২.৫২ শতাংশ)।

(৪৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিডা কর্তৃক মোট ১০,০৯৪ জন বিদেশি নাগরিকের অনুকূলে নতুন ওয়ার্ক পারমিট এবং বিদ্যমান ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। একইসময়ে নতুন ও বিদ্যমান ১৫৩টি বিদেশি ব্রাঞ্চ অফিস এবং ২১৬টি লিয়াজোঁ অফিসের ও ১১টি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসের অনুমোদন দেওয়া হয়। মোট ১,২৮১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শিল্প আইআরসি (এডহক ও নিয়মিত) ও মোট ১২১টি ইম্পোর্ট পারমিট জারির সুপারিশ প্রদান এবং ১৬১টি প্রত্যয়ন পত্র জারি করা হয়। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২৪৯টি প্রস্তাবের মাধ্যমে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিকট ফিস প্রত্যাবাসনের জন্য Technical Know-how fee, Technical Assistance fee, Other Technical fees and Royalty বাবদ ৭,৫৭৮.৫৩ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়।

(৪৭) Policy Advocacy: ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিডা কর্তৃক বিনিয়োগ অংশীজনের নিকট থেকে প্রাপ্ত পত্র, বিভিন্ন আইপিএ থেকে মতামত, বিবিধ বিনিয়োগ সুবিধাসহ প্রদেয় অন্যান্য সুবিধাদি বিষয়ে মোট ২২টি মতামত প্রেরণসহ বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুকূলে পলিসি অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম নিষ্পন্ন করে।

(৪৮) E-Governance কার্যক্রম: বিনিয়োগকারীদের E-service-এর অংশ হিসাবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ One Stop Service (OSS)-এর পাশাপাশি Automation এবং দ্রুততর গ্রাহক সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে পূর্বে চালুকৃত BOST সিস্টেমটিও চলমান রয়েছে যার মাধ্যমেও বিনিয়োগকারীগণ তাদের আবেদন জমা দিতে পারছেন। সর্বোপরি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বিডায় সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ কর্তৃক সব ধরনের গ্রাহকসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(৪৯) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ভবন নির্মাণ: ১৮ জুন ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের জন্য নির্ধারিত স্থান শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও-এ নির্মিতব্য ৩টি বেইজমেন্টসহ ১৪ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পটি ২১ জুন ২০১১ তারিখে একনেক-এর সভায় অনুমোদিত হয়। দ্বিতীয় আরডিপিপিতে উক্ত ভবন বাস্তবায়নের তারিখ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯,৮০১.৮৬ লক্ষ টাকার মধ্যে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৯,৬৪৭.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৫৫ শতাংশ।

(৫০) সভা, সেমিনার/ওয়ার্কশপ: দেশে বিনিয়োগ প্রসারের জন্য দেশি ও বিদেশি চেম্বার, শিল্পপতি, উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিনিয়োগ উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন সভা/সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৫১) বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন: ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৬টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে ২,৫২৭.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

(৫২) মুজিববর্ষ ২০২০-এর গৃহীত কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন:

- দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে দূতাবাসসমূহ, সরকারি দপ্তর, সুশীল সমাজ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাবলি অবহিত করার জন্য 'Bangladesh Investment Handbook: A Guide for Investors' প্রকাশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হ্যান্ডবুকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অফিস চেম্বারসমূহ, ট্রেড বডিস এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশন ও দেশে বিদেশি মিশনসমূহসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে;

- বিডা কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করা ও বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য Bangabandhu Memorial International Investment Summit আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদেশে ৪টি রোড শো/ভার্চুয়াল রোড শো এবং ওয়েবিনার, ১টি বিনিয়োগ মেলা এবং ৪টি সেমিনার/ভার্চুয়াল সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি দেশের বিনিয়োগকারীদের সাথে ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়েছে;
- বিডা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প থেকে 'সহস্র উদ্যোক্তা সম্মেলন-২০২০' আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 'মুজিববর্ষ ২০২০' উপলক্ষ্যে এ প্রকল্পের অধীনে সারাদেশে প্রশিক্ষিত ১,০০০ জন উদ্যোক্তাদের নিয়ে ২০২১ সালের শুরুর দিকে একটি সম্মেলন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা দেশের স্থানীয় বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করবে;
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে এ অফিসে আলোকসজ্জা ও পরবর্তী সময়ে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)

(৫৩) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বেপজার আওতাধীন ইপিজেডসমূহের অর্জিত সাম্প্রতিক রপ্তানি, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

- বিনিয়োগের পরিমাণ ২৭৫.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার;
- রপ্তানির পরিমাণ: ৬,৪৮৯.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা জাতীয় রপ্তানির ১৯.২৭ শতাংশ;
- নতুন উৎপাদনে আসা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ৪,৭৯৩ জন;
- শিল্প স্থাপনের জন্য নতুন লিজ চুক্তি স্বাক্ষরের সংখ্যা: ১৭টি, যার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ২৯.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান ৪,১২২ জন।

(৫৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বাক্ষরিত ১৭টি নতুন লিজ চুক্তির মধ্যে ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়াভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান M/s HZ International Co. Ltd চট্টগ্রাম ইপিজেড ৫.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ ব্যয় সংবলিত একটি তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপনের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লিজ চুক্তি স্বাক্ষর করে। উক্ত কারখানায় আনুমানিক ১,৩৫০ বাংলাদেশির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

(৫৫) বেপজা কর্তৃক ২০২১-এর মধ্যে নিম্নরূপ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়:

- ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ;
- বার্ষিক রপ্তানি ২০২১ সালের মধ্যে ৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ;
- ৫২৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৫,৫০,০০০ বাংলাদেশি নাগরিকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- ২০২১ সালের মধ্যে আর ২টি শিল্পাঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল, মীরসরাই প্রথম পর্যায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন। প্রথম পর্যায়ে ২৫০টি শিল্প প্লটে ১.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে ১.৫ লক্ষ মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(৫৬) বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল: বঙ্গবন্ধু শিল্পাঞ্চলে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। অধিকাংশ এলাকার মাটি ভরাটের কাজসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

(৫৭) জাতীয় অর্থনীতিতে বেপজার অবদান: মাত্র ২৩০৭ একর জায়গায় অবস্থিত ৮টি ইপিজেড বিগত ১০/১২ বছর যাবৎ দেশের জাতীয় রপ্তানিতে প্রায় ১৯-২০ শতাংশ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগে ২০-২৫ শতাংশ অবদান রাখার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

(৫৮) বেপজার আওতাধীন ইপিজেডসমূহে জমি স্বল্পতার কারণে বিনিয়োগকারীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ইপিজেডের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য ১৫টি কারখানা ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

(৫৯) জাতীয় সংসদ কর্তৃক ইপিজেডস্থ বা জোনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগ, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক, সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ, মজুরি পরিশোধ, কার্যকালে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, ইত্যাদি বিষয়ে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এবং শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন এবং ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্কবিষয়ক বিদ্যমান আইন রহিতপূর্বক 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়। উল্লিখিত আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেপজার আওতাধীন ৮টি ইপিজেডে ৮টি ওয়ার্কশপ করা হয়।

(৬০) ইপিজেডসমূহে ১৮৭টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রয়েছে। এখানে শিশুদের যত্নের পাশাপাশি খেলাধুলা, সুষম খাদ্য ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

(৬১) প্রত্যেক ইপিজেডে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ কমপ্লায়েন্স ৯৫ শতাংশ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং বেপজা শতভাগ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

(৬২) শ্রম পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ জন সোশ্যাল কাউন্সেলর-কাম-ইন্সপেক্টর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে হাসপাতাল এবং বাকি ৬টি ইপিজেডে 'ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।

(৬৩) শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক, নিরাপত্তা, এবং কর্ম প্রণোদনা বিষয়ে বাংলায় ইংরেজি সাব-টাইটেলসহ সামাজিক, নিরাপত্তা ও কর্মউদ্দীপনা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতামূলক ১৪টি ডকু-ড্রামা, পোস্টার ও ফেস্টুন তৈরি করা হয়েছে। ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, সড়ক নিরাপত্তা, অগ্নিনিরাপত্তা, ভূমিকম্প নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী সচেতনতা, চাকরির গুরুত্ব বোঝা, কর্মক্ষেত্রে অবদান, চাকরি ও কোম্পানিকে ভালোবাসা বিষয়ে সচেতনতামূলক ভিডিওসমূহ ইপিজেডের গেইটে স্থাপিত আউটডোর ডিসপ্লের মাধ্যমে প্রতিদিন সার্বক্ষণিকভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে।

(৬৪) নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশের জন্য বেপজা তিন স্তরের নিরাপত্তা বলয় যথা– নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী, আনসার ও শিল্প পুলিশের ব্যবস্থা করেছে। সম্প্রতি ইপিজেডে মহিলা শ্রমিকদের নিরাপত্তায় মহিলা আনসারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জোনে ফায়ার স্টেশন, পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছে।

(৬৫) কর্ণফুলী ইপিজেড ছাড়া অবশিষ্ট ৭টি ইপিজেডে ফায়ার স্টেশন রয়েছে। ইপিজেডের প্রকৌশল বিভাগ নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের স্বার্থে জোরালোভাবে বিল্ডিং কোড অনুসরণ করছে। জোনের অধিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে জোনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৯৪০টি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সিসিটিভি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করছে।

(৬৬) ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কর্ণফুলী ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহসহ উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

(৬৭) চট্টগ্রাম ইপিজেডে সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ইপিজেডের রাস্তার বাতিসমূহ সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে চলছে। চট্টগ্রাম ইপিজেডের সাফল্যে পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরদী, কুমিল্লা, ঢাকা ও মংলা ইপিজেডের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সৌর প্যানেলের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন করা হয়েছে।

(৬৮) করোনা মহামারিতে দুস্থ পরিবারদের সহায়তার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে বেপজা কর্তৃক ২৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা দান অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

(৬৯) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে সম্পাদিত APA সম্পর্কিত চুক্তির অধিকাংশ বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। যে সকল বিষয় অর্জন করা সম্ভব হয়নি তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৭০) ১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে 'জাতীয় শোক বিদস ২০১৯' পালন উপলক্ষ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ঢাকাস্থ/ঢাকার পার্শ্ববর্তী এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল ব্যুরোর হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

(৭১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং ব্যুরোর সঙ্গে নিবন্ধিত এনজিওসমূহকে নিয়ে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৭২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে (মে ২০২০ পর্যন্ত) বিভিন্ন এনজিও'র মোট ১,৫২৯টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এ সময়ে ৭২৩৮,১৯,১৫,৮৩৩ টাকার বৈদেশিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন কিস্তিতে পূর্ববর্তী বছরের জেরসহ মোট ৬৯১৩,৯৬,৪১,৩৩৯ টাকা ব্যুরো থেকে অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

(৭৩) বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ১,২২৬টি প্রকল্পের (এফডি-৭) বিপরীতে মোট ৩৩২৮,৯২,০৯,৪১৪ টাকা অনুমোদন ও ছাড় করা হয়। বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(৭৪) কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক জুন' ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৫৯টি প্রকল্পের (এফডি-৭) বিপরীতে মোট ২৭৩,৮৪,০৯,৪৭৮ টাকা অনুমোদন ও ছাড় করা হয়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(৭৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাপ্ত অডিট রিপোর্টের সংখ্যা ১,৭৭৭টি এবং অডিট নিষ্পত্তির সংখ্যা ১,৪২০টি। নিষ্পত্তির হার ৭৯.৯০ শতাংশ।

(৭৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক মোট ৩৬টি (দেশি ৩৩+বিদেশি ৩) এনজিও'র নিবন্ধন প্রদান, ২৩৭টি এনজিও'র নিবন্ধন নবায়ন করা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরে ৪টি এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

(৭৭) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২০,৮৭১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২,১০১টি ব্যারাক নির্মাণের জন্য ২৫২ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে যেখানে ১০,৫০৫টি ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসন করা হবে। ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'যার জমি রয়েছে ঘর নেই, তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ'-এর আওতায় ১০,০০০টি দরিদ্র গৃহহীন পরিবারকে তাদের নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এবং তিন পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারদের জন্য ৩৬৬টি বিশেষ ডিজাইনের ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ১,৬৭০টি পরিবারকে ৩.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৪,০০০টি পরিবারকে ১২ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ১০৫টি প্রকল্প গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এ সময় ১২১টি প্রকল্প গ্রাম অনুমোদন করা হয়েছে।

(৭৮) নোয়াখালীর ভাসানচরে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয়স্থল নির্মাণের লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে 'আশ্রয়ণ-৩ (প্রথম সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদিত হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)

(৭৯) এনএসডিএ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা ২০২০ অনুমোদন;
- মন্ত্রিসভা কর্তৃক জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহারের নীতিমালা ২০১৯ অনুমোদন;
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গাইডলাইন ২০১৯ অনুমোদন;
- কোর্স পরিচালনা স্বীকৃতি গাইডলাইন ২০২০ অনুমোদন;
- প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন ২০২০ অনুমোদন;
- অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার স্বীকৃতি গাইডলাইন ২০২০ অনুমোদন;
- অ্যাসেসর অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন ২০২০ অনুমোদন;
- দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধন প্রসঙ্গে পরিপত্র জারি;
- অর্থ বিভাগের অনুমোদন অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুতকরণ;

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়োগ প্রবিধিমালা প্রণয়ন;
- ই-নথি চালু করা এবং সিটিজেন চার্টার তৈরি;
- e-GP চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- RPL গাইডলাইন এবং প্রশিক্ষক সনদায়ন গাইডলাইন-এর খসড়া প্রণয়ন;
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট জাতীয় ডাটা সেন্টারে হোস্টিং করা;
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং শিল্প দক্ষতা পরিষদসমূহকে শক্তিশালী করার নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- স্কিল পোর্টাল তৈরির লক্ষ্যে Need Analysis করার জন্য পরামর্শক নিয়োগ এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- এনএসডিএ-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট চালু করা;
- ৫৯টি প্রতিষ্ঠানকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবন্ধন প্রদান করা; দক্ষতা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের জন্য ২৫৮টি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে;
- অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারের আবেদন ৩৬টি; অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার স্বীকৃতি ২টি; অ্যাসেসরের আবেদন ৫৫০টি; অ্যাসেসর সনদায়ন ১১টি;
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২০-এর খসড়া প্রণয়ন করা;
- ১২টি পেশার দক্ষতামান (Occupational Standard) প্রণয়ন করা;
- Bangladesh Standard Classification of Occupations অনুসরণ করে জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো প্রণয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু করা;
- World Skills Competition Kazan 2019-এ অংশগ্রহণ এবং
- ওয়ার্ল্ড স্কিলস এশিয়া-এর সদস্যতা লাভ।

চিত্র: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা সভা।

পিপিপি

(৮০) পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পিপিপি পাইপলাইনে নতুন প্রকল্প ৪টি, প্রজেক্ট স্ক্রিনিং ৬টি, পরামর্শক নিয়োগ ১৪টি, প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংস রিপোর্ট দাখিল ৭টি, ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ৭টি, কন্ট্রাক্ট এওয়ার্ড ৩টি, স্থানীয় পর্যায়ে পিপিপিতে বিনিয়োগে প্রচার কার্যক্রম ৬টি এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ ১৮টি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী পালনে পিপিপি কর্তৃপক্ষের গৃহীত কার্যক্রম

- ১০০ জন কর্মকর্তাকে পিপিপি প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্দেশ্য: পিপিপি কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা করার লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাসহ উপযুক্ত ১০০ জন কর্মকর্তা নির্বাচন ও তাঁদের সার্টিফিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- অগ্রগতি: সার্টিফিকেশন প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকর্তা নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কাজ চলমান রয়েছে;
- কার্যক্রম-২: PPP Global Investors Forum-2020 আয়োজন;
- উদ্দেশ্য: International Investor Forum আয়োজনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন তুলে ধরা;
- অগ্রগতি: কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে;
- প্রাথমিক কার্যক্রম হিসাবে Event Management সংস্থার সাথে আলোচনা হয়েছে;
- পিপিপি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সাথে সভা করা হয়েছে।

চিত্র: The Bangladesh Korea 2nd Joint PPP Platform Meeting was held on 19 January 2020.

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ)

(৮১) 'নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন' শীর্ষক জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য বিভাগের ৫৫টি ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ৫৮টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

(৮২) 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে ২১ জন প্রশিক্ষককে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিআরডিটিআই, সিলেট ব্যতীত অন্য ৫টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩০০ জন প্রশিক্ষককে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করেছে।

(৮৩) 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ জন সরকারি কর্মকর্তার হাতে-কলমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন বিষয়ক 'Action Research for SDG's Localization in Bangladesh' শীর্ষক ২ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে 'Knowledge Sharing on Action Research for SDG's Localization in Bangladesh' শীর্ষক ফলোআপ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

(৮৪) 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৮ জনকে পিএইচডি এবং ৭৫ জনকে মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

(৮৫) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ), ইউএনডিপির কারিগরি সহায়তায়, একটি পূর্ণাঙ্গ স্থানীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করার মানসে সুশাসনের সুনির্দিষ্ট মাত্রাসমূহকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কিছু বিস্তৃত থিমের ওপর ভিত্তি করে, জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো (NGAF)-এর আওতায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সূচকের আলোকে কয়েকটি স্থানীয় জাতীয় সূচক প্রণয়ন করা হয়েছে। থিম পাঁচটি হলো: ১) অংশগ্রহণ ও সাড়া প্রদানের মাত্রা (Participation and responsiveness), ২) কার্যকারিতা ও দক্ষতা (Effectiveness and Capacity), ৩) সমতা ও অন্তর্ভুক্তি (Equity and Inclusion), ৪) আইনের শাসন (Rule of Law) এবং ৫) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (Transparency and Accountability).

(৮৬) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণের জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

(৮৭) রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশন ও এন্টারপ্রাইজ-এর উত্তম চর্চা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কর্মপরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৮৮) এসডিজি বাস্তবায়নে দেশের যুবসমাজকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'এসডিজি ফর দ্য ইয়ুথ, বাই দ্য ইয়ুথ' শীর্ষক কর্মশালা।

(৮৯) 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এসডিজি-এর ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ প্রণয়নে স্থানীয় পর্যায়ে 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' বা 'Leaving no one behind' বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা।

(৯০) ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিআইইউ নিম্নরূপ সংস্কারমূলক সুপারিশ উপস্থাপন করেছে:

- নিয়মিত দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি বিশেষায়িত কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে Reform Management and Policy Research (RM &PR) Unit সৃজন;
- অগ্নি দুর্ঘটনা ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বৈদ্যুতিক গোলযোগ প্রভৃতি দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে প্রতিটি দপ্তরে Emergency Response Team গঠন;
- সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা/বিল উত্তোলনকারীর পাশাপাশি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/নিরীক্ষকদের দায়বদ্ধতা নিরূপণ;
- বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেল এবং পূর্ববর্তী বেতন স্কেল অনুসারে সমগ্রেডভুক্ত অবসর গ্রহণকারীগণের প্রাপ্য মাসিক নিট পেনশন বৈষম্য দূর করে সমতা আনয়ন;
- ট্রেনে যাত্রী উঠা নামার ক্ষেত্রে অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ট্রেনে অটোমেটিক/ম্যানুয়াল সিঁড়ি স্থাপন;
- খাস পুকুরের ছবিসহ তালিকা প্রস্তুতকরণ;
- বেপজার আওতাধীন ইপিজেডসমূহে পরিবার পরিকল্পনা ইউনিট চালুকরণ;
- বিসিএস (প্রশাসন)-এর শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ; এবং
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (Bangladesh Road Transport Authority- BRTA) সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ।

নির্বাহী সেল (বেসরকারি ইপিজেড)

(৯১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে কেইপিজেড প্রায় ৪৯০ (মার্কিন ডলার ৪৯,০৩,৬২,৪১৮) মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করেছে। কেইপিজেড-এ সর্বমোট ২৬,০০০ জন লোক কর্মরত রয়েছে। কোরিয়ান ইপিজেডে (KEPZ) কর্মরত বিদেশিদের ১৪টি ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করা হয়েছে। সবুজ বেষ্টনীর জন্য কোরিয়ান ইপিজেড কর্তৃক ২০ লক্ষ ৮০ হাজার গাছ লাগানো হয়েছে।

(৯২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তৃণমূল পর্যায়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী ভিডিও কনফারেন্স: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তৃণমূল পর্যায়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ-বিরোধী ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে জঙ্গিবাদ ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুলাই ২০১৬ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের বিভাগ ও জেলাপর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। ফলে, জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে এবং জনগণের মধ্যে জঙ্গিবাদ-বিরোধী চেতনা গড়ে উঠেছে। এ পর্যন্ত ৫টি বিভাগের জেলাসমূহের সঙ্গে এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় করেছেন। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, রংপুর, ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগে মোট ২৬,৯২৪টি সভার মাধ্যমে ১,১২,৯১,৯৫৯ জন লোক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত ছিলেন।

(৯৩) ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান: ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ, পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ভিক্ষুকমুক্তকরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। দীর্ঘদিনের চলে আসা এ সামাজিক সমস্যাকে দূরীকরণের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পুনর্বাসনের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তিমুক্ত করা। ইতোমধ্যে খুলনা এবং নড়াইল জেলা ভিক্ষুকমুক্ত হয়েছে। অন্যান্য জেলাতে ভিক্ষুকমুক্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রায় ১,৯১,৫৭২ জন (২০১৭ সালের আমার বাড়ি আমার খামার কর্মসূচির জরিপ অনুযায়ী)। ভিক্ষুকদের বিভিন্নভাবে পুনর্বাসনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ভিক্ষুকদের গরু ছাগল, হাঁস-মুরগি, সেলাই মেশিন, ভ্যানগাড়ি, ক্ষুদ্রব্যবসায়ের দোকান ইত্যাদি দিয়ে তাদের আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। তাদের ভিজিডি, ভিজিএফ, বিধবাভাতা, বয়স্কভাতা, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ প্রকল্পসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত সারা দেশে ৫৮,৬৮১ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

(৯৪) 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন: ১৯৯৬ সাল হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি মানবিক উদ্যোগ হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)' শীর্ষক কর্মসূচির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মসূচিটি সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচির অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ৫০ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে মূলত বৃহৎ আকারে আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প যেমন: কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, রিক্সা-ভ্যান, সিএনজি/অটোরিক্সা, পাওয়ার টিলার, সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প ইত্যাদি ৬৪টি প্রকল্প ১৬০টি উপজেলায় গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে মোট ২.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ৬৪টি উপজেলায় স্যানিটেশন ও সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপনে ৭৯.৬০ লক্ষ টাকা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা উপকরণ ও ধর্মীয় খাতে ৪.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২১০টি উপজেলায় ৫.৭৪ কোটি টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। দুস্থ/প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ১৬টি উপজেলায় ১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ২.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দপূর্বক ৪,১৩৭টি বাইসাইকেল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ১১১টি উপজেলায় ১,২০৭টি বসতঘর নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে ২৬.৩৫ কোটি এবং সংস্কার কার্য ৬৭.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পঞ্চগড় উপজেলার তেঁতুলিয়া উপজেলায় বেরং কমপ্লেক্স (গেস্ট হাউস কাম সেমিনার হল) স্থাপনের জন্য ১৯.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যালয় হতে ২,০০০ জন উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীকে এককালীন ৫ কোটি টাকার শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

২৯. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১ লক্ষ ৯৮ হাজার জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার পুরুষ ও ৪৫ হাজার জন নারী।

(২) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত পেশাদার গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে দেশের ৬১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষের নিকট প্রশিক্ষণ গাড়ি হস্তান্তর করা হয়েছে।

(৩) বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ১ লক্ষ পেশাদার ড্রাইভার তৈরির লক্ষ্যে গৃহীত একটি প্রকল্প ইতোমধ্যে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

(৪) ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩৭ জন বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। এর মধ্যে ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৭ জন পুরুষ এবং ৬০ হাজার ৯৬০ জন নারী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিরি কারণে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের হার হ্রাস পেয়েছে।

রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি

(৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে অভিবাসী কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে সরকার আগস্ট ২০১৯ মাসে ২ শতাংশ প্রণোদনা ঘোষণা করার ফলে বৈশ্বিক মন্দা ও কোভিড পরিস্থিতির মাঝেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে রেকর্ড ১৮,২০৫.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাওয়া গেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৮৭ শতাংশ বেশি।

অভিবাসনে সুশাসন

(৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৭) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এ অর্থবছরে মোট ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৮) দক্ষ হয়ে, জেনে বুঝে, বৈধ পথে বিদেশ গমনের জন্য অর্থাৎ নিরাপদ ও বৈধ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে মাননীয় সংসদ সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং সিভিল সোসাইটি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ও মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করে অভিবাসন বিষয়ক জনসচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৯) নিরাপদ ও বৈধ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৭টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৪ জনকে কারাদন্ড এবং ১৯ জনকে অর্থদন্ড দিয়ে মোট ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়।

বিদ্যমান শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান

(১০) নভেম্বর ২০১৯ মাসে মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে জয়েন্ট স্টেটমেন্ট প্রদান করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জনাব মাহাথির মোহাম্মদ-এঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশি শ্রমিকদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন।

(১১) সৌদি আরবের সঙ্গে কার্যকরভাবে যৌথ কারিগরি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর অংশগ্রহণে আবুধাবী ডায়ালগের সফল সম্মেলন হয়েছে।

চিত্র: দুবাই-এ অনুষ্ঠিত আবুধাবী ডায়ালগ অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব।

(১২) ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ও সেশেলস-এর মধ্যে 'Agreement on Labour Co-operation (ALC)' স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(১৩) ২২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কম্বোডিয়ায় টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত দ্বিপাক্ষিক সভায় একটি 'Record of discussion' স্বাক্ষরিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় কম্বোডিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে প্রথম দফায় কম্বোডিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হয়।

(১৪) জাপানের সঙ্গে স্পেশালাইজড স্কিলড ওয়ার্কার প্রেরণের জন্য Memorandum of Co-operation স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং জাপানে স্পেশালাইজড স্কিলড ওয়ার্কার সেন্ডিং নবম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

(১৫) কাতারের দোহায় ৩-৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে দু'দেশের যৌথ কারিগরি কমিটি (JTC)-এর বৈঠকে কাতার বাংলাদেশ থেকে দক্ষকর্মী নেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়।

নারী কর্মী সুরক্ষা

(১৬) বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে বাংলাদেশি নারী কর্মীদের অধিক সুরক্ষা, শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে ৩য় জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটির সভা ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১৭) বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীদের অধিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ১২ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(১৮) বিদেশগামী নারী কর্মীদের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া তদারকির মাধ্যমে অধিক সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মিশন)-এর নেতৃত্বে ছয় সদস্যবিশিষ্ট 'বিদেশগামী নারী কর্মী সুরক্ষা সেল' গঠন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৯

(১৯) 'দক্ষ হয়ে বিদেশ গেলে, অর্থ সম্মান দুই-ই মেলে'-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থেকে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য বীমা স্কিম উদ্বোধন করেন। তিনি অভিবাসনে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি ও সিআইপিদের সম্মাননা প্রদান করেন।

চিত্র: আন্তর্জাতিক আভিবাসী দিবস ২০১৯-এর অনুষ্ঠানে সিআইপি সম্মাননা প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

করোনা পরিস্থিতিতে গৃহীত কল্যাণমূলক কার্যক্রম

(২০) করোনা ভাইরাসের কারণে বিভিন্ন দেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশি কর্মীরা যেন করোনা-পরবর্তী সময়ে পুনরায় কর্মে নিয়োগ পেতে পারে, সেজন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। কর্মহীন এই অন্তবর্তী সময়ে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে দুস্থ ও কর্মহীন হয়ে পড়া প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে বিশেষ বরাদ্দের প্রায় ১১ কোটি টাকার ঔষধ, ত্রাণ ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

(২১) করোনার কারণে চাকরিচ্যুত হয়ে কিংবা অন্য কোনো কারণে বিদেশ ফেরত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে। করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে বিনিয়োগ ঋণ প্রদানের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২২) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শুধু বৈধ ও নিবন্ধিত অভিবাসী মৃত কর্মীর পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড-এর তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। করোনা মহামারি পরিস্থিতি বিবেচনায় বর্তমানে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুবরণকারী নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত নির্বিশেষে সকল প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

(২৩) ২৯ এপ্রিল থেকে ৩১ মে ২০২০ মেয়াদে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষিতে লকডাউন সময়কালীন বিদেশ প্রত্যাগত ৫,৯৭৪ জন কর্মীকে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে বিমান বন্দরে তাৎক্ষণিক মোট ২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩০. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ২,৩৫,৫৫,৬২৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০,৫৪,১০,৮৫৯ কপি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় ২,৩০,১০৩ কপি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

(২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় ১ কোটি ৮ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিওরক্যাশের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

(৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০ জন কর্মকর্তা এবং শিক্ষককে যুক্তরাজ্যে ১ বছর মেয়াদি মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ও প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রদান করা হয়েছে।

(৫) জাতীয় শোক দিবসসহ সকল জাতীয় দিবস পালন করা হয়েছে। আন্তঃপিটিআই ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাঁচবছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনার পুস্তক আকারে প্রকাশিত কপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট তাঁর কার্যালয়ে হস্তান্তর করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন।

(৬) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০ অনুযায়ী ই-মনিটরিং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০৯টি উপজেলা এবং এ বিষয়ে অর্জন শতভাগ ছিল। প্রত্যেক জেলায় এ বিষয়ে একজন এডিপিইও (ডিপিইও কর্তৃক মনোনীত) ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে জেলার দায়িত্ব পালন করছেন। অধিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের সকল পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে ই-মনিটরিং অ্যাপস্-এর মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক স্মার্ট ডিভাইস (ট্যাব) বিতরণ করা হয়। ২০১৮ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক সারা বাংলাদেশে পেপারলেস বিদ্যালয় পরিদর্শন ঘোষণা করা হয়েছিল। সে লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ই-মনিটরিং অ্যাপস-এর মাধ্যমে অনলাইন বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ইতোমধ্যে নতুন সংশোধিত ই-মনিটরিং অ্যাপস্ Google Play Store-এ আপলোড করা হয়।

(৭) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ১,৪৩৫টি বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক খেলার সামগ্রী বাবদ ১.৫০ লক্ষ টাকা; ৪২,০০০ বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে রুটিন মেরামতের জন্য ৪০ হাজার টাকা; ৯,৮৫১টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে মাইনর মেরামতের জন্য ৭ লক্ষ টাকা; ৩,৪০৮টি বিদ্যালয়ে বড় ধরনের মেরামতের জন্য ২ লক্ষ টাকা করে; ২,৫০০টি বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লকের বড় ধরনের মেরামতের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে; ২৪,৪৮৪টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে ওয়াশব্লকের রুটিন মেরামত বাবদ ১০ হাজার টাকা; ৬৭টি পিটিআই এ রুটিন মেরামতের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে; ৫০টি ডিপিইও অফিস ও ৮টি ডিডি অফিসে রুটিন মেরামত বাবদ ৫০ হাজার টাকা করে; ৫০৯টি উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসের প্রত্যেকটিতে রুটিন মেরামতের জন্য ৪০ হাজার টাকা; ৫০৫টি উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার প্রত্যেকটিতে রুটিন মেরামত বাবদ ৩০ হাজার টাকা; ১২১টি উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসে সংস্কার ও মেরামত জন্য ১৫ কোটি টাকা; ১০৭টি উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারে সংস্কার ও মেরামত জন্য ৫ কোটি টাকা; ২,৫৭২টি বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপনের জন্য ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা; ৭টি পিটিআই, ১২টি ডিপিইও অফিস ৬৩টি ইউআরসি

অফিসে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ৩ কোটি টাকা; ২৫,০০০ বিদ্যালয়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় সুরক্ষা উপকরণ কেনার জন্য ৭.৫ কোটি টাকা; দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত ৫২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গৃহ নির্মাণ/মেরামতের জন্য ১২ কোটি টাকা এবং ৬৪,৭৮০টি বিদ্যালয়ে স্লিপ ফান্ড বাবদ ৩৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

(৮) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রধান কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ১,৫৫১টি পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদান করে। এর মধ্যে অর্থ বিভাগ ১,৪৭৩টি পদের অনুমোদন দেয়। বিষয়টি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সচিব কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

(৯) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য সংবলিত ডাটাবেইজ (পিডিএস) প্রণয়ন করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিধিমালা, ২০২০ অনুমোদনের কাজ চলমান রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(১০) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত ও বাস্তবায়িত হয়।

(১১) দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির ১ লক্ষ শিক্ষার্থীর পাইলট কর্মসূচি চলমান রয়েছে। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির ৯ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থা নির্বাচনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(১২) মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের মেয়াদকাল ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০২০-এর পরিবর্তে ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধিকরণের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশন থেকে অনুমোদিত হয়।

(১৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়।

(১৪) জরিপকৃত ও অনুমোদিত ২১ লক্ষ নিরক্ষরকে নারী-পুরুষের ভিত্তিতে (পুরুষ ১০,৫০,০০০ জন এবং নারী ১০,৫০,০০০ জন) নিরক্ষর শিক্ষার্থী উপজেলাভিত্তিক বিভক্ত করা হয়েছে।

(১৫) দ্বিতীয় ধাপের ১১৪টি উপজেলার নিরক্ষর শিক্ষার্থীদের বেইজলাইন সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জরিপকৃত ও অনুমোদিত ১৫-৪৫ বছর বয়সের মোট নিরক্ষর নারী-পুরুষ সংখ্যা ২২,৬০,৩৪০ জন (পুরুষ ১১,০৮,৭৯৩ জন এবং নারী ১১,৫১,৫৪৭ জন)।

(১৬) ১১৪টি উপজেলায় ১,৭৫০ জন সুপারভাইজার ও ৭০,০০০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

(১৭) দ্বিতীয় ধাপের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ৪৩,০০,৭১০ খানা প্রাইমার (আমাদের চেতনা ১ ও ২), শিক্ষক সহায়িকা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও ফ্লিপ চার্ট মুদ্রণ করে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

(১৮) দ্বিতীয় ধাপের ১১৪টি উপজেলার শিক্ষার্থীদের মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য এসেসমেন্ট এজেন্সি (Third Party) নিয়োগের লক্ষ্যে RFP প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট কর্তৃক ৯২ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার পরিবারকে ১,০০,৫০,৮২৭ টাকা এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(২০) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কর্তৃক ৬৭টি পিটিআই-এর মাধ্যমে ১৪,৫৭৫ জন শিক্ষক ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ৫টি পিটিআই-এর মাধ্যমে ২০১৯ সালে ৩৩৯ জন শিক্ষক সি-ইন-এড প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ হয়। ১টি জার্নাল, ২টি নেপ নিউজ লেটার (নেপ বার্তা) ও ২টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৯-এ শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র সংযোজনসহ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২১) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কর্মকর্তা ও শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং মোবাইলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আনন্দের সাথে পাঠদান কার্যক্রম চলমান আছে।

(২২) জেলা-উপজেলা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পাঠদান কার্যক্রম নিয়মিত ভার্চুয়াল মনিটরিং করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় হতে ৬৪ জেলায় ৬৪ জন কর্মকর্তাকে মেন্টরিংয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। মেন্টরগণ শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করেন।

৩১. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(১) কর্মসংস্থান ও রপ্তানি আয়ের বিচারে বস্ত্র ও পাটখাত বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির প্রাণস্বরূপ। ১৯৯০-এর দশক থেকেই বস্ত্রখাত দেশের রপ্তানির প্রধান উৎস হিসাবে সার্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। সদ্য সমাপ্ত ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানিতে পাটখাতও দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে। একদিকে বস্ত্রখাতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে যার ৮০ শতাংশই নারী অন্যদিকে পাটখাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩ কোটি লোকের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে।

সারণি ১: বস্ত্র ও পাটখাতে রপ্তানির চিত্র

ক্রমিক	বিবরণ	২০১৯-২০ অর্থবছরের রপ্তানির চিত্র (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)		পূর্ববর্তী বছরের তুলনা হ্রাস/বৃদ্ধি
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	
১.	তৈরি পোশাক	৩৮,২০০	২৭,৯৪৯	-১৮.১২ শতাংশ
২.	পাট	৮২৪	৮৮২	+৮.২০ শতাংশ

বস্ত্র অধিদপ্তর

(২) বস্ত্র মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি অন্যতম উপাদান। বস্ত্রশিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বস্ত্র ও পাটখাতকে জাতীয়করণ করে এ খাত দুটিকে সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে পোশাক ও বস্ত্রশিল্পকে অধিক শক্তিশালী, নিরাপদ ও প্রতিযোগিতা সক্ষম করে বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের অগ্রগমনে দেশের বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

চিত্র: জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০১৯-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

(৩) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে 'বস্ত্রখাতের বিশ্বায়ন-টেকসই উন্নয়ন' এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে প্রথম 'জাতীয় বস্ত্র দিবস' উদ্‌যাপন করে। জাতীয় বস্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ৯-১১ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে ৩ দিনব্যাপী বস্ত্রমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বস্ত্রশিল্পকে আরো জনপ্রিয়, গতিশীল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বেশি পরিমাণ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে এ মেলার আয়োজন করা হয়। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮৪ শতাংশ পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হচ্ছে।

বস্ত্র প্রকৌশল শিক্ষা

(৪) দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করে বস্ত্রখাতকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরো প্রতিযোগিতা সক্ষম ও দক্ষভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপযুক্ত মানের জনবল তৈরি এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান অভীষ্ট। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন ৭টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ৪১৬ জন, ৭টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট থেকে ৩৬১ জন এবং ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে ৩,৬৮৬ জন শিক্ষার্থী সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এদের সকলেরই এ খাতে উপযুক্ত কর্মসংস্থান হয়েছে।

সারণি ২: বস্ত্র প্রকৌশল শিক্ষা কার্যক্রমের চিত্র

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিভাগ/ট্রেডসমূহ	প্রদত্ত ডিগ্রি	২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	বর্তমানে মোট অধ্যায়নরত ছাত্র/ছাত্রী
১.	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৭টি	১.ইয়ার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ২.ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং ৩.ওয়েটপ্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং ৪. অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং	বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	৮৩৪ জন	৩,৪৩২ জন
২.	ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট	৭টি	১.ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ২. ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ৩.ওয়েট প্রসেস ম্যানুফ্যাকচারিং ৪. অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং	ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	৯৮৯ জন	৩,৩০৪ জন
৩.	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	৪১টি	১. ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং ২. ডাইং প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং ৩. উইভিং ৪. নিটিং	এসএসসি (ভোকেশনাল)	৫,৬২৫ জন	১০,৬৭৫ জন

(৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বস্ত্রশিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ (Sponsoring Authority) হিসাবে বস্ত্র অধিদপ্তরে প্রাপ্ত ৬,৫২৪টি আবেদনের মধ্যে ৬,৫১৯টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বস্ত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বস্ত্র ও পোশাকশিল্প মালিক/কর্মকর্তাগণকে ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সারণি ৩: নির্মাণাধীন বস্ত্র প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৫টি	৩০ জুন ২০২১-এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে।
২.	ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট	৯টি	
৩.	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	৭টি	৩১ ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে।

বস্ত্র প্রকৌশল শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ প্রকল্প সমাপ্ত হলে সকল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বস্ত্র অধিদপ্তর, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ও বিভিন্ন পোশাক শিল্পে ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য কারিগরি পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান দক্ষ জনবলের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে পূরণ করবে। ফলে, বর্তমানে এ খাতে নিয়োজিত বিদেশি ব্যবস্থাপক/কর্মী কর্তৃক যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য দেশে চলে যাচ্ছে তা অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

(৬) ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁতশিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। আমাদের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাঁতশিল্পের স্থান উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষ তাঁত শুমারি অনুযায়ী এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। তাঁতশুমারি অনুযায়ী তাঁতশিল্পে বছরে প্রায় ৬৮.৭০ কোটি মিটার তাঁতবস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশ তাঁতশিল্প যোগান দিয়ে আসছে। এ শিল্পে বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ১,২২৭ কোটি টাকা।

সারণি ৪: তাঁতপ্রযুক্তি শিক্ষা কার্যক্রমের তথ্য

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিভাগ/ট্রেড	প্রদত্ত ডিগ্রি/প্রশিক্ষণ	পাশকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১.	তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী	১টি	১. ইয়ার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ২. ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং ৩. ওয়েট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং ৪. অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং।	বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	৮০ জন
		১টি	১. ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ২. ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ৩. ওয়েট প্রসেস ম্যানুফ্যাকচারিং ৪. অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং।	ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	৮০ জন
২.	প্রাতিষ্ঠানিক ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	-	তাঁতিদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ	-	৪৮০ জন

(৭) বাংলাদেশের হারানো গৌরব মসলিনকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধার ও মসলিন কাপড় উৎপাদন এবং বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য মসলিনের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ১২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মসলিন শীঘ্র পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

(৮) তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,২১০ জন তাঁতিকে ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রসামগ্রী বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নিয়োজিত প্রান্তিক তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে রপ্তানিকারকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড থেকে রপ্তানিযোগ্য হস্তচালিত তাঁতশিল্পজাত বস্ত্রের কান্ট্রি অব অরিজিন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হচ্ছে। জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ মেয়াদে ৬টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৩,২৫,১৮২.৫০ মার্কিন ডলার মূল্যমানের পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে ৩৪টি কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে টাঙ্গাইল তাঁত শাড়ি ৩,১৬,৩৫০ পিস; তাঁত শাড়ি ১,০৯,১৪০ পিস; তাঁত লুঙ্গি ২৩,৫০০ পিস; তাঁতজাত পণ্য (ওড়না) ৫০,০০০ পিস এবং বিবিধ প্রকার তাঁতজাত পণ্য ১,৫৪২ পিস। কান্ট্রি অব অরিজিন প্রত্যয়নপত্র ফি বাবদ ৫১,০০০ টাকা বোর্ডের আয় হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ২টি দেশীয় তাঁতবস্ত্র প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

(৯) রেশম বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৬.৫০ লক্ষের অধিক লোক রেশমশিল্পের সঙ্গে জড়িত। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। বাংলাদেশে রেশম চাষ ও শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন

বোর্ড কাজ করছে। গুণগতমানসম্পন্ন রেশম গুটি ও রেশম সুতার উৎপাদন বৃদ্ধি, রেশম চাষ ও শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম সেক্টরে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা, বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে।

(১০) রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় ৫.৮৫ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন, বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে। রেশম বীজাগারসমূহে ৯,৫৬৩ কেজি বীজগুটি উৎপাদন করা হয়েছে। রেশম বীজাগার ও পি-৩ কেন্দ্রে ৪.৫১৫ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন করে বিতরণ করা হয়েছে। রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় ১.৯২৭ লক্ষ কেজি রেশম গুটি, মিনিফিলেচার কেন্দ্রে ১,২১১ কেজি রেশম সুতা এবং রাজশাহী রেশম কারখানায় ৪,৭৭০ মিটার রেশম কাপড় উৎপাদিত হয়েছে। ৪১টি জেলার ৯৯টি উপজেলায় 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের ৫২৮টি সমিতির ৩,৮০৩ জন সদস্যকে তুঁত চাষের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ৬৯৭ জন রেশম চাষি পলুপালনে সম্পৃক্ত হয়ে রেশম গুটি উৎপাদন করছে। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ১,২৫২ জনকে তুঁতচারা রোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইডিয়াল রেশম পল্লী ও সম্প্রসারণ এলাকার চাষিদের ৮,৬০৬টি ডালা, ৭,৪৭২টি চন্দ্রকী, সুতার জাল ৪,৯৬৯টি এবং পলুঘর ৯২৫টি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। পি-৩ কেন্দ্রে ৯টি মাতৃজাত সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

(১১) বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দেশে রেশমশিল্পের বিকাশে রেশম শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে কাঁচা রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বল্প ব্যয়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে কাজ করছে। দক্ষ কারিগরি জনশক্তি সৃষ্টি এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশে কাঁচা রেশম উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পদ্ধতিগতভাবে সুসংগঠিত করতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা এর অন্যতম লক্ষ্য।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি)

(১২) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি)-এর আওতাধীন ১৬টি মিল পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) পদ্ধতিতে পরিচালনা করার জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। ট্রানজ্যাকশন এ্যাডভাইজার নির্বাচনের কার্যক্রম পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কার্যালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সর্বশেষ এ বিষয়ে ৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে পিপিপি কার্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিপিপি-এর মাধ্যমে পরিচালনার লক্ষ্যে কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিল টঙ্গী, গাজীপুর-এর জমি গ্রিন ফিল্ড হিসাবে ১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সংশ্লিষ্ট প্রাইভেট পার্টনার-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলের Existing Facility অপসারণের কাজ চলছে, যা শেষ হলে দ্রুত এ মিলটি নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনার-কে হস্তান্তর করা হবে।

(১৩) আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের ২য় পর্যায়ে ৪টি মিল (আর আর টেক্সটাইল মিল, দোস্ত টেক্সটাইল মিল, মাগুরা টেক্সটাইল মিল এবং রাজশাহী টেক্সটাইল মিল)-এর Inception Report ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে আইআইএফসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিল করা হয়েছে। ৮ মার্চ ২০২০ তারিখে আর আর টেক্সটাইল মিল, ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখে দোস্ত টেক্সটাইল মিল, ২২ মার্চ ২০২০ তারিখে মাগুরা ও রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের ড্রাফট ফিজিবিলিটি স্টাডি দাখিল করা হয়েছে। ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখে আর আর টেক্সটাইল মিল, ৭ জুন ২০২০ তারিখে দোস্ত টেক্সটাইল মিল, ২৩ জুন ২০২০ তারিখে মাগুরা ও রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের Submission of Draft Bid Documents (IFB AND DRAFT PPP CONTRACT) আইআইএফসি কর্তৃক দাখিল করা হয়।

পাট অধিদপ্তর

চিত্র: জাতীয় পাট দিবস ২০২০-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

(১৪) ৬ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতীয় পাট দিবস উদ্‌যাপন এবং উক্ত তারিখ থেকে ৩ দিনব্যাপী বহুমুখী পাটজাত পণ্যের মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহুমুখী পাটপণ্য মেলার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পাট থেকে তৈরি বহুবিধ পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা সাধারণকে সচেতন করার মাধ্যমে এসব পণ্যের প্রচলন বৃদ্ধি এবং বাজার সম্প্রসারণ। এর ফলে পাটপণ্যের প্রচারণা এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটপণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে। নিত্য নতুন চাহিদা অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের মধ্যে পণ্য তৈরির আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। একইসাথে এ মেলা বহুমুখী পাটপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রায় ১,৪০০ কোটি টাকা মূল্যের বহুমুখী পাটপণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়।

(১৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৫.৬০ লক্ষ বেল কাঁচাপাট উৎপাদন হয়েছে। এর মধ্যে ৮.৬৪ লক্ষ বেল কাঁচাপাট রপ্তানি করা হয়েছে। একইসময়ে ৭৫২.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের ৭.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন পাটপণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।

(১৬) পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৪৬টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদনের জন্য ৭৫,০০০ জন কৃষককে এবং গুণগতমানসম্পন্ন পাট আঁশ উৎপাদন ও পঁচনের জন্য ৩,৪৫,০০০ জন কৃষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, উচ্চফলনশীল পাটবীজ, সার, কীটনাশক প্রদান করা হচ্ছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পাট খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)

(১৭) রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৭/১৯৭২ মূলে জাতীয়করণকৃত পাটকলসমূহের মধ্যে ৩৫টি পাটকল দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক চুক্তিমূলে সাবেক মালিক/শেয়ার হোল্ডারদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স কমিটির প্রতিবেদন মতে বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তরিত কতিপয় পাটকলসমূহের মালিকগণ সরকারের অনুমতি ব্যতীত মিলের জমি বিক্রি করে দিয়েছেন। এ সকল মিলের জমি যাতে ক্রেতার অনুকূলে নামজারি সম্পন্ন না হয় এবং যে সকল জমির নামজারি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে তা বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে।

(১৮) বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তরিত পাটকলসমূহের মধ্যে শর্ত লংঘনকারী মিল সরকারি ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সে সকল মিলের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারের অনুমতি ব্যতীত মিলের মালিকানা পরিবর্তন, শেয়ার বিক্রয়, মেশিনারিজ বিক্রয়সহ অন্য যে কোনো শর্ত ভঙ্গের বিষয়সমূহ যাচাই করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তরিত মিলের নিকট বিজেএমসি-এর হালনাগাদ পাওনা আদায়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজেএমসি'র পুনর্গঠন ও রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের সংস্কার

(১৯) অব্যাহত লোকসানের ফলে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলসমূহে বিরাজমান পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান এবং সেই সাথে সার্বিক পাটখাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিজেএমসি'র আওতাধীন ২৫টি পাটকলের উৎপাদন কার্যক্রম ৩০ জুন ২০২০ তারিখের পর বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে আলোকে ১ জুলাই ২০২০ তারিখ হতে মিলসমূহ বন্ধ ঘোষণাপূর্বক মিলের শ্রমিকদের চাকরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের আওতায় অবসায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অবসায়নকৃত শ্রমিকদের পূর্বের বকেয়া সকল পাওনাসহ অবসান সুবিধাদি এককালীন পরিশোধের পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৪,৮০০ কোটি টাকা সংস্থানে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে। বন্ধ ঘোষিত পাটকলসমূহ উপযুক্ত পন্থায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুর বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। এর মাধ্যমে সক্ষম শ্রমিকদের পুনঃকর্মসংস্থানের পাশাপাশি পাটশিল্প খাতে নবদিগন্তের সূচনা ঘটবে।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

(২০) বর্তমানে সারাদেশে জেডিপিসি'র ৭০২ জন নিবন্ধিত উদ্যোক্তা রয়েছে। এ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে জেডিপিসি ২৮১ ধরনের বহুমুখী পাটপণ্য তৈরি করেছে যা বিশ্বের প্রায় ১১৮টি দেশে বাংলাদেশে উৎপাদিত এসব বহুমুখী পাটপণ্য রপ্তানি হচ্ছে।

(২১) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

সরকারের গৃহীত নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে পাট ও বস্ত্রখাতের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, পরিবেশ রক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ধারা বেগবান করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

৩২. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের ভিশন, মিশন এবং দিনবদলের সনদ সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে চলেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল ও ভেজালমুক্ত খাবার নিশ্চিতকরণ

(১) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ: নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার হাতিয়ার হিসাবে দ্রব্যমূল্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের 'দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সেল' নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি সংগ্রহ করে সরকারের করণীয় নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ঢাকা মহানগরীসহ সমগ্র দেশে প্রতিদিন বাজার মনিটরিং টিম বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত টিম ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২,৩৫১টি বাজার অভিযানপূর্বক ২৩,৩১৩টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অপরাধে মোট ১১ কোটি ৯১ লক্ষ ৪৭ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং অন্যদের সহযোগিতায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য সমুদ্র ও স্থল বন্দরে দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাস, অভ্যন্তরীণ নৌ ও সড়ক পথে পণ্যের অবাধ পরিবহন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

(২) টিসিবির কার্যক্রমের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সহনীয় রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ: পবিত্র রমজান মাসসহ করোনাকালে সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে টিসিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। টিসিবি কর্তৃক ২,৮৩৪ জন ডিলারের মাধ্যমে ২৬,১৬২টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকসেলের মাধ্যমে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭০ হাজার লোকের কাছে ন্যায্য মূল্যে প্রায় ১,২১,০০০ মেট্রিক টন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি যেমন: তেল, ডাল, চিনি, পেঁয়াজ, ছোলা ও খেজুর বিক্রয় করা হয়; যা গত অর্থবছরের তুলনায় পণ্যভেদে ১০-২০ গুণ বেশি। দেশব্যাপী টিসিবির ট্রাক সেল মনিটর করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। উক্ত টিম টিসিবির ট্রাক সেল

কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করছে। বাণিজ্য সচিবের নেতৃত্বে 'করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টাস্কফোর্স কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি প্রতি সপ্তাহে প্রতি রবিবার সভা করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, রপ্তানি বাজার প্রসার, টিসিবির কার্যক্রম মনিটরিং ও অন্যান্য উদ্ভূত সংকট মোকাবিলার লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এই কমিটি ইতোমধ্যে নিবিড় পর্যবেক্ষণের আলোকে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে করোনা পরিস্থিতিতে পবিত্র রমজান মাসেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে ছিল। বাজারে অসম প্রতিযোগিতা নিরসনকল্পে 'প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২'-এর আওতায় প্রতিযোগিতা কমিশন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

(৩) ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে ৮টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলায় জেলাসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যহত রাখা হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে অফিস ও লোকবল সৃষ্টিসহ জেলা পর্যায়ে লোকবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জনবান্ধব রপ্তানি ও আমদানি নীতি প্রণয়ন

(৪) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আমদানি স্বভাবিক রাখার স্বার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ব্যবসাবান্ধব রপ্তানি নীতি, ২০১৮-২০২১ প্রণয়ন করেছে। ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্রব্যমূল্যের বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও ঔষধের রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের শিল্পায়ন বৃদ্ধি নিশ্চিত করাসহ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য জনবান্ধব আমদানি নীতি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়নে উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ

(৫) নগদ সহায়তা প্রদান: বাণিজ্য মন্ত্রণালয় Export-led প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১ বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে সরকারের মেয়াদকালে রপ্তানি বাণিজ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩৬টি পণ্যে রপ্তানির ওপর ২ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। করোনা উত্তর পরিস্থিতিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অধিক সম্ভবনাময় ও মূল্য সংযোজনের সুযোগ রয়েছে এমন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান খাত সম্প্রসারণ ও হার যৌক্তিকীরণের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৬) রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ: রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে রপ্তানি নীতি, ২০১৮-২০২১-এ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও বিশেষ অগ্রাধিকার খাতে নীতি সুবিধা প্রদানে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৭) পণ্যভিত্তিক রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর একটি পণ্যকে 'বর্ষপণ্য' ঘোষণা করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 'লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যকে 'বর্ষপণ্য-২০২০' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রণোদনাসহ নানাবিধ নীতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাইসাইকেল, মটরসাইকেল, অটোমোবাইল, অটো-পার্টস, ইলেকট্রিক পণ্য, ইলেকট্রনিক্স, অ্যাকুমুলেটর ব্যাটারি, সোলার ফটোভলটিকমডিউল ও খেলনাকে 'বর্ষপণ্য-২০২০'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৮) পণ্যে বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ফুটওয়্যার (লেদার ও নন-লেদার), লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্লাস্টিক খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ১,০১২ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে 'Export Competitiveness for jobs' শীর্ষক ৬ বছর মেয়াদি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যার লক্ষ্য হলো এসব খাতে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, রপ্তানি বাজারে প্রবেশের জন্য বিদ্যমান শর্তাবলি প্রতিপালন এবং বাজার সংযোগ বৃদ্ধিকরণ। এ ধারাবাহিকতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার এসোসিয়েশন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যবসায়ীগণ যৌথভাবে নানা ম্যানুফেকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে

৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে তৃতীয়বারের মতো 'Bangladesh Leather Footwear, Leather Goods International Sourcing Show (BLLISS-২০১৯) আয়োজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এতে দেশি-বিদেশি ক্রেতাসহ বিভিন্ন এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ, স্বনামধন্য ব্র্যান্ড, আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও ক্রয় প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

(৯) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদেশে অনুষ্ঠিত ২৪টি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে (Ease of Doing Business) অব্যাহত কার্যক্রম

(১০) বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কোম্পানি আইনে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংশোধন এনেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের ফি হ্রাস এবং ক্ষেত্র বিশেষে ফি বাতিল করা হয়েছে। ফলে EoDB সূচকে বাংলাদেশের ৮ ধাপ উন্নয়ন ঘটেছে।

(১১) সম্প্রতি কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কমন সিল-এর বাধ্যবাধকতা বিমোচন করা হয়েছে এবং এক ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানি (OPC) গঠন সংক্রান্ত বিষয় ২০ জুলাই ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে।

টাস্কফোর্স গঠন

(১২) চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে গঠিত 'পলিসি সমন্বয়' কমিটির সভা প্রতি মাসে একবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

(১৩) কোভিড-১৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানি সমস্যা নিরসন ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে গঠিত টাস্কফোর্সের সভা প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিশ্বব্যাপী চাহিদা সংকোচনের ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন মাসের রপ্তানি আয় যথাক্রমে ৪.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৩.৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৩.৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ০.৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২.৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ৩৩.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে রপ্তানি আয়ের প্রবণতা নিম্নমুখী থাকলেও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে রপ্তানি আয়ের প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সামগ্রিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হলেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিকল্প রপ্তানি পণ্য প্রসারে উৎসাহ প্রদানসহ সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

(১৪) কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে ২০২০-২১ অর্থবছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (পণ্য খাতে ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সেবা খাতে ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

Export Competitiveness for Jobs

(১৫) প্লাস্টিক এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে পরিবেশগত, সামাজিক ও মানগত (ESQ) কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনে 'কমপ্লায়েন্স হ্যান্ডবুক' প্রণীত হয়েছে।

(১৬) পরিবেশগত, সামাজিক ও মানগত (ESQ) উৎকর্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী চামড়াশিল্প কারখানা সংস্কারে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে কারখানা এসেসমেন্ট পর্যায়ে প্রকল্পের আওতাধীন Export Readingess Fund (ERF) থেকে গ্রান্ট প্রদান আরম্ভ হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩২টি কারখানার অনুকূলে ম্যাচিং অনুদান বাবদ চাহিদার ৯০ শতাংশ হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ হাজার মার্কিন ডলার করে অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের Export Competitiveness for Jobs প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১০ একর এবং বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈরে প্রায় পাঁচ একর জমির ওপর নির্মাণ করা হবে আন্তর্জাতিক মানের দুটি অত্যাধুনিক

টেকনোলজি সেন্টার। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি ও বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক অথরিটির সঙ্গে লিজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিশ্বমানের এসব টেকনোলজি সেন্টারে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি ও প্লাস্টিকস খাতসহ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের শিল্পসমূহের জন্য লাগসই প্রযুক্তিগত সেবা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পসমূহকে রপ্তানি সক্ষম করে তোলা হবে।

বিদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও MoU স্বাক্ষর

(১৭) বাংলাদেশ-ভুটান দ্বিপাক্ষিক প্রেফারেনসিয়াল বাণিজ্য চুক্তির নেগোশিয়েশন শেষ হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া শেষ করে আগস্ট ২০২০ মাসের মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষর করা হবে। বাংলাদেশ-ভুটান প্রেফারেনসিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্টটিই হবে বাংলাদেশের প্রথম দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি। বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি এবং MoU বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন করে মেক্সিকো, চিলি, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কম্বোডিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নের নিকট বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের রপ্তানি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক ১৮২টি পণ্যের তালিকাসহ প্রস্তাব প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কর্মাশিয়াল উইং স্থাপনের কার্যক্রম:

(১৮) চায়না, কুনমিং-এ প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক)-এর পদ সৃজন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্মকর্তা নিয়োগের এ প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করেছেন।

(১৯) ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়াতে বাণিজ্যিক উইং সৃজন-এর প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে এবং অর্থ বিভাগের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

(২০) লস এঞ্জেলস, সিউল, মিয়ানমার, ব্রাসেলস, তেহরান-এর কমার্শিয়াল কাউন্সিলরদের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ায় উক্ত পদসমূহে কর্মকর্তা নিয়োগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন। তাদেরকে প্রেষণে নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তৈরি পোশাক খাতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

(২১) বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ তৈরি পোশাক খাত থেকে অর্জিত হয়। নারীর ক্ষমতায়নে এ খাত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের সঙ্গে বেশ কিছু নীতিগত সহায়তা ও নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

(২২) ২০২০ সালের শুরুতে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে ইউরোপ ও আমেরিকার ক্রেতারা ক্রয়াদেশ স্থগিতসহ বাতিল করা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে মার্চ ২০২০ থেকে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ দেখা দিলে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এ পরিস্থিতিতে তৈরি পোশাকের রপ্তানি অনেকাংশে হ্রাস পায়। সরকার এ পরিস্থিতি উত্তরণে তৈরি পোশাকের বড় রপ্তানি বাজার ইউএস এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে পণ্য সরবরাহে বিদ্যমান বিশেষ সুবিধা অব্যাহত রাখা এবং চলমান কোভিড-১৯ মহামারির সংকটকালে শিল্পখাতের সুরক্ষা এবং বিপুল শ্রমিকদের জীবনমান অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ট্রেড কমিশনারকে ব্যক্তিগত অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চলমান কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে বিদেশের বাজারে তৈরি পোশাক খাতের বাজার ধরে রাখা এবং উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা নিরসনের জন্য সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্স পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছে এবং প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে কাজ করছে। বিভিন্ন দেশে কর্মরত কমার্শিয়াল উইং নিয়মিতভাবে বিদেশি ক্রেতা, ক্রেতাসংগঠন ও সে দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ/নেগোশিয়েশনের মাধ্যমে রপ্তানি অক্ষুন্ন এবং প্রসারে কাজ করছে। এ খাতের চলতি মূলধনের সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং শ্রমিক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ১২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক বা লক্ষাধিক কোটি টাকার প্রণোদনায় তৈরি পোশাক শিল্পের বেতন পরিশোধের সুবিধার্থে কারখানা মালিকদের স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যা দিয়ে তারা চার মাসের বেতন পরিশোধ করতে পারবে।

(২৩) তৈরি পোশাক খাতের কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের জন্য মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীকে আহ্বায়ক এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহ-আহ্বায়ক করে সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি গঠন করা হয়।

(২৪) দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ প্রদানের জন্য জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন সেক্টরের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী সময়ে সময়ে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

(২৫) ইউরোপীয় ইউনিয়নের Everything But Arms (EBA) টেকনিক্যাল মিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সভা ১৬ অক্টোবর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রদত্ত শুল্ক মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা প্রদানের শর্তাবলি যেমন– শ্রমিক অধিকার উন্নয়ন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, শিশুশ্রম, আইএলও কনভেনশন রেটিফিকেশন ইত্যাদি ইস্যুসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভাটি ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা অব্যাবহত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(২৬) রানা প্লাজা ভবন দুর্ঘটনার পর কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য তৈরি পোশাকের প্রধান ক্রেতা দেশসমূহের ৫ জন রাষ্ট্রদূত (ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত, ইউএসএ রাষ্ট্রদূত, কানাডার রাষ্ট্রদূত এবং ইইউ জোটের প্রতিনিধি হিসাবে পর্যায়ক্রমে ইইউভুক্ত একটি দেশের রাষ্ট্রদূত), সরকারের ৩ জন সচিব (বাণিজ্য সচিব, শ্রম সচিব ও পররাষ্ট্র সচিব) এবং আইএলও সহযোগে ঢাকায় উচ্চ পর্যায়ের (৩+৫+১) ফোরাম গঠিত হয়েছে। এই ফোরাম তৈরি পোশাক শিল্পে Sustainability Compact-এর সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং আইএলও-এর আরএমজি সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে এবং সুপারিশ করে থাকে। ফোরামের সর্বশেষ সভা ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(২৭) বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি পোশাক খাতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে ব্যবস্থা গ্রহণ, এ খাতের ব্যবসায় সহজীকরণ, ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশ নিশ্চিতকরণে তৈরি পোশাক খাতে ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও সহজীকরণ বিষয়ক নীতি নির্দেশনা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২৮) তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ২০ কোটি টাকার এনডাওমেন্ট ফান্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ওভেন, নিট, সুয়েটার মেশিন অপারেশন, কমপ্লায়েন্স নর্মস, প্রোডাকশন প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট-এর ওপর ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৮০ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ খাতে দক্ষ মিড লেভেল ম্যানেজার গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মরত ম্যানেজারদের দীর্ঘমেয়াদি ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা হচ্ছে। সংশোধিত প্রশিক্ষণ প্রদান নীতিমালায় তৈরি পোশাক শিল্পে ভবিষ্যতে কাজ করবে (would be worker) এমন জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

(২৯) বর্তমানে বস্ত্র খাতে প্রদত্ত নগদ সহায়তাসহ অন্যান্য সুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি নিম্নরূপ:

- বন্ডেড ওয়ারহাউস সুবিধায় বিনাশুল্কে কাঁচামাল আমদানির সুবিধা;
- ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার সুবিধা;
- হ্রাসকৃত শুল্কে মেশিনারিজ আমদানি;
- তৈরি পোশাক খাতে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন নিশ্চিত করতে সরকার বিনা শুল্কে ফায়ার ডোর ও এ সংশ্লিষ্ট ইক্যুইপমেন্ট আমদানির সুযোগ করে দিয়েছে;

- রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র ব্যাক-এর পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তা ৪ শতাংশ হারে প্রদান করা হচ্ছে;
- বস্ত্রখাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে প্রদত্ত নগদ সহায়তা ৪ শতাংশ;
- নতুন পণ্য/নতুন বাজার (বস্ত্রখাত) সম্প্রসারণে সহায়তা (আমেরিকা/কানাডা/ইইউ ব্যতীত) ৪ শতাংশ;
- ইউরো অঞ্চলে বস্ত্রখাতের রপ্তানিকারকদের জন্য বিদ্যমান ৪ শতাংশের অতিরিক্ত বিশেষ সুবিধা ২ শতাংশ;
- রপ্তানিমুখী শিল্পের অনুকূলে Export Development Fund (EDF) থেকে অতি অল্প সুদে কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে EDF-এর পরিমাণ ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; এবং
- তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে কর্পোরেট করহার ১২ শতাংশ এবং গ্রিন ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ।

দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি

(৩০) স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এফটিএ/পিটিএ সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করেছে। এ সকল দেশের সঙ্গে এফটিএ/পিটিএ সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নরূপ:

- এ যাবৎ ১৭টি দেশের সঙ্গে এফটিএ/পিটিএ সম্পাদনের জন্য নির্ধারণ করে ১১টি দেশের সঙ্গে এফটিএ সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ও ভুটানের সঙ্গে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) স্বাক্ষরের বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ভুটান ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে পিটিএ করার লক্ষ্যে উভয় দেশের বাণিজ্য নেগোসিয়েশন কমিটির মধ্যে পিটিএ টেক্সট, রুলস অব অরিজিন এবং পণ্য তালিকা সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে যার ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষর হবে। নেপালের সঙ্গে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে এবং পিটিএ টেক্সট, রুলস অব অরিজিন বিষয়ে মতৈক্য হয়েছে। পণ্য তালিকা বিনিময় সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ইতোমধ্যে তুরস্ক মালয়েশিয়া, ও শ্রীলংকার সঙ্গে এফটিএ নেগোসিয়েশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চীন, মিয়ানমার, নাইজেরিয়া, মালি, মেসিডোনিয়া, মরিসাস, জর্ডান, যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক ও লেবানন-এর সঙ্গে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ)/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। ভারতের সঙ্গে Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) সম্পাদনের বিষয়ে সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে নিয়মিতভাবে বাণিজ্য সচিব, অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সভাসমূহে ট্রানজিট, পণ্যের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, সরকারি পর্যায়ে পণ্য আমদানি, পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা বন্দরের অবকাঠামোগত সুবিধা, অশুল্ক বাধা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়;
- ১ জুলাই ২০১৮ থেকে 'Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)' কার্যকর হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ আপটাভুক্ত দেশসমূহের ২৮ শতাংশ ট্যারিফ লাইনে প্রায় ৩৩ শতাংশ শুল্ক সুবিধা পাবে যার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে;
- দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে South Asian Free Trade Area (SAFTA)-এর আওতায় সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অশুল্ক বাধা দূরীকরণসহ সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য তালিকা এবং শুল্ক হ্রাসকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। সদস্য দেশসমূহের শিডিউল অব কমিটমেন্টস চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত রয়েছে;

- বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ভুটান ও নেপাল নিয়ে গঠিত Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) আঞ্চলিক জোটের আওতায় BIMSTEC-FTA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা কার্যকর করার লক্ষ্যে বর্তমানে নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে। Trade Facilitation Working Group-এর সর্বশেষ সভা সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- দক্ষিণ আমেরিকার আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট 'মার্কোসর'-ভুক্ত দেশসমূহ (ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে)-এর সঙ্গে এফটিএ সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মার্কোসরভুক্ত দেশসমূহ সফর করে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এফটিএ করার জন্য অনুরোধ জানান;
- বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মিশর ও নাইজেরিয়া-এর সমন্বয়ে গঠিত Developing-8 (D-8)-ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত D-8 Preferential Trade Agreement (PTA) চুক্তি বাংলাদেশ ২৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে অনুসমর্থন করেছে। এর ফলে সদস্য দেশসমূহে প্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধায় পণ্য রপ্তানি করা যাবে;
- UNESCAP-এর আয়োজনে প্রণীত Framework Agreement on Facilitation of Cross Border Paperless Trade in Asia and the Pacific বাংলাদেশ ২০১৭ সালে স্বাক্ষর করেছে। UNESCAP-এর বিধান অনুযায়ী চুক্তিটি বাস্তবায়নার্থে বর্ণিত Frame Work Agreement-টি রেটিফিকেশন পর্যায়ে রয়েছে। চুক্তিটি কার্যকর হলে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য সম্পাদনের সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে এবং বাণিজ্য আরও সহজতর এবং দ্রুততর হবে;
- ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অধিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে Bangladesh-European Union Business Climate Dialogue-এর অদ্যাবধি ৫টি Dialogue সম্পন্ন হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে 9th EU-Bangladesh Joint Commission Meeting ও 8th EU-Bangladesh Joint Commission Meeting on Trade and Economic Cooperation ১৯-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ঢাকায় সম্পন্ন হয়েছে;
- সম্প্রতি চীন বাংলাদেশের ৮,২৫৬টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করেছে। এর ফলে চীনে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে;
- বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ৪২টি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার আওতায় খাতভিত্তিক রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব;
- করোনা ভাইরাসজনিত পরিবর্তিত বিশ্ববাণিজ্য পরিস্থিতিতে নতুন চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য/সেবা চিহ্নিতকরণ এবং এ লক্ষ্যে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের জন্য সুযোগ তৈরির জন্য বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সিলর/প্রথম সচিবগণ কাজ করে যাচ্ছেন এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠান/বায়ার-এর সঙ্গে আলোচনা করে ক্রেতা কর্তৃক রপ্তানি আদেশ যাতে বাতিল না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। বাংলাদেশের উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণ যাতে ক্রেতা দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/বায়ার-এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক নতুন নতুন পণ্য/সেবা রপ্তানির আদেশ বৃদ্ধির জন্য আশু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে সকল ট্রেড অর্গানাইজেশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে;
- বাণিজ্য সচিবের নেতৃত্বে কোভিড-১৯-এর প্রভাবে রপ্তানি বাণিজ্য সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় রপ্তানি বৃদ্ধি সংক্রান্ত আরও একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই টাস্কফোর্স নিবিড়ভাবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বাস্তবতার নিরিখে রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত টাস্কফোর্স অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য ও অপ্রচলিত/নতুন বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে কাজ করছে; এবং

- কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে গঠিত টাস্কফোর্স অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য যেমন: লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল সরঞ্জাম, শাকসবজি, আইসিটি প্রভৃতি রপ্তানির মাধ্যমে ও অপ্রচলিত/নতুন বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সামগ্রিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হলেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিকল্প রপ্তানি পণ্য প্রসারে উৎসাহ প্রদানসহ সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

আর্ন্তজাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির উদ্যোগ

(৩১) OIC সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) চুক্তি এবং এর ধারাবাহিকতায় প্রণীত Protocol এবং Rules of Origin চুক্তিগুলো বাংলাদেশ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ৪৭৬টি পণ্যের একটি অফার লিস্ট ইতোমধ্যে OIC সদর দপ্তরে প্রেরণ করেছে।

(৩২) Common Fund for Commodities (CFC) বিশ্বের ১২১টি সদস্য দেশের ২৫টি Constituency নিয়ে গঠিত একটি Intergovernmental প্রতিষ্ঠান। CFC সদস্য দেশসমূহের পণ্য বাজার উন্নয়নে প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ CFC Governing Council-এ সদস্য হিসাবে সংস্থার নীতি নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নেদারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বর্তমানে CFC Governing Council-এর Managing Director নির্বাচিত হয়েছে।

(৩৩) কমনওয়েলথভুক্ত ৫৩টি দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীগণের এক সম্মেলন ৯-১২ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী উক্ত সম্মেলনে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ও সুপারিশ প্রদান করেন। তিনি ডিজিটাইজেশনের ফলে সৃষ্ট ডিজিটাল ডিজরাপশন মোকাবিলায় কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল প্রণয়নের প্রস্তাব করেন।

বর্ডার হাট

(৩৪) সীমান্ত এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের নিকটবর্তী কোনো হাট-বাজার না থাকায় তাদের পণ্য কেনা-বেচার সুযোগ সীমিত ছিল। সরকার সীমান্ত এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ-ভারত-এর সীমান্তে এখন পর্যন্ত মোট ৪টি বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠা করেছে। আরও ৬টি বর্ডার হাটের বিষয়ে বাংলাদেশ থেকে অনাপত্তি দেওয়া হয়েছে এবং নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। আরও ৬টি বর্ডার হাটের যৌথ পরিদর্শন সমাপ্ত হয়েছে। বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠার ফলে সীমান্ত এলাকার জনগণের পণ্য ক্রয় বিক্রয় সহজতর হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী দেশগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য কমে আসছে।

ই-কমার্স

(৩৫) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসাবে সরকার ই-কমার্সকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। 'ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদি ১,৭৯৯.৯৩ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে ৫,০০০ জন উদ্যোক্তাকে ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৬৫টি ব্যাচে ১,৬২৫ জন উদ্যেক্তাকে ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে তরুণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিসহ নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা, ২০১৮ সংশোধন করা হয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-তে অর্জন

(৩৬) বাংলাদেশ কর্তৃক ডব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করা হয়েছে এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ থেকে তা কার্যকর হয়েছে। উক্ত এগ্রিমেন্ট-এর আওতায় ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহকে এ, বি, এবং সি ক্যাটাগরি চিহ্নিত করে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে WTO-তে নোটিফিকেশন প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ক্যাটাগরি 'বি' বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে ডব্লিউটিও-তে নোটিফাই করা হয়েছে। ক্যাটাগরি 'সি'-এর আওতায় যেসব ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা প্রয়োজন তা উল্লেখ করে নোটিফিকেশন প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩৭) WTO-এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য সেবা খাতে বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। এর আওতায় ২৪টি দেশ ইতোমধ্যে তাদের সেবাখাতে Preferential Market Access ঘোষণা করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সেবা খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

(৩৮) Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS)-এর আওতায় ২০২১ সাল পর্যন্ত সকল ধরনের মেধাস্বত্বের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা শিথিল করা হয়েছে। ঔষধ ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিকের মেধাস্বত্বের বাধ্যবাধকতা ২০৩২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শিথিল করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থাকাকালীন এই সুবিধা ভোগ করতে পারবে এবং ঔষধ রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

(৩৯) মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ডব্লিউটিও-এর বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও'র টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স প্রোগ্রামের আওতায় ট্রিপস (TRIPS). Sanitary and Phyto Sanitary Measures (SPS), Technical Barriers to Trade (TBT) নোটিফিকেশন, ট্রেড ইন সার্ভিসেস, Non Agriculture Market (NAMA) বিষয়ে একাধিক ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। Enhanced Integrated Framework (EIF) Tier-1 প্রকল্পের আওতায় ১,২০০-এর অধিক সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিকবৃন্দকে WTO বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪০) বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি-১ (BRCP-1) প্রজেক্ট-এর আওতায় ৩৯টি দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের বিষয়ে চুক্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল-এর তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে। এতে জনগণের বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য লাভ সহজ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গঠিত ন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন কমিটি (NTTFC)-এর সুপারিশ অনুসারে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩টি স্টাডি/গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫০০ জন নারী উদ্যোক্তাকে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ পর্যন্ত ৫০ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১-কে সামনে রেখে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনে সহায়ক বাণিজ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে (প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কার্যপদ্ধতি যুগোপযোগী করা, সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার, রিসার্চ বেসড পলিসি প্রণয়ন, বাণিজ্য শর্ত এবং রপ্তানি ও ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণ)।

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

(৪২) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদিত হয়।

- মিথানল আমদানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না সে বিষয়ে মতামত প্রদান;
- M/S WAQIAH Bd International কর্তৃক আমদানিকৃত কৃষিজ যন্ত্রপাতি ছাড়করণ বিষয়ে মতামত প্রদান;
- কোরবানি ঈদ ২০১৯ উপলক্ষ্যে কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য সম্পর্কে মতামত প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশের বাজারে চামড়ার নির্ধারিত বাজার মূল্য, বর্তমান স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য, পর্যালোচনা করে কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য ধার্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কমিশনের সুপারিশ প্রেরণ;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে শুল্ক ও কর কাঠামো সংস্কার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ভোজ্যতেলের মূল্যের প্রভাব ও সম্ভাব্য করণীয় বিষয়ে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ;
- বাংলাদেশে লবণের উৎপাদন, পরিশোধন ও বিপণন ব্যবস্থায় জাতীয় লবণ নীতির প্রভাব বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- পেঁয়াজের উৎপাদন ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয় (আপদকালীন) বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন;

- চাল রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি পণ্যের তালিকায় চাল অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত Biaxially Oriented Poly Propylene (BOPP) ফিল্মসকে নীতি সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- সিমেন্ট শিট রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান;
- পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের পাশাপাশি সিনথেটিক ও ফেব্রিকের মিশ্রণে তৈরি ব্যাগ ও অন্যান্য পণ্যের রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি প্রদান সংক্রান্ত মতামত প্রদান;
- বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ ও লেবাননের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)-এর সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ-নেপাল PTA-এর Template (Rules of Origin Modality)'সহ ও বাংলাদেশের পণ্য তালিকা (Revised) প্রস্তুতকরণ;
- প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ভুটান PTA-এর অধীনে বাংলাদেশের অফার তালিকা প্রণয়ন;
- Bangladesh-USA PTA Feasibility Study পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
- চীন ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- ব্রেক্সিট পরবর্তী শুল্ক কাঠামো সংক্রান্ত যুক্তরাজ্য-এর প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রদান;
- বাংলাদেশ ভিয়েতনামের মধ্যে আসন্ন Joint Trade Committee-এর সভার মতামত প্রেরণ;
- South African Customs Union (SACU)-ভুক্ত দেশসমূহে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্যের তালিকা প্রণয়ন;
- বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক/বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য রাজস্ব হ্রাস/ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- FTA/PTA-এর জন্য সম্ভাবনাময় দেশসমূহ চিহ্নিতকরণ; আখাউড়া স্থল বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানির অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত মতামত প্রেরণ;
- বাংলাদেশের সিরামিক পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ;
- বাংলাদেশের সঙ্গে নাইজেরিয়া ও ইথিওপিয়ার মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ক হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ;
- এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সংক্রান্ত সচেতনতামূলক সেমিনার ও বিশেষায়িত কর্মশালা আয়োজন;
- পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড-এর ওপর আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং শুল্কের রিভিউ সংক্রান্ত; এবং
- বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত পাট পণ্যের ওপর ভারত কর্তৃক কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে কনসালটেশন আহ্বান সম্পর্কিত।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

(৪৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি নিম্নরূপ:

- ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদান: ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকার ৩৬টি খাতে রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদান করেছে। রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্র শিল্প; ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প; হাতে তৈরি পণ্য; কৃষি পণ্য; গরু-মহিষের নাড়ি, ভুঁড়ি, শিং ও রগ (হাড় ব্যতীত); হালকা প্রকৌশল পণ্য; শতভাগ হালাল মাংস; হিমায়িত চিংড়ি; মাছ; চামড়াজাত দ্রব্য; শস্য ও শাকসবজির বীজ; ফার্নিচার; প্লাস্টিক দ্রব্যাদি; পাটকাঠি থেকে উৎপাদিত কার্বন ও জুট পার্টিকেল বোর্ড; বাংলাদেশ থেকে সফট্ওয়্যার, আইটিইএস ও হার্ডওয়্যার রপ্তানি; অ্যাকুমুলেটর ব্যাটারি; ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য; মোটর সাইকেল; আগর ও আতর; সিরামিক দ্রব্য; চাল প্রভৃতি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ২ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়।
- পণ্য উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের রপ্তানি পণ্যের পরিধি বিস্তারে পণ্য উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ এবং পণ্য তালিকায় নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য সংযোজনের মাধ্যমে সীমিত পণ্যের ওপর রপ্তানি নির্ভরতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় রপ্তানি অবদান রাখতে সক্ষম এমন সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক চিহ্নিত করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পণ্যগুলো হচ্ছে জাহাজ, ঔষধ, ফার্নিচার, বহুমুখী পাট পণ্য, ইলেকট্রনিক্স এন্ড হোম অ্যাপ্লায়েন্স, এগ্রোপ্রসেস সামগ্রী, কাগজ, প্রিন্টেড ও প্যাকেজিং সামগ্রী, আইসিটি, রাবার, পাদুকা, কাট ও পলিশড ডায়মন্ড ইত্যাদি।
- পণ্য তালিকায় নতুন নতুন পণ্য সংযোজন: রপ্তানি পণ্য তালিকায় নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য সংযোজনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে 'এক জেলা এক পণ্য' কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ৪১টি জেলার ১৪টি পণ্যকে নির্বাচন করা হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নিজস্ব অর্থায়নে বর্তমান পর্যায়ে আগর কাঠ ও আতর, রাবার এবং পাপড়-এর রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- বাজার বহুমুখীকরণ: রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা তুলে ধরা, বিদ্যমান শুল্ক ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা চিহ্নিত করে বাংলাদেশের রপ্তানি বিপণন উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলত অপ্রচলিত রপ্তানি বাজারে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয় এবং বিভিন্ন দেশ থেকে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল গ্রহণ করা হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় প্রচেষ্টায় জাপানে নিট পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে জিএসপি সুবিধার রুলস অব অরিজিন দুই স্তর থেকে এক স্তরে নামিয়ে আনা হয়। ফলে জাপানে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাপানের রপ্তানি হয়েছে ১,০৭৯.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৩৬৫.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,২০০.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।
- সিআইপি (রপ্তানি) নির্বাচন: বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর সরকার কর্তৃক রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রপ্তানিকারক ব্যক্তিকে সিআইপি নির্বাচন করা হচ্ছে। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সরকার কর্তৃক ২০১৭ সালের জন্য নির্বাচিত ১৮২ জন ব্যক্তিকে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড প্রদান করেন। প্রাথমিক বাছাই কমিটির সুপারিশকৃত ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালের প্রাথমিক সিআইপির তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- জাতীয় রপ্তানি ট্রফি: ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপক ৬৬টি প্রতিষ্ঠানকে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করেছেন। ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফির আবেদন যাচাই-বাছাই শেষে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি চূড়ান্ত করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ: বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ এবং একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানিকারক তথা বেসরকারি খাতকে Marketing Support প্রদান করা হয়। মেলায় অংশগ্রহণের ফলে আয়োজক দেশ ও অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে অনেক তালিকাভুক্ত আন্তর্জাতিক মেলা বাতিল করার কারণে বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ২৪টি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

চিত্র: ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২০-এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

- ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২০: ১ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে ২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২০ ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ এবং ২০টি দেশের ৫৫টি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশি-বিদেশি সর্বমোট ৪৬০টি প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। বরাবরের মতোই এবারের বাণিজ্য মেলা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)

(৪৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে টিসিবি পবিত্র ঈদ-উল-আজহা এবং পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ২,৮৩৪ জন ডিলারের মাধ্যমে কিস্তির রবাদ্দ এবং মোট ২৬,১৬২টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকসেলের মাধ্যমে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭০ হাজার লোকের কাছে ন্যায্য মূল্যে ১,২১,০০০ মেট্রিক টন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য (তেল, চিনি, মশুর ডাল, ছোলা, পেঁয়াজ ও খেজুর) সারাদেশে ভোক্তা সাধারণের মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয় করেছে।

(৪৫) টিসিবি'র আপদকালীন গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণ-এর লক্ষ্যে রংপুর, সিলেট (মৌলভীবাজার) এবং চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন থেকে অনুমোদিত হয়েছে।

(৪৬) দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টিসিবি'র পণ্য ভোক্তা সাধারণের নিকট সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয় কার্যক্রম সহজ করার লক্ষ্যে কুমিল্লা, মাদারীপুর, ঝিনাইদহ ও বগুড়ায় ৪টি ক্যাম্প অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

(৪৭) টিসিবি'র ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয়ের কাজ হাতে নিয়েছে। টিসিবি'র সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে ই-ফাইলিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৪৮) বাজার মনিটরিং সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

(৪৯) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছে:

- বাজার তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ২২,২৪৪টি অভিযানের মাধ্যমে মোট ২৩,৩১৩টি প্রতিষ্ঠানকে ১১,৯১,৪৭,২০০ টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে;
- ভোক্তা সাধারণের নিকট থেকে ১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত ৯,১৯৫টি অভিযোগের মধ্যে ৭,৩৩০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- ভোক্তা সাধারণের অভিযোগ দায়েরের জন্য ভোক্তা বাতায়ন শীর্ষক হটলাইন ১৬১২১ স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে এটুআই-এর এক সেবা ৩৩৩-এর সঙ্গে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- ই-প্রণোদনা সেবা চালুকরণের মাধ্যমে অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রণোদনা দ্রুত প্রদান সম্ভব হয়েছে;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগী সংস্থা টিসিবির ট্রাকসেল নিবিড়ভাবে মনিটরিং করে স্বল্প আয়ের ভোক্তাদের অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে;
- ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক সভা আয়োজনের মাধ্যমে স্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে; এবং
- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণের পথ সুগম হয়েছে।

বাংলাদেশ চা বোর্ড

(৫০) বাংলাদেশ চা বোর্ড ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে:

- বাংলাদেশ চা বোর্ডের 'ইরাডিকেশন অব রুরাল প্রভার্টি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় জেলার চা আবাদকারীগণের জন্য 'প্রুনিং ও প্রুনিং পরবর্তী পোকামাকড় দমন' বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়;
- ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ড আওতাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার-এ গ্রিন টি ফ্যাক্টরি চালু করা হয়;
- বাংলাদেশ চা বোর্ড আওতাধীন পাথারিয়া চা বাগানের নবনির্মিত পাথারিয়া চা ফ্যাক্টরি ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে চালু করা হয়;
- বান্দরবানে ক্ষুদ্রায়তন চা বাগান মালিকদের উৎপাদিত সবুজ চা পাতার ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে চা আবাদ সম্প্রসারণ, এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সুয়ালক ইউনিয়নের চৌধুরী পাড়ায় বার্ষিক ৩ লক্ষ কেজি চা উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক চা কারখানা চালু করা হয়;

- ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রীমঙ্গলস্থ প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট-এর পিডিই ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত '২৩তম প্রফেশনাল ডিপ্লোমা ইন টি ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল এবং বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও জীবনীর ওপর ডকুমেন্টরি প্রদর্শন কর্মসূচি পালন করা হয়;
- বাংলাদেশ চা বোর্ডের মাসিক চা বুলেটিন নিয়মিত প্রকাশ করা হয়;
- বৃহত্তর পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলায় ৫০০ হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪৯৭.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে 'Extension of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ ৩১.৮২ লক্ষ টাকা, অর্থছাড় হয়েছে ৩২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৬.৬৩ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি ৮৩.৬৮ শতাংশ ও ভৌত অগ্রগতি ৯১.৫৬ শতাংশ।
- লালমনিরহাট জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য ৪৪৬.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে 'Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি ৫৬.৫৮ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.৭৬ শতাংশ; এবং
- পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ৯৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে 'Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tract' শীর্ষক ২০১৯-২০ অর্থবছরে জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৫৮ শতাংশ এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৬.৯৭ শতাংশ।

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর

(৫১) আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছে:

- Online Licencing Module প্রবর্তন: আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর কর্তৃক আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টরদের নিবন্ধন সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০১৯ থেকে চালু করা হয়েছে অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল (OLM)। এ সেবা চালুর ফলে গ্রাহক ঘরে বসেই আবেদন দাখিল করতে পারে এবং ঘরে বসেই নিবন্ধন সনদ পেয়ে থাকে। এটি অর্থ, শ্রম ও সময় সাশ্রয়ী। OLM মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
- Ease of Doing Business বাস্তবায়নে সহযোগিতা: Ease of Doing Business বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়, অর্থ ও অনুসরণীয় ধাপ হ্রাসকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। Ease of Doing Business-এর নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে:

  (ক) শিল্প ও বাণিজ্য ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (আইআরসি), এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ইআরসি) এবং ইন্ডেন্টিং সার্টিফিকেট নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রদেয় কাগজপত্রের সংখ্যা কমানো হয়েছে;

  (খ) প্রণীতব্য আমদানি নীতি আদেশ ২০১৮-২১-এ আইআরসি, ইআরসি এবং ইন্ডেন্টিং সার্টিফিকেট নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ধাপ এবং নিবন্ধন ফি কমানোসহ একই সঙ্গে সর্বোচ্চ ৫ বছরের জন্য নবায়ন করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে; এবং

  (গ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে রপ্তানিকারক নিবন্ধন ও জিএসপি সার্টিফিকেট ইস্যুকরণে কাগজপত্রের সংখ্যা কমানো হয়েছে।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর

(৫২) যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছে:

- আরজেএসসি নাম সর্বস্ব কোম্পানিগুলিকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে আরজেএসসি Strike off করার কাজ শুরু করেছে। আরজেএসসি Strike off করার অংশ হিসাবে তালিকাভুক্ত ১১,০০৫টি কোম্পানিকে প্রথম নোটিশ ও ১,৫৩০টি কোম্পানিকে দ্বিতীয় নোটিশ প্রদান করেছে এবং রেজিস্ট্রেশন বাতিলের লক্ষ্যে ১৮৬টি কোম্পানিকে প্রথম গেজেট নোটিফিকেশন ও ৩টি কোম্পানিকে চূড়ান্ত গেজেট নোটিফিকেশন প্রদান করেছে। স্বেচ্ছায় Winding up-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ৯৯টি কোম্পানিকে Winding up করা হয়েছে।
- আরজেএসসি'র অনলাইন সেবার ক্ষেত্রে ডিজিটাল সিস্টেম আপগ্রেডেশন এবং বাংলা ভার্সন সংযোজন-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোম্পানিসমূহের রেজিস্ট্রেশন ও অংশীদারগণের তথ্য অনলাইনে যাচাই-বাছাই করছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে কোম্পানি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অংশীদারদের E-TIN-এর তথ্য অনলাইনে যাচাই করা হচ্ছে।
- Ease of Doing Business বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসা আরম্ভ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়, অর্থ ও অনুসরণীয় ধাপ হ্রাসকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। Ease of Doing Business-এর নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে:

  (ক) কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন সহজীকরণের লক্ষ্যে নামের ছাড়পত্র এবং রেজিস্ট্রেশন প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে এবং এ সকল কার্যক্রম বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস-এর সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে;

  (খ) কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রদেয় ফিসমূহ অনলাইন গেটওয়ে-এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে;

  (গ) কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনে রেজিস্ট্রারকে প্রদেয় ফিসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হ্রাসকরণ ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাতিলকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান ফি কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;

  (ঘ) কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০২০ জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হওয়ায় কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে 'কোম্পানি সিল'/কমন সিল ব্যবহারের বাধ্যতামূলক শর্তটি প্রত্যাহার/বিমোচন করা হয়েছে;

  (ঙ) এক ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানি (OPC) গঠন সংক্রান্ত বিষয়টি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং-এর পর মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। দ্রুত ব্যবসায় নিবন্ধন, বিরোধ নিষ্পত্তি, ইত্যাদি বিষয়ে আইনি সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

(৫৩) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদান করেছে:

- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অর্থায়নে 'Review of Rice Market of Bangladesh: Role of different actors and competitiveness' বিষয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃক গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বাজারে যোগসাজশের মাধ্যমে পেঁয়াজের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশনের সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে;

- জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ২৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপাক্ষিক এই আলোচনায় অভিজ্ঞতা বিনিময় হয় এবং JFTC থেকে সহযোগিতা পাওয়ার উপায় ও ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;
- ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে 'বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা পলিসি' শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা পলিসির প্রয়োজনীয়তা এবং এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয় যা কমিশনের ভবিষ্যৎ পথচলায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে;
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উৎপাদনকারী-ব্যবসায়ী ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে টিসিবি মিলনায়তনে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে জনাব টিপু মুনশি, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন;
- প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এর ৩৯ ধারা অনুযায়ী কমিশনের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ-এর নিকট বঙ্গভবনে পেশ করা হয়;

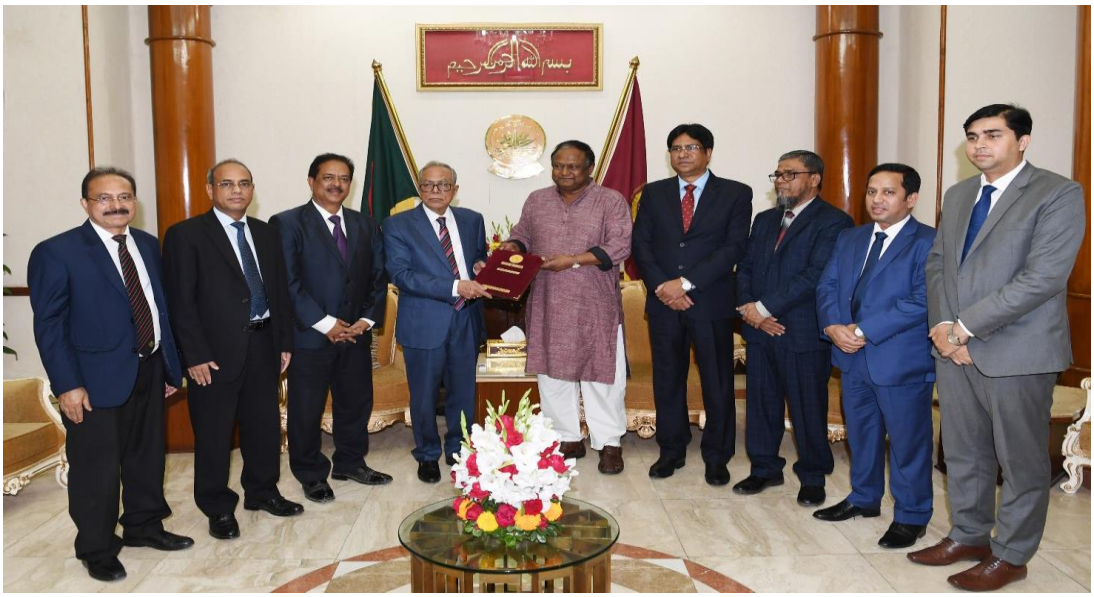

চিত্র: ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ-এর নিকট বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর করছেন বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি। প্রতিবেদন হস্তান্তরকালে সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারম্যান মোঃ মফিজুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

- পবিত্র মাহে রমজান ও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের টিভি স্ক্রলে প্রচার করা হয়েছে;
- কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ২০১৯ সালের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়ার প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। দুই সপ্তাহব্যাপী এ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম কর্মকর্তাদের জন্য প্রতিযোগিতা বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি কার্যকরী মাধ্যম;

- প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন-এর কর্মকাণ্ড বিষয়ে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়;
- জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত খসড়া সমঝোতা স্মারক পুনঃ ভেটিংসহ অনুমোদন প্রদানের জন্য ৫ মার্চ ২০২০ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; এবং
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ Global Forum on Competition (GFC) কর্তৃক আয়োজিত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠেয় 2nd OECD Competition Open Day ও Vertical Mergers & Vertical Restraints এবং অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)-এর যৌথ উদ্যোগে ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ICN Merger Workshop 2020-এ শীর্ষক কর্মশালা অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট

(৫৪) বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট ২০১৯-২০ অর্থবছরে কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিএফটিআইয়ের বাংলাদেশ-ভারত 'Joint Feasibility Study on the proposed Bangladesh-India Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)' শীর্ষক একটি সমীক্ষা শুরুর প্রস্তুতি চলমান রয়েছে। উক্ত সমীক্ষার ধারাবাহিকতায় এপ্রিল ২০২০-এ IIFT এবং BFTI-এর মধ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- 'স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে যাওয়ার পর কী হবে?' শিরোনামে একটি মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, বেসরকারি সংস্থা/দপ্তর এবং বাণিজ্য সংগঠনগলোতে প্রেরণ;
- 'স্টিল/ইস্পাত শিল্পের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ' বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- 'Co-Sponsorship of the Investment Facilitation for Development' সংক্রান্ত মতামত প্রদান;
- বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ব্রেক্সিটের প্রভাব বিষয়ক প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; এবং
- 'CORONAVIRUS-Assessing the Impacts on Bangladesh Economy' বিষয়ক এবং 'Fourth Industrial Revolution: Global and Bangladesh Perspective' বিষয়ক প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল

(৫৫) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল কর্তৃক গবেষণা/প্রকাশনা ২১টি, কর্মশালা/সেমিনার ২২টি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (অফ লাইন) ৫২টি, দক্ষতা উন্নয়ন অনলাইন প্রশিক্ষণ ১০৭টি, প্রমোশন কার্যক্রম ১০টি, সচেতনতা কার্যক্রম ৩টিসহ মোট ২১৫টি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

(৫৬) উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ: বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী এবং সরকার কর্তৃক খাতভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়ন করেছে এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসাবে কাজ করে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্পে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে। খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের কিছু গুরুত্বপূর্ণ component বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যথা: 'Export Competitiveness for Jobs Project' (Funded by World Bank Group for Leather, Light Engineering and Plastic Sector) এবং 'ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো' শীর্ষক প্রকল্প। ইতঃপূর্বে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ component বিপিসির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে:

- Agribusiness for Trade Competitiveness Project (ATC-P) (Funded by Swiss Contact for Agro. IT & Fish sector);
- Bangladesh Economic Growth Progamme Funded by USAID for Leather, Agro & Fish sector;
- Bangladesh Leather Service Centre Project Funded by ITC-Geneva for Leather Sector;
- The Base Line Survey for Leather Sector SMEs in Footwear & Lether goods Funded by Abdul Monem Foundation;
- Capacity Building of BPC Funded by KATALYST;
- Design & Development of Leather Products Project Funded by GIZ for Leather Sector;
- Asia Trast Fund Project Funded by EU for Leather Sector;
- Assistance for Capacity Building Project for Light Engineering Sector Funded by SEDF; and
- Awareness Build up Programme for Leather Sector Funded by PRICE Project USAID.

৩৩. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে সুপারিশ/মতামত প্রদান করে থাকে। এ বিভাগে বিদ্যমান ৮টি সেক্টরের মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এর পাশাপাশি এ বিভাগ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রমে যথারীতি কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। এ বিভাগ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে এ বিভাগে একটি বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

(২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ১,৯০৬টি। এর মধ্যে সরকারের ফাস্ট ট্রাকভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা ৮টি। এসব চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে এ বিভাগের পর্যবেক্ষণসহ মোট ৯২৪টি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ পর্যবেক্ষণের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত আছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুষ্ঠিত এডিপি/পিইসি/পিএসসি/পিআইসি সভায় এ বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করে মতামত উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিদেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্স/শিক্ষা সফরে এ বিভাগের ৮২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেছেন। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে দেশের ৩টি বিভাগীয় শহরে এডিপি বাস্তবায়ন বিষয়ক ৩টি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন সেক্টরসমূহের কার্যক্রমের সুষ্ঠু সমন্বয়ের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজনপূর্বক সংশ্লিষ্টদের সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে ৯টি এডিপি রিভিউ সভাসহ ১৫টি পিআইসি/পিএসসি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: চট্টগ্রাম বিভাগে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা।

(৩) অতীতের ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বেসরকারি ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে ৪৮টি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং ২৪টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মোট ৮২টি কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কোর্স-এর আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদকে প্রতিবেদন উপস্থাপনের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি বৈঠকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পক্ষ হতে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বেশ কিছু সংখ্যক চ্যালেঞ্জ/প্রস্তাব/সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হয়েছে।

(৪) এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য প্রতিমাসে নিয়মিত আপলোড করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরসহ সংসদীয় কমিটির ১৪টি সভায় এ বিভাগের পক্ষ হতে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

চিত্র: ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এর কার্যক্রম পরিদর্শন।

চিত্র: পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন।

(৫) উন্নয়ন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সফট্ওয়্যার ব্যবহারের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত মোট ২,৯৭৩ জন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১,০০০ জন। ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ-এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৭৬১ জন কর্মকর্তাকে তিন সপ্তাহব্যাপী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ই-জিপি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি/বেসরকারি সংস্থার মোট ১৯৫ জন কর্মকর্তাকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৬) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সমাপ্ত প্রকল্পের কমপ্লিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে সরেজমিন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে প্রান্তিক মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ জাতীয় ১৭৭টি সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এ ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে। অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিংয়ের অংশ হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের ২০ জেলার জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে ২০টি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে।

(৭) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক সাফল্যজনকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(৮) ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমের আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ মোট ১৩৪০টি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় উক্ত সময় পর্যন্ত মোট ১২,৪৯৫ জন দরদাতা ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছেন। উক্ত সময়ে ই-জিপি সিস্টেমে ৯১,৩৬৩টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে মোট ৫৬,৯৩৭টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিআর, ২০০৮ সংক্রান্ত ইস্যুতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বিভাগের আওতাধীন সিপিটিইউ কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বরাবর বিভিন্ন মতামত প্রদান করা হয়েছে। সিপিটিইউ-এর রিভিউ প্যানেল পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সাত সদস্যবিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠন করে মনোনয়ন সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান রিভিউ প্যানেলসমূহের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৬১টি রিভিউ আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা আয় হয়েছে। বিগত অর্থবছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির যথাক্রমে ৩২টি এবং ১৪৩টি প্রস্তাব পরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের আলোকে মতামত প্রদান করা হয়েছে। সিপিটিইউ'তে ১টি রিসার্চ সেন্টার স্থাপনপূর্বক সেখানে বিভিন্ন প্রকাশনা, পুস্তক সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ডিজিটাল আর্কাইভে সিপিটিইউ/পিপিআরপি এবং DIMAPPP প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট আপলোড করা হচ্ছে। আইএমইডি'র ৩য় তলায় স্থাপিত লাইব্রেরির কার্যক্রম সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নিয়মিত উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পুস্তক/সাময়িকী/গবেষণাপত্র ইত্যাদির সংখ্যা প্রায় ৬,৭০০টি।

(৯) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'DIMAPPP' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ১৮ আগস্ট ২০১৯, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ ও ৫ মার্চ ২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ই-জিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের লক্ষ্যে ৩০ জুন ২০১৯ ও ১১ মার্চ ২০২০ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এ বিভাগের মনিটরিং এন্ড ইভাল্যুয়েশন কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এ বিভাগের আইটি কাজের সুবিধার্থে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ১ জন ওয়েব ডেভেলপার নিয়োগ করা হয়েছে।

(১০) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মোট ১০টি ডিজবার্জমেন্ট লিংকড ইন্ডিকেটর (ডিএলআই) রিপোর্টের প্রতিপাদন সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে এ বিভাগের জনবলের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১১টি ডিজবার্সমেন্ট লিংকড রেজাল্ট-এর প্রতিপাদন সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১) ১৯ মার্চ ২০১৯ তারিখের এনইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ১০টি উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় আইএমইডি'র পক্ষ হতে অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

৩৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে 'Protocol on the amendments to Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Russian Federation on Cooperation Concerning the Construction of a Nuclear Power Plant on the Territory of the People's Republic of Bangladesh, signed on November 2, 2011-এর বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

(২) ৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চুক্তির আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের 'Nuclear Fuel Supply Contract' স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে 'Appendices to the Nuclear Fuel Supply Contract' স্বাক্ষরিত হয়।

চিত্র: Nuclear Fuel Supply Contract' স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

(৩) ২৯ মে ২০২০ তারিখে ঢাকায় 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা (PPS)' নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত কোম্পানি Eleron-এর সঙ্গে Nuclear Security and Physical Protection System Cell (NSPC)-এর Engineering, Procurement and Construction Contract (EPC Contract) স্বাক্ষরিত হয়।

(৪) বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামারির লকডাউনের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ডিজাইন রিকোয়্যারমেন্ট অনুযায়ী রূপপুর এনপিপি-এর সকল ভবন/ফ্যাসিলিটিজ, চারটি কুলিং টাওয়ার এবং অন্যান্য জটিল ও সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত ফ্যাসিলিটিজ/অবকাঠামোর ভিত্তিগুলির সয়েল স্টাবিলাইজেশনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ডিজাইন রিকোয়্যারমেন্ট অনুযায়ী মোল্টেন কোর ক্যাচার ইনস্টল করা হয়েছে এবং রিঅ্যাক্টর ভবন, টারবাইন ভবন ও অন্যান্য ভবন/ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(৫) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটি ফ্যাসিলিটিজসমূহের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে এবং বর্তমানে পানি গ্রহণের কাঠামোয় সয়েল স্ট্যাবিলাইজেশনের কাজ চলমান রয়েছে। কনস্ট্রাকশন অ্যাসেম্বলি বেস-২-তে ২৫টি বিভিন্ন Water Intake System-সহ মোট ৪১টি ভবন/ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণ করা হয়েছে। হেলথ ফিজিক্স ল্যাবরেটরি, আশ্রয়কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধা, ফ্রেস ফুয়েল স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি, ডিজেল পাওয়ার স্টেশন, কনট্রোল্ড অ্যাক্সেস এরিয়া ওয়ার্কশপ, প্রশাসনিক ভবন, প্রকৌশল ও কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বিল্ডিং, ক্যান্টিন বিল্ডিং, ডিমিনারালাইজেশন প্ল্যান্ট বিল্ডিং, চিলিং মেশিন বিল্ডিং ইত্যাদি কমন সুবিধাসমূহের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(৬) রাশান ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জেএসসি অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট কর্তৃক রাশান ফেডারেশনের বিভিন্ন কারখানায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্ল্যান্ট-ইক্যুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কাজ চলমান রয়েছে।

(৭) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Unit-1-এর Core Catcher-এর Wall-এর Reinforcement এবং Unit-2-এর Core Catcher-এর Installation কার্যক্রমের ওপর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Inspection কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। Updated General Quality Assurance Program [QAP(G)]-এর মূল্যায়ন সম্পাদন করা হয়েছে।

(৮) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ইউনিট-১ এবং ইউনিট-২ -এর রিঅ্যাক্টর ভবনসহ অন্যান্য সহায়ক ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি ও কাজের মান যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৯) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আইন, ২০১৫-এর আওতায় নিউক্লিয়ার পাওয়ার কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এপিসিবিএল) গঠিত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২০টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পর এর সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৩৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে কোম্পানির ৪র্থ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১০) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের রিঅ্যাক্টর ভবনের Soil Stabilization Safety Status Report-এর Review and Assessment সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং Updated Preliminary Safety Analysis Report (PSAR)-এর Review and Assessment কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রিঅ্যাক্টর ভবনের Structural Safety & Integrity relevant to Nuclear Safety বিষয়ক Review and Assessment কার্যক্রম JSC 'VO'Safety'-এর সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়।

(১১) ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ থেকে নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Unit-এর রিঅ্যাক্টর বিল্ডিংসহ অন্যান্য বিল্ডিংসমূহের চলমান নির্মাণ কাজের পরবর্তী সময়ের কাজসমূহ করার জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (লাইসেন্সি)-কে অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(১২) 'বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচনের সমীক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (১)নিশানবাড়ি (পূর্ব), তালতলী উপজেলা, বরগুনা; (২) কুমিরমারা ও পদ্মামৌজা, বরগুণা সদর উপজেলা, বরগুনা; (৩) নিশানবাড়ি (পশ্চিম), তালতলী উপজেলা, বরগুনা; (৪) চরমোনতাজ, রাঙ্গাবালী উপজেলা, পটুয়াখালী এবং (৫) মৌডুবি, রাঙ্গাবালী উপজেলা, পটুয়াখালী; স্থানসমূহ প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়।

(১৩) পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৪ লক্ষ ২ হাজার ২৪৪ জন রোগীকে পরমাণু চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে ২৭ কোটি ৭৫ লক্ষ ৬০ হাজার ২৪৩ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়। পরমাণু চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ৫৩৮টি Tc^{99m} জেনারেটর এবং ২,১৬৫.৭৬ জিবিকিউ I-131 সরবরাহ করে ১ কোটি ২১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা রাজস্ব আয় করা হয়।

(১৪) গামা রেডিয়েশন ব্যবহার করে ১৪০.০৩ টন খাদ্যসামগ্রী ও ২,৮৮১.১৯৫ সিএফটি চিকিৎসা সামগ্রীতে বিকিরণ প্রয়োগ এবং নমুনা বিশ্লেষণ করে ৬৯ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৫১ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়। শল্য চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ৬,০২০টি অ্যামনিয়ন গ্রাফট এবং ১৪,৩০২ সিসি জীবাণুমুক্ত বোন গ্রাফট সরবরাহ করে ৭ লক্ষ ১১ হাজার ৫৬০ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়।

(১৫) আমদানিকৃত ও রপ্তানিযোগ্য ১৮,৫৯৪টি নমুনায় তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষা করে ২২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৬৬ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়।

(১৬) ১৪টি নিউক্লীয় স্থাপনার নিয়ন্ত্রণমূলক পরিদর্শন, ৪৩১টি এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের নতুন লাইসেন্স প্রদান, ১,৩৭৫টি লাইসেন্স নবায়ন, ৪১৩টি আমদানি/রপ্তানি পারমিট ও এনওসি প্রদান, ৩২৮টি আরসিও নতুন সনদ প্রদান, ৩৫২টি আরসিও সনদ নবায়ন এবং ২৬৭টি এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করা হয়।

(১৭) ফ্যাসিলিটি অপারেটরদের জন্য বিকিরণ সংক্রান্ত বিষয়ে ১১টি প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালার আয়োজন করে ৩৬৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাদের মূল সনদ দেওয়ার লক্ষ্যে মোট ১৮টি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়, যাতে ২৫৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে এবং ২২২ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীকে মূল সনদ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনকালে বর্ণিত সেবা প্রদান করে মোট ১০ কোটি ৫২ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৫৩ টাকা রাজস্ব আয় হয়।

(১৮) বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষকদের মধ্যে বিশেষ গবেষণা অনুদানের চেক প্রদানের জন্য ৫ মার্চ ২০২০ তারিখে ঢাকাস্থ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফেলো ও গবেষকদের মধ্যে চেক বিতরণ করেন।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষকদের মধ্যে বিশেষ গবেষণা অনুদানের চেক প্রদান করেন।

(১৯) দেশে বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গবেষণা খাত থেকে গবেষণা প্রকল্পে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচির আওতায় ৫১১টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৬ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

(২০) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণারত ছাত্রছাত্রী/গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে (১) ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ন্যানোটেকনোলজি ও লাগসই প্রযুক্তিবিষয়ক (২) জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানবিষয়ক (৩) খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞানবিষয়ক এবং (৪) পূর্ববর্তী বছরে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ফেলোদের নবায়নসহ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩,২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ১৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

(২১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রতি অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় থেকে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে ২২৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

(২২) বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণা জার্নাল প্রকাশ, সেমিনার/সিম্পোজিয়াম এবং বুলেটিন প্রকাশনার লক্ষ্যে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৩৩টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে ৯৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

(২৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৮৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগারের ব্যবহার্য কেমিক্যাল/যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য ২.৭৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

(২৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৬৬টি উপজেলায় 'দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।

(২৫) ১৯টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে ৫৩৭ জনকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ১৬৪টি প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অনার্স, এমএসসি, এমফিল, পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ৮২ জন গবেষককে গবেষণা তত্ত্বাবধানে সহায়তা প্রদান করা হয়। মানবসম্পদ উন্নয়নে TC, RCA, FNCA ইত্যাদি প্রোগ্রামের আওতায় ১৩৮ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে আয়োজিত ৬৪টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ২,০৩৩ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন।

(২৬) বায়ু/পানি/মাটি/খাদ্যদ্রব্য/শাকসবজি ইত্যাদি নমুনাসহ অন্যান্য পদার্থের ৫,৭৫২টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন পরমাণু স্থাপনায় কর্মরত ১০,৪৭৫ জন বিকিরণ কর্মীর শরীরে প্রাপ্ত বিকিরণ মাত্রা নিরূপণে টিএলডি সেবা প্রদান করা হয়।

(২৭) বিসিএসআইআর কর্তৃক ৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, ৭টি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, দেশে-বিদেশে ১১০টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ, ৫টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ, ৫,৪২০টি শিল্প/বাণিজ্যিক পণ্য/পদার্থের বিশ্লেষণ সেবা প্রদান এবং ৭টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পেটেন্ট অর্জনের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

(২৮) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ২,৬৪,৩৭৮ জন দর্শনার্থী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের গ্যালারিসমূহ পরিদর্শন করেছে। ১,৯১৯ জন দর্শনার্থী টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছেন।

(২৯) জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসে এবং ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যাতে প্রায় ৭০০ জন শিশু-কিশোর অংশগ্রহণ করে। দেশের ৪৭৪টি উপজেলা, ৫৬টি জেলায় ৪র্থ বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা এবং ৩৮৬টি উপজেলায় ৪র্থ বিজ্ঞান বিষয়ক অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়।

(৩০) জাদুঘরের মিউজুবাস ও মুভিবাসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৭৩টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও ৪-ডি মুভি প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা, উপজেলা এবং জাদুঘরের নিজস্ব অডিটোরিয়ামে ২৩৬টি বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। দেশের সকল বিভাগে বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

(৩১) ১১৫টি উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাবের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

(৩২) 'ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫টি ভ্রাম্যমাণ বাস (৩টি মুভিবাস এবং ২টি মোবাইল অবজারভেটরি) সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৪টি মিউজু বাস সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

(৩৩) জাদুঘরের বাগান আধুনিকায়ন করা হয়েছে। NMST ফোয়ারা স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল ইনফরমেশন ডেস্ক চালু করা হয়েছে, এবং Humanoid Robot সংগ্রহ করা হয়েছে। F-6 বিমান নান্দনিকভাবে সজ্জিত করা হয়েছে।

(৩৪) ব্যান্সডক-এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক ৪,৩২৮টি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক ৬,৭২৯ পৃষ্ঠা তথ্য বিতরণ করা হয়েছে। ৫৩,৫৭৭ জন গ্রাহকসেবা গ্রহণ করেছেন।

(৩৫) করোনা ভাইরাস (SARS-COV-2)-এর Whole Genome Sequencing ও গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)'র গবেষণাগারসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৭৬টি নমুনার ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। নিজস্ব গবেষণাগারে ২৭,০০০ ইউনিট ট্যাক ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম উৎপাদন করে এনআইবির গবেষণা বিভাগগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

(৩৬) বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এলোভেরার leaf spot রোগের জন্য দায়ী ছত্রাক শনাক্তকরণ; দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন অঞ্চলের গরুতে দুধের বিটা-কেজিন (A1/A2) জিনসহ অন্যান্য জিনের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ; দেশের সকল অঞ্চলে চাষকৃত ঘৃতকুমারীর সুনির্দিষ্ট জাত নির্বাচনের জন্য ২১টি উদ্ভিদের জেনেটিক ও ফাইটোকেমিক্যাল বৈচিত্র্য নির্ণয় করা হয়েছে।

(৩৭) ধানের জন্য পরিবেশবান্ধব জীবাণুসার উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ৪৪টি নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া পৃথক্করণ, শনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ১৮টি শনাক্তকৃত ব্যাকটেরিয়ার নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সক্রিয়তা নির্ণয় ও উপযুক্ত স্ট্রেইন নির্বাচন করা হয়েছে।

(৩৮) জিনের বৈচিত্র্য এবং মুরগির এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনফেকশনের সম্পর্ক নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ১৭০টি মুরগির রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ পৃথক্করণ ও পিসিআর করা হয়েছে।

(৩৯) টাইপ-২ ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস সংশ্লিষ্ট জেনেটিক ভ্যারিয়েন্ট-এর সঙ্গে বাংলাদেশি মহিলাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের সংশ্লিষ্টতা নির্ণয়ের লক্ষ্যে ৫০টি রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ পৃথকীকরণ ও ১৫০টি পিসিআর করা হয়েছে; শিং মাছের ক্ষতরোগ সৃষ্টিকারী প্যাথোজেনিক ব্যাক্টেরিয়ার মলিকুলার চরিত্রায়ণের উদ্দেশ্যে ৪৬টি শিং মাছের নমুনা সংগ্রহ করে ২২৫টি ব্যাকটেরিয়ার নমুনা পৃথক করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

(৪০) হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত লিভার সিরোসিস রোগীদের জেনেটিক মার্কারের এক্সপ্রেশন লেভেলের ভিন্নতা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ৩৭টি রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ পৃথক্করণ ও ১৮৬টি আরটি-পিসিআর করা হয়।

(৪১) বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সেন্টমার্টিন দ্বীপের ২৫ বর্গকিলোমিটার এলাকার ফিজিক্যাল ও স্পেস ওশানোগ্রাফি, বায়োলজিক্যাল ওশানোগ্রাফি, কেমিক্যাল ওশানোগ্রাফি, জিওলজিক্যাল ওশানোগ্রাফি, এনভায়রনমেন্টাল ওশানোগ্রাফি এবং ওশানোগ্রাফিক ডাটা সেন্টার বিষয়ে গবেষণার জন্য ১২টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩৫. বিদ্যুৎ বিভাগ

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিদ্যুৎ খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩ কোটি ৭৩ লক্ষে উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ ৩০ লক্ষ নতুন গ্রাহক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী শতকরা ৯৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে শতকরা ৯৭ ভাগে উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুতের বিতরণ সিস্টেম লস ৯.৩৫ শতাংশ থেকে ০.৬২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৮.৭৩ শতাংশে পৌঁছেছে।

(৩) বাংলাদেশ পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৭৪টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ৭টি জেলা, ২৩টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন এবং নতুন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

(৪) মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫১০ কিলোওয়াট ঘণ্টা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫১২ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২ কিলোওয়াট ঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট ৪৫ হাজার কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন এবং ৬৩৩ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

(৬) বাংলাদেশ পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৫৬টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

(৭) ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় গ্রিডে ১,৭৭৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত হয়েছে।

(৮) ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো চালু করা হয়:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
১	মাঝিপাড়া, তেঁতুলিয়া ৮ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: Sympa Solar ltd.	৮	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ জুলাই ২০১৯
২	রংপুর ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর:কনফিডেন্স পাওয়ার	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১২ অগাস্ট ২০১৯
৩	শিকলবাহা, চট্টগ্রাম ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: কর্ণফুলি পাওয়ার	১১০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ অগাস্ট ২০১৯
৪	শিকলবাহা, চট্টগ্রাম ৫৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: জোডিয়াক পাওয়ার	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ অগাস্ট ২০১৯

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৫	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	১১৮	গ্যাস	ইজিসিবি	৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৬	বিবিয়ানা ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (এসটি)	১১৫	গ্যাস	বিপিডিবি	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৭	বগুড়া ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-১) স্পন্সর: কনফিডেন্স পাওয়ার	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ নভেম্বর ২০১৯
৮	ফেনী ১১৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: লাকধানাভি	১১৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর ২০১৯
৯	চৌমুহনী, নোয়াখালী ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: এইচ এফ পাওয়ার	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯
১০	আপগ্রেডেশন অব সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৮৯	গ্যাস	বিপিডিবি	১৪ মার্চ ২০২০
১১	জুলদা, চট্টগ্রাম ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইউনিট-২ স্পন্সর: এর্কণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিস লিমিটেড	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ মার্চ ২০২০
১২	পায়রা, পটুয়াখালী ২*৬৬০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	৬২২	কয়লা	বিসিপিসিএল	১৫ মে ২০২০
১৩	মেঘনাঘাট ১০৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ওরিয়ন পাওয়ার সোনারগাঁও লিমিটেড	১০৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ জুন ২০২০
মোট		১,৭৭৩			

৩৬. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

(১) সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় ১০,২৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের রানওয়ে ওভারলে কাজের ৭টি লেয়ারের মধ্যে ৫টি লেয়ারের কাজ শেষ হয়। বর্তমানে এ বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে বোয়িং ৭৮৭ টাইপ এয়ারক্র্যাফ্ট দ্বারা সিলেট-লন্ডন সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনার উপযোগী রয়েছে।

(২) ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্যাসেঞ্জার হ্যান্ডলিং বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সুবিধা সংবলিত নতুন একটি আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবন, প্রয়োজনীয় ক্যাপাসিটি সম্পন্ন একটি কার্গো ভবন, ট্যাক্সিওয়ে, এয়ারক্র্যাফ্ট পার্কিং এ্যাপ্রন, কারপার্কিংসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে 'সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় রেসপনসিভ ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

(৩) চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পটির আওতায় রেসপনসিভ ঠিকাদারের সঙ্গে ঠিকাচুক্তি সম্পাদন করা হয়।

(৪) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য লিংক প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জমির চারদিকে ৬,৫০০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়।

(৫) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল-এর শুভ উদ্বোধন।

(৬) কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় রানওয়েকে ৬,৭৯০ ফুট থেকে ৯,৫০০ ফুটে উন্নীত করা হয়েছে। AGL এবং ILS সংস্থাপনের ফলে ঐ বিমানবন্দর দিনে-রাতে সুপরিসর, মাঝারি ও ছোটো আকারের বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণ করতে পারবে। রানওয়ে ৯,৫০০ ফুট হতে ১০,৭০০ ফুটে উন্নীত করার লক্ষ্যেও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং শীঘ্র কাজ শুরু হবে। নতুন প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের নির্মাণকাজও চলমান রয়েছে। প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হলে কক্সবাজারে আর্ন্তজাতিক/আঞ্চলিক যোগাযোগ উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার ও পর্যটন বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব হবে।

(৭) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান এক্সপোর্ট কার্গো এ্যাপ্রনের উত্তর দিকে এ্যাপ্রন সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের ৭১.৫৩ শতাংশ বাস্তব কাজ সম্পন্ন হয়।

(৮) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেনারেল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার, হ্যাঙ্গার এ্যাপ্রন এবং ফায়ার স্টেশনের উত্তর দিকে এপ্রোন নির্মাণ প্রকল্পের ৫১.৭৪ শতাংশ বাস্তব কাজ সম্পন্ন হয়।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

(৯) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিমান বহর সম্প্রসারণ এবং লাভজনক বিভিন্ন গন্তব্যে সাপ্তাহিক ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করা হয়।

(১০) বোয়িং কোম্পানির সঙ্গে ২০০৮ সালে সম্পাদিত ক্রয় চুক্তির আলোকে জুলাই ও সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ ২টি ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ বিমানবহরে সংযোজন করা হয়।

(১১) বোয়িং কোম্পানির সঙ্গে ২০১৯ সালে সম্পাদিত সম্পূরক চুক্তি অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০১৯-এ ২টি ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ বিমানবহরে সংযোজন করা হয়।

(১২) অক্টোবর ২০১৯-এ সৌদি আরবের মদিনায় বিমানের সার্ভিস সম্প্রসারণ এবং জানুয়ারি ২০২০-এ যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে সার্ভিস পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।

(১৩) ২০১৯ সালে হজ ফ্লাইট পরিচালনাকালীন বিমানের বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক গন্তব্যে ফ্লাইট শিডিউল স্বাভাবিক রাখার জন্য ২টি উড়োজাহাজ স্বল্প মেয়াদে লিজ গ্রহণ করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ড্রিমলাইনার বোয়িং ৭৮৭ উদ্বোধন।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

(১৪) 'আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের বেসমেন্টসহ ১৫ তলা পর্যন্ত ভৌত কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন-এর প্রধান কার্যালয় মহাখালী থেকে উক্ত নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হবে।

(১৫) 'পর্যটনবর্ষ' উপলক্ষ্যে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার 'পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি ১৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তী সময়ে ৫৩.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সংশোধিত প্রকল প্রস্তাব ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় সারাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিদ্যমান ১০টি মোটেল সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পর্যটকদের পরিবহন সুবিধার জন্য মাইক্রোবাস ও মিনিবাস ক্রয় করা হয়েছে। ৪টি পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে (গাজীপুর, শালনা, বাগেরহাট, বারদী) আবাসিক সুবিধাসহ পর্যটন উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও ৫টি স্থানে (লালবাগ, রানী ভবানী, কুমিল্লা, শেরপুর ও বিজয়পুর) ন্যূনতম পর্যটন সুবিধা সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৬৫ শতাংশ।

(১৬) 'চট্টগ্রামস্থ পারকিতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন' প্রকল্পটি ২ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। কোভিড-১৯-এর কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়। তবে এর ১০টি সিঙ্গেল কটেজ-এর মধ্যে ৪টি কটেজ-এর গ্রেট বিম, ৬টি কটেজের ফাউন্ডেশন, কলাম নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। অপরদিকে, ৪টি ডুপ্লেক্স কটেজ-এর ফাউন্ডেশন ও কলাম নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাটি ভরাট কাজ ৩০ শতাংশ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজ ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৩০ শতাংশ।

(১৭) 'জাতীয় হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই)-এর আপগ্রেডেশন এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জস্থ ক্ষতিগ্রস্ত সোনা মসজিদ পর্যটন মোটেলের সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প দুটির সমন্বয়ে প্যাকেজ প্রকল্পে এনএইচটিটিআই-এর ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (ক্লাস রুম) ও আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। হোটেল অবকাশের ৫০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সোনা মসজিদ-এর ৯০ শতাংশ পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৪০ শতাংশ।

(১৮) 'নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি ১০ শতাংশ। 'পঞ্চগড়ে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত জমিতে জটিলতা দেখা দেওয়ায় নতুনভাবে নির্বাচিত জমিতে প্রণীত নকশার আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলছে।

(১৯) 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৭০ শতাংশ। 'চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দায় শেখ হাসিনা সেতু সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের সীমানা প্রাচীরের ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

(২০) 'বরিশাল জেলার দুর্গাসাগরে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 'নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার আদর্শ নগরে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এলজিইডি, নেত্রকোণা কর্তৃক চলমান আছে। সার্বিক কাজের অগ্রগতি ১১ শতাংশ।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

(২১) 'Dhaka OIC City of Tourism-2019'-এর সেলিব্রেশন: 10th Islamic Conference of Tourism Ministers Meeting of OIC (ICTM)-এ 'Dhaka OIC City of Tourism-2019' ঘোষিত হওয়ায় ১১-১২ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে অফিসিয়াল সেলিব্রেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে ওআইসির অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি জেনারেল মুসা কুলাকলিকায়াসহ ৩০টি ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

(২২) ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে পর্যটন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সচিবালয় ও অফিস ব্র্যান্ডিং, সাইকেল র‍্যালি, আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সাইকেল র‍্যালি উদ্বোধন করেন। দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, The Daily Observer পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীসহ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

(২৩) পর্যটন বিষয়ক বিশেষায়িত সাংবাদিকতাকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, (Aviation and Tourism Journalists Forum of Bangladesh) এটিজিএফবির মাধ্যমে 'পর্যটন জার্নালিস্ট ফেলোশিপ-২০১৯' আয়োজন করে। এ বছর প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার মোট ১০ জন সাংবাদিককে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মনোনীত সাংবাদিকবৃন্দকে ৬০ হাজার টাকা করে সম্মাননা ও ফোলোশিপ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

(২৪) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক ফটো-কম্পিটিশন ২০১৯ আয়োজনের লক্ষ্যে প্রফেশনাল ও ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্যাটাগরিতে পর্যটনের ছবি আহ্বান করা হয়। উভয় ক্যাটাগরিতে পনেরো শতাধিক ছবি জমা পড়ে। এর মধ্যে ৫৮টি ছবি মনোনয়ন করা হয়। এর মধ্যে প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান অর্জনকারীদের প্রত্যেককে যথাক্রমে ২ লক্ষ, ১ লক্ষ, ৫০ হাজার ও ২৫ হাজার টাকার আর্থিক প্রণোদনা, ডামিচেক, ক্রেস্ট, ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ৫০টি ছবির জন্য সাধারণ পুরস্কার হিসাবে প্রতিজনকে ১০ হাজার করে আর্থিক প্রণোদনা ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বিশ্ব পর্যটন দিবসে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট-এ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

(২৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক সিলেট, বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, হবিগঞ্জ, বাগেরহাট ও যশোর-এ ৯টি জেলার ১০টি পর্যটন স্পটে সুবিধাদি সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যটনসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ৫,৪৯,০৩,৭৭২ টাকা অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(২৬) জাপানিজ, কোরিয়ান, চাইনিজ ও ইংরেজি ভাষায় ১৫ ক্যাটাগরির ব্রোশিউর ছাপানো হয় এবং এগুলো বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে বিদেশে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ১০টি জেলার প্রতিটির পর্যটন স্পটের বিবরণ ও ছবি সংবলিত ব্রোশিউর উন্মুক্ত দর পদ্ধতিতে বাংলায় মুদ্রণ করার লক্ষ্যে মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(২৭) পর্যটক সেবা ও পর্যটন সম্পদ সুরক্ষা, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ২০২০ সালের জুন মাসে মানিকগঞ্জ, বাগেরহাট, রাজশাহী, কুমিল্লা, এবং মৌলভীবাজার জেলায় জেলার সর্বস্তরের কর্মকর্তাগণসহ উল্লেখযোগ্য স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে জেলাপ্রশাসনের সহায়তায় জুম অ্যাপস-এর মাধ্যমে পর্যটন বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(২৮) উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যটন শিল্পকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ২০২০ সালের জুন মাসে ভোলা, হবিগঞ্জ, রংপুর জেলায় জুম অ্যাপস-এর মাধ্যমে 'উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যটন' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

(২৯) ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় ট্যুর অপারেটরদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মে ও জুন মাসে জুম অ্যাপস-এর মাধ্যমে ট্যুর অপারেটরদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

(৩০) ২০১৯ সালের ৩০-৩১ আগস্ট মেয়াদে কক্সবাজার, ২০২০ সালের ৪-৫ জানুয়ারি মেয়াদে পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায়, ২৪-২৫ জানুয়ারি মেয়াদে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে, ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি মেয়াদে ভোলা জেলার চরফ্যাশনে এবং ১৯-২১ মে মেয়াদে পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় ট্যুরগাইডকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৩১) পরিচ্ছন্ন পরিবেশে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকা, জেলা ৩-৪ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা, ৩০-৩১ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় স্ট্রিট ফুড ভেন্ডরকে পর্যটন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৩২) কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩১ আগস্ট ২০১৯ থেকে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে কক্সবাজার জেলা, ১৪-১৫ নভেম্বর মেয়াদে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে এবং ৩-৪ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় রাখাইনদেরকে এবং ১১ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ট্যুরিজমের মৌলিক ধারণাসহ পর্যটনের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৩৩) বহির্বিশ্বে দেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও দেশীয় ট্যুর অপারেটরদের দ্বিপাক্ষিক ব্যবসায়িক আলোচনা সভা আয়োজন, ইনবাউন্ড ট্যুরিস্টদের বাংলাদেশ ভ্রমণে আগ্রহ বৃদ্ধি এবং ট্যুর প্যাকেজ বিনিময় সহজতর করার লক্ষ্যে ১২-১৪ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে ভারতের কলকাতায় 'Travel & Tourism Fair (TTF) 2019' শীর্ষক আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড অংশীজনসহ অংশগ্রহণ করে। এ মেলায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড Award for Excellence অর্জন করে। ১৮-২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে কাজাখস্তান-এ PATA Travel Mart, ৪-৬ নভেম্বর মেয়াদে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে World Travel Mart (WTM), ১৫-১৭ নভেম্বর মেয়াদে কুনমিং, চায়নায় অনুষ্ঠিত China International Travel Mart (CITM), ৯-১১ অক্টোবর মেয়াদে ইটালির রিমিনি'তে TTG Travel Experience, ২৪-২৭ অক্টোবর মেয়াদে জাপানের ওসাকায় Tourism Expo Japan, ৮-১০ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে ভারতের দিল্লিতে 'South Asian Travel & Tourism Exhibition (SATTE)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড অংশীজনসহ অংশগ্রহণ করে।

(৩৪) বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার (আইসিসিবি)-এ ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত '২০তম TEXTECH Bangladesh International Expo-2019' ও '৮ম Asian Tourism Fair (ATF)-2019' পর্যটন মেলায় এবং ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত '13th International Women's SME Expo Bangladesh 2019' মেলায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড অংশগ্রহণ করে। মেলার মুদ্রণসামগ্রী, ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট ইত্যাদিতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের নাম ও লোগো ব্যবহার করা হয় এবং মেলায় পর্যটন সংক্রান্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

(৩৫) বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করে ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ শুরু করা হয় এবং ২০২১ সালের ৩০ জুন এ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ঢাকায় মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কিক-অফ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজে যুক্ত প্রতিটি জেলার ফোকাল পারসনদের কার্যপরিধি অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রথম পর্যায়ের Situation Analysis-এর তথ্য সংগ্রহের Methodology বান্দরবান জেলায় পাইলটিং করার জন্য ২০২০ সালে মার্চ মাসে বান্দরবান জেলায় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

(৩৬) ৯-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ-এ UNWTO-এর ২৩তম সাধারণ অধিবেশন, ৫-১০ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে চীনের সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত 'China International Import-Expo-2019' শীর্ষক এক্সপো, ১৯-২১ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠিত world of taste & travel exhibition 2019, ২-৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে কাতারের দোহায় Culture: 'A Bridge to Dialogue and understanding' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে এবং ১২-১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে জাপানের কিয়োটোতে 'UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and Culture' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড অংশগ্রহণ করে।

(৩৭) পর্যটন শিল্পের সংকট ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক একটি টেলিভিশন কমার্শিয়াল এবং একটি অ্যানিমেটেড ভিডিও চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। এই টিভিসিটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মাইটিভিতে প্রচার করা হয়, যাতে সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে সচেতন হয়। অ্যানিমেটেড ভিডিও চিত্রটি ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে।

(৩৮) কোভিড-১৯-এর কারণে পর্যটনশিল্পে যে ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা নিরূপণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ভ্রমণ ও পর্যটনশিল্পকে কোভিড-১৯-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া এবং ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক পর্যটন বাজারে সুবিধা অর্জনের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৩৯) বাংলাদেশের পর্যটন খাত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ করার জন্য এবং দেশি-বিদেশি পর্যটকগণকে দেশের পর্যটন স্থানের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, গেস্টহাউস, রেস্তোরাঁ, ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড, স্থানীয় দেশীয় খাবার বিক্রেতা, যাত্রীবাহী বাস, লঞ্চ সার্ভিস, কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, বনভিত্তিক পর্যটন কেন্দ্র, সাফারি পার্ক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'Standard Operating Procedure (SOP)' প্রস্তুত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর বিস্তারে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন পর্যটন শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযুক্ত খাতসমূহ ও বন্ধ হওয়া পর্যটন সাবসেক্টরসমূহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুনরায় চালু করার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও সরকারি-বেসরকারি স্টেকহোল্ডারের সহযোগিতায় একটি SOP প্রস্তুত করা হয়।

(৪০) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও United Nations Volunteers, বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে কক্সবাজার জেলায় ৪০ জনের স্থানীয় কমিউনিটি গ্রুপ তৈরির জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। পরবর্তী সময়ে জুম অ্যাপস-এর মাধ্যমে ২৮ জুন ২০২০ খুলনা, ২৯ জুন ২০২০ রাজশাহী, ৩০ জুন ২০২০ ঢাকা জেলায় 'Online Training Workshop on Volunteers for Sustainable Tourism'-এর আয়োজন করা হয়।

(৪১) ডিজিটাল মার্কেটিং-এর অংশ হিসাবে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ বিষয়ক ক্যাম্পেইন করা হচ্ছে। পর্যটন বিষয়ক তিনটি টিভিসি/ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করার জন্য উন্মুক্ত দর পদ্ধতিতে ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে।

(৪২) ভারত, চীন ও অন্যান্য দেশের ট্যুর অপারেটর ও ট্রাভেল রাইটার সমন্বয়ে ৩টি পরিচিতিমূলক ভ্রমণ আয়োজন করার লক্ষ্যে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির সঙ্গে পরিচিতিমূলক ভ্রমণের চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

(৪৩) শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ইনফরমেশন সেন্টারটি পরিচালনার জন্য উন্মুক্ত দর পদ্ধতিতে সেবাক্রয়ের লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪৪) বাংলাদেশকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনলাইন তথা ডিজিটাল প্রচার ও বিপণন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য ভিডিও ক্লিপ, অডিও ভিজুয়াল কন্টেন্ট ও ডিজিটাল কনটেন্ট, মোশন গ্রাফিক্স এ্যানিমেশন, ৩৬০ ডিগ্রি ফোটোগ্রাফি প্রস্তুতের লক্ষ্যে ডিজিটাল ও মিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি নিয়োগ করার Notification of Award (NoA) প্রদান করা হয়েছে।

(৪৫) বাংলাদেশের একটি ডিজিটাল পর্যটন ম্যাপ/ডিজিটাল গাইড প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল)

(৪৬) হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯৭.১৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে।

(৪৭) গণপূর্ত অধিদপ্তর-এর মালিকানাধীন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি)-এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল) ১৭ জুন ২০১২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সঙ্গে ১০ বছর মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং ১ জুলাই ২০১২ তারিখ থেকে বিএসএল উক্ত সম্মেলন কেন্দ্রটি পরিচালনা করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিআইসিসি পরিচালনা করে বিএসএল মোট ৩৪.৪৮ কোটি টাকা আয় করেছে।

(৪৮) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত বলাকা ভিআইপি লাউঞ্জ বিএসএল পরিচালনা করে দেশের ও আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনস-এর যাত্রীদের আন্তর্জাতিকমানের লাউঞ্জ সেবা প্রদান করছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিএসএল বলাকা ভিআইপি লাউঞ্জ পরিচালনা করে মোট ২২.৮৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে।

(৪৯) ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের দক্ষিণ পার্শ্বে বিএসএল-এর নিজস্ব ৩টি ভবন রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন অফিস যেমন: UNICEF, Air India, দেশি-বিদেশি ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট এ তিনটি ভবনের স্পেস ভাড়া প্রদান করে প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিএসএল ৪.৭৮ কোটি টাকা আয় করেছে।

(৫০) ঢাকাস্থ মিরপুর সেকশন-১৩-এ বিএসএল-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি আবাসিক কমপ্লেক্স রয়েছে। উক্ত আবাসিক কমপ্লেক্সের ৫টি বহুতলা ভবন (মোট ১৪০টি ফ্ল্যাট) বিএসএল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের জন্য ভাড়াভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। বিএসএল উক্ত আবাসিক কমপ্লেক্স থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভাড়া বাবদ মোট ১.১৯ কোটি টাকা আয় করেছে।

হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

(৫১) প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলটি সম্পূর্ণ সিসিটিভি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণের আওতায় রয়েছে। একইসাথে হোটেলটির পুরাতন লিফট পরিবর্তন করে নতুন লিফট প্রতিস্থাপন, অতিথি প্রবেশের বিকল্পপথ উন্মুক্ত, হেলথ ক্লাব, লন্ড্রি ও বারবার শপে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে। সর্বোপরি হোটেলটিতে নতুন স্পোর্টস বার তৈরি, ফুট ম্যাসেজ-এর ব্যবস্থা, বলরুম ও প্রি-ফাংশন এলাকায় নতুন কার্পেট ও ঝাড়বাতি সংযোজন করে এর সংস্কার, আধুনিকায়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে। হোটেলের নেটওয়ার্কিং সিস্টেম ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হয়। ২০১৯ সালে হোটেলটি কর-পূর্ববর্তী নিট মুনাফা অর্জন ৪২.২১ কোটি টাকা (অনিরীক্ষিত)।

৩৭. ভূমি মন্ত্রণালয়

ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল কার্যক্রমে গৃহিত কার্যক্রম

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের মেয়াদকালে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নীতি, কৌশল ও সময় উপযোগী পদক্ষেপের কারণে দেশের অবকাঠামোগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার রূপকল্প ২০২১ এবং

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্বচ্ছ, দক্ষ, জবাবদিহিমূলক, গতিশীল ও জনবান্ধব ভূমিসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ইতোমধ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত উদ্যোগের মধ্যে এটুআই-এর সহায়তায় ই-মিউটেশন, অনলাইনে আরএস খতিয়ান, মুসলিম আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর, মৌজা ম্যাপ অনলাইনে প্রকাশ অন্যতম। 'হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা' স্লোগান সামনে রেখে ভূমিসেবার সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। যার ফলে ই-মিউটেশন বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ 'Developing Transparent and Accountable Public Institutions' ক্যাটাগরিতে বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘ কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়কে 'United Nations Public Service Award-2020'-এ ভূষিত করা হয়েছে। এই বিশাল সাফল্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল এবং সুসংহত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দূরদর্শী উদ্যোগ এবং মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়-এর পরিকল্পনা ও নির্দেশনার ফসল হিসাবে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কার অর্জন সম্ভব হয়।

চিত্র: জাতীয় সংসদ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীসহ মন্ত্রণালয়ের সবাইকে অভিনন্দন জ্ঞাপন।

(২) ২৯ জুন ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করার জন্য ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি, ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরতসহ ই-মিউটেশন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান।

(৩) উক্ত প্রেক্ষাপটে ৮ জুন ২০২০ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানো হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দূরদর্শী উদ্যোগ এবং মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়-এর পরিকল্পনা ও নির্দেশনার ফসল হিসাবে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কার অর্জন সম্ভব হয়েছে।

(৪) দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের ৭ কর্মদিবসে নামজারির জন্য পরিপত্র জারি করা হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের মহানগর ও অন্যান্য এলাকায় যথাক্রেম ৯ এবং ১২ কর্মদিবসে নামজারি নিষ্পত্তি করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সাধারণ নামজারির সময়সীমা কমিয়ে আনা হয়েছে। এসকল পরিবর্তনের ফলে ভূমি সেবার মানবৃদ্ধি হয়েছে এবং দেশে সৃষ্টি হয়েছে বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ।

চিত্র: ৭ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন উপলক্ষ্যে সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাক্ষাৎ।

ই-মিউটেশন কার্যক্রম

(৫) ভূমি ব্যবস্থাপনায় রেকর্ড হালনাগাদকরণে নামজারি সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ জনবান্ধব সেবা। ভূমিসেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ অর্জন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-মিউটেশনের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এটুআই-এর সহায়তায় ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ৭টি উপজেলায় পাইলটিং হিসাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ই-মিউটেশন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু হয়। ই-নামজারির কার্যক্রম দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হওয়ায় ২০২০ সালে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পদক United Nations Public Service Award (UNPSA), 2020 পুরস্কার অর্জন করেছে।

(৬) **ই-নামজারি পদ্ধতির সুবিধা এবং অর্জনসমূহ**

ই-নামজারি সিস্টেম থেকে নামজারি বা রেকর্ড হালনাগাদকরণ বিষয়ক কার্যক্রম মনিটরিং;

- নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতির সেবা প্রদান;
- পেন্ডিং কার্যক্রম বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং;
- ই-নামজারি সিস্টেমে নামজারি কার্যক্রম যাচাই;
- সারাদেশে ১ জুলাই ২০১৯ থেকে শতভাগ ই-নামজারি বাস্তবায়ন (তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত);
- বর্তমানে ৪৮৫টি উপজেলা ভূমি অফিস ও সার্কেল অফিসে এবং ৩,৬১৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ই-নামজারি বাস্তবায়ন;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬,৪২,০২৪টি আবেদন প্রাপ্তি এবং ১৫,৭৫,৩৯৬টি আবেদন অনলাইনে নিষ্পত্তি।

(৭) **ই-নামজারি সিস্টেমের সৃজনশীলতা**

- www.land.gov.bd-এর মাধ্যমে নাগরিকবৃন্দ ঘরে বসেই অথবা নিকটস্থ ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নামজারির আবেদন করতে পারেন;
- ভূমি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে মনিটরিং করা যায়;
- ভূমি অফিস কর্তৃক সহজে, দ্রুততম সময়ে ও নির্ভুলভাবে অনলাইনে নামজারি নিষ্পত্তি করা যায়;
- উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটরের সঙ্গে সমন্বিত থাকায় নির্ভুলভাবে সম্পত্তির হিসাব বণ্টন করা যায়।

(৮) **টেকসইকরণে গৃহীত উদ্যোগ**

- ইউনিয়ন পর্যায়ে ইনফো-সরকারের ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে Cloud service হোস্টিং করা হয়েছে;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা জারি এবং বাস্তবায়ন;
- ১ জুলাই ২০১৯ থেকে শতভাগ ই-মিউটেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পত্র জারি;
- ৮৭০ জনকে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রদান ৮,৫০০+ জনকে ব্যবহারকারী-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৯) **নাগরিক সেবায় প্রভাব**

- সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা, ভোগান্তি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস;
- নথি হারিয়ে যাওয়া ও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা;
- নাগরিকের সময়, খরচ ও যাতায়াত হ্রাস;
- প্রস্তাব ও খতিয়ানের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি;
- একই জমি একাধিক ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রেশন রোধ;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত;
- সরকারি ও ভিপি সম্পত্তি সুরক্ষা;
- ডিজিটাল সেন্টারসমূহের আয় বৃদ্ধি।

(১০) **ই-নামজারি নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

- NID সিস্টেমের সঙ্গে নামজারি আবেদন ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন;
- অনলাইনে নামজারি ফি প্রদানের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে;
- অনলাইন রেকর্ডের সঙ্গে ই-নামজারির আন্তঃসংযোগ স্থাপন;
- অনলাইনে ই-নামজারি সিস্টেমে সৃজিত খতিয়ান অনলাইনে প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি;
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ই-নামজারি সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ স্থাপন;
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের One Stop Service-এর সঙ্গে আন্তসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
- পারস্পরিক যাচাই-বাছাইয়ের সুবিধার্থে ভূমি নিবন্ধনের কার্যক্রমের সঙ্গে ই-নামজারির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ।

(১১) ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ড (www.eporcha.gov.bd): 'হাতের নাগালে ভূমিসেবা' এই স্লোগানে ভূমি মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ এবং হালনাগাদকরণে গৃহীত উদ্যোগ। ভূমি রেকর্ড নাগরিকের জন্য সহজলভ্য করা লক্ষ্যে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর ফলে ভূমি রেকর্ড এখন নাগরিকের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

(১২) ভূমি রেকর্ডের নাগরিকের সেবা সহজীকরণের পদক্ষেপ হিসাবে ভূমি রেকর্ড নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ফলে ভূমিসেবা প্রদানের সময়, খরচ, যাতায়াত কমানো ও হয়রানি বন্ধ করা হয়েছে।

(১৩) ডিজিটাল ভূমি রেকর্ডের ফলে নাগরিকদের নিম্নরূপ সুবিধাসমূহ সৃষ্টি হয়েছে:

- www.eporcha.gov.bd অথবা land.gov.bd অথবা rsk.land.gov.bd অথবা মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে ঘরে বসে অথবা নিকটস্থ ডিজিটাল সেন্টারে অথবা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে খতিয়ানের কপি প্রাপ্তি;
- অনলাইনে সার্টিফাইড কপির জন্য আবেদনের সুযোগ;
- প্রয়োজনে অনলাইনে তাৎক্ষণিক খতিয়ানের কপি প্রাপ্তির সুযোগ;
- একইস্থান থেকে খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপের জন্য আবেদনের সুযোগ;
- অনলাইনে পেমেন্ট (ইউক্যাশ/বিকাশ/রকেট/সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ে/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস/ই-চালানের সঙ্গে সমন্বিত)করার সুযোগ;
- ভূমি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে মনিটরিং করার সুবিধা;
- RS-K সিস্টেম (বর্তমানে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ আর.এস. খতিয়ান/পর্চা)-এর মাধ্যমে রেকর্ড যাচাই করার সুযোগ;
- মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে খতিয়ান/পর্চার তথ্য দেখা ও অনলাইনে আবেদন করার সুযোগ।

(১৪) দেশে সকল খতিয়ানের তথ্য একটি প্ল্যাটফর্মে আনার মহাপরিকল্পনার অংশ হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ে সকল আরএস খতিয়ানসমূহ একটি সিস্টেমের মাধ্যমে জনগণের নিকট অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যে কোনো নাগরিক মোবাইল এ্যাপ ব্যবহার করে অথবা অনলাইনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত খতিয়ান এবং খতিয়ানের জন্য আবেদন করতে পারে। এ প্ল্যাটফর্মে প্রায় ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ খতিয়ান অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে যার মধ্যে সিএস খতিয়ান ৯০,২১,৪০৬টি; এসএ খতিয়ান ১,২০,৮২,৭৮১টি; আরএস খতিয়ান প্রায় ২ কোটি ৬ লক্ষটি; এবং দিয়ারা খতিয়ান ১৩,২৫,৫৩৬টি।

(১৫) অনলাইনে খতিয়ান কপি/সার্টিফাইড কপি প্রদানের ফলে নাগরিক সেবায় নিম্নবর্ণিত প্রভাব পড়েছে:

- সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা, ভোগান্তি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাচ্ছে;
- রেকর্ড বা নথি হারিয়ে যাওয়া ও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা;
- নাগরিক সময়, খরচ ও যাতায়াত হ্রাস;
- নামজারি প্রস্তাব ও খতিয়ান টেম্পারিং রোধ হচ্ছে;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে;
- সরকরি সম্পত্তি সুরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে;
- সাধারণ নাগরিক প্রতারকের হাত থেকে রক্ষা পাবে। ফলে নাগরিক ভোগান্তি কমে যাচ্ছে;
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাচ্ছে; এবং
- নাগরিকগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) থেকে জেলা রেকর্ডরুমে পর্চার জন্য আবেদন করতে পারছেন। ফলে এখন মাত্র ৫/৭ দিনের মধ্যে ইউডিসির মাধ্যমে নাগরিকগণ খতিয়ানের সত্যায়িত নকল পাচ্ছেন।

মৌজা ম্যাপ

(১৬) মৌজা ম্যাপ নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মৌজা ম্যাপ নাগরিকের জন্য প্রাপ্তি সহজ ছিল না। অনেক সময় এই মৌজা ম্যাপ প্রাপ্তির জন্য নাগরিককে ভোগান্তির স্বীকার হতে হয়েছে। নাগরিক ভোগান্তির পরিমাণ শূন্যে নামিয়ে আনার মানসে মৌজা ম্যাপ প্রাপ্তি সহজ করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। তারই ফল হিসাবে ঢাকা জেলার সিটি

জরিপের সকল মৌজা ম্যাপ নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। অন্যান্য জেলার আরএস জরিপের মৌজা ম্যাপের কপি পর্যায়ক্রমে অনলাইনে প্রকাশ করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১টি জেলার ২০,৪৯৪টি মৌজা ম্যাপ অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে ফি প্রদান সাপেক্ষে কপি প্রাপ্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

হটলাইন ১৬১২২

(১৭) ভূমি মন্ত্রণালয় রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। ভূমি মন্ত্রণালয় রূপকল্প বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 'হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা' প্রদান নিশ্চিতকরণে ভূমিসংক্রান্ত সকল সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে কিছু সেবা ডিজিটালাইজড করা হয়েছে এবং পাইলটিং বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নাগরিকের সঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয়ের যোগসূত্র স্থাপন এবং মাঠপর্যায়ে ভূমিসেবা প্রাপ্তিতে নাগরিকের সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি নির্ণয় এবং দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে হটলাইন স্থাপন করা হয়েছে। হটলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয় এবং উক্ত অভিযোগসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হচ্ছে কি না সেটি মনিটর করা হচ্ছে।

(১৮) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮,৩০১টি কল হটলাইন থেকে পাওয়া গেছে যার মধ্যে ৭,৫১৪টি কল নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

(১৯) হটলাইনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং নাগরিকের নিকট উপস্থাপনের জন্য লিফলেট তৈরি করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এই লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। হটলাইন ১৬১২২-কে আরও বেশি জনবান্ধব করার জন্য বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমিসেবা গ্রহণে নাগরিক যাতে হটলাইনে ফোন করেই প্রয়োজনীয় অনলাইনে সেবা নেওয়ার জন্য আবেদন সম্পন্ন এবং সেবা গ্রহণ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর

(২০) বাংলাদেশে পিতা-মাতা বা উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত স্থাবর অস্থাবর-সম্পত্তির হিসাব বিবরণী তৈরির জন্য এই ক্যালকুলেটর তৈরি করা হয়েছে। উত্তরাধিকারের হিসাব বিবরণী বের করা বেশ জটিল একটি প্রক্রিয়া। এজন্য সাধারণ নাগরিককে এই হিসাব বিবরণী তৈরির জন্য কোনো না কোনো ভাবে অ্যাডভোকেট বা আইন জানা কোনো মানুষের কাছে যেতে হয়। অনেক সময় সেই হিসাব তৈরিতে অনেকে ভুল করে থাকেন। এই ক্যালকুলেটরের সাহায্যে এক মুহূর্তে কারো সহায়তা ছাড়াই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একটি নির্ভুল হিসাব বিবরণী এই ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে তৈরি করা যায়। এই ক্যালকুলেটর তৈরিতে একসেস-টু-ইনফরমেশন প্রকল্প কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয় এবং বিচারকের সহায়তায় তৈরি করা হয়। বর্তমানে এই উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটরে শুধু মুসলিম পারিবারিক আইন মোতাবেক সম্পত্তির হিসাব বের করা যায়।

(২১) www.uttoradhikar.gov.bd বা উত্তরাধিকার বাংলা সাইটে গেলেই উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর পাওয়া যাবে। এটিই বাংলাদেশের প্রথম ডট বাংলা ডোমেইন। উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর শিরোনামে মোবাইল অ্যাপেও এটা পাওয়া যাবে।

হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা মোবাইল এ্যাপ

(২২) সকল ডিজিটাল ভূমিসেবা পর্যায়ক্রমে মোবাইল সার্ভিসে রূপান্তর করা হবে। এর অংশ হিসাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য নিজস্ব একটি মোবাইল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এই একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেই সকল ভূমিসেবার তথ্য এবং ডিজিটাল সেবা পাওয়া যাবে। নতুন নতুন সকল ডিজিটাল ভূমিসেবা এই মোবাইল অ্যাপে যুক্ত করা হবে। এই এ্যাপ মাঠপর্যায়ে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোবাইল নাম্বার ছবিসহ এখানে পাওয়া যাবে। নাগরিকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ই-বুক

(২৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রথম ই-বুক তৈরি করেছে। যেখানে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল সংস্থা ও দপ্তরের সকল আইন, বিধি, ম্যানুয়াল ও নির্দেশিকা এই একটি প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ebook.land.gov.bd সাইটে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল আইন, বিধি, ম্যানুয়াল এবং নির্দেশিকা এই সিস্টেমে আপলোড করা হয়েছে। যাতে নাগরিকবৃন্দ একটি স্থানে বসেই ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল আইন, বিধি, ম্যানুয়াল এবং নির্দেশিকা দেখতে পারেন।

(২৪) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian) প্রকল্প: ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ কার্যক্রম-এর আওতায় পর্যায়ক্রমে সারাদেশের ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৯,২৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ৫৮ লক্ষ খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট ৪ কোটি ৭ লক্ষ খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৮.৭৮ শতাংশ।

চিত্র: মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, 'অনলাইন ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে অবদান রাখার জন্য ঢাকার জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মোঃ মোমিনুর রশীদকে 'উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০১৯-২০'-এর ক্রেস্ট প্রদান করছেন।

(২৫) গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প: ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামে ১০,৭০৩টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ৫০ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পটি মোট ৯৪,১৮১.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮,১০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭,৯২২টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে (৯৭.৮০ শতাংশ)। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,২০০টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,১৫৬টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। গুচ্ছগ্রামে প্রতিটি পরিবারকে ৪-৮ শতক খাসজমির কবুলিয়াত সম্পাদন, ৩০০ বর্গফুটের দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর প্রদান, নলকূপ স্থাপন, মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, বিধবাদের ক্ষেত্রে নারীর নামে কবুলিয়ত সম্পাদন এবং আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিটি পরিবারকে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৬১ শতাংশ এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬০ শতাংশ।

(২৬) ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প: ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থাকে একই ছাদের নিচে এনে জনগণকে সহজতর 'One Stop Service' প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর কম্পাউন্ডে ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ১৪৭২৯.৮২ লক্ষ টাকা। ২টি বেইজমেন্টসহ মোট ২০তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ১৩তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। এতে ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, গুচ্ছগ্রাম-২য় (সিভিআরপি) প্রকল্প, ঢাকা বিভাগের উপভূমি সংস্কার, কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেট, ঢাকা নওয়াব এস্টেট, তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিস-এর জন্য এই ভবনে স্পেস বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ভবনের পুরো কাঠামো নির্মাণসহ ৬টি তলা ব্যবহার উপযোগী করা। জুন ২০২০-এর মধ্যে ভবনের পুরো কাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হলেও ৬টি তলা ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হয়নি।

(২৭) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প (১ম সংশোধিত): উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৫ম পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯৬টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের জরাজীর্ণ উপজেলা ও ইউয়িন ভূমি অফিসসমূহের ভবন নির্মাণ এবং দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৭৪,৬৭৮.০২ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের মধ্যে ৪৯৫টি ভবন সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিসের মধ্যে ৫০টি ভবনের কাঠামো সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ভবনের নির্মাণকাজ চলমান আছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি।

(২৮) সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প: সারাদেশের আরও ১,০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৭৩,১৮৬ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩২০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণকাজ চলমান আছে।

(২৯) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প: দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Economic Development Cooperation Fund (EDCF)-এর আর্থিক সহযোগিতায় 'Establishment of Digital Land Management System (DLMS) through Digital Survey and Settlement Operations of 3 City Corporations, 1 Prourasava and 2 Rural Upazilla of Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এবং কুষ্টিয়া সদর ও ধামরাই উপজেলায় এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৩৫,১৮৬.২২ লক্ষ টাকার মধ্যে জিওবি ৭,০৮২.৯৬ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৮,১০৩.২৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি।

(৩০) চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-ব্রিজিং) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ): ৬ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে 'চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-বি) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ)' শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ৪,৩০০ একর ভূমির প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৬০টি ভূমিহীন পরিবার বাছাই করা হয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন সহযোগীর নিকট থেকে প্রকল্প সাহায্য পাওয়া যায়নি। ফলে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি।

(৩১) ১৪২৭-১৪৩২ বাংলা সন মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পে ১৪০টি সরকারি জলমহাল ইজারার মাধ্যমে ৯ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭২০ টাকা রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৩২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭,৫০৪টি হাটবাজার ইজারা প্রদানের মাধ্যমে ৪৮১ কোটি ২৬ লক্ষ ৫০৬ টাকা, ৩৪৩টি বালু মহল ইজারা বাবদ ৯১ কোটি ১ লক্ষ ২৪ হাজার ১০৮ টাকা, ১৫৪টি লবণ মহাল ইজারা বাবদ ২২,৬৮১ টাকা এবং ১,৩৭৮টি চিংড়িমহাল ইজারা বাবদ ২ কোটি ৯৬ লক্ষ ৬১৯ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

(৩৩) গৃহহীন, ভূমিহীন ১,১৫৯টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য মাঠপর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: ৪ মার্চ ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সন্দ্বীপ উপজেলার ভাসান চর পরিদর্শন করেন। আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্প পরিচালক কমোডর এ এ মামুন চৌধুরী এ সময় মাননীয় মন্ত্রীকে স্বাগত জানান।

(৩৪) কৃষি এবং অকৃষি খাসজমি বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭-এর আলোকে সারাদেশে ২০০৯ থেকে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে ৩,০৮,৯৬৫টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ১,৫৪,৬৬৫.৮০৯৪ একর কৃষি খাসজমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৫,৯২১টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ২,৫৭৭.১৮ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পুনর্বাসনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক পরিবারকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কৃষক পরিবার স্বনির্ভরতা অর্জনসহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অবদান রাখছে।

(৩৫) অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫-এর আওতায় দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি-আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অনুকূলে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে মোট ১,৮৬৪.৪৩ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

(৩৬) সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ চা বাগানের মালিক সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়। চা ভূমির লিজ প্রদান, লিজ নবায়ন, উপযুক্ত জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত দায়িত্ব। বর্তমানে সরকারি চা বাগানের সংখ্যা ১৬০টি। ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা ২১টি এবং ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা ১৩৯টি। চা বাগান ইজারা প্রদান ও ইজারা নবায়ন এবং নতুন ভূমিতে চা বাগান সৃজন বিষয়ক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সম্প্রতি বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ইজারা বহির্ভূত বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উপরোক্ত ১৬০টি চা বাগান ছাড়াও পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ব্যক্তিগত জমিতে ২৬টি চা বাগান সৃজিত হয়েছে। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০১৭ পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

ভূমি সংস্কার বোর্ড

(৩৭) সরকারের রূপকল্প ২০২১, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উন্নত ভূমিসেবা ও সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৪৮৮টি উপজেলায় অনলাইনে নামজারি বাস্তবায়িত হয়। এ পর্যন্ত ই-মিউটেশন সিস্টেমে ২৪,৪৯,৪৮৩টি মিউটেশনের আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২০,৫৮,৫৬৪টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়। জুন ২০২১-এর মধ্যে সারাদেশের উপজেলা ভূমি অফিসে ই-নামজারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

(৩৮) ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারা দেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে Land Information Management System (LIMS) Software-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(৩৯) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ই-নামজারি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ১,৪৪৯টি ল্যাপটপ, ৪৫৩টি প্রিন্টার, ৪৫৩টি স্ক্যানার ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

(৪০) ২০১৯-২০ অর্থবছরে Land Information Management System (LIMS) সফট্ওয়্যারের (ক) ই-মিউটেশন System (খ) Budget Management System (গ) Employee Information Management System সকল উপজেলা/সার্কেল/ইউনিয়ন ভূমি অফিসে চালু রয়েছে। অন্যান্য মডিউলসমূহের মধ্যে (ক) Land Development Tax Management System (খ) Mutation Review Management System (গ) Rent Certificate Management System ও (ঘ) Misc. Case Management System-এর Development এবং ToT প্রশিক্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যা বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে।

(৪১) LIMS-এর বিভিন্ন Module সার্বক্ষণিক চালু রাখার লক্ষ্যে Support Maintenance Service ক্রয়ের লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ডের সাথে Mysoftheaven (BD) Ltd.-এর ৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে Annual Maintenance Contract (AMC) for Customization, Enhancement and Maintenance Service ৩ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী Mysoftheaven (BD) Ltd. কর্তৃক Software-এর Enhancement, Customization, Support & Maintenance Service-এর কার্যক্রম চলমান আছে।

(৪২) ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম অন্যতম। জমির শ্রেণি ও ব্যবহারভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে সরকারি রাজস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর সরকারি রাজস্ব আয়ের একটি অন্যতম উৎস। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে সাধারণ ৪৮৬,৯৫,৩৫,৬৭০ টাকা, আদায়ের হার ৯০.৪৩ শতাংশ এবং সংস্থা ১১৮,৫৭,২৯,২৩২ টাকা, আদায়ের হার ১৩.৬৪ শতাংশ।

(৪৩) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

- খতিয়ান চূড়ান্ত প্রকাশনা মৌজা সংখ্যা-২,২০০, খতিয়ান সংখ্যা ২,৪৭,০৭৬ কপি;
- খতিয়ান হস্তান্তর মৌজা সংখ্যা ২,৯২০, খতিয়ান সংখ্যা ৪,৭৬,২৪৫ কপি;
- আর এস খতিয়ান ওয়েবসাইটে আপলোড ও উন্মুক্তকরণ ৬৬৯ মৌজা;

- ভবিষ্য তহবিল থেকে অগ্রিম উত্তোলন সংক্রান্ত অনলাইন সিস্টেম উদ্ভাবন;
- তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য ধারণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত MIS প্রবর্তন;
- জিওডেটিক পিলারের স্থানাংক নির্ণয় ১১১টি;
- যৌথ সীমানা পরিদর্শন ১২টি;
- বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমানায় সীমানা পিলার নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/মেরামত ৫৪০টি;
- যৌথ সীমানা সম্মেলন ১টি;
- মৌজা ম্যাপ উৎপাদন/ছাপানো মৌজা সংখ্যা ৬১২টি এবং মুদ্রিত ম্যাপের সংখ্যা (শিট) ২,২২৭টি;
- খতিয়ান মুদ্রণ ২,২৭,০০ কপি এবং খতিয়ান হস্তান্তর ২,৯২০ মৌজা।

৩৮. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) ১৭-২৩ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে সারাদেশে 'মাছ চাষে গড়বো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' এই স্লোগানকে সামনে রেখে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ উদ্‌যাপিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯-এর শুভ উদ্বোধন করেন। গণভবন, বঙ্গভবন, সংসদ ভবন ও ধানমন্ডি লেকে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ; কেন্দ্রীয় মৎস্য মেলা; সফল মৎস্যচাষি, কর্মকর্তা ও গবেষকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯' উদ্‌যাপিত হয়। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ উপলক্ষ্যে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক জনকণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, আমাদের সময় এবং দি ডেইলি অবজার্ভার পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

চিত্র: জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবন পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন।

(২) উন্মুক্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় সারাদেশের ৪৮৬টি উপজেলায় মোট ২১৮.৬৮ মেট্রিক টন মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

(৩) ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন জলাশয়ে ১৪.০২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩.৮৬৭ মেট্রিক টন পোনা অবমুক্ত করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি, ১১ জুন ২০২০ তারিখে মিরপুরস্থ বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন।

(৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সারাদেশে ৩৪৪টি উপজেলায় ৩৮৮টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে এবং ৪৪৮.৫ কেজি রেণু অবমুক্ত করা হয়েছে।

(৫) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য হালদা নদী এবং ইলিশের ৬টি অভয়াশ্রমসহ সারাদেশে মোট ৪৩২টি অভয়াশ্রম রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ৫৮.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৮২টি মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মেরামত করা হয়েছে।

(৬) হালদা নদী বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার রুই জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র। হালদা নদী থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫,৭৭১.৪০ কেজি ডিম আহরিত হয় যা থেকে ৩৯৮.২২ কেজি রেণু উৎপাদিত হয়েছে।

(৭) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু হেরিটেজ ঘোষণা'র উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৮) হালদা নদীর অভয়াশ্রম রক্ষায় নিয়মিত অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করছে। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট হালদা রক্ষায় বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা করছে।

(৯) জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা, ২০১৯' অনুমোদন করা হয়েছে। নির্দেশিকার আলোকে জেলেদের নিবন্ধন ও তালিকা হালনাগাদকরণ চলমান রয়েছে।

(১০) প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত ও অক্ষম জেলেদের সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৯' অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকার আলোকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০টি জেলে পরিবারকে মোট ১৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(১১) ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ৯-৩০ অক্টোবর ২০১৯ মোট ২২ দিন মা-ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। মা-ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন মানবিক খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ৩৫ জেলার ১৪৭ উপজেলার ইলিশ আহরণে বিরত ৪,০৮,৩২৯টি জেলে পরিবারকে ২০ কেজি হারে ৮,১৬৬.৫৮ মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হয়। মা-ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় ২,৬৮২টি মোবাইল কোর্ট ও ১৩,১৭২টি অভিযান পরিচালনা করে ৮২.২২ মেট্রিক টন ইলিশ, ৭৬৭.৮৯ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয় এবং ৬,৬৮৬টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ৫,৬৪৩ জনকে কারাদণ্ড প্রদান ও ১০৮.৭৬ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

(১২) মৎস্য আইনে প্রতিবছর নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইলিশের ৬টি অভয়াশ্রমের মধ্যে পটুয়াখালী জেলার আন্ধারমানিক অভয়াশ্রমে নভেম্বর-জানুয়ারি এবং বরিশাল, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, ভোলা এবং শরিয়তপুর জেলার অভয়াশ্রমসমূহে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত জাটকাসহ সব ধরনের মাছ আহরণ বন্ধ থাকে। জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের মানবিক খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি-মে, ২০২০ পর্যন্ত চার মাসে ৩,০১,২৮৮টি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ৪৬,৫৮০.০৮ মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় নভেম্বর-জুন ২০২০ পর্যন্ত ৮ মাসে ১,৪২১টি মোবাইল কোর্ট ও ৮,৭৩৪টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২৬৩.৮৯ মেট্রিক টন জাটকা, ১৭৩৫.১৩ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়।

(১৩) মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৩টি জেলায় ৩৮৭টি মোবাইল কোর্ট ও ১,৫৫৪টি অভিযানের মাধ্যমে ৬১ জন জেলেকে কারাদণ্ড প্রদান ও ১০.০৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়সহ ২,২৬৭টি বেহুন্দি জাল, ৭১৬.১৮ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল ও ১৭.০৯ মেট্রিক টন জাটকা আটক করা হয়।

(১৪) সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় সামুদ্রিক মাছের প্রজননকে নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা হয়। ৬৫ দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন চট্টগ্রাম মহানগরীসহ উপকূলীয় ১৪ জেলার ৪৪টি উপজেলার মোট ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৮৯ জেলে পরিবারকে ৩৬,৩৬১.৫৮ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(১৫) আন্তর্জাতিকভাবে Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) মৎস্য আহরণ বন্ধে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-র Port State Measures Agreement (PSMA)-এ ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পার্টি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

(১৬) নতুন মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন/ইইউতে অনুমোদন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি কার্যক্রমের আওতায় খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার জাবুসা এলাকায় Total Food Processing Pvt. Limited নামীয় শতভাগ রপ্তানিমুখী (মৎস্য ও কৃষি) প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'অনাপত্তি' জ্ঞাপন করা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি সংক্রান্ত online Certification ব্যবস্থা TRACES New Technology (TRACES NT) বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। NRCP-2019-এর আওতায় B1 (amoxicillin, tylosin) প্যারামিটারের কনফারমেটরি পরীক্ষণের মেথড ভেলিডেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১৭) গণচীনে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করতে আগ্রহী ৩২টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নাম চীনা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের জন্য বেইজিংস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলরের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে আরোপিত নতুন Import Requirements-এর পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশ কর্তৃক প্রেরিত Model Health Certificate-এর অনুকরণে মৎস্য অধিদপ্তরের একটি Draft Health Certificate প্রস্তুত করা হয়েছে।

(১৮) National Resedue Control Plan (NRCP)-এর আওতায় বর্তমান ২০২০ সালের জন্য NRCP কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ২০১৯ সালে বাস্তবায়িত NRCP কার্যক্রমের ফলাফল একীভূত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে DG-Sante-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, চট্টগ্রাম ও খুলনায় মৎস্য খাদ্যে Bovine/ Porcine পরীক্ষণের পিসিআরভিত্তিক মেথড ভ্যালিডেশন সম্পন্ন হয়েছে।

(১৯) মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ, স্বচ্ছ এবং আবেদনকারীর ভোগান্তি কমানোর লক্ষ্যে 'ই-রিক্রুটমেন্ট ব্যবস্থাপনা' ডেটাবেইজ সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।

(২০) ড. ফিশ (মোবাইল অ্যাপস) গুগল প্লে স্টোরে অ্যাপসটি আপলোড করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপসে ভৈরব, কিশোরগঞ্জ উপজেলায় পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে। ড. ফিশ মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে মৎস্য চাষিরা ভিডিও কলের মাধ্যমে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন এবং তাদের সমস্যার সমাধান করাতে পারবেন।

(২১) মৎস্য অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬২০ জন মৎস্যচাষি; ১,৬২৫ জন চিংড়ি চাষি; ৯২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ১৭,০০০ সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২২) চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে কার্প মিশ্রচাষ, কার্প গলদা/বাগদা মিশ্রচাষ, ধানক্ষেতে মাছ চাষ, পাংগাস চাষ, কৈ-শিং-মাগুর চাষ, তেলাপিয়া চাষ, কার্প নার্সারি, পোনা মাছচাষ এবং খাঁচায় মাছচাষ প্যাকেজের বিপরীতে মোট ৬,৪৭৩টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

(২৩) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৭৫ জন মৎস্যজীবীকে ১১০০টি ছাগল, ৪০ জন মৎস্যজীবীকে ৪০টি সেলাই মেশিন, ২০৮ জন মৎস্যজীবীকে ৪০টি ভ্যান/রিকশা, ২ জন মৎস্যজীবীকে ২টি শ্যালো মেশিন এবং ৩,২৫০ জন নিবন্ধিত জেলের মাঝে ৬৫০টি বেড় জাল বিতরণ করা হয়।

(২৪) উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩২টি বিল নার্সারি স্থাপন, ৫টি মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র নির্মাণ এবং ১৩০টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর ও ৬৮টি মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়েছে।

(২৫) জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (এনএটিপি-২)-এর আওতায় ২২টি উপজেলা মৎস্য প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠিত হয়েছে। গঠিত এ সকল প্রডিউসার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে মোট ২৫২ মেট্রিক টন মাছ বিক্রয় হয়েছে, যার মধ্যে ২৭.৩৬ মেট্রিক টন মাছ সম্প্রতি চালুকৃত অনলাইন ওয়েবসাইট/অ্যাপস (pofishmarket.com/FISH MARKET)-এর মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়েছে।

(২৬) সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট-এর আওতায় সমুদ্রে মাছের স্টক এসেসমেন্ট-এর লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে ১টি ট্রায়াল ক্রুজ এবং ১টি চিংড়ি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে। ২০০টি চিংড়ি ক্লাস্টার গঠন এবং ক্লাস্টার সংলগ্ন ২৯টি খাল পুনঃখননের লক্ষ্যে NoC সংগ্রহ এবং প্রিওয়ার্ক সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪৬৫টি মৎস্যজীবী গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে।

(২৭) বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। গবেষণা বিশেষতঃ বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজনন ও চাষ কৌশল উদ্ভাবন এবং ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটকে 'একুশে পদক ২০২০' প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: গবেষণায় অবদানের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের একুশে পদক-২০২০ অর্জন।

(২৮) স্বাদুপানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ৬৪ প্রজাতির মাছ বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। গবেষণার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে ২৩ প্রজাতির মাছ যেমন পাবদা, গুলশা, টেংরা, মহাশোল, মেনি, পুঁটি, চিতল, ফলি ইত্যাদির প্রজনন ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করেছে। ফলে সম্প্রতি বাজারে এদের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২৯) দীর্ঘ গবেষণার পর বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা হ্যাচারিতে শীলা কাঁকড়ার পোনা (Crablet) উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছেন। বর্তমানে প্রকৃতি থেকে শীলা কাঁকড়ার পোনা সংগ্রহ করে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে এর চাষাবাদ করা হয়। ফলে প্রাকৃতিক উৎসে শীলা কাঁকড়ার পোনা প্রাপ্তি সম্প্রতি হুমকির মধ্যে পড়েছে। বর্তমানে হ্যাচারিতে কাঁকড়ার পোনা বেঁচে থাকার হার প্রায় ৭ শতাংশ। এর ফলে ক্রমান্বয়ে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা দিয়ে কাঁকড়া চাষ সহজ হবে এবং দেশে কাঁকড়া উৎপাদনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

(৩০) অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত জলজসম্পদ সিউইড-এর চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে সফলতা অর্জন করেছে। ইনস্টিটিউট থেকে ৩ প্রজাতির সিউইড চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং তা মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে সিউইড চাষ সুনীল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

(৩১) বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সামুদ্রিক মাছের প্রজননকাল নির্ণয়ের জন্য ইনস্টিটিউট কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র থেকে গবেষণা পরিচালনা করে ১৬টি মাছের প্রজননকাল নির্ণয় করা হচ্ছে। গবেষণার ফলাফল থেকে সমুদ্রে বর্তমানে ৬৫ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধকালের উপযোগিতা অধিক যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

(৩২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ১ জুন বিশ্ব দুগ্ধ দিবস এবং ২৭ এপ্রিল বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস পালিত হয়েছে। অধিদপ্তরাধীন ডেইরি, ছাগল, মহিষ ও হাঁস-মুরগির খামারে যথাক্রমে ৫৮৭টি গাভীর বাচ্চা, ১,৫৩৪টি ছাগীর বাচ্চা, ৫১টি মহিষের বাচ্চা এবং ৩৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৫১২টি হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে।

(৩৩) অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যক্রমের আওতায় পোল্ট্রি টিকা প্রদানকারী কর্মী ৯,৯৮৪ জন, হাঁস পালনে ১৩,৮৭১ জন, দুগ্ধ উৎপাদন বিষয়ে ৩৫,১৬১ জন, ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন বিষয়ে ১৮,০০৬ জন, ব্রয়লার উৎপাদন বিষয়ে ১০,৬৫৪ জন, লেয়ার উৎপাদন বিষয়ে ৭,২২৯ জন এবং সোনালি মুরগি পালন বিষয়ে ১০,৫৮৬ জন কৃষক/খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩৪) প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে ২৬ কোটি ৭১ লক্ষ ১,৮০০ ডোজ হাঁস-মুরগি ও ১ কোটি ৯১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৩৫ ডোজ গবাদিপশু সর্বমোট ২৮ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৩৫ ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত টিকা থেকে ২৪ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯৬৫ ডোজ হাঁস-মুরগি এবং ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৮৩৬ ডোজ টিকা গবাদিপশুকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

(৩৫) কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪১ লক্ষ ৩৭ হাজার ২৬০ ডোজ হিমায়িত ও ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৩৬ ডোজ তরল সর্বমোট ৪৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৯৯৬ ডোজ সিমেন উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত ৩৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭৭১ ডোজ হিমায়িত ও ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪১২ ডোজ তরল সর্বমোট ৪৪ লক্ষ ১৮৩ ডোজ সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কৃত্রিম প্রজননের ফলে সর্বমোট ১৪ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬০৮টি সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন হয়েছে।

(৩৬) প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৮০ জন কর্মকর্তা ও ৪৮০ জন কর্মচারীর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২টি ব্যাচে ৮০ জন এলএসপি'র প্রশিক্ষণও সম্পন্ন হয়েছে। মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুমোদনের জন্য বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩৭) পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ৪৬০টি উপজেলায় ৪২১২ জন ভলান্টিয়ার ও ভ্যাক্সিনেটর নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।

(৩৮) আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ৩২,২৫৯ সুফলভোগীর মধ্যে ৫,০৫০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট সুফলভোগীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।

(৩৯) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,২৯৭ জন খামারি/সুফলভোগীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩৬৪ জন সুফলভোগীকে ৭,২৮০টি মুরগি বিতরণ করা হয়েছে।

(৪০) প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে সাভারে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি নির্মাণ করা হয়। উক্ত ল্যাবরেটরিতে পশু খাদ্য উপকরণ, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত পশুখাদ্য ও ফিড এ্যাডেটিভস-এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং পুষ্টিগত মান নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।

(৪১) ইনস্টিটিউ অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (আইএলএসটি) স্থাপন প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা, নাসিরনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), নেত্রকোণা, গোপালগঞ্জ ও ডুমুরিয়া (খুলনা) আইএলএসটি'র বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ও রংপুর চিড়িয়াখানার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নসহ অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

৩৯. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(১) মন্ত্রিসভা-বৈঠক: ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২৭টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষাপূর্বক মোট ১৮০টি সারসংক্ষেপ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহের সংখ্যাগত পর্যাপ্ততা, প্রয়োজনানুগ সম্পূর্ণতা এবং কাঠামোগত শুদ্ধতা যাচাই করে সঠিকভাবে সারসংক্ষেপ প্রেরণের পরামর্শ প্রদানপূর্বক ৫টি সারসংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরত প্রেরণ করা হয়।

চিত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক।

(২) মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ২৪৯টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এর মধ্যে ১৯১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় এবং ৫৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আছে। গত তিন অর্থবছরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি চিত্র নিম্নরূপ:

অর্থবছর / বিষয়সমূহ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	মন্তব্য
মন্ত্রিসভা-বৈঠক	৩৩	৩১	২৭	কোভিড-১৯ জনিত কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়নের হার কম।
গৃহীত সিদ্ধান্ত	২৯৫	২৭৪	২৪৯	
বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত (বাস্তবায়নের হার)	২৪০ (৮১.৩৬ শতাংশ)	২৩৫ (৮৫.৭৭ শতাংশ)	১৯১ (৭৭ শতাংশ)	

(৩) প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার): প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নিকার-এর ১১৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৭০টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ১৫৮টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

(৫) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকসমূহে ৪৩টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৩৯টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

(৬) জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’, ‘একুশে পদক’, ‘বেগম রোকেয়া পদক’ এবং ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার’ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়:

- ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০২০' প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দ হচ্ছেন–স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি; মরহুম কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ; শহিদ বুদ্ধিজীবী মুহম্মদ আনোয়ার পাশা; জনাব আজিজুর রহমান চিকিৎসাবিদ্যা ক্ষেত্রে অধ্যাপক ডা. মো. উবায়দুল কবীর চৌধুরী; অধ্যাপক ডাঃ এ কে এম এ মুকতাদির শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতেশ্বরী হোমস্ এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জনাব কালীপদ দাস ও ফেরদৌসী মজুমদার;
- ২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১১টি ক্ষেত্রে ২০ জন সুধী এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে 'একুশে পদক, ২০২০' প্রদান করা হয়। সুধীগণ হচ্ছেন–ভাষা আন্দোলনে মরহুম আমিনুল ইসলাম বাদশা; শিল্পকলা (সংগীত) ক্ষেত্রে বেগম ডালিয়া নওশিন, জনাব শঙ্কর রায়, বেগম মিতা হক; শিল্পকলা (অভিনয়) ক্ষেত্রে জনাব এস এম মহসীন; শিল্পকলা (নৃত্য) ক্ষেত্রে জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা খান, শিল্পকলা (চারুকলা) ক্ষেত্রে অধ্যাপক শিল্পী ড. ফরিদা জামান; মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে মরহুম হাজী আক্তার সরদার, মরহুম আব্দুল জব্বার, মরহুম ডাঃ আ.আ.ম. মেসবাহুল হক (বাচ্চু ডাক্তার); সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে জনাব জাফর ওয়াজেদ (আলী ওয়াজেদ জাফর); গবেষণা ক্ষেত্রে ড. জাহাঙ্গীর আলম, হাফেজ-ক্বারী আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ ছাইফুর রহমান নিজামী শাহ ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট; সমাজসেবা ক্ষেত্রে সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান; শিক্ষা ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া; অর্থনীতি ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. শামসুল আলম; ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে ড. নুরুন নবী, মরহুম সিকদার আমিনুল হক, বেগম নাজমুন নেসা পিয়ারি এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. সায়েবা আখতার;
- ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে পাঁচজন বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্ব-কে 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০১৯' প্রদান করা হয়। পদকপ্রাপ্ত নারী ব্যক্তিত্বগণ হচ্ছেন–নারী শিক্ষা, নারী অধিকার, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণ ক্ষেত্রে বেগম সেলিনা খালেক; নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ শামসুন নাহার; নারী শিক্ষা, নারী অধিকার, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে ড. নুরুননাহার ফয়জননেসা (মরণোত্তর); নারী অধিকার ক্ষেত্রে মিজ্ পাপড়ী বসু এবং নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে বেগম আখতার জাহান;
- ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৮টি ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩টি প্রতিষ্ঠান এবং ৬০ জন বিশিষ্ট শিল্পী, কলাকুশলী ও চলচ্চিত্রকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৭ এবং ২০১৮' প্রদান করা হয়।

(৭) মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের গত তিন অর্থবছরের বৈঠক: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত তিন অর্থবছরের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

অর্থবছর / কমিটিসমূহ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩৫টি	২৬টি	৩০টি
২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩০টি	২১টি	২২টি
৩। জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৪টি	৩টি	৪টি

(৮) নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি: মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফরিদপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা; গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ; বাগেরহাট জেলার মোংলাপোর্ট পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ;

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও পৌরসভার সীমানা সংকোচন; সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় পৌরসভা গঠন; গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর পৌরসভার সীমানা সম্প্রাসরণ; কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলা পরিষদের সদর দপ্তর কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকা হতে উক্ত উপজেলার আমড়াতলী ইউনিয়নের উজিরপুর মৌজার ছত্রখিল নামক স্থানে স্থানান্তর; চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীতকরণ; বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও কাজিরহাট থানার প্রশাসনিক সীমানা পুনর্নির্ধারণ; পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প এলাকায় 'পদ্মা সেতু (উত্তর)' থানা স্থাপন; পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প এলাকায় 'পদ্মা সেতু (দক্ষিণ)' থানা স্থাপন; ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানাকে বিভক্ত করে ভুল্লী থানা স্থাপন; নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন ভাসানচর নামক স্থানে একটি থানা স্থাপন; চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানাকে বিভক্ত করে 'দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া' থানা স্থাপন; এবং কক্সবাজার জেলার সদর মডেল থানাকে বিভক্ত করে ঈদগাঁও তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৯) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৬০,৪৭৯টি পদসৃজন; ১,০৫৫টি পদ বিলুপ্তি; ২৯টি নিয়োগ বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন/সংশোধনের সুপারিশ করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business সংশোধন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর প্রধানের ১৩টি পদ গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-১-এ উন্নীতকরণ, খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ১টি পদ গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-২-এ উন্নীতকরণ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যাটালিয়ন আনসার পদের বেতন স্কেল জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী ১৮ থেকে ১৭; ল্যান্সনায়েক ১৭ থেকে ১৬ ও নায়েক ১৬ থেকে ১৫ গ্রেডে উন্নীতকরণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি গঠনের সুপারিশ করা হয়।

(১০) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সর্বমোট ৪টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৪টি প্রস্তাবই সুপারিশ করা হয়।

(১১) সচিব সভা: মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২০১৯-২০ অর্থবছরে একটি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মোট ৮টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১২) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ৫৭টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(১৩) আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির সভা: আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির ১৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সৃষ্ট ৫টি বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তি করা হয়।

(১৪) বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সমন্বয় সভা: মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে ৮টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে দিক্-নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২২৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১৫) জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর সভা: জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির মোট ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির ১৯০তম, ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ১৯১তম এবং ২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ১৯২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(১৬) জেলা প্রশাসক সম্মেলন: মাঠপর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ১৪-১৮ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ও মাঠপর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানকল্পে এ সম্মেলনে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত মোট ৩৩০টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ৫৩টি স্বল্পমেয়াদি, ১২৭টি মধ্যমেয়াদি এবং ১৫০টি দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্বল্পমেয়াদি ৫৩টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত স্বল্পমেয়াদি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যতম কেপিআই।

(১৭) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন: রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন সংহতকরণ ও একটি দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ গড়ে ৮২.০৯ শতাংশ নম্বর অর্জন করেছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৯৬ শতাংশের উর্ধ্বে; ৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৯১-৯৫ শতাংশ; ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৮৬-৯০ শতাংশ, ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৮১-৮৫ শতাংশ, ৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৭৬-৮০ শতাংশ, ৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৭০-৭৫ শতাংশ এবং ৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৭০ শতাংশের নিম্নে নম্বর অর্জন করেছে।

(১৮) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও স্বমূল্যায়ন পদ্ধতিতে নম্বর প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ৭টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ২টি ফিডব্যাক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(১৯) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে একটি ফিডব্যাক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)-এর কারিগরি সহায়তায় 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প (ফেজ-২)' গ্রহণ করা হয়। 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প (ফেজ-২)'-এর আওতায় ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা কমিটির গঠন ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটির গঠন ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ৮টি পাইলট উপজেলায় ওরিয়েন্টশন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় (বাকেরগঞ্জ, ভালুকা, চৌগাছা, গজারিয়া, হাটহাজারি, গোলাপগঞ্জ, পবা ও নীলফামারী সদর)। পরবর্তী সময়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়-এর সচিববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে শুদ্ধাচার প্রোমোটারদের অংশগ্রহণে রাজশাহী জেলার পবা এবং যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

(২০) প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' অনুযায়ী সিনিয়র সচিব/সচিব পর্যায়ে জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (সিনিয়র সচিব হিসাবে জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগে কর্মকালের জন্য), বিভাগীয় কমিশনার পর্যায়ে জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা (বিভাগীয় কমিশনার হিসাবে সিলেট বিভাগে কর্মকালের জন্য), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত গ্রেড-১ হতে গ্রেড-১০ ভুক্তদের মধ্যে জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ ভূঞা, যুগ্মসচিব (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উপসচিব হিসাবে কর্মকালের জন্য) এবং গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্তদের মধ্যে জনাব মোঃ শাহজালাল, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০ প্রদান করা হয়।

(২১) সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ১৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে ৮টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অদ্যাবধি ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৩২১টি দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের প্রায় ১৬,০০০ সরকারি অফিস এপিএ স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন করছে।

(২২) সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং অধিকাংশ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এপিএএমএস সফট্ওয়্যারের আওতায় আনা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এপিএএমএস সফটওয়্যারের আওতায় আনার লক্ষ্যে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দুইজন করে কর্মকর্তাকে এপিএএমএস সফট্ওয়্যার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যারা নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের অন্যান্য অফিসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

(২৩) ডিজিটাল পদ্ধতিতে এপিএ প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে এপিএএমএস নামক একটি সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যা অদ্যাবধি প্রায় ৭০০ সরকারি অফিস ব্যবহার করছে। এপিএ-তে শুদ্ধাচার, নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, কর্মপরিবেশের উন্নয়ন, আর্থিক বিষয়ে জবাবদিহি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করায় এসকল বিষয়ে সরকারি অফিসসমূহে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি অফিসের প্রায় ৮,০০০ সরকারি কর্মকর্তাকে এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি সরকারি অফিস নিজ উদ্যোগে কর্মকর্তাদের এপিএ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এপিএসমূহ অফিসসমূহের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে যা কর্মসম্পাদনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০-২১ অর্থবছরের মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক এপিএ-তে জনবান্ধব বিশেষ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। এপিএ বাস্তবায়নের ফলে সরকারি অফিসসমূহে ফলাফলধর্মী কর্মসম্পাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মসম্পাদনে অফিসসমূহের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে।

(২৫) ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন: ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে উপজেলা পর্যন্ত সকল সরকারি দপ্তরে নথি ব্যবস্থাপনায় পর্যায়ক্রমে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রচলনের লক্ষ্যে ৮টি ব্যাচে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ষোলতম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব গ্রেডের ১৮৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে দুই দিনব্যাপী ই-নথি-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৮ আগস্ট ও ২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের নাগরিক-সেবা উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ক দুটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-নথির বিদ্যমান সমস্যা নিরসন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(২৬) ২৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৬ অধিক সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যমান নির্দেশিকাটি পরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩ এবং ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সকল সরকারি কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য সমন্বিত ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট ও তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ডিজিটাল গভর্নমেন্ট আইন, ২০১৯-এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০২০ জারি করা হয়। ৩০ জানুয়ারি এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও নামজারির মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ডিজিটাল গভর্ন্যান্স আইন ২০২০-এর খসড়া চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১ মার্চ ২০২০ তারিখে ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা ও করণীয় সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(২৭) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা: জনগণের নিকট প্রশাসনের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা Grievance Redress System (GRS) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতি সরকারি সেবাপ্রাপ্তি এবং প্রদত্ত সেবার মান সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকের অভিযোগ প্রতিকারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সালে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় (www.grs.gov.bd) অনলাইন GRS চালু করা হয়। ফলে সংক্ষুব্ধ সেবা প্রত্যাশীগণ তাদের অভিযোগসমূহ (Grievances) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনলাইন ও অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে দাখিল করতে পারেন। অনলাইন GRS-এর দ্বিতীয় ভার্সন তৈরি করা হয়েছে। অনলাইন GRS software-এর দ্বিতীয় ভার্সনটিতে যে কোনো জায়গা থেকে

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসেও অভিযোগ দাখিল করার সুযোগ রয়েছে। ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৪টি জেলায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Platform for Dialogue (P4D) প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে অভিযোগ জোরদার করার লক্ষ্যে ১৩টি জেলায় GRS software বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নাগরিক সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা অধিক শৃঙ্খলা বিধান, কতিপয় অস্পষ্টতা দূরীকরণ এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনায় একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের লক্ষ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮) প্রণয়ন করে তা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে প্রেরণ করা করা হয়েছে।

(২৮) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কার্যক্রম: সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) প্রণয়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসসমূহে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়নের লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ফরম্যাট অনুযায়ী সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪টি জেলায় জেলা পর্যায়ের দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭ প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২৯) ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম: ২২, ২৪ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে করণীয়-বিষয়ক ৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। রূপকল্প ২০২১, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারি সেবা নাগরিকদের দোরগোড়ায় কম সময়ে, কম খরচে ও ভোগান্তিহীনভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সেবা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন' সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক কমপক্ষে একটি করে সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কার্যক্রম সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সহজীকৃত সেবা প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে ৮টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি অফিসের সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবা সহজীকরণ ম্যানুয়াল প্রকাশ করা হয়। ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯' উপলক্ষ্যে পুরস্কার/সম্মাননা প্রদানের লক্ষ্যে নির্ধারিত ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা নির্বাচন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৩০) সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) কার্যক্রম: আন্তর্জাতিকভাবে জন্ম, মৃত্যু, মৃত্যুর কারণ এবং বিয়ে, তালাক ও দত্তক এই দুটি বিষয়ে স্থায়ী এবং নিরবচ্ছিন্ন নিবন্ধন এবং উক্ত নিবন্ধনের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণে সহায়ক বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান তৈরি ও প্রচারকে সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (CRVS) বলা হয়। বাংলাদেশে এসব বিষয়ের পাশাপাশি জনগণের দেশান্তর/অভিপ্রয়ান (In and Out Migration) এবং শিক্ষার্থীর Enrollment সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে পরিসংখ্যান তৈরির বিষয়টি CRVS$^{+\cdot\cdot}$ (CRVS and Beyond) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তাসহ সরকারের সকল সেবা অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা (Integrated Service Delivery Platform-ISDP) গড়ে তোলা হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত 'Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh Phase' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকে অধিক কার্যকর করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলাতে 'কালীগঞ্জ মডেল' উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো হাসপাতালের বাইরে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ (Cause of death) Verbal Autopsy (VA) পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারণের কার্যক্রম শুরু হয়।

(৩১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত সিআরভিএস সংক্রান্ত উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আইসিডি কোড অনুযায়ী হাসপাতালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয় সংক্রান্ত International form of Medical Certification of Cause of Death (IMCCoD) পদ্ধতির কার্যক্রম বিভিন্ন হাসপাতালে সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্প চালুর পর মৃত্যুর কারণ নির্ণয় বিষয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ভাবে 'No cause of death' ডাটা গ্রুপ থেকে 'Cause of death' ডাটা গ্রুপ-এ উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১০টি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের প্রায় ১২ হাজার চিকিৎসককে আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী মৃত্যুর কারণ নির্ণয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে মৃত প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ আইসিডি কোড অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে; যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডিএইচআইএস-২ সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

(৩২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃক 'Open CRVS' পাইলট কার্যক্রম জুলাই ২০১৯ থেকে নরসিংদী জেলার সদর উপজেলায় এবং কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে 'Open CRVS' একটি ওপেন সোর্স ডিজিটাল সিআরভিএস সমাধান যা অন্যান্য সরকারি সিস্টেমের সাথে আন্তঃসম্পর্কযোগ্য (যেমন: স্বাস্থ্য এবং এনআইডি সিস্টেম), সুরক্ষিত এবং অধিকারভিত্তিক সিস্টেম যা শহর এবং গ্রাম পর্যায়ে কার্যকরভাবে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে সহায়তা করবে। যার মাধ্যমে সরকারের নেওয়া CRVS and Beyond উদ্যোগ এবং বৈশ্বিক লক্ষ্য 'Leaving No One Behind' অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

(৩৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যক্রম: সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্ন, রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকারের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সঙ্গে যৌথভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুদক্ষ ও যুগোপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, ২০১৫।

(৩৪) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাংলাদেশে জীবনচক্র-ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের একটি দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনা (২০১৫-২০২৫)। এতে শিশু বয়স থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের জনগণের জন্য সমন্বিত কার্যক্রম নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ৩৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে। আগামী ২০২১ সাল নাগাদ জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

(৩৫) বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১২৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। এ সকল কার্যক্রমসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। প্রকল্পসমূহ আরও নিবিড়ভাবে সমন্বয়ের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়সমূহের পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক গুচ্ছ গঠন করা হয়েছে। উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে সামাজিক কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলাপ্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে।

(৩৬) সামাজিক নিরাপত্তার বাস্তবায়ন ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সুপারিশের আলোকে আইসিটি ভিত্তিক কতিপয় ব্যবস্থা বিনির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে সুবিধাভোগীর ডাটাবেইজ নির্মাণ, সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি এমআইএস, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থ বিতরণ, ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) অন্যতম।

(৩৭) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের দায়িত্ব সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে ২০১৬-২০২১ পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনাটি বাংলাদেশের সংবিধান, সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার আইন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অভিলক্ষ্যের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য কয়েকটি নতুন কার্যক্রম প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় মেয়াদের কর্মপরিকল্পনা কার্যক্রম শীঘ্র শুরু করা হবে।

(৩৮) আইন ও বিধি/নীতি প্রণয়ন: 'আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' কর্তৃক ১৮টি আইন মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগে ব্যবহৃত সরকারের বিভিন্ন পদনাম ও পদবিসমূহের বিধি বহির্ভূত ব্যবহার সংক্রান্ত পরিপত্র ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে জারি করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম

(৩৯) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি' এবং 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় কমিটির সভাপতি এবং ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সদস্য সচিব। মাননীয় স্পিকার, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বর্তমান ও সাবেকমন্ত্রী, শিক্ষাবিদ, লেখক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়াবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিকসহ সমাজের বিশিষ্টজন মিলিয়ে ১১৯ জন এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত আছেন।

(৪০) জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যসংখ্যা ৮০ জন। যার সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম এবং প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করছে।

(৪১) ২০ মার্চ ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দুটি কমিটির যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনার পর সদস্যগণ কর্তৃক ৮৫টি প্রস্তাব এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের কাছ থেকে লিখিতভাবে আরও ৪৯টিসহ সর্বমোট ১৩৪টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। উক্ত যৌথসভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৮টি উপকমিটি গঠন করা হয়। উপকমিটিসমূহ হলো: (১) সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও আলোচনা সভা আয়োজন উপকমিটি, (২) আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ও যোগাযোগ উপকমিটি, (৩) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী আয়োজন উপকমিটি (৪) প্রকাশনা ও সাহিত্য অনুষ্ঠান উপকমিটি, (৫) আন্তর্জাতিক প্রকাশনা ও অনুবাদ উপকমিটি, (৬) ক্রীড়া ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন উপকমিটি, (৭) মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটি ও (৮) চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তা বিষয়ক আরও একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। প্রতিটি উপকমিটি বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে জন্মশতবার্ষিকীর বিভিন্ন সভা করে তাদের সুপারিশ প্রদান করে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিকে সহায়তা করছে।

(৪২) বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত যেসব প্রস্তাব জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের নিরিখে তাৎপর্যময় ও গুরুত্ববহ তা সংশ্লিষ্ট উপকমিটিসমূহ কর্তৃক সমন্বিত করে ২৯৩টি কর্মসূচি সংবলিত একটি বিষয়ভিত্তিক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তী সময়ে অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনাতে মোট ২৯৮টি কর্মসূচি লিপিবদ্ধ করে কর্মপরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করা হয়। জাতীয় কমিটির নির্দেশনার আলোকে ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে উল্লিখিত সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিববর্ষে (১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরাসরি কেন্দ্রীয় তদারকির বাইরেও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর, বিভাগ/জেলা/উপজেলা প্রশাসন, সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাসহ সকলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্ব-স্ব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

(৪৩) সমন্বিত কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত ২৯৮টি কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি:

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক ওয়েবসাইট তৈরি;
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক থিম সং নির্বাচন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক লোগো নির্বাচন ও উন্মোচন;

- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক উদ্বোধন অনুষ্ঠান [জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, টুঙ্গিপাড়ায় জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠান, ১৭ মার্চ (বিকাল) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢাকার অনুষ্ঠান, বিশেষ দোয়া/প্রার্থনা আয়োজন, জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন];
- জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক জাতীয় সংসদে বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি পদক প্রাপ্তি দিবস উদ্‌যাপন;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন পালন;
- জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক জাতির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান দিবস উদ্‌যাপন;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন;
- জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক বাংলা ও ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কফি টেবিল বই প্রকাশ;
- জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বায়োগ্রাফি প্রকাশ;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়/জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ (প্রথম পর্ব);
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ ইংরেজি ছাড়াও ১২টি ভাষায় (হিন্দি, উর্দু, ফরাসি, জার্মান, চাইনিজ, আরবি, ফার্সি, স্প্যানিশ, রুশ, ইটালিয়ান, কোরিয়ান, জাপানি) অনুবাদ;
- জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সিআরআই কর্তৃক অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ (২য় পর্ব);
- বাংলা একাডেমি কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক ১০০টি প্রকাশনা;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউনেস্কোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে পুরস্কার প্রবর্তন;
- World Economic Forum কর্তৃক World Economic Forum-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও বাংলাদেশকে Country of Focus হিসাবে উপস্থাপন;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিদেশে আরও পাঁচটি বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ; ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজে বঙ্গবন্ধু সেন্টার স্থাপন; লন্ডনে মাদাম তুসো জাদুঘর ও জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভাস্কর্য স্থাপন;
- সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন;
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অমর একুশে বইমেলা ২০২১ বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করা, জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২০ আয়োজন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গকরণ;
- ঢাকা লিট ফেস্ট কর্তৃক ঢাকা লিটারারি ফেস্টিভ্যাল (Dhaka Lit Fest) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গকরণ;
- তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪টি খণ্ড ভিডিও চিত্র নির্মাণ (ব্যাপ্তিকাল ২-৩ মিনিট) সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য;
- তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭টি ওয়েব-সিরিজ (ব্যাপ্তিকাল ৬-১০ মিনিট), ১২টি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ৬টি এ্যানিমেটেড শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ (ব্যাপ্তিকাল ১০ মিনিট);
- তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মিডিয়া কনফারেন্স আয়োজন (বিদেশে);

- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়/বাফুফে কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবল ২০২০ আয়োজন;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানমন্দির স্থাপন;
- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিমানবন্দর ও বিমান বাংলাদেশকে জন্মশতবার্ষিকীর লোগো দিয়ে সজ্জিতকরণ;
- শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' প্রদান; এবং
- বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) কর্তৃক পরিত্যক্ত বিওপিকে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা নিকেতন' হিসাবে রূপান্তরকরণ।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে ও সারাদেশব্যাপী শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও প্রণীত আইন, বিধিমালা বিষয়ে সংকলন প্রকাশ।

(৪৪) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য অর্থ বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে সাধারণ থোক বরাদ্দ খাতে ১০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দ থেকে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির অনুকূলে ২১ কোটি ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, তথ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মিডিয়া সেন্টার স্থাপনের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে ৪৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিডিও ও চলচ্চিত্র নির্মাণ ও এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান ও উৎসব বাবদ ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৫৩ জেলায় ৫৫টি ক্ষণগণনা যন্ত্রস্থাপন ও মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, বিদেশস্থ ৭৭টি মিশনে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১০ কোটি টাকা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ১১ কোটি ১১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫০০ টাকা ছাড়সহ মোট ৬১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা ছাড় করা হয়। কিন্তু ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে মোট ১৯,৮৪,৯৬,১০০ টাকা প্রকৃত ব্যয় হয়। মুজিববর্ষ পালনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ও সরকারি-বেসরকারি সংগঠন কর্তৃক প্রায় ৮০৩ কোটি টাকার চাহিদা পাওয়া যায়। এই অর্থের প্রয়োজন রয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে আহ্বায়ক এবং অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ)-কে সদস্য-সচিব করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট বাজেট পর্যালোচনা ও অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে বরাদ্দকৃত বাজেট পর্যালোচনা করবে; মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে অর্থের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা নিরূপণ করবে।

(৪৫) বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা কার্যক্রম উদ্বোধন: বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে উপলক্ষ্য করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনে মোট ২৭টি ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত দেশের ৫৩টি জেলায় মোট ৫৫টি ক্ষণগণনা (মেহেরপুর উপজেলার মুজিবনগরে ১টি এবং টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ১টি) যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের দিক্‌নির্দেশনায় উপজেলা প্রশাসন স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন করেছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিসমূহেও ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। দেশের সকল বিভাগীয় শহর, জেলা ও সিটি কর্পোরেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এলইডি স্ক্রিন স্থাপন করে তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ কেন্দ্রীয় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সরাসরি উপভোগ করেছে। গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখের প্রথম প্রহর, অর্থাৎ ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখ দিবাগত রাত ১২:০০ টায় সময় ক্ষণগণনা যন্ত্রসমূহ শূন্য প্রদর্শন করে।

(৪৬) ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান: ঢাকার জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে জনসমাগম পরিহারপূর্বক ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সীমিত আকারে সম্পন্ন করা হয়।

(৪৭) ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস অনুষ্ঠান: ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস অনুষ্ঠান আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৪৮) বাংলা ও ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক 'কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর' শিরোনামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

(৪৯) ১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকীতে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০১৯' পালনার্থে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, বনানী কবরস্থান ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিস্থলসহ সকল জেলা এবং উপজেলায় যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০১৯' পালিত হয়।

(৫০) স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০ সালে ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৫১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট জারিকৃত আইনের সংখ্যা ১৮টি। এ সময়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ১১টি নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা এবং ১১টি আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক অনুমোদন করা হয়।

(৫২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২৭টি আইনের খসড়া নীতিগতভাবে এবং ২০টি আইনের খসড়া চূড়ান্তভাবে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়।

(৫৩) ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫৪) শিশুদের সমন্বিত টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক সংস্থা Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) কর্তৃক 'ভ্যাকসিন হিরো' সম্মাননায় ভূষিত হওয়ায় ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫৫) ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কার দেওয়া হয়। মর্যাদাপূর্ণ এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৬ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫৬) ৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক শান্তিপ্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'টেগোর পিস অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কার দেওয়া হয়। মর্যাদাপূর্ণ এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫৭) বাংলাদেশ সরকারের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা

ওয়াজেদ হোসেন বৈশ্বিক মানসিক স্বাস্থ্যে উদ্ভাবনী নারী নেতৃত্বের ১০০ জনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। এ বিরল সম্মান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরও গৌরবময়, সুসংহত ও উজ্জ্বল করায় ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫৮) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের স্বনামধন্য সংবাদপত্র 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থান আরও উন্নত ও সুসংহত হয়। ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫৯) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মার্কিন সাময়িকী 'ফোর্বস' কর্তৃক ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে 'The World's Most Powerful Women in 2019' শীর্ষক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। 'ফোর্বস' কর্তৃপক্ষ ব্যবসা, মানবসেবা, গণমাধ্যম ও রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্বকারী যে নারীগণ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখেছেন, ঐ-সকল কীর্তিময়ী ১০০ জনকে নিয়ে এই তালিকা তৈরি করেছে। এই তালিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান ২৯তম। শুধু মার্কিন সাময়িকী 'ফোর্বস'ই নয় এ বছর আন্তর্জাতিক সংস্থা উইকিলিকসও খ্যাতিমান নারী সরকার-প্রধান হিসাবে সুদীর্ঘকাল রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় প্রণীত তালিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দীর্ঘতম মেয়াদে দেশ পরিচালনায় বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন শীর্ষ নারী সরকার-প্রধানের তালিকায়ও অন্তর্ভুক্ত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা ও স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে ক্রমাগত সুসংহত করে চলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথিতযশা সাময়িকী 'ফোর্বস' কর্তৃক 'The World's Most Powerful Women in 2019' শীর্ষক তালিকায় যোগ্যতা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করার মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ৪০৬ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬০) ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক তৃতীয়বার, মিজ্ রুশনারা আলী চতুর্থবার, মিজ্ রূপা হক তৃতীয়বার ও মিজ্ আফসানা বেগম প্রথমবারের মতো বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক, মিজ্ রুশনারা আলী, মিজ্ রূপা হক এবং মিজ্ আফসানা বেগমের জনপ্রতিনিধিত্ব এবং ঐ দেশের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কার্যকর কর্মতৎপরতা বাঙালি জাতির জন্য নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। এ বিজয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থানকে আরও উন্নত ও সুসংহত করেছে। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক-সহ মিজ্ রুশনারা আলী, মিজ্ রূপা হক এবং আফসানা বেগমকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬১) ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট' কর্তৃক পরিচালিত জরিপে বিশ্ব গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশ ৮০তম স্থান লাভ করার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও প্রভাবশালী মার্কিন সাময়িকী 'ফোর্বস' কর্তৃক ২২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে প্রকাশিত '8 (More) Women Leaders Facing The Coronavirus Crisis' শীর্ষক নিবন্ধে কানাডিয়ান লেখক মিজ্ আভিভাহ উইটেনবার্গ-কক্স কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় নারী নেতৃত্বাধীন আটটি দেশের গৃহীত পদক্ষেপের ওপর আলোকপাত করেন। '8 (More) Women Leaders Facing The Coronavirus

Crisis' নিবন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় ত্বরিত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, যা স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম' কর্তৃক 'প্রশংসনীয় উদ্যোগ' মর্মে আখ্যায়িত হয়েছে। 'ফোর্বস'-এর উক্ত নিবন্ধে করোনা মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

(৬২) 'দ্য ইকোনমিস্ট'-এ প্রকাশিত করোনা ভাইরাস-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্বের কম ঝুঁকিতে থাকা উদীয়মান অর্থনীতির দেশের তালিকায় শীর্ষ দশে অবস্থানের কারণে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ৭ মে ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১১ মে ২০২০ তারিখের ১২১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

চিত্র: কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক।

(৬৩) কোভিড-১৯ সংকট মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ইতোমধ্যে সন্তোষজনক মর্মে প্রশংসিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথিতযশা সাময়িকী 'ফোর্বস' কর্তৃক প্রকাশিত '৪ (More) Women Leaders Facing The Coronavirus Crisis' শীর্ষক নিবন্ধে উল্লিখিত সফল নারী নেত্রীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মন্ত্রিসভা কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ৭ মে ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১১ মে ২০২০ তারিখের ১২০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬৪) বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সভাপতি অধ্যাপক জনাব মোজাফফর আহমদের মৃত্যুতে ২৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬৫) বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরীর মৃত্যুতে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬৬) ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে স্কটল্যান্ডের ডান্ডির ফোর্টহিলে অনুষ্ঠিত নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের ফাইনাল খেলায় বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল থাইল্যান্ডের নারী ক্রিকেট দলকে ৭০ রানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬৭) দীর্ঘতম মেয়াদে দেশ পরিচালনায় বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন শীর্ষ নারী সরকার-প্রধানের তালিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উন্নত ও সুসংহত হয়। এতে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৩১৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬৮) ২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রখ্যাত সংবাদ মাধ্যম 'দ্য ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস' গ্রুপের মাসিক ম্যাগাজিন 'দ্য ব্যাংকার' মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামালকে ২০২০ সালের জন্য 'ফাইন্যান্স মিনিস্টার অব দ্য ইয়ার ফর গ্লোবাল এন্ড এশিয়া-প্যাসিফিক এওয়ার্ড ২০২০'-এ ভূষিত করা হয়। ২০২০ সালের জন্য বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী হিসাবে পুরস্কৃত হওয়া বাঙালি জাতির জন্য এক বিরল সম্মাননা অর্জন। মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামালকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬৯) একাদশ জাতীয় সংসদের চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী-চান্দগাঁও) আসনের সংসদ-সদস্য, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর একাংশের সভাপতি, অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মইনউদ্দীন খান বাদল ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। জনাব মইনউদ্দীন খান বাদলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ১১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের ৩৫১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭০) বরেণ্য কবি ও স্থপতি জনাব রবিউল হুসাইন ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ৭৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। জনাব রবিউল হুসাইনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ৩৯৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭১) বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক রওশন আরা বাচ্চু ৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৮৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। রওশন আরা বাচ্চুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ৩৯৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭২) বরেণ্য চিত্রগ্রাহক জনাব মাহফুজুর রহমান খান ৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। জনাব মাহফুজুর রহমান খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ৩৯৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭৩) বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক অজয় কুমার রায় ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। অধ্যাপক অজয় কুমার রায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭৪) প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, বীর বিক্রম, ওএসপি, পিএসসি ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৫৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীনের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭৫) বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ইমেরিটাস চেয়ার স্যার ফজলে হাসান আবেদ ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। স্যার ফজলে হাসান আবেদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭৬) সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব মাহমুদুল আমীন চৌধুরী ২২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। জনাব মাহমুদুল আমীন চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭৭) ওমানের মহামান্য সুলতান কাবুস বিন সাঈদ আল সাঈদ গত ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি .....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। ওমানের মহামান্য সুলতান কাবুস বিন সাঈদ আল সাঈদ-এর মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হলো। বাংলাদেশের এ পরম হিতৈষীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং শোকসন্তপ্ত রাজপরিবার ও ওমানের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭৮) জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ৭ মে ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি শোকপ্রস্তাব ১১ মে ২০২০ তারিখের ১১৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭৯) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে অন্যতম এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার প্রধান আইনজীবী প্রয়াত অ্যাডভোকেট সিরাজুল হকের সহধর্মিণী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হকের মা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মিসেস জাহানারা হক ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ৭ মে ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১১ মে ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮০) দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, প্রথিতযশা গবেষক, খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ১৪ মে ২০২০ তারিখে ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ৮ জুন ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৪ জুন ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮১) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান ১৯৮২ সনের নিয়মিত ব্যাচে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক প্রায় ৩৬ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। জনাব মোঃ নজিবুর রহমান সুদীর্ঘ সময় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত থেকে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন। দেশ ও জাতির সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব মোঃ নজিবুর রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮২) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শহীদুল হক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক প্রায় ৩৪ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সিভিল সার্ভিস হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব মোঃ শহীদুল হক-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক প্রায় ৩৪ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব মো. সোহরাব হোসাইন-কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮৪) জনাব ফয়েজ আহম্মদ ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি) ক্যাডার এবং পরে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক দীর্ঘ ৩২ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। জনাব ফয়েজ আহম্মদ সুদীর্ঘ সময় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত থেকে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব ফয়েজ আহম্মদকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮৫) তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবদুল মালেক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক সুদীর্ঘ ৩৪ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব আবদুল মালেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮৬) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক প্রায় ৩৪ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সিভিল সার্ভিস হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল-কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮৭) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আখতার হোসেন ভূইয়া বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক সুদীর্ঘ ৩৪ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব আখতার হোসেন ভূইয়া-কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮৮) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অডিট অ্যান্ড একাউন্টস) ক্যাডারের ১৯৮১ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক প্রায় ৩৯ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। প্রজাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মন্ত্রিসভা জনাব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮৯) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব সাজ্জাদুল হাসান বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৫ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক প্রায় ৩২ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সিভিল সার্ভিস হতে অবসর গ্রহণ করেন। একজন প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ও সৃজনশীল কর্মকর্তা হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব সাজ্জাদুল হাসান-কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯০) দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় ক্রিকেট দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯১) 'ই-মিউটেশন' উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়কে সম্প্রতি জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০'-এ ভূষিত করা হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এরূপ সাফল্য অর্জন বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও সুসংহত করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' পাওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে ৮ জুন ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১৪ জুন ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১১ জুলাই ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দান করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর রুল ৩(৪)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে একজন মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯৪) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর রুল ৩(৪)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে একজন মন্ত্রী ও দুইজন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সরকারি সফরে আবুধাবী, সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্থানকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচারের দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৯৬) দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শুদ্ধ সুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০২০ ও ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি পালন উপলক্ষ্যে মোট ৫,৪২,৬৫,০০০ টাকা ব্যয় ও অগ্রিম উত্তোলনে মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়। এ প্রতিযোগিতা ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা, সিটি করপোরেশন ও বিভাগীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

(৯৭) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণক্রমে প্রণয়ন, মুদ্রণ ও সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়।

(৯৮) একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন, মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণ এবং ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ-২০২০' উপলক্ষ্যে একাদশ জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে প্রদেয় মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ করা হয়।

(৯৯) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সম্পর্কিত মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে অনুশাসনরূপে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১০০) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর ২৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক জনসাধারণের আবেদন/অভিযোগের পাশাপাশি ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং বিভিন্ন দপ্তর হতে বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বরাবরে প্রেরিত আনুমানিক ৫,৩০,০০০ চিঠিপত্র কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা কর্তৃক গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়।

(১০১) বিভাগীয় কমিশনার ও মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ২৪টি সারসংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১০২) মুজিববর্ষকে সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রমের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(১০৩) উপজেলাসমূহে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ক্ষণগণনা (Countdown) কার্যক্রমের উৎসব আয়োজনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে পত্র প্রেরণ করা হয়। ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত পত্র সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১০৪) দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাব এবং ব্যাপক বিস্তার রোধকল্পে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সকল সিনিয়র সচিব, সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলাপ্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৫) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে নিয়মিত উৎপাদন, পণ্য ক্রয়, প্রস্তুতকৃত পণ্য সরবরাহ ও বিপণনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকল জেলাপ্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৬) বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রমাপ অনুযায়ী ভ্রমণ, রাত্রিযাপন, পরিদর্শন ও দর্শন করেছেন। এতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য প্রমাপ অর্জনকারী কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনসহ প্রমাপ অর্জনের এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক জেলা/উপজেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ/মন্তব্যের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে উল্লিখিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরাধে করা হয়। জেলা প্রশাসকগণের পরিদর্শনের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের KPI (Key Performance Indicators)-ভুক্ত এবং জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত KPI-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়।

(১০৭) National Committee for Monitoring Implementation of Doing Business Reforms (NCMID)-এর ৪র্থ সভা আয়োজন করা হয়।

(১০৮) এলজিইডির আওতাধীন 'দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন' (সিআরএমআইডিপি) প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন হাটে Two Storied Rural Market Building নির্মাণ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

(১০৯) বাংলাদেশ রেলওয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের অধীনে নির্মাণাধীন/নির্মিতব্য বিভিন্ন রেল সেতুর নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স বিষয়ে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে ভার্টিক্যাল ও হরাইজন্টাল ক্লিয়ারেন্স বিষয়ে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

(১১০) মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দাশড়া মৌজার আর এস ১০৯ দাগের ০.৪৬ একর জমির মালিকানা নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ ও জেলা দায়রা জজ-এর কার্যালয়, মানিকগঞ্জ-এর মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

(১১১) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাতিরঝিল প্রকল্পের জন্য হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল)-এর মালিকানাধীন ১.১৯ একর জমি ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

(১১২) ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ' কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

(১১৩) সুশাসন নিশ্চিতে নারীদের অংশগ্রহণ উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গত ২৮ জুলাই ও ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় ও বেসরকারি সংস্থা The Carter-এর উদ্যোগে মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে তথ্য অধিকার ও জেন্ডার বিষয়ক কর্মশালা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১১৪) তথ্য অধিকার আইন-এর বাস্তবায়ন মূলত তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, সেগুলো হলো প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি, তথ্য চেয়ে নাগরিকদের নিকট হতে আবেদনের সংখ্যা এবং রাষ্ট্রের সদিচ্ছা। রাষ্ট্রের এ সদিচ্ছার একটি বহিঃপ্রকাশ হলো স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ যেন স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করে তারই দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আয়োজনে তথ্য অধিকার আইন ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত কর্মশালা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়।

(১১৫) তথ্য অধিকার আইনের এক দশক পূর্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানগণের সাথে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক মতবিনিময় সভা ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় ও তথ্য কমিশনের উদ্যোগে অফিসার্স ক্লাব ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

(১১৬) ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাধ তথ্যপ্রবাহ চর্চার ক্ষেত্রে 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২০' প্রকাশ করা হয় এবং উক্ত নির্দেশিকা তথ্য অধিকার সেবাবক্সে আপলোড করা হয়।

(১১৭) ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, সারসংক্ষেপ এবং বিজ্ঞপ্তিসমূহের ১১ খণ্ড রেকর্ড জাতীয় আরকাইভসে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে বই আকারে বাঁধাই করা হয়।

(১১৮) জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, বিজ্ঞপ্তি এবং সারসংক্ষেপসমূহে পৃষ্ঠা নম্বর প্রদান এবং সূচিপত্র তৈরি করে মোট ৪৭ খণ্ড রেকর্ড বই আকারে বাঁধাই করা হয়।

(১১৯) ২০১৯-২০ অর্থবছরে তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পেপার ক্লিপিংসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ১০৮টি পেপার ক্লিপিং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১২০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব খাতের বরাদ্দ থেকে এ বিভাগের নবম থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত ৭১ জন কর্মকর্তাকে মোট ১৫ দিনব্যাপী, দশম গ্রেডভুক্ত ৫২ জন কর্মকর্তাকে ১০ দিনব্যাপী, এগার থেকে ষোল গ্রেডভুক্ত ৭২ জন কর্মচারীকে মোট ১০ দিনব্যাপী এবং সতেরো থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত ৮৩ জন কর্মচারীকে ১০ দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/উপসচিব পর্যায়ের ৭ কর্মকর্তাকে Overseas Exposure Visit' শীর্ষক প্রশিক্ষণে স্পেন ও মরক্কো এবং মশক নিধন ও ডেঙ্গুজ্বর ব্যবস্থা কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনে অংশগ্রহণের জন্য সিঙ্গাপুরে প্রেরণ করা হয়। এ বিভাগের দশম গ্রেডভুক্ত ৪৭ জন কর্মকর্তাকে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশিক্ষণ খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হয়।

(১২১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা নির্দেশিকা, ২০১৭ (অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত সংশোধিত) প্রকাশ করা হয়। 'Implementation of Citizen's Charter at different Levels of Government: an Assessment'; 'Addressing Inter-District Boundary Delimitation Issues in Bangladesh: Problems and Way forward' এবং 'Prospects of linking Individual Performance with Annual Performance Agreement' শীর্ষক তিনটি গবেষণা সম্পন্ন হয়।

(১২২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়। জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, বিজ্ঞপ্তি এবং সারসংক্ষেপসমূহে পৃষ্ঠা নম্বর প্রদান এবং সূচিপত্র তৈরি করে মোট ৪৭ খণ্ড রেকর্ড বই আকারে বাঁধাই করা হয়।

৪০. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের জন্য কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় কুতুপালং-এ ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এবং রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, কুতুপালং এবং বালুখালীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১টিসহ মোট ১২টি মেন্টাল হেলথ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৬,২০৮ জন রোহিঙ্গা নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।

(২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোট ১১টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার থেকে মোট ৪,৪১২ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে স্বাস্থ্যসেবা, পুলিশি ও আইনি সহায়তা এবং মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।

(৩) জেলা পর্যায়ে ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল থেকে এ অর্থবছরে মোট ১৩,৮৯৩ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্প লাইন ১০৯-এ মোট ১৭,২৭,৫৫০টি কল গ্রহণ করা হয়েছে। জয় অ্যাপস-এর মাধ্যমে মোট ৯২২ জনকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৫) নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের দ্রুত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৯৫টি মামলার প্রেক্ষিতে ১,৯২৫টি নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

(৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ৮ মার্চ ২০২০ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সমাজের সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল নারীর জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশব্যাপী 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ৫টি ক্যাটাগরিতে ৫ জন নারীকে জয়িতা চিহ্নিত করে নির্বাচন, পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২০ অনুষ্ঠানে পাঁচজন জয়িতাকে ক্রেস্ট ও সম্মাননা প্রদান করেন।

(৭) ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যেক উপকারভোগী মহিলাকে মাসিক ৩০ কেজি খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ ভিজিডি চক্রে সারাদেশের ৪৯২টি উপজেলায় ১০ লাখ ভিজিডি কার্ডের সাথে রোহিঙ্গাদের আগমনে ক্ষতিগ্রস্ত কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ৪০ হাজার বিশেষ ভিজিডি কার্ড প্রদান করা হয়। বর্তমানে ভিজিডি কার্ডের সংখ্যা ১০ লক্ষ ৪০ হাজার করা হয়েছে। উপকারভোগীদের মধ্যে ৪৫৬টি এনজিও কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্যাকেজসেবা (প্রশিক্ষণ ও ঋণ) কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে।

(৮) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ল্যাকটেটিং মাদার ভাতাভোগীদেরকে প্রতিমাসে ৮০০ টাকা হারে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার জনকে ২৬৪ কোটি টাকা ভাতা বিতরণ করা হয়েছে।

(৯) দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার জন দরিদ্র ও গর্ভবতী মা'কে প্রতি মাসে ৮০০ টাকা হারে ৭৩৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। দরিদ্র ও গর্ভবর্তী মা'কে ৩৬ মাসব্যাপী মাসিক ৮০০ টাকা হারে মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

(১০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের নির্দেশনামতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাতৃত্বকাল ভাতা এবং ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা এ দুটি কর্মসূচির সমন্বয়ে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ২৪ জুলাই জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার লোগোসহ এ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ২৫টি উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(১১) মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ৪৮৮টি উপজেলায় চালু রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৪,৪৭০ জন উপকারভোগীকে ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। একজন মহিলাকে ৫,০০০ থেকে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়।

(১২) বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত সমিতির মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা অনুদান বিতরণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

(১৩) দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বাজেটে সংস্থানকৃত থোক বরাদ্দ দ্বারা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩ কোটি টাকার মোট ৪,১০৯টি সেলাই মেশিন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

(১৪) 'Income Generating Activities Training of Women at Upazila level' শীর্ষক প্রকল্প ২০১৯-২০ মেয়াদে ৪২৬টি উপজেলায় বিভিন্ন ট্রেডে ৬৯,১৫০ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের জনপ্রতি দৈনিক ১০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

(১৫) কর্মজীবী মায়েদের শিশুকে নিরাপদ দিবাকালীন সেবা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে রাজস্ব খাতভুক্ত ৪৩টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ২,৪১৭ জন শিশুকে দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ১,০৪৮ জন শিশুকে দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(১৬) জাতীয় মহিলা সংস্থার ১৬টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৫০০ জন শিশু এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৪০টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৮০০ জন শিশুকে দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(১৭) মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে ৩,০০০ জন উপকারভোগীকে ৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

(১৮) তথ্য আপা: প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এর আওতায় নির্বাচিত ২০টি জেলার সদর উপজেলা থেকে ৬০ জন তথ্যসেবা কর্মকর্তা ও তথ্যসেবা সহকারীকে 'ই-কমার্স অ্যান্ড ই-লার্নিং স্যানসিটাইজেশন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) নির্বাচিত ২০ সদর উপজেলার তথ্যসেবা কর্মকর্তা, তথ্যসেবা সহকারী ও সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্যসহ মোট ২৬০ জনকে অনলাইনভিত্তিক ই-কমার্স অ্যান্ড ই-লার্নিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২০) '৪৪তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা ২০২০'-এ বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

(২১) মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অপরাহ্ন ৩:৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির শিশু শিল্পীদের মাধ্যমে দেশাত্মবোধক দলীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

(২২) শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির উদ্যোগে রচনা লিখন ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি ও নান্দনিক হস্তাক্ষর লেখা প্রতিযোগিতা, দেয়ালিকা প্রতিযোগিতা, প্রভাত ফেরিতে শিশু একাডেমির কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিশু বিকাশ কেন্দ্র কেরানীগঞ্জ-এর শিশুদের নিয়ে শিশু একাডেমি থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন, দেয়ালিকা প্রদর্শন এবং বিকালে শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

(২৩) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে গাজীপুরের জিরানীস্থ জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জয়িতা বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার উদ্বোধন করেন।

(২৪) ধানমন্ডির রাপা প্লাজাস্থ জয়িতা বিপণন কেন্দ্র জয়িতা'র সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকার লালমাটিয়ায় অবস্থিত জয়িতা ডিজাইন সেন্টারের সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(২৫) ৮ আগস্ট ২০১৯ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়।

(২৬) ১৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'শেখ রাসেল আমাদের ভালোবাসা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

(২৭) নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার অবদান চিরস্মরণীয় করা এবং এ থেকে নারীদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বেগম রোকেয়া দিবসে (১) বেগম সেলিনা খালেক, ক্যাটাগরি: নারী শিক্ষা, নারী অধিকার, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণ, (২) অধ্যক্ষ শামসুন নাহার, ক্যাটাগরি: নারী শিক্ষা; (২৮) ড.নুরুননাহার ফয়জননেসা (মরণোত্তর), ক্যাটাগরি: নারী শিক্ষা, নারী অধিকার, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, (৪) মিজ পাপড়ী বসু, ক্যাটাগরি: নারী অধিকার, (৫) বেগম আখতার জাহান, ক্যাটাগরি: নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য বেগম রোকেয়া পদক প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর অগ্রযাত্রায় অবদানের জন্য ৫ জন বিশিষ্ট নারীকে 'বেগম রোকেয়া পদক ২০১৯' সম্মাননা প্রদান করেন।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম রোকেয়া পদক ২০১৯ অনুষ্ঠানে পাঁচজন বিশিষ্ট নারীকে স্বর্ণ পদক ও সম্মাননা প্রদান করেন।

(২৯) ৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৯ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার থেকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি পর্যন্ত এক শোভাযাত্রা/র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৯-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি সকাল ১০:০০ ঘটিকায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ রাসেল শিশু গ্রন্থাগারে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো' কর্নার পরিদর্শন এবং শেখ রাসেল আর্ট গ্যালারিতে প্রথম জাতীয় শিশু চিত্রকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

(৩০) 'প্রজন্ম হোক সমতার সকল নারী অধিকার' প্রতিপাদ্য নিয়ে ৮ মার্চ ২০২০ তারিখে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০২০' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(৩১) ১৭ মার্চ ২০২০ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী উদ্‌যাপন করা হয়।

(৩২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৩তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অপরাহ্ন ৩:৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শেখ রাসেল শিশু গ্রন্থাগারে কুইজ প্রতিযোগিতা, পুরস্কার প্রদান ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৪১. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে জুন ২০২০ পর্যন্ত মাসিক ১২ হাজার টাকা হারে ১,৯১,৮৯৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ২,৭৬৩.৩৩ কোটি টাকার সম্মানি ভাতা প্রদান করা হয়। উক্ত ভাতার সঙ্গে ১০ হাজার টাকা হারে দুটি উৎসব ভাতাও প্রদান করা হয়।

(২) ২,৫০০ শহিদ পরিবার এবং ৭ বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারসহ ৫,৩৩৮ জন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সর্বনিম্ন ১৫ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ৪৫ হাজার টাকা হারে মাসিক সম্মানি ভাতা ও উৎসব ভাতা বাবদ মোট ৪৫১ কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়।

(৩) ৫৮৭ জন খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে (বীরশ্রেষ্ঠ ৩০ হাজার টাকা, বীর উত্তম ২৫ হাজার টাকা, বীর বিক্রম ২০ হাজার টাকা এবং বীর প্রতীক ১৫ হাজার টাকা) মাসিক ভাতা বাবদ মোট ১২.২০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

(৪) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আন্ডার গ্রাউন্ড কার পার্কিং, মসজিদ, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনসহ অন্যান্য স্থাপনার নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে এবং প্রায় ৪৩ শতাংশ নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। 'সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৬৩টি ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি জেলার (ঢাকা) কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। 'উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২টি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২০ পর্যন্ত ১২টি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫৩টি স্মৃতিস্থাপনা মেরামত ও পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৫২টি স্মৃতিস্থাপনার নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। 'মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৫টি মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। 'নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ শীর্ষক' প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৫) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মালিকানাধীন চট্টগ্রামস্থ বাক্সলি পেইন্টস লিঃ-এর জায়গায় ৯,৬৭০ বর্গফুট (কম/বেশি) আয়তনবিশিষ্ট আরও ৩টি ওয়্যারহাউজ তৈরিপূর্বক (মাসিক ৮.৭৩ লক্ষ টাকা) ভাড়া প্রদান করা হয়েছে।

(৬) মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গেজেটভুক্তি ও গেজেট বাতিলের সুপারিশ প্রেরণ: মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গেজেটভুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ১ জনকে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, ১৭ জনকে নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা), ৩২ জন মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী, ১১ জনকে শব্দসৈনিক, ৫১ জনকে যুদ্ধাহত, ৯ জনকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়োজিত/দায়িত্বপালনকারী এবং ১,৫২৭ জনকে বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এবং জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় কমিটির ৩৬ জনকে গেজেটভুক্তির জন্য সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ১,৪০০ জনের গেজেট ও সনদ বাতিলের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(৭) কমিটি গঠন সংক্রান্ত: জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২-এর ২৫ ধারায় বিধিমালা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। উক্ত ধারা মোতাবেক জামুকা আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়নের জন্য উপকমিটি গঠন করা হয়। উপজেলা/জেলা/মহানগর যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক যে সকল আবেদনকারীকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সুপারিশ করা হয়নি অর্থাৎ 'খ' এবং 'গ' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সে সকল ব্যক্তি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলে এ যাবৎ ৩৫,২৮০টি আপিল আবেদন করেন। উক্ত আপিল আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির জন্য আপিল কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের তালিকাভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পুনঃযাচাইয়ের এর লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়।

(৮) জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের মামলা সংক্রান্ত: জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলকে বিবাদী করে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩৬৭টি রিট মামলা দায়ের হয়েছে। ১২৭টি রিট মামলার দফাওয়ারি জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৪টি রিট মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। যে সব মামলায় আদালত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

(৯) মুক্তিযোদ্ধাদের সমিতি ও সংগঠনসমূহ নিবন্ধীকরণ ও বাতিল সংক্রান্ত: ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কর্তৃক সমিতি/সংগঠনকে নিবন্ধনের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। ৬টি সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে।

৪২. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন ১,৬৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (স্কুল ও কলেজ) এমপিওভুক্তকরণের মাধ্যমে মোট ২০,০৫৫ জন শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ, অবসর ও কল্যাণ সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। পূর্বে এক বছরে এত বিশাল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হয়নি।

(২) সাধারণ শিক্ষা ধারায় ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা হয়েছে এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২ জন করে ট্রেড ইন্সট্রাক্টর ও ২ জন করে ল্যাব অ্যাসিসট্যান্ট নিয়োগ করা হয়েছে। কারিগরি স্তরের ৬১টি পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও ডামি প্রস্তুত করা হয়েছে। কর্মমুখী ও জীবনমুখী ট্রেড কোর্স চালু করায় শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমূলক কোর্স সম্পর্কে বাস্তব ধারণা পাবে। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে এ সকল শিক্ষার্থীদের দেশে-বিদেশে শ্রম বাজারের চাহিদা মোতাবেক কর্মসংস্থানের এক সম্ভাবনাময় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষার্থীদের ৩৫,৯,৯৪,১৯৭ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণ করা হয়েছে।

(৪) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলাম পর্যালোচনা করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে কারিকুলাম প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৫) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তহবিল হতে কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে ২৫ কোটি এবং অবসর সুবিধা বোর্ডের অনুকূলে ২৫ কোটিসহ মোট ৫০ কোটি টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থবছরে ১৯,৮৫৪ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ১,১১৯ কোটি ২৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪৪৩ টাকা অবসর সুবিধা ভাতা এবং ৮,৭৮২ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীকে ৩৫৩ কোটি ৪৭ লক্ষ ১০ হাজার ১০০ টাকা কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(৬) বেসরকারি ৪টি স্কুলকে সরকারিকরণ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে সরকারিকৃত মাধ্যমিক স্কুলসমূহের মধ্যে মোট ২৫টি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীদের এ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৭) ২০২১ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক (বাংলা ভার্সন) স্তরের বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের লক্ষ্যে ১২ হাজার মেট্রিক টন মুদ্রণ কাগজ এবং ১,৩০০ মেট্রিক টন আর্ট কার্ড সংগ্রহের জন্য এ বছর প্রথমবারের মত ই-জিপি পদ্ধতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।

(৮) এনটিআরসিএ-এর মাধ্যমে ৩,৬১৫ জন শিক্ষক সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেয়েছে। পূর্ববর্তী বছরে নিয়োগপ্রাপ্ত ১,৮৭৯ জনের পদায়ন জটিলতা নিরসন করা হয়েছে।

(৯) বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মচারীর পদসৃষ্টি এবং জনবল নিয়োগের অনুমোদনের আদেশ জারি করা হয়েছে।

(১০) উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে ৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে (ইউনিভার্সিটি অব ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ইউনিভার্সিটি অব স্কিল এনরিচমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি; মাইক্রোল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি; আরটিএম আল করিব টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি)।

(১১) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন উপাচার্য, ৫ জন উপ-উপাচার্য এবং ১৩ জন ট্রেজারার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ জন উপাচার্য, ২ জন উপ-উপাচার্য এবং ৩ জন ট্রেজারার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

(১২) শিক্ষা খাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(১৩) মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বছর ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ২৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাঠদান ও ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন।

(১৪) রাজস্ব খাতভুক্ত ১,৫৯,৫২৬ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর বৃত্তির অর্থ প্রথমবারের মত জিটুপি পদ্ধতিতে অনলাইনে ইএফটি-এর মাধ্যমে বিভিন্ন তফসিলভুক্ত ব্যাংকে তাদের 'ব্যাংক হিসাবে' প্রেরণ করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি ইএফটি-এর মাধ্যমে প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(১৫) ৫,৮৬৫টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

(১৬) ১৭,১৩২ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৭) অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক পদে বদলি কার্যক্রমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

(১৮) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে এ বছরে ১৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৩৮টি ক্লাস গ্রহণ করেছেন।

(১৯) সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসাবে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহের উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, নিবন্ধন, কলাম ইত্যাদি অনলাইনভিত্তিক পেপার ক্লিপিংস সিস্টেমে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

(২০) এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত ও নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে ৬ মাস মেয়াদি কম্পিউটার কোর্সে সনদধারীদের এমপিওভুক্তির জটিলতা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/ভৌতবিজ্ঞান/ব্যবসায় শিক্ষা/ইংরেজি) পদে নিয়োগপ্রাপ্তদের এমপিওভুক্তির জটিলতা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটিপূর্ণ চাহিদার ভিত্তিতে এনটিআরসিএ কর্তৃক শূন্য পদে সুপারিশপ্রাপ্ত ও যোগদানকৃত শিক্ষকদের মহিলা কোটার জটিলতা এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের উচ্চতর স্কেল প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন করা হয়েছে।

(২১) ৫টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ২টি কৃষি শিক্ষা প্রাধান্য (পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এ্যান্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়) বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে।

(২২) ২৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে মালয়েশিয়ার University of Utara Malysia (UUM), University Technology Mara (UTM) এবং ৩০ জুলাই ২০১৯ তারিখে UCSI University-এর সঙ্গে University Grants Commission (UGC) of Bangladesh-এর মধ্যে উচ্চশিক্ষা, একাডেমিক সহযোগিতা, যৌথ গবেষণা, রিসোর্স শেয়ারিংসহ পিএইচডি প্রোগ্রামে বৃত্তি প্রদান বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২৩) ১৬-২১ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ বিশ্বিবিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আয়োজনে এবং আইসিটি ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ল্যাবে ৩৬টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৬ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ১০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত ল্যাবের সমাপনী উনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল সার্ভিস প্রচলনে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

(২৪) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর/সিজিপিএ অর্জনকারী ১৭২ জন শিক্ষার্থীকে (৮৮ জন ছাত্রী ও ৮৪ জন ছাত্র) 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক' প্রদান করেন।

(২৫) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রদত্ত পিএইচডি ফেলোশিপে সম্মানির পরিমাণ মাসিক ১৫ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ হাজার টাকা এবং পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপে সম্মানির পরিমাণ ৩০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০টি পিএইচডি এবং ১০টি পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

(২৬) মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে সেসিপ-এর আওতায় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি আচরণিক ও আবেগীয় ইতিবাচক রূপান্তরের লক্ষ্যে ভিন্ন আঙ্গিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে, যা ৬৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাইলটিং করা হয়েছে।

(২৭) সেসিপ-এর আওতায় ২০ হাজার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সরঞ্জাম এবং শ্রেণিকক্ষ নির্মিত হয়েছে এরূপ ১০০টি প্রতিষ্ঠানে নতুন ৩টি করে শ্রেণিকক্ষের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ করা রয়েছে।

(২৮) করোনা মোকাবিলার জন্য ১৭ মার্চ ২০২০ হতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে।

(২৯) করোনার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শিরোনামে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে দৈনিক ৪ ঘণ্টা করে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের পাঠদান কার্যক্রম সম্প্রচার করা হচ্ছে।

(৩০) ১৫,৬৭৬টি বিদ্যালয় এবং ৭০০টি কলেজ অনলাইন শ্রেণি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষকদের অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩১) নকলমুক্ত, প্রশ্নফাঁসমুক্ত, গুজবমুক্ত পরিবেশে ২০১৯ সালের জেএসসি ও ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক করোনাকালে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

(৩২) করোনাকালীন ৯২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩৩) দেশের প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এ্যান্ড এ্যানিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) নিজস্ব গবেষণাগারে আরটি পিসিআর ল্যাব স্থাপন করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা কোভিড-১৯ শনাক্তকরণের জন্য কাজ শুরু করা হয়। চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এ্যান্ড এ্যানিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় তাদের দুটি আরটি পিসিআর মেশিন জামালপুর ও চাঁদপুরে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়েছে।

(৩৪) কোভিড-১৯ মহামারির সময় নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীর ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। এ ডাটাবেইজের ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৮,৪৯২টি নন-এমপিও স্কুল ও কলেজের ১,০৫,৭৮৫ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে (শিক্ষক প্রতি ৫ হাজার টাকা এবং কর্মচারী প্রতি ২ হাজার ৫০০ টাকা) মোট ৪৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহায়তা তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা বাবদ প্রদান করা হয়েছে। নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীরা এই প্রথম সরকারি আর্থিক সহায়তার আওতায় এসেছে।

(৩৫) কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে শ্রমিক সংকট থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১০ হাজার একর জমির বোরো ধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাশ্রমে কাটা হয়েছে।

৪৩. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

(১) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ২২ জন আত্মকর্মী ও ৫ জন যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৯ প্রদান করা হয়।

(২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৬০টি যুব সংগঠন নিবন্ধন করা হয়েছে। ৭৪ জন যুব সংগঠককে অনুন্নয়ন খাত থেকে ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে; ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৯৮৫ জন যুব ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩০,১৪৩ জন যুব ও যুব মহিলাকে ১০৭.৯৯ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও যুব ঋণ সহায়তা নিয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৯,১৩৪ জন আত্মকর্মী স্বাবলম্বী হয়েছে।

(৪) ঋণের ই-সার্ভিস কার্যক্রম ৩টি জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,০৯০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৯,৫৯২ জনকে ২ বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রদান করা হয়েছে।

(৬) Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF) ওআইসি'র একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একতা তৈরি করার লক্ষ্যে এ বছর ওআইসিভুক্ত দেশগুলো হতে ঢাকাকে চূড়ান্তভাবে OIC Youth Capital ঘোষণা করে। Dhaka OIC Youth Capital প্রোগ্রামে Bangabandhu Global Youth Leadership Award, OIC Knowledge Master, Art Exhibition, Debate Competition, Entrepreneurship, Skill & Employment Camp, Virtual Global Voluntary Forum, Holy Quran Recitation, Scout Conference for Sustainable Development, Film Festival আয়োজন করা হচ্ছে।

(৭) গাজীপুর এবং মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৮) ৬৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অংশগ্রহণে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ এবং ৬৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ৬০ ঘণ্টার ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৯) ১-১৬ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে অনুষ্ঠিত আইসিসি বিশ্বকাপ আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্রিকেট ম্যাচের প্রথম পর্বে বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২১ রানে, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭ উইকেটে এবং আফগানিস্তানকে ৬২ রানে পরাজিত করে।

(১০) ১০-১৭ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয়ান সিটিজ দলগত দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯-এ বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ সিটি রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

(১১) ২২ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট ২০১৯ মেয়াদে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ভারত, ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশ ত্রিদেশীয় অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ানডে ক্রিকেট আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

(১২) ২৬-২৭ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান ইয়োগাসান স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯-এ বাংলাদেশ ইয়োগা দল (বালক-বালিকা) ২টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য এবং ২টি তাম্র পদক অর্জন করে।

(১৩) ২৬-২৯ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে চীনের হার্বিনে অনুষ্ঠিত ৫৩তম এশিয়ান বডি বিল্ডিং এ্যান্ড ফিটনেস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৯ মেন্স ক্ল্যাসিক বডি বিল্ডিং ১৭১ সে.মি. ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের আনোয়ার হোসেন তামীম রৌপ্য পদক অর্জন করেন।

(১৪) ২২-২৭ আগস্ট ২০১৯ মেয়াদে কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত কামিৎসুমা ওকোকাই আন্তর্জাতিক কারাতে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ কারাতে দল (পুরুষ-মহিলা) ১৩টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য ও ৩টি তাম্র পদক অর্জন করে।

(১৫) ২৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ভারতের মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠিত দূরপাল্লা সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সাঁতারু জনাব ফয়সাল ১৯ কিলোমিটারে তাম্র পদক এবং ১৯ কিলোমিটারে মহিলা সাঁতারু রোমানা রৌপ্য পদক অর্জন করেন।

(১৬) ৩১ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত স্কটল্যান্ডে অনুষ্ঠিত টি-২০ মহিলা বিশ্বকাপ-এর বাছাই পর্বে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

(১৭) ৪-১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ওয়েস্টার্ন এশিয়ান ইয়ুথ এন্ড জুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা অনূর্ধ্ব-৯-এ বাংলাদেশের দাবারু ওয়ারসিয়া খুশবু রৌপ্য পদক অর্জন করেন।

(১৮) ৫-১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ যুব এশিয়া ক্রিকেট কাপে বাংলাদেশ যুব ক্রিকেট দল রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

(১৯) ৮-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং আর্চারি টুর্নামেন্টে, স্টেজ-৩ এ রিকার্ভ এককে বাংলাদেশের আর্চার রোমান সানা স্বর্ণপদক এবং রিকার্ভ মিক্স'-৬ ডাবলসে বিউটি রায় ও রোমান সানা তাম্রপদক অর্জন করেন এবং রিকার্ভ দলগত ইভেন্টে রোমান সানা, তামিমুল ও রুবেল রৌপ্যপদক অর্জন করেন।

(২০) ১০-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সেম্বো রেফারি সেমিনার এবং এশিয়ান সেম্বো চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৯-এ মোঃ মাহমুদুল কবির মুন্না তাম্রপদক, মোঃ রাব্বি হোসেন তাম্রপদক এবং শাহা আলী কবির রাফি তাম্রপদক অর্জন করেন।

(২১) ১২-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান সাম্বো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯-এ বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট দল ৩টি তাম্রপদক অর্জন করে।

(২২) ১৩-২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে ভারতে অনুষ্ঠিত লেকসিটি আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার র‍্যাপিড দাবা টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের দাবাড়ু মাস্টার জিয়াউর রহমান তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

(২৩) ১৩-২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ, জিম্বাবুয়ে ও আফগানিস্তানের মধ্যে ত্রিদেশীয় টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

(২৪) ২০-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে নেপালে অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ ফুটবল দল রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

(২৫) ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বনাম ভুটানের মধ্যে ফিফা আন্তর্জাতিক টায়ার-১ প্রীতি ফুটবল ম্যাচে বাংলাদেশ ফুটবল দল ২টি ম্যাচেই জয় লাভ করে।

(২৬) ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল ও নিউজিল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের মধ্যে ৫টি ওয়ান-ডে ম্যাচ নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল ৪-১ ম্যাচে সিরিজ জয় লাভ করার গৌরব অর্জন করে।

(২৭) ১-১০ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে অনুষ্ঠিত ১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ ১৯টি স্বর্ণ, ৩৩টি রৌপ্য এবং ৯০টি ব্রোঞ্জসহ সর্বমোট ১৪২টি পদক অর্জন করে।

(২৮) ১৪-২২ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে ভারতের পাটনায় অনুষ্ঠিত চার দলীয় মহিলা টি-২০ ক্রিকেট সিরিজে ভারত মহিলা ক্রিকেট দলকে ১৪ রানে হারিয়ে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

(২৯) ১৭ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মেয়াদে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ম্যাচে ভারত ক্রিকেট দলকে ৩ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

(৩০) ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ ২০২০ মেয়াদে জিম্বাবুয়ে ও বাংলাদেশের মধ্যে ১টি টেস্ট ম্যাচ, ৩টি ওয়ান ডে ম্যাচ এবং ২টি টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেস্ট ম্যাচে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল জয়লাভ করে। বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ের মধ্যকার অনুষ্ঠিত ওয়ান ডে ম্যাচে বাংলাদেশ ৩-০ ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে হোয়াইট ওয়াশ করে এবং বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ের মধ্যকার অনুষ্ঠিত টি-২০ ম্যাচে বাংলাদেশ ২-০ ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে হোয়াইট ওয়াশ করে।

(৩১) উপজেলা সদরে খেলার মাঠসমূহ নির্বাচনপূর্বক ৫,৫৬৪.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায়' [উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)] শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১২৫টি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করে জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

(৩২) মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ১৭৯টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করার জন্য ১,৫৯,১৩৩.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(৩৩) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিকেএসপি-এর প্রধান কার্যালয়ের জন্য ১টি ক্রিকেট ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ ও ১টি গ্যারেজ নির্মাণ সম্পন্ন হয়। বিকেএসপি-এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেটে ১টি সিনথেটিক ফুটবল মাঠ এবং একাডেমিক ভবনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(৩৪) বিকেএসপি-এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রামু, কক্সবাজারে ১টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি ইনডোর ক্রিকেট সেন্টার, ১টি অফিসার্স কোয়ার্টার, ১টি প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল, ১টি স্টাফ ডরমেটরি, ১টি ক্রিকেট মাঠ এবং ১টি ফুটবল মাঠ নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(৩৫) বিকেএসপি-এর প্রধান কর্যালয়ের জন্য ১০তলা বিশিষ্ট ১টি প্রমিলা কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। বিকেএসপি-এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুরে ১টি সিনথেটিক হকি টার্ফ নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

চিত্র: ৩০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় যুব পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার প্রদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

(৩৬) বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,১৫০ জন অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ ও দুস্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত মাসিক অনুদান/এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(৩৭) ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব -১৭), ২০১৯ ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭), ২০১৯ আয়োজনের ফলে ইউনিয়ন থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত মোট ১,১০,৫৫৬ জন ছেলে-মেয়ে উক্ত টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এর ফলে ফুটবলের মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাবান খেলোয়াড় অন্বেষণপূর্বক তাদেরকে দক্ষ খেলোয়াড় হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

চিত্র: ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯-এর ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার প্রদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

(৩৮) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭), ২০১৯ থেকে ৪৪ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড় এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭), ২০১৯ থেকে ৩৯ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

(৩৯) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশ থেকে ২,৭২০ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড় শনাক্ত করা হয়েছে।

(৪০) ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের পক্ষে বাংলাদেশ নারী হকি দল গঠন করা হয়। উক্ত নারী হকি দল ২০১৯ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এয়ার এশিয়া ওমেন্স জুনিয়র এ এইচ এফ কাপ হকি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে যা বাংলাদেশ নারী হকির জন্য একটি ইতিহাস।

(৪১) সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে বিপিএড ও এমপিএড কোর্সে মোট ৭৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪২) ২৮ জন জেলা ক্রীড়া অফিসার ও ২৬ জন প্রভাষক এবং ২৬ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীসহ মোট ৮০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৪৪. রেলপথ মন্ত্রণালয়

(১) ৬৯.৮২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

(২) ২৮.৫৪ কিলোমিটার বিদ্যমান রেলপথ পুনর্বাসন করা হয়েছে।

(৩) ৮৫টি নতুন রেল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

(৪) ৫টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।

(৫) ২৬টি বিদ্যমান রেল সেতু পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

(৬) ১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

(৭) ২৫টি নতুন লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ করা হয়েছে।

(৮) ১৫৮টি নতুন এমজি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৯) লোকোমোটিভের ১টি সিমুলেটর সংগ্রহ করা হয়েছে।

(১০) ৩টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে।

(১১) বেনাপোল-ঢাকা-বেনাপোল রুটে ১৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে আন্তঃনগর 'বেনাপোল এক্সপ্রেস' ট্রেন চালু করা হয়েছে।

(১২) কুড়িগ্রাম-ঢাকা-কুড়িগ্রাম রুটে ১৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে 'কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস' ট্রেন চালু করা হয়েছে।

(১৩) ঢাকা-জামালপুর-ঢাকা রুটে ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে 'জামালপুর এক্সপ্রেস' ট্রেন চালু করা হয়েছে।

(১৪) ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে 'ঢালারচর এক্সপ্রেস' ট্রেনের রুট ঈশ্বরদী-ঢালারচর-ঈশ্বরদী পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

(১৫) ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে রাজবাড়ি-ভাঙ্গা-রাজবাড়ি পর্যন্ত 'রাজবাড়ি এক্সপ্রেস' মেইল ট্রেন চালু করা হয়।

(১৬) ৫ জুন ২০২০ তারিখ থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-ঢাকা রুটে এক জোড়া ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন পরিচালিত হচ্ছে।

(১৭) 'বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্প'-এর মূল নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(১৮) ২০১৯-২০ অর্থবছরে রেলপথ উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৯.৮২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ সম্পন্ন হয়। ২৮.৫৪ কিলোমিটার বিদ্যমান রেলপথ পুনর্বাসন করা হয়। ৮৫টি নতুন রেল সেতু নির্মাণ করা হয়। ৫টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মিত হয়। ২৬টি বিদ্যমান রেল সেতু পুনর্নির্মাণ করা হয়। ১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা হয়। ২৫টি নতুন লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ হয়। ১৫৮টি (ব্রডগেজ-৫০টি, মিটারগেজ-১০৮টি) নতুন যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে হুইসেল বাজিয়ে গণভবন থেকে বেনাপোল এক্সপ্রেস নামে একটি নতুন ট্রেন উদ্বোধন করেন। এ সময় রেলপথ মন্ত্রী জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন এমপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ছিলেন। একইসময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বনলতা এক্সপ্রেসের রাজশাহী থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত চলাচল বর্ধিতকরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

(১৯) আমদানিকৃত কোচ দিয়ে বেনাপোল-ঢাকা-বেনাপোল, কুড়িগ্রাম-ঢাকা-কুড়িগ্রাম এবং ঢাকা-জামালপুর-ঢাকা রুটে যথাক্রমে বেনাপোল এক্সপ্রেস, কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ও জামালপুর এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা হয়। আমদানিকৃত কোচ দিয়ে রংপুর এক্সপ্রেস, লালমনি এক্সপ্রেস, উদয়ন এক্সপ্রেস, পাহাড়িকা এক্সপ্রেস, কালনী এক্সপ্রেস ও কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেসসহ মোট ৬ জোড়া ট্রেনের রেক পর্যায়ক্রমে প্রতিস্থাপন করা হয়। রেক প্রতিস্থাপনের পাশাপাশি রাজশাহী-ঢাকা-রাজশাহী রুটে বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনের রুট বর্ধিত করা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ-ঢাকা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত। ঢালারচর-রাজশাহী-ঢালারচর রুটে ঢালারচর এক্সপ্রেস এবং রাজবাড়ি-ভাঙ্গা রুটে রাজবাড়ি এক্সপ্রেস ট্রেন চালানো হয়। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ম্যাংগো স্পেশাল ও পার্শ্বেল ট্রেন চালু করা হয়। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্প' এর মূল নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ের আয়-ব্যয়

(২০) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রী পরিবহণ থেকে আয় ৮৮২.৫৩ কোটি টাকা, অন্যান্য কোচিং থেকে আয় ২৪.৫২ কোটি টাকা, ফ্রেইট থেকে আয় ২৯০.০৯ কোটি টাকা এবং বিবিধ আয় ২০৯.৪২ কোটি টাকা অর্থাৎ সর্বমোট আয় ১৪০৬.৫৮ কোটি টাকা। সরকার থেকে Public Service Obligation ক্ষতিপূরণ ও Welfare grant বাবদ ১৬৯.৫৬ কোটি টাকা পাওয়া যায়। সাধারণ প্রশাসনিক ব্যয় ৩০৪.১১ কোটি টাকা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ৯৪৪.৪৩ কোটি টাকা, অপারেশন স্টাফ বাবদ ব্যয় ১৪১.২৬ কোটি টাকা, অপারেশন ফুয়েল বাবদ ব্যয় ৪১১.৪৫ কোটি টাকা, অন্যান্য অপারেশন বাবদ ব্যয় ২৩৪.৩৩ কোটি টাকা এবং বিবিধ ব্যয় ১,০১৫.০৬ কোটি টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ব্যয় ৩,০৫০.৬৫ কোটি টাকা।

কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রেন পরিচালনায় বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা

(২১) বাংলাদেশ রেলওয়েতে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রেন পরিচালনা করার সুবিধার্থে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত কারিগরি নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কর্তৃক দায়িত্ব পালনকালে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস ও হ্যান্ডওয়াশ ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন স্টেশন প্ল্যাটফর্ম, ওয়েটিং রুম, ওয়াশরুমসহ স্টেশন এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা জোরদার করাসহ জীবাণুনাশক ছিটানোর ব্যবস্থা করা হয়। অফিসে আগত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাপমাত্রা পরীক্ষা করার জন্য ডিজিটাল থার্মোমিটারের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক সতর্কীকরণ বার্তা পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউসের কাছে ৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে আর্থিক অনুদান চেক হস্তান্তর করেন রেলপথ মন্ত্রী জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন এমপি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শামছুজ্জামান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সরাসরি যোগ দেন।

(২২) কোভিড-১৯-এর কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের কারণে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটেছে। তদুপরি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালকদেরকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়। ৯ মে ২০২০ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় থেকে ফাস্ট ট্র্যাক-ভুক্ত প্রকল্প যথা 'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প' ও 'দোহাজারি থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু থেকে মায়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ সিংগেল রেললাইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের সার্বিক কাজ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়। নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কোভিড পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যক্রম সচল রাখার জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়:

- সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ে সকল কন্টেইনার ট্রেন, জ্বালানি তেলবাহী ট্রেন, মালবাহী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়।
- প্রান্তিক চাষিদের কথা বিবেচনা করে দেশে উৎপাদিত সকল ফলমূল, সবজি ইত্যাদি রেলওয়ের মাধ্যমে পরিবহণের লক্ষ্যে পার্শ্বেল রেট ৫০ শতাংশ হ্রাস করে ঢাকা-খুলনা, ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে স্পেশাল পার্সেল ট্রেন পরিচালনা করা হয়।
- রাজশাহী বিভাগের আমচাষিদের কথা বিবেচনা করে 'ম্যাংগো স্পেশাল' ট্রেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-ঢাকা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ রুটে চলাচল করে।

৪৫. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

(১) হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের প্রত্যয়ে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনসমূহকে যুগোপযোগী করার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন এবং জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা ও সুযোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা বাংলাদেশকে আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছেন। রূপকল্প বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি মধ্য-আয়ের, জ্ঞানভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(২) ১৯৯৬ সালে আধুনিক ও দক্ষ লেজিসলেটিভ কর্মকর্তা সৃষ্টিসহ গুণগত মানসম্পন্ন আইন প্রণয়নের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে একটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তখন লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টির প্রতি নজর না দেওয়ায় এ কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের অভাব ছিল। কারণ, উপসচিব ও সহকারী সচিব পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে প্রেষণে নিযুক্ত হয়ে দুই-তিন বছর কাজ করার পর তারা আদালতে বা অন্যত্র বদলি হয়ে যেতেন। তদস্থলে আবার একই প্রক্রিয়ায় নতুন করে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ প্রেষণে নিযুক্ত হতেন। স্থায়ীভাবে নিয়োজিত দক্ষ কর্মকর্তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৬ অক্টোবর ১৯৯৬ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এতদসংক্রান্ত প্রস্তাবটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং নামে একটি স্বতন্ত্র উইং ও এর নিজস্ব জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে সারসংক্ষেপ অনুমোদন করেন। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং নামে পৃথক একটি উইং সৃষ্টি হয় এবং এর কার্যক্রম শুরু হয়। বস্তুত আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতেই সূচিত হয়। পরবর্তী সময়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টি হয়।

(৩) স্থায়ী কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে 'লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কর্মকর্তা (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৮' প্রণীত হয়। এতে কার্যত একটি বিশেষায়িত টেকনিক্যাল লেজিসলেটিভ সার্ভিস সৃজিত হয়। অতঃপর আইন ও বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে The Legal and Judicial Capacity Building

Project গৃহীত হয়। উক্ত প্রকল্পে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং-কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। এ প্রকল্পের বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে সরকারের উন্নয়ন ঋণচুক্তি (Development Credit Agreement) সম্পাদিত হয়েছিল। প্রকল্প সম্পর্কিত কৌশলপত্রে এবং বিশ্ব ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট PROJECT APPRAISAL DOCUMENT-এ লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইংকে পরিপূর্ণ ডিভিশনে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার পাশাপাশি লেজিসলেটিভ সার্ভিসকে ক্যাডারে রূপান্তর করার বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল। কানাডা সরকারের অনুদানে এর আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা সিডা (CIDA)-এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত Legal Reform Project (part-A) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং-এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয় এবং এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ছিল লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং-কে পূর্ণাঙ্গ ডিভিশনে উন্নীত করা এবং লেজিসলেটিভ সার্ভিসকে ক্যাডারে রূপান্তর করে প্রয়োজনীয় সকল কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে একে বিশ্বমানে উন্নীত করা। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট Vision Paper এবং Management Plan-এ যার প্রতিফলন ছিল।

(৪) টেকসই উন্নয়ন অর্জনের একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে আইনি কাঠামো সুসংহতকরণ। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিবিড়ভাবে সরকারকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এ বিভাগের সহায়তায় ২০১৯-২০ সময়কালে ১৮টি আইন, ৩টি অধ্যাদেশ, ৭৮টি চুক্তি, ৩৬৫টি সংবিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপন প্রণয়নে সহায়তার পাশাপাশি আইনি ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা এবং সকলের কাছে আইনের সহজবোধ্যতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণের জন্য এ বিভাগ হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন, বিধিমালা, চুক্তি ও সমঝোতা-স্মারকের নির্ভরযোগ্যে অনুদিত পাঠ প্রণয়ন করা হয়েছে।

কর্মপরিধি:

(৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য প্রণীত Rules of Business, 1996-এর তফশিল-১ অর্থাৎ Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা নিম্নরূপ:

- আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব থেকে উদ্ভূত সকল আইনগত ও সাংবিধানিক প্রশ্নে এবং উক্ত প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনসহ যে কোনো আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরকে পরামর্শ প্রদান;
- সকল প্রকারের বিল, অধ্যাদেশ, সাংবিধানিক আদেশ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন, আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ যে কোনো প্রথা বা রীতি এবং অন্যান্য আইনগত দলিল, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মতামত প্রদান;
- আন্তর্জাতিক ট্রিটি, এগ্রিমেন্ট, অঙ্গীকার, সমঝোতা-স্মারক ও অন্যান্য আইনগত দলিলসহ সকল প্রকারের চুক্তি ও এগ্রিমেন্টের খসড়া প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং মতামত প্রদান;
- আন্তর্জাতিক ট্রিটি, কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক আইনগত বিষয়াদি এবং আন্তর্জাতিক ট্রিটি, চুক্তি, ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক সালিশ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান;
- সকল আইন ও অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ বিধিমালা ও আদেশের অনুবাদ;
- সরকারি প্রকাশনার গ্রন্থ স্বত্ব;
- আইন, অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও অন্যান্য আইনগত দলিলের প্রকাশনা;
- আইন, অধ্যাদেশ ও সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার বাংলায় অনুদিত নির্ভরযোগ্য পাঠের প্রকাশনা;
- আইনের সংকলন, সংহতকরণ, অভিযোজন এবং প্রায়োগিক সংশোধন;
- আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সাথে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওপর অর্পিত বিষয়ে চুক্তি ও সমঝোতা;

- সংসদ সংশ্লিষ্ট বিষয়;
- মানবাধিকার এবং মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি;
- ন্যায়পালের কার্যালয়;
- নির্বাচন কমিশনের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়;
- আইন কমিশন এবং আইনগত বিষয়ে গঠিত কমিশন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেল সংক্রান্ত প্রশাসন;
- এ বিভাগের ওপর অর্পিত আইনসমূহ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

(৬) Rules of Business, 1996-এর rule 14A অনুসারে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে কতিপয় বিষয়ে পরামর্শ করার বিধান রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

- আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকারের প্রস্তাব;
- আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব হতে উদ্ভূত সকল আইনগত প্রশ্ন;
- আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, আন্তর্জাতিক এগ্রিমেন্ট, কনভেনশন প্রস্তুত;
- যেকোনো আইনের ব্যাখ্যা প্রদান;
- বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিধিমালা, প্রবিধানমালা বা উপ-আইন, ইত্যাদি প্রণয়ন ও জারির পূর্বে;
- লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মাধ্যম ব্যতীত এবং এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালি অনুসরণ ব্যতীত কোনো মন্ত্রণালয় অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে পরামর্শ করবে না।

(৭) অ্যাটর্নি জেনারেল এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মধ্যে কোনো বিষয়ে দ্বিমত থাকলে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পাবে।

চিত্র: 'আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার' শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক 'কোম্পানী আইন, ১৯৯৪' সংশোধন সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রণীত ২১টি আইন ও অধ্যাদেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আইন ও অধ্যাদেশ

প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সালের ১২ নম্বর আইন)

(৮) সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিবেকসম্পন্ন মানুষ ভাষাহীন প্রাণীর কল্যাণে এগিয়ে এসেছে। প্রাণিকল্যাণ নিশ্চিতকরণার্থে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রাণীর প্রতি মানবিক আচরণে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে অধিক প্রাণিবান্ধব ও দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ ও অপরাধের ধরন পরিবর্তিত হয়েছে। একইসাথে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতে প্রাণীর প্রতি কল্যাণকর ও মানবিক আচরণের দাবিও উত্থাপিত হচ্ছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'The Cruelty to Animals Act, 1920 (Act No. I of 1920)' শীর্ষক আইনটি রহিতক্রমে সময়োপযোগী করে প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সালের ১৪ নম্বর আইন)

(৯) দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে দ্রুত ও কার্যকর ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে চাঁদাবাজি, যানবাহন চলাকালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, যানবাহনের ক্ষতিসাধন, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট করা, ছিনতাই, দস্যুতা, ত্রাস ও অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি, দরপত্র ক্রয়, বিক্রয়, গ্রহণ বা দাখিলে জোরপূর্বক বাধাপ্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, ইত্যাদি গুরুতর অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নতির লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ১১ নম্বর আইন) প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছিল। আইনটি প্রণয়নের সময় এর মেয়াদ ছিল ২ বছর। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ছয় বারে এর মেয়াদ মোট ১৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ গত ৭ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে এর মেয়াদ ৫ বছর বৃদ্ধি করে মোট ১৭ বছর করা হয়। যার মেয়াদ ৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে শেষ হয়। তাই আইনটির ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এবং দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার মাধ্যমে অধিকতর উন্নতির জন্য এ আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সালের ১৬ নম্বর আইন)

(১০) বাংলা ভাষার উন্নয়ন এবং বিশ্বের সকল মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এটি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৯ নম্বর আইন) দ্বারা স্থাপিত এবং তদানুযায়ী পরিচালিত। বস্তুত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম আরও গতিশীল এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ইউনেস্কোর পরিবর্তিত সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডে ইউনেস্কো মহাপরিচালকের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত আইন ২০১৩ সালে সংশোধন করা হয়। বাঙালির মহান ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি এবং মাতৃভাষাশ্রয়ী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনকে উৎসাহ দানের প্রেক্ষাপটে ইনস্টিটিউট ২০১৬ সালে ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে। অতঃপর ১২ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ইউনেস্কো ও সরকারের মধ্যে একটি চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব হচ্ছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক। ইউনেস্কোর সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে বর্ণিত পরিচালনা বোর্ডের গঠন-কাঠামো এবং বিদ্যমান আইনের ধারা ৮(১) এ বর্ণিত পরিচালনা বোর্ডের গঠন-কাঠামোর মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। ফলে ইউনেস্কোর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্ত পূরণকল্পে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রধানের পদবি এবং পরিচালনা বোর্ডের গঠন-কাঠামো সংশোধন করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সালের ১৮ নম্বর আইন)

(১১) The Bangladesh Flag Vessels (Protection) Ordinance, 1982 প্রণয়নের ফলে সমুদ্রপথে দেশীয় আমদানি ও রপ্তানি এবং পণ্য পরিবহণে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের অধিকার ও পণ্য পরিবহণে অগ্রাধিকার লাভের ফলে জাহাজ মালিকগণ অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষমতা লাভ করেন। বাংলাদেশি অধিকাংশ নাবিকগণের

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের জাহাজ মালিকগণ জাহাজ সংগ্রহ বা ক্রয় করে বাংলাদেশের জন্য আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য পরিবহণের উদ্দেশ্যে বিদেশি জাহাজ ভাড়া বাবদ ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে। বাংলাদেশি নাবিকগণের কর্মসংস্থানের সুযোগও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির চাকা আরও গতিশীল করার প্রয়োজনে দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুযোগ অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সালের ১ নম্বর আইন)

(১২) স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের ২৮ জুলাই ১৯৭৩ তারিখের ADMN-1E-20/73/636 নম্বর রেজ্যুলেশনবলে একটি সম্পূর্ণ সরকারি দপ্তর হিসাবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সৃজিত হয়। পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কাজের ধরন ও ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়েছে। সে কারণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নাম, কার্যাবলি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কিত কতিপয় ধারায় সংশোধনী আনয়ন করে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৪৩ নম্বর আইন) এর অধিকতর সংশোধন করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সালের ২ নম্বর আইন)

(১৩) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ১১-এর উপধারা (১) এ কম্পিউটার ডাটাবেইজে সংরক্ষিত বিদ্যমান সকল ভোটার তালিকা প্রতি বছর ২ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি তারিখের মধ্যে হালনাগাদ করার বিধান রয়েছে। উক্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে খসড়া হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রকাশপূর্বক চূড়ান্তক্রমে ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করে সারাদেশে তথ্য ও প্রযুক্তির সংরক্ষণাগার আকারে প্রস্তুত করা কষ্টসাধ্য। কম্পিউটার ডাটাবেইজে সংরক্ষিত বিদ্যমান ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার উক্তরূপ সময়সীমা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রতি বছর ২ মার্চ তারিখকে 'জাতীয় ভোটার দিবস' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সুষ্ঠু ডাটাবেইজে সংরক্ষিত ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমের সময়সীমা ৩০ দিন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৬০ দিন হবে। ফলে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম সুচারুরূপে করা সম্ভব হবে। 'জাতীয় ভোটার দিবস'-এর সাথে মিল রেখে তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সুষ্ঠু ডাটাবেইজে সংরক্ষিত বিদ্যমান ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার সময়সীমা প্রতি বছর '২ জানুয়ারি হতে ৩১ জানুয়ারি'-এর পরিবর্তে '২ জানুয়ারি হতে ২ মার্চ' প্রতিস্থাপন করার লক্ষ্যে ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন আইন, ২০২০ (২০২০ সালের ৫ নম্বর আইন)

(১৪) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ দিক্‌নির্দেশনায় দেশের স্বাধীনতা উত্তর ক্ষতিগ্রস্ত The Bangladesh Road Transport Corporation (বিআরটিসি) পুনর্গঠিত হয়ে নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করে আজ পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে। বিআরটিসি'র সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়ন তথা বোর্ডকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিশেষতঃ বিদ্যমান আইনে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসাবে বিআরটিসি'র কাজের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মন্ত্রণালয় বা সংস্থার কোনো সদস্য সম্পৃক্ত না থাকায় সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের সাথে বিআরটিসি'র কার্যক্রমের সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়। তদপ্রেক্ষিতে Road Transport Corporation Ordinance, 1961 (East Pakistan Ordinance No. VII of 1961)-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত The Bangladesh Road Transport Corporation প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত কার্যক্রম এর আওতায় সড়ক পরিবহণ সেবা পরিচালনা সংক্রান্ত একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী আইন বাংলায় প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উক্ত Ordinance রহিতপূর্বক এর বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে যুগোপযোগী করার জন্য রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন আইন, ২০২০ শিরোনামে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশ বাতিঘর আইন, ২০২০ (২০২০ সালের ৬ নম্বর আইন)

(১৫) বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলীয় দেশ। দেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জাহাজসমূহ আগমন ও প্রত্যাগমন করে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে চলাচলরত নৌযানের গতিপথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব রয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে নিরাপদ নৌ-চলাচল, বন্দরে আগত জাহাজসমূহ এবং প্রয়োজন অনুসারে উদ্ধারকাজ পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্দরে আগত জাহাজসমূহের গতিপথ প্রদর্শন করার প্রয়োজনে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে ৩টি বাতিঘর বিদ্যমান এবং আরও ৪টি বাতিঘর স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বাতিঘরগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯২৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর 'The Light House Act, 1927' (Act No. XVII of 1927) প্রণয়ন করা হয়। বিদ্যমান 'The Light House Act, 1927' (Act No. XVII of 1927) আইনটি আধুনিক ও যুগোপযোগী করে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশ বাতিঘর আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০

(১৬) মামলার বিচার, বিচারিক অনুসন্ধান, দরখাস্ত বা আপিল শুনানি, সাক্ষ্য গ্রহণ, যুক্তিতর্ক গ্রহণ, আদেশ বা রায় প্রদানকালে পক্ষগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আদালতকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদানের জন্য বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০

(১৭) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, দৈব-দুর্বিপাক বা যুদ্ধের কারণে জনস্বার্থে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, আদেশ দ্বারা উক্তরূপ আপদকালীন সময়ের জন্য সুদ ও জরিমানা আদায় হতে অব্যাহতি প্রদান করে দাখিলপত্র পেশের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে মর্মে বিধান করে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

Income-tax (Amendment) Ordinance, 2020

(১৮) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, দৈব-দুর্বিপাক বা যুদ্ধের কারণে জনস্বার্থে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, আদেশ দ্বারা, উক্তরূপ আপদকালীন সময়ের জন্য, উক্ত অধ্যাদেশের যে কোনো বিধানে বর্ণিত সময়সীমা মার্জনা এবং উক্ত সময়সীমা উক্তরূপ আপদকালীন সময়ের জন্য বোর্ড তার বিবেচনায় বৃদ্ধি করতে পারবে মর্মে বিধান করে Income-tax (Amendment) Ordinance, 2020 প্রণয়ন করা হয়েছে।

অনুবাদ সম্পর্কিত বিষয়াবলি

(১৯) আইনের শাসন ও আইনের মাধ্যমে উন্নয়ন সরকারের প্রধান লক্ষ্য। তবে এ ক্ষেত্রে আইনের ভাষা একটি বড় অন্তরায়। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ অভিযোজনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় আইন প্রণীত হতে থাকে। অথচ মাতৃভাষায় আইন প্রাপ্তি জনগণের মৌলিক অধিকার এবং আইন আদালতের ভাষা মাতৃভাষায় হবে এটি সকলের কাম্য। দেশের আইন ও সংবিধান সম্পর্কে সম্যক পরিচয় ও উপলব্ধি মাতৃভাষার মাধ্যমে অর্জিত না হলে দেশের প্রশাসনে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে না। বর্তমানে দেশে প্রায় ১২০০টি আইন/অধ্যাদেশ/আদেশ এবং সহস্রাধিক বিধিমালা ও প্রবিধানমালা বলবৎ রয়েছে। বিদ্যমান উক্ত আইন, বিধিমালা ইত্যাদির সাথে নতুন আইন, বিধিমালা ইত্যাদি যুক্ত হওয়ায় অনুবাদ সম্পর্কিত কাজ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অর্থবছরে বৈশ্বিক মহামারির কারণে অনুবাদ সম্পর্কিত কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। ১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত অনুবাদ সম্পর্কিত সরকারের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ অনূদিত আইন ও চুক্তি নিম্নরূপ:

ক্রমিক	আইন/বিধি/প্রবিধি/চুক্তির নাম
১.	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৮;
২.	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮;
৩.	আবহাওয়া আইন, ২০১৮;

৪.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮;
৫.	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮;
৬.	বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯;
৭.	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন, ২০১৪;
৮.	পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬;
৯.	The Post Office Act, 1898;
১০.	পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩; এবং
১১.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও নেপাল সরকারের মধ্যে আয়ের ওপর দ্বৈত করারোপণ পরিহার সংক্রান্ত চুক্তি।

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে এ বিভাগের সহায়তায় স্বাক্ষরিত ৭৮টি চুক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহের তালিকা

(২০) ১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিংকৃত ৭৮টি চুক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রম:	বিষয়	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১.	জি টু জি ভিত্তিতে স্থায়ী সাবমেরিন ঘাটি 'বানৌজা শেখ হাসিনা' নির্মাণের লক্ষ্যে চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে খসড়া চুক্তির ওপর মতামত।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
২.	বাংলাদেশ ও কোরিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি।	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৩.	ডিপিডিসি/ডেসকোর এডিবির অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ৩৩/১১ কিভি আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল চুক্তি।	বিদ্যুৎ বিভাগ
৪.	ব্লক ss-4 ব্লক ss-9 এর জন্য Amendment Agreement এর ওপর মতামত	জ্বালানী ও খনিজ বিভাগ
৫.	চীনা সরকারের আর্থিক সহায়তায় সেতু বিভাগের অধীন Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Multi-lane Tunnel Under the River Karnophuli শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে সরকার এবং চীনের এক্সিম ব্যাংকের মধ্যে গত ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত Preferential Buyer's Credit চুক্তির Appendix-6 gcv Format অনুযায়ী Legal Opinion সংশোধন সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৬.	ফরাসি সরকারের অর্থায়নকারী সংস্থা Agence Francaise Be Development (AFD) কর্তৃক প্রস্তাবিত Energy efficient Renewable energy and environment friendly শীর্ষক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১০০ মিলিয়ন ইউরো ঋণ গ্রহণ বিষয়ে Draft credit facility Agreement (CFA)-এর ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৭.	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িতব্য 'Transport connectivity improvement preparatory facility' শীর্ষক নেগোশিয়েটেড ঋণচুক্তির ওপর মতামত প্রদান।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

ক্রম:	বিষয়	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৮.	সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)'র মধ্যে স্বাক্ষরিত Loan Number 6023-BAN(col): 'Dhaka mass Rapid Transit Development Project Readiness financing (line 5, Southern Route') শীর্ষক প্রকল্পের ঋণচুক্তি ও প্রকল্প চুক্তির ওপর আইনগত মতামত প্রদান।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৯.	Joint Exploration proposal for Bangladesh onshore blocks 8 and 11 সংক্রান্ত বাপেক্স ও mitsui 011, exploration company LTD (MoU) সংক্রান্ত।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১০.	AIIB-এর সাথে স্বাক্ষরিত 'Bangladesh Power system upgrade and Expansion' শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়ন চুক্তির ওপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের আইনগত মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

ল'জ অব বাংলাদেশ (http://bdlaws.minlaw.gov.bd/)

(২১) সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১-এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক নিয়ামক হিসাবে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতসহ এ বিভাগের সেবাসমূহ দ্রুত সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে এ বিভাগ সদা সচেষ্ট। 'ল'জ অব বাংলাদেশ (http://bdlaws.minlaw.gov.bd/)' website-টি বাংলাদেশে প্রচলিত সকল আইনের একটি বিশাল online ভান্ডার। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ও অধ্যাদেশ এবং এর সফট্‌কপি ডাউনলোডসহ প্রয়োজনে প্রিন্ট করতে পারেন। বর্তমানে এটিই বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের web portal যা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৫,০০০-৪০,০০০ বার search হয়ে থাকে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৯-২০) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা নিম্নরূপ:

ক্রম	সময়কাল	ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইন ও অধ্যাদেশের সংখ্যা
১.	১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রণীত আইন	৮টি
২.	১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রণীত আইন	১০টি
৩.	১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রণীত অধ্যাদেশ	৩টি
৪.	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৯-২০) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মোট আইন ও অধ্যাদেশ	২১টি

bdcode.gov.bd ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ:

(২২) বাংলাদেশে প্রচলিত আইনসমূহ (২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত) ৪২টি ভলিউমে প্রণয়ন পরবর্তী সময়ে এ বিভাগের http://bdcode.gov.bd ওয়েবসাইটে আইসিটি সেল কর্তৃক হালনাগাদ করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিতে দায়িত্ব পালন

(২৩) কোনো বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধির ২৪৬ বিধি অনুসারে তা খতিয়ে দেখার জন্য কোনো কমিটিতে পাঠানো হলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তারা, প্রয়োজনে, বিশেষজ্ঞ সহায়তা দেওয়ার জন্য উক্ত স্থায়ী কমিটির বৈঠকগুলিতে যোগ দিয়ে থাকেন। স্থায়ী কমিটি কর্তৃক কোনো বিল নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কার্যপ্রণালি বিধির ২১১ বিধি অনুযায়ী কমিটির সভাপতি বা সভাপতির পক্ষে কমিটির অন্য কোনো সদস্য জাতীয় সংসদে রিপোর্ট পেশ করে থাকেন। উক্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ জাতীয় সংসদের সকল স্থায়ী কমিটির কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকেন।

জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের তথ্য

(২৪) একাদশ জাতীয় সংসদের ৪র্থ অধিবেশন হতে ৮ম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট ১৬টি আইন পাশ হয়েছে। অধিবেশন ভিত্তিক আইন পাশের তালিকা নিম্নরূপ, যথা:

(ক) ৪র্থ অধিবেশনে পাশকৃত সরকারি বিল ১টি;

(খ) ৫ম অধিবেশনে পাশকৃত সরকারি বিল ৩টি;

(গ) ৬ষ্ঠ অধিবেশনে পাশকৃত সরকারি বিল ৭টি; এবং

(ঘ) ৮ম অধিবেশনে পাশকৃত সরকারি বিল ৫টি।

উক্ত আইনসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ সকল স্থায়ী কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে লেজিসলেটিভ মতামত প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রতিটি অধিবেশনে মাননীয় মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরসহ অন্যান্য বিষয় মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক

(২৫) ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে তারা বাংলাদেশকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। উক্ত সহযোগিতা প্রদানের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে ২২ মে ২০০০ সালে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে Cooperation Agreement স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তিতে Development Cooperation, Trade and Commerce Cooperation, Environmental Cooperation, Economic Cooperation, Regional Cooperation, Cooperation in Science and Technology, Drug Precursor Chemicals and Money Laundering, Human Resource Development, Information, Culture and Communication-এর ওপর সহযোগিতা প্রদান করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত সহযোগিতা প্রদানের বিষয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি Joint Commission এবং একাধিক Sub-group রয়েছে। এ বিভাগ 'Good Governance and Human Rights' শীর্ষক Sub-group এর কো-চেয়ার। ১৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ঢাকায় 'Good Governance and Human Rights' শীর্ষক Sub-group-এর নবম সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এ বিভাগের তৎকালীন সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন Ms. Caroline Vinot, Head of Division for Asia and the Pacific-Regional Affairs and South Asia, European External Action Service (EEAS)। উক্ত সভায় Transparency, Accountability, Rule of Law and Good Governance, Law Enforcement, Extra judicial killings, Enforced Disappearances, Strengthening the Legislative and Parliamentary Affairs Division, Freedom of Expression, Media, Freedom of Assembly and Civil Society, Labour Rights, Human Rights Co-operation in the UN, Rights of Minorities, Rights of women, children and marginalized groups, Rohingya refugee crisis and repatriation এবং Death penalty-এর ন্যায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

(২৬) বিগত ২১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ-ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ কমিশনের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন Paola Pampaloni, Deputy Managing Director, Asia and the Pacific Department, European External Action Service. উক্ত সভায় Governance, Democracy, Rule of Law and Human Rights, Elections and Civil Society Space, Freedom of expression, media, freedom of association, Enforced disappearances, extra judicial killings, torture, women's & children's rights (child marriage), Rights of marginalized groups, Human Rights cooperation in the UN-এর ন্যায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন

(২৭) সরকার রূপকল্প-২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত টিম গঠন, তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ মনোনয়ন, সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন, ইনোভেশন টিম গঠন, শুদ্ধাচার চর্চা, দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় সফট্ওয়ার ব্যবহারসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC)-এর Eighth Session of the Conference of the States Parties (CoSP) সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ:

(২৮) ১৬-২০ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC)-এর Eighth Session of the Conference of the States Parties (CoSP) সম্মেলনে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। উক্ত প্রতিনিধি দলে চেয়ারম্যান দুর্নীতি দমন কমিশন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিবসহ UNCAC সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে জড়িত এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে UNCAC-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে prevention, asset recovery and international cooperation-এর ওপর সাধারণ আলোচনাকালে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ দুর্নীতি প্রতিরোধ, সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত কার্যক্রম, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, সমস্যা, ইত্যাদি বিষয়ে মতবিনিময় করে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে (United Nations Convention Against Corruption 'UNCAC') accession এর মাধ্যমে সদস্যরাষ্ট্র হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সদস্যরাষ্ট্র হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে UNCAC-এর অধীন যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা UNCAC ভুক্ত অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক রাষ্ট্রপক্ষ সম্মেলনসমূহে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। UNCAC সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ফোকাল এজেন্সি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং UNCAC-এর আওতাধীন দায়দায়িত্ব বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রথম রিভিউ সাইকেল 'UNCAC-Bangladesh Compliance and Gap Analysis (BCGA)' সম্পন্ন হয়েছে। UNCAC সদস্যরাষ্ট্র হিসাবে অন্তর্ভুক্তির পর উক্ত কনভেনশন বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১; সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; মানি-লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ, মানি-লন্ডারিং এর মাধ্যমে অর্থপাচার রোধ এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ আইনানুগ প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্ধার করা, ইত্যাদি জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন (UNCAC)-এর মূল উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচারকৃত অর্থ যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে, এ সকল পদক্ষেপ প্রশংসিত হয়েছে। দ্বিতীয় রিভিউ সাইকেল [(Preventive measures- Chapter-II) and (Asset recovery-Chapter-V)] ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন (UNCAC)-এর Second Cycle Review স্তরে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ড যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রিভিউকারী রাষ্ট্র হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের গভর্মেন্ট এক্সপার্ট গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রের Country Report রিভিউ সম্পন্ন করেছে এবং সরকারের নিকট এতদসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট দাখিল করেছে। অতঃপর UNODC কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নির্বাহী সারসংক্ষেপ ইতোমধ্যে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে ১৭-১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে Implementation Review Group-এর Second Resumed Tenth Ression অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেশনে উক্ত গ্রুপের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম, কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবায়নের পদ্ধতি, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ পর্যায়ে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ UNCAC বাস্তবায়নে তাদের সফলতা, উত্তম চর্চা, সমস্যা, পর্যবেক্ষণ বর্ণনার পাশাপাশি তাদের আরও কী ধরনের কারিগরি সহযোগিতা প্রয়োজন তা উল্লেখ করেন।

করোনা মহামারি মোকাবিলায় পদক্ষেপ

(২৯) বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী সরকারি অফিসে শতকরা ২৫ ভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অফিস আদেশ জারি করা হয়েছিল এবং তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার ১২ দফা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, করোনা ট্রেসার এ্যাপ ব্যবহারের নির্দেশনার কপি, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা (a2i-এর মাধ্যমে) এ বিভাগের ওয়েবপেজ-এ আপলোড করা হয়েছে। অফিস আগত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ ও লিপিবদ্ধ করা হয়, যা চলমান আছে। করোনায় আক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবা, জরুরি পরীক্ষা ও পরিচর্যার জন্য এ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে 'কুইক রেসপন্স টিম' গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত টিম এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ই-নথির মাধ্যমে প্রশাসনিক নথিগুলো নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন

(৩০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর Goal 16.b 'Promote and Enforce Non-Discriminatory Laws and Policies for Sustainable Development' অর্জনে সরকারের অর্থায়নে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত 'আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার' শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- সর্বমোট ১৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন, যেখানে জনপ্রশাসন, আইন ও বিচার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, বাণিজ্য, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক, যুব ও ক্রীড়া, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, তথ্য, রেলপথ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, প্রতিরক্ষা, সেতু, জননিরাপত্তা, সুরক্ষা সেবা, সমাজকল্যাণ, নৌ পরিবহন, বস্ত্র ও পাট, ভূমি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ, পরিকল্পনা, শিল্প, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের মোট ২৯০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ঢাকা, হবিগঞ্জ, ঢাকা, কক্সবাজার, সাতক্ষীরা এবং বরিশালে মোট ৬টি স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভাসমূহে জেলা জজ, জেলা প্রশাসক, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কর্মী, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, চা-শ্রমিকদের প্রতিনিধি, হরিজন (মেথর ও মুচি) ও প্রতিবন্ধী, যৌনকর্মী, দরিদ্র ও অবহেলিত নারী-শিশুদের প্রতিনিধি, জলদাস, উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (মণিপুরী, খাসিয়াসহ) প্রতিনিধিসহ মোট ২৯৯ জন উপস্থিত ছিলেন।
- ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আইন, বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থ মন্ত্রণালয়, ICMAB, BSEC, ICSB, ICAB, FRC, MCCI, BCCI, BSEC, FBCCI, RJSC, IFC, Bangladesh Bank, FID এবং NBR-এর মোট ৪৬ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে 'কোম্পানী আইন, ১৯৯৪' সংশোধন সম্পর্কিত স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি।
- ২৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে NEC ভবন, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর ঢাকা এ আইন, বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থ মন্ত্রণালয়, ICMAB, BSEC, ICSB, ICAB, FRC, MCCI, BCCI, BSEC, FBCCI, RJSC, IFC, Bangladesh Bank, FID এবং NBR-এর ৫০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে 'কোম্পানী আইন, ১৯৯৪' সংশোধন সম্পর্কিত স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি।

- ২৩-২৯ জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে মালয়েশিয়াতে এ বিভাগের ৬ জন, অর্থ বিভাগের ১ জন এবং পরিকল্পনা বিভাগের ১ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৮ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে স্ট্যাডি ট্যুর অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুবাদ কার্য (প্যাকেজ-১ ও ২) সম্পাদনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ ও Law Focus এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।
- ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখে গবেষণাকার্য (প্যাকেজ-১-৪) সম্পাদনের লক্ষ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

আইন কমিশন

(৩১) সাক্ষ্য ও বিচার কার্যক্রমে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার আইন, ২০১৯-এর খসড়া বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে আইন কমিশন কর্তৃক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

(৩২) সাক্ষ্য ও বিচার কার্যক্রমে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার আইন, ২০১৯ (খসড়া) বিষয়ক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।

(৩৩) খ্রিষ্টান পারিবারিক আইন, ২০২০ (খসড়া) বিষয়ক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।

(৩৪) আইন কমিশনের 'ভূমি আইন সংস্কার প্রকল্প' বিষয়ে গবেষণার কাজে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য, মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ গবেষক ও অন্যান্য কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি টিম শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা ভ্রমণ করে মাদারীপুর জেলার সার্কিট হাউসে জেলায় কর্মরত বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উভয় জেলার নদী-সিকস্তি অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করে ভুক্তভোগী মানুষের সাথে মতবিনিময় হয়।

(৩৫) রাজশাহী সার্কিট হাউসে, নাচোল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এবং নওগাঁ সার্কিট হাউসে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য, মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ গবেষক ও কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীদের, তাদের পারিবারিক ও ভূমি আইন বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৩৬) আইন কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা কক্সবাজার জেলা আদালতের সম্মেলন কক্ষে বিশিষ্ট আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মীদের সাথে এবং সার্কিট হাউস সম্মেলনকক্ষে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দের সাথে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, সাক্ষ্য ও বিচার কার্যক্রমে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার আইন, ২০১৯ (খসড়া) এবং ভূমি আইনের খসড়া বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(৩৭) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে অধিকাংশ অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়।

(৩৮) স্বপ্রণোদিতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহ আমলে নেওয়া এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(৩৯) ১২টি জেলায় মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

(৪০) মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ৬৪টি জেলায় জেলা আইনজীবী প্যানেল গঠন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৬৩টি জেলার আইনজীবী এ প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(৪১) তৃণমূল পর্যায়ে জনসাধারণের মানবাধিকার রক্ষার জন্য রাঙ্গামাটি, খুলনা, কক্সবাজার এবং গোপালগঞ্জ জেলায় চারটি শাখা কার্যালয়ের কার্যক্রম পূর্ণ উদ্যমে শুরু করা হয়েছে।

(৪২) কমিশনের ওয়েব পোর্টাল (ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কে) এটুআই-এর সহায়তায় প্রস্তুত করা হয়েছে;

(৪৩) কমিশনের অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সিএমএস সফট্ওয়্যারটি ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারের ওয়েব সার্ভার স্থানান্তর করা হয়েছে।

৪৬. শিল্প মন্ত্রণালয়

আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন

(১) জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক ঘোষিত 'রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপিতে উৎপাদন-শিল্প খাতের অবদান ৩৫ শতাংশ এবং উৎপাদন-শিল্প খাতে মোট কর্মসংস্থানের হার ২৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্বশর্ত হলো শিল্পায়ন এবং উন্নত দেশ মানেই শিল্পোন্নত দেশ। তাই এদেশের শিল্পায়নে টেকসই উন্নয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় নতুন আইন প্রণয়ন, সংস্কার ও বিধিমালা প্রণয়ন করছে। সে লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র আইন, ২০১৯ এবং জাতীয় এসএমই নীতিমালা ২০১৯, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন করেছে। এসব আইন, নীতি দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আরএডিপি বাস্তবায়ন

(২) শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বা উন্নয়ন বাজেট। এ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ একদিকে যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৫০টি অনুমোদিত প্রকল্প (বিনিয়োগ-৪৬, কারিগরি সহায়তা-৩ ও নিজস্ব অর্থায়নে-১) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব প্রকল্পের অনুকূলে চলতি আরএডিপিতে মোট ৪,০৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪০৬০.৯৭ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯৯.১৭ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে মোট ৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

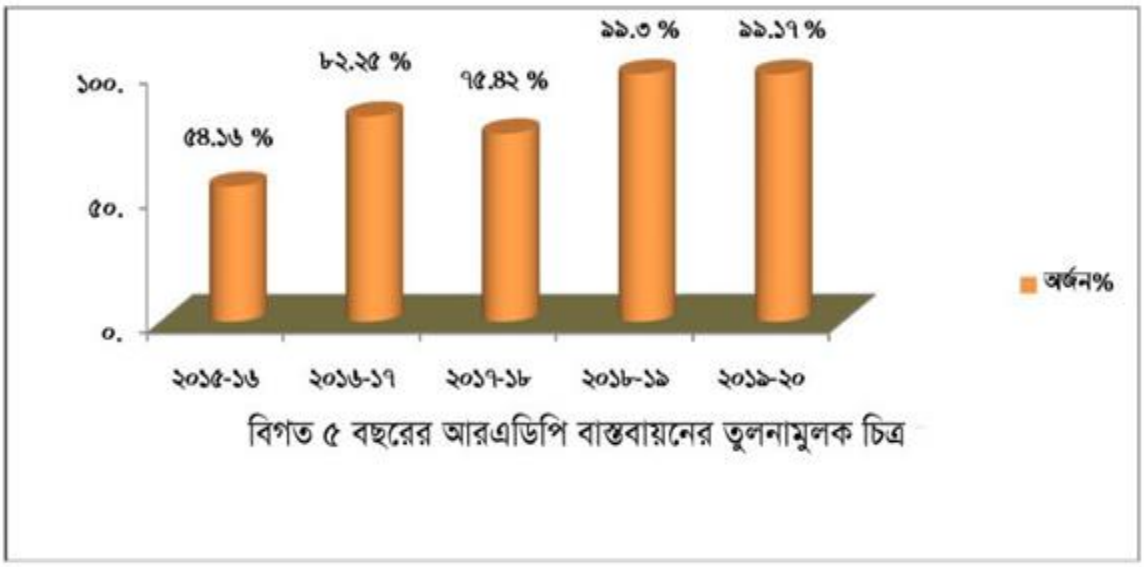

বিগত ৫ বছরের আরএডিপি বাস্তবায়নের তুলনামুলক চিত্র

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

(৩) সরকারের নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ১৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সচিব এবং দপ্তর/সংস্থার পক্ষে স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণও ২৩ জুন ২০১৯ তারিখে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। দপ্তর/সংস্থার প্রধান এবং স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থার মাঠপর্যায়ের অফিস প্রধানগণের মধ্যেও ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এপিএ-এর আলোকে ওয়ার্কিং এপিএ (Working APA) প্রণয়ন

(৪) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) যথাযথভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুবিভাগওয়ারি বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণপূর্বক ওয়ার্কিং এপিএ প্রণয়ন করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার প্রতিটি কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কোন অনুবিভাগ/কর্মকর্তা তদারক করবে তাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিমাসে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ প্রধানগণ ওয়ার্কিং এপিএ-তে নিজ নিজ কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং সার্বিক বিষয়ে পর্যালোচনান্তে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। শিল্প মন্ত্রণালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এবং ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি: অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

চিত্র: শিল্প মন্ত্রণালয়ের 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা' সংক্রান্ত বুকলেট।

সরকারের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা (IAP) প্রণয়ন

(৫) শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সরকারের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। IAP বাস্তবায়নের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর তা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে সকলের মধ্যে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা (IAP) বাস্তবায়নের ফলে ইতিবাচক দিক

(৬) আইএপি প্রণয়নের মাধ্যমে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কর্মে প্রত্যেকের দায়বদ্ধতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা (IAP) প্রণয়নের ফলে নিম্নবর্ণিত ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে:

- চিনি উৎপাদন গত বছরের তুলনায় প্রায় ১৩ হাজার মেট্রিক টন অর্থাৎ ১৯ শতাংশ বেশি হয়েছে যা বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ উৎপাদন;

- মোলাসেস যথাসময়ে বিক্রয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে;
- চিনির রিকভারি রেট গড়ে গত বছরে ৫.৮৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৫.৮৬ শতাংশ হয়েছে। চিনি আহরণ হার ০.০৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- চিনি কলের ব্রেক ডাউনের পরিমাণ ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে;
- বিগত ২-৩ বছরের অবিক্রিত ১,২৪,২৫৩.৬০ মেট্রিক টন চিনি জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯-এর মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ বিক্রি সম্পন্ন হয়েছে;
- মিলগুলোর পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে আখ প্রাপ্তি ২.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপনে গৃহীত কার্যক্রম

(৭) ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০’ প্রদানের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবেদনকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এ সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে মতামত সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বেসরকারিখাতে স্বীকৃতি ও প্রণোদনা

(৮) জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতি বছরের ন্যায় ২৯ জুন ২০১৯ তারিখে ১৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ‘রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৭’ প্রদান করা হয়েছে। ২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ৪৮ জনকে সিআইপি (শিল্প) ২০১৭ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং প্রথমবারের মতো উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমে বলিষ্ঠ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ৩টি ব্যবসায়ী সংগঠনকে ইনস্টিটিউশনাল এ্যাপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

দেশীয় পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সৃষ্টিতে মেলার আয়োজন

(৯) টেকসই শিল্পখাতের বিকাশে শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র স্থাপন, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন পণ্যের প্রচার, প্রসার, বাজার সৃষ্টিতে এবং পণ্য বৈচিত্র্যকরণের জোরদার প্রয়াসের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৩টি মেলা আয়োজন করেছে এবং দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত ১৬টি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

চিত্র: ৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে অগ্রগতি

(১০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসডিজির ১৭টি অভীষ্ট বাস্তবায়নে সরকারের ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসাবে কাজ করছে। এসডিজি অভীষ্ট ৯ বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে। শিল্প মন্ত্রণালয় এসডিজি'র ৪টি টার্গেট (২.৩, ৯.২, ৯.৩, ৯.৪)-এর ক্ষেত্রে লিড মন্ত্রণালয় হিসাবে, ২টি টার্গেটে কো-লিড (৬.৪, ৮.২) হিসাবে এবং ৪৪টি টার্গেটে এ্যাসোসিয়েট হিসাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ৪টি টার্গেটে ২০২০ সাল পর্যন্ত (স্বল্পমেয়াদি) ১০৫টি, ২০২৫ সাল পর্যন্ত (মধ্যমেয়াদি) ৫০টি ও ২০৩০ সাল পর্যন্ত (দীর্ঘমেয়াদি) ১০টিসহ মোট ১৬৫টি প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসডিজি ডকুমেন্ট-এর সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথা– নির্বাচনি ইস্তেহার-২০১৮, এপিএ, শিল্পনীতি ২০১৬, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদি align করা হয়েছে। দেশের ৩৯টি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২টি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট। এ দুটি হলো: (ক) জিডিপিতে উৎপাদন-শিল্প খাতের (ম্যানুফ্যাকচারিং) অবদান ৩৫ শতাংশ এ উন্নীত করা; (খ) উৎপাদন-শিল্প খাতে মোট কর্মসংস্থানের হার ২৫ শতাংশ এ উন্নীত করা। ২০২০, ২০২৫ ও ২০৩০ সালে দেশের জিডিপিতে উৎপাদন ও শিল্পখাতের অবদানের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট বাস্তবায়নের কৌশলপত্র হিসাবে 'Mainstreaming SDGs for the Ministry of Industries' শিরোনামে একটি পুস্তক প্রকাশের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ই-ফাইলিং-এ সফলতা

(১১) সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে বর্ণিত একটি অন্যতম কৌশলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা (কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩.২১)। এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-ফাইলিং বা ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়ায় নথি নিষ্পন্ন এবং কর্ম সম্পাদন একটি অন্যতম ডিজিটাইজেশন উদ্যোগ। শিল্প মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রথম-৪র্থ স্থান অর্জন করে আসছে। এটুআই থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মধ্যম ক্যাটাগরির ১৫টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ২০২০ সালের প্রথম ৬ মাসের মধ্যে ফেব্রুয়ারি বাদে অবশিষ্ট ৫ মাসেই শিল্প মন্ত্রণালয় শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রায় শতভাগ কার্যক্রম ই-নথিতে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

(১২) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে দপ্তর/সংস্থা প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ৩টি শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নামের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ই-সেবা ও ইনোভেশন

(১৩) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ই-সেবা বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

- পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে জাহাজ আমদানির এনওসি প্রদান: আবেদনকারী eksheba.gov.bd-এর মাধ্যমে আবেদন করলে আবেদনটি ই-নথিতে চলে যায় এবং ই-নথির মাধ্যমে নথি কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর ই-নথির মাধ্যমে ই-মেইলে এনওসি প্রদান করা হয়;
- স্টেশনারি মালামালের ইনভেন্ট্রি সফট্ওয়্যার: স্টেশনারি মালামালের ইনভেন্ট্রি সফট্ওয়্যার চালু করা হয়েছে ফলে অল্প সময়ে মালামালের সঠিক হিসাব বের করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি অনলাইনে কর্মকর্তাগণ মালামালের রিকুইজিশন দিতে পারছেন;
- ইনোভেশন হিসাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার তৈরিকৃত এমআইএস রিপোর্টসমূহের জন্য ১টি এমআইএস রিপোর্ট আর্কাইভ সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে।

কাজের গতিশীলতা ও সেবার মান বৃদ্ধি

(১৪) শিল্প মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সেবাপ্রদানে দীর্ঘসূত্রতা পরিহার, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং জনগণকে উন্নত সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) সংক্রান্ত একটি বুকলেট প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে। এ বুকলেটে মন্ত্রণালয়সহ-এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিসমূহ সংযোজন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে সেবার মান অধিক বৃদ্ধিতে নিম্নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- যে সকল তথ্য ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে সরবরাহ করা সম্ভব তা সংশ্লিষ্ট ওয়েব পোর্টালে সংযোজন করা হয়েছে। ফলে জনসাধারণকে এসব তথ্যের জন্য অফিসে আসতে হচ্ছে না। ঘরে বসেই তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন।
- সেবা প্রদানের জন্য সিটিজেনস চার্টার হালনাগাদকরণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সেবাগ্রহীতাদের মতামত গ্রহণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এসব বাস্তবায়নের ফলে সেবার মান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিটিজেনস চার্টার পরিবীক্ষণ করে তিন মাস পর পর রিপোর্ট প্রদানের জন্য একাধিক পরিবীক্ষণ টিম গঠন করা হয়েছে এবং পরিবীক্ষণ টিমের জন্য একটি 'পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা ছক' প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছে। অনুবিভাগসমূহের মাসিক সমন্বয় সভায় এবং মন্ত্রণালয়ের মাসিক সভায় সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত সিটিজেনস চার্টার-এর সঙ্গে GRS-এর লিংক প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রদান সম্পর্কে জনগণের অভিযোগ/মতামত জানানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রাপ্তসেবা বিষয়ে সেবাগ্রহীতার মতামত গ্রহণের জন্য একটি মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ৪টি সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং ৪টি ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন করেছে।
- প্রাপ্ত পত্রাদি যথাসময়ে উপস্থাপন এবং দ্রুত নিষ্পত্তি কার্যকর করে ন্যূনতম সময়ে জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নথি উপস্থাপনের সময় মন্ত্রণালয়ে পত্র গ্রহণের তারিখ, শাখায় গ্রহণের তারিখ এবং নথি নিষ্পত্তির জন্য বিধান অনুসারে সর্বোচ্চ সময়সীমা উল্লেখ করার জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত একটি সিল প্রস্তুত করে সকল শাখায় সরবরাহ করা হয়েছে এবং পত্রাদি উপস্থাপনকালে উক্ত সিল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- শিল্প মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের পেনশন সংক্রান্ত ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে কর্মকর্তাগণ কখন পিআরএল-এ গমন করবেন তা সহজেই জানা যাচ্ছে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় থেকে পেনশন কিংবা অন্যত্র বদলি হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এ মন্ত্রণালয় থেকে অবমুক্ত করার সময় তাঁর নিকট কোনো পাওনা না থাকলে একটি না-দাবি প্রত্যয়ন পত্র দেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

(১৫) মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শেষে জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট ছকে প্রশিক্ষণের বিষয়াবলির সঙ্গে বাংলাদেশে প্রয়োগযোগ্য ক্ষেত্রসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করে প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং সেটি সকল কর্মকর্তার উপস্থিতিতে উপস্থাপন করা হয়। ফলে কর্মকর্তার প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান উপস্থাপনার মাধ্যমে সকলে অবগত হন। প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গৃহীত হয়। মন্ত্রণালয়ের ইনহাউজ প্রশিক্ষণে প্রতিজনকে বছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ফিডব্যাক প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন/ফিডব্যাক ছক পূরণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এপিএ'র

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তর যথা: বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি), ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। একইভাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, গবেষণা, কারিগরি সহায়তা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রব্য উৎপাদন/সেবার মান বৃদ্ধি, দক্ষ জনবল তৈরি ও কর্মপদ্ধতি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

খাদ্য নিরাপত্তায় সার শিল্প ও সার ব্যবস্থাপনা

(১৬) দেশের কৃষি উৎপাদনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)-এর সার কারখানাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে দেশের অভ্যন্তরীণ ইউরিয়া সারের চাহিদা মিটানো এবং সুলভমূল্যে কৃষকদের নিকট সার সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে আধুনিকায়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নতুন সার কারখানা স্থাপন ও বিদ্যমান সার কারখানাগুলোর প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিসিআইসি ৮ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার, ১ লক্ষ মেট্রিক টন টিএসপি সার, ০.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন ডিএপি সার উৎপাদন ও ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আমদানিপূর্বক মোট ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া বিতরণের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উৎপাদন ও আমদানির মাধ্যমে রাসায়নিক সার নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের ফলে বিগত ১ বছরে রাসায়নিক সারের কোন ঘাটতি হয়নি।

(১৭) সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য প্রথম পর্যায়ে দেশের ১৩টি জেলায় ৬০২.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৩০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ এবং ২য় পর্যায়ে ৩৩টি জেলায় ১৯৮৩.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫,১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(১৮) জলবায়ু পরিবর্তন রোধে পরিবেশ সংরক্ষণ, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে পুরাতন ঘোড়াশাল ও পলাশ সার কারখানার পরিবর্তে ১০,৪৬০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৯ লক্ষ ২৪ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন একটি ইউরিয়া সার কারখানা 'ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প (জিপিইউএফপি)'-বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভৌত কার্যক্রমের হার ১০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

রাসায়নিক, প্লাস্টিক এবং ঔষধ শিল্প

(১৯) দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ঢাকায় অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থ মজুদের গুদাম ও কারখানাসমূহ নিরাপদ স্থানে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট ১,৭৮৬.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে তিনটি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প তিনটি হলো ৭৯.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) কর্তৃক 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ' প্রকল্প, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) কর্তৃক ১,৬১৫.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ' এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) কর্তৃক ৯১.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে 'রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ' প্রকল্প। ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কেমিক্যালস, হালকা প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক পণ্য, প্লাস্টিক, মুদ্রণ শিল্প-কারখানাসমূহকে ঢাকার নিকটবর্তী কেরানীগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জে পরিবেশবান্ধব শিল্পপার্কে স্থানান্তরের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ পুরোদমে চলছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত কার্যক্রমের হার ১২ শতাংশ, বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত কার্যক্রমের হার ২৭ শতাংশ, বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত কার্যক্রমের ৮০ শতাংশ এবং বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ স্থাপনে সম্পাদিত ভৌত কার্যক্রমের হার ৩২ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

(২০) মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ২০০ একর জমিতে সকল অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও সিইটিপিসহ ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্পপার্ক প্রকল্পটি স্থাপিত হয়। এতে ২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৪১টি প্লটের পজেশন বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের সিইটিপি এবং আউটলেট ড্রেন ব্যতীত সকল ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মেইন আউটলেট ড্রেন নির্মাণের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উদ্যোক্তা তহবিলে সিইটিপি ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি (বিএপিআই) ভারতীয় একটি কোম্পানিকে কার্যাদেশ প্রদান করেছে। সিইটিপি ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজের জন্য বাংলাদেশ ঔষুধ শিল্প সমিতি API Industrial Park Services Ltd. নামে একটি কোম্পানি গঠন করেছে। উক্ত কোম্পানি সিইটিপি, ডাম্পিং ইয়ার্ড ও ইনসিনারেটর নির্মাণকাজ শুরু করেছেন।

দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান

(২১) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক),বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি), ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০,০৭৪ জনকে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ও ১৩,৩২৮ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একইভাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, গবেষণা, কারিগরি সহায়তা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রব্য উৎপাদন/সেবার মান বৃদ্ধি, দক্ষ জনবল তৈরি ও কর্ম পদ্ধতি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিসিক-এ ৫১,১৪৭ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। Poverty Reduction through Inclusive and Sustainable Markets (PRISM) প্রকল্পের আওতায় মোট প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৪০ ভাগ আত্মকর্মসংস্থান এবং ৬০ ভাগের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বিটাক-এর আওতায় এসইআইপি ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের ৪৫ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

লবণ শিল্প ও লবণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ

(২২) লবণ একটি অত্যন্ত জরুরি ভোজ্য ও শিল্প পণ্য। বিভিন্ন শিল্পে লবণ একটি অপরিহার্য উপাদান। ২০১৯-২০ অর্থবছরের লবণ মৌসুমে ১৫.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে এবং ৮.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন ভোজ্য লবণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ করা হয়েছে। এতে ভোজ্য লবণ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং লবণের মূল্য বৃদ্ধির গুজব তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিহত করে লবণের বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে। বিসিক সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে লবণে পরিমিত মাত্রায় আয়োডিনযুক্তকরণের জন্য ২৭০টি লবণ মিলে বিনামূল্যে সল্ট আয়োডেশন প্লান্ট স্থাপন করেছে। এতে দেশ থেকে দৃশ্যমান গলগন্ড রোগ নির্মূল হয়েছে।

ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ

(২৩) বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ভোজ্যতেলের সঙ্গে পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন 'এ' মিশ্রণ বাধ্যতামূলক করে জনগণের ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত সমস্যা দূরীকরণে ভোজ্যতেলকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে এবং 'ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩' পাশ হয়। সরকার কর্তৃক এ আইনটি বাস্তবায়নের ফলে সারাদেশের জনগণ ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল গ্রহণ করছে। এর ফলে ভিটামিন 'এ'-এর ঘাটতিজনিত রোগব্যাধি (যেমন: রাতকানা রোগ, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি) থেকে জনসাধারণ মুক্তি পাচ্ছে এবং উন্নত জাতি গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ করা হয়েছে।

পরিবেশ উপযোগী চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন

(২৪) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী খাত। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পকে একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব ও প্রতিযোগিতামূলক খাতে রূপান্তর করে এ শিল্পের সক্ষমতা অর্জন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি সময়াবদ্ধ

কর্মপরিকল্পনাসহ 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে চামড়া ও চামড়া পণ্য রপ্তানি ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে (মোট জিডিপির ১ শতাংশ বর্তমানে ০.০৫ শতাংশ) উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে।

(২৫) চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে হাজারিবাগস্থ ট্যানারি শিল্প সাভারস্থ চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীর ২০০ একর জমিতে ২০৫টি প্লট ১৫৫টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সেখানে ১৫৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১৩০টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে। সাভারে পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্প নগরীর Common Effluent Treatment Plant (CETP) নির্মাণকাজ ৯৮ শতাংশ শেষ হয়েছে এবং পরিচালনার জন্য Dhaka Tannery Industrial Estate Waste Treatment Plant Company Limited নামে একটি কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কোম্পানি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে CETP সিইটিপি (সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট) নির্মাণ করে এর ৪টি মডিউল ২৪ ঘণ্টাই চালু রয়েছে রয়েছে। তরল বর্জ্য পরিশোধন কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে সলিড ওয়েস্টসহ স্লাজ ম্যানেজমেন্টের জন্য ৩টি ডাম্পিং ইয়ার্ডের নির্মাণকাজ চলমান। দেশের অন্য অঞ্চলে আরও ৩টি চামড়া শিল্প নগরী (ঢাকা, চট্রগ্রাম ও রাজশাহী) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়ন

(২৬) শিল্প মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪৩টি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে আমদানি করা হয়েছে। ২৫-ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮-এর ৮ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় প্রতি বছর গড়ে ২০০টি পুরাতন জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের অনুমতি প্রদান করে থাকে। এ সকল জাহাজ ভেঙে প্রায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টন লোহা/স্টিল পাওয়া যায়, যা কাঁচা লোহার দেশীয় চাহিদার শতকরা ৬০-৭০ ভাগ পূরণ করে থাকে। এ খাতে প্রায় ৩৫ হাজার লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে এবং প্রতি বছর দেশের অর্থনীতিতে প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকার অবদান রাখছে। হংকং কনভেনশন কমপ্লায়েন্স সনদ অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- International Maritime organization (IMO)-এর কারিগরি সহায়তায় এবং নরওয়েজিয়ান সরকারের সার্বিক সহায়তায় Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh (SENSREC phase-11) প্রকল্পের মাধ্যমে কমপ্লায়েন্ট শিল্প রিসাইক্লিং শিল্পখাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০ জনকে মাস্টার ট্রেইনার হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৭০০ জনের মধ্যে ৪৬০ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ কর্তৃক হংকং কনভেনশন রেটিফিকেশন এবং এ কনভেনশন প্রতিপালন বিষয়ে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- নরওয়েজিয়ান সরকার এবং আইএমও'র সহায়তায় সীতাকুন্ড শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের বর্জ্য ট্রিটমেন্ট, স্টোরেজ ও ডিসপোজালের জন্য আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা বা TSDF স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে নির্গত বর্জ্য ছাড়াও আশেপাশের এলাকার সরকারি-বেসরকারি শিল্প-কারখানার বর্জ্যও পরিশোধন করা যাবে।
- চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার শিপ রিসইক্লিং জোনে অবস্থিত জাহাজ ভাঙা শিল্প কারখানাগুলোকে পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে শিপ রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটি প্ল্যান (SRFP) প্রণয়নে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এর আওতায় ইতোমধ্যে ৮২টি প্রতিষ্ঠান হংকং কনভেনশন অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ে কর্মপরিকল্পনা জমা দিয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে ৮০টি এ্যাকশন প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

(২৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)-এর আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- বরগুনা জেলার তালতলীতে ১০৫.৫০ একর জমির ওপর জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন হবে। এ লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
- পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার চরনিশানবাড়িয়া ও মধুপাড়া মৌজায় ১০০ একর জমিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপন করা হবে। সে লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই চলমান রয়েছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাত

(২৮) দেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সরকারের উন্নয়ন কৌশলে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসাবে চিহ্নিত রয়েছে। শ্রমঘন শিল্প হিসাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাত এ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ও কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) হস্ত ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি করেছে। এরূপ একটি উদ্যোগ হচ্ছে বিসিক-এর মৌ পালন প্রকল্প। বিসিক-এর এই মৌ পালন প্রকল্পের ফলে বর্তমানে দেশে প্রায় ২৫ হাজারের বেশি প্রশিক্ষিত মৌচাষী রয়েছেন এবং দেশে গতবছর ২,৬২৭ মেট্রিক টন মধু উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত মধু বিদেশে রপ্তানি হয়। পাশাপাশি, বর্তমানে বিসিক শিল্পনগরীতে ৭৯৯টি রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট রয়েছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে যাদের রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য ৫৯ হাজার ৪১৫ কোটি টাকা যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১৩ শতাংশ। আবার, দেশে আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশের ২০ শতাংশ বিসিক শিল্পনগরী থেকে তৈরি করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিসিক শিল্পনগরীসমূহে থেকে সরকারকে ৪,২৬১ কোটি টাকার ভ্যাট প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) শিল্প খাত

(২৯) বাংলাদেশে ক্ষুদ্র এ মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) বেসরকারিখাতে ব্যবসা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে কর্মসংস্থান, আয়বণ্টন, অর্থনৈতিক গতিশীলতা, উদ্ভাবন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এদেশে ৭৮ লক্ষ এসএমই শিল্প ৭০-৮০ শতাংশ কর্মসংস্থান এবং জিডিপিতে ২৫ শতাংশ অবদান রেখে চলছে। এসএমই একটি শ্রমনিবিড়, স্বল্প পুঁজি-নির্ভর ও উৎপাদন সময়কাল স্বল্প হওয়ায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এসএমই ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম। ক্ষুদ্র এ মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) খাত এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ১,২, ৫, ৮ ও ৯ অর্জনে অবদান রাখছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশন ১টি জাতীয় মেলা, ২৮টি আঞ্চলিক মেলার আয়োজন ও ৬টি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। ২৩৫ জন এসএমইকে বিনা জামানতে ৯ শতাংশ হারে ঋণ প্রদান করেছে। ৬৪০ জন উদ্যোক্তাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে এবং ৩,৫৯৬ জন উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে ১০০ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ ও ৬০ জন নারী উদ্যোক্তা জেন্ডার সেনসিটাইজেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। এ সময়ে ২০টি লাগসই প্রযুক্তি ও কৌশল চিহ্নিতকরণ করা হয় এবং ১০টি লাগসই প্রযুক্তি ও কৌশল হস্তান্তর করা হয়।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

(৩০) দেশে ডাবল কেবিন পিকআপ (L-200) সংযোজনের জন্য জাপানের মিৎসুবিসি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

(৩১) বাংলাদেশ এবং নেপালের মধ্যে ৬ মার্চ ২০২০ তারিখে ব্যবসা-বাণিজ্য অধিক প্রসারের লক্ষ্যে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) এবং নেপালের জাতীয় মানসংস্থা Department of Food Technology and Quality Control (DFTQC)-এর মধ্যে পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(৩২) পরিবেশবান্ধব ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী চিনি ও লিকার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে থাইল্যান্ড, জাপান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৩টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিএসএফআইসি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৩৩) আধুনিক ফুড বেকারি স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের Al-Afaliq Group-এর সঙ্গে বিএসএফআইসি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৩৪) বাংলাদেশের কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পখাতের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জাইকার (JICA) সঙ্গে শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি ঋণ চুক্তি ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তি অনুযায়ী স্বল্প সুদে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাপান সরকার প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা অর্থায়ন করবে। এর আওতায় কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ হারে ঋণ সুবিধা পাবেন।

(৩৫) ২৯ জুন ২০২০ তারিখে ছাতক সিমেন্ট বা এর নিকটস্থ জায়গায় যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি নতুন সিমেন্ট ও ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদিআরব/Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) -এর সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মাদ্রিদ প্রটোকল ও Patent Cooperation Treaty (PCT)-তে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি

(৩৬) স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে মাদ্রিদ প্রটোকলভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীগণের ট্রেডমার্কদের প্রবেশাধিকার সহজলভ্য করা, বিদেশে বাংলাদেশি ট্রেডমার্ককে সহজে ব্রান্ডিং হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং দেশে বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে মাদ্রিদ প্রটোকলে যোগদান করা জরুরি। Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Marks (Madrid Protocol)-এ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রস্তাবটি ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে।

(৩৭) দেশের মূল্যবান মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও শিল্পে এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করার জন্য Patent Cooperation Treaty (PCT)-তে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। PCT System হচ্ছে Patent Application Filing পদ্ধতি, যা দ্বারা বিশ্বের PCT-এর সদস্যভুক্ত সকল দেশে প্যাটেন্টের জন্য আবেদন করা যায়। তবে সংশ্লিষ্ট দেশের National Patent Law অনুযায়ী প্যাটেন্টের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ PCT-এর সদস্যভুক্ত হলে প্যারিস ইউনিয়ন ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্যাটেন্ট দরখাস্তকারীগণ স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে বাংলাদেশেও পেটেন্ট-এর আবেদন করার সুবিধা পাবে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশ থেকে অধিক সংখ্যক পেটেন্ট দরখাস্ত প্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে এবং সেইসঙ্গে দাখিলকৃত বিদেশি Patent Specification ও Application-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের বিষয়ভুক্ত প্রযুক্তি বাংলাদেশের প্রযুক্তিকে সমৃদ্ধ করবে। এ লক্ষ্যে PCT-তে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবটি ২৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে।

করোনা ভাইরাসজনিত অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্ম উদ্যোগ

(৩৮) করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নেয়া হয়েছে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের প্রতি সরকারি কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা বিবেচনায় রেখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সদিচ্ছা, নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় এবং সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিরলস নেতৃত্বদান, মনিটরিং এবং সময়োপযোগী নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ সাধারণ সময়ের চেয়েও বেশি দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন। শিল্প মন্ত্রণালয় একেবারেই শুরু থেকেই পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জরুরি ও প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড যাতে সম্পাদন করা যায়, মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা যায় এবং বাসায় বসে ডিজিটালি কর্মসম্পাদন করা যায় এজন্য প্রয়োজনীয় অফিসিয়াল প্রস্তুতি, ভার্চুয়াল অবকাঠামো, লজিস্টিক সাপোর্ট, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সাধারণ ছুটি কার্যকর হওয়ার পূর্বেই সম্পন্ন করা হয়। উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সচল রাখা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন অব্যাহত রাখাসহ বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে (অনলাইনে) যাবতীয় দৈনন্দিন কর্মকান্ড অব্যাহত রাখা হয়েছে। করোনা ভাইরাসজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে শিল্পখাতের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নসহ ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য নির্দেশনাসমূহ পরিকল্পিত উপায়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে শিল্প খাতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪-৫ শতাংশ সুদে বৃহৎ শিল্পে (উৎপাদন ও সেবা) ৩০,০০০

কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (উৎপাদন ও সেবা) ২০,০০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য বরাদ্দকৃত ঋণ বিতরণ একটি কমিটির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান করছে। অতি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের ঋণ কর্মসূচির আওতায় আনার জন্য বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে যথাক্রমে ৬০০ ও ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য সচিব, অর্থ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

শিল্পখাতের অপরিহার্য উপাদান বয়লার ব্যবস্থাপনা

(৩৯) শিল্পখাতে বয়লার একটি অন্যতম অপরিহার্য যন্ত্র। কিন্তু বয়লার নিয়মিত মান পরীক্ষা, পরিদর্শন এবং মনিটরিং না করলে তা শিল্পখাতে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের কর্মপরিধি এবং সক্ষমতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের প্রায় ৯০ শতাংশ কারখানায় স্থানীয়ভাবে নির্মিত বয়লার ব্যবহৃত হচ্ছে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো সহজতর করা ও পরিদর্শন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০ জুলাই ২০১৯ তারিখে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের আওতাধীন খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় নতুন ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন ও ৪২টি বয়লার পরিদর্শক-এর পদসহ রাজস্ব খাতে ১২০টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত শূন্য পদগুলো পূরণ সাপেক্ষে আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ স্থাপনপূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হলে বয়লার দুর্ঘটনা শূন্যের কোঠায় চলে আসবে। প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৫০টি বয়লারের অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও ৫,৫৭৬টি বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়ন পত্র নবায়ন করেছে। দেশে স্থানীয়ভাবে বয়লার নির্মাণে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে এবং ১৩৭টি বয়লারের নির্মাণ সনদ প্রদান করা হয়েছে। ১৭১ জন বয়লার অপারেটরকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়েছে।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বা হালকা প্রকৌশল শিল্প

(৪০) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প দেশের বিভিন্ন শিল্প খাতের জন্য আমদানি-বিকল্প যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও উপকরণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে ভূমিকা পালন করছে। এ কারণেই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে 'Mother of All Industries Sectors' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। দেশব্যাপী ১৮টি জেলায় মোট ৩১টি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার রয়েছে। এসব ক্লাস্টারে ৪০,০০০ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। দেশীয় শিল্প খাতের উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২০ সালকে 'হালকা প্রকৌশল শিল্পের বছর' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে হালকা প্রকৌশল শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দেশে ব্যাপক মাত্রায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ সেক্টরকে উন্নত করতে হলে কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল (সিএনসি) মেশিন ব্যবহারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের এসব অসুবিধা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'বিটাকের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেস্টিং সুবিধাসহ টুল এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপন' প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মেটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কাজে উচ্চ প্রযুক্তি ও উচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের ইনস্টিটিউট স্থাপন বাংলাদেশে এটাই প্রথম প্রকল্প। স্থাপিত এ টুল এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়ন ও বিকাশসহ সঠিক মানের পণ্য উৎপাদন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। হালকা প্রকৌশল শিল্পে দেশের একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে মোটর সাইকেল শিল্প। মোটর সাইকেল খাতে দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে উচ্চতর মান, নিরাপত্তা এবং পরিবেশের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে, প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে শক্তিশালী এবং উদীয়মান ভেন্ডরসমূহের উৎপাদন নেটওয়ার্ক গঠনের ফলে এ শিল্পের নিরাপদ বুনিয়াদ সৃষ্টি সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯৬৯টি মোটরগাড়ি, ২,৯৫৩টি মোটরসাইকেল সংযোজন এবং ৫৪২ মেট্রিক টন বৈদ্যুতিক তার উৎপাদন করা হয়েছে।

দেশে মানসম্পন্ন পণ্য/সেবাসামগ্রী উৎপাদন, পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ ও ভেজাল প্রতিরোধ

(৪১) বিএসটিআই বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় মাননির্ধারণী প্রতিষ্ঠান। দেশে উৎপাদিতপণ্য ও সেবার গুণগত মান প্রণয়ন ও মানোন্নয়নের পাশপাশি আমদানিকৃত পণ্যের মান সংরক্ষণেও বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮০টি পণ্যের মান প্রণয়ন এবং ৫,২০০টি পণ্যের সার্টিফিকেশন মার্কস প্রদান করা হয়েছে। ভেজাল প্রতিরোধে ২,৯০০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং ৫,৫৯,১৭৯টি বিভিন্ন পণ্যের মান পরীক্ষা করা হয়েছে। জনস্বার্থে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)-এর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৫১.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বিএসটিআই'র সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদরসহ ৩টি জেলায় (ফরিদপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার) বিএসটিআই অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করে বিএসটিআইকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। পণ্যের মান আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫৪টি ল্যাবরেটরি/সংস্থার (৪২টি টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি, ৩টি মেডিকেল ল্যাবরেটরি, ৬টি পরিদর্শন সংস্থা ও ৩টি সনদপ্রদানকারী সংস্থা) অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় মান অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করেছে।

উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ খাত

(৪২) উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রেক্ষাপটে দেশে নানাবিধ খাতে উদ্ভাবন বাড়ছে। একইসঙ্গে বাড়ছে দেশের মেধাসম্পদের সুরক্ষা এবং উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানের গুরুত্ব। বিশেষ করে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তীর্ণ হবার প্রাক্কালে দেশের মেধাসম্পদ ও উদ্ভাবনের প্যাটেন্ট সুরক্ষা, দেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্যের নিবন্ধন, সুরক্ষা এবং ভৌগোলিক নির্দেশক মালিকানা স্বত্ব সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। তাই দেশের উদ্ভাবন, মেধাস্বত্ব খাত এবং ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা প্রদানের জন্য সরকার নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছে যার সুফল ইতোমধ্যে দেশের জনগণের নিকট দৃশ্যমান হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে ১৮,৭১০টি ট্রেডমার্কস আবেদন, ৫০৫টি প্যাটেন্ট আবেদন, ২,৩০৪টি ডিজাইন আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৩,৪১২টি ট্রেডমার্কস আবেদন নবায়ন করা হয়েছে।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

(৪৩) শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উৎপাদনশীলতাকে 'জাতীয় আন্দোলন' হিসাবে ঘোষণা করেন। এর ধারাবাহিকতায় অক্টোবর ২০১১ থেকে ২ অক্টোবরকে 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' হিসাবে পালন করা হচ্ছে। এ বছরও ৮ম বারের মতো জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন করা হয়। গত ২২ জুলাই ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশের শিল্প, সেবা, কৃষিসহ বিভিন্নখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাপানভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) কর্তৃক প্রণীত দশ বছর মেয়াদি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্ল্যান ২০২১-২০৩০' এপিও'র সেক্রেটারি জেনারেল ড. শান্তি কনকতানাপর্ন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি'র কাছে হস্তান্তর করেন। এতে বলা হয়েছে, ১৯৯৫ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশের শ্রম উৎপাদনশীলতা ৩.৮ শতাংশ হারে বেড়েছে। এ মাস্টার প্ল্যানে ২০২১-২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক গড় উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি ৫.৬ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষিখাতে গড়ে ৫.৪ শতাংশ, শিল্পখাতে ৬.২ শতাংশ এবং এবং সেবাখাতে ৬.২ শতাংশ উৎপাদনশীলতা বাড়বে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রণীত এ মাস্টার প্ল্যানের বাস্তবায়ন জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এনপিও মোট ৫৭টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করেছে।

৪৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে ২০২০ সালকে সরকার কর্তৃক 'মুজিববর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন কার্যক্রমসহ একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিক এবং শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে নির্মিত ডকুমেন্টারি টেলিভিশনে প্রচার করা হচ্ছে।

(২) করোনা মহামারির সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মন্ত্রণালয়ের আগমন-নির্গমনের করিডোরে দুটি ফ্লোরে ২টি জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ (সার্জিক্যাল মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভস) বিতরণ করা হয়।

(৩) মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত সংক্রমণ প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার, কার্যক্রম গ্রহণ, তথ্য ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য ইমারজেন্সি টিম গঠন করা হয়।

(৪) মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশ করা হয়।

(৫) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৫ আগস্ট ২০১৯ জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়।

(৬) ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(৭) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় সীমিত পরিসরে মে দিবস ২০২০ ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২০ উদ্‌যাপন করা হয়।

(৮) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩,৫৩১ জন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে ১১.০৮ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে মৃত্যুজনিত কারণে ১,০৭৬ জনকে ২১.৫২ কোটি টাকা; চিকিৎসা বাবদ ৪৮৮ জনকে ১.২৫ কোটি টাকা ও শিক্ষাবৃত্তি বাবদ ৩৬৩ জনকে ০.৭২ কোটি টাকা শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৯) মন্ত্রণালয়ে Task Management System (TMS), Personal Management Information System (PMIS), Meeting Management System, Online Based ICT Support System, স্থাবর সম্পত্তির ডাটাবেইজ ব্যবস্থাপনা সফট্‌ওয়্যার, সিসিটিভি এবং ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

(১০) Inventory Management and Requisition System চালু করা হয়েছে। ফলে সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে এবং অপচয় রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। রিট মামলা ডাটাবেজ ও মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

(১১) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে শ্রমিক হেল্পলাইন ১৬৩৫৭ টোল ফ্রি হটলাইন নম্বর চালু ও সিটিজেন চার্টার ব্যত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগ সিস্টেম চালু করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার সময়ে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের বেতন, বোনাস যথাযথভাবে প্রদান নিশ্চিত এবং শ্রম অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা হয়।
- অধিদপ্তর কর্তৃক ৩৭,৩২৮টি কারখানা/দোকান/প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন অনুযায়ী পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা, ১,৬৬০টি কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত, ৯০২টি সেফটি কমিটি গঠন, ৮,৬৬৬টি লাইসেন্স প্রদান এবং ৫,২০৬টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

- অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করার লক্ষ্যে টোল-ফ্রি নম্বরসমূহ দৃশ্যমানকরণ, সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেবাবক্স হালনাগাদ করা হয়েছে।

চিত্র: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে গাইডলাইন চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলের সভা।

- জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলের ৯ম সভায় 'কর্মস্থলে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রশমনে/নিয়ন্ত্রণে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশনা' কর্মস্থলে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রশমন বিষয়ক স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP)' এবং 'চেকলিস্ট' অনুমোদন করা হয়।
- করোনা ভাইরাস বিষয়ে শ্রমিক ও মালিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ লক্ষ পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। চিকিৎসকগণের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫১২ জন সেবাপ্রত্যাশীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- Labour Inspection Management Application (LIMA)-এর মাধ্যমে সেইফটি কমিটি, দুর্ঘটনা প্রতিবেদন, অনলাইন লাইসেন্সিং এবং অভিযোগ দাখিল বিষয়ক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শ্রম অধিদপ্তর

(১২) শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তর থেকে ৪০০টি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ৪টি সিবিএ নির্বাচন, ৫টি সালিশ আবেদনের নিষ্পত্তি, ৪৩৬টি অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১৩) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০,০৩৫ জনকে প্রশিক্ষণ, ৬৬,৪৪৫ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, ৩০,৭৬৪ জনকে পরিবার পরিকল্পনা সেবাপ্রদান ও ১,০৫,২৮৫ জনকে বিনোদনমূলক সেবাপ্রদান করা হয়েছে।

(১৪) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক 'শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা' নামক মোবাইল অ্যাপস, অনলাইন অভিযোগ সিস্টেম, অনলাইন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়েছে এবং 'শ্রমিকের স্বাস্থ্যকথা' অ্যাপসটির মাধ্যমে শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা সহজে স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে।

নিম্নতম মজুরি বোর্ড

(১৫) নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক প্লাস্টিক, রি-রোলিং মিলস, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহণ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি হারের সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪৮. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কল্যাণ অনুদান

(১) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে জাতীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ৩,৭৫৬ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদেরকে মোট ৫ কোটি ৮১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮০০ টাকা প্রদান করা হয়।

(২) ৩৮ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের চিকিৎসার জন্য এককালীন বিভিন্ন হারে মোট ৬৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

(৩) দেশের করোনাকালীন ৬,৯৬০ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের এককালীন বিভিন্ন হারে মোট ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ

(৪) জাতীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১,৪৫২টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন হারে মোট ৭,০৬,৮৭,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

(৫) বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট-এর তহবিলের অর্জিত মুনাফা থেকে ৬০০ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদেরকে ৫,০০০ টাকা হারে সর্বমোট ৩০ লক্ষ টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

(৬) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারের অনুকূলে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা 'বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান বরাদ্দ এবং বই নির্বাচন ও সরবরাহ সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২০' অনুযায়ী ৭৩২টি গ্রন্থাগারের অনুকূলে অনুদান প্রদান করা হয়।

(৭) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২টি বিভাগীয়/জেলা বইমেলার মধ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ সময়ে ৫টি বিভাগীয়/জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৮) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬-২০ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় এবং ২৯ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে।

(৯) 'অনলাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে সেবা প্রদান শুরু হয়েছে।

(১০) জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১ জন সুধীকে একুশে পদক-২০২০ প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পদকপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দকে পদক প্রদান করেন।

চিত্র: 'একুশে পদক ২০২০' প্রদান করছেন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে পদকপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দ।

(১১) নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আয়োজনে, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে জাতীয় পর্যায়ে বিজয় ফুল প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের অংশগ্রহণে সাতটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় বিজয়ফুল (শাপলা) তৈরি, মুক্তিযুদ্ধের গল্প রচনা, কবিতা লেখা, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, একক অভিনয় ও চলচ্চিত্র নির্মাণ। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

চিত্র: বিজয় ফুল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি।

(১২) গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বপুরুষদের পৈতৃক আবাসস্থল' প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও স্থাপত্য ডকুমেন্টেশন হিসাবে সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

চিত্র: সংস্কার পরবর্তী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বপুরুষদের পৈতৃক আবাসস্থল।

(১৩) ১৭ মার্চ ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 'শত শিল্পীর অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত, শিশু সংগীত, থিম সং ও যন্ত্রসংগীত' এবং 'চিত্রপটে দৃশ্যকাব্য বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক প্রযোজনা পরিবেশন করা হয়।

(১৪) ডিজিটাল ফরম্যাটে পহেলা বৈশাখ ১৪২৭ উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলা নববর্ষ ১৪২৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ডিজিটাল ফরম্যাটে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন ও সকল সরকারি/বেসরকারি টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়।

(১৫) ২৫ বৈশাখ/৮ মে ২০২০ তারিখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী ডিজিটাল ফরম্যাটে উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ডিজিটাল ফরম্যাটে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন ও সকল সরকারি/বেসরকারি টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়।

(১৬) ১১ জ্যৈষ্ঠ/২৫ মে ২০২০ তারিখে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১২১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ডিজিটাল ফরম্যাটে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন ও সকল সরকারি/বেসরকারি টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়।

(১৭) করোনাকালীন সময়ে ডিজিটাল মাধ্যমে নজরুল-রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হওয়ায় উক্ত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সাশ্রয় করে অতিরিক্ত ১ কোটি টাকার বই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।

(১৮) মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সংস্কৃতিমনস্ক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি চর্চা' কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৪টি জেলায় 'সংস্কৃতি চর্চা' কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৯৪৫টি বিদ্যালয়ে হারমোনিয়াম ও তবলা সরবরাহ করা হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃতি চর্চার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষকগণকে সম্মানী প্রদান করা হয়।

(১৯) ১০ জানুয়ারি ২০১৯ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। দেশের সকল জেলা-উপজেলায় উৎসবটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(২০) অমর একুশে গ্রন্থমেলা: প্রতি বছরের মতো ২০২০ সালেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করেন। এবার ২ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩:০০টায় গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করা হয়। মেলা ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর ৫৫৪টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৮৬৯ ইউনিটের স্টল এবং ৩৪টি প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছাড়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, লিটল ম্যাগাজিন, মিডিয়া ও সামাজিক সংগঠনসমূহ মেলায় অংশগ্রহণ করে। গ্রন্থমেলায় এবার জমাপ্রাপ্ত তালিকা অনুসারে ৪,৯১৯টি নতুন বই প্রকাশিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত গ্রন্থ 'আমার দেখা নয়াচীন' বইমেলায় ব্যাপক সাড়া জাগায়। গ্রন্থমেলায় সর্বাধিক মানসম্মত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'চিওরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' এবং সেরা গ্রন্থের জন্য 'মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। সর্বাধিক মানসম্মত শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার' এবং অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নান্দনিক অঙ্গসজ্জার জন্য 'শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

(২১) বাংলা একাডেমি প্রতিবেদনাধীন বছরে ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।

(২২) কোভিড-১৯ বিষয়ে সম্পাদিত কার্যক্রম:

- দেশে কোভিড-১৯ করোনা বিরোধী লড়াইয়ে যারা সামনে থেকে লড়ে যাচ্ছেন তাঁদেরকে স্মরণ, অভিনন্দন এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চ্যানেল আই-এর সহযোগিতায় 'হবে জয়, হে নির্ভয়' শীর্ষক একটি টিভিসি নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত টিভিসি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকীতে দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সম্প্রচার করা হয়েছে।

- দেশে করোনা বিরোধী লড়াইয়ে সম্মুখ সারির যোদ্ধাদের স্মরণ, অভিনন্দন এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় 'কে আছো জোয়ান' শীর্ষক একটি টিভিসি নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত টিভিসি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস ১২ ভাদ্র ১৪২৭/২৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সম্প্রচার করা হয়েছে।
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে দুস্থ সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুদান প্রদানের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি কোভিড-১৯-এর সংক্রমণের কারণে সাময়িকভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া সারাদেশের ১২ হাজার সংস্কৃতিকর্মীদের এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(২৩) অন্যান্য:

(ক) বিদেশি শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক দলের অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনকরণ;

(খ) ২১ ফেব্রুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস;

(গ) ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন; এবং

(ঘ) ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদতবার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন।

৪৯. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৪৪ লক্ষ জনকে বয়স্ক ভাতা, ১৭ লক্ষ জনকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, ১৫.৪৫ লক্ষ জনকে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, ৯৯ হাজার ৫০০ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৯৩,০০০ জনকে বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়েছে। দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ও ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিতে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

(২) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ২৮তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২১তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

(৩) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিষদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৮৫৮ জন প্রশিক্ষাণার্থীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২৬,৫১৬ জন ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা এবং ৫,৩৫৯টি প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(৫) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিউটিক সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ৩,৩৯,০৫৫ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা ৭,৯০,৮৬৬ জন।

(৬) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সঙ্গে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আলোকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বেসরকারি সংস্থায় চাকরি প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

চিত্র: ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স 'সুবর্ণ ভবন' উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

(৭) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় প্রায় ৮০ কোটি টাকায় ব্যয়ে অত্যাধুনিক জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবনটি উদ্বোধন করেন যা বর্তমানে 'সুবর্ণ ভবন' নামকরণ করা হয়েছে।

(৮) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক সারা দেশে ১,২২০ জন অসুস্থ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(৯) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের শনাক্তকরণ ও মাত্রা নিরূপণের জন্য অটিজম এসেসমেন্ট টুলস এ্যান্ড এ্যাপস প্রণয়ন এবং Validation করা হয়েছে।

(১০) ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত দেশের ২১টি জেলার ৭৭টি উপজেলার ৭১৭টি ইউনিয়ন/পৌরসভায় প্রায় ১১ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৮৩ জন ভাতাভোগীর মধ্যে ইলেকট্রনিক উপায়ে (জিটুপি) ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে।

(১১) শিশু আইন, ২০১৩-এর আলোকে বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১২) ১৫ আগস্ট ২০১৯ স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়।

(১৩) 'নববর্ষ ১৪২৭ এবং ঈদুল ফিতর ২০২০' উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা কার্ড মুদ্রণের জন্য ৪৪ জন অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশু শিল্পীদের আঁকা ৪৪টি ছবি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়।

(১৪) সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক (শ্রেণি ও জেলাভিত্তিক) চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে।

(১৫) পবিত্র ঈদুল ফিতর, ২০২০ (১৪৪১ হিজরি) যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন ও সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

(১৬) স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাধারণ ছুটির মধ্যে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় তৃতীয় কিস্তি (জানুয়ারি-মার্চ)-এর নিয়মিত ভাতা বিতরণ এবং চতুর্থ কিস্তি (এপ্রিল-জুন)-এর অগ্রিম ভাতা বিতরণ করা হয়েছে।

(১৭) বিশেষ ত্রাণ বিতরণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৩ কোটি টাকা ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে ২৩.৪৭ কোটিসহ সর্বমোট ২৬.৪৭ কোটি টাকা দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

(১৮) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে হাসপাতালে আগত ৫ লক্ষ ৭০ হাজার অসহায় ও দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, রক্ত, বস্ত্র, ক্রাচ, হুইলচেয়ার, কৃত্রিম অঙ্গ প্রভৃতি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) প্রবেশন এ্যান্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,০৮০ জন ব্যক্তি প্রবেশন/জামিনে মুক্ত ও আফটার কেয়ার কার্যক্রমের আওতায় ২,৮৭৯ জন উপকৃত হয়েছেন।

(২০) ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে 'Disability Information System' শিরোনামে একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সফট্‌ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।

(২১) বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম সংবলিত লিফলেট মাঠপর্যায়ের সকল কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়েছে। ইউটিউবে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সরকারি সেবা কার্যক্রমের ৪০টি ভিডিও জনসাধারণের জন্য আপলোড করা হয়েছে।

(২২) সমাজসেবা অধিদপ্তরের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য ও নোটিশ নিয়মিত প্রচার করা হয়েছে। বিভিন্ন খাতের প্রাপ্ত বরাদ্দসমূহ যথাসময়ে উপজেলা পর্যায়ে শতভাগ প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

(২৩) মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও ইউনিয়ন সমাজকর্মী/কারিগরি প্রশিক্ষকগণকে মোটরসাইকেল ক্রয়ের সুদমুক্ত বিশেষ ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

(২৪) দেশব্যাপী ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,৭৫০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকায় ৩০টি স্থানে বিলবোর্ড/স্টিল স্ট্যান্ড বোর্ড মেরামত ও পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।

(২৫) মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকা থেকে ২৪০ জন ভিক্ষুককে আটক এবং তাদের মধ্য থেকে ১২০ জনকে বিভিন্ন সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৫৬৯টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে এবং ৬৫টি সংস্থাকে নামের ছাড়পত্রের অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।

(২৭) ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০ হাজার রোগীকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(২৮) চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭টি জেলার মোট ২৫টি উপজেলায় চা বাগানসমূহে ৪৯,৯০০ জন চা-শ্রমিকের মধ্যে এককালীন ৫ হাজার টাকা করে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(২৯) বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)-এর আওতায় প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রকল্পে প্রশিক্ষণের পর অনুদানপ্রাপ্ত সকল পেশাজীবীর প্রতিষ্ঠান/দোকান/ব্যবসা কেন্দ্র গুগল ম্যাপিং করা হচ্ছে। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপায়ণ এবং রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে মাইলফলক ভূমিকা পালন করছে।

(৩০) প্রকল্পভুক্ত কার্যালয়গুলোতে iBAS^{++}-এর মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে সকল প্রকার ব্যয়ে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে।

(৩১) জাতীয় সমাজসেবা দিবস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস, প্রবীণ দিবস, বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবসসহ জন্মশতবার্ষিকী দিবস পালনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫০. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(১) কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬; সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এবং সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা হয়। এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের হয়রানি হ্রাস, উন্নতসেবা প্রদান ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(২) জাতীয় ও আঞ্চলিক জেলা মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থার পাশাপশি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে গঠিত ২০টি মনিটরিং টিম কাজ করে যাচ্ছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৬ জন অতিরিক্ত সচিব, ২ জন যুগ্মসচিব, ২০টি মনিটরিং টিম ও ৬৫টি সড়ক বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়সাধনের জন্য দায়িত্ব পালন করছেন। মনিটরিং টিমের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই টিম দেশের জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কসমূহে নির্বিঘ্নে যান চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ও পিএমপি কর্মসূচিভুক্ত কাজের গুণগতমান ও অগ্রগতি মনিটরিং করেছে।

(৩) দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন চাহিদার প্রেক্ষিতে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং মেরামত ও সংস্কারের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এতে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ সহজতর হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের 'Highway Development and Management (HDM)' সার্ভে রিপোর্ট জানুয়ারি ২০১৯ অনুযায়ী জাতীয় মহাসড়ক ৮১.৮৫ শতাংশ, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৮৪.০৫ শতাংশ ও জেলা মহাসড়ক ৮০.১৫ শতাংশ 'Good to Fair Condition'-এ রয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে সকল শ্রেণির মহাসড়ক 'Good to Fair Condition'-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(৪) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে বর্তমানে ১৮টি ত্রি-পক্ষীয় অডিট টিম কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অডিট টিম কর্তৃক ২২টি ত্রি-পক্ষীয় সভা, ৩০৭টি অগ্রিম আপত্তির ব্রডশিট জবাব পূর্ত অডিট অধিদপ্তর এবং ফাপাড-এ প্রেরণ করা হয়। ৭৭৩টি অডিট আপত্তি পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও ফাপাড কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়।

(৫) উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বসহ নিয়মিতভাবে মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যালোচনা সভা তিন অংশে বিভক্ত করে প্রথম অংশে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প, দ্বিতীয় অংশে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ এবং শেষ অংশে সার্বিকভাবে অন্যান্য জিওবি প্রকল্প ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য গঠিত মনিটরিং টিম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করার পরও এ বিভাগের সচিবের উপস্থিতিতে ১০টি সড়ক জোনের প্রতিটিতে গণশুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে জনগণের ভোগান্তি নিরসন করা যায়।

(৬) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও চলমান প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে ১৯টি প্রকল্পের ওপর ১৯টি অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটির সভা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ৩৯টি প্রকল্পের ওপর ৪১টি বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা এবং ৬০টি প্রকল্পের ওপর ৬১টি স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। করোনা ভাইরাস মহামারিতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে জন্য অনলাইনে ১০টি প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি সভা এবং ৭টি প্রকল্পের ওপর বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৭) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এ বিভাগের ১৩-২০ গ্রেডের শূন্য পদে ৩২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ১৩-২০ গ্রেডের ২১টি শূন্য পদে নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৮) করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অফিসের প্রবেশমুখে জীবাণুনাশক স্প্রে মেশিন স্থাপন, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, স্যাভলন এবং সাবান ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। আক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(৯) সচিবালয় নিদের্শমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণিবিন্যাস ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাছাই করে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে 'গ' ও 'ঘ' শ্রেণির মোট ১৩০টি নথি বিনষ্ট করা হয়েছে।

(১০) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাৎসরিক ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রণীত সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল, ২০১৬ অনুযায়ী এ বিভাগের সকল গ্রেডের কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০,৩৮০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫,৯৭৫ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৩ শতাংশ বেশি। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নবযোগদানকৃত ১৩-২০ গ্রেডের ৩২ জন কর্মচারীকে ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশনএবং ২১ দিনের ফাণ্ডামেন্টাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে ১০-১৬ গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২টি ব্যাচে আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনায় ৫ দিনব্যাপী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের ওপর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার গ্রেড ৯ ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোর্টিং, সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ, সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিষয়ে ওয়ার্কশপ/কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করা হয়।

(১১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল গ্রেডের কর্মচারীর মধ্যে যারা অবসরে যাচ্ছেন তাদের পেনশন কেইস দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করা হয়। অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসসমূহ মাসিক সমন্বয় সভায় পরিবীক্ষণ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন অফিস সহায়ক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের গ্রেড ৯ থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের ৩৭ জন কর্মকর্তার অনুকূলে পেনশন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

(১২) বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর পক্ষে এ বিভাগের সচিবের মধ্যে ১৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একইভাবে দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১৯ জুন ২০১৯ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এ বিভাগের আওতাধীন মাঠপর্যায়ে অধঃস্তন অফিসসমূহের সঙ্গে ১৫ জুন ২০১৯ তারিখের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(১৩) জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে Right to Information নামে একটি লিংক রয়েছে। জনসাধারণের নিকট থেকে প্রাপ্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত আবেদনের শতভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

(১৪) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে Grievance Redress System (GRS) লিংকে যে কোনো ব্যক্তি এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকান্ডের ওপর অভিযোগ উত্থাপন ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১৮৩টি অভিযোগ ও পরামর্শ পাওয়া যায়। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার শতভাগ।

(১৫) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ১৫ আগস্ট ২০১৯-এ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সর্বস্তরের কর্মচারী ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

(১৬) কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত দুটি সভায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২টি পুরানো মাইক্রোবাস এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বিআরটিএ ও ডিটিসিএ'র ৪৬টিসহ সর্বমোট ৪৮টি যানবাহন কনডেম ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিভাগের অকেজো ঘোষণাকৃত ২টি মাইক্রোবাস নিলামে বিক্রি করে নতুন ২টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।

(১৭) BBIN MVA'র অধীনে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যৌথ উদ্যোগে Dhaka-Siliguri-Gangtok-Dhaka and Dhaka-Siliguri-Darjeeling-Dhaka route-এ বাসের ট্রায়াল রান ১২-১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১৮) ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে BBIN MVA স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে BBIN MVA বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল অনুসমর্থন করেছে। কিন্তু ভুটান এখনও চুক্তিটি অনুসমর্থন না করায় চুক্তির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। চুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ভারতের দিল্লিতে BBIN-MVA-এর অধীনে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উক্ত তিনটি দেশের মধ্যে ত্রি-দেশীয় প্যাসেঞ্জার ও কার্গো প্রটোকল স্বাক্ষরের লক্ষ্যে এডিবি কর্তৃক ইআরডি-এর মাধ্যমে প্রেরিত খসড়া সমঝোতা স্মারকের চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত প্রটোকল দুটি স্ব-স্ব দেশ অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা (স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন) করে চূড়ান্ত করবে।

(১৯) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ২০১৯-২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অর্জিত মান ৯৭.৮২ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বিভাগ থেকে খন্দকার রাকিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও জনাব মোঃ কামাল হোসেন, কম্পিউটার অপারেটর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(২০) যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যানজটবিহীন দ্রুত গমনাগমনের সুবিধার্থে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মেঘনা ও গোমতী সেতুর টোল প্লাজায় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন চালু করা হয়। পরবর্তী সময়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভৈরব) সেতুর টোল প্লাজাসহ ২০১৯-২০ অর্থবছরে লালনশাহ সেতু (পাকশী সেতু) এবং শাহ আমানত (র) সেতুর (কর্ণফুলী সেতু) টোল প্লাজায় ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংযোজন করা হয়।

(২১) নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়ণের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিমসমূহ কর্তৃক 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' ও 'সেবা সহজীকরণ' কর্মশালায় অনুশীলনকৃত বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সৃজনকৃত উদ্ভাবনী ধারণার মধ্যে 'সড়ক ও সেতু নির্মাণ মনিটরিং' ও 'মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোর্টিং' এ্যাপস চালু করার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলমান রয়েছে। অনলাইনে সড়ক নকশা প্রণয়নের জন্য তথ্য গ্রহণ, নকশা প্রদান ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 'বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ' অ্যাপস উন্নয়নের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক কাউন্টার স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ঢাকায় বহুতল ভবন ও আবাসন প্রকল্পে যানবাহন প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচল সংক্রান্ত নকশা অনুমোদন ও এতদসংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণে 'ট্রাফিক সার্কুলেশন সার্টিফিকেট সেবা' পুরোপুরি অনলাইনকরণের উদ্দেশ্যে ডিটিসিএ-এর মূল ওয়েবসাইটের (dtca.gov.bd) সঙ্গে সংযুক্ত একটি ওয়েবপেইজ ডেভেলপমেন্ট-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Rapid Pass ক্রয় ও রিচার্জ প্রক্রিয়া সহজলভ্য করার লক্ষ্যে অনলাইনে সেবাট প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিআরটিএ'র যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন, অনলাইনে মোটরযানের ট্যাক্স-টোকেন নবায়ন এবং ঘরে বসে অনলাইনে রুট পারমিট ইস্যু করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

(২২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ৬০টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এর মধ্যে তিনটি প্রতিশ্রুতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৭টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম-এর আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৭১টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৪২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ২১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অবশিষ্ট ৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ– ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে শহিদ শেখ কামাল, শহিদ শেখ জামাল ও শহিদ শেখ রাসেল সেতু, পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক নির্মাণ, নেত্রকোণা জেলায় মদন-খালিয়াজুরি সাবমার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণসহ বালাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মৌড়াইল রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, পিপিপি ভিত্তিতে ঢাকা বাইপাস মহাসড়ক উভয়পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, আশুগঞ্জ-নবীনগর মহাসড়ক পাকাকরণ, নারায়ণগঞ্জে বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ, কুড়িগ্রাম জেলায় দুধকুমার নদীর ওপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ, সুনামগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর রানীগঞ্জ সেতু নির্মাণ এবং পায়রা নদীর ওপর লেবুখালী সেতু নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(২৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় ২০টি প্রকল্প পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত ছিল। প্রকল্পসমূহ পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের জন্য যাচাই-বাছাই চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত পিপিপি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ:

- উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) ৪-লেন উন্নীতকরণের জন্য ৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ২৩৬.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'সার্পোট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস)' শীর্ষক লিংক প্রজেক্ট শেষ পর্যায়ে রয়েছে;

- উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) পিপিপি ভিত্তিতে ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী নিয়োগের লক্ষ্যে মূল্যায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের জন্য একটি লিংক প্রজেক্টের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে;
- উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ককে এক্সপ্রেসওয়ে-তে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Transaction Advisor নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং নিয়োজিত Transaction Advisor কর্তৃক খসড়া ফিজিবিলিটি রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে;
- পিপিপি পদ্ধতিতে উভয়পাশে সার্ভিস লেন নির্মাণসহ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকল্পটি জাপানের সঙ্গে জিটুজি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক BUET-কে Transaction Advisor নিয়োগ করা হয়েছে;
- ঢাকা আউটার রিং রোড (দক্ষিণ অংশ) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির জন্য পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Transaction Advisor নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক টেকনিক্যাল স্টাডি সম্পন্ন করার জন্য পরার্মশক নিয়োগ করা হয়েছে;
- পিপিপি-এর আওতায় ঢাকা (জয়দেবপুর)-ময়মনসিংহ (এন-৩) প্রকল্পটি কোরিয়ার সঙ্গে জিটুজি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সম্মতি গ্রহণপূর্বক অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি -এর অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি উক্ত কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হলে পিপিপি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে Transaction Advisor নিয়োগ করা হবে;
- ডিটেইল্ড ডিজাইন, কন্সট্রাকশন, অপারেশন এন্ড মেইন্টেন্যান্স অব ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-২ প্রকল্পটি জাপানিজ জিটুজি (পিপিপি) ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য সিসিইএ থেকে নীতিগত অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পটির বেসিক স্টাডি সম্পন্ন করেছে। এ পর্যায়ে প্রকল্পটির প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি করার কার্যক্রম নেওয়া হচ্ছে;
- ডিটেইল্ড ডিজাইন, কন্সট্রাকশন, অপারেশন এন্ড মেইন্টেন্যান্স অব ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৪ প্রকল্পটি পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(২৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতের আওতায় ৭৮.৬৬ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ১৯২.৬০ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ৫৮.৯৭ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ১,৮৬৮.৭২ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ফেসিং, ১,৪১৫.৫৩ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ১,৫৩১.৫৪ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতিকরণ, ৮৫টি সেতু ও ৭৫২টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ৮৬২.৩১ কিলোমিটার ওভারলে, ৫৪.৭৬ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ৩১.৭৮ কিলোমিটার এসবিএসটি, ৪৪.১০ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট এবং ২৭টি সেতু ও ১১৯টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

(২৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ মোট ২৩টি প্রকল্প সমাপ্ত করেছে। সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

- কুয়েত ফান্ডের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে নির্মিত শাহ আমানত (রঃ) সেতু (তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু)-এর উভয় প্রান্তের যানজট নিরসনে ৩৪৬.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুর চট্টগ্রাম প্রান্তে বহদ্দারহাট থেকে সেতু পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে এবং কক্সবাজার প্রান্তে ৩ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে;

- ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা বাইপাস জাতীয় মহাসড়ক এবং ভুলতা-রূপগঞ্জ ও ভুলতা-আড়াইহাজার আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহের সংযোগস্থল ভুলতা বাজার এলাকার যানজট নিরসনে ৩২০.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট ১,২৩৮ মিটার দীর্ঘ গ্রেড সেপারেটেড ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়;

চিত্র: ভুলতা ফ্লাইওভার।

- ৬২১.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা জোনের আওতাধীন মোট ১৩৪.২০ কিলোমিটার গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পটি ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে;
- ৪৩৯.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কুমিল্লা জোনের আওতাধীন মোট ১৬৮.৬৩ কিলোমিটার গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পটি প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে;
- মুন্সীগঞ্জ জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ১৬৭.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ২৯টি সেতু স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রকল্পটি ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে;
- জামালপুর জেলা সদরের সঙ্গে মাদারগঞ্জ উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ১২৫.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে জামালপুর-মাদারগঞ্জ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে;
- ১১৯.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২.৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ফরিদপুর (বদরপুর) সালথা-সোনাপুর-মুকসুদপুর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীত করা হয়েছে;
- ১০৮.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ এলেঙ্গা-ভূঞাপুর-চরগাবসারা আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রশস্ততা ৫.৫ মিটার থেকে ৭.৩ মিটারে উন্নীতকরণসহ মহাসড়কের ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও ১টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ প্রকল্পটি ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে;
- ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা সদর থেকে বেতুয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত ৭.৩০ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নত করার লক্ষ্যে ৪২.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত প্রকল্পটি ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে।

(২৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এর মধ্যে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট বিনিয়োগ প্রকল্প ১৮টি ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১২টি। চলমান বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নরূপ:

- ১১,৮৯৯.০১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২-এর আওতায় ১৯০.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম করিডোর দিয়ে আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগ উন্নত হবে। এ মহাসড়ক পরবর্তী সময়ে ভারত ও নেপালের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাবান্ধা সীমান্ত পর্যন্ত এবং ভারত ও ভুটানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বুড়িমারী সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ১৭.৬৬ শতাংশ;
- ৩,৫৬৭.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়কের উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৬টি সেতু, ২টি রেলওয়ে ওভারপাস, ৩টি আন্ডারপাস, ৩৬টি কালভার্ট, ১০টি ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ করার সংস্থান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ২১.০৩ শতাংশ;
- ৮,৪৮৬.৯৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ৪-লেনবিশিষ্ট ৩টি সেতু যথাক্রমে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ শীতলক্ষ্যা সেতু (দ্বিতীয় কাঁচপুর), মেঘনা নদীর ওপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও গোমতী নদীর ওপর ১,৪১০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেতুসমূহে যান চলাচল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেছেন। পুরাতন সেতুসমূহের পুনর্বাসনসহ প্রকল্পের মূল কাজ প্রায় সমাপ্ত। বর্তমানে তিনটি সেতুর এ্যাপ্রোচে ৩টি ফুটওভার ব্রিজসহ আনুষঙ্গিক কাজ চলমান রয়েছে;
- সরকারের ক্রমবর্ধমান বহির্বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশের ব্যস্ততম চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের পরিপূরক হিসাবে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দর উন্নয়ন এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বন্দর সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭,৭৭৭.১৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ৮৮২,১.৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০.৬৫ কিলোমিটার ৪-লেন মহাসড়ক (২-লেন প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত + ২-লেন সার্ভিস মহাসড়ক) ও ১৭টি সেতু নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে এটি হবে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর;
- বৈদেশিক সহায়তায় ৫,৫৯৩.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়কের উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে মহাসড়ক পথে যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অংশের সংশ্লিষ্ট মহাসড়ক নেটওয়ার্ক পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৯টি স্থানে উড়াল সড়ক, ৫৩টি ব্রিজ, ৭৬টি কালভার্ট, ১৩টি আন্ডারপাস, ৩০টি যাত্রী ছাউনি, সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ও পথচারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে সড়কের উভয়পাশে ২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ড্রেনসহ ফুটপাত নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৭০.২৩ শতাংশ;

চিত্র: জয়দেবপুর-টাংগাইল-এলেংগা মহাসড়ক।

- গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাতায়াত দ্রুত করার লক্ষ্যে ৪,২৬৮.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রতিঘণ্টায় উভয়দিকে ২৫ হাজার যাত্রী পরিবহণে সক্ষম বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ২৭.৮৮ শতাংশ;
- ৩,৬৮৪.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)-এর আওতায় এশিয়ান হাইওয়ে করিডোর AH-1ও AH-41-এ অবস্থিত ৬৯০ মিটার দীর্ঘ নতুন কালনা সেতু নির্মাণ এবং ১৬টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরের এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। সার্বিক অগ্রগতি ৩৩.৩৮ শতাংশ;

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি-মাওয়া এবং পাচ্চর-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে এবং ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-এর নির্মিত ২৫টি সেতু ও তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ৬-লেন বিশিষ্ট এ্যাপ্রোচ সড়কের উদ্বোধন করেন।

- ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের লেবুখালীতে পায়রা নদীর ওপর ১৪৪৭.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১,৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতুর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এ সেতু নির্মিত হলে পায়রা সমুদ্রবন্দর ও সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটার সঙ্গে সারাদেশের নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সার্বিক অগ্রগতি ৪৮.১৩ শতাংশ;
- দেশের পশ্চিমাঞ্চলের ৮২টি ঝুঁকিপূর্ণ ও সরু সেতু পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে ২,৯১১.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ২৫টি সেতুর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সকল সেতু শুভ উদ্বোধন করেছেন। সার্বিক অগ্রগতি ৪৮.৫২ শতাংশ;
- ৮২১.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে কচা নদীর ওপর বেকুটিয়া পয়েন্টে ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ অষ্টম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৫৩.০৩ শতাংশ;
- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের একতা বাজার পয়েন্ট থেকে মাতারবাড়ি কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট পর্যন্ত ৪৩.৬৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীত করার লক্ষ্যে ৬৫৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় কোহেলিয়া নদীর ওপর ৬৮০ মিটার দীর্ঘ একটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে। সার্বিক অগ্রগতি ২৭.৬৪ শতাংশ;
- ৫৯৯.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সৈয়দপুর-মদনগঞ্জ পয়েন্টে ১,২৯০ মিটার দীর্ঘ তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেতুটি নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সঙ্গে সোনারগাঁও ও বন্দর উপজেলার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবে। সার্বিক অগ্রগতি ৬৩.০৮ শতাংশ;
- এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর অর্থায়নে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের কক্সবাজার-টেকনাফ অংশের উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪৫৮.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি ৩৮.১৩ শতাংশ;
- 'সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটিজ' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে সারাদেশের ১,৭৫২ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়কের উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং ডিটেইলড্ ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় লাস্ট মাইল কানেকটিভিটি ও মিসিং লিংক স্থাপনের জন্য ৭৩.৫১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আরও ৫৯০ কিলোমিটার গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক ধীরগতির যানবাহনের জন্য উভয় পার্শ্বে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনের সংস্থান রেখে ৪-লেনে উন্নীতকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইলড্ ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে।

(২৭) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি অর্থায়নে ১৮৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। চলমান প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

- ১০,৯৬৪.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৪.২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রাবাড়ি-মাওয়া (ইকুরিয়া বাবুবাজার লিংক রোডসহ) এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের মূল কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে মহাসড়কটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে;
- ৬,৩৯০.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ১৮৮টি জেলা মহাসড়কের সমন্বয়ে ২,৩৫৫.৫০ কিলোমিটার জেলা মহাসড়কের উন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি জোনের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০টি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;

- দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১,১৩৯.৫০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি সড়ক জোনের আওতায় মোট ৫,৪১৬.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১০টি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল, যার মধ্যে ঢাকা ও কুমিল্লা জোনের আওতাধীন প্রকল্প দুটি প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে;
- ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার জন্য ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ৩,৮৮৫.৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি লিংক প্রকল্প চলমান রয়েছে;
- কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ২,১৭০.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কুমিল্লা (টমছম ব্রিজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩০.৪০ শতাংশ;
- ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ১,৮৬৭.৮৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি ভূমি অধিগ্রহণ লিংক প্রকল্প চলমান রয়েছে;
- পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,৬৯৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রথম পর্যায়ে ৪টি মহাসড়কের সমন্বয়ে ৩১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ১২.৭৯ শতাংশ;
- শরীয়তপুর জেলার সঙ্গে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ১৬৮২.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রিজ এ্যাপ্রোচ) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প সম্প্রতি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;
- ক্রমবর্ধমান ওভারলোডের কারণে দেশের মহাসড়ক নেটওয়ার্কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১,৬৩০.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে;
- ১,৪৮৫.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ১৩.৩৮ কিলোমিটার মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৪৭.১৩ শতাংশ। এ মহাসড়কের মহিপাল থেকে চৌমুহনী পূর্ব বাজার পর্যন্ত ২-লেন অংশ ৪-লেনে উন্নয়নের জন্য ৭৪৭.০৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আরও একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ১৮.৯১ শতাংশ;
- ১,২০৯.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ভিত্তিতে হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য সহায়ক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ১,১৯০.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা জোনের আওতাধীন জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত ৮১টি ঝুঁকিপূর্ণ সেতু পুনর্নির্মাণ করা হবে;
- সিরাজগঞ্জ জেলার সঙ্গে বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৯৮৮.৬৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর মহাসড়ক এবং ২১.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)-ধুনট (সোনামুখী) মহাসড়ক দুটিকে যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;

- ৯৩৭.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-ঘোড়াশাল মহাসড়কের উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৫৬.৫৩ শতাংশ;
- ১০৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ি-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়কমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৮৮২.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ২৩.৯০ শতাংশ;
- ৮৭৪.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এর মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ জেলার নদী বিধৌত হাওড় অঞ্চল ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা তিনটি সংযোগকারী এবং সকল মৌসুমে ব্যবহার উপযোগী মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সার্বিক অগ্রগতি ৯৩.৩৩ শতাংশ;
- ৮৫৯.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে শরীয়তপুর (মনোহর বাজার)-ইব্রাহীমপুর ফেরিঘাট পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মাধ্যমে শরীয়তপুর ও চাঁদপুর জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করা হবে;
- ময়মনসিংহ জেলার সঙ্গে শেরপুর জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ৮৫৫.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে ৮৫৩.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ থানচি-রেমাক্রি-মোদক-লিকরি মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। একইসাথে এ মহাসড়ক বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মায়ানমার (বিসিআইএম) ইকোনমিক করিডোর-এর বিকল্প রুট হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। সার্বিক অগ্রগতি ৪৭.৫৯ শতাংশ;
- ভোলা জেলা সদরের সঙ্গে চরফ্যাশন উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে ৮৪৯.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৯৪.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভোলা (পরান তালুকদার হাট)-চরফ্যাশন (চরমানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- দেশের অর্থনৈতিক লাইফ-লাইন হিসাবে খ্যাত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখতে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ৭৯৩.১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মহাসড়কের দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশে চার বছরের জন্য পারফরমেন্স বেইজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ প্রকল্প চলমান রয়েছে;
- সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলাদ্বয়ের মধ্যে হাওড় অঞ্চলে নতুন সড়কপথ নির্মাণের লক্ষ্যে ৭৬৯.৩৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ১৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ শাল্লা-জলসুখা মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের সঙ্গে চামড়াঘাট বন্দরের সড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ৭৩১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৭.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ-সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ৭২৯.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩.৯৯ কিলোমিটার দীর্ঘ কিশোরগঞ্জ (বিন্নাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর-টোক জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ৪৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মাগুড়া-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণসহ যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭২৩.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;

- নেত্রকোণা জেলা সদরের সাথে কেন্দুয়া উপজেলা হয়ে ঈশ্বরগঞ্জের সঙ্গে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ৭১০.৭৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নেত্রকোণা-কেন্দুয়া-আঠারবাড়ি-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- বগুড়া জেলার সাথে নাটোর জেলা সদরের মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ৭০৭.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৩.৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)- নাটোর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক-এর সড়ক নিরাপত্তা উন্নত করার লক্ষ্যে মহাসড়কের নবীনগর থেকে নয়ারহাট ও পাটুরিয়াঘাট এলাকা প্রশস্তকরণসহ আমিনবাজার থেকে পাটুরিয়াঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটেড লেনসহ সার্ভিস লেন ও বাস-বে নির্মাণের লক্ষ্যে ৬৯৬.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ৩১.৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন-লালবাগ-কোম্পানিগঞ্জ-সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের (সম্পূর্ণ রিজিড পেভমেন্ট) লক্ষ্যে ৬২৬.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ মহাসড়ক নির্মিত হলে ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পাথর কোয়ারী থেকে ভারী যানবাহন সিলেট হয়ে সারাদেশে চলাচল নিরবচ্ছিন্ন হবে। সার্বিক অগ্রগতি ৭৮.৪৮ শতাংশ;
- খুলনা জেলা সদরের সঙ্গে তেরখাদা উপজেলার সড়ক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন করতে ৬১৭.৫৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দিঘলিয়া (রেলিগেট)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা মহাসড়কের প্রথম কিলোমিটারে ভৈরব নদীর ওপর ১,৩১৬.৯৬ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়কের কুষ্টিয়া শহরাংশের ১০ কিলোমিটার ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ ৩৩ কিলোমিটার যথাযথমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ৫৭৪.১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ৫৫৯.৫৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আন্তঃজেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলা) প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোণা জেলায় ৩৬ কিলোমিটার ও ময়মনসিংহ জেলায় ৪৪ কিলোমিটার মোট ৮০ কিলোমিটার (মহেশখোলা-তিনালি-হাতিপাগাড়) সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩৭.৮৯ শতাংশ;
- রাজশাহী জেলার সারদা থেকে নাটোর জেলার লালপুর হয়ে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার মধ্যে বিদ্যমান মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নত করতে ৫৫৪.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৪.৯১ কিলোমিটার দীর্ঘ বানেশ্বর (রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর-(নাটোর) ঈশ্বরদী (পাবনা) জেলা মহাসড়ক আঞ্চলিক মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারি থেকে রাউজান পর্যন্ত সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫২৮.৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ৫২৮.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭৭.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়ক ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততা থেকে উভয় পাশে হার্ড সোল্ডারসহ ৯.১৫ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ২২.৪৬ শতাংশ;
- সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারসহ বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মায়নমার-এর বিকল্প রুট হিসাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে ৫০৯.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৭.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ আলিকদম-জালানীপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী মহাসড়ক নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৭২.৯৬ শতাংশ;

- ৪৬৯.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭২.৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততা থেকে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৮১.৫৯ শতাংশ;
- বিভাগীয় শহর ময়মনসিংহ-এর সাথে জামালপুর জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ৪৬০.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৬.৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-চেচুয়া-মুক্তাগাছা মহাসড়কটিকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততা থেকে উভয়পাশে হার্ড সোল্ডারসহ ৯.১৫ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৬৩.০৩ শতাংশ;
- সিলেট অঞ্চল থেকে রাজধানী ঢাকায় যাতায়াতকারী যানবাহনের সুবিধার্থে ৪৫৬.৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফুট মহাসড়ক থেকে মাদানী এভিনিউ-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগসড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৪৪.৮৯ শতাংশ;
- ৪৪৯.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ লিংক সড়ক (সাইনবোর্ড-চাষাড়া) ৬-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সারাদেশের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের যোগাযোগ উন্নত হবে;
- ৪২৫.৮১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্প্রতি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে হস্তান্তরিত বামনডাংগা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ি-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণসহ উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ৪২১.৪৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ১৯.৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ১১.৬১ শতাংশ;
- নীলফামারী জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নত করার লক্ষ্যে ৪২১.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ, ডোমার-(বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা-(ভাদুরদরগাহ) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- পটুয়াখালী জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করার লক্ষ্যে ৪১৯.৮৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগসড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- চট্টগ্রাম জেলায় কর্ণফুলী নদীতে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন টানেলের সংযোগসড়ক জাতীয় মহাসড়কে রূপান্তরকরতঃ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ৪০৭.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১১.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ আনোয়ারা উপজেলা সংযোগ সড়কসহ উক্ত বহুলেন টানেলের সংযোগসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (শিকলবাহা-আনোয়ারা সড়ক) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নেটওয়ার্কে বিদ্যমান ফেরি ও পন্টুন নির্মাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৯৯.৭১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৬৫.০৫ শতাংশ;
- হাটহাজারি-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের চট্টগ্রাম অংশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৯৯.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অগ্রগতি ১১.৭৭ শতাংশ;
- ৩৬৮.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে যাত্রাবাড়ি (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-ডেমরা (সুলতানা কামাল সেতু) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ মহাসড়কের উন্নয়ন সম্পন্ন হলে দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে ঢাকায় চলাচলকারী যানবাহনের রাজধানীতে প্রবেশ ও প্রস্থান সহজ হবে। সার্বিক অগ্রগতি ৫.৬৩ শতাংশ;
- যশোর জেলার সঙ্গে সাতক্ষীরা জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ৩৬৬.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর (রাজারহাট)-মনিরামপুর-কেশবপুর-চুকনগর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে;

- ৩৫৮.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে যশোর-খুলনা মহাসড়কের যশোর জেলার পালবাড়ি থেকে রাজঘাট পর্যন্ত ৩৮ কিলোমিটার মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৮৫.০৫ শতাংশ;
- ১৭.৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে ৩৪৩.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৪৩.৬১ শতাংশ;
- খুলনা জেলা সদরের সাথে পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ৩৩৯.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৪.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ বেতগ্রাম-তালা-পাইকগাছা-কয়রা সড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ৫৯ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-ধানুয়াকামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণসহ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৩৫.৬৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ মহাসড়কের উন্নয়নের ফলে জামালপুর জেলার সাথে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ সহজ হবে। সার্বিক অগ্রগতি ৪২.১৬ শতাংশ;
- রাজশাহী বিভাগীয় শহর থেকে বিমানবন্দরের সড়ক যোগাযোগ নিরাপদ ও উন্নত করার লক্ষ্যে ৩২৬.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া মহাসড়কের বিন্দুর মোড় থেকে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত পেভমেন্ট ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ৩১৬.০২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৬.৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৮৩.৩৮ শতাংশ;
- বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল (চর কাউয়া) থেকে ভোলা (ইলিশা ফেরিঘাট) হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৩১২.৪৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ৩১০.০৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নেত্রকোণা-কলমাকান্দা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৫৪.৮৩ শতাংশ;
- ৩০৭.৮০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বেনাপোল স্থলবন্দরের সাথে বিদ্যমান মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৮.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৭১.৫০ শতাংশ;
- টাঙ্গাইল জেলার ভুয়াপুর থেকে জামালপুর জেলার তারাকান্দির মধ্যে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সহজ করার লক্ষ্যে ৩০৭.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৭.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ভুয়াপুর-তারাকান্দি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততা উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- ৩০২.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বরিশাল জেলা সদর থেকে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততা উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৫৪.৮৩ শতাংশ।

(২৮) চলমান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির সুবিধার্থে ৪০টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

- ২২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়কের উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল দিয়ে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে;

- দেশের পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে দুর্বল এবং এ অঞ্চলের দারিদ্র্যের হার অপেক্ষাকৃত বেশি। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নত করার মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার কমানোর উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 'Western Economic Corridor And Regional Enhancement (WeCare)' প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় হাটিকুমরুল-বনপাড়া-ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক এবং নাভারণ-সাতক্ষীরা-ভোমরা মহাসড়ককে উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করা হবে। এ করিডোর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক রুট হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। প্রথম পর্যায়ে এ প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্য ৪,৪৩০.৪৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ করিডোরের যশোর-ঝিনাইদহ অংশকে উভয়পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে;
- তামাবিল স্থলবন্দরের সঙ্গে সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় সম্ভাব্য ৩,৫৮৬.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৬.১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট-তামাবিল মহাসড়ককের উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে;
- পটুয়াখালী জেলায় বগা নদীর উপর ১,০২০ মিটার দীর্ঘ বগা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১১ মে ২০১৭ তারিখে চীন সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটি হবে নবম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু। ইতোমধ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে;
- বাগেরহাট জেলায় মংলা চ্যানেলের ওপর সম্ভাব্য ১,০৫০ মিটার দীর্ঘ মংলা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং চীন সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী 'The Plan of Special Assistance Project's of Bridge Construction' সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন। এ সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী নির্মিতব্য মংলা সেতুটি দশম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু হিসাবে বিবেচিত হবে;
- খুলনা জেলায় ঝপঝপিয়া নদীর ওপর সম্ভাব্য ১,০৪০ মিটার দীর্ঘ ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং চীন সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী 'The Plan of Special Assistance Project's of Bridge Construction' সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন। এ সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী নির্মিতব্য ঝপঝপিয়া সেতুটি একাদশ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু হিসাবে বিবেচিত হবে;
- পটুয়াখালী জেলার দুমকী ও বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলায় পান্ডব পায়রা নদীর ওপর নলুয়া-বাহেরচর সেতুটি OPEC Fund for International Development (OFID)-এর অর্থায়নে নির্মাণের লক্ষ্যে OFID-এর সাথে আলোচনা চলমান রয়েছে।

(২৯) চলমান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০৮টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প বরাদ্দহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

- ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের যানবাহন যাতে রাজধানীতে সহজে প্রবেশ করতে পারে সে লক্ষ্যে সম্ভাব্য ৯৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪-লেন বিশিষ্ট দ্বিতীয় পোস্তাগোলা সেতু এবং হাসনাবাদ ইন্টারচেঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে;
- সারাদেশের ১০টি জোনের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহকে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ১০টি গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- মানিকগঞ্জ জেলার সঙ্গে টাঙ্গাইলের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য ১,৬৪২.৯২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আরিচা (বরঙ্গাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

- সারাদেশের বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত ঝুঁকিপূর্ণ বেইলি সেতুসমূহ প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯টি জোনভিত্তিক ৯টি গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (ঢাকা জোন) একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

(৩০) বিআরটিএতে অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি আদায় পদ্ধতি চালু করায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,৬৮০.৩১ কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব আদায় হয়েছে।

(৩১) হলোগ্রামযুক্ত প্লাস্টিক কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর পরিবর্তে ২০১১ সালে ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়। এটি যুগোপযোগী করে অত্যাধুনিক পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। ফলে ভুয়া/জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১,০৯,৯৭৩টি পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।

(৩২) সরকারের রাজস্ব ফাঁকি ও পরিবহণ সংক্রান্ত অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৪৬৬,৪০২ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ তৈরি করে ৪১০,৩৫৮ সেট গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ১২টি আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ঢাকা শহরে চলমান মোটরযানের গতিবিধি জানা সম্ভব হচ্ছে।

(৩৩) বিআরটিএ থেকে বর্তমানে মোটরযানের পেপারবুক রেজিস্ট্রেশনের পরিবর্তে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪,৮৮,৬০০টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সরবরাহ করা হয়েছে। ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট-এর জন্য বায়োমেট্রিক্স প্রদান এবং সার্টিফিকেট তৈরি হলে তা সংগ্রহের জন্য এসএমএস-এর মাধ্যমে গ্রাহকদের অবহিত করা হয়।

(৩৪) অভিজ্ঞ ও দক্ষ গাড়িচালক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিএ ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৩৯টি ড্রাইভিং স্কুলকে এবং ১৯৪ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১১টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন এবং ১১ জনকে ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

(৩৫) নিয়মিত কর্মসূচির আওতায় সড়ক নিরাপত্তায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সড়ক ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণে ৭০টি সেমিনার/র‍্যালি/আলোচনা সভা করা হয় এবং এতে মোট ২২,২৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। বিআরটিএ সারাদেশে সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮,৫৭,৫৪৯টি লিফলেট, পোস্টার/স্টিকার বিতরণ করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্কুল-কলেজের ১০,৭১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ট্রাফিক আইন ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩৬) সড়কে সুশৃঙ্খলভাবে যানবহান চলাচল ও দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় পেশাজীবী গাড়ি চালকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৪,৫২৯ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। লাইসেন্স নবায়নকালে পেশাজীবী গাড়িচালকদের জন্য ২ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার প্রতিবছর ২২ অক্টোবর নিরাপদ সড়ক দিবস হিসাবে পালন করে আসছে।

(৩৭) গণপরিবহণে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, সিএনজি অটোরিক্সা যে কোনো দূরত্বে চলাচলে অপারগতা প্রকাশ, মিটারে না যাওয়া, অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণ, দুর্ঘটনা হ্রাস, পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং যাত্রীসাধারণের হয়রানি রোধে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১০,৭৮১টি মামলায় ২,৯৪,৪৯,৪৪০ টাকা জরিমানা আদায়সহ ৭২টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ১১১ জন আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে ২২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কৃষিবিদ ইনিস্টিটিউট, ঢাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

(৩৮) দেশের ২২টি জাতীয় মহাসড়কে থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা/অটোটেম্পো এবং সকল শ্রেণির অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে মহাসড়কে দুর্ঘটনা বহুলাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিআরটিএ'র পাশাপাশি জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে।

(৩৯) বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিসের ডাটাসমূহ সুরক্ষিত রাখার জন্য অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি আদায়, স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের তথ্যাদি ব্যাক-আপসহ ডাটাসেন্টারে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রয়েছে।

(৪০) যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইস্যুর লক্ষ্যে ৪টি বিভাগীয় শহরে ৫টি মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে মিরপুরে দুই লেনবিশিষ্ট ভিআইসি চালু রয়েছে। মোটরযানের ফিটনেস পরীক্ষার জন্য ভিআইসি পর্যাপ্ত না হওয়ায় উক্ত ভিআইসি'র পাশাপাশি আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে আরও ১২-লেন বিশিষ্ট ভিআইসি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭টি জেলায় ভিআইসিসহ BRTA Office-cum-motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৪৭টি জেলায় ভিআইসিসহ BMDTTMC স্থাপন করা হবে।

(৪১) স্বল্প দূরত্বে ভাড়ায় চালিত গণপরিবহণের অপ্রতুলতা হ্রাসকল্পে গণপরিবহণের পাশাপাশি অবাণিজ্যিক মোটরযানসমূহ অব্যবহৃত সময়ে স্বল্প দূরত্বে ভাড়ায় পরিচালনার জন্য স্মার্টফোন এ্যাপভিত্তিক রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭-এর আলোকে ১২টি প্রতিষ্ঠানকে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

(৪২) কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিআরটিএর প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ৪টি সার্কেল অফিস ও চট্টগ্রামের ৩টি সার্কেল অফিসে হেল্পডেস্ক ও অভিযোগ বাক্স রয়েছে। বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে Queries and Complaints Link এবং বিআরটিএ'র প্রধান কার্যালয় ও সকল সার্কেল অফিসের ফেসবুক পেইজ চালু রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ ও পরীক্ষা করে দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয় এবং সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়।

(৪৩) সাধারণ মানুষের চাহিদা ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকল্পে 'The Motor Vehicle Ordinance, 1983'-এর স্থলে আধুনিক ও যুগোপযোগী 'সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ আইনের অধীনে বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪৪) বৈদেশিক সহায়তায় ১০০টি নন-এসি, ২০০টি এসি এবং ৩০০টি দ্বিতল বাস সংগ্রহ কার্যক্রম-এর আওতায় ইতঃপূর্বে ৫০০টি বাস সংগ্রহ করা হয়। অবশিষ্ট ১০০টি দ্বিতল বাস এ অর্থবছরে সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসি বাস বহরে বাসের সংখ্যা ১,৮২৪টি। এর মধ্যে চলমান ১,৩৬২টি, ভারী মেরামত ২২৬টি এবং ২৩৬টি বাস মেরামত অযোগ্য ঘোষণার লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৪৫) বিআরটিসি'র ট্রাক বহরে বর্তমানে ট্রাকের সংখ্যা ৫৮৮টি, যার মধ্যে ৫৬৯টি ট্রাক পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা হিসাবে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ এবং দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরিতে বিআরটিসি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে ২৮টি ইউনিটের মাধ্যমে (২২টি বাস ডিপো, ২টি ট্রাক ডিপো এবং ৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান) বিআরটিসি সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

(৪৬) সচিবালয় এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে ১৩০টি রুটে বিআরটিসি'র ১৬৩টি বাস, স্টাফবাস হিসাবে চলাচল করছে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র ১৮৫টি বাস ৮৮টি রুটে চলাচল করছে। বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবীসহ ও অন্যান্য মহিলাদের বিভিন্ন গন্তব্যে আনা-নেয়ার জন্য বিআরটিসি'র ২২টি বাস ১৭টি রুটে মহিলা বাস সার্ভিস হিসাবে চলাচল করছে। ঢাকাস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ৩টি এবং চট্টগ্রাম শহরে ১০টি বাস স্টুডেন্ট সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে।

(৪৭) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ সুলভ ও সহজ করার লক্ষ্যে ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা, ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা ও ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা রুটসহ মোট ৫টি আন্তর্জাতিক রুটে বিআরটিসি'র বাস সার্ভিস রয়েছে।

(৪৮) বিআরটিসি ১৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,৪৪১ জন পুরুষ এবং ৭৩ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীসহ সর্বমোট ২,৫১৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ড্রাইভিং ও মেকানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীদের হ্রাসকৃত ফি-তে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৪৯) অর্থ বিভাগ কর্তৃক Skills for Employment Investment Program (SEIP)-এর উদ্যোগে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে ৫ বছরে ১ লক্ষ ড্রাইভারকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে, বিআরটিসিকে ২০১৮ সাল থেকে ৫ বছরে ৩৬,০০০ ড্রাইভার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়েছে। প্রথম দফায় ৩ বছরে ২২,৮০০ জনকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিসি ও SEIP-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৫,৫৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, এর মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ১৬৬ জন। জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চালকের সংখ্যা ১২,৯০০ জন।

(৫০) বিআরটিসি ৩৭১টি বাসের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের ৪১টি রুটে সিটি বাস পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রী পরিবহণ সেবা প্রদান করে আসছে। সেবার অংশ হিসাবে ধানমন্ডি-নিউমার্কেট রুটে ৮টি এসি বাস দ্বারা চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন মডেলের ৪৫৮টি বাস ১৮২টি রুটে আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস চলাচল করছে।

(৫১) বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা অব্যাহত রয়েছে। বিআরটিসি'র বাসে ধূমপান নিষিদ্ধ বিধায় 'ধূমপানমুক্ত যানবাহন' স্টিকার এবং যাত্রী হয়রানি ও ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টিকার সংযোজন করা হয়েছে।

(৫২) জাতীয় দুর্যোগ, বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, ধর্মীয় উৎসব ও সম্মেলন এবং অপ্রচলিত রুটে বিআরটিসি জনস্বার্থে যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহণ সেবা প্রদান করে থাকে। বনভোজন ও বিনোদনমূলক শিক্ষা সফরের জন্য বিআরটিসি'র বাস সেবা খুবই জনপ্রিয়।

(৫৩) করোনা মহামারির সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত যাত্রীদের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যাতায়াত এবং যাত্রীদের মালামাল পরিবহনের জন্য যথাক্রমে ১৯৪টি একতলা এসি বাস ও ১০টি ট্রাক নিয়োজিত করা হয়। জরুরিভিত্তিতে কাজ করার জন্য শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২টি অত্যাধুনিক বাস ও ২টি ট্রাক সার্বক্ষণিক নিয়োজিত করা রয়েছে। সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির সময়ে গণপরিবহন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ঢাকাস্থ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালসমূহের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তার, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য ১৭টি এবং চট্টগ্রামে ৩টি বাসের মাধ্যমে এ সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে বিআরটিসির ট্রাকের মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রায় ৩৫ হাজার মেট্রিক টন চাল ও গম দেশের বিভিন্ন সরকারি খাদ্য গুদামে পরিবহণ করা হয়।

(৫৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড় আম্ফান-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিণাঞ্চলের জনসাধারণের সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য বিআরটিসি'র ৩৯টি ট্রাক নিয়োজিত ছিল। অক্টোবর ২০১৯ থেকে জানুয়ারি ২০২০ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডার থেকে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ পিস শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণের কাজে বিআরটিসি'র ট্রাক ব্যবহার করা হয়। পিঁয়াজ পরিবহণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশনের চাহিদার আলোকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পিঁয়াজ বিক্রি কার্যক্রমে বিআরটিসি'র ১৫টি ট্রাক নিয়োজিত করা হয়।

(৫৫) ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডিটিসিএ কর্তৃক সংশোধিত STP-এর আলোকে ইতোমধ্যে MRT Line-1 ও MRT Line-5-এর সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। বিআরটি লাইন-৭-এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে এবং ঢাকা মহানগরীর ৪টি ইন্টার সেকশন (গুলিস্তান, পল্টন, মহাখালী ও গুলশান-১) উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

(৫৬) 'BRT Line-7 সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিআরটি করিডোর [চাষাড়া-সাইনবোর্ড-ডেমরা-বনশ্রী-মাদানী এভিনিউ-আফতাবনগর-পূর্বাচল-মীরেরবাজার-পূবাইল-রাজেন্দ্রপুর-কাপাসিয়া (গাজীপুর)]-এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাথমিক নকশা, ইআইএ, এসএইএ, টিআইএ, ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন, কস্ট এস্টিমেট সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

(৫৭) ঢাকা মহানগরীর ৪টি ইন্টার সেকশন (গুলিস্তান, পল্টন, মহাখালী ও গুলশান-১) উন্নয়নের ভৌত কাজ সম্পন্ন করে আইটিএস সিস্টেম সংযোজন করার কাজ চলমান রয়েছে।

(৫৮) ঢাকা মহানগরীতে দুর্ঘটনা রোধকল্পে টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ৪.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত 'Road safety Management and Capacity Building' প্রকল্পের আওতায় BUET-এর Accident Research Institute-কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগ প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১০০ কিলোমিটার সড়কের রোড সেফটি অডিট, স্কুল জোনিং, আরবান রোড সেফটি ম্যানুয়্যাল, শিশুদের জন্য রোড সেফটি বুকলেট ইত্যাদি প্রস্তুত করা হবে।

(৫৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাস রুট ফ্রাঞ্চাইজ পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ডিটিসিএ'র সাচিবিক সহায়তায় গঠিত কমিটি ১১টি সভা সম্পন্ন করেছে। কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরীতে বিআরটিসি সিটি চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু করেছে। বাস টার্মিনাল ও ডিপো নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য গৃহীত প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। বাস রুট ক্লাস্টারিং এবং কোম্পানির সংখ্যা নির্ধারণের জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

(৬০) ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২-এর ৯ (চ) উপধারা অনুযায়ী ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে ডিটিসিএ থেকে যানবাহনের প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচল সংক্রান্ত নকশার অনুমোদন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিটিসিএ থেকে ৯টি বহুতল ভবন এবং ৫টি আবাসন প্রকল্পের অনাপত্তি/অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

(৬১) ডিটিসিএ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২টি প্রশিক্ষণ ও ১২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। ৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে হোটেল সোনারগাঁও-এ ডিটিসিএ এবং বিশ্বব্যাংক-এর উদ্যোগে International Experience with City Bus Reform-এর ওপর ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

(৬২) তেজগাঁওস্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-এর মালিকানাধীন ২ বিঘা ভূমিতে ডিটিসিএ'র ১৩তলা অফিস ভবন নির্মাণকাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২০ মাস পর্যন্ত কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৫১ শতাংশ।

(৬৩) যানজট নিরসন, বায়ু ও শব্দ দূষণ হ্রাসে ব্যক্তিগত গাড়ির পরিবর্তে গণপরিবহণ ব্যবহারে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪র্থ বারের মতো ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'Safe Walking and Cycling'। প্রতিমাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ৮.০০ ঘটিকা থেকে সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত মানিক মিয়া এভিনিউর একাংশ কার ফ্রি স্টিট হিসাবে রাখা হয়। এ সময়ে উক্ত সড়কাংশে সাইক্লিং, স্কেটিং, যোগব্যায়াম, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

(৬৪) বর্তমানে ডিটিসিএতে পদের সংখ্যা ২১২টি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিটিসিএ'র কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০ চূড়ান্ত করে ৯ গ্রেডের ৫ জন, ৭ গ্রেডের ১১ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।

(৬৫) সংশোধিত STP অনুসরণে ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড-এর আওতায় অত্যাধুনিক গণপরিবহণ হিসাবে মোট ১২৮.৭৪ কিলোমিটার (উড়াল ৬৭.৫৭ কিলোমিটার এবং পাতাল ৬১.১৭ কিলোমিটার) দীর্ঘ ও ১০৪টি স্টেশন (উড়াল ৫১টি এবং পাতাল ৫৩টি) বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী Mass Rapid Transit (MRT) নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে MRT Line-6, MRT Line-1, MRT Line-5: Northern Route নির্মাণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। MRT Line-5: Southern Route-এর সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং জাপানি জিটুজি ভিত্তিতে পিপিপি পদ্ধতিতে MRT Line-2 নির্মাণের লক্ষ্যে বেসিক স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণে সরকারের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০

এমআরটি লাইনের নাম	পর্যায়	সম্ভাব্য সমাপ্তির সাল	ধরন
এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৪	উড়াল
এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট		২০২৮	
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
এমআরটি লাইন-২			
এমআরটি লাইন-৪			উড়াল

(৬৬) উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬ স্টেশনবিশিষ্ট ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহণে সক্ষম দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময়সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ চালিত ও পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল MRT Line-6-এর ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৪৬.১৩ শতাংশ। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব থেকে আগারগাঁও অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৭৪.১০ শতাংশ। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৪০.৯৫ শতাংশ। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল

সিস্টেম এবং রোলিং স্টক (রেলকোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ কাজের সমন্বিত অগ্রগতি ৩১.১১ শতাংশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-6 বর্ধিত করার লক্ষ্যে Social Survey চলমান রয়েছে। এতে MRT Line-6-এর মোট দৈর্ঘ্য ২১.২৬ কিলোমিটারে এবং স্টেশন সংখ্যা ১৭টিতে উন্নীত হবে। এ লাইনের সংশোধিত রুট অ্যালাইনমেন্ট হবে: উত্তরা ৩য় পর্ব-পল্লবী-রোকেয়া সরণির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে খামারবাড়ি হয়ে ফার্মগেট-হোটেল সোনারগাঁও-শাহবাগ-টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড-বাংলাদেশ ব্যাংক-কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন।

(৬৭) Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6)-এর মোট ৮টি প্যাকেজেরই নির্মাণ ও সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। Enterprise Resource Management System (ERMS) সংগ্রহের লক্ষ্যে ডিপিপিতে নতুন প্যাকেজ-৯ সংযোজনে পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতি পাওয়া গেছে। প্যাকেজ-১-এর আওতায় ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন কাজ নির্ধারিত সময়ের ৯ মাস পূর্বে ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে। প্যাকেজ-২-এর আওতায় ডিপোর অভ্যন্তরে মোট ৫২টি অবকাঠামোর নির্মাণকাজ পুরোদমে চলছে। বর্তমানে ওয়ার্কশপের চতুর্দিকে স্টিল ক্ল্যাডিং, স্ট্যাবলিং ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য স্টিলের অবকাঠামো ইরেকশন, ভবনসমূহের পূর্ত, মেকানিক্যাল এবং বৈদ্যুতিক কাজ, ডিপোর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার ব্যাকবোন লাইন এবং কেন্দ্রীয় ওয়্যার হাউসের স্টিলের অবকাঠামো ইরেকশন ও রুফ শিটিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। এ প্যাকেজের পূর্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৭০ শতাংশ।

(৬৮) উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে প্যাকেজ-৩ ও ৪-এর আওতায় পরিষেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, টেস্ট পাইল, মূল পাইল, আই-গার্ডার, প্রিকাস্ট সেগমেন্ট কাস্টিং, পাইল ক্যাপ ও ৯টি স্টেশনের সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩৯৩টি পিয়ার হেডের মধ্যে ৩৮৯টি পিয়ার হেড এবং ১১.৭৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট-এর মধ্যে ১০.৮৬ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান হয়েছে। উত্তরা সেন্টার ও উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনদ্বয়ের কনকোর্স নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনে স্টিল স্ট্রাকচার ইরেকশন-এর কাজ চলমান রয়েছে। উত্তরা উত্তর, পল্লবী, কাজিপাড়া ও শেওড়াপাড়া স্টেশনে কনকোর্স নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। মেট্রোরেল নির্মাণে স্বাভাবিক পানির প্রবাহ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় তা বিবেচনায় ৫টি long span balance cantilever-এর মধ্যে ২টি সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩টির নির্মাণকাজ অব্যাহত রয়েছে। স্টেশন স্টিল রুফ ফেব্রিকেশন-এর কাজ গাজীপুরস্থ কারখানায় পুরোদমে চলছে। উভয় প্যাকেজের সমন্বিত সার্বিক অগ্রগতি ৭৩.০৯ শতাংশ।

চিত্র: নির্মাণাধীন বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের ভায়াডাক্টের একাংশ।

(৬৯) দ্বিতীয় পর্যায়ে আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৩টি স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে প্যাকেজ-৫-এর আওতায় পরিষেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, টেস্ট পাইল ও ট্রায়াল ট্রেঞ্চ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৬২২টি স্থায়ী বোর্ড পাইলের মধ্যে ৬২০টি স্থায়ী বোরড্ পাইল, ২০৩টি পাইল ক্যাপ-এর মধ্যে ১১১টি পাইল ক্যাপ, ১০৬টি পিয়ার কলাম-এর মধ্যে ৭০টি পিয়ার কলাম, ৯০টি পিয়ার হেড-এর মধ্যে ২৬টি পিয়ার হেড, ১,০৪৮টি প্রিকাস্ট সেগমেন্ট কাস্টিং-এর

মধ্যে ২৭৪টি সেগমেন্ট, ৬টি পোর্টাল বিম-এর মধ্যে ১টি পোর্টাল বিম সম্পন্ন হয়েছে। ২টি স্পেশাল লং স্প্যান-এর মধ্যে ১টির কাজ শুরু করা হয়েছে। এ প্যাকেজের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৪৫ শতাংশ। একই পর্যায়ের কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪টি স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে প্যাকেজ-৬-এর আওতায় পরিষেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, টেস্ট পাইল ও ট্রায়াল ট্রেঞ্চ সম্পন্ন হয়েছে। ৮৬২টি স্থায়ী বোর্ড পাইল-এর মধ্যে ৮৪০টি স্থায়ী বোর্ড পাইল, ২৯৮টি পাইল ক্যাপের মধ্যে ১২৫টি পাইল ক্যাপ, ১৬০টি পিয়ার কলাম-এর মধ্যে ১১৩টি পিয়ার কলাম, ১৩৬টি পিয়ার হেডের মধ্যে ৯৪টি পিয়ার হেড এবং ১,৬২০টি সেগমেন্ট-এর মধ্যে ৪৭১টি সেগমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৪৬ শতাংশ।

(৭০) তৃতীয় পর্যায়ে প্যাকেজ-৭-এর আওতায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম সরবরাহ ও নির্মাণকাজের অধীনে টঙ্গি ও মানিকনগর গ্রিড সাব স্টেশনে বে এবং উত্তরা ডিপোতে Receiving Sub-Station (RSS)-এর পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরা ডিপোতে RSS ভবনে ইকুইপমেন্ট স্থাপনের কাজ এবং মতিঝিল RSS ভবনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং রেল লাইন নির্মাণের অধিকাংশ মালামাল উত্তরা ডিপোতে এসে পৌঁছেছে। উত্তরা ডিপো এলাকায় এবং ভায়াডাক্টের উপর রেল লাইন বসানোর কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১.১৮ কিলোমিটার রেল লাইন বসানো হয়েছে। ডিপোর অভ্যন্তরে Overhead Catenary System (OCS) Mast স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং ভায়াডাক্টের উপর OCS Mast স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ডিপোর অভ্যন্তরে Main Transformer, Auxiliary Transformer, Traction Transformer ও DC Switchgear স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)-এর উত্তরাস্থ গ্রিড সাব-স্টেশন থেকে উত্তরা RSS পর্যন্ত ১৩২ কেভি High Voltage Underground Electrical Cable লেইং-এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)-এর টঙ্গিস্থ গ্রিড সাব-স্টেশন থেকে উত্তরা RSS পর্যন্ত ১৩২ কেভি High Voltage Underground Electrical Cable লেইং-এর কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৪০.৩২ শতাংশ। একই পর্যায়ের প্যাকেজ-৮-এর আওতায় ৬টি যাত্রীবাহী কোচ সংবলিত প্রথম মেট্রো ট্রেন সেটের নির্মাণ এপ্রিল ২০২০-এর প্রথম সপ্তাহে জাপানে সম্পন্ন হয়েছে। জাপান এবং বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস মহামারি পরিস্থিতির উন্নতি হলে প্রথম মেট্রো ট্রেন সেট বাংলাদেশে নিয়ে আসা হবে। আরও ৪টি মেট্রো ট্রেন সেটের নির্মাণকাজ জাপানে চলমান রয়েছে। প্রথম মেট্রো ট্রেন বাংলাদেশে পৌঁছানোর পর Integrated Test এবং Trial Run শুরু করা হবে। এ প্যাকেজের বাস্তব গড় অগ্রগতি ২৫ শতাংশ। MRT Line-6-এর মেট্রো ট্রেনে লাল-সবুজের প্রাধান্য রাখা হয়েছে।

চিত্র: বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের Exterior Colour Scheme.

(৭১) অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসাবে নির্মাণাধীন মেট্রোরেল সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য MRT Line-6-এর উত্তরা ডিপো এলাকায় Metro Rail Exhibition & Information Center নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত পূর্তকাজের অগ্রগতি ৯৮ শতাংশ। বর্তমানে ইলেকট্রিক্যাল এ্যান্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম এবং

রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে Smart Card Based স্বয়ংক্রিয় প্রবেশ এবং বহির্গমন গেইট স্থাপন করা হয়েছে। মেট্রো ট্রেনের Mock Up ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে উত্তরা ডিপোতে এসে পৌঁছেছে এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে উত্তরা ডিপোস্থ Metro Rail Exhibition & Information Center-এ স্থাপন করা হয়েছে। মূল মেট্রো ট্রেন সেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনসাধারণকে মেট্রো ট্রেনের যাতায়াত সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাচলে সক্ষম Mini মেট্রো ট্রেন সেট সংগ্রহ করে Metro Rail Exhibition & Information Center-এ স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: Perspective View of Metro Rail Exhibition & Information Center.

(৭২) ডিএমটিসিএল-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) সম্পন্ন হওয়ার পর মেট্রোরেল পরিচালনাকালে দৈনিক Travel Time Cost বাবদ প্রায় ৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা এবং Vehicle Operation Cost বাবদ প্রায় ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে। মেট্রোরেল চালু হওয়ার পর সড়কে মোটরযান চলাচলের সংখ্যা কমে যাবে বিধায় ঢাকা মহানগরীর বাতাসে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৭৪ হাজার টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কম হবে। এতে ঢাকা মহানগরীর Air Quality Index (AQI)-এর উন্নতি হবে।

(৭৩) ২০২৬ সালের মধ্যে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ৩১.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পাতাল ও উড়াল সমন্বয়ে MRT Line-1 নির্মিত হতে যাচ্ছে। MRT Line-1 দুটি অংশে বিভক্ত। অংশ দুটি হলো: বিমানবন্দর রুট ও পূর্বাচল রুট।

- বিমানবন্দর রুটের অ্যালাইনমেন্ট হল: বিমানবন্দর-বিমানবন্দর টার্মিনাল ৩-খিলক্ষেত-যমুনা ফিউচার পার্ক-নতুন বাজার-উত্তর বাড্ডা-বাড্ডা-হাতিরঝিল পূর্ব-রামপুরা-মালিবাগ-রাজারবাগ-কমলাপুর। এ রুটের মোট দৈর্ঘ্য ১৯.৮৭ কিলোমিটার এবং মোট পাতাল স্টেশন সংখ্যা ১২টি;
- পূর্বাচল রুটের অ্যালাইনমেন্ট হলো: নতুন বাজার-যমুনা ফিউচার পার্ক-বসুন্ধরা-পুলিশ অফিসার্স হাউজিং সোসাইটি-মাস্তুল-পূর্বাচল পশ্চিম-পূর্বাচল সেন্টার-পূর্বাচল পূর্ব-পিতলগঞ্জ ডিপো। এ রুটের মোট দৈর্ঘ্য ১১.৩৭ কিলোমিটার এবং স্টেশন সংখ্যা ৯টি। এর মধ্যে ৭টি স্টেশন হবে উড়াল এবং নতুন বাজার ও যমুনা ফিউচার পার্ক স্টেশনদ্বয় বিমানবন্দর রুটের অংশ হিসাবে পাতাল নির্মিত হবে;
- নতুন বাজার স্টেশনে নির্মিতব্য Inter-change ব্যবহার করে বিমানবন্দর রুট থেকে পূর্বাচল রুটে এবং বিপরীতক্রমে যাওয়া যাবে। কমলাপুর স্টেশনে MRT Line-6, MRT Line-2 ও MRT Line-4-এর মধ্যে Inter-change থাকবে। উভয় রুটের সকল ডিটেইলড্ স্টাডি, সার্ভে ও বেসিক ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে।

ডিটেইলড্ ডিজাইন-এর কাজ চলমান রয়েছে। ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১) সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে প্রায় ৫২ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে। মেট্রোরেল আইন ২০১৫ এবং মেট্রোরেল বিধিমালা ২০১৬ অনুযায়ী এমআরটি লাইন-১ নির্মাণ ও পরিচালনার লক্ষ্যে লাইসেন্স গ্রহণের কার্যক্রম যাচাই কমিটির নিকট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

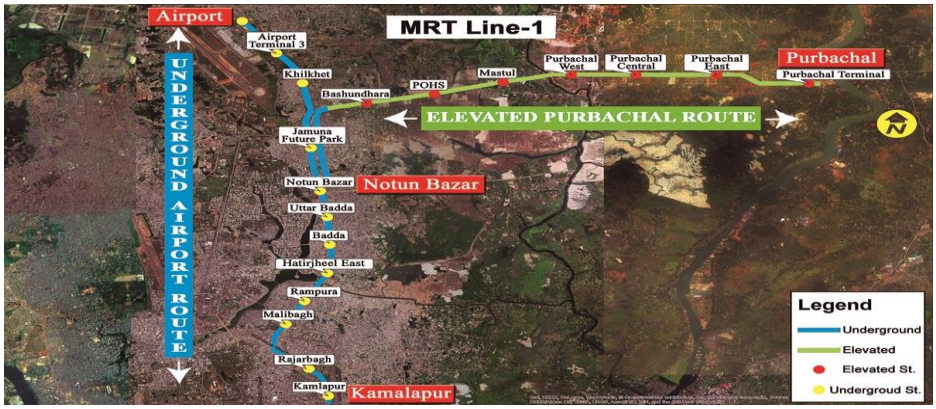

চিত্র: MRT Line-1-এর উভয় রুটের অ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন।

(৭৪) ২০২৮ সালের মধ্যে হেমায়েতপুর থেকে ভাটারা পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (পাতাল ১৩.৫০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৬.৫০ কিলোমিটার) ও ১৪টি স্টেশন (পাতাল ৯টি এবং উড়াল ৫টি) বিশিষ্ট মেট্রোরেল নির্মাণের লক্ষ্যে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দার্ন রুটের Feasibility Study, Resettlement Action Plan (RAP) এবং Environment Management Plan (EMP) সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দান রুট জুলাই ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৮ মেয়াদে প্রায় ৪১ হাজার ২৩৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। এটি হবে ঢাকা মহানগরীর প্রথম পূর্ব-পশ্চিম MRT করিডোর-এ করিডোর-এর সঙ্গে MRT Line-6-এর মিরপুর-১০ স্টেশনে এবং MRT Line-1-এর নতুন বাজার স্টেশনে আন্তঃলাইন সংযোগ বা Interchange রয়েছে। ডিপো নির্মাণের জন্য ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিলামালিয়া মৌজা ও কোন্দা মৌজায় ৪২.৩১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দান

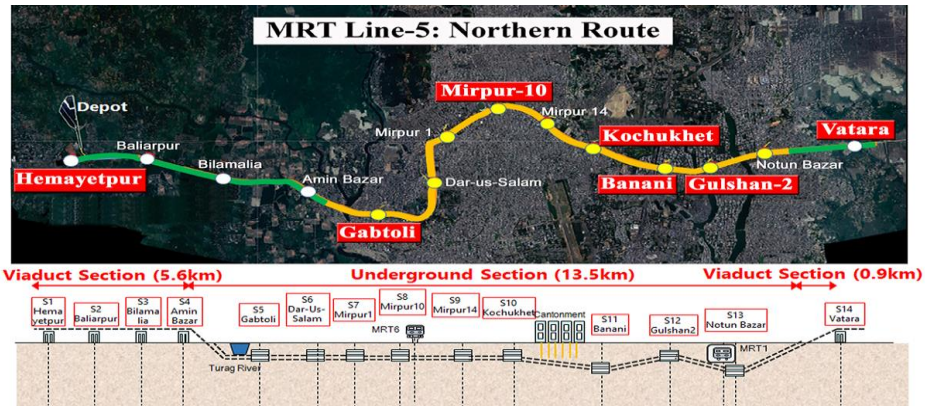

চিত্র: MRT Line-5: Northarn Route-এর অ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন।

রুটের ডিটেইলড্ ডিজাইন, টেন্ডার এ্যাসিসটেন্স এবং কন্সট্রাকশন সুপারভিশন-এর জন্য ১০ জুন ২০২০ তারিখে জুম এ্যাপসের মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। MRT Line-5: নর্দান রুট-এর রুট অ্যালাইনমেন্ট হলো: হেমায়েতপুর-বালিয়ারপুর-বিলামালিয়া-আমিনবাজার-গাবতলী-দারুস সালাম-মিরপুর ১-মিরপুর ১০-মিরপুর ১৪-কচুক্ষেত-বনানী-গুলশান ২-নতুন বাজার-ভাটারা।

(৭৫) ২০৩০ সালের মধ্যে MRT Line-5-এর সাউদার্ন রুট গাবতলী থেকে দাশেরকান্দি পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ (পাতাল ১২.৮০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৪.৬০ কিলোমিটার) এবং ১৬টি স্টেশন (পাতাল ১২টি এবং উড়াল ৪টি) বিশিষ্ট মেট্রোরেল নির্মাণের লক্ষ্যে প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। ৪০৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে 'Technical Assistance for Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ফিজিবিলিটি স্টাডি, বেসিক ডিজাইন, ডিটেইলড্ ডিজাইন এবং টেন্ডার এ্যাসিসটেন্স কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। এ লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। Project Readiness Financing-এর লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Asian Development Bank-এর সঙ্গে সরকার ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ রুট নির্মাণের সম্ভাব্য ব্যয় প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা। এটি হবে ঢাকা মহানগরীর দ্বিতীয় পূর্ব-পশ্চিম MRT করিডোর-এ MRT করিডোর-এর কারওয়ান বাজার স্টেশনের সঙ্গে MRT Line-6-এর কারওয়ান বাজার স্টেশনের এবং হাতিরঝিল পশ্চিম স্টেশনের সঙ্গে MRT Line-1-এর হাতিরঝিল পূর্ব স্টেশনের ইন্টারচেঞ্জ থাকবে। এ লাইনের রুট অ্যালাইনমেন্ট হলো: গাবতলী-টেকনিক্যাল-কল্যাণপুর-শ্যামলী-কলেজ গেইট-আসাদ গেইট-রাসেল স্কয়ার-কারওয়ান বাজার-হাতিরঝিল পশ্চিম-তেজগাঁও-নিকেতন-আফতাব নগর পশ্চিম-আফতাব নগর সেন্টার-আফতাব নগর পূর্ব- দাশেরকান্দি-বালিরপাড়।

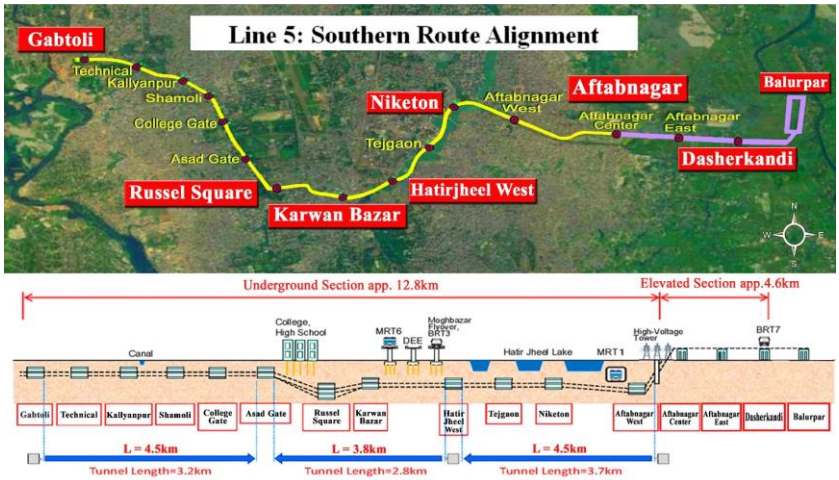

চিত্র: MRT Line-5: Southern Route-এর অ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন।

(৭৬) ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী থেকে চট্টগ্রাম রোড পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ জিটুজি ভিত্তিতে পিপিপি পদ্ধতিতে MRT Line-2 নির্মাণের লক্ষ্যে জাপান ও বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর ধারাবাহিকতায় জাপান ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণে ইতোমধ্যে তিনটি প্ল্যাটফরম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জিটুজি ভিত্তিতে পিপিপি পদ্ধতিতে MRT Line-2 বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। জিটুজি ভিত্তিতে পিপিপি পদ্ধতিতে MRT Line-2 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেসিক স্টাডি বা পিপিপি রিসার্চ সম্পন্ন হয়েছে। মার্চ ২০২০-এ পিপিপি রিসার্চ-এর রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। প্রিলিমিনারি স্টাডি করার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে প্রিলিমিনারি স্টাডি শুরু করা যাবে। এ লাইনের সম্ভাব্য রুট অ্যালাইনমেন্ট হলো: গাবতলী-Embankment Road-বসিলা-মোহাম্মদপুর বিআরটিসি বাস স্ট্যান্ড-সাত মসজিদ রোড-ঝিগাতলা-ধানমন্ডি ২ নম্বর রোড-সাইন্স ল্যাবরেটরি-নিউমার্কেট-নীলক্ষেত-আজিমপুর-পলাশী-শহিদ মিনার-ঢাকা মেডিকেল কলেজ-পুলিশ হেডকোয়ার্টার-গোলাপ শাহ মাজার-বঙ্গভবনের উত্তর পার্শ্বস্থ সড়ক-মতিঝিল-আরামবাগ-কমলাপুর-মুগদা-মান্ডা-ডেমরা-চট্টগ্রাম রোড।

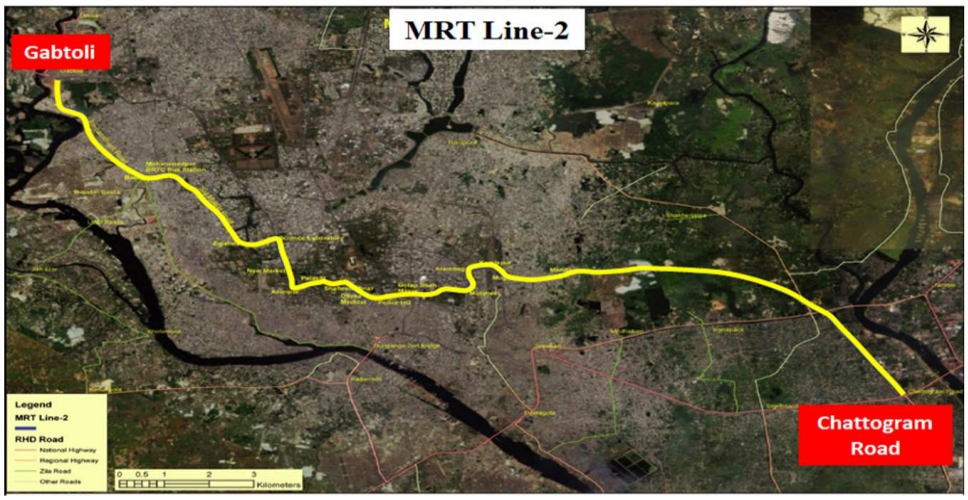

চিত্র: MRT Line-2-এর রুট অ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন।

(৭৭) ২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর-নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে ট্র্যাকের পার্শ্ব দিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল মেট্রোরেল হিসাবে পিপিপি পদ্ধতিতে MRT Line-4 নির্মাণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

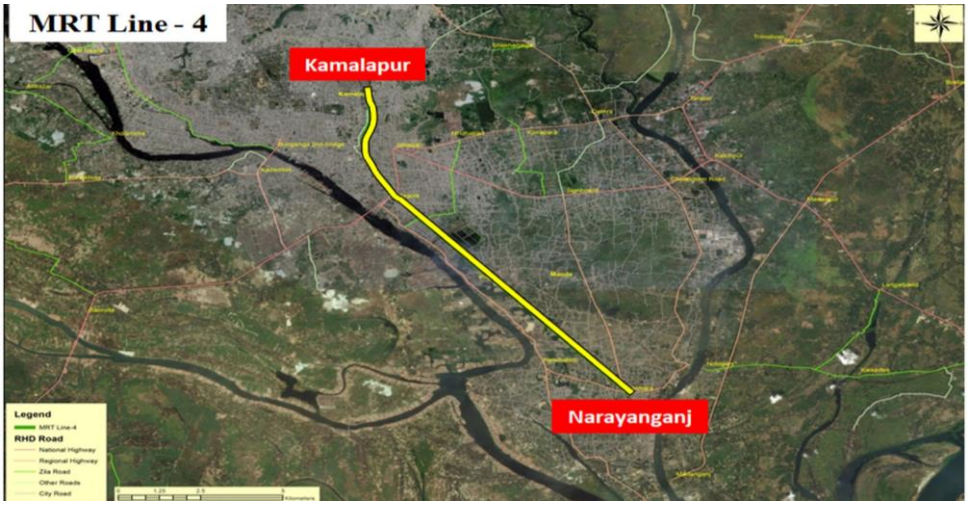

চিত্র: MRT Line-4-এর রুট অ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন।

(৭৮) মেট্রোরেল লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এ অন্তর্ভুক্ত MRT Network-এর আন্তঃলাইন সংযোগ স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়, ডিপো এলাকায় ও প্রধান প্রধান স্টেশনগুলোর সংলগ্ন এলাকায় ক্রমান্বয়ে Transit Oriented Development (TOD) Hub এবং Station Plaza গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এর ধারাবাহিকতায় MRT Line-6-এর উত্তরা সেন্টার স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে Transit Oriented Development (TOD) Hub এবং Station Plaza নির্মাণের লক্ষ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর অনুকূলে ২৮.৬১৭ একর ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত ভূমির সম্পূর্ণ মূল্য ৮ জুন ২০২০ তারিখে রাজউক-কে পরিশোধ করা হয়েছে। MRT Line-1-এর আওতায় TOD ও Station Plaza নির্মাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ভূমি অনুসন্ধান করছে।

(৭৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে গণভবনে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক ম্যাপ হস্তান্তর করা হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এ অন্তর্ভুক্ত MRT Network-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বতন্ত্র বিশেষায়িত MRT Police Force দ্রুত গঠন করতে অনুশাসন প্রদান করেন। এ অনুশাসন অনুসরণে প্রস্তাব জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি জননিরাপত্তা বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক ম্যাপ হস্তান্তর করা হয়।

(৮০) করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে সরকারের পুনর্নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'নিপীড়িত মানবের মুক্তির মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান' এবং 'বাংলাদেশকে জানতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানতে বাংলাদেশকে জানো' স্লোগান সংবলিত দুটি পোস্টার বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের রুট অ্যালাইনমেন্টের উভয়পার্শ্বে লাগানো হয়েছে। 'স্বপ্নের বাস্তবায়ন: মেট্রোরেল' এবং 'Dream Comes True: Metro Rail' নামে বাংলা ও ইংরেজিতে মিনি পুস্তিকা প্রকাশ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(৮১) করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে মেট্রোরেলের কার্যক্রম স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রথম দিন থেকেই সীমিত আকারে অব্যাহত রাখা হয়। দেশে ও বিদেশে Home Office Assignment-এ Design-এর কাজ এবং কারখানায় সরঞ্জামাদি ও মেট্রো ট্রেন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ক্রমান্বয়ে কাজের পরিধি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে MRT Line-6-এর নির্মাণস্থলের সন্নিকটে অস্থায়ী আবাসিক স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের জনবলের কাজে যোগদানের জন্য বাছাই করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কোভিড-১৯-এর কোনো উপসর্গ রয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়। প্রথম পর্যায়ে উত্তীর্ণ জনবলকে নিজস্ব স্যাম্পল কালেকশন সেন্টারের মাধ্যমে স্যাম্পল কালেকশন করে দ্বিতীয় পর্যায়ে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় করোনা Positive-প্রাপ্ত জনবলকে হোম অথবা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা নিশ্চিত করা হয়। প্রয়োজনে সরকারি বা চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কোভিড-১৯ নেগেটিভ জনবলকে কাজের জন্য চূড়ান্ত বাছাই করে ১৪ দিনের গ্রুপ কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। গ্রুপ কোয়ারেন্টাইন সম্পন্ন হওয়ার পর কাজে যোগদান করেন। চলমান করোনা মহামারি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রথম পর্যায়ে গাবতলী কন্সট্রাকশন ইয়ার্ডে ১০ শয্যা বিশিষ্ট এবং উত্তরাস্থ পঞ্চবটি কন্সট্রাকশন ইয়ার্ডে ১৩ শয্যাবিশিষ্ট ফিল্ড হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত কোভিড-১৯ পরীক্ষা করে মোট ৬১ জনের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে।

৫১. সেতু বিভাগ

(১) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৮০.৫০ শতাংশ।

চিত্র: নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু।

(২) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রথম ধাপের ১,৩৩৩টি ওয়ার্কিং পাইল ড্রাইভিং, ৩২৩টি পাইল ক্যাপ, ১০৯টি ক্রস বিম, ২৩০টি কলাম (সম্পূর্ণ) ও ১৬৬টি কলাম (আংশিক) এবং ১৮৬টি আই গার্ডার কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের-এর ভৌত অগ্রগতি ৫৬ শতাংশ।

(৩) কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন টানেল প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত ৫৬ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৪) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯২৩.৯৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিজাইন রিভিউ এবং কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট নিয়োগে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৫) ঢাকা শহরে ২৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে।

(৬) পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর, বরিশাল-ভোলা সড়কে তেঁতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর এবং বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

(৭) যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে এবং চীন সরকারের নিকট অনুদান সহায়তার প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

(৮) বরিশাল-ভোলা সড়কে তেঁতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর পিপিপি-এর মাধ্যমে জিটুজি ভিত্তিতে সেতু নির্মাণে চীন/জাপান আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

(৯) ভুলতা-আড়াইহাজার-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর পিপিপি-এর মাধ্যমে জিটুজি ভিত্তিতে সেতু নির্মাণে দক্ষিণ কোরিয়া আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

(১০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সেতু বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়।

(১১) সেতু বিভাগের আওতাধীন ২টি সেতু থেকে টোল বাবদ ৫৭৫.৮৯ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

(১২) প্রতিবেদনাধীন বছরে সেতু বিভাগের আওতাধীন সংস্থার ২২.৩২৪২ কোটি টাকার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।

৫২. সুরক্ষা সেবা বিভাগ

(১) সুরক্ষা সেবা বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে নবম স্থান অধিকার করেছে। এ সাফল্য অর্জনে জুলাই ২০১৯-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা সেবা বিভাগকে সম্মাননাপত্র প্রদান করেছেন।

(২) সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর প্রধানদের সাথে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০ স্বাক্ষরিত হয়।

(৩) সুরক্ষা সেবা বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ প্রণয়ন করা হয়।

(৪) সুরক্ষা সেবা বিভাগের সকল কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে ২৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়।

(৫) ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ পালন উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

(৬) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সভাপতিত্বে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে গঠিত এনফোর্সমেন্ট কমিটির ষষ্ঠ সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতির সপ্তম সভা ৪ আগস্ট ২০১৯ তারিখে এ বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়।

(৭) ৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ভারতের হাইকমিশনার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

(৮) যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এবং কানাডিয়ান হাই কমিশনার ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

(৯) সুরক্ষা সেবা বিভাগে 'উদ্ভাবনী আইডিয়া সৃজন ও বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(১০) ৩০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব-এর সভাপতিত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে মাদকের আগ্রাসন রোধকল্পে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্ট্র্যাটিজিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(১১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ই-পাসপোর্ট ভবন, ই-গেইট ও ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন মান্যবর জার্মান রাষ্ট্রদূত।

(১২) শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ সুষ্ঠভাবে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান।

(১৩) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের পাসপোর্ট ও ভিসা উইং-এ প্রথম সচিব ও দ্বিতীয় সচিব পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

(১৪) ২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২০-তে বাংলাদেশ জেল-এর কারাপণ্য নিয়ে আয়োজিত মিনি প্যাভিলিয়ন 'Best Reserved Mini Pavilion-1' ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার অর্জন করে।

(১৫) কোভিড-১৯ প্রতিরোধে কুষ্টিয়া জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত, সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ৫ মে ২০২০ তারিখে কুষ্টিয়া জেলায় কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ কার্যক্রম ও আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সমন্বয় সভায় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

(১৬) করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্যবিধি ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ড. তরুণ কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট ভিজিলেন্স টিম গঠন এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১২ সদস্যবিশিষ্ট কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

(১৭) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫৮,৮৭৬টি অভিযান পরিচালনা করে ১৬,১৭৮টি মামলায় ১৭,০৪২ জন আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০,২৩১টি অভিযান পরিচালনা করে ৯,৭৫২ জন আসামির বিরুদ্ধে ৯,৭০৬টি মামলা দায়ের করে তাৎক্ষণিকভাবে সাজা প্রদান করা হয়।

চিত্র: ১১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দশম গ্রেড তদনিম্ন কর্মচারীদের মধ্যে রেশন কার্ড বিতরণ করছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

(১৮) সীমান্তবর্তী ৩২টি জেলাসহ অন্যান্য স্থানে ৪২৯টি অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন ও তল্লাশি করা হয়েছে এবং ৪টি মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স অভিযান করা হয়।

(১৯) সারাদেশের ৩১,৫৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩০,৭৭১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়।

(২০) সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪,২৩১টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারাগার ব্যতীত ৩,৬০৬টি এবং কারাগারে ১৮৫টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার করা হয়।

(২১) অধিদপ্তর কর্তৃক ৫টি এলইডি বিলবোর্ড, ১৭৫টি কিয়স্ক ও ৪টি মাদকবিরোধী টিভি ফিলার নির্মাণপূর্বক প্রচার করা হয়।

চিত্র: ৯ মার্চ ২০১৯ তারিখে তেজগাঁও বিজি প্রেস মাঠে মাদকবিরোধী সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করছেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান।

(২২) ১৯,৬১১ জন মাদকাসক্ত রোগীকে সরকারি পর্যায়ে ও ১৮,৫৮০ জনকে বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা প্রদানসহ ৩৫টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ৪৫৪ জন এ্যাডিকশন প্রফেশনালদের মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদান বিষয়ে ইকো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

(২৩) ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উদ্বোধন করার পর থেকে ৩০ জুন ২০২০ তারিখে পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে ৭,৫৯৮টি ই-পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়।

(২৪) দেশের অভ্যন্তরে ১৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৪৮টি, বিদেশে ৯ লক্ষ ১২ হাজার ৭৮৯টি মোট ২৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৩৭টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এবং দেশের অভ্যন্তরে ৩৫,৮৭৬টি, বিদেশে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯৬৫টি মোট ২ লক্ষ ২২ হাজার ৮৪১টি মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইস্যু করা হয়েছে।

(২৫) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন সকল অফিসে করোনা ভাইরাস-এ আক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকল্পে কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল গঠন করা হয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১০ সদস্যবিশিষ্ট জরুরি সহায়তা প্রদানকারী টিম গঠন করা হয়।

(২৬) মুজিববর্ষ সফলভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উদ্বোধন করার পর থেকে ৩০ জুন ২০২০ তারিখে পর্যন্ত দেশের ২২টি অফিসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

কারা অধিদপ্তর

(২৭) বিশেষ দিবস/উৎসব উপলক্ষ্যে কারা বন্দিদের উন্নতমানের খাবার সরবরাহের লক্ষ্যে জনপ্রতি বরাদ্দ ৩০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা ও আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে শুকনো খাবার সরবরাহের জন্য মাথাপিছু ২৬ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

(২৮) ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা ও কারা অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এ সময়ে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফেরাতের জন্য মোনাজাত করা হয়।

(২৯) মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি ও জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ-এর উপস্থিতিতে ৫৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, শপথ গ্রহণ ও সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

(৩০) ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে কারা অধিদপ্তরের 'সেন্ট্রাল ডিপো' এবং 'কেপিকেএস' ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কারা মহাপরিদর্শক শুভ উদ্বোধন করেন।

(৩১) ওয়ার্ল্ড গ্লোবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯-এ বাংলাদেশ জেল-এর পুরুষ দল রানার্স-আপ পদক অর্জন করে।

(৩২) ২২-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে মঙ্গোলিয়ায় অনুষ্ঠিত 'The 39th Asian and Pacific Conference of Correctional Administrators (APCCA)' শীর্ষক কনফারেন্সে কারা মহাপরিদর্শক অংশগ্রহণ করেন।

(৩৩) ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বুয়েন্স আর্য়াস, আর্জেন্টিনায় অনুষ্ঠিত 'The Annual Conference of International Correctional & Prison Association (ICPA)' শীর্ষক কনফারেন্স-এ কারা মহাপরিদর্শক এবং একজন জেল সুপার অংশগ্রহণ করেন।

(৩৪) ৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কারা অধিদপ্তরের উদ্যোগে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের কারা ফটকে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের নাম ঠিকানাযুক্ত ডিজিটাল বোর্ড উদ্বোধন করা হয়।

(৩৫) ভারতের মেঘালয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

(৩৬) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ও কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার দুটিতে ৩টি অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর করা হয়।

(৩৭) নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত দশম দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ জেল দলের অ্যাথলেট রাজকুমার রায় ভারোত্তালনে রৌপ্যপদক লাভ করেন।

(৩৮) ২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২০-তে বাংলাদেশ জেল-এর কারাপণ্য নিয়ে আয়োজিত মিনি প্যাভিলিয়ন 'Best Reserved Mini Pavilion-1' ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার অর্জন করে।

(৩৯) ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে মহিলা কারারক্ষী ব্যারাক (বুড়িগঙ্গা) উদ্বোধন করা হয়।

(৪০) দেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দিদের সুরক্ষার জন্য স্প্রে মেশিন, সুরক্ষা টানেল স্থাপন, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান ও জীবাণুনাশক সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

(৪১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৪,০৭৪টি অগ্নিকান্ডে সাড়া প্রদান করে আনুমানিক ১,৪২২ কোটি ৯২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪৫ টাকার সম্পদ উদ্ধার/রক্ষা করা হয়। ১৬৫টি গার্মেন্টসে অগ্নিকান্ডে সাড়া প্রদান করে আনুমানিক ৩৩ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সম্পদ উদ্ধার/রক্ষা করা হয়।

(৪২) ৮২০টি নৌ দুর্ঘটনা, ৮,৮১২টি সড়ক দুর্ঘটনা, ৬৬টি ভবন ধস, ১৭টি পাহাড় ধস, ৩৯টি ঘূর্ণিঝড়ে সাড়া প্রদান করে ১৫ হাজার ৭০৫ জনকে জীবিত এবং ২,৫০৩টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

(৪৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯,৫১৪টি (পুরুষ ১১,৫৩৩ জন ও মহিলা ৭,৯৮১ জন) অ্যাম্বুলেন্স কলে সাড়া প্রদান, বিভিন্ন অফিস, তৈরি পোশাক কারখানা, কলকারখানা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদিতে মোট ১৫,২২৩টি মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।

(৪৪) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৫,৮৭৮টি বেসামরিক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে ৩ লক্ষ ৫ হাজার ২৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪৫) বিবেচ্য বছরে আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প কারখানা, তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, বহুতল ভবনে ৫,১১১টি পরিদর্শন করে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা অবলোকন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

চিত্র: মিরপুর রূপনগর বস্তিতে অগ্নিনির্বাপণে ব্যস্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

৫৩. স্থানীয় সরকার বিভাগ

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

এলজিইডি

(১) এলজিইডি কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ১০০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

(২) ৫,৫০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন, ৩০,৫০০ মিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।

(৩) ১৯০টি গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার, ১৩০টি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ১৩ হাজার কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মেরামত, ফসলি জমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা ও সেচ সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে ১৮০ কিলোমিটার বাঁধ পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন করা হয়েছে।

(৪) ৫২০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ১৬০টি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্বাসন করা হয়েছে।

চিত্র: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় গোকর্ণ লঞ্চঘাটে তিতাস নদীর উপর নির্মিত সেতু।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)

(৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক পল্লী এলাকায় প্রতি ৮৫ জনের জন্য একটি সরকারি নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ নিরাপদ পানি পান করে।

চিত্র: 'সড়ক, রেল ও নৌ-পথে কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' শীর্ষক কর্মশালায় জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, মাননীয় মন্ত্রী, স্বপন ভট্টাচার্য, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

(৬) গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহের স্বীকৃতমান হলো যে কোনো আবাসগৃহের ১৫০ মিটার (৫০০ ফুট)-এর মধ্যে একটি নিরাপদ খাবার পানির উৎস থাকবে। সে হিসাবে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭ শতাংশে উন্নীত হয়। আর্সেনিক আক্রান্ত Unserved এবং Underserved এলাকায় পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত কভারেজ বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

(৭) বিভিন্ন চলমান কার্যক্রমের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ১,২২,৫৫৭টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে।

(৮) ১৫৪টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। অবশিষ্ট পৌরসভায় পয়েন্ট সোর্স -এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

(৯) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানির কভারেজ ৩০ শতাংশ এবং পয়েন্ট সোর্স-এর মাধ্যমে অবশিষ্ট পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে।

(১০) বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট প্রায় ১,৮৭৩টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে।

(১১) স্যানিটেশন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ড্রেন নির্মাণ, পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং একক ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়।

(১২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,১৯৪টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং ১,৩৩৪টি শেয়ারড্ ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।

(১৩) ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি পরিমাপের জন্য দেশের ১৪টি জেলায় স্থাপিত পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১৪) জাপানের আর্থিক সহায়তায় পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঢাকার কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরিগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে পানির গুণাগুণ পরীক্ষার বিষয়টি আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমগ্র বাংলাদেশে ১,২৫,১৫৬টি পানির উৎসের পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন

(১৫) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে রাজস্ব খাতে ৪৪৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

(১৬) সারাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক 'নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখি, সবাই মিলে সুস্থ থাকি' এ স্লোগান নিয়ে ২৫-৩১ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে 'মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ' পালিত হয়।

(১৭) মুজিববর্ষ, ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সম্মিলিতভাবে সারাদেশে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

(১৮) মুজিববর্ষ, ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সকল সিটি কর্পোরেশনে জনবহুল স্থানসমূহে পর্যাপ্ত ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন করা হয়। ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে হাতিরঝিলে পানির মধ্যে রঙিন আলোর বিচ্ছুরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে ফুটিয়ে তোলা হয়। সকল সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়।

(১৯) করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সিটি কর্পোরেশনসমূহের অনুকূলে মোট ৪২.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(২০) সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, ফুটপাত এবং জনসমাগমপূর্ণ স্থানসমূহে জীবাণুনাশক ও ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়েছে এবং হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চিত্র: ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া ও মশাবাহিত রোগের বিস্তার রোধে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আয়োজনে ফগার মেশিন স্থাপন করে মশার ঔষধ স্প্রে কার্যক্রমের শুভ সূচনা করছেন জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

(২১) সিটি কর্পোরেশনসমূহের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও নগদ অর্থ অতি দরিদ্র/দুস্থ ও কর্মহীন পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। পর্যাপ্ত মাস্ক, গ্লাভস্ ও গাম বুট সরবরাহ করা হয়েছে।

(২২) সিটি কর্পোরেশনসমূহের অধিক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ঘোষিত রেড জোনে নাগরিকদের ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

(২৩) স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে 'সম্মেলন কক্ষ ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার' প্রস্তুত করা হয়েছে।

(২৪) জাপানের নারুতো সিটি এবং বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে 'Friendship City' সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

পৌরসভা

(২৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ পৌরসভা নামে একটি নতুন পৌরসভা গঠন করা হয়েছে।

(২৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পৌরসভা উন্নয়ন সহায়তা (সংশোধনীসহ) থোক বরাদ্দ খাতে ৪৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ৩২৮টি পৌরসভার অনুকূলে সাধারণ বরাদ্দ হিসাবে ২৭০ কোটি টাকা, বিশেষ থোক (মশক নিধন ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম ৩৫ কোটি টাকা, বিশেষ থোক উপ-খাতের (বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন/কবরস্থান ও শ্মশানঘাট উন্নয়ন ইত্যাদি) ১০ কোটি টাকা, বিশেষ থোক বরাদ্দ উপ-খাতের ৫৫ কোটি টাকা, পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ ও উন্নয়ন উপ-খাতে ৫ কোটি টাকা, পৌরভবন/ অডিটরিয়াম নির্মাণ/সম্প্রসারণ এবং সংস্কার উপ-খাতে ৩৫ কোটি টাকা, পৌরসভার জন্য যান যন্ত্রপাতি ক্রয় উপ-খাতে ৫০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। পরিচালন কার্যক্রম খাত থেকে বরাদ্দকৃত ২৫ কোটি টাকা পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ ছাড় করা হয়েছে।

(২৭) কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিভিন্ন পৌরসভার অনুকূলে তিন দফায় বিশেষ থোক বরাদ্দ উপ-খাত থেকে ২৮.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(২৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ২৫ কোটি টাকা পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ৩২৭টি পৌরসভার অনুকূলে (নবগঠিত বিশ্বনাথ পৌরসভা ব্যতীত) প্রদান করা হয়েছে।

(২৯) ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পৌরসভা উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দের অর্থে ১১টি পৌরসভার পৌরভবন ও ২টি পৌরসভার অডিটরিয়াম নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। নতুনভাবে ৪টি পৌরসভার নতুন পৌরভবন ও ১২টি পৌরসভার নতুন পৌর অডিটরিয়াম নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৩০) পৌরসভার রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার করার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থে ৪০টি রোড রোলার পৌরসভাসমূহের অনুকূলে বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্র: 'আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় উপস্থিত আছেন মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বপন ভট্টাচার্য, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ।

(৩১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪টি পৌরসভার শর্ত পূরণ করায় শ্রেণি উন্নীত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩টি 'খ' শ্রেণির পৌরসভাকে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে এবং ১টি 'গ' শ্রেণির পৌরসভাকে 'খ' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। পৌরসভার শ্রেণি উন্নীতকরণের ফলে সেবা ও কাজের মান উন্নত হয়েছে।

জেলা পরিষদ

(৩২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) পালন উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী প্রচারের লক্ষ্যে নির্ধারিত ডিজাইনের ৬১টি জেলা পরিষদের জন্য ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার পোস্টার সরবরাহ করা হয়।

(৩৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী মুজিব শতবর্ষ উপলেক্ষ্যে ৬১ জেলা পরিষদের অফিস কমপ্লেক্সে ছবির ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল নির্মাণ করা হয়।

(৩৪) কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে জেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে জনসাধারণের মধ্যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হ্যান্ডওয়াশ, মাস্ক ইত্যাদি বিতরণ ও করোনার বিস্তার রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাইকিং এবং লিফলেট বিতরণ করা হয়।

(৩৫) জেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের বাজেটের অপ্রত্যাশিত ব্যয়, ত্রাণ তহবিল, সমাজকল্যাণ, অর্থনৈতিক কল্যাণ উপখাত থেকে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দরিদ্র/দুস্থদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(৩৬) এডিপির ২০১৯-২০ অর্থবছরের 'অপ্রত্যাশিত (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি ইত্যাদি)' শিরোনামে একটি নতুন উপখাত সৃষ্টি করে করোনার কারণে কর্মহীন/দুস্থ মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের জন্য ১৬ কোটি টাকা জেলা পরিষদসমূহে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এডিপির সংরক্ষিত উপখাত থেকে বিভিন্ন জেলা পরিষদে ৬০ লক্ষ টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

উপজেলা পরিষদ

(৩৭) জনসংখ্যা, আয়তন ও রাজস্ব আয় ইত্যাদি বিবেচনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৯২টি উপজেলায় সাধারণ বরাদ্দ হিসাবে মোট ৪৩৪.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৩৮) ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের ৩৪টি নতুন ভবন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ২১টি নতুন ভবনসহ চলমান ১৪টি নতুন ভবনে মোট ২৪.৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৩৯) ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনাদি/স্থাপনাদি সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৫৯টি উপজেলা পরিষদের অনুকূলে মোট ৯.৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৪০) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০০ আসনবিশিষ্ট অডিটরিয়াম-কাম-মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ খাতে কাজের অগ্রগতি বিবেচনায় ১৫টি উপজেলার অনুকূলে মোট ২৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: ডিজিটাল সেন্টার-এর ৯ম বর্ষপূর্তিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, পাশে উপবিষ্ট আছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

(৪১) কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে অপ্রত্যাশিত উপখাত থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (জীবাণুনাশক, অ্যান্টিসেপটিক সাবান, হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও পিপিই ইত্যাদি) গ্রহণের জন্য ৫ কোটি টাকা এবং ৪৯২টি উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ২৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বিশেষ থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৪২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অপ্রত্যাশিত উপখাত থেকে তিনটি পার্বত্য জেলার মোট ২৬টি উপজেলায় বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল নির্মাণের লক্ষ্যে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিশেষ থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৪৩) অনগ্রসর উপজেলা/অপ্রত্যাশিত খাত (প্রাকৃতিক দুর্যোগ/চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন) ইত্যাদি বিবেচনায় বিশেষ থোক বরাদ্দ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮৬টি উপজেলার অনুকূলে মোট ২১ কোটি ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৪৪) ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের সকল উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক/অভিযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ঢাকা ওয়াসা

(৪৫) ঢাকা ওয়াসা বর্তমানে দৈনিক চাহিদার পুরোটাই দৈনিক ২৫০ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে ঢাকা ওয়াসার ইতিহাসে একটি মাইলফলক এবং যুগান্তকারী অগ্রগতি সাধিত হয়।

(৪৬) ঢাকা ওয়াসা ৯৩০টি (প্রায় ১০০টি স্টানবাইসহ) গভীর নলকূপ থেকে শতকরা ৭৪ ভাগ ও সায়েদাবাদ ফেজ-১ ও ফেজ-২ এবং পদ্মা (যশলদিয়া)-সহ মোট ৫টি পানি শোধনাগার থেকে শতকরা ২৬ ভাগ পানি সরবরাহ করেছে।

(৪৭) 'ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে মেঘনা নদীর থেকে দৈনিক ৫০ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে সরবরাহ করা হবে। এডিবি, ইআইবি ও এএফডি-এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে প্রকল্পটির মোট প্রকল্প ব্যয় ৫,২৪৮ কোটি টাকা। যা ৮,২৩১.৬৭ কোটি টাকায় সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ঢাকা ওয়াসার ৩টি পানি শোধনাগারের শুভ উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

(৪৮) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩)-এর আওতায় মেঘনা নদী থেকে দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে সরবরাহ করা যাবে। ড্যানিডা, ইআইবি, কেএফডব্লিউ ও এএফডি-এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মোট প্রকল্প ব্যয় ৪,৫৯৭.৩৬ কোটি টাকা।

(৪৯) ৩,১৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট' নামক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পানির লাইন নির্মাণ/পুনর্বাসন করা হয়েছে।

(৫০) দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্পের মাধ্যমে হাতিরঝিল, গুলশান, বনশ্রী, বারিধারা, বসুন্ধরা, বনানী, রাজাবাজার, তেজগাঁও এবং তৎসংলগ্ন এলাকার প্রায় ৫০ লক্ষ লোক আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধাদি লাভ করবে। দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার স্থাপন প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসার একটি 'মেগা প্রকল্প' যার মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে মহানগরবাসীকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পয়ঃসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

(৫১) করোনা মোকাবিলায় ঢাকা ওয়াসা ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রায় ১০০টি পানির ট্যাংক স্থাপন ও সাবান ব্যবহারের মাধ্যমে হাত ধোয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। DYZ (Disinfect Your Zone) কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় ঢাকা মহানগরীর গড়ে ৪০০ কিলোমিটার রাস্তা প্রতিদিন জীবাণুমুক্ত করা হয়। সাধারণ ছুটির সময় খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বস্তি এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।

(৫২) বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে প্রাপ্ত মেডিকেল সামগ্রী ও থার্মাল স্ক্যানার ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন অফিসে বিতরণ করা হয়। জীবাণুমুক্তকরণ টানেল স্থাপন করা হয়েছে।

(৫৩) ঢাকা ওয়াসার মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের তত্ত্বাবধানে হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন ও বিতরণ করছে। ঢাকা ওয়াসা পোস্টার ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম নিয়েছে।

চট্টগ্রাম ওয়াসা

(৫৪) সরকারের সহযোগিতায় প্রায় ২৩ বছর পর বিশ্বব্যাংক 'চিটাগাং ওয়াটার সাপ্লাই ইমপ্রুভমেন্ট এ্যান্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট'-এর Project Appraisal Document প্রণয়ন করে যার অন্যতম একটি অঙ্গ 'মদুনাঘাট পানি শোধনাগার নির্মাণ' প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫৫) কর্ণফুলী ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় পাইপ লাইন স্থাপন, কর্ণফুলী পানি শোধনাগার-২ নির্মাণ ও জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে।

(৫৬) ভান্ডালজুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় কর্ণফুলী নদীর বাম তীরে ৬০ এমএলডি ক্ষমতার পানি শোধনাগার ও ১১৩.৩০ কিলোমিটার পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

খুলনা ওয়াসা

(৫৭) মহানগরীতে বিভিন্ন স্থানে ৭টি Distribution Reservoir (৫,০০০ থেকে ১৩,৫০০ ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন) এবং ১০টি Overhead Tanks (৪০০ ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ৫টি এবং ৬৫০ ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ৫টি)-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৫৮) ৩০০ মিলিমিটার থেকে ১,২০০ মিলিমিটার ব্যাসের ৩৬ কিলোমিটার ডাকটাইল আয়রন পাইপ, ১৪ কিলোমিটার এইচডিপিই পাইপ এবং রূপসা নদীর তলদেশ দিয়ে ৬৮৫ মিটার পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

(৫৯) Distribution Pipe Network কাজের আওতায় ৭৫ মিলিমিটার থেকে ৫০০ মিলিমিটার ব্যাসের ৪২ কিলোমিটার ডাকটাইল আয়রন পাইপ এবং ৬০১ কিলোমিটার স্থাপিত পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

(৬০) খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার তিলক ও পাথরঘাটা নামক স্থানে ১১০ এমএলডি (১১ কোটি লিটার) ক্ষমতা সম্পন্ন পানি শোধনাগার এবং ৭৭.৭২ কোটি লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন Impounding Reservoir নির্মাণ করা হয়।

(৬১) বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে নির্মিত ইনটেক পাম্প হাউজ ও অন্যান্য ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে মধুমতি নদী থেকে অপরিশোধিত পানি ৩৩.৪০ কিলোমিটার ১,৪০০ মিলিমিটার (৫৬ ইঞ্চি) ব্যাসের ডাকটাইল আয়রন সঞ্চালন পাইপ লাইনের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে সরবরাহের পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

রাজশাহী ওয়াসা

(৬২) ১০টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করায় পানির উৎপাদন ক্ষমতা ৯ কোটি লিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৯ কোটি লিটারের উন্নীত হয়েছে। ১৫টি উৎপাদক নলকূপ মেরামতের মাধ্যমে পুরাতন উৎপাদক নলকূপগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সহজে এবং স্বল্প সময়ে গ্রাহক পানির বিল পরিশোধ করতে পারছেন। ১০টি উৎপাদক নলকূপ অটোমেশন করা হয়েছে, ফলে অনলাইনে পাম্প পরিচালনা ও মনিটরিং করা হচ্ছে।

(৬৩) সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৭,৮৬৯.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থিত পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র: 'রাজশাহী ওয়াসা ভূ-উপরিস্থিত পানি শোধনাগার' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে 'হুনান কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কর্পোরেশন, চায়না'-এর সাথে অনুষ্ঠিত সভায় জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

(৬৪) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে রাজশাহী ওয়াসা তাদের ১,০৩টি পাম্প চালু রেখে নগরবাসীকে সেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

(৬৫) নগরীর ২টি জনবহুল পয়েন্টে এবং ওয়াসা ভবনে 'হাত ধোয়া কর্মসূচি' চলমান রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে নগরীর সড়কগুলিতে জীবাণুনাশক স্প্রে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ৫ হাজার সার্জিকাল মাস্ক, ৩৫০টি ওয়াশযোগ্য মাস্ক, ৪০০ সেট হ্যান্ড গ্লাভস, ৫০টি স্যানিটাইজার, ১০টি জীবাণুনাশক স্প্রে বিতরণ করা হয়েছে।

৫৪. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

জনবল সংক্রান্ত কার্যক্রম

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৯তম বিসিএস-এর মাধ্যমে দুই দফায় মোট ৬,৭৯২ জন চিকিৎসককে সহকারী সার্জন/ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ৬০ জনকে ১৩-১৫ গ্রেডে এবং ১৬-২০ গ্রেডে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৮ জন অফিস সহায়ক এবং ৩ ক্যাটাগরির পদে ৩২ জন।

(২) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,২১৯ জনকে সহকারী অধ্যাপক এবং ৭৮ জনকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। উপপরিচালক পদে ৬০ জনকে, সহকারী পরিচালক পদে ২৫৪ জনকে, সিনিয়র স্কেল পদে ১০৯ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ৯৯০ জন কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ীকরণ করা হয়েছে।

(৩) কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ৫,০৫৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ৪৮টি প্রতিষ্ঠানের ৯ গ্রেডে ক্যাডার ২,৯৫০ জন, ৯ গ্রেডে নন-ক্যাডার ১৪৭ জন, ৯ গ্রেডে মেডিকেল ব্যতীত ৫ জন, ৯ গ্রেডে নার্সিং ৪ জন, ১০ গ্রেডে নার্সিং ৮৬৩ জন, ১০ গ্রেডে নন-নার্সিং ১১৯ জন, ১৩-১৫ গ্রেডে মেডি: ৩,১০৪ জন, ১৩-১৫ গ্রেডে ৫২৬ জন, ১৬-২০ গ্রেডে ২০৬ জন,

আউটসোর্সিং ৫৭ জন মোট ৭,৯৮১ জনের পদ সৃজন করা হয়েছে। মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, মেডিকেল টেকনিশিয়ান ও কার্ডিওগ্রাফারি এই তিন পদে মোট ২,৮১৭টি সরাসরি নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ১৮৩ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্টকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি গ্রহণ করে নিয়োগ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্রেড ১১-১৭ (তৃতীয় শ্রেণি)-এর ৩৬৮টি পদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ১০,৩৮১ জন (কোভিড-১৯-এর কারণে ২,৯৬৯ জনসহ) সেবাকর্মী নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

চিত্র: ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল কনফারেন্স অন জিরো লেপ্রোসি ইনিশিয়েটিভ বাই ২০৩০'-এ প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অনুদান সংক্রান্ত

(৪) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৭টি স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ১৮১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা নিয়মিত অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম

(৫) ২০১৯-২০ অর্থবছরের পিপিপি চুক্তির আওতায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এ্যান্ড ইউরোলজি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম-এ পূর্বের ২৯,৬০৯টি ডায়ালাইসিস সেশনের স্থলে ৫৯,২১৮টি ডায়ালাইসিস সেশন প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(৬) ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে ৩ মার্চ ২০২০ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮-এ গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোভিড-১৯-কে সংক্রামক ব্যাধির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় কলেরা পরিকল্পনা ২০১৯-২০৩০-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

(৭) কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ও শিল্প কারখানার শ্রমিক, কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্যবিধি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়।

(৮) পবিত্র ঈদ-উল আজহা ২০২০ উপলক্ষ্যে পশুর হাটে ও কোরবানিকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার লক্ষ্যে নির্দেশিকা/গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়। কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকি জোনভিত্তিক Containment ব্যবস্থাপনা কৌশল/গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৯) শিশুদের রাতকানা রোগ প্রতিরোধ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দেশব্যাপী ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২০ (২য় রাউন্ড) সফলভাবে পালন করা হয়েছে। দেশে পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে ২২টি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ডিপিপি-তে পুষ্টি উন্নয়নে ভূমিকা সম্পর্কে নতুন ক্লজ সংযোজন করা হয়েছে।

(১০) বাংলাদেশে Double Fortified Salt চালু করার বিষয়ে খসড়া স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি ও একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(১১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্যোগপীড়িত এলাকায় প্রদেয় শুকনা খাবারের পুষ্টিমান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে দেশব্যাপী জনস্বার্থে প্রচারণার উদ্দেশ্যে পুষ্টিবার্তা তৈরি করা হয়েছে।

(১২) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন National Food Safety Laboratory বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আওতাধীন হস্তান্তর অথবা নাম পরিবর্তনের বিষয় নিষ্পত্তি করা হয়।

(১৩) আইসিসি সভা কর্তৃক Renewal request for GAVI supported vaccine for 2020 অনুমোদিত হয় এবং সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং সচিব, অর্থ বিভাগ-এর যৌথ স্বাক্ষরে আবেদনপত্র GAVI সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৪) প্রসবজনিত ফিস্টুলা সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল (২০১৭-২০২২) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কৌশল (২০১৫-২০৩০) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশব্যাপী মাতৃদুগ্ধ দিবস ও নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস সফলভাবে পালনের যাবতীয় কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।

(১৫) 'হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন-২০২০' কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে National Advocacy কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যক্রম; ক্যাম্পেইন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বার্তা ধারণ এবং প্রচার এবং জাতীয় হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২০' সফল করার জন্য সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে ডিও পত্র প্রেরণসহ এ ক্যাম্পেইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৬) মা, নবজাতক শিশু ও শিশুমৃত্যু রোধ ও কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য নীতিমালা বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। Vaccination Act হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১৭) South-East Asia'র সদস্য দেশসমূহে Reproductive, Maternal and Newborn Health উন্নয়নে WHO-কে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

(১৮) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর উদ্যোগে প্রণীত 'জাতীয় জৈবপ্রযুক্তি নীতি ও কর্মপরিকল্পনা ২০১৯' বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১৯) Operational Plan-Noncommunicable Disease Control-এর আওতায় জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

(২০) ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট এবং অন্যান্য অনলাইন মিডিয়া বা প্রচলিত পদ্ধতিতে জনস্বার্থে স্বাস্থ্য শিক্ষা উপকরণ প্রচারের লক্ষ্যে অর্ধশতাধিক প্রচারসামগ্রী জাতীয় কারিগরি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

(২১) সর্বোত্তম/সেরা চর্চা/সাফল্যগাথা নির্বাচনের জন্য এসবিসিসি কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীদের নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এসবিসিসি কার্যক্রমের সমন্বয় জোরদার করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মাধ্যমে চলমান বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচির উন্নয়নপূর্বক 'বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্যাকেজ' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(২২) অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২৫) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় বহুখাতভিত্তিক অসংক্রামক রোগ (নিয়ন্ত্রণ) সমন্বয় কমিটি (NMNCC) গঠন এবং NMNCC Secretariat-এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্ধিত জনবলসহ একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো বা অর্গানোগ্রাম অনুমোদন করা হয়েছে। 'অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২৫'-এর অবহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি চলমান রয়েছে।

(২৩) দেশব্যাপী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৯ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে হাঁটা দিবস হিসাবে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পানিতে ডোবা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কৌশলের খসড়া চূড়ান্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২৪) নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, পারিবারিক সহিংসতা, নির্যাতন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে কর্মসূচি ও স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি চলমান রয়েছে। তামাক ও মদ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর খাবার ও কায়িক পরিশ্রমের প্রসার ঘটানো বিষয়ক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২৫) ১৪ নভেম্বর 'বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস' পালনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ National Leprosy সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা হয়েছে।

(২৬) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিশুদের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে Basic Health Check-up বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'তথ্য আপা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের তথ্যভান্ডার হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ পুল গঠনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২৭) শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি গণমাধ্যমসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার এবং Phone-in Programme-এর মাধ্যমে জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(২৮) বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন-এর সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে। PAP-তে Digital/eHealth Strategy প্রণয়নের নির্দেশনা মোতাবেক Digital/eHealth Strategy প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকারি কিংবা বেসরকারি স্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থায় কর্মরত ও ডিজিটাল টেকনোলজি ও আইসিটি সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে ১৭ সদস্যের একটি 'টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ' গঠন করা হয়েছে।

(২৯) জাতীয় সংসদে মাননীয় মন্ত্রীর প্রশ্ন উত্তর: ২০১৯-২০ অর্থবছরে একাদশ জাতীয় সংসদের ৩টি (৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম) অধিবেশনে ১০৬টি মৌখিক ও ৯৮টি লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে একাদশ জাতীয় সংসদে ১৯টি (সম্পূরকসহ) উত্তর প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ক (৩) উপ-বিধি অনুযায়ী মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক মোট ১১টি মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের উত্তরমূলক সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবৃতি মাননীয় মন্ত্রীর নিকট প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে একাদশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক ৪টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ব্রিফ মাননীয় মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর দেওয়া হয়েছে।

(৩০) একাদশ জাতীয় সংসদে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে।

অবকাঠামোগত ও মেরামত কার্যক্রম

(৩১) করোনা মহামারি সময়ে নিম্নরূপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়:

- বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারকে অস্থায়ী কোভিড-১৯ হাসপাতালে রূপান্তরের প্রশাসনিক ও দরপত্র অনুমোদন;
- ডিএনসিসি মার্কেটকে অস্থায়ী কোভিড-১৯ হাসপাতালে রূপান্তরের প্রশাসনিক ও দরপত্র অনুমোদন;
- দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা রোগীর সেবা প্রদানের জন্য আইসোলেশন ইউনিট রূপান্তরের অনুমোদন;
- ৮০টি পিসিআর ল্যাব স্থাপনের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান।

(৩২) কমিউনিটি ক্লিনিক নতুন নির্মাণ ১১৩টি, পুনর্নির্মাণ ১৩৫টি, ভাসানচর দ্বীপে ৪টি (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে)।

(৩৩) ২০ শয্যা হাসপাতাল ভাসানচর দ্বীপে ২টি (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে) এবং পুরাতন স্বাস্থ্য স্থাপনা/ভবন অপসারণ করা হয় ২৫টি।

(৩৪) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৯টি, নার্সিং ইনস্টিটিউট ১টি, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি ২টি, ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ২টি, বিভিন্ন অফিস/কার্যালয় ৭টি, ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ ২টি, ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ১টি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩টি, ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ২টি, এইচইডি ইন্সপেকশন বাংলো ১টি, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ ১টি এবং এনসিডিসি এন্ড রেফারেল সেন্টার ১টি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়।

(৩৫) স্বাস্থ্য স্থাপনা/হাসপাতাল/স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের লক্ষ্যে অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় ২১টি।

(৩৬) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন প্ল্যান ১টি, মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ২টি, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি ১টি, নার্সিং কলেজ ২টি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত ১টি, স্বাস্থ্য ভবনের ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন ১টি, সেন্ট্রাল ওয়্যার হাউস ফর ফ্যামিলি প্ল্যানিং ১টি, শিশু হাসপাতাল ১টি এবং নিপোর্ট ভবন নতুন নির্মাণের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়।

(৩৭) এইচইডি'র জিপ গাড়ি ক্রয়ের অনুমোদন ও ব্যয় মঞ্জুরি ১৬টি এবং এইচইডি ও পিডব্লিউডি কর্তৃক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় বাস্তবায়িতব্য মেরামত-সংস্কার কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন করা হয়।

(৩৮) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯' প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে বিবেচনাধীন রয়েছে। অধিদপ্তরের টিওএন্ডই'তে যানবাহন, অফিস সরঞ্জামাদি ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইক্যুইপমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৩৯) 'স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর'-এ আউটসোর্সিং হিসাবে সৃজনকৃত ৪৯টি অফিস সহায়ক পদকে রাজস্বখাতে নিয়মিত পদ হিসাবে স্থানান্তর করা হয়; ৫৫৮টি পদ সংরক্ষণ করা হয় এবং আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ৮৩টি পদে নিয়োগ প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়।

ক্রয় ও সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যক্রম

(৪০) পিপিএ, ২০০৬, পিপিআর, ২০০৮ এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ, ২০১৫ অনুযায়ী হেলথ, পপুলেশন এ্যান্ড নিউট্রিশন সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় ১৯টি অপারেশনাল প্ল্যান এবং ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের আলোকে দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

(৪১) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৯টি ওপির জিওবি (উন্নয়ন) এবং আরপিএ (জিওবি) খাতে ৫,৮৫,৫৪২.৩৬ লক্ষ টাকার প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানে (গুডস, ওয়ার্কস, সার্ভিসেস) প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম

(৪২) অডিট পোর্টাল নামে একটি সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বিভিন্ন কস্ট সেন্টার/ইউনিট অফিস থেকে অডিট আপত্তি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে ইনপুট দেওয়া হচ্ছে। সফট্ওয়্যার থেকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়া যায়। সফট্ওয়্যারটি দ্রুত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বড় ভূমিকা রাখছে।

অটিজম সেল

(৪৩) National Strategic Plan for Neuro-Developmental Disorders 2016-2021 অ্যাকশন প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচির অপারেশনাল প্ল্যানসমুহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের জন্য জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি তদারকি ও সমন্বয়সাধন করা হচ্ছে। অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রধান উপদেষ্টা মিজ সায়মা হোসেন ওয়াজেদ-এর উপস্থিতিতে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ইতোমধ্যে ওয়ার্কিং গ্রুপের ১টি এবং টেকনিক্যাল টাস্ক টিমের ২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ ও নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলপত্রের খসড়া প্রণীত হয়েছে।

(৪৪) অটিজম ও এনডিডি সেলের উদ্যোগে ঢাকাস্থ WHO-এর সহায়তায় অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক প্রকাশনার নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে:

- WHO–SEARO Resolution on Comprehensive and coordinated efforts for management of Autism Spectrum Disorders and Developmental Disabilities;
- UN Resolution 67-82 on Autism;
- Dhaka Declarations on Autism Spectrum Disorders and Developmental Disabilities, 2011;
- SAAN Delhi Declarations.
- Thimpu Declarations, 2017

কোভিড-১৯ উপলক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প

(৪৫) কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কর্তৃক ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন নিশ্চিতপূর্বক 'COVID-19 Emergency Response and Pandamic Preparedness' এবং 'COVID-19 Response Emergency Assistance' শীর্ষক দুটি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও প্রতিকারে গৃহিত পদক্ষেপসমূহ

চিত্র: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দেশব্যাপী চলমান কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

(৪৬) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা: কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে অধীনে একটি সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ২৬ জানুয়ারি ২০২০ থেকে কার্যকর রয়েছে।

(৪৭) কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রম: (১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে অব্যাহত রয়েছে):

- ঢাকায় তিনটি, গাজীপুরে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টার চলমান রয়েছে। সারাদেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মোট ৬২৯টি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৩১,৯৯১ জনকে কোয়ারেন্টাইন রাখা যাচ্ছে।
- মহামারি চলাকালীন ঝুঁকি মোকাবিলায় অপ্রয়োজনীয় জমায়েত, সভা, সেমিনার সীমিত রাখা, মসজিদ, মন্দির, বিবাহ, খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার, রাজনৈতিক সমাবেশ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

- করোনা সংক্রমণ শুরুর পর থেকেই ব্যানার, লিফলেট, এক্স স্ট্যান্ড, ডিজিট্যাল ব্যানার, পেপার ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে এ পর্যন্ত মোট ৮টি গাইডলাইন, ২৬টি নির্দেশিকা এবং ১১টি গণসচেতনতামূলক উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ মহামারির সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সামাজিক পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেওয়া রয়েছে।

(৪৮) **হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ও আইসোলেশন সেন্টার**

- ঢাকায় করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত ৬,২১৪টি শয্যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে।
- কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলোতে সংক্রমিত রোগীদের জন্য ৭,০৬৩টি সাধারণ বেড, ২০২টি আইসিইউ এবং ৭৩টি ডায়ালাইসিস বেড, ১৮৬টি ভেন্টিলেটর, ৩,৪৫৬টি অক্সিজেন সিলিন্ডার, ১০২ হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা এবং ৯৮টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ৫০ শয্যার বেশি সরকারি কিংবা বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে কোভিড এবং নন-কোভিড সব ধরনের রোগীর চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমপক্ষে ৫টি শয্যা কোভিড রোগীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী এ সংখ্য বৃদ্ধি করা হবে। স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে করোনা সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য হটলাইনে যুক্ত রয়েছেন ৪,২১৭ জন চিকিৎসক।
- মোবাইল ফোনে কোভিড-১৯-এর সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য বাতায়ন-১৬২৬৩, হটলাইন-৩৩৩, আইইডিসিআর- হট লাইন ১০৬৫৫ এবং ০১৯৪৪-৩৩৩২২২ হটলাইন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(৪৯) **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**

- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দেশের স্থল/নৌ/বিমানবন্দরসমূহে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও পয়েন্ট অফ এন্ট্রিসমূহের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া অব্যাহত রয়েছে।
- দেশের ৬৪টি জেলার ৫,১০০ ডাক্তার এবং ১,৭০০ নার্সকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ও ইনফেকশন প্রিভেনশন এ্যান্ড কন্ট্রোল বিষয়ে ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে।
- ৩৯ বিসিএস-এর নব নিয়োগকৃত ২,০০০ ডাক্তার ও ৫,০০০ নার্সের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

(৫০) **কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দেশের স্থল/নৌ/বিমানবন্দরসমূহে গৃহীত ব্যবস্থা**

- দেশের বিভিন্ন স্থল/নৌ/বিমানবন্দরসমূহে সতর্কতা ও রোগের সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রম জোরদার ও স্ক্রিনিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল, হযরত শাহ আমানত, হযরত শাহ পরান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহে থার্মাল স্ক্যানার/ডিজিটাল থার্মোমিটারের মাধ্যমে অন্য দেশ থেকে আগত যাত্রীদের স্পর্শ না করেই জ্বর রয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিমানের ভিতরে আক্রান্ত যাত্রীদের দ্রুত শনাক্তকরণের জন্য বিমানের ক্রুদের মাধ্যমে যাত্রীদের মধ্যে হেলথ ডিক্লারেশন ফরম ও প্যাসেঞ্জার লোকেটর ফরম বিতরণ করা হয়েছে।
- ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে সকল আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের যাত্রীদের থার্মাল স্ক্যানার-এর মাধ্যমে জ্বর দেখা হচ্ছে এবং সন্দেহজনক যাত্রীকে স্ক্রিনিং সেন্টারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। দরকার হলে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে।

- বিমানে আগত যাত্রীর মধ্যে যে সকল যাত্রীদের করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে না, তাদেরকে ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠনিক কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হচ্ছে।
- দেশের পয়েন্ট অব এন্ট্রিসমূহ যথা বিমান/স্থল/নৌ বন্দরসমূহ দিয়ে আগত যাত্রীদের স্ক্রিনিং কার্যক্রম ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে অব্যাহত রয়েছে।

(৫১) **ল্যাব সার্ভিস**

- ২০ জুলাই ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৮০টি পিসিআর ল্যাবে কোভিড-১৯-এর নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলায় পিসিআর ল্যাব স্থাপন করা হবে।
- 'COVID-19 Emergency Response and Pandamic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্পে ১৮২টি এবং 'COVID-19 Response Emergency Assistance' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৮টি মেশিন ক্রয়ের প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হলে দুই শিফটে প্রতিদিন সর্বমোট ৬৯,৯২০টি নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।

(৫২) **কোভিড-১৯ নমুনা সংগ্রহে গৃহীত ব্যবস্থা**

- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে ফ্লু-ক্লিনিক/ফিভার ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইডিসিআর এবং ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার-এর নিজস্ব মোবাইল টিমের মাধ্যমে জরুরিভিত্তিতে বাসা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।
- কোভিড-ডেডিকেটেড হাসপাতালের আন্তঃবিভাগে এবং ৭৬টি ব্র্যাক বুথের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং ভৈরব থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

(৫৩) **কোভিড-১৯ চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স এবং স্টাফদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা**

- বর্তমানে ঢাকা শহরে কোভিড-১৯ চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স এবং স্টাফদের থাকার জন্য মোট ৫১টি হোটেল নির্ধারণ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স এবং স্টাফদের আবাসন ও খাবার বাবদ ব্যয় মিটানোর জন্য কোয়ারেন্টাইন এক্সপেন্স খাতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৮৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অপারেশনাল প্লানগুলোর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

(৫৪) ম্যাটারনাল নিওনেটাল চাইল্ড এ্যান্ড অ্যাডোলসেন্ট হেলথ (এমএনসিএন্ডএএইচ):

ইপিআই প্রোগ্রাম

- ফ্র্যাকশনাল আইপিভি টিকাদান প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং সারাদেশে টিকাদান কার্যক্রম চালু হয়েছে;
- ৬টি জেলায় ইপিআই স্টোর নির্মাণসহ কোল্ড রুম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১১টি জেলায় ইপিআই ১১টি স্টোর নির্মাণ ও সংস্কার চলমান রয়েছে;
- কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় এবং বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যাংছড়ি উপজেলায় নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত মায়ানমার জনগোষ্ঠীর জন্য OCV টিকাদান ক্যাম্পেইন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
- মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালসমূহে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের নিয়ে ইপিআই কার্যক্রমের উপর ১ দিনের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে;
- Standard Operational Procedure (SOP) প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়।

এনএনএইচপি এন্ড আইএমসিআই প্রোগ্রাম

- ৪৫৮ জন চিকিৎসক, নার্স ও মাঠকর্মীদের সমন্বিত নবজাতক সেবা প্যাকেজ, ৫৮৯ জন চিকিৎসক ও নার্সদের ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (KMC), ৭৭৫ জন চিকিৎসক এবং নার্সদের ETAT, ৬,৮৩৫ জন Doctor, SACMO, Field Staff-দের Revised IMCI Protocol, ৬২৬ জন ডাক্তার ও নার্সদেরকে HBB এবং জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের ম্যানেজারদের NNHP Tool Kit-এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

ম্যাটারনাল হেলথ প্রোগ্রাম

- ডিএসএফ কার্যক্রমভুক্ত ৫৫ উপজেলায় জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৮১,৬২১ জন দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাকে ভাউচার প্রদান করা হয়েছে;
- ইওসি কার্যক্রম: 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২০২০'-এ প্রথমবারের মতো প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নেতৃত্বে, স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে, গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে গর্ভবর্তী মায়েদেরকে নিরাপদ প্রসবের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়;
- বর্তমানে দেশে মাতৃমৃত্যু হার ১৭৬ (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে) ২০২২ সালের মধ্যে হার ১০৫ (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে)-এ নামিয়ে আনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে (এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী)।

অ্যাডোলসেন্ট হেলথ প্রোগ্রাম

- জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের ৩ ব্যাচে ৯০ জনকে, অ্যাডোলসেন্ট পিয়ার গ্রুপের ২৬ ব্যাচে ৭৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সুনামগঞ্জ, চাঁদপুর ও মৌলভীবাজার জেলায় মোট ৭৫০ জন গেইট কিপারকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম

- জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের ৫১টি ব্যাচে ১,৫৩০ জন শিক্ষককে এবং সিলেট জেলায় ৮ ব্যাচে ২৬৪ জন এবং কুমিল্লা জেলায় ৬ ব্যাচে ১৫৬ জনকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৫৫) **কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল**

- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কালাজ্বর, জলাতঙ্ক, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, আইএইচআর, হেপাটাইটিস, ইনফেকশন প্রিভেনশন ও কন্ট্রোল ইত্যাদি বিষয়ক মাঠপর্যায় ও অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ৫-১৬ বছর বয়সি সকল শিশুকে বছরে ২ বার কৃমিনাশক ঔষধ সেবন, কালাজ্বর নির্মূলে মাঠপর্যায়ে প্রতিটি বাড়িতে কীটনাশক ছিটানো এবং মাঠপর্যায়ে নতুন কালাজ্বরের রোগী শনাক্তকরণ কার্যক্রম সীমিত আকারে সম্পন্ন হয়েছে;
- জলাতঙ্ক নির্মূলে বিভিন্ন জেলায় কুকুরকে সীমিত আকারে টিকা দেয়া হয়েছে;
- ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে এডিস মশার সার্ভে ও সিটি কর্পোরেশন সহযোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা এবং ডেঙ্গু গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে;
- ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে কীটনাশকযুক্ত দীর্ঘস্থায়ী মশারি সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়েছে;
- বিমান বন্দর, স্থল বন্দর ও নৌ বন্দরসমূহে মোট ৭টি ডিজিটাল স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে;
- ৩৩ জেলায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের হেপাটাইটিস-বি এর টিকা, ঢাকা শহরের ৬টি এলাকায় ১২ লক্ষ কলেরা টিকা প্রদান করা হয়েছে;

- বিভিন্ন পয়েন্ট অব এন্ট্রিতে আইএইচআর কর্তৃক এবং প্রত্যেকটি জেলায় ডাক্তার ও নার্সদের কোভিড-১৯-এর Infection Prevention and Control বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জন স্বাস্থ্যঝুঁকি ও আন্তর্জাতিকভাবে উদ্বেগজনক জরুরি জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি সময়মতো শনাক্ত করা, অবহিত করা, প্রতিবেদন দেওয়া এবং ঝুঁকি নিরুপণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- বিভিন্ন জেলা এবং উপজেলা চিকিৎসক, নার্স এবং প্যারামেডিকসদের আই এইচ আর, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিপা ভাইরাস, ইবোলা, জিকা ভাইরাস ডিজিজ সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সকল রেজিস্টার, সহকারী রেজিস্টার, আইএমও, ইএমও, বিভিন্ন পর্যায়ের ডাক্তারদের SOP of Isolation কোভিড-১৯ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ওরিয়েন্টশন প্রদান করা হয়েছে;
- সকল জেলার সিভিল সার্জন ও মেয়র, জেলা সদর পৌরসভা, সকল উপজেলার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কোভিড-১৯ বিষয়ে ওয়ার্কশপ করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ বিষয়ক ৩৩টি গাইডলাইন রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার সহযোগিতায় প্রস্তুতকরণ, বিতরণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(৫৬) **লাইফস্টাইল এবং হেলথ এডুকেশন ও প্রমোশন**

- জনসচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ৮টি অ্যাডভোকেসি/ওয়ার্কশপ/ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করা হয়।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশব্যাপী স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২০টি সার্ভিস প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হয়;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে করোনা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রধানমন্ত্রীর বার্তা সম্মিলিত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ৩টি টিভিসি প্রস্তুত করা হয়েছে। ৮-১০ মিনিট দৈর্ঘ্যের ESCAP ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করা হয়েছে;
- ডেঙ্গু রোগ সংক্রান্ত সকল পরীক্ষা সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে নতুন মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত বার্তা বেসরকারি টিভি চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচার করা হয়;
- ডেঙ্গু প্রতিরোধে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ-সংবলিত ২,৫০০ ব্যানার এবং ২,৫০০ ফেস্টুন তৈরি করা হয়।

টেলিভিশনে (ইলেকট্রনিক মিডিয়া)

- ডেঙ্গু প্রতিরোধে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ দেশের প্রথম সারির বেসরকারি টিভি চ্যানেলে স্ক্রলে প্রকাশ;
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বার্তা ও টিভি ডকুমেন্টারি বিটিভিসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার;
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বার্তা সংবলিত টিভি স্পট বিটিভিসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার; এবং
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ইনফোগ্রাফি টিভি স্পট বিটিভিসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।

দেশের **পত্রিকায় (প্রিন্ট মিডিয়া)**

- ডেঙ্গু বিষয়ক স্বাস্থ্যবার্তা, ডেঙ্গু চিকিৎসায় মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ ও 'কল করুন-স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩' দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ;
- ভ্যাকসিন হিরো পুরস্কার অর্জন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শুভেচ্ছা এবং সায়মা হোসেন ওয়াজেদ-এর প্রতি শুভেচ্ছা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ;
- কৃমি বিষয়ক বিজ্ঞাপন, শীতকালীন স্বাস্থ্য বার্তা প্রকাশ;
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয়, জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক মুদ্রিত উপকরণ

করোনা, নিপা ভাইরাস, শীতকালীন স্বাস্থ্য বার্তা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া বিষয়ক লিফলেট, বন্যাকালীন স্বাস্থ্য বার্তা, ডায়রিয়া, সাপে কাটা, নোভেল করোনা এবং মুজিববর্ষ বিষয়ক পোস্টার মুদ্রণ করা হয়।

বিভিন্ন দিবস পালন

- ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যান্সার দিবস, ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন, ১৪ নভেম্বর বিশ্ব ডায়বেটিস দিবস, ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস, ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম দিবস, ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, ৮ মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস, ২৮ মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস, ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস, ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস, ১০ অক্টোবর মানসিক স্বাস্থ্য এবং ২৪ মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন করা হয়েছে।

(৫৭) **হেলথ্ ইনফরমেশন সিস্টেম এ্যান্ড ই-হেলথ**

- জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও ট্যাবলেট কম্পিউটার প্রদান এবং ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৩ হাজারের অধিক সকল চালু কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে কম্পিউটার এবং প্রায় ২৪ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীদের ট্যাবলেটসহ ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এসব সুবিধার ফলে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে অনলাইন ডাটাবেইজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন তৈরি, টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান এবং ই-লার্ণিংসহ তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে;
- অনলাইন ডাটাবেইজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সকল উপজেলা ও জেলা হাসপাতাল, সকল সিভিল সার্জন ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিস, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালে এবং সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইন্টারনেট সংযোগের কাজ চলমান রয়েছে;
- স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে ২৪/৭ একটি হেলথ কল সেন্টার ১৬২৬৩ চালু করা হয়েছে। মোটামুটি স্বাভাবিক কল রেটে এর মাধ্যমে চিকিৎসকের তাৎক্ষণিক পরামর্শ ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান করা হয় এবং সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রতিকার প্রদান করা হয়। ৬৪ জেলা হাসপাতাল ও ৪২১টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা/সপ্তাহের ৭ দিন বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখায় ১টি সমন্বয় কেন্দ্রসহ ৯৪টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে;
- সকল বিভাগীয় ও জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের কার্যালয়গুলো, সকল জেলা ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সকল মেডিকেল কলেজ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করে আধুনিক ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;
- দেশের সকল সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহের সেবার মান সম্পর্কে জনগণের অভিযোগ ও পরামর্শ জানা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসএমএস-ভিত্তিক চমৎকার ও উদ্ভাবনমূলক অভিযোগ/পরামর্শ জানানোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে;
- 'হেলথ সিস্টেম স্ট্রেংদেনিং' শিরোনামে একটি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকাণ্ডের দক্ষতা যাচাই করা হয়। প্রতি বছর এ বিষয়ে হেলথ মিনিস্টারস পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে;

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ সকল বিশেষায়িত হাসপাতালে আঙুলের ছাপ শনাক্তকারী রিমোট ইলেক্ট্রনিক্স অফিস এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে;
- সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের ইলেক্ট্রনিক তথ্যভান্ডার, দেশভিত্তিক স্বাস্থ্য মানবসম্পদ তথ্যভান্ডার, জিও-লোকেশন তথ্যভান্ডার, হাসপাতাল অটোমেশনের জন্য ওপেন এমআরএস সফট্ওয়্যার, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য DHIS2 সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য তথ্য নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। রুটিন হেলথ ইনফরমেশন সংগ্রহের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর উক্ত সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে। পৃথিবীর ৬৩টি দেশে এ সফট্ওয়্যার ব্যবহার করা হয়। সফট্ওয়্যারটি বাস্তবায়নের দিক থেকে বাংলাদেশ সর্ববৃহৎ;
- ডাটাবেইজভিত্তিক লাইফ টাইম শেয়ার পোর্টেবল সিটিজেনস ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৫০টি হাসপাতালে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে;
- প্রতিটি জেলা ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে একটি করে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এগুলো ব্যবহার করে সর্বনিম্ন পর্যায়ের কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জিপিএস লোকেশনের জিও-কোঅর্ডিনেট সংগ্রহ করা হয়েছে যা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেমে বহুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে;
- অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে;
- স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনাধীন সকল মানবসম্পদকে ব্যবস্থাপনা করার জন্য হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচআরআইএস) চালু করা হয়েছে। প্রায় দুই লক্ষের অধিক জনবলকে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অনলাইন ট্রান্সফার, পোস্টিং, প্রোমোশনসহ অন্যান্য সকল কর্মকান্ড সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এইচআরআইএস সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইন এ্যাপ্লিকেশন প্রসেস চালু করা হয়েছে। সম্প্রতি এ সফট্ওয়্যার সম্মানজনক APICTA-2017 পুরস্কার লাভ করেছে;
- স্বাস্থ্য ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় তথ্য ডিজিটাল করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পদোন্নতির সময় মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মকর্তাদের এসিআর অনলাইনে দেখা সম্ভব হচ্ছে। স্বাস্থ্য ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ফাইল ডিজিটালে রূপান্তর করা হয়েছে এবং সেগুলো হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে ব্যবহার হচ্ছে।
- সকল তথ্য একটি জায়গা থেকে দেখার জন্য একটি ড্যাশবোর্ড চালু করা হয়েছে। এ ড্যাশবোর্ড পরিচালনার জন্য Tableau নামে একটি Business Intelligent (BI) টুলস্ ব্যবহার করা হচ্ছে;

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

(৫৮) দেশীয় চাহিদার শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের ১৪৮টি দেশে ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে ঔষধ রপ্তানির পরিমাণ ও দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯ সালে ৪০,৯০৯ মিলিয়ন টাকার ঔষধ রপ্তানি করা হয়েছে। ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে আধুনিক বিশ্বের আদলে উন্নত ফার্মেসি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশে মডেল ফার্মেসি স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। মডেল ফার্মেসিসমূহ গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট কর্তৃক পরিচালিত হয়। ইতোমধ্যে ২৫টি জেলায় ৫০০টি মডেল ফার্মেসি ও ৬৪টি জেলায় ২০,০০০ মডেল মেডিসিন শপ স্থাপন করা হয়েছে। দেশে ঔষধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য Good Clinical Practice গাইডলাইন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। দেশে বর্তমানে ঔষধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালনার জন্য ১০টি Contract Research Organization এবং ৪৮টি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রটোকল অনুমোদন করা হয়েছে।

(৫৯) জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ঔষধ আদালতে ২টি, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৪১টি, মোবাইল কোর্টে ১,৯৬৪টি মামলা দায়ের করা হয়। ঢাকায় মোবাইল কোর্টে জরিমানা আদায় করেছে ১১ কোটি ৬৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৭০৮ টাকা, বিভিন্ন মেয়াদে ৪৩ জনকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে এবং জব্দকৃত ঔষধের মূল্য আনুমানিক ২৩ কোটি ২৯ লক্ষ ২০ হাজার ৭৬৮ টাকা।

(৬০) **করোনা ও ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য কার্যক্রম**

- করোনা রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও মেডিক্যাল ডিভাইসের সহজলভ্যতা ও সহজপ্রাপ্যতা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর নিশ্চিত করেছে এবং মূল্য স্থিতিশীল রেখেছে। যেমন, করোনা চিকিৎসায় Investigational New Drugs (IND) Remdesivir inj যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পরপরই বাংলাদেশ Emergency Use Authorization (EUA) প্রদান করেছে;
- Favipiravir Tablet জাপানের পরপরই বাংলাদেশ রেজিস্ট্রেশন প্রদান করেছে এবং উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। Ivermectin Tablet, Hydroxychloroquine Sulfate Tablet-এর উৎপাদন ও প্রাপ্যতা সহজলভ্য করেছে;
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর থেকে N95/KN95/FFP2/Surgical Mask আমদানির জন্য ৮৯টি প্রতিষ্ঠানকে অনাপত্তি সনদ প্রদান করা হয়। এতে করে দেশে Mask-এর সরবরাহ নিশ্চিত হয়;
- জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৩৭টি প্রতিষ্ঠানকে পিপিই আমদানির জন্য অনাপত্তি সনদ প্রদান করা হয়েছে;
- করোনা টেস্টের জন্য RT-PCR machine, RT-PCR test kit, বায়োসেইফটি লেভেল-২ ল্যাবের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য NoC প্রদানের মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখা হয়েছে;
- জানুয়ারি ২০২০-এ মাত্র ৮টি প্রতিষ্ঠান হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদনকরতঃ পরবর্তী সময়ে দেশে করোনা সংক্রমণ দেখা দিলে জরুরি প্রয়োজনে আরও ৬২টি প্রতিষ্ঠানকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদনের অনুমোদন দেওয়া হয়;
- ডেঙ্গু শনাক্তকরণের কিট আমদানির জন্য NoC প্রদান করা হয় এবং আমদানিকে দ্রুততর করার ব্যবস্থা করা হয়;
- ৩ আগস্ট ২০১৯ তারিখ সকাল থেকে ডেঙ্গু শনাক্তকরণ কিট-এর সহজলভ্যতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে হটলাইন ব্যবস্থা চালু করা হয়;
- ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ যেমন: প্যারাসিটামল, ওরাল ও আইভি স্যালাইন, কলয়েড এবং ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট ও রি-এজেন্ট-এর মূল্য যেন বৃদ্ধি না পায় এবং মোড়কে উল্লিখিত মূল্যে বিক্রি করে এ বিষয়ে ৩৩টি জেলায় মোট ৩৭টি জনসচেতনতামূলক সভা করা হয়;
- জুন ২০২০-এ মোবাইল কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে ১০০টি, জরিমানা করা হয়েছে ৪৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা এবং ৯ জন ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে ।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

(৬১) ২০১৬ ও ২০১৮ সালে নিয়োগকৃত ১৪,৬৯০ সিনিয়র স্টাফ নার্সদের মধ্যে ৬,৫০০ জনকে অপারেশন প্ল্যানের আওতায় ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

(৬২) নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ভবন, মহাখালী-এর ১০তলা পর্যন্ত পূর্তকাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং জুলাই ২০২০-এ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর মহাখালীতে স্থানান্তরিত হবে।

(৬৩) ১৯৮০-৮৬ সাল পর্যন্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সের মধ্যে ২৮ জুলাই ২০১৯ সালে ১১ জন ও ২৩ মার্চ ২০২০ সালে ৬৮ জন দুই ধাপে মোট ৭৯ জন সিনিয়র নার্সিং কর্মকর্তাকে নবম গ্রেডের বিভিন্ন পদে জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা অনুসারে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(৬৪) ১০ মে ২০২০ সালে কোভিড-১৯ হাসপাতালে দায়িত্ব পালনের জন্য ৫,০৫৪ নার্স নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

(৬৫) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ১,৯০১টি কার্যক্রমের বিপরীতে ১,২৭০.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। ডিপিপি-এর আওতায় ২টি প্রকল্পের বিপরীতে ১১৪.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিপরীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯,১৪৫.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(৬৬) কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকাস্থ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরাতে ২,৮৮৯.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২,০১৩ শয্যাবিশিষ্ট এবং মহাখালীস্থ ডিএনসিসি মার্কেটে ১,৪২২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৩৯০ শয্যাবিশিষ্ট আইসোলেশন সেন্টার-এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। ঢাকা বিভাগে এবং ময়মনসিংহ বিভাগে মোট ২টি PCR Laboratory নির্মাণ এবং ৩২৬.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৭টি কাজকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়।

(৬৭) গণপূর্ত অধিদপ্তর ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ১৬১টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৫৫২.২৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। ডিপিপি-এর আওতায় ১৬টি প্রকল্পের বিপরীতে ৩২৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ১,১২০টি কাজের বিপরীতে ১২২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল ২৯টি পিসিআর ল্যাবরেটরি নির্মাণ, ৫৭টি মেডিকেল কলেজ ও জেনারেল হাসপাতালে আইসোলেশন ইউনিট স্থাপন, ১৫টি মেডিকেল কলেজ ও জেনারেল হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার নির্মাণ, ২৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা ইউনিট স্থাপন।

(৬৮) বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে স্যাম্পল কালেকশন কক্ষ, মরচুয়ারি তৈরি, ট্রায়াল এরিয়া প্রস্তুত, ডাক্তার ও নার্সদের জন্য পৃথক বসার ব্যবস্থা, হ্যান্ড ওয়াশ-এর সু-ব্যবস্থা তৈরি, ইনসিনারেটর স্থাপন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নতুনভাবে টয়লেট তৈরি, করোনা আক্রান্ত পুলিশ সদস্যদের জন্য পৃথক কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা, জেলখানায় কোয়ারেন্টাইন সেল প্রস্তুত, ফ্লু কর্নার স্থাপন, ডিউটি ডাক্তার ও নার্সদের জরুরি আবাসনের জন্য বিভিন্ন কোয়ার্টার রিনোভেশনসহ আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি:

- ‘Study on Healthcare Seeking Behavior of SSK Cardholders’
- ‘Study on Assessment of Out of Pocket Expenditure in SSK Facilities’
- ‘Study on Costing of OPD Benefit Package for SSK’ শীর্ষক গবেষণার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস্ (BNHA)

(৬৯) BNHA-এর ষষ্ঠ রাউন্ডের কাজ শুরু হয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৭০) দেশের সব সরকারি হাসপাতালের সময়ের সঙ্গে ব্যয়ের পরিবর্তনের তথ্য এবং এ সংক্রান্ত দক্ষতা পরিমাপ নিরূপণপূর্বক ‘Facility Efficiency Survey 2018’-এর রিপোর্ট প্রস্তুতের কাজ শেষ হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ‘Disease Specific Accounts’ গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৭১) Annual Program Review-এর Priority Action Plan অনুযায়ী স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ‘Pathways to Reduce Out of Pocket (OOP) Payments’ শীর্ষক রিপোর্ট চূড়ান্ত করেছে।

(৭২) BNHA Cell-এর অন্যতম মূল কাজ Public Expenditure Review-এর তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। 'Epidemiological and Economical Burden of Dengue in Dhaka, Bangladesh', 'Measuring Cost of Illness for Outpatients Attending Public Hospitals' এবং 'Estimating Cost of Treatment in Intensive Care Unit (ICU) of Different Public Hospitals in Dhaka' শীর্ষক ৩টি গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে।

Quality Improvement Secretariat (QIS) কার্যক্রম

(৭৩) Quality Improvement Secretariat (QIS)-এর National Strategic Planning on Quality of Care for Health Service Delivery বিষয়ক কৌশলপত্রের দিক নির্দেশনা অনুসারে M & E Framework, National Resource Pool, Divisional Resource Pool-সহ সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে যৌথভাবে মানসম্মত কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য একটি যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৭৪) সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় ই এ্যান্ড টি হাসপাতাল, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে Quality Improvement (QI) কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৭৫) দেশের সকল হাসপাতালে Quality Impact Committee এবং Work Improvement Team গঠন করা হয়েছে। ১৬টি জেলা হাসপাতালকে মডেল হাসপাতাল হিসাবে পরিণত করার জন্য কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যার ১০টি জেলায় কমিউনিটি পার্টিসিপেশন-এর কাজ চলমান রয়েছে।

(৭৬) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল যথাক্রমে ৮টি ও ৪টি PDCA Team কাজ করছে। টিমগুলোকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৭৭) মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর মেডিকেল, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণসমূহ জানা ও এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে Maternal and Perinatal Death Surveillance & Response (MPDSR) গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ১৬টি জেলাসহ ৩টি সিটি কর্পোরেশনে MPDSR কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৭৮) Clinical Mentorship module প্রস্তুতির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে দুটি 'ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিং' সম্পন্ন হয়েছে।

(৭৯) SDG 3.1 অর্জন এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য 'Zero Maternal Death Initiative' শীর্ষক একটি মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে। এ মডেল মৌলভীবাজার জেলায় পাইলটিং করা হবে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে সভা করে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

(৮০) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জাতীয় ই এ্যান্ড টি হাসপাতালে 'রোগী নিরাপত্তা' কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকায় সংক্রমণ প্রতিরোধ ও 5S কার্যক্রমের জন্য মডেল ওয়ার্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে Infection Register চালু করা হয়েছে।

(৮১) মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় Quality Improvement (QI) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে Infection Prevention & Control বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। MPDSR ও Safe Surgery Checklist প্রশিক্ষণের ওপর Video Tutorial তৈরি করা হয়েছে।

(৮২) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ Manual যেমন: Infection Prevention and Control (IPC), 'National Reproductive Maternal Neonatal Child Adolescent Health (RMNCAH) QI Framework', 'Anti Microbial Stewardship QI Framework' এবং 'ICU QI Framework', Plan-Do-Check-Act (PDCA) প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত ম্যানুয়ালগুলি প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

(৮৩) Quality Improvement Secretariat (QIS) ২০১৯ সালে বাংলাদেশে Quality, Equity & Dignity (QED) Network-এর Evaluation কার্যক্রমে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। আন্তর্জাতিক Sepsis Alliance-এর অংশ হিসাবে বাংলাদেশ Sepsis Alliance গঠন করেছে। Save the Children International (SCI) এবং Institute of Healthcare Improvement (IHI)-এর সহযোগিতায় মানিকগঞ্জ জেলায় Learning Network-এর কাজ শুরু করেছে। SCI-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারকের আলোকে ৮টি জেলায় MNH কার্যক্রম শুরু করেছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে QI Network-এর অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে জেন্ডারজনিত সহিংসতায় সেবা কার্যক্রম

(৮৪) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রণীত Health Sector Response to Gender Based Violence Protocol for Health Care Providers-এর আলোকে 'Health Sector Response to Gender Based Violence' শীর্ষক কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রম বিস্তৃত করার প্রয়াসের অংশ হিসাবে Web-Based Module on Clinical Management of Rape (CMR) প্রস্তুত ও স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে। এনজিও ডাটাবেইজ-এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদেশিক অনুদানের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এনজিওসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে সুচিন্তিত ও প্রায়োগিক মতামত প্রদান করা হয়েছে।

৫৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

(১) চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর নামে একটি নতুন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং সিলেট বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৯ সালে খুলনা বিভাগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নামানুসারে 'শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের সম্মতি পাওয়া যায়। এ লক্ষ্যে 'শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, খুলনা ২০২০' নীতিগত অনুমোদনসহ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) চিকিৎসা শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে চিকিৎসা শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমকে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০২০'-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনের খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ কর্তৃক প্রমিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায়' উপস্থাপন করা হয়। সভায় কিছু সংশোধনী প্রদান করায় উক্ত সংশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪) দেশে বর্তমানে ১টি ডেন্টাল কলেজ বিদ্যমান রয়েছে। দন্ত চিকিৎসা শিক্ষার প্রসার এবং জনসাধারণের দন্ত চিকিৎসা সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে খুলনা বিভাগের খুলনা জেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কলেজটি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

(৫) বাংলাদেশের চিকিৎসকদেরকে বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থান, গবেষণা, চিকিৎসা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন বিষয়ে সৌদি আরব, হাঙ্গেরি এবং কাতার সরকারের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

(৬) চিকিৎসা শিক্ষায় 'বেসিক সাবজেক্টের' মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। 'বেসিক সাবজেক্টের' মান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি মোট দশটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বেসিক সাবজেক্টে' বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ঘাটতি রয়েছে। বেসিক সাবজেক্টের চিকিৎসক সংকট নিরসনে চিকিৎসকদেরকে 'বেসিক সাবজেক্টে' ক্যারিয়ার গড়ার বিষয়ে আগ্রহী করার প্রয়াসে এ বিভাগ থেকে বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষকদের মূল বেতনের শতভাগ অতিরিক্ত প্রণোদনা ভাতা প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(৭) ৯০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে 'ব্রেস্টফিডিং কর্নার' তৈরির জন্য মাঠপর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ১৫৭টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে করোনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (যেমন: গাউন/ভেস্ট, মাস্ক, গ্লাভস, স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ইত্যাদি) ক্রয়/সংগ্রহ বাবদ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৮) বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য ৩০০টি কর্নার স্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ANC'র সেবার জন্য আগত গরিব মায়ের জন্য ১ লক্ষ ৬৫ হাজার প্ল্যাস্টিকের মায়ের ব্যাংক বিতরণ করা হয়েছে।

(৯) ১৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা, প্রজননস্বাস্থ্য সেবা এবং কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১০) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ক্রয় বাবদ জিওবি খাতে ৩১০ কোটি ৯০ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬১১ টাকা এবং জিওবি রাজস্ব খাতে ৯৪ কোটি ৪০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫০০ টাকা ব্যয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ-সামগ্রী, ঔষধ ও 'এমএসআর' ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে।

(১১) বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপন ও পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(১২) অডিও-ভিজ্যুয়াল ভ্যান দ্বারা পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন, কোভিড-১৯ বিষয়ক ৬,৮৫৪টি প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(১৩) বাংলাদেশে বেতারের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল থেকে ২৪৮টি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করা হয়েছে।

(১৪) বাংলাদেশে টেলিভিশন-এর জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল থেকে ৪,৬২৪টি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার; পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে ৫৫০টি বিজ্ঞাপন ৩০টি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

(১৫) দেশব্যাপী বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রে বিতরণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং কিশোর-কিশোরী কর্নারে বিভিন্ন উপকরণ (লিফলেট, ব্রোশিউর, পকেটবুক, ইনফো-কিট ইত্যাদি) প্রিন্টিং ও সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১৬) সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের সকল উপজেলায় পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য প্রচারের লক্ষ্যে ৯৯টি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

(১৭) পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মুখপত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা (পরিক্রমা) ৩৬,০০০ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

(১৮) দেশের সকল পর্যায়ের জনগণকে মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কল সেন্টার ১৬৭৬৭ থেকে ২৪ ঘণ্টা/৭ দিনব্যাপী সেবা ও তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

(১৯) করোনা প্রার্দুভাব মোকাবিলায় স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ১০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে করোনা কন্ট্রোল রুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(২০) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ২২টি সরকারি মেডিকেল কলেজের মলিকুলার ল্যাবে নিয়মিত পিসিআর পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অদ্যাবধি মেডিকেল কলেজসমূহের মলিকুলার ল্যাবে প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার পিসিআর পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২১) ঢাকা সিটির বিভিন্ন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

(২২) করোনা ভাইরাস রোধে মেডিকেল কলেজের ক্লিনিক্যাল বিষয়ের ৪,৩৭৫ জন শিক্ষক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোভিড ও নন-কোভিড হাসপাতালে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন।

(২৩) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষগণের তত্ত্বাবধানে স্ব-স্ব মেডিকেল কলেজের বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষকবৃন্দ হাসপাতাল ও মলিকুলার ল্যাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

(২৪) করোনা ভাইরাসের ব্যাপক বিস্তার রোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সরকার-ঘোষিত ছুটিকালে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মস্থলে অবস্থান করে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে।

(২৫) কোভিড-১৯ সংক্রমণের শুরু থেকে মাঠপর্যায়ের কর্মচারীগণ গর্ভবতী মায়েদের করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গর্ভকালীন সেবা নিশ্চিতকরণসহ সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও পরামর্শ প্রদান বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ জনগণকে সচেতন ও সরকারি নির্দেশনা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধকরণের কাজ পরিচালনা করছে।

(২৬) সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সেবা কেন্দ্রসমূহ খোলা রেখে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং কোভিড-১৯ সংক্রমণের শুরু থেকে মাঠপর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর সরবরাহ ব্যবস্থা ও গ্রহীতা পর্যায়ে মজুদ ঘাটতি যেন না হয় তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(২৭) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর-এ কোভিড-১৯ সংক্রমণের শুরু থেকেই এর চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে এবং নিয়মিত কোভিড আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২৮) জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নির্দেশক্রমে আইইএম ইউনিটের এভি ভ্যানের মাধ্যমে কোনো ধরনের গণসমাবেশ এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা না করে শুধু মাইকিং-এর মাধ্যমে সারাদেশে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মাইকিং এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন আইইডিসিআর থেকে প্রাপ্ত লিফলেট এবং এ অধিদপ্তর থেকে জারিকৃত লিফলেট অনুযায়ী করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত তথ্যাদিও প্রচার করা হচ্ছে।

(২৯) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন সেবাকেন্দ্রসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা বজায় রেখে সেবা প্রদানের জন্য অধিদপ্তর থেকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।

(৩০) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সহযোগিতার জন্য কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হলে উক্ত টিম তার বা তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ, প্রয়োজনে তাদের চাহিদার ভিত্তিতে খাদ্য, ঔষধ, চিকিৎসাসহ অন্যান্য বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে কাজ করছেন।

(৩১) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিটে একটি তথ্য সংগ্রহ সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত তথ্য সেলের মাধ্যমে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা পর্যায়ের এমসিএইচ ইউনিট/সদর ক্লিনিক এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে মনিটরিং ও সুপারভিশন জোরদার করা হয়েছে।

(৩২) কোভিড-১৯ বিষয়ে ২ মিনিটের জনসচেতনতামূলক টিভি বিজ্ঞাপন ১৬টি টিভি চ্যানেলে ৩,০০০ বার প্রচার করা হয়েছে।

(৩৩) কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবকালীন সময়ে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান 'কানেক্টিং বাংলাদেশ'-এর মাধ্যমে এটিএন নিউজ চ্যানেলে ৮টি পর্ব প্রচার করা হয়েছে।

(৩৪) কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতামূলক ৩,০০,০০০ লিফলেট প্রিন্টিং ও বিতরণ করা হয়েছে।

(৩৫) দুর্গম ও কম অগ্রগতিসম্পন্ন এবং মাঠকর্মী নেই এমন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার বৃদ্ধির জন্য ৭৩৩ জন নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯৯ জন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৩৪ জন নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩৬) পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনায় টাঙ্গাইল জেলা অফিস পেপারলেস ঘোষিত হয়েছে। এ যাবৎ ৩২টি জেলা e-MIS কার্যক্রমের আওতায় এসেছে।

চিত্র: ১ মার্চ ২০২০ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেল পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী টাঙ্গাইল জেলাকে পেপারলেস ঘোষণা করেন।

(৩৭) ৭৪.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য সারাদেশে এ অর্থবছরে ৪৯৫ জনসহ এ যাবৎ ১,২৫০ জন কর্মকর্তাকে মোবাইল সেটসহ সিম এবং বিল পরিশোধ করে অনলাইন মোবাইল বেইজড ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

(৩৮) কক্সবাজার জেলাধীন FDMNs ক্যাম্পে অবস্থানকারীদের পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, কিশোরীদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(৩৯) নিপোর্ট ভবনে মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

(৪০) সকল নিয়মনীতি পালনপূর্বক ৫টি গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে। গাড়িচালকের ২০টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে আবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৫ ক্যাটাগরির ২০টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।

(৪১) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৯ গ্রেডের ১৯ জন কর্মকর্তাকে এবং নিপোর্ট কর্তৃক বিভিন্ন গ্রেডের ১৯ জন কর্মচারীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ১৬-২০ গ্রেডের ১০১টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।

(৪২) বরিশাল আরপিটিআই-এর নবনির্মিত একাডেমিক ও হোস্টেল ভবন এবং আগৈলঝরা, বরিশাল-এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবন ও হোস্টেল উদ্বোধন করা হয়েছে।

(৪৩) নিপোর্ট ও এর আওতাধীন ১২টি আরপিটিআই এবং ২০টি আরটিসি-এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের ৫২৭টি ব্যাচে মোট ১৪,৪৩৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪৪) 'Bangladesh Health Facility Survey, 2017' এবং 'Bangladesh Maternal Mortality Survey, 2016' মুদ্রণ করা হয়েছে।

(৪৫) নতুন ৩টি নার্সিং কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্তৃক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। নতুন নিজস্ব ভবনে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর স্থানান্তর করা হয়েছে।

(৪৬) ১ জুলাই ২০১৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চ. ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের কার্যাবলি সম্পাদনে বড়ো রকমের চ্যালেঞ্জসমূহ (পরিশিষ্ট: জ)

২. সার্বিক পর্যালোচনা

২.১। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন, গণদ্রব্য ও সেবার জোগান বৃদ্ধি, বিশ্ববাজারে ক্রমান্বয়ে একীভূত হওয়া, উৎপাদন বিশেষায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কোভিড-১৯-এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি একটি সামগ্রিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন। কর্মসৃজনকে প্রাধান্য প্রদান এবং বিলাসী ব্যয় নিরুৎসাহিত করে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে কতিপয় ঋণ সুবিধা প্রবর্তন, হতদরিদ্র এবং কর্মহীন নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন এবং সতর্কতার সাথে বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১ লক্ষ ২১ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকার একটি প্রণোদনা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, যা জিডিপি'র ৪.৩৪ শতাংশ। ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের অর্থনীতির কোনো কোনো সূচকে প্রবৃদ্ধি কম হলেও বাংলাদেশ কোভিড-১৯-এর অর্থনৈতিক প্রতিঘাত বেশ ভালোভাবেই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে।

২.২। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি সত্ত্বেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.২৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১,৯০৯ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২,০৬৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি হয়েছে ১০.৮৭ শতাংশ বেশি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৬.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। মহামারি সত্ত্বেও রাজস্ব আদায় হয়েছে ২,৬২,৮০৬ কোটি টাকা। অনলাইন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন ফাইলিং পদ্ধতি প্রণয়ন এবং সকল স্থল শুল্ক স্টেশনে এসাইকুডা (ASYCUDA) ওয়ার্ল্ড সিস্টেম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

২.৩। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ হয়েছে ৩৩.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মহামারির কারণে রপ্তানি আয়ের প্রবণতা নিম্নমুখী থাকলেও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে রপ্তানি আয়ের প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। সরকার সঠিক সময়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এবং সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

২.৪। বৈদেশিক সহায়তার কমিটমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা ৬,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৯,৭২৪.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয় এবং অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫,৫৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৭,১২১.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়।

২.৫। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ইপিজেড ও নন-ইপিজেড)-এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২.৩৬৪৬৪ (সাময়িক) বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থানীয় ও শতভাগ বিদেশি এবং যৌথ বিনিয়োগে মোট ৯০৫টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। বেজা কর্তৃক ১৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প উৎপাদনের কাজ এবং ১৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণকাজ চলমান আছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে ১৩১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে। ২৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ চলমান আছে।

২.৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৪টি একনেক সভায় ২১১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয় এবং একনেক কর্তৃক অনুমোদিত সর্বমোট ২১০টি প্রকল্পের সরকারি আদেশ জারি করা হয়। বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১-এর চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদিত হয় এবং ৮ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খসড়াও প্রণয়ন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি'তে বরাদ্দ ২,০১,১৯৯ কোটি টাকার বিপরীতে মোট ব্যয় হয় ১,৬১,৮৭১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৮০.৪৫ শতাংশ। এডিপি'তে বাস্তবায়নাধীন ১,৯০৬টি প্রকল্পের মধ্যে সমাপ্তিযোগ্য প্রকল্প ছিল ৩১৭টি, এর মধ্যে ১৮২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২.৭। করোনা ভাইরাসের কারণে শিল্প খাতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪-৫ শতাংশ সুদে বৃহৎ শিল্পে (উৎপাদন ও সেবা) ৩০,০০০ কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (উৎপাদন ও সেবা) ২০,০০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক, তপশিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য বরাদ্দকৃত ঋণ বিতরণ একটি কমিটির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান করছে। পুরাতন ঘোড়াশাল ও পলাশ সার কারখানার পরিবর্তে নতুন একটি পরিবেশসম্মত ও জ্বালানি সাশ্রয়ী ইউরিয়া সার কারখানা 'ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প কাজ চলমান রয়েছে। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্পপার্ক স্থাপিত হয়েছে।

২.৮। বস্ত্র শিল্পখাতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে যার ৮০ শতাংশই নারী। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮৪ শতাংশ পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হচ্ছে। পাটখাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩ কোটি লোকের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে। আমাদের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাঁতশিল্প দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশ জোগান দিয়ে আসছে। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা যথাক্রমে ৯ লক্ষ এবং ৬ লক্ষ। তাঁতশুমারি অনুযায়ী তাঁতশিল্পে বছরে প্রায় ৬৮.৭০ কোটি মিটার তাঁতবস্ত্র উৎপাদিত হয়।

২.৯। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে দরিদ্র গ্রাহকদের অর্থের অভাবে অসময়ে উৎপাদিত শস্য কম মূল্যে বিক্রি রোধে ৫ শতাংশ সুদে শস্য গোলা ঋণ প্রদান করা হয়। আর্থসামাজিক উন্নয়ন কাজের অংশ হিসাবে ৭.৬১ লক্ষ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র সদস্যকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে ২,৭৭১.০৮ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ প্রদানের মাধ্যম আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৭৯,৭৯৩ জন বেকার যুবদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৭৫,৬৬৬ জন বেকার যুব'র কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আপামর জনগণের আর্থিক সহায়তার জন্য চালু করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বিমা'।

২.১০। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ৬,৩৩৭ জন প্রবাসগামী কর্মীকে ১০৮.৯১ কোটি টাকা অভিবাসন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে বিভিন্ন দেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশি কর্মীদের করোনা-পরবর্তী সময়ে পুনরায় কর্মে নিয়োগের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। কর্মহীন অন্তবর্তী সময়ে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে দুস্থ ও কর্মহীন হয়ে পড়া প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে ১১ কোটি টাকার ঔষধ, ত্রাণ ও জরুরিসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

২.১১। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের উৎপাদন হয় ৪৫৩.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন, আলু উৎপাদন হয় ১০৯.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন, ডালজাতীয় ফসলের উৎপাদন হয় ১০.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন, পিঁয়াজ উৎপাদন হয় ২৫.৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং পাট উৎপাদন হয় ৬৮.১৯ লক্ষ বেল। সার, ডিজেল, বিদ্যুৎ, ইক্ষু ইত্যাদি খাতে ৭,১৮৮.২৫ কোটি টাকা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯-এর প্রতিঘাত মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সকল ফসলসহ কৃষি খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদে সর্বমোট প্রায় ১৯,৫০০ কোটি টাকার স্কিম গঠন করা হয়।

২.১২। স্বাদুপানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ৬৪ প্রজাতির মাছ বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। গবেষণার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২৩ প্রজাতির মাছ যেমন– পাবদা, গুলশা, টেংরা, মহাশোল, মেনি, পুঁটি, চিতল, ফলি, ইত্যাদির প্রজনন ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।

২.১৩। পানি সম্পদ উন্নয়নে সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন ১৭২.৩৬ কিলোমিটার, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন ৭৯১.২৬ কিলোমিটার, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ৭১টি, সেচ অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ/মেরামত পুনর্বাসন ১২৭টি, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ ৭১টি, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্নির্মাণ/মেরামত পুনর্বাসন ২৩টি এবং নদী পুনঃখনন করা হয়েছে ৪৫৯.৯২ কিলোমিটার।

২.১৪। বাংলাদেশ সচিবালয়ের চতুষ্পার্শ 'শব্দদূষণ মুক্ত' এবং 'নীরব এলাকা' ঘোষণা করা হয়। দেশের দূষণঘন এলাকার পরিবেশ দূষণ তথা পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং রাসায়নিক ও বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়।

২.১৫। সরকারি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ২১.৫০ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয় যা ২০০৯ সালে ছিল ১৪ লাখ মেট্রিক টন। বোরো-২০১৯ সংগ্রহ মৌসুমে সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার প্রায় শতভাগ অর্জিত হয়। কৃষকদের মূল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বোরো-২০২০ সংগ্রহ মৌসুমে রেকর্ড পরিমাণ ধান, চাল ও গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ফলে কৃষকগণ স্মরণকালের মধ্যে ধানের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন।

২.১৬। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট ৪৫ হাজার কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়; ১,৭৭৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয় এবং ২,৭৮২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ছয়টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৯৭ শতাংশ এবং মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫১২ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চুক্তির আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের 'Nuclear Fuel Supply Contract' স্বাক্ষরিত হয়। 'কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন' প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১৯-এ শেষ হয়। এর ফলে দেশের জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা ১ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৩.২০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

২.১৭। মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিবহণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নিরাপদ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলারও প্রয়াস অব্যাহত থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৮.৬৬ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ১৯২.৬০ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ৫৮.৯৭ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ১৮৬৮.৭২ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ফেসিং, ১৪১৫.৫৩ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ১৫৩১.৫৪ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতিকরণ এবং ৮৫টি সেতু ও ৭৫২টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

২.১৮। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর আওতায় অত্যাধুনিক গণপরিবহণ হিসাবে ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করা হয়। উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের নির্মাণকাজ ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৪৬.১৩ শতাংশে উন্নীত হয়।

২.১৯। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি হয় ৮০.৫০ শতাংশ। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কার্যক্রমও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। কর্ণফুলী নদীর তলদেশেবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন টানেল নির্মাণ প্রকল্পের ৫৬ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়।

২.২০। রেল যোগাযোগেও এ সময়ে বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়। বেনাপোল-ঢাকা-বেনাপোল রুটে আন্তঃনগর 'বেনাপোল এক্সপ্রেস', কুড়িগ্রাম-ঢাকা-কুড়িগ্রাম রুটে 'কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস', ঢাকা-জামালপুর-ঢাকা রুটে 'জামালপুর এক্সপ্রেস', রাজবাড়ি-ভাঙ্গা-রাজবাড়ি পর্যন্ত 'রাজবাড়ি এক্সপ্রেস' মেইল ট্রেন চালু এবং 'ঢালারচর এক্সপ্রেস' ট্রেনের রুট ঈশ্বরদী-ঢালারচর-ঈশ্বরদী পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-ঢাকা রুটে এক জোড়া ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন চালু করা হয়। 'বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্প'-এর মূল নির্মাণকাজ ও শুরু হয়েছে।

২.২১। সমুদ্র বন্দর, স্থল বন্দর ও নৌবন্দরের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন, নৌপথের নাব্যতা রক্ষার মাধ্যমে নৌ চলাচল নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নকরণ এবং নৌবাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। দেশের ব্যস্ততম চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের পরিপূরক হিসাবে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এটি হবে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কর্তৃক ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার এবং ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার বিএসসি জাহাজ বহরে যুক্ত হয়।

২.২২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়। জুলাই ও সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ ২টি ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার এবং ডিসেম্বর ২০১৯-এ ২টি ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ বিমানবহরে সংযোজন করা হয়। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১১-১২ জুলাই ২০১৯ মেয়াদে 'Dhaka OIC City of Tourism-2019'-এর অফিসিয়াল সেলিব্রেশন শুভ উদ্বোধন করা হয়।

২.২৩। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিভিন্ন কর্মসূচিতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিভিন্ন কর্মসূচিতে সংশোধিত অর্থ বরাদ্দ ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৮ শতাংশ। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম ও এসিডদগ্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন হিজড়া, দলিত, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন-কল্যাণমূলক কার্যক্রম, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

২.২৪। সারাদেশের ৪৯২টি উপজেলায় ও ৪০ হাজার রোহিঙ্গা মহিলাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে ভিজিডি' কার্ডের সংখ্যা ১০ লক্ষ ৪০ হাজার করা হয়। ল্যাকটেটিং মাদার ভাতাভোগীদেরকে প্রতিমাসে ৮০০ টাকা হারে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার জনকে ২৬৪ কোটি টাকা ভাতা বিতরণ করা হয়েছে। মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচির আওতায় ৭ লক্ষ ৭০ হাজার জন দরিদ্র ও গর্ভবতী মা'কে প্রতি মাসে ৮০০ টাকা হারে ৭৩৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৬৩টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৩,৪৬৫ জন শিশুকে দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হয়। ৪২৬টি উপজেলায় ৬৯,১৫০ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২.২৫। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রায় ৭ কোটি মানুষকে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য শিশুখাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের লক্ষ্যে ১২২ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা; ২,১১,০১৭ মেট্রিক টন জিআর চাল এবং ত্রাণকার্যের জন্য নগদ ৯৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ প্রদান করাহয়। ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকার জন্য ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এর সংস্থান রয়েছে। এরমধ্যে ১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকার জন্য ২৮টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে।

২.২৬। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ক্যাম্পসমূহে দোতলা Stilt Shelter নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কুতুপালং ক্যাম্পে পৃথিবীর শরণার্থী ক্যাম্পসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ Fecal Sludge Management Plant স্থাপন করা হয়েছে; ত্রাণ বিতরণে ই-ভাউচার ও আইরিস স্ক্যান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে; ৫২ কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে; আইরিস ও আঙুলের ছাপসহ পরিবারভিত্তিক রোহিঙ্গাদের যৌথ যাচাই কার্যক্রম শেষ হয়েছে; ক্যাম্পে সবুজায়ন ও ভূমি ক্ষয়রোধে ১০০ একর ভূমিতে ভেটিভার ঘাস ও বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে; নয়াপাড়া ক্যাম্পে জলাধারের ধারণ ক্ষমতা সম্প্রসারণ করে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার লিটারে উন্নীত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ বিস্তারের প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা ক্যাম্পেও পর্যাপ্ত প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

২.২৭। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩,৫৩১ জন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে ১১.০৮ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে মৃত্যুজনিত কারণে ১,০৭৬ জনকে ২১.৫২ কোটি টাকা, চিকিৎসা বাবদ ৪৮৮ জনকে ১.২৫ কোটি টাকা ও শিক্ষাবৃত্তি বাবদ ৩৬৩ জনকে ০.৭২ কোটি টাকা শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

২.২৮। মাসিক ১২,০০০ টাকা হারে দুটি উৎসব ভাতাসহ মোট ১,৯১,৮৯৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ২,৭৬৩.৩৩ কোটি টাকার সম্মানি ভাতা প্রদান করা হয়। ৬৩টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এবং ৫২টি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্থাপনার কাজ সমাপ্ত হয়।

২.২৯। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৯,৫৯২ জনের কর্মসংস্থান করা হয়। এ বছর ওআইসিভুক্ত দেশগুলো হতে ঢাকাকে চূড়ান্তভাবে OIC Youth Capital ঘোষণা করা হয়। ২২ জন আত্মকর্মী ও ৫ জন যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৯ প্রদান করা হয়। ৩,১০,৯৮৫ জন যুব ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩০,১৪৩ জন যুব ও যুব মহিলাকে ১০৭.৯৯ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়।

২.৩০। ক্রীড়া উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে ১,১৫০ জন অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ ও দুস্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত মাসিক অনুদান/এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল ভারত ক্রিকেট দলকে ৩ উইকেটে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। স্কটল্যান্ডে অনুষ্ঠিত টি-২০ মহিলা বিশ্বকাপ-এর বাছাই পর্বে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২.৩১। মসজিদ, মন্দির, গির্জা তথা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজসহ সকল ধরনের কর্মকাণ্ডে সরকার সহযোগিতা অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ২৮ কোটি ৩৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

২.৩২। আবাসন সমস্যা নিরসনে ইস্কাটনে ৩টি ২০ তলা ভবনে ১১৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে ৯,৭৩৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে এবং আরও ৯টি প্রকল্পের আওতায় ৮,৮৩৫টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঢাকা মহানগরীর ২০টি পরিত্যক্ত বাড়িতে ৩৯৮টি ফ্ল্যাট এবং চট্টগ্রাম মহানগরীতে ৫১টি পরিত্যক্ত বাড়িতে মোট ১,৮২৪টি ফ্ল্যাট ও ৬৪টি ডরমেটরি রুম-এর নির্মাণকাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৪৬৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ সম্পন্ন হয়। ঢাকা মহানগরীর বস্তিতে বসবাসকারী ভাসমান ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য ৫৩৩টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে।

২.৩৩। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ২০,৮৭১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। ২,১০১টি ব্যারাক নির্মাণের জন্য ২৫২ কোটি টাকা ছাড় করা হয় যেখানে ১০,৫০৫টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। 'যার জমি রয়েছে ঘর নেই, তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ' এর আওতায় ১০,০০০টি দরিদ্র গৃহহীন পরিবারকে তাদের নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয় এবং তিন পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারদের জন্য ৩৬৬টি বিশেষ ডিজাইনের ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়। অতি দরিদ্রদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারাদেশের বিভিন্ন বিভাগে সর্বমোট ১৭,০০৫টি গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

২.৩৪। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ জাতীয় পর্যায়ে বিজয় ফুল প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। দেশের করোনা ভাইরাস দুর্যোগের কারণে ৬,৯৬০ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের এককালীন বিভিন্ন হারে মোট ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ১,৪৫২টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন হারে মোট ৭ কোটি ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১ জনকে 'একুশে পদক, ২০২০' প্রদান করা হয়।

২.৩৫। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭ ও ২০১৮ একসঙ্গে প্রদান করা হয়। চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে ১৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে এবং ৯টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ নিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন হতে ১২০টিরও অধিক স্পট/ফিলার এবং করোনা ভাইরাসের ওপর সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে অনুষ্ঠান 'এই সময়' প্রতিদিন প্রচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার হতে স্বাস্থ্যবার্তা, আলোচনা অনুষ্ঠান, কথিকা, সাক্ষাৎকার, সচেতনতামূলক গান, লাইভ ফোন-ইন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও বার্তা, জিঙ্গেল, স্পট, মীনা কার্টুন ইত্যাদি অনুষ্ঠান মোট ১২৯ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড প্রচার করা হয়েছে। তথ্য অধিদপ্তর থেকে করোনা ভাইরাস বিষয়ে এ পর্যন্ত মোট ১,১৮৫টি তথ্য বিবরণী গণমাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য নিয়ে ৮টি টিভিসি নির্মাণ করে বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক ১ লক্ষ ৪৯ হাজার পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, মাইকিং, পিভিসি ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে করোনা বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

২.৩৬। সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী 'আমার গ্রাম আমার শহর–প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ' সারাদেশে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচি এবং 'মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম' বাস্তবায়ন করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্বাচিত নারীদের অংশগ্রহণে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন, জনগণের চাহিদা অনুযায়ী ডিজিটাল সেন্টার এবং উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন, ২৫৬টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, দুর্নীতি প্রতিরোধে ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম গ্রহণ এবং সিলেট জেলার বিশ্বনাথ পৌরসভা নামে নতুন পৌরসভা গঠনসহ ৪টি পৌরসভার শ্রেণি উন্নীত করা হয়েছে।

২.৩৭। ৬৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ এবং ১০০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়। ৫,৫০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন, ৩০,৫০০ মিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ১৯০টি গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার, ১৩০টি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ১৩,০০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মেরামত, ফসলি জমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা ও সেচ সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে ১৮০ কিলোমিটার বাঁধ পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন করা হয়।

২.৩৮। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৫৪.৫৭ লক্ষ পরিবারকে উপকারভোগী হিসাবে বাছাই; ১,২১,০৬৪টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন; ১,৯০২.০৩ কোটি টাকা সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা; ১,৭৪৪.৯৫ কোটি টাকা কল্যাণ অনুদান প্রদান; সমিতিসমূহকে ২,৯০৫.৬১ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান এবং ৩০৪.২৫ কোটি টাকা সেবামূল্য আদায় করা হয়েছে। মিল্কভিটা সমবায়ীদের নিকট থেকে মোট ৪২৯.৯৪ লক্ষ লিটার মানসম্মত নিরাপদ তরল দুগ্ধ সংগ্রহ এবং ৩২৫.৮৫ লক্ষ লিটার পাস্তুরিত তরল দুগ্ধ বিক্রয় করেছে। পাস্তুরিত তরল দুগ্ধ এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রয় বাবদ সর্বমোট ২৮৫.৫১ কোটি টাকা আয় হয়।

২.৩৯। দেশের মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৬.১৫ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০.২১ কোটিতে উন্নীত হয় এবং টেলিডেনসিটি ৯৬.২৮ শতাংশে এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ৬০.৩৪ শতাংশে উন্নীত হয়। 5G প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ সক্ষমতার পরিমাণ ২,৭৫০ জিবিপিএস এবং সাবমেরিনের ব্যান্ডউইথ ব্যবহার ১,১০২ জিবিপিএস এ উন্নীত হয়।

২.৪০। আইটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে দক্ষ, প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, ও সচেতন মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার প্রায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৬১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 'ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি (ক্ষমতা ও কার্যাবলি) বিধিমালা, ২০২০ এবং 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন' করা হয়। 'বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড' এবং 'স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড' কোম্পানি গঠন করা হয়। কোভিড-১৯ মহামারিকালীন বিভিন্ন অ্যাপস ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে করোনা মোকাবিলায় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আইসিটি বিভাগ বিশেষ অবদান রাখে। এটুআই প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ই-ফাইল সিস্টেমের মাধ্যমে ৮,০০০ অফিসের ৯০,০০০ সরকারি কর্মকর্তা ই-নথির আওতায় এসেছে। সারাদেশে স্থাপিত ৫,৮৭৫টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রতিমাসে গড়ে ৭.৫ মিলিয়ন সেবা নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়। শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামো বিনির্মাণের আওতায় সারাদেশে ৫৩৫ কিলোমিটার ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন, ১টি জেলা, ৩৮টি উপজেলা এবং ৩৫৫টি ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযোগ প্রদান এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ১,৫১৩টি PAT সম্পন্ন করা হয়েছে। 'মুজিববর্ষ ২০২০' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ওয়েবসাইট ও কনটেন্ট এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুজিব সোশ্যাল মিডিয়া, অ্যানিমেশন, হলোগ্রাম, অ্যাপ, এআর/ভিআর এবং টিজার তৈরি করা হয়েছে।

২.৪১। 'হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা' স্লোগান সামনে রেখে ভূমিসেবার সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। যার ফলে ই-মিউটেশন বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ 'Developing transparent and accountable public institutions' ক্যাটাগরিতে বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘ কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়কে 'United Nations Public Service Award-2020'-এ ভূষিত করা হয়। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৪৮৮টি উপজেলা অনলাইনে নামজারি বাস্তবায়িত হয়। ভূমি মন্ত্রণালয় ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে ভূমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন-কানুন সংবলিত ই-বুক প্রকাশ করা হয়েছে। নাগরিকগণের সঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয়ের যোগসূত্র স্থাপন এবং মাঠপর্যায়ে ভূমিসেবা প্রাপ্তিতে নাগরিকের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি নির্ণয় এবং দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে হটলাইন ১৬১২২ স্থাপন করা হয়েছে। হটলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয়। সকল খতিয়ানের তথ্য একটি প্ল্যাটফর্মে আনার মহাপরিকল্পনার অংশ হিসাবে এ পর্যন্ত প্রায় ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ খতিয়ান এবং ২০,৪৯৪টি মৌজা ম্যাপ অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৪২। ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ৩৫,৩৯,৯৪,১৯৭ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। বিশ্বময় বিস্তৃত মহামারি করোভাইরাসের প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে ১৭২ জন শিক্ষার্থীকে 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক' প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়।

২.৪৩। কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও সুযোগ অবারিত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে একটি করে মোট ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বেসরকারি পর্যায়ে ৪৫৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ ৮,০০৪টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করার লক্ষ্যে ৫২টি মডেল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।

২.৪৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষকদের মধ্যে বিশেষ গবেষণা অনুদান ৩,২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে প্রদান করা হয়। ২৮৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগারের ব্যবহার্য কেমিক্যাল/যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজনের জন্য ২.৭৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

২.৪৫। স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে ৩৯তম বিসিএস-এর মাধ্যমে দুই দফায় মোট ৬,৭৯২ জন চিকিৎসককে সহকারী সার্জন/ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ৫,০৫৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টার এবং ডিএনসিসি মার্কেটকে কোভিড-১৯ হাসপাতালে রূপান্তরের প্রশাসনিক ও দরপত্র অনুমোদন এবং বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা রোগীর সেবা প্রদানের জন্য আইসোলেশন ইউনিটে রূপান্তরের অনুমোদন দেয়া হয়। ঢাকায় করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত ৬,২১৪টি শয্যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলোতে সংক্রমিত রোগীদের জন্য ৭,০৬৩টি সাধারণ বেড, ২০২টি আইসিইউ এবং ৭৩টি ডায়ালাইসিস বেড, ১৮৬টি ভেন্টিলেটর, ৩,৪৫৬টি অক্সিজেন সিলিন্ডার, ১০২ হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা এবং ৯৮টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য হটলাইনে যুক্ত রয়েছেন ৪,২১৭ জন চিকিৎসক। দেশের ৬৪টি জেলার ৫,১০০ ডাক্তার এবং ১,৭০০ নার্স-এর করোনা ভাইরাসের ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ও ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল বিষয়ে ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে। সারাদেশে মোট ৮০টি পিসিআর ল্যাবে কোভিড-১৯-এর নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। দেশীয় চাহিদার শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১৪৮টি দেশে ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে। ২০১৯ সালে ৪০,৯০৯ মিলিয়ন টাকার ঔষধ রপ্তানি করা হয়েছে।

২.৪৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় খুলনা বিভাগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নামানুসারে 'শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের চিকিৎসকদেরকে বর্হিবিশ্বে কর্মসংস্থান, গবেষণা, চিকিৎসাশিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন বিষয়ে সৌদি আরব, হাঙ্গেরি এবং কাতার সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কোভিড-১৯ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক টিভি বিজ্ঞাপন ও কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবকালীন সময়ে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান 'কানেক্টিং বাংলাদেশ' প্রচার করা হয়। ২২টি সরকারি মেডিকেল কলেজের মলিকুলার ল্যাবে নিয়মিত পিসিআর পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। করোনা ভাইরাস রোধে মেডিকেল কলেজের ক্লিনিক্যাল বিষয়ের ৪,৩৭৫ জন শিক্ষক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোভিড ও নন-কোভিড হাসপাতালে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন।

২.৪৭। করোনাকালীন বাংলাদেশ পুলিশ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন করে করোনা প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। দুর্নীতি, মাদক ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' গঠনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদা তৎপর থাকে। অপরাধের নতুন মাত্রা উপলব্ধি করে 'ন্যাশনাল টেলিকমিউকেশন মনিটরিং সেন্টার' (এনটিএমসি) কর্তৃক নিজস্ব মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হয়।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য প্রথমবারের মতো সুনির্ধারিত পোশাক ও অস্ত্র সরবরাহ করা হয় এবং অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসারদের উৎসব ভাতা, অঙ্গীভূত আনসার-সদস্যদের দৈনিক ভাতা, ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রীদের মাসিক সম্মানিভাতা ও স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য-সদস্যাদের দৈনিক রেশন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে সময়োপযোগী করা হয়। বিজিবি ও বিএসএফ-এর যৌথ প্রচেষ্টায় যশোরের ৮.৩ কিলোমিটার সীমান্ত 'ক্রাইম ফ্রি জোন' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার জলসীমা রক্ষা ও এর সম্পদ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডকে আধুনিক ইনশোর ও অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল কমিশনিংসহ আধুনিকায়ন করা হয়।

২.৪৮। ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯,৬১১ জন মাদকাসক্ত রোগীকে সরকারি পর্যায়ে ও ১৮,৫৮০ জনকে বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা প্রদানসহ ৩৫টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। বিশেষ দিবস/উৎসব উপলক্ষ্যে কারাবন্দিদের উন্নতমানের খাবার সরবরাহের লক্ষ্যে জনপ্রতি বরাদ্দ ৩০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫০ টাকা করা হয়। আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে শুকনো খাবার সরবরাহের জন্য মাথাপিছু ২৬ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

২.৪৯। 'রূপকল্প ২০২১'-এর আলোকে সশস্ত্র বাহিনীর 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' চূড়ান্তকরণ ও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক মায়ানমার থেকে আগত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের মধ্যে ত্রাণ, চিকিৎসাসেবা, পানি বিতরণ ও অন্যান্য কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার পরিচালনা এবং করোনা প্রতিরোধ কার্যক্রমে অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করে আসছে। করোনা মহামারির কারণে বিশ্বব্যাপী Flight Schedule বিপর্যয়ের সময় দেশে এবং বিদেশে আটকে পড়া জনগণকে বিমান বাহিনীর বিশেষ Transport বিমানে করে পাঁচটি দেশে পাঠানো হয়। করোনা মহামারি মোকাবিলায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক মালদ্বীপ এবং কুয়েতে মেডিক্যাল টিম, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ প্রেরণ করা হয়। আটকে পড়া মালদ্বীপ নাগরিকদের ফেরত পাঠানোসহ মোট ১২০ মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা প্রেরণ করা হয়।

২.৫০। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে সরকার সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। মামলা-নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে বিচারকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, আদালত ও ট্রাইব্যুনাল গঠন/সংস্কার, প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮টি আইন, ৩টি অধ্যাদেশ, ৭৫টি চুক্তি, ৩৬৫টি সংবিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৫১। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জনপ্রশাসনে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময়ে ৫৭,৩৯৩টি পদ সৃজন, ৮৮,১৩২টি পদ সংরক্ষণ এবং ১,৩৩৯টি পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি দেয়া হয়। এ ছাড়া ৩,০১১টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরণ হয়। বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা অনুযায়ী ১,৮৬২টি পরিবারকে ১৪১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

২.৫২। করোনাকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে মাঠ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। বিভিন্ন বিভাগ ও জেলার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পৃথকভাবে এবং কখনো কখনো একীভূতভাবে ভিডিও কনফারেন্সিং আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে জেলাপর্যায়ে চলমান ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিববৃন্দকে জেলাওয়ারি দায়িত্ব প্রদান করা হয়। করোনা প্রাদুর্ভাবজনিত অর্থনৈতিক ক্ষতি ও ঝুঁকি মোকাবিলায় অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সঙ্গে কাজ সমন্বয় করে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ জনগণ, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সেক্টরে প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কাছে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে ২,৫০০ টাকা করে এককালীন প্রণোদনার বিষয়টি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সম্পাদন করা হয়।

২.৫৩। জনপ্রশাসনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় দপ্তর, জেলা সংস্থা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে চালু করা হয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সেবাপ্রত্যাশী জনগণের অভাব-অভিযোগ সরাসরি শুনানির মাধ্যমে সেগুলোর নিষ্পত্তি এবং নাগরিক সেবা প্রদানের মান ও গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানি করা হয়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

২.৫৪। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু প্রণীত 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়' এবং 'সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানই হবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র'-এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের জন্য একটি সমন্বিত, কার্যকর ও বেগবান পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা এবং সরকারের গৃহীত রূপকল্পের আলোকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উত্তরণের জন্য বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কূটনৈতিক পরিস্থিতি ও তৎপরতা দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে সরকারের নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক নিবিড়করণসহ করোনা মহামারিকালে দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

২.৫৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের নিরিখে তাৎপর্যময় ও গুরুত্ববহ ২৯৮টি কর্মসূচি সংবলিত একটি বিষয়ভিত্তিক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিববর্ষে (১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরাসরি কেন্দ্রীয় তদারকির বাইরেও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর, বিভাগ/জেলা/উপজেলা প্রশাসন, সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাসহ সকলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্ব-স্ব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে উপলক্ষ্য করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। ঢাকার জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে জনসমাগম পরিহারপূর্বক ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সীমিত আকারে সম্পন্ন করা হয়। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক 'কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর' শিরোনামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সারাদেশে ১ কোটি বৃক্ষ রোপণ এবং সকল গৃহহীন-আশ্রয়হীনকে ঘর তৈরি করে দেওয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

২.৫৬। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে শিশুদের সমন্বিত টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক সংস্থা Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)-কর্তৃক 'ভ্যাকসিন হিরো' এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনিসেফ কর্তৃক মর্যাদাপূর্ণ 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নিবিড় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আন্তরিক প্রয়াস এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ভারতের স্বনামধন্য সংস্থা ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক 'ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' এবং ৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ভারতের কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক 'টেগোর পিস অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দর্শনচিন্তা, মানবিক ও উদার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হচ্ছে, ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

২.৫৭। সার্বিক বিবেচনায় সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহের সুসংহতকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন, বেকারত্ব হ্রাস, সর্বত্র তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে বাংলাদেশকে বিশ্বের অনেক উন্নয়নকামী রাষ্ট্র অনুকরণ করছে। একটি শান্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পরিচিতি আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

৩. সুপারিশ

৩.১। মন্ত্রিসভা-বৈঠক এবং মন্ত্রিসভা কমিটির বিভিন্ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে অধিকতর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩.২। দুর্নীতি, মাদক ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনা এবং জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও অন্যান্য অপরাধ রোধকল্পে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদা-সতর্ক থাকা এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।

৩.৩। কোভিড-১৯-এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রণোদনা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজ বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আপামর জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৫। কোভিড-১৯ মহামারি প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবনযাপন এবং করোনা ভাইরাস পরীক্ষার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

৩.৬। বৈশ্বিক মহামারি করোনার কারণে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখতে হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সকল শিক্ষার্থীকে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৭। কোভিড-১৯ মহামারি পরবর্তী নিও নরমাল পরিস্থিতিতে তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য পণ্যের বিশ্ববাজার অনুসন্ধান করে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির অধিক কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বাজারের নতুন নতুন ক্ষেত্র সম্প্রসারণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এবং সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জোরদার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৮। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কোভিড-১৯ মহামারি পরবর্তী পরিস্থিতিতে নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধানসহ জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্র বিস্তারের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বিদেশে দক্ষ শ্রমিক/কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে কর্মী নিয়োগকারী দেশসমূহের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩.৯। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাজেট অনুযায়ী সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত সময়সূচি যথাযথভাবে অনুসরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে মেগাপ্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহকে অধিক তৎপর থাকতে হবে।

৩.৯.১। প্রকল্পসমূহের Feasibility, Design এবং আর্থিক চুক্তির সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.১০। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও বহির্বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কূটনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। করোনা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশি কর্মীদের পুনরায় কর্মে নিয়োগের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৩.১১। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত বিশাল সমুদ্র-এলাকায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী শতভাগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রাহকসেবার মানোন্নয়নে বিদ্যুৎ বিভাগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.১২। খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমন্বিত ও বহুমুখী কৃষি উৎপাদন জোরদার করতে হবে। গ্রামগুলোতে কৃষি জমিতে যত্রতত্র বাড়িঘর নির্মাণ না করে পরিকল্পিতভাবে আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৩.১৩। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ নিবিড়ভাবে মনিটরপূর্বক প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচন এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনে দ্বৈততা পরিহারে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে অধিক সতর্ক থাকতে হবে। দরিদ্র ও হতদরিদ্র শ্রেণির জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কার্যকর প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৩.১৪। সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী 'আমার গ্রাম আমার শহর—প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ' সারাদেশে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচি এবং 'মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম' বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে মনিটর করতে হবে।

৩.১৫। দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করার লক্ষ্যে পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে এবং সেইসঙ্গে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে একটি পর্যটনস্থল হিসাবে প্রচারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.১৬। পরিবেশ দূষণ রোধ এবং রাসায়নিক ও বিপজ্জনক বর্জ্য রিসাইক্লিং-এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩.১৭। সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কল্যাণমুখী সেবাধর্মী জনপ্রশাসন এবং সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-ফাইলিং এবং ই-সার্ভিস কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার যথাযথ বাস্তবায়ন, গণশুনানি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সেবা সহজীকরণে উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিকাশ ঘটাতে হবে।

৩.১৮। সরকারের উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুততার সঙ্গে এবং যথাযথভাবে সম্পাদনের স্বার্থে শূন্যপদসমূহ দ্রুত পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

পরিশিষ্ট-ক

২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পের তালিকা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম		ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১	২	৩	৪
১.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১.	এসএসএফ-এর অফিসার্স মেস ও নন-গেজেটেড কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
		২.	চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন: রিস্ক সেনসেটিভ ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান
		৩.	ঢাকার বেইলী রোডে মাননীয় মন্ত্রিবর্গের জন্য বাসভবন নির্মাণ (মিনিস্টার্স এপার্টমেন্ট-৩)
		৪.	ঢাকার ইস্কাটনে সিনিয়র সচিব, সচিব ও গ্রেড-১ কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ
		৫.	বারনই আবাসিক এলাকা উন্নয়ন, রাজশাহী
		৬.	ঢাকাস্থ মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ১,০৬৪টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ। (সংশোধিত ফ্ল্যাট সংখ্যা ৭৩৬টি)
		৭.	ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৬০৮টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ। (সংশোধিত ফ্ল্যাট সংখ্যা ৪১৬টি)
		৮.	কক্সবাজার সরকারি জমিতে আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প
২.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৯.	সফট্ওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত)
		১০.	ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন
		১১.	ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী
		১২.	প্রযুক্তি সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প
		১৩.	সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন (৩য় সংশোধিত)
		১৪.	একসেস টু ইনফরমেশন-ii (এটুআই) (২য় সংশোধিত)
৩.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৫.	স্ট্রেনদেনিং ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফর ট্রেড প্রমোশন
		১৬.	প্রমোশন অব সোশ্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ডস ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি
৪.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১৭.	Capacity Building of Bangladesh Export Processing Zones Authority (3rd Revised)
৫.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৮.	গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রকল্প
৬.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৯.	মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ঠ পর্যায় (১ম সংশোধিত)
		২০.	ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম–২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)
		২১.	মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
৭.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২২.	দেশের সকল সরকারি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন
		২৩.	সাইবার থ্রেট ডিটেকশন অ্যান্ড রেসপন্স

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম		ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১	২	৩	৪
৮.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২৪.	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান সুবিধাদির আধুনিকীকরণ
		২৫.	চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট শক্তিশালীকরণ
		২৬.	জিনোমিক গবেষণাগার স্থাপন
৯.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	২৭.	সিলেট বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন
		২৮.	মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)
		২৯.	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)
		৩০.	নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ
		৩১.	কুমিল্লা জেলার লালমাই ডিগ্রি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন
		৩২.	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন, ১ম পর্যায় (২য় সংশোধিত)
		৩৩.	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়)
		৩৪.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসারদের জন্য ২০ তলা আবাসিক শহীদ শেখ রাসেল টাওয়ার ভবন নির্মাণ
		৩৫.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদের ভৌত ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি
১০.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৩৬.	স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (৩য় সংশোধিত)
		৩৭.	বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন
১১.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৮.	গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প
		৩৯.	বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম ও থানচি উপজেলার অফ গ্রিড স্কুলসমূহে সোলার সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের সম্ভাব্যতা/সমীক্ষা প্রকল্প
১২.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৪০.	বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
		৪১.	ব্লুড ব্যাংক স্থাপন (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)
		৪২.	এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ (ইকোফিশ)
		৪৩.	ব্রিড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রোজেনি টেস্ট প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
		৪৪.	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
১৩.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৪৫.	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের স্থাপনাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
		৪৬.	চট্টগ্রামস্থ পারকিতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন
		৪৭.	আগারগাঁওস্থ শের-ই-বাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ
		৪৮.	এনএইচটিটিআই-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এবং সোনা মসজিদের ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটন মোটেল পুনর্নির্মাণ (১ম সংশোধিত)
		৪৯.	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য খান জাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য লিংক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
		৫০.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের পরামর্শক সেবা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম		ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১	২	৩	৪
১৪.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৫১.	বাংলাদেশ রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
১৫.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৫২.	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বাম তীর রক্ষাকল্পে হারগিলা নামক স্থানে ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
		৫৩.	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ মেঘনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষাকল্পে জিওব্যাগ দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প
		৫৪.	নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
		৫৫.	যমুনা নদীর ভাঙন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
		৫৬.	বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার ৭ নম্বর কাজীর চর ইউনিয়নস্থ বাহাদুরপুর গ্রাম কয়লা খালের ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প
		৫৭.	মেঘনা নদীর ভাঙন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরশহর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
		৫৮.	ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
		৫৯.	Post project evaluation and impact assessment of 10 BWDB projects
		৬০.	Feasibility Study for Providing Irrigation Facilities through Construction of Hydraulic Elevator Dam (HED) across Maeinee River at Dighinala, Khagrachari; Shrimai Khal at Patiya, Chattogram & Kasalang River at Sajek Valley, Rangamati
		৬১.	Feasibility Study for Protection & Development of Kuakata Sea Beach
		৬২.	Feasibility Study for Protection & Development of Cox'sbazar Sea Beach
		৬৩.	স্টাডি অব ইন্টারেকশন বিটুইন হাওর এন্ড রিভার ইকোসিস্টেম ইনক্লুডিং ডেভেলপমেন্ট অব ওয়েট ল্যান্ড ইনভেন্টরি এন্ড ওয়েট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক
১৬.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৬৪.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
		৬৫.	ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন–২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
		৬৬.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
		৬৭.	খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)
		৬৮.	গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়
		৬৯.	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প
		৭০.	শস্য উৎপাদনে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ (১ম সংশোধিত)
		৭১.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন- ১ম সংশোধিত প্রকল্প

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম		ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১	২	৩	৪
		৭২.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন (৫ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)
১৭.	ভূমি মন্ত্রণালয়	৭৩.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian) (২য় সংশোধিত)
১৮.	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৭৪.	Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food
১৯.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৭৫.	জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান এবং বলধা বাগান, ঢাকা-এর সংরক্ষণ ও অধিকতর উন্নয়ন
		৭৬.	বৃহত্তর রংপুর জেলার সামাজিক বনায়নের টেকসই উন্নয়ন
		৭৭.	Expanding the Protected area system to incorporate important aquatic ecosystem
		৭৮.	ইনস্টিটিউশন্যাল স্ট্রেনদেনিং ফর দ্য ফেজ আউট অব ওডিএস (ফেজ-৮)
২০.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৭৯.	Technical Assistance Project on MAKING MARKETS WORK for the Jamuna, Padma and Teesta Chars (M4C) 2nd Revised
		৮০.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়)
২১.	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৮১.	ডাটা কনভারশন, মেটা ডাটা প্রিপারেশন, প্রিজারভেশন এন্ড টাইম সিরিজ ডাটা কম্পাইলেশন (ডিসিএমপিটি) (১ম সংশোধিত)
২২.	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৮২.	Strengthening Monitoring & Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (3rd Revised)
২৩.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৮৩.	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ
		৮৪.	'চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম' প্রকল্প
		৮৫.	ওয়াজেদা কুদ্দুস প্রবীণ নিবাস এবং পশ্চাৎপদ কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন
২৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮৬.	রাঙ্গামাটি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
২৫.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৮৭.	১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ ড্রেজিং (১ম সংশোধিত)
		৮৮.	শিপ পার্সোনেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, মাদারীপুর
		৮৯.	সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় আরসিসি জেটি পুনর্নির্মাণ
		৯০.	বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ২টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান, ৬টি রিভার ক্লিনিং ভেসেলসহ বিভিন্ন ধরনের ৬১টি সার্ভিস জাহাজ এবং বিভিন্ন ধরনের ১৩২টি পন্টুন সংগ্রহের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রস্তাব
		৯১.	বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে, ইকো-পার্ক ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ (৩য় পর্যায়) এবং ঢাকা শহরের বৃত্তাকার নৌপথ নদীর তলদেশ হতে বর্জ্য অপসরণের নিমিত্ত উক্ত অঞ্চসমূহের উন্নয়ন প্রস্তাব প্রস্তুতের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
		৯২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদানকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
		৯৩.	মোংলা বন্দরের হারবার চ্যানেলের ফুড সাইলো এলাকায় ড্রেজিং
		৯৪.	Development of Maritime Legislation of Bangladesh
		৯৫.	নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় স্ট্রেনদেনিং দি চিটাগাং পোর্ট অথরিটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম		ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১	২	৩	৪
		৯৬.	চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য দুটি মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ
		৯৭.	নিউমুরিং দ্বিতীয় ওভার ফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ
২৬.	তথ্য মন্ত্রণালয়	৯৮.	তথ্য ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)
		৯৯.	টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র পাহাড়তলীতে ট্রান্সমিটিং এবং ট্রান্সমিটিং যন্ত্রপাতি স্থাপন (২য় সংশোধিত)
২৭.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১০০.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম (৭ম পর্যায়, ১ম সংশোধিত)
		১০১.	ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগাম অব টিটিসি, রাজশাহী
২৮.	শিল্প মন্ত্রণালয়	১০২.	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ
		১০৩.	ধামরাই বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ
		১০৪.	বিসিকের ৪টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়ন
		১০৫.	শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন, রংপুর-২য় পর্যায়
		১০৬.	Expansion and Strengthening of BSTI (At 5 Districts)
২৯.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১০৭.	এক্সটেনশন অব শহীদ শেখ আবু নাসের অ্যাসপেশিয়ালাইজড হসপিটাল, খুলনা (১ম সংশোধিত)
৩০.	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১০৮.	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত);
		১০৯.	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ;
		১১০.	The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DREAM it)
৩১.	জন নিরাপত্তা বিভাগ	১১১.	৯টি পুলিশ সুপার অফিস ভবন নির্মাণ (সিআইডি ও পিবিআই অফিসসহ)
		১১২.	১৯টি জেলা/ইউনিটে অস্ত্র-গোলাবারুদ মজুদাগারসহ অস্ত্রাগার নির্মাণ
		১১৩.	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অবকাঠামোর পরিসর বর্ধিতকরণ
		১১৪.	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন বিওপি'র পরিসীমা বরাবর কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ।
৩২.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১৫.	অনলাইনে গণগ্রন্থগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প;
		১১৬.	৩টি জেলায় তিনজন বরেণ্য ব্যক্তির স্মৃতি কেন্দ্র/সংগ্রহশালা স্থাপন প্রকল্প
		১১৭.	নজরুলের অপ্রচলিত গানের সুর সংগ্রহ, স্বরলিপি প্রণয়ন সংরক্ষণ, প্রচার এবং নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ
		১১৮.	খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর অবকাঠামো উন্নয়ন।
৩৩.	বিদ্যুৎ বিভাগ	১১৯.	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম-২
		১২০.	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২
		১২১.	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা বিভাগীয় অঞ্চলে প্রি-পেমেন্ট ই-মিটার স্থাপন (পর্যায়-১)
		১২২.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম		ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১	২	৩	৪
		১২৩.	ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন এন্ড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব গজারিয়া ৩৫০(±১০ শতাংশ) মেগাওয়াট কোল ফায়ার্ড থারমাল পাওয়ার প্ল্যান্ট
৩৪.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১২৪.	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণ
৩৫.	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	১২৫.	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর গ্রানাইট স্লাব প্রিপারেশন এন্ড ইনহান্সমেন্ট অব স্টোন প্রোডাকশন বাই এক্সপানশন অব মধ্যপাড়া মাইন
		১২৬.	৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স (১ম সংশোধিত)
		১২৭.	রূপকল্প–৫ খনন প্রকল্প: ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়নকূপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩)
		১২৮.	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প
		১২৯.	ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (ইন্সটলেশন অফ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার ফর কেজিডিসিএল)
		১৩০.	আনোয়ারা ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ
		১৩১.	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অব দিঘীপাড়া কোলফিল্ড অ্যাট দিঘীপাড়া, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।
		১৩২.	রূপকল্প - ১ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল ইস্ট-১ ও সালদা নর্থ-১)
		১৩৩.	রূপকল্প - ৩ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (কসবা-১ ও মাদারগঞ্জ-১)
		১৩৪.	কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন
৩৬.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৩৫.	সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)
		১৩৬.	ফরেন সার্ভিস একাডেমির (সুগন্ধা) অবকাঠামোগত উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
		১৩৭.	তুরস্কের আঙ্কারায় বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)
৩৭.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৩৮.	ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ
		১৩৯.	জামালপুর-মাদারগঞ্জ সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (৩য় সংশোধিত)
		১৪০.	ফরিদপুর (বদরপুর) সালথা-সোনাপুর-মুকসুদপুর সড়ক উন্নয়ন
		১৪১.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের রামরাইল ব্রিজ এপ্রোচ থেকে পুনিয়ট মোড় পর্যন্ত মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ
		১৪২.	গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন)
		১৪৩.	গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (কুমিল্লা জোন)
		১৪৪.	সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪ লেন মহাসড়কে উন্নয়ন
		১৪৫.	চরফ্যাশন হতে বেতুয়া (লঞ্চঘাট) মহাসড়ক উন্নয়ন (জেড-৮৯০৯)
		১৪৬.	কুমিল্লা সেনানিবাসের অভ্যন্তরস্থ বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল এমপি গেট হতে বাংলা বাজার ৪ লেন পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম		ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১	২	৩	৪
		১৪৭.	মিরপুর ডিওএইচএস গেট-২ হতে মিরপুর-১২ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
		১৪৮.	নকলা বাইপাস জেলা মহাসড়ককে যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৪৯.	সুলতানপুর চিনাইর আখাউড়া মহাসড়ক (জেড-১২১৬)
		১৫০.	এলেঙ্গা-ভূঞাপুর-চরগাবসারা সড়কে ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও ১টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ এবং আঞ্চলিক মহাসড়কটি উন্নয়ন
		১৫১.	দাগনভূঁইয়া-তালতলী বাজার-চৌধুরীহাট-বসুরহাট জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ
		১৫২.	দোয়াভাঙ্গা-শাহরাস্তি-পানিওয়ালা (রামগঞ্জ) (জেড-১৮২৪) জেলা মহাসড়ককে যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ
		১৫৩.	ক্ষতিগ্রস্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কসমূহ জরুরি পুনর্বাসন প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)
		১৫৪.	Design Review, Updating the Resettlement action plan and other Preparatory Works for Improvement of Sylhet-Tamabil Road to a 4-Lane Highway and Construction of Slow-Moving Vehicular Traffic (SMVT) Lane on Both sides
		১৫৫.	তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ (সংশোধিত)
		১৫৬.	ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ৯২তম কিলোমিটারে ২১৯.৪৫৬ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু (সাহাবাজপুর সেতু) নির্মাণ
		১৫৭.	মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহ স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন (১ম পর্যায়)
		১৫৮.	বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর সড়কের (আর-৮৭০) ৪৬তম কিলোমিটার এ পোনানদীর ওপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ
		১৫৯.	বিআরটিসি'র জন্য দ্বিতল, একতালা এসি ও একতালা নন-এসি বাস সংগ্রহ
		১৬০.	টেকনিক্যাল অ্যাসিসন্ট্যান্স ফর দি ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অন ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমআরটি লাইন-১ এন্ড এমআরটি লাইন-৫)
৩৮.	**রেলপথ মন্ত্রণালয়**	১৬১.	ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্প: পাহাড়তলী ওয়ার্কশপ উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)
		১৬২.	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কারিগরি সহায়তা।
৩৯.	**স্থানীয় সরকার বিভাগ**	১৬৩.	পাবনা জেলার ভাঙ্গাড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গাড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)
		১৬৪.	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)
		১৬৫.	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২য় সংশোধিত)
		১৬৬.	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
		১৬৭.	নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
		১৬৮.	বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
		১৬৯.	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম		ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১	২	৩	৪
		১৭০.	মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
		১৭১.	গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
		১৭২.	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
		১৭৩.	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প
		১৭৪.	সিরাজগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প
		১৭৫.	সিরাজগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় উন্নয়ন প্রকল্প
		১৭৬.	Feasibility study and Development Project Preparation for water supply Facilities for Cox's Bazar town প্রকল্প
		১৭৭.	প্রিপারেটরি অ্যাক্টিভিটিজ অব ঢাকা স্যানিটেশন ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
		১৭৮.	রাজশাহী ওয়াসা ভূপরিস্থিত পানি শোধনাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ
		১৭৯.	রাজশাহী মহানগরীর রাজশাহী-নওগাঁ প্রধান সড়ক হতে মোহনপুর রাজশাহী-নাটোর সড়ক পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ সড়ক নির্মাণ
		১৮০.	রাজশাহী মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণার্থে নর্দমা নির্মাণ
		১৮১.	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান ১১টি ছড়া/খাল সংরক্ষণ ও আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প
		১৮২.	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ অপচয় রোধ ও সাশ্রয়ের জন্য সোলার প্যানেল এনার্জি সেইভার সড়ক বাতি স্থাপনকরণ

পরিশিষ্ট-খ

২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাধীন লাভজনক প্রতিষ্ঠানের নাম ও লাভের পরিমাণ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	লাভজনক প্রতিষ্ঠান	লাভের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
অর্থ বিভাগ	১.	Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited (BIFFL)	৯৬.৩৬৮	(অনিরীক্ষিত)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হিসাববর্ষ (পঞ্জিকাবর্ষ) জানুয়ারি-ডিসেম্বর ভিত্তিক হওয়ায় বর্ষ শেষে নিরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অনিরীক্ষিত হিসাব প্রদর্শন করা হয়েছে।	২.	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	২,২০৫.৯৩	(অনিরীক্ষিত)
	৩.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	৬৪৫	(অনিরীক্ষিত)
	৪.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	১,১৬৩	(অনিরীক্ষিত)
	৫.	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	২৪৮.৭৭	(অনিরীক্ষিত)
	৬.	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	৬.৫৬	(চূড়ান্ত)
	৭.	বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	১৭১.৬৯	(অনিরীক্ষিত)
	৮.	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)	৬০.১৩	(চূড়ান্ত)
	৯.	কর্মসংস্থান ব্যাংক	৪২.১৭	(অনিরীক্ষিত)
	১০.	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৩৫.৪৯	(অনিরীক্ষিত)
	১১.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৩৫.৭৭	(অনিরীক্ষিত)
	১২.	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক	২৩৫.১৭	(অনিরীক্ষিত)
	১৩.	দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড	১৪৩.৫৮	(অনিরীক্ষিত)
	১৪.	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	৩৪০	(চূড়ান্ত)
	১৫.	জীবন বীমা কর্পোরেশন	৯৮.০৬	(অনিরীক্ষিত)
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৬.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)	৫০.৬৮	-
	১৭.	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড	১৩৫.৭৪	-
	১৮.	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড	৩০৯	-
	১৯.	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড	৯৮.০১	-
	২০.	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৫০৪.৫৩	(করপূর্ব)
	২১.	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৬৬.৩৫	(করপূর্ব)
	২২.	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	১২৯.৭৯	-
	২৩.	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৪৮৫.৫৭	
	২৪.	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	১১৮.২৭	-
	২৫.	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৪৫	-
	২৬.	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড	১২১	-
	২৭.	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৮০.৫১	-
	২৮.	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড	৮	-
	২৯.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	২,০০০	(সাময়িক)
	৩০.	পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	৩০০	(সাময়িক)
	৩১.	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	২৩০	(সাময়িক)
	৩২.	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	৩০৫	(সাময়িক)
	৩৩.	ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড	৪৬৪.২৪	(সাময়িক)
	৩৪.	এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	৩৫.৫৬	(সাময়িক)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	লাভজনক প্রতিষ্ঠান	লাভের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৩৫.	বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড	৮৫.৫৬	(করপূর্ব) মার্চ ২০
	৩৬.	বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড	১৬.৮০	(অনিরীক্ষিত)
	৩৭.	টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড	০৩.৯৭	(অনিরীক্ষিত)
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৩৮.	বিআইডব্লিউটিসি	৬.৬৪৪	(প্রভিশনাল)
	৩৯.	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	১০৪.৪৭	(প্রভিশনাল)
	৪০.	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	১,২৩৫.৬৬	(কর-পূর্ব) (অনিরীক্ষিত)
	৪১.	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)	৪০	(অনিরীক্ষিত)
	৪২.	বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক)	৪৩	-
বিদ্যুৎ বিভাগ	৪৩.	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	২৯	(আনরীক্ষিত)
	৪৪.	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	১৫১.২৯	(মার্চ 2020 পর্যন্ত অনিরীক্ষিত)
	৪৫.	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি)	২০০	(অনিরীক্ষিত)
	৪৬.	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)	৩৮৩.৯৯	(কর পরবর্তী)
	৪৭.	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)	২৯৫.৫০	(কর পূর্ববর্তী)
	৪৮.	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (নওপাজেকো)	৩০৯.২৭	(মার্চ ২০২০ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত)
	৪৯.	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল)	৩৪৫.৩০	(আনরীক্ষিত)
	৫০.	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)	৭৮.১৮	(মে ২০২০ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত)
	৫১.	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো)	১৭.৩৪	আনরীক্ষিত)
	৫২.	বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড	৭০.৮৭	(আনরীক্ষিত)
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৫৩.	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	৩১০.০৫	-
	৫৪.	বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল)-এর অধীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা।	১৩.৭৬	(অনিরীক্ষিত)
	৫৫.	হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	৪২.২১	
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫৬.	পূর্ণিমা ফিলিং অ্যান্ড সার্ভিস স্টেশন	০.৪১	প্রভিশনাল
মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৫৭.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	১০.১১	-
শিল্প মন্ত্রণালয়	৫৮.	টিএসপি কমপ্লেক্স লিমিটেড	২৫.৬২	-
	৫৯.	কেরু অ্যান্ড কোং(বিডি) লিমিটেড	৭.২১	-
	৬০.	রেনউইক যজ্ঞেশ্বর লিমিটেড	০.৮৪	-
	৬১.	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	৮৬	-
	৬২.	গাজী ওয়্যারস লিমিটেড	১.০১	-
	৬৩.	ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড	০.০৭	-
	৬৪.	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোং লিমিটেড	৩.৩৮	-
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৬৫.	এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড	৬৪.৪০	(অনিরীক্ষিত করপূর্ব মুনাফা)
মোট	**৬৫টি প্রতিষ্ঠান**		১৪,৯৯৬.৮৫	-

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	লাভজনক প্রতিষ্ঠান	লাভের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
			কোটি টাকা	

পরিশিষ্ট -গ

২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাধীন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের নাম ও অন্যান্য তথ্য

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ক্রমিক	অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের নাম	লোকসানের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১.	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১,৩১৩.৬২	(সাময়িক)
		রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৩৬.৯১	(সাময়িক)
	২.	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৩১৯.০৭	(সাময়িক)
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদবিভাগ	৩.	এলপি গ্যাস লিমিটেড	৩.৫	(লোকসান)
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৪.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	২৫৯.০১	(অনিরীক্ষিত)
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৫.	বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন	৬.৬৭৩০	-
	৬.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন	২৬৩.২৬	-
শিল্প মন্ত্রণালয়	৭.	শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	২৬৪.২৯	(প্রভিশনাল)
	৮.	চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড	১৪৫.৬৩	(প্রভিশনাল)
	৯.	যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	৬২.২৬	(প্রভিশনাল)
	১০.	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড	৭১.৭৫	(প্রভিশনাল)
	১১.	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	১৭৪.১৭	(প্রভিশনাল)
	১২.	কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেড	২০.১৩	(প্রভিশনাল)
	১৩.	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড	৩৯.৮৭	(প্রভিশনাল)
	১৪.	পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	৬.৪২	(প্রভিশনাল)
	১৫.	বাংলাদেশ ইন্সুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	১৯.১৭	(প্রভিশনাল)
	১৬.	উসমানীয়া গ্লাস সিট ফ্যাক্টরি লিমিটেড	১১.৪৪	(প্রভিশনাল)
	১৭.	পঞ্চগড় সুগার মিলস লিমিটেড	৬২.০৭	(প্রভিশনাল)
	১৮.	ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিমিটেড	৭৯.৭৭	(প্রভিশনাল)
	১৯.	সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড	৬২.৬১	(প্রভিশনাল)
	২০.	শ্যামপুর সুগার মিলস লিমিটেড	৬৩.১৪	(প্রভিশনাল)
	২১.	রংপুর সুগার মিলস লিমিটেড	৬০.৮২	(প্রভিশনাল)
	২২.	জয়পুরহাট সুগার মিলস লিমিটেড	৭৬.৯৭	(প্রভিশনাল)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ক্রমিক	অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের নাম	লোকসানের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
	২৩.	রাজশাহী সুগার মিলস লিমিটেড	৮৩.৯৫	(প্রভিশনাল)
	২৪.	নাটোর সুগার মিলস লিমিটেড	৮৪.১৫	(প্রভিশনাল)
	২৫.	নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস লিমিটেড	৯৪.৫৮	(প্রভিশনাল)
	২৬.	পাবনা সুগার মিলস লিমিটেড	৬০.৪৭	(প্রভিশনাল)
	২৭.	কুষ্টিয়া সুগার মিলস লিমিটেড	৬১.৭৮	(প্রভিশনাল)
	২৮.	মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড	৯২.৫৩	(প্রভিশনাল)
	২৯.	ফরিদপুর সুগার মিলস লিমিটেড	৭০.৩৯	(প্রভিশনাল)
	৩০.	জিলবাংলা সুগার মিলস লিমিটেড	৬২.৩৪	(প্রভিশনাল)
	৩১.	এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড	৩.৪৯	(প্রভিশনাল)
	৩২.	ইস্টার্ন কেবলস লিমিটেড	১৩.১১	(প্রভিশনাল)
	৩৩.	ইস্টার্ন টিউবস লিমিটেড	৪.০৫	(প্রভিশনাল)
	৩৪.	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিমিটেড	৪.৩৫	(প্রভিশনাল)
	৩৫.	ঢাকা স্টিল ওয়ার্কস লিমিটেড	০.২৩	(প্রভিশনাল)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩৬.	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন	০.৯৩	-
পবিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৩৭.	বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	১৭.৩৮	(সাময়িক)
মোট	**৩৬টি প্রতিষ্ঠান**		**৪,০৭৬.২৮ কোটি টাকা**	-

পরিশিষ্ট -ঘ

অডিট রিপোর্টে সন্নিবেশিত গুরুতর অনিয়মের তথ্যাদি

১. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(১) রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বরখাস্তকৃত ক্যাশিয়ার জনাব এখলাছ উদ্দিন ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন। আত্মসাতের বিষয়টি রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ উদ্‌ঘাটন করেন। ফলে উক্ত ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনে ৩/২০১৩ নম্বর মামলা রুজু করা হয় এবং অর্থ আদায়ে ১৪/২০১৩ নম্বর মানিস্যুট মামলা দায়ের করা হয়। ইতোমধ্যে জনাব এখলাছ উদ্দিন মৃত্যুবরণ করেছেন। বর্তমানে মামলা দুটি তার ওয়ারিশদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ জজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) ২০১২-১৩ অর্থবছরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ১-এ সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে এবং কোনো কোন ক্ষেত্রে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৪,৫৫,১৫১.৯০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়। টাকার পরিমাণ ৪,৫৫,১৫১.৯০ টাকা। ২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

(২) ২০১২-১৩ অর্থবছরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ২-এ সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে এবং কোনো কোন ক্ষেত্রে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ১,৬৩,৪০২ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়। জড়িত টাকার পরিমাণ ১,৬৩,৪০২ টাকা। ২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভায় প্রমাণকসহ ব্রডশিট জবাব পুনরায় অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হলেও বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারির কারণে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়নি।

(৩) ২০১২-১৩ অর্থবছরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ৫-এ সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ না দিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতাকে কার্যাদেশ দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়। টাকার পরিমাণ ৩৮,০৩,৫১৮ টাকা। ২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। নিষ্পত্তির বিষয়টি অডিট অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৪) ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ১১-এ খেলাপি ঋণের অর্থ আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয় ১৯,৪৮,৫৯,০০০ টাকা। টাকার পরিমাণ ১৯,৪৮,৫৯,০০০ টাকা। ২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভায় মূল আপত্তির সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসহ ব্রডশিট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হলেও বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারির কারণে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়নি।

পরিশিষ্ট -ঙ

২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত/সংশোধিত আইনসমূহ

ক্রমিক	আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	আইনের ক্রমিক নম্বর ও সন
১.	প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৯	২০১৯ সালের ১২ নম্বর আইন
২.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৯	২০১৯ সালের ১৩ নম্বর আইন
৩.	আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৯	২০১৯ সালের ১৪ নম্বর আইন
৪.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯	২০১৯ সালের ১৫ নম্বর আইন
৫.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯	২০১৯ সালের ১৬ নম্বর আইন
৬.	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯	২০১৯ সালের ১৭ নম্বর আইন
৭.	বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯	২০১৯ সালের ১৮ নম্বর আইন
৮.	বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) আইন, ২০১৯	২০১৯ সালের ১৯ নম্বর আইন
৯.	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০	২০২০ সালের ১ নম্বর আইন
১০.	ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন, ২০২০	২০২০ সালের ২ নম্বর আইন
১১.	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০২০	২০২০ সালের ৩ নম্বর আইন
১২.	স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০	২০২০ সালের ৪ নম্বর আইন
১৩.	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২০	২০২০ সালের ৫ নম্বর আইন
১৪.	বাংলাদেশ বাতিঘর আইন, ২০২০	২০২০ সালের ৬ নম্বর আইন
১৫.	কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২০	২০২০ সালের ৭ নম্বর আইন
১৬.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০২০	২০২০ সালের ৮ নম্বর আইন
১৭.	অর্থ আইন, ২০২০	২০২০ সালের ৯ নম্বর আইন
১৮.	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০২০	২০২০ সালের ১০ নম্বর আইন

পরিশিষ্ট -চ

২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত নীতিমালা

২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত নীতিমালা নিম্নরূপ:

১. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সম্পর্কিত সমন্বিত/বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯;

২. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) ব্যতীত প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত/বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯;

৩. জাতীয় স্কুল মিল নীতি, ২০১৯;

৪. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৯;

৫. এসএমই নীতিমালা, ২০১৯;

৬. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় নীতি;

৭. জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯;

৮. জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা, ২০১৯;

৯. জাতীয় ডিজিটাল কমার্স (সংশোধিত) নীতিমালা, ২০২০;

১০. জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ২০২০; এবং

১১. জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা।

পরিশিষ্ট -ছ

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রণীত সংশোধিত বিধিমালা, নীতিমালা, প্রবিধিমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সংশোধিত বিধিমালা ও নীতিসমূহ নিম্নরূপ:

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(১) 'বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ' নীতিমালা;

(২) মন্দ/ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের জন্য সুদ মওকুফ নীতিমালা, ২০২০;

(৩) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ (সংশোধিত);

(৪) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অল্টারনেটিভ ট্রেডিং সিস্টেম) রুলস, ২০১৯;

(৫) বীমা (নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদ বিনিয়োগ) প্রবিধানমালা, ২০১৯;

(৬) বীমা (লাইফ বীমাকারীর সম্পদ বিনিয়োগ) প্রবিধানমালা, ২০১৯;

(৭) লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণী বিধিমালা, ২০২০;

(৮) কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা;

(৯) সমিতি নিবন্ধন বিধিমালা ও ব্যবস্থাপনা বিধিমালা;

(১০) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণ সহজীকরণ নীতিমালা;

(১১) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক চা চাষে চলতি পুঁজি ঋণ নীতিমালা;

(১২) রূপালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক টমেটো উৎপাদন ও বিপণন খাতে জিরো কুপন লেন্ডিং নীতিমালা;

(১৩) 'রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ/পদোন্নতি ও পদায়ন বিষয়ক নীতিমালা ২০১৯; এবং

(১৪) ক্ষুদ্রঋণ তথ্য বিধিমালা, ২০২০।

আইন ও বিচার বিভাগ

(১) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত);

(২) আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-২) কার্যপ্রণালি বিধিমালা, ২০১২ (সংশোধিত); এবং

(৩) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ১৯৯৭ (সংশোধিত)।

কৃষি মন্ত্রণালয়

(১) বীজ বিধিমালা, ২০২০;

(২) কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নীতিমালা, ২০১৯;

(৩) জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ২০২০;

(৪) জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা, ২০২০; এবং

(৫) কোভিড-১৯-এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, ২০২০।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

(১) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য স্পর্শক) প্রবিধানমালা, ২০১৯; এবং

(২) খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বদলি/পদায়ন নীতিমালা, ২০১৯।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(১) রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আবাসিক/বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দ প্রবিধানমালা, ২০২০।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সেরা প্রশিক্ষক বাছাই নীতিমালা, ২০১৯;

(২) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সেরা কোর্স ব্যবস্থাপনা টিম (সিএমটি) বাছাই নীতিমালা, ২০১৯;

(৩) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯;

(৪) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইনোভেশন পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯;

(৫) উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ২০২০;

(৬) সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯;

(৭) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৬ (সংশোধিত);

(৮) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকুরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৯;

(৯) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পটুয়াখালী জেলার দুমকি ৩১ শয্যাবিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকুরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৯;

(১০) বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন 'এস্টাবলিশমেন্ট অব টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এন্ড রিডেবিলিটেশন অব ট্রেইন্ড ট্রাইবাল এন্ড নন-ট্রাইবাল ম্যানপাওয়ার ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকস' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকুরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৯;

(১১) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র (কোনাবাড়ী, গাজীপুর) প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকুরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০২০;

(১২) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০২০;

(১৩) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত);

(১৪) The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 (সংশোধিত); এবং

(১৫) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ (সংশোধিত)।

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

(১) ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং অয়েল রি-রিফাইনিং প্লান্ট স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯;

(২) দেশজ প্রাকৃতিক তেল/গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা, ২০১৯;

(৩) প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ নীতিমালা, ২০১৯; এবং

(৪) আবাসিক পর্যায়ে খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্ট গ্যাস মিটার ক্রয় ও স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯।

তথ্য মন্ত্রণালয়

(১) পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত)।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

(১) দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, ১৯৯৭ (সংশোধিত) ২০১৯;

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ (সংশোধিত);

(৩) দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০১৬;

(৪) নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০১৯; এবং

(৫) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫ ও ২০১৬-২০২০)।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

(১) কুমির লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৯;

(২) বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯;

(৩) জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা, (National Oil and Chemical Spill Contigency Plan (NOSCOP); এবং

(৪) পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(১) ই-সার্ভিস রোডম্যাপ ২০২১।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) Industrial Water use policy in Bangladesh.

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(১) কক্সবাজার বিমান বন্দর সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত ৪,৪০৯টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত বহুতল ভবনের ফ্ল্যাট হস্তান্তর ও রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা;

(২) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩ (সংশোধিত);

(৩) The Bangladesh Economic Zones (Appointment of Developers for G2G Economic Zones) Rules, 2019;

(৪) জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯;

(৫) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন বিধিমালা, ২০২০; এবং

(৬) ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০২০।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯;

(২) বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশি কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০০৮ (সংশোধিত, ২০১৯);

(৩) বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা, ২০১৯;

(৪) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংসমূহে প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/সমপর্যায়ের পদে/গ্রেডে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯; এবং

(৫) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা, ২০২০।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) ন্যাপ-এর প্রবিধানমালা; এবং

(২) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারী (চাকুরি ও ছুটি) বিধিমালা, ২০১০ (সংশোধিত)।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(১) পাট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি নীতিমালা, ২০২০।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(১) জাতীয় ডিজিটাল কমার্স (সংশোধিত) নীতিমালা, ২০২০।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৮;

(২) নমুনা বিশ্লেষণ সেবাপ্রদান নীতিমালা, ২০১৮;

(৩) মন্ত্রণালয়সহ সকল সংস্থার তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৯;

(৪) বিসিএসআইআর কর্তৃক থিসিস তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত নীতিমালা; এবং

(৫) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পদক প্রদান নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত)

বিদ্যুৎ বিভাগ

(১) টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৯।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

(১) ট্যুর অপারেটর ও ট্যুরিস্ট গাইড ও ট্রাভেল এজেন্ট নিবন্ধন নীতিমালা, ২০১৯;

(২) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় বেসরকারি ট্যুর অপারেটরের অংশগ্রহণ নীতিমালা, ২০১৯;

(৩) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনির্ধারিত রুটে ফ্লাইট পরিচালনার নীতিমালা, ২০২০; এবং

(৪) বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) ভবদহ এলাকায় মৎস্যঘের স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯;

(২) নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৯;

(৩) জলমহালে (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯;

(৪) সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার ও বাঁওড়ে মৎস্য বীজ উৎপাদন, বিপণন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৯; এবং

(৫) জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান গাইডলাইন, ২০১৯।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

(১) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা, ২০১৯;

(২) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২০;

(৩) কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ সংশোধন;

(৪) খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় সংবিধি; এবং

(৫) সরকারি কলেজ বদলি নীতিমালা সংশোধন।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

(১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মধ্যস্থতা ও সমঝোতাকারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯;

(২) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (অভিযোগ, অনুসন্ধান ও তদন্ত) বিধিমালা, ২০১৯; এবং

(৩) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তহবিল বিধিমালা।

শিল্প মন্ত্রণালয়

(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯;

(২) জাতীয় এসএমই নীতিমালা, ২০১৯; এবং

(৩) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৯।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১) প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান বরাদ্দ এবং বই নির্বাচন ও সরবরাহ সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২০; এবং

(২) শিল্পী কল্যাণ বিধিমালা, ২০২০।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(১) ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২০।

সেতু বিভাগ

(১) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২০; এবং

(২) কল্যাণ ট্রাস্ট নীতিমালা, ২০২০।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

(১) ভিসা নীতিমালা (সংশোধন); এবং

(২) অফিসিয়াল পাসপোর্ট ইস্যু নীতিমালা।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

(১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী চাকুরি বিধিমালা, ২০১৯;

(২) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী চাকুরি বিধিমালা, ২০১৯;

(৩) ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯;

(৪) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৯;

(৫) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য (অপসারণ) বিধিমালা, ২০১৯;

(৬) জেলা পরিষদ তহবিল ও বিশেষ তহবিল বিধিমালা, ২০১৯;

(৭) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় জেলা পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থবণ্টন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিপত্র, ২০১৯; এবং

(৮) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন চাকরি বিধিমালা, ২০২০।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

(১) চিকিৎসকদেরকে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রেষণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে প্রণীত দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা সংশোধন; এবং

(২) দেশের মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজসমূহে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে ২০১৭ সালে প্রণীত মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা সংশোধন।

পরিশিষ্ট -জ

২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সম্পাদনের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ

১. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(১) ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালে ১টি প্রোগ্রামার ও ২টি সহকারী প্রোগ্রামার পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান আছে। বর্ণিত প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

(২) সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য ২টি সহকারী রেজিস্ট্রার পদ পিএসসির মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ করা সম্ভব না হলে প্রশাসনিক কাজে স্থবিরতা দেখা দেবে।

(৩) শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রমে প্রধান বাধা সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ যথা সময়ে নিষ্পত্তি না হলে ১১-১৬ এবং ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীর অভাবে প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দেবে।

২. খাদ্য মন্ত্রণালয়

(১) খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৬,০২৩টি পদ বর্তমানে শূন্য রয়েছে। সুষ্ঠুভাবে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে জনবলের ঘাটতি একটি চ্যালেঞ্জ। ৬৪টি জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের মধ্যে ৫টি জেলায় কোনো যানবাহন না থাকায় মাঠ পর্যায়ের খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদনে যথাযথ মনিটরিং ও তদারকি বিঘ্নিত হচ্ছে।

(২) করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তরের ১১-১৬ এবং ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। সেইসাথে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ আশানুরূপভাবে বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়েছে।

৩. জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

(১) কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে।

৪. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

(১) কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে সরকারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মে ২০২০-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে অফিস বন্ধ থাকায় এবং পরবর্তী সময়ে সীমিত পরিসরে অফিস চলায় মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটেছে।

৫. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১) বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রবাসী কর্মী প্রত্যাবর্তনের হার ও পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বিদেশে কর্মী প্রেরণের হার হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে ফেরত আসা কর্মীদের রিইন্টিগ্রেশনে চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা বিদ্যমান।

৬. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অনলাইন নিয়োগ সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ১১-১৬ এবং ১৭-২০ গ্রেডের শূন্য পদসমূহ পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যায়নি।

৭. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(১) ১০ গ্রেডভুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদের বিষয়ে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা অনিষ্পন্ন থাকায় পদগুলো পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৮. ভূমি মন্ত্রণালয়

(১) নিয়োগবিধি চূড়ান্ত করতে না পারায় শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অধিদপ্তর মারাত্মকভাবে জনবল সংকটে নিপতিত হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

(১) করোনাকালে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা কার্যক্রম/পাঠদান কার্যক্রম চালু রাখা।

(২) শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের যে মানসিক পরিবর্তন হয়েছে তা পুনরায় শিক্ষা কার্যক্রমের স্বাভাবিক ধারার ফিরিয়ে আনা।

(৩) করোনাকালে পরিবারের আর্থিক সহায়তার জন্য বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত হওয়া শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করা এবং শিখন সময় পুনর্নির্ধারণ করা।

(৪) অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম সংস্থান ও সুযোগ নিশ্চিত করা।

(৫) ১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে দেশের সকল শিক্ষার্থীর নিকট বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালন।

(৬) ২০২১ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা আয়োজন ও ফলাফল প্রকাশ।

(৭) বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

(৮) ২০২১ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

(৯) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ/দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম।

৯. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(১) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন অনেক জমি বিভিন্ন ধরনের প্রভাবশালী গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধভাবে দখল হয়ে আছে। এ অধিদপ্তর প্রতিনিয়ত এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সমন্বয়ে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে সরকারি জমি উদ্ধার করেছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই আদালতের মাধ্যমে সময়ক্ষেপণের চেষ্টা করায় মহাসড়কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ ব্যাহত হয়।

(২) মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে অধিক সময় নেওয়া হয়। ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলিত অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিশোধ করার পরও ভূমি হস্তান্তরে বিলম্ব হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সম্পাদনে জটিলতা সৃষ্টি হয়। অর্থ পরিশোধের পর সময়ক্ষেপণ পরিহার করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভূমি দ্রুত হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

(৩) সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থা মহাসড়ক নেটওয়ার্কে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুসরণ না করে সার্ভিস লাইন স্থাপন ও স্থানান্তর করে থাকে। ফলে ভবিষ্যৎ মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত হয়। সার্ভিস লাইন স্থাপন ও স্থানান্তরের বিষয়টি সরকারের বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিপূরণের অর্থ যৌক্তিকভাবে দাবি না করায় প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। যথাসময়ে দাবিকৃত অর্থ পরিশোধ করা সত্ত্বেও সংস্থা কর্তৃক ইউটিলিটি শিফটিং বিলম্ব করায় প্রকল্প বাস্তবায়নও বিলম্বিত হয়। তাই মহাসড়কের পার্শ্বে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক সার্ভিস লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে সওজ-এর ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুসরণ এবং যৌক্তিকভাবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণসহ দ্রুত ইউটিলিটি স্থানান্তরের বিষয়ে নির্দেশনা প্রয়োজন।

(৪) কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে মোটরযান ড্রাইভিং লাইসেন্সের কম্পিটেন্সি পরীক্ষা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য গ্রাহকের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে।

(৫) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো রুটে বিআরটিসি'র বাস চলাচলের অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু জনগণের ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রবল বাধার কারণে বিআরটিসি নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোনো রুটে গাড়ি পরিচালনা করতে পারছে না। এ পরিস্থিতি উত্তরণে আঞ্চলিক পরিবহণ কমিটির সভাপতি হিসাবে জেলা প্রশাসকগণ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

(৬) দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস-এর কারণে যাত্রী পরিবহণ ও পণ্য পরিবহণে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব অর্জন না হওয়ায় বিআরটিসির কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(৭) ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর আওতায় Fast Track-ভুক্ত ঢাকা মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণের বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। নভেল করোনা ভাইরাস মহামারি প্রতিরোধ ও এর প্রাদুর্ভাব রোধে সরকার ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এ ঘোষণার পরপরই এমআরটি লাইন-৬-এ কর্মরত জাপানি পরামর্শক এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জাপানি নাগরিকগণ এবং এমআরটি লাইন-১-এ কর্মরত জাপানি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জাপানি নাগরিকগণ বাংলাদেশ ত্যাগ করে জাপানে ফিরে যান। জাপান সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে এমআরটি লাইন-৬ এবং এমআরটি লাইন-১-এ কর্মরত জাপানী নাগরিকগণ এখনও বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেননি। ফলে এমআরটি লাইন-৬ এবং এমআরটি লাইন-১-এর কাজ পুরোদমে শুরু করা সম্ভবপর হচ্ছে না। এ প্রেক্ষাপটে এমআরটি লাইন-৬ এবং এমআরটি লাইন-১-এ কর্মরত জাপানি নাগরিকগণ যাতে দ্রুত বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন সে লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৮) বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার পরিবহণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণে ডিটিসিএ'র অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও জরিমানার বিধান না থাকায় বিভিন্ন সংস্থা ডিটিসিএ আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ফলে ডিটিসিএ বিভিন্ন পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় করতে পারছে না।

(৯) ঢাকা মহানগরীর বাস সেক্টর পুনর্গঠনের লক্ষ্যে স্বল্প সংখ্যক বাসের সমন্বয়ে গঠিত কোম্পানিগুলোকে একত্রীকরণের মাধ্যমে বৃহৎ বাস কোম্পানি গঠন করে মহানগরীতে যাত্রীসেবা প্রদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ডিটিসিএ'র অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বাস কোম্পানির মালিকগণ চাহিদা অনুযায়ী বাস সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্যাদি সরবরাহ না করায় তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

১০. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

(১) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভক্ত হওয়ার পূর্বে সকল Operational Plan (OP) প্রণয়ন করার ফলে কোনো কোনো OP-এ উভয় বিভাগের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এরূপ OP বাস্তবায়নে Manager পর্যায়ে এ বিভাগের সম্পৃক্ততা না থাকায় গতিশীলতা হ্রাস পাচ্ছে।

(২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ গঠন করা হয়। দুটি বিভাগের জন্য প্রণীত Allocation of Business, অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো এবং বাস্তবতার মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা (Incoherence), দ্বৈততা (Duplication)ও ধারণাগত ত্রুটি রয়েছে। Allocation of Business-এর ২১ ও ২৩ অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কার্যপরিধি, এখতিয়ার ও কার্যক্রম আওতাধীন সংস্থাসমূহের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সাথে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের দ্বন্দ্ব রয়েছে, যা সরকারি স্বার্থে দ্রুত মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট -ঝ

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত পদক ও সম্মাননাসমূহ

- UNESCO Felix Houphouet-Boigny Peace Prize 1998

  For bringing peace in the Chittagong Hill Tracts region.

- Mother Teresa Lifetime Achievement Award 2006

  For outstanding contribution to global peace and stability.

- The Mahatma Gandhi Award 1998 (Oslo, Norway)

  For contribution towards promotion of communal understanding, non-violence, religious harmony and growth of democracy at grassroot level in Bangladesh.

- CERES Medal 1999, Food and Agriculture Organization (FAO), UN, Rome

  For contribution to agriculture development in Bangladesh.

- Pearl S. Buck Award 1999

  For vision, courage and achievements in political, economic and humanitarian spheres that capture the spirit of the award and of the author who inspired it.

- MDG Award 2010

  For Bangladesh's achievement in attaining the Millennium Development Goal in reducing child and infant mortality.

- Indira Gandhi Peace Prize 2010

  For outstanding contribution to peace and democracy.

- South-South Award 2011 (Global Health and Children's Award)

  For promoting maternal and child health through the use of Information and Communication Technology (ICT).

- Dauphine University Gold Medal 2011

  For contribution to strengthening of democracy and women empowerment.

- UNESCO Cultural Diversity Medal 2012

  For protection and promotion of diverse cultural expressions as a force for peace and development.

- South-South Award for Achievement in Fighting Poverty 2013 by the International Organization for South-South Cooperation

- Visionary Award 2014 by the United Nations Office for South-South Cooperation and Organization of American States

  For contribution to building 'Digital Bangladesh' through promoting ICT.

- Tree of Peace by UNESCO in 2014

  For her remarkable contribution to promote girl's and women's literacy and education

- Enlisted in Foreign Policy Magazine's 'Decision makers' category in first 13 thinkers in 2015.
  In recognition of Bangladesh's far-reaching initiatives to address climate change.
- Champions of the Earth Award 2015
  The highest environmental accolade, in recognition of Bangladesh's far-reaching initiatives to address climate change.
- ICTs in Sustainable Development Award 2015
  For recognizing success stories and impressive progress made in ICT development.
- Women in Parliaments Global Forum Award 2015
  As a pioneering country in reducing gender discrimination.
- Plant 50-50 Champion Award 2016
  For outstanding contributions to women empowerment.
- Acceptance as 'Agent of Change' 2016
  For outstanding contributions to women empowerment.
- India Today Cleanliness (Safagiri) Awards
  For 'Best Asian Cleanliness Initiative' in public sanitation and Cleanliness for open defecation.
- Global Women's Leadership Award 2018
  For successful women leadership in the world.
- Doctorate of Literature (D. Litt), 2018
  From Kazi Nazrul Islam university, at Asansol, West Bengal, India 2018.
- Special Distinction Award for Outstanding Leadership by Global Hope Coalition In recognition of leadership in Rohingya issue
- Humanitarian Award by The Inter Press Service (IPS) UN
  For exemplary leadership and efforts to resolve Rohingya Crisis.
- Dr. Kalam Smriti International Excellence Award-2019 by Dr. Kalam Smriti International Advisory Council, India
  In recognition of strengthening close and mutually satisfying India-Bangladesh relationship.
- Vaccine Hero Award by Global Alliance for Vaccination and Immunisations (GAVI)
  For outstanding success in vaccination to immunise children in Bangladesh.
- Champion of Skill Development for Youth Award by The United Nations Children's Fund (UNICEF)
  For great success in youth skill development in Bangladesh.
- Tagore Peace Award by The Asiatic Society, Kolkata
  In recognition of contribution to maintaining regional and global peace and prosperity.
- Institute of South Asian Women (ISAW)
  Lifetime Contribution for Women Empowerment Award.

পরিশিষ্ট-ঞ

২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম

স্বাধীনতা পুরস্কার

ক্রমিক	পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম	জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান
১.	জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক, এমপি	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২.	মরহুম কমান্ডার (অব.) আব্দুর রউফ	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩.	শহিদ বুদ্ধিজীবী মুহম্মদ আনোয়ার পাশা	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪.	জনাব আজিজুর রহমান	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫.	অধ্যাপক ডা. মো. উবায়দুল কবীর চৌধুরী	চিকিৎসাবিদ্যা
৬.	অধ্যাপক ডাঃ এ.কে.এম.এ মুক্তাদির	চিকিৎসাবিদ্যা
৭.	ভারতেশ্বরী হোমস	শিক্ষা
৮.	জনাব কালীপদ দাস	সংস্কৃতি
৯.	ফেরদৌসী মজুমদার	সংস্কৃতি

একুশে পদক

ক্রমিক	পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম	জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান
১.	আমিনুল ইসলাম বাদশা (মরণোত্তর)	ভাষা আন্দোলন
২.	বেগম ডালিয়া নওশিন	শিল্পকলা (সংগীত)
৩.	জনাব শঙ্কর রায়	শিল্পকলা (সংগীত)
৪.	বেগম মিতা হক	শিল্পকলা (সংগীত)
৫.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা খান	শিল্পকলা (নৃত্য)
৬.	জনাব এস এম মহসীন	শিল্পকলা (অভিনয়)
৭.	অধ্যাপক শিল্পী ড. ফরিদা জামান	শিল্পকলা (চারুকলা)
৮.	হাজী আক্তার সরদার (মরণোত্তর)	মুক্তিযুদ্ধ
৯.	আবদুল জব্বার (মরণোত্তর)	মুক্তিযুদ্ধ
১০.	আ. আ. ম. মেসবাহুল হক (বাচ্চু ডাক্তার)	মুক্তিযুদ্ধ
১১.	জনাব জাফর ওয়াজেদ (আলী ওয়াজেদ জাফর)	সাংবাদিকতা
১২.	ড. জাহাঙ্গীর আলম খান	গবেষণা
১৩.	হাফেজ-ক্বারী আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ ছাইফুর রহমান নিজামী শাহ	গবেষণা
১৪.	অধ্যাপক ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া	শিক্ষা
১৫.	অধ্যাপক ড. শামসুল আলম	অর্থনীতি
১৬.	সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	সমাজসেবা
১৭.	ড. নুরুন নবী	ভাষা ও সাহিত্য
১৮.	সিকদার আমিনুল হক (মরণোত্তর)	ভাষা ও সাহিত্য
১৯.	বেগম নাজমুন নেসা পিয়ারি	ভাষা ও সাহিত্য
২০.	অধ্যাপক ডাঃ সায়েবা আখ্তার	চিকিৎসা
২১.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	গবেষণা

বেগম রোকেয়া পদক

ক্রমিক	পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম	জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান
১.	বেগম সেলিনা খালেক	নারী শিক্ষা, নারী অধিকার, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণ
২.	অধ্যক্ষ শামসুন নাহার	নারী শিক্ষায়
৩.	ড. নুরুননাহার ফয়জননেসা (মরণোত্তর)	নারী শিক্ষা, নারীর অধিকার, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
৪.	মিজ পাপড়ি বসু	নারীর অধিকার
৫.	বেগম আখতার জাহান	নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে

চলচ্চিত্র পুরস্কার–২০১৭

ক্রমিক	২০১৭ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/চলচ্চিত্রের নাম	ক্যাটাগরি
১.	এটিএম শামসুজ্জামান, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা সালমা বেগম সুজাতা, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী	আজীবন সম্মাননা
২.	(ক) কায়সার আহমেদ (ঢাকা অ্যাটাক) (খ) মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন (সানী সানোয়ার) (ঢাকা অ্যাটাক)	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র
৩.	বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিশ্ব আঙিনায় অমর একুশে)	শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র
৪.	বদরুল আনাম সৌদ (গহীন বালুচর)	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক
৫.	(ক) শাকিব খান রানা (সত্তা) (খ) মাহবুবুল আরেফিন শুভ (ঢাকা অ্যাটাক)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে
৬.	নুসরাত ইমরোজ তিশা (হালদা)	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে
৭.	মোঃ শাহাদাৎ হোসেন (গহীন বালুচর)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে
৮.	(ক) সুবর্ণা মুস্তাফা (গহীন বালুচর) (খ) রুনা খান (হালদা)	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে
৯.	জাহিদ হাসান (হালদা)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/ অভিনেত্রী খল চরিত্রে
১০.	এম ফজলুর রহমান (গহীন বালুচর)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী কৌতুক চরিত্রে
১১.	নাইমুর রহমান আপন (ছিটকিনি)	শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী
১২.	অনন্য সামায়েল (আঁখি ও তার বন্ধুরা)	শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার
১৩.	এম ফরিদ আহমেদ হাজরা (ফরিদ আহমেদ) (তুমি রবে নীরবে)	শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক
১৪.	ইভান শাহরিয়ার সোহাগ (ধ্যাততেরিকি)	শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক
১৫.	মাহফুজ আনাম জেমস (তোর প্রেমেতে অন্ধ...) (সত্তা)	শ্রেষ্ঠ গায়ক
১৬.	মমতাজ বেগম (না জানি কোনো অপরাধে...) (সত্তা)	শ্রেষ্ঠ গায়িকা
১৭.	সেজুল হোসেন (না জানি কোনো অপরাধে...) (সত্তা)	শ্রেষ্ঠ গীতিকার

ক্রমিক	২০১৭ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/চলচ্চিত্রের নাম	ক্যাটাগরি
১৮.	শুভাশীষ মজুমদার বাপ্পা (না জানি কোনো অপরাধে...) (সত্তা)	শ্রেষ্ঠ সুরকার
১৯.	আজাদ বুলবুল (হালদা)	শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার
২০.	তৌকির আহমেদ (হালদা)	শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার
২১.	বদরুল আনাম সৌদ (গহীন বালুচর)	শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা
২২.	মোঃ কালাম (ঢাকা অ্যাটাক)	শ্রেষ্ঠ সম্পাদক
২৩.	উত্তম কুমার গুহ (গহীন বালুচর)	শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক
২৪.	কমল চন্দ্র দাস (গহীন বালুচর)	শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক
২৫.	রিপন নাথ (ঢাকা অ্যাটাক)	শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক
২৬.	রিটা হোসেন (তুমি রবে নীরবে)	শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজ-সজ্জা
২৭.	মোঃ জাভেদ মিয়া (ঢাকা অ্যাটাক)	শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান

চলচ্চিত্র পুরস্কার–২০১৮

ক্রম	২০১৮ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/চলচ্চিত্রের নাম	ক্যাটাগরি
১.	(ক) এম এ আলমগীর, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক (খ) প্রবীর মিত্র, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা	আজীবন সম্মাননা
২.	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (পুত্র)	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র
৩.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (গল্প সংক্ষেপ)	শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র
৪.	ফরিদুর রেজা সাগর (রাজাধিরাজ রাজ্জাক)	শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র
৫.	মোস্তাফিজুর রহমান মানিক (জান্নাত)	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক
৬.	(ক) ফেরদৌস আহমেদ (পুত্র) (খ) সাদিক মোঃ সাইমন (সাইমন সাদিক) (জান্নাত)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে
৭.	জয়া আহসান (দেবী)	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে
৮.	আলী রাজ (জান্নাত)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে
৯.	সুচরিতা (মেঘকন্যা)	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে
১০.	সাদেক বাচ্চু (একটি সিনেমার গল্প)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী খল চরিত্রে
১১.	(ক) মোশাররফ করিম (কমলা রকেট) (খ) আফজাল শরিফ (পবিত্র ভালোবাসা)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী কৌতুক চরিত্রে
১২.	ফাহিম মুহতাসিম লাজিম (পুত্র)	শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী
১৩.	মাহমুদুর রহমান (অনিন্দ) (মাটির প্রজার দেশে)	শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার
১৪.	ইমন সাহা (জান্নাত)	শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক
১৫.	মাসুম বাবুল (আমার জামা কাপড়...) (একটি সিনেমার গল্প)	শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক
১৬.	নাইমুল ইসলাম রাতুল (যদি দুঃখ ছুঁয়ে...) (পুত্র)	শ্রেষ্ঠ গায়ক

ক্রম	২০১৮ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/চলচ্চিত্রের নাম	ক্যাটাগরি
১৭.	(ক) সাবিনা ইয়াসমিন (ভুলে মান অভিমান...) (পুত্র) (খ) আখিঁ আলমগীর (গল্প কথার ঐ...) (একটি সিনেমার গল্প)	শ্রেষ্ঠ গায়িকা
১৮.	(ক) কবির বকুল (যদি এভাবেই ভালোবাসা...) (নায়ক) (খ) জুলফিকার রাসেল (যদি দুঃখ ছুঁয়ে দেখো..) (পুত্র)	শ্রেষ্ঠ গীতিকার
১৯.	রুনা লায়লা (গল্প কথার ঐ...) (একটি সিনেমার গল্প)	শ্রেষ্ঠ সুরকার
২০.	সুদীপ্ত সাঈদ খান (জান্নাত)	শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার
২১.	সাইফুল ইসলাম মান্নু (পুত্র)	শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার
২২.	এস. এম. হারুন-অর-রশীদ (হারুন রশীদ) (পুত্র)	শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা
২৩.	তারিক হোসেন বিদ্যুৎ (পুত্র)	শ্রেষ্ঠ সম্পাদক
২৪.	উত্তম কুমার গুহ (একটি সিনেমার গল্প)	শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক
২৫.	জেড এইচ মিন্টু (পোস্ট মাস্টার ৭১)	শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক
২৬.	আজম বাবু (পুত্র)	শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক
২৭.	সাদিয়া শবনম শানতু (পুত্র)	শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজ-সজ্জা
২৮.	ফরহাদ রেজা মিলন (দেবী)	শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান

বাঃসঃমুঃ-২০২০/২১-৫০৬৮ (কমঃসি-৪)—৩০০ বই, ২০২১।